মুহাম্মদ আল-ব্যুরে

প্রশাসনিক উন্নয়ন

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ
অনূদিত

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রশাসনিক উন্নয়ন
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মূল
মুহাম্মদ আল-ব্যুরে
অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
কলেজ অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট
ইউনিভার্সিটি অব পেট্রোলিয়াম এণ্ড মিনারেলস
দাহরান, সৌদি আরব

অনুবাদ
আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম-৪৩৩১, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আল-ব্যুরে

প্রশাসনিক উন্নয়ন
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ
অনূদিত

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আল-ব্যুরে
প্রশাসনিক উন্নয়ন
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
বঙ্গানুবাদ
আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী নং ৫০, রোড নং ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন : ৮১২২৬৭৭, ৯১৩৮৩৬৭, ফ্যাক্স : ৯১১৪৭১৬

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ন ১৪১৪ বাংলা
ডিসেম্বর ২০০৭ ইংরেজী
জিলহজ্ব ১৪২৮ হিজরী

ISBN 984-70103-0005-5

প্রচ্ছদ
মিসেস শারমিনা জান্নাত
মুদ্রণে
চৌকস প্রিন্টার্স লিমিটেড
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা, বাংলাদেশ
মূল্য
৩০০/- (তিনশত টাকা)
ইউ এস $ 25

PROSHASONIK UNNOYON: ISLAMI DRISTIBHANGI *(Administrative Development: An Islamic Perspective)*, written in English by Dr. Muhammad Al-Buraey, translated into Bengali by Amir Mohammad Nasrullah and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, House No. 50, Road No. 16 (Old 27), Dhanmondi, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: biit_org@yahoo.com

First Edition
December 2007
Price
Home : 300/- (Taka Three Hundred), Abroad : US $ 25

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যে সম্পর্কে ইসলামে দিক নির্দেশনা নেই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, সব ক্ষেত্রেই ইসলামের সুনির্দিষ্ট অনুশাসন রয়েছে। ড. মুহাম্মদ আল ব্যুরের এ গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হল প্রশাসনিক উন্নয়নে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি। তথাপি, তাঁর গবেষণায় উন্নয়নের অন্যান্য দিক যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সে দিক থেকে বইটি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক, সবার জন্য অত্যন্ত জরুরী বলে আমাদের মনে হয়েছে। যে কথার সত্যতা পাওয়া যায় অনুবাদকের কথায়ও।

পাশ্চাত্যের আদর্শ, মতবাদ এবং চিন্তাধারা আমাদের তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসহ মুসলিম দেশগুলোর মানুষের জীবনের সব স্তরেই এক ব্যাপক প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। ফলে মুসলিম দেশগুলো তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস ভুলতে বসেছে। যে ইতিহাস সৃষ্টি করেন আজ থেকে প্রায় পনের'শ বছর আগে ইসলামের বাহক ও প্রচারক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে প্রকৃত নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে রচিত এক সমাজ যা আজও পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় জগতের সব ধর্মের মানুষের কাছে বিস্ময়। এমতাবস্থায়, ড. আল ব্যুরের এ গবেষণা অত্যন্ত সময়োপযোগী- যা সব মুসলিম দেশের অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে অনুসরণ ও অনুকরণ করা দরকার।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় এ ধরণের গবেষণা কর্ম নেই বললেই চলে। তাই দেরিতে হলেও ড. আল ব্যুরের এ বিশাল গবেষণা কর্মের বঙ্গানুবাদ জাতিকে উপহার দেবার জন্য আমরা অনুবাদক জনাব আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটির সূচি দেখেই বুঝা যায় এর প্রয়োজনীয়তা। এতে মানব জীবনের সব দিক যেমন ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের দর্শনের সাথে ইসলামী দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। ড. আল ব্যুরের এ গবেষণা কর্ম থেকে যে বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তা হল ইসলাম জীবনের একটি পদ্ধতি হিসেবে শুধু উন্নয়নের সাথে যুক্তিযুক্তই নয়, বরং উন্নয়নের জন্য একটি চলমান শক্তি। তাঁর মতে, মুসলিম বিশ্বের তথা তৃতীয় বিশ্বের সাম্প্রতিক অনেক সমস্যা সমাধানে ইসলামের খাঁটি ও মৌলিক নৈতিকতাই একমাত্র বিকল্প পন্থা, যেখানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মডেলগুলো ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের যে চিত্র আমরা লক্ষ্য করি, তা অত্যন্ত করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক। যা একদিনে সৃষ্টি হয়নি, অনেক দিন ধরে নীতি নৈতিকতার পথ পরিহার করে ক্ষমতাকে সেবার পরিবর্তে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ফলশ্রুতিতে আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের

www.pathagar.com

বিশ্বাস এ গবেষণা কর্মের অনুবাদ গ্রন্থটি সরকারের প্রশাসনকে আরও দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, এক কথায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দলসহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সবার উৎকর্ষতা সাধনে অবদান রাখবে।

অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষার এ অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। বইটিতে ইসলামী বিশ্বের যেসব তথ্যাবলী সংযুক্ত করা হয়েছে তার সবগুলোই আশির দশকের। যেহেতু গবেষণা কর্মটি তখনই সম্পাদিত হয়েছিল। পাঠকগণ অবশ্যই জানেন যে ইতিমধ্যে সে তথ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বইটির ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে সে তথ্যে কোন পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়নি। ভবিষ্যতে মূল বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলে অনুবাদটি পুনরায় ঐ সংস্করণ অনুযায়ী আপডেট করার চেষ্টা করা হবে। আমাদের বিশ্বাস, দেশের সরকারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, এবং দেশের বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এ বইটিকে সহজেই রেফারেন্স/টেক্সট বই হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। যদি অনুবাদ গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক, প্রশাসক, সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সংস্কৃতি কর্মী এবং সুশীল সমাজসহ সবার ন্যূনতম প্রয়োজনেও আসে, তবে আমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে। আমরা প্রকাশনাটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ।

এম. আযিযুল হক
ভাইস প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

'ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়, বরং সবার জন্য জীবনের শাশ্বত একটি বিধান। এ বই যারা ধর্ম মানেন তাদের জন্য, এ বই যারা ধর্ম মানেন না তাদেরও জন্য, এ বই যারা মুসলিম তাদের জন্য, এবং এ বই যারা অমুসলিম কিন্তু ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদেরও জন্য'। Dr. Al Buracy -র এ ধরণের কিছু উক্তি পড়েই বলতে গেলে আমি এ বইটির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। ১৯৮৫ সালে বইটি সর্বপ্রথম ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে। আমি যখন মাষ্টার্স শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত, তখন একটি কোর্সের পাঠ্য হিসেবে কোর্স শিক্ষক পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আব্দুন নূর স্যার বইটির রেফারেন্স দেন। সে থেকেই আমি বইটির মর্ম উপলব্দির চেষ্টা শুরু করি। এক পর্যায়ে, বইটি বাংলায় অনুবাদ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। আমি কাজও শুরু করি ১৯৯৮-৯৯ সালের দিকে, কিন্তু কর্ম জীবনের ব্যস্ততায় তা আর সমাপ্ত করা হয়ে উঠেনি।

পুনরায়, ২০০১-২০০২ সালের দিকে প্রিয় আব্দুন নূর স্যার আবারও উৎসাহ দেন বইটির অনুবাদের কাজ শেষ করার জন্য। এ সময় বইটির অনুবাদের কথা জানতে পারেন বরেণ্য ইতিহাসবিদ, তৎকালীন সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মূঈন উদ্দীন আহমদ খান এবং বাংলাদেশের বরেণ্য লোক প্রশাসনবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান। তাঁরাও আমাকে ব্যাপক অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। তাছাড়া, আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকামণ্ডলী এবং আমার প্রিয় সহকর্মীদের সবাই আমাকে ব্যাপক উৎসাহ যোগান। যার ফলে, আমি পুনরায় অনুবাদের কাজটি শুরু করি। ইতিমধ্যে, ২০০২ সালের শেষের দিকে আমি অধ্যাপক ড. আল ব্যুরের নিকট বইটি বাংলায় অনুবাদ করার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখি। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বইটি অনুবাদ করার অনুমতি দিয়ে আমাকে চিঠি দিয়ে বলেন, বইটি ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও ভারতে অনূদিত হয়েছে, যা আমাকে দারুনভাবে উজ্জীবিত করে।

ইতিমধ্যে আমি লোক প্রশাসন বিভাগে শিক্ষকতায় যোগদান করি। স্বাভাবিকভাবেই ব্যস্ততা কিছুটা বেড়ে যায়। কিন্তু একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে, কে প্রকাশ করবে এতবড় একটা অনুবাদের কাজ। নূর স্যার, ড. খান স্যার সবাই ভরসা দিলেন। বললেন, আগে কাজ শেষ কর, বাকীটা এমনিতেই হয়ে যাবে। নূর স্যার একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাজ কতদূর? আমি বললাম স্যার প্রায় অর্ধেক শেষ। তিনি বললেন বি আই আই টি কে একটি চিঠি লিখ প্রকাশনার ব্যাপারে। আমি বললাম, স্যার তাঁরা কি রাজী হবেন? স্যার বললেন লিখেই দেখ না। সাথে সাথে আমি তাঁদের চিঠি লিখলাম। আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে তাঁরা রাজী হলেন প্রকাশনার ব্যাপারে এবং আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। আমি প্রথম দিকে মনে করেছিলাম অনুবাদের কাজটি অত্যন্ত সহজ হবে। কিন্তু, যখন

www.pathagar.com

কাজে পুরো মন দিলাম তখন বুঝতে পারলাম, আসলে কাজটা কতটা কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ।

যাহোক একাজটি সুসম্পন্ন করতে পারায় আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ড. মুহাম্মদ আল ব্যুরেকে, যিনি বইটি না লিখলে আমার একাজ করা হতো না। এ কাজটি সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুন নূর স্যারের অবদানের কথা অনস্বীকার্য। শুধুই যে তিনি আমাকে অনুবাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তা নয়, তিনি অনুবাদের ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন, যা আমার কাজটির উৎকর্ষতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এজন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ড. মূঈন উদ্দীন আহমদ খান স্যারকে, যিনি পুরো অনুবাদটি রিভিউ করে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, যা অনুবাদটির গ্রহণযোগ্যতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া, আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়ে কাজটি সুন্দরভাবে শেষ করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদেরকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অনুবাদের কাজ শেষে তা বাংলায় কম্পোজ করার গুরু দায়িত্ব দেই হোমল্যান্ড প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্সের জনাব কাজী আনোয়ার হোসেনকে। তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কাজটি করে দেন। আমি পুনরায় কম্পোজ করা কাজটি চেক করতে শুরু করি। একাজে আমাকে আমার বিভাগের অনেক স্নেহভাজন ছাত্রও সহযোগিতা করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন ফায়সাল, মোবারক, কামাল, মনসুর, মোস্তফা প্রমুখ। তাছাড়া চৌকস প্রিন্টার্সের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী বইটির প্রিন্টিং-র কাজে ব্যাপক সহযোগিতা করেন। তাদের সবার প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য বি আই আই টি-র মাননীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শাহ্ আবদুল হান্নান, ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এম. আযিযুল হক, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর জনাব এম. জহুরুল ইসলাম, ডেপুটি ডাইরেক্টর জনাব আবদুল আজিজ এবং জনাব রুহুল আমিনসহ অনেকের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। তাঁদের এ সহযোগিতা ভুলার নয়। বিশেষত, আজিজ ভাই পুরো পাণ্ডুলিপিটি পড়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন, যা বইটির উৎকর্ষতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

অবশেষে যাদের কথা না বললেই নয়, তাঁরা হলেন আমার মা, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এবং আমার কন্যা। যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে কাজটি হয়তো শেষ হতো না। বিশেষত, বিগত কয়েকটি মাস, দিন-রাত আমি যখন কম্পিউটারের সামনে বসে প্রুফ দেখতাম, তখন আমার সহধর্মিনী পাশে বসে থেকে আমাকে সাপোর্ট দিতেন, যা ভুলার নয়। তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

পরিশেষে, পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, যদি মাতৃভাষায় অনূদিত এ বইটি দ্বারা একজনও উপকৃত হন, তবে আমার এ প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে। গোটা বইটি চলিত ভাষায়

www.pathagar.com

অনুবাদ করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে, সাধু-চলিত মিশ্রণ এড়ানোর এবং আরও চেষ্টা করা হয়েছে একই বানান রীতি ব্যবহারের। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। সফলতার সবটুকুই তাঁদের, যাঁদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় আমি কাজটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি এবং ব্যর্থতার সবটুকুই আমার। আমার বিশ্বাস, বইটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন লোক প্রশাসন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং অন্যান্য বিভাগ যেমন আইন, ইতিহাস, দর্শন ও ব্যবস্থাপনার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গবেষকবৃন্দের ব্যাপক উপকারে আসবে। তাছাড়া সমাজ উন্নয়নকর্মী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক, সংস্কৃতিকর্মী, সুশীল সমাজ সহ অন্যান্য যাঁরা সমাজ নিয়ে ভাবেন, সমাজের জন্য কিছু করতে চান, মুসলিম অমুসলিম সবার জন্য বইটি অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমি মনে করি।

আল্লাহ্ হাফেজ।

আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ্
সহকারী অধ্যাপক
লোক প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম-৪৩৩১, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি পৃষ্ঠা নং

মুখবন্ধ	*xx*
উৎসর্গ	*xxii*
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	*xxiii*
সূচনা	১
ইসলাম ও উন্নয়ন	১
অপরিবর্তনশীল উপকরণসমূহ	১
পরিবর্তনশীল উপকরণসমূহ	৩
সমস্যার বিবরণ	৯
গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস	১৪
আরবী উপকরণ	১৫
অনারবীয় উপকরণ	১৬
বিভিন্ন ধারণাসমূহের সংজ্ঞা	১৭
উন্নয়ন	১৭
আধুনিকায়ন	১৭
দেশজমুখীতা	১৮
মুসলিম ও ইসলামপন্থী	১৮
সাহিত্য পর্যালোচনা	১৯
মডেল ও মডেল নির্মাণ	৩০
সূচনার টীকা	৩৩
প্রথম ভাগ। উন্নয়নের আদর্শ	৪১
এক. ইসলামঃ সাধারণ পূর্ব ধারণা	৪২
ইসলামের অর্থ	৪২
মুসলিম জনগণ	৪৫
ইসলামী আইনের উৎসাবলী	৫৫
কোরান	৫৬
সুন্নাহ্	৬১
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ব্যাপারে আপত্তি	৬৫
ইসলাম কি ইশ্বরতন্ত্র বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র?	৭০
ইসলামের কিছু মৌলিক তত্ত্ব	৭৫
স্বাধীনতা	৭৫

www.pathagar.com

	ন্যায়বিচার	৭৮
	সমতা	৮১
	(শু'রা) পরামর্শ বা উপদেষ্টা পরিষদ	৮২
	মানুষের মর্যাদা	৮৩
	ইসলামী গণতন্ত্রের সন্ধানে	৮৫
	সারাংশ ও উপসংহার	৮৭
	প্রথম অধ্যায়ের টীকা	৮৮
দুই.	**মানুষ ও উন্নয়নঃ মানব প্রকৃতির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি**	৯৫
	মানব প্রকৃতি	৯৫
	মানুষের প্রকারভেদ	৯৮
	মানুষ সম্পর্কে ইসলামী ধারণা	১০১
	মানুষের কার্যাবলী	১০৮
	মানুষের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা	১১০
	মানুষের রাজনৈতিক প্রকৃতি	১১১
	মানুষের সামাজিক আচরণ	১১৬
	ইসলামে কি কোন মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব আছে?	১১৬
	ইসলামে মানুষ, উন্নয়ন ও আধুনিকতা	১১৯
	সারাংশ ও উপসংহার	১২১
	দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকা	১২২
দ্বিতীয় ভাগ। উন্নয়নের পরিবেশ		১২৭
তিন.	**রাজনৈতিক উন্নয়ন**	১২৮
	রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক	১২৯
	ইসলাম ও আধুনিকায়ন	১৩১
	রাজনৈতিক উন্নয়ন পরিবেশের এক্টরসমূহ	১৩৩
	উলামা	১৩৩
	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী	১৩৪
	ঐতিহ্যবাদী	১৩৫
	আধুনিকতাবাদী	১৩৬
	নব্য-ঐতিহ্যবাদী বা ইসলামপন্থী	১৩৭
	শরীয়া'হ্	১৩৭
	শরীয়া'হ্-র উৎসাবলী	১৩৭
	শরীয়া'হ্-র বৈশিষ্ট্যাবলী	১৩৮
	ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা	১৪১

www.pathagar.com

রাজনৈতিক উন্নয়নের ইসলামী পন্থা: ইসলামপন্থীদের ভূমিকা ১৫৪
সারাংশ ও উপসংহার ১৫৮
তৃতীয় অধ্যায়ের টীকা ১৫৮

চার. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ১৬৫

ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়ন: ভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি ১৬৬
অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'তৃতীয় সমাধান': ঐতিহাসিক উন্নয়ন ১৭০
কোরান ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৭৪
অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলভিত্তি ১৭৬
ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী ১৮০
সমকালীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন: 'সরীসৃপের গর্তের অবস্থা' ১৮৩
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী ১৮৩
'সরীসৃপের গর্তে' মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ১৮৯
তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে অমিল ১৯১
'সরীসৃপের গর্ত' থেকে বের হবার উপায় ১৯২
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা ১৯৫
প্রবেশ ১৯৭
বিরোধিতা এবং প্রত্যাহার ১৯৭
সমন্বিতকরণ ১৯৮
সারাংশ ও উপসংহার ১৯৮
চতুর্থ অধ্যায়ের টীকা ১৯৯

তৃতীয় ভাগ। প্রশাসনিক উন্নয়ন ২২৩

পাঁচ. প্রশাসনিক উন্নয়ন: প্রশাসনের ইসলামী ভিত্তিমূল ২২৪

প্রশাসনের বিবর্তনমূলক উন্নয়ন ২২৫
'প্রশাসনের' অর্থ ২২৫
লোক প্রশাসন ২২৬
উন্নয়ন প্রশাসন ২২৮
প্রশাসনিক উন্নয়ন ২২৮
ইসলামী প্রশাসনের উৎসাবলী ২৩০
কোরান, সুন্নাহ্‌, *শরীয়া'হ্‌* ও প্রশাসন ২৩২
মহানবী (স.)-র প্রশাসন (১২ হিজরী পূর্ব/৬১০-১১ হিজরী পরবর্তী /৬৩২) ২৩৮
ধার্মিক খলিফাদের প্রশাসন ব্যবস্থা (১১/৬৩২-৪১/৬৬১) ২৪৪
ইসলামী প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৫৫
দিওয়ান (সচিবালয়) ২৫৫

www.pathagar.com

	হিসবাহ্	২৫৯
	ইসলামী প্রশাসনের তাত্ত্বিক নির্দেশাবলী: দলিল ও পাণ্ডুলিপি	২৬২
	দলিল	২৬২
	পাণ্ডুলিপি	২৬৮
	ইসলামী প্রশাসনের অগ্রদূতগণ	২৭০
	ইসলামী প্রশাসনের উৎসসমূহের একটি সমসাময়িক মূল্যায়ন	২৭৭
	সারাংশ ও উপসংহার	২৭৯
	পঞ্চম অধ্যায়ের টীকা	২৮০
ছয়.	**ইসলামী মডেলের গতিশীলতা**	**২৯৭**
	ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি	২৯৮
	ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির চ্যালেঞ্জ ও হুমকিসমূহ	২৯৯
	উন্মুক্ত ব্যবস্থা অভ্যাগম	৩০৭
	ইসলামী প্রশাসনিক মডেল	৩০৮
	কিছু পূর্বশর্ত	৩০৮
	মৌলিক উপাদান ও পরিবেশ	৩১০
	বিশ্লেষণ ও সম্পর্ক	৩১৩
	শূ'রা	৩১৮
	রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদ	৩২৫
	ইসলামী মডেল ও অন্যান্য লোক প্রশাসন মডেল: একটি তুলনা	৩৩০
	ইসলামী মডেলের কিছু অনন্য দিক	৩৩৯
	ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক মানের উপর গুরুত্বারোপ	৩৩৯
	সুদহীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৩৯
	প্রশাসনিক দুর্নীতির শাস্তি	৩৩৯
	বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান	৩৪০
	ঐশ্বরিক মৌলিকত্ব	৩৪০
	দেশজমুখীতা	৩৪১
	অন্যায়ের প্রতিরোধ	৩৪১
	শূ'রার ধারণা	৩৪২
	সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ	৩৪২
	নেতৃত্বের ধারণা	৩৪৪
	সংজ্ঞা	৩৪৪
	যোগ্যতা	৩৪৪
	উদ্দেশ্যাবলী	৩৪৫
	ধরণ	৩৪৫

www.pathagar.com

	পরিচালনা	৩৪৬
	দায়িত্বাবলী	৩৪৭
	নিরপেক্ষতা	৩৪৮
	দলীয় প্রত্যাশা	৩৪৮
	প্রশাসনিক আইনের ধারণা	৩৪৯
	বিনয় ও সরলতা	৩৫০
	সম্ভাব্যতার শর্তাবলী	৩৫১
	সারাংশ ও উপসংহার	৩৫২
	ষষ্ঠ অধ্যায়ের টীকা	৩৫২
সাত.	**কৌশল, বাস্তবায়ন ও বিজড়িতকরণ**	৩৬৯
	কৌশল	৩৭০
	একজন পরিবর্তন-প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামপন্থী	৩৭২
	মুসলিম রাষ্ট্রে প্রশাসনিক উন্নয়নের উপাদানসমূহ	৩৭৫
	আলোচ্য বিষয়	৩৭৫
	উৎসাবলী	৩৭৭
	প্রক্রিয়া	৩৭৭
	ফলাফল	৩৭৭
	বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কাংখিত ফলাফল	৩৭৮
	বাস্তবায়ন	৩৭৮
	অনানুষ্ঠানিক/ব্যক্তিগত পদ্ধতি	৩৭৯
	প্রবেশ	৩৭৯
	আমলাতন্ত্রে প্রবেশ	৩৭৯
	প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশ	৩৭৯
	সমন্বিতকরণ	৩৮০
	সহযোগিতা	৩৮১
	বিরোধিতা	৩৮১
	আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি	৩৮২
	বিজড়িতকরণ	৩৮৪
	সমস্যা ও সম্ভাবনা	৩৮৫
	সারাংশ ও উপসংহার	৩৮৭
	সপ্তম অধ্যায়ের টীকা	৩৮৯
সমাপনী বক্তব্য		৩৯৩
	সারাংশ	৩৯৩
	ভবিষ্যত গবেষণা	৩৯৮

www.pathagar.com

পরিশিষ্টাবলী ৪০১

তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ৪০২

উন্নয়নঃ একটি ইসলামী ধরণ, কিছু উপাদান ও একটি মানদণ্ড ৪০২

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ৪০৯

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও আই সি) ভূক্ত মুসলিম সদস্য রাষ্ট্রসমূহের খনিজ সম্পদের বিবরণ এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জি ডি পি) তার অবদানের শতকরা হার ৪০৯

পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ৪১৯

ইসলামী পাণ্ডুলিপি ৪১৯

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ৪২৩

www.pathagar.com

বিশদকরণ

সারণী

সারণী		পৃষ্ঠা নং
১-১	মুসলিম বিশ্ব: যে সব দেশে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ	৪৭
১-২	মুসলিম জনগণ: যে সব দেশে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ	৫০
১-৩	মুসলিম বিশ্ব: যে সব দেশে মুসলিমগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ	৫১
৩-১	সরকারের ধরণ অনুযায়ী ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও আই সি) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাম	১৪৭
৩-২	দেশ, সংগঠন ও সরকারের ধরণের ভিত্তিতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও আই সি)	১৪৯
৪-১এ	কোরানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	১৭১
৪-১বি	কোরানে অর্থনৈতিক জীবন	১৭২
৪-২	ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও আই সি) সদস্যগণ: কিছু অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক সূচক ও অর্থনীতির ধরণ	১৮৪
৫-১	কোরানে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ	২৩৩
৬-১	ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি	৩০০
৬-২	মুসলিম রাষ্ট্রে প্রশাসনিক কার্যাবলীর বিবরণী	৩০২
৬-৩	লোক প্রশাসনের পাঁচ মডেল	৩৩২
৬-৪	একটি ইসলামী প্রশাসনিক মডেল: বৈশিষ্ট্যাবলী ও মূল্যবোধ	৩৩৫
৭-১	মুসলিম দেশগুলোতে প্রশাসনিক উন্নয়নের উপাদানসমূহ	৩৭৬

চিত্রাবলী

১-১	ইসলামী বিশ্ব (মানচিত্র)	৪৬
৬-১	ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি আদর্শ মডেল (ছয় 'পি' ভাষ্য)	৩৩১
৭-১	ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি আদর্শ মডেল (ছয় 'পি' ভাষ্য)	৩৭১
৩এ-১	ইসলামী উন্নয়নের উপাদানসমূহ	৪০৩

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

পাশ্চাত্যে প্রচলিত উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নতর একটি উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করাই এ গবেষণার মূল লক্ষ্য। লেখক আশা করেন যে, এ দৃষ্টিভঙ্গি মানব সমাজের বৈশ্বিক উন্নয়নের সাধারণ একটি তত্ত্ব তৈরীর লক্ষ্যে অবদান রাখবে যা বর্তমানে নেই। যদিও এ গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু প্রশাসনিক উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, তথাপি উন্নয়নের অন্যান্য দিক যেমন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক দিকও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক এবং অন্যান্য অনেক উন্নয়ন গবেষক এটি মনে করেন যে, উন্নয়নে ইসলামের ভূমিকা পূর্বাপর একপেশে পতিত, যেন এটি অপ্রাসঙ্গিক, বা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যমান উন্নয়ন সাহিত্যে উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত নয় বলেই উপেক্ষিত। এ বর্জন শুধু তাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক সার্কেলের কোন একক সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, বরং তাদের অনেক প্রতিষ্ঠিত জার্নাল ও পেশাগত প্রকাশনারও ক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। এ দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতা উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন পাঠ্য বই, রিপোর্ট এবং অন্যান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সত্য।

এ ভয়ানক ব্যবধানটি দূর করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে এ গবেষণা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, ইসলাম একটি ব্যবস্থা ও একটি জীবন পদ্ধতি হিসেবে উন্নয়নের সাথে শুধু যুক্তিযুক্তই নয়, বরং উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও এর সফলতার ক্ষেত্রে একটি চলমান শক্তি হিসেবেও কাজ করে। মুসলিম বিশ্বের সাম্প্রতিক অনেক সমস্যা এমন একটি দিকের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যে ব্যাপারে অনেক বুদ্ধিজীবীও একমত হয়েছেন, তা হলঃ ইসলামের মৌলিক ও খাঁটি নৈতিকতাই টিকে থাকার একমাত্র বিকল্প, যেখানে উন্নয়নের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের উভয় মডেলই ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা হল, প্রশাসনের ইসলামী মডেলই পারে উন্নয়নের সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে এবং যা 'পাশ্চাত্য' ও 'প্রাচ্যের' উন্নয়ন মডেল থেকে অনেক উত্তম।

প্রশাসনিক উন্নয়নের একটি নতুন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ গবেষণা কোন নতুন তত্ত্ব বা নতুন ইসলামী মডেল তৈরীর চেষ্টা করেনি, বরং এখানে প্রশাসনের উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যবস্থা ধারণা ব্যবহার করে এ গবেষণা একটি সুপরিচিত পাশ্চাত্য পদ্ধতিবিদ্যার (ও কৌশল) সাথে ইসলামী মূল্যবোধ, মৌলিকত্ব ও নৈতিকতাকে সংযুক্ত করেছে। ব্যবস্থা মডেল ততক্ষণ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত বলে বিবেচিত, যতক্ষণ এটি পরিবেশের সাথে সরাসরি মিথস্ক্রিয়া করে। এ বিষয়টি গবেষককে ইসলামী প্রশাসনিক মডেলকে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সাথে স্বাতন্ত্র্যসূচক শর্তাবলী, চাপ, হুমকি, জোর এবং প্রভাবের একটি অখণ্ড অংশ হিসেবে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি

www.pathagar.com

ইংগিত প্রদান করে। এ উপাদানসমূহ এ মডেলের সীমা পরিসীমাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে এবং এরকম মিথষ্ক্রিয়ার আওতা নির্ধারণ করে-যার মধ্যে এর কার্যকারিতার একটি অধিক যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এ গবেষণা কর্মটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ হল 'উন্নয়নের আদর্শ'। এর প্রথম অধ্যায়ে উন্নয়নের জন্য আদর্শিক নির্দেশনা হিসেবে ইসলামের একটি সমন্বিত পটভূমি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'মানুষ ও উন্নয়ন' এবং 'মানব প্রকৃতির' একটি জীবন্ত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগ হল 'উন্নয়নের পরিবেশ'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে 'রাজনৈতিক উন্নয়ন' ও চতুর্থ অধ্যায়ে 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগ হল 'প্রশাসনিক উন্নয়ন', এটিই হল মূল গবেষণা কর্ম যা তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর পঞ্চম অধ্যায়ে প্রশাসনের ইসলামী উৎস ও মূলভিত্তিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ছয় 'পি'-র সংস্করণসহ প্রশাসনের ইসলামী মডেলের গতিশীলতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চূড়ান্তপর্বে সপ্তম অধ্যায়ে এ মডেলের কৌশল, বাস্তবায়ন ও বিজড়িতকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে-যেখানে এ পদ্ধতিতে ইসলামপন্থীদের ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। সবশেষে সমাপনী বক্তব্য, একটি সারাংশ উপস্থাপন এবং একটি ভবিষ্যত গবেষণার দিকনির্দেশনা দিয়ে গবেষণাটির ইতি টানা হয়েছে।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আল্লাহ্‌র নামে শুরু, যিনি করুণাময় ও ক্ষমাশীল।

আমার আম্মা ও আব্বার স্মৃতি এবং তাঁদের আত্মার প্রতি উৎসর্গকৃত।
এছাড়াও আমার শ্রদ্ধেয় চাচা সৈয়দ এম. বানা'ইমাহ যিনি আমার আব্বার মৃত্যুর পর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমার পিতার ভূমিকা পালন করেন তাঁর স্মৃতির প্রতিও উৎসর্গকৃত।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ আল্লাহ্‌র প্রতি, যিনি এ বিশ্বজগতের মালিক, আমার সমগ্র জীবনে বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে আমার সম্প্রসারিত অবস্থানকালীন সময়ে যাঁর ছিল অনুপম প্রযত্ন এবং ঐশ্বরিক নির্দেশনা।

এ বইটি ইউএসএ-র চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে করা পিএইচডি গবেষণা কর্মের একটি সংশোধিত সংস্করণ। যা হোক, লেখক ও বাইরের অনেকে যাঁরা সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে বইটির পূর্ণতার জন্য সহযোগিতা করেন তাঁদের একটি যৌথ প্রচেষ্টার ফসল হলো এ বই। আমি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দিতে চাই আমার গবেষণা কমিটির পরিচালক অধ্যাপক রবার্ট টি. ডালান্ড এবং কমিটির অন্য চারজন সম্মানিত সদস্য যথাক্রমে অধ্যাপক রালফ ব্রাইবান্তি, অধ্যাপক এডওয়ার্ড ই. আজার, অধ্যাপক হার্বার্ট এল. বডম্যান এবং অধ্যাপক মাইকেল লিয়েনেস্ক-কে। অধ্যাপক ডালান্ড এ গবেষণা শেষ করতে তাঁর সর্বোচ্চ সহযোগিতা ও সুনির্দেশনা দেন। অধ্যাপক রালফ ব্রাইবান্তি -অধ্যাপক জেমস বি. ডিউক, যিনি ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক তাঁদের প্রতিও ধন্যবাদ রইল আমাকে তাঁদের পরামর্শ, নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য। চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডওয়ার্ড ই. আজার, হার্বার্ট এল. বডম্যান এবং মাইকেল লিয়েনেক্স-কেও আমার ধন্যবাদ আলাদাভাবে দিতে চাই। চ্যাপেল হিলে অবস্থানকালে অধ্যাপক আজারের সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। অধ্যাপক বডম্যানের ইসলামের ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাকে ব্যাপক সহযোগিতা করেছে, তাঁকে ইসলামী বিশ্বের মানচিত্রের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। অধ্যাপক লিয়েনেস্কের অগণিত প্রস্তাব, উপদেশাবলী এবং সমালোচনা বিশেষত এ গবেষণা কর্মটি সংগঠনে তাঁর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পরামর্শ ব্যাপকভাবে প্রশংসার যোগ্য।

আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মক্কার উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন খ্যাতিমান অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীর প্রতি: তাঁদের একজন হলেন ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম আহমদ, যিনি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পড়ে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দেন এবং অন্যজন হলেন ড. আবদুল ওয়াহ্হাব আবু সোলাইমান-যিনি গবেষণার শেষ পর্যায়ে আমাকে ব্যাপক সহযোগিতা করেন।

আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কায়রোর ড. হাসান আবেদীন ও ডাল আল কুতুব এর সব কর্মকর্তা এবং তুর্কীর ইস্তাম্বুলের জনাব মুয়াম্মার ওলকার ও সোলাইমানিয়া কমপ্লেক্সের সব কর্মকর্তাদের প্রতি, যাঁরা ১৯৮০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আমার গবেষণা কার্যে ঐ সব এলাকা ভ্রমণের সময় ব্যাপক সহযোগিতা করেন।

পুরো পাণ্ডুলিপিটি পড়ে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দেবার জন্য আমি আমার ইউনিভার্সিটি অব পেট্রোলিয়াম এণ্ড মিনারেলস্'র দু'জন সহকর্মী সর্ব জনাব ড. জগলুল আর. এল-নাগ্গার এবং ড. জাফর আই. আনসারীর নিকটও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জনাব শহীদ

www.pathagar.com

রাজা শেখ এবং জনাব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ কুররাই'র নিকটও ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাণ্ডুলিপিটি টাইপ এবং এর একটি অংশ পড়ে দেবার জন্য।

সবশেষে আমার মাতৃভূমি সৌদি আরবের নিকট যুক্তরাষ্ট্রে আমাকে পড়তে যেতে অর্থায়নের জন্য এবং রিয়াদের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দাহরানের ইউনিভার্সিটি অব পেট্রোলিয়াম এণ্ড মিনারেলস'র সব কর্মকর্তাদের নিকট তাঁদের সহযোগিতার জন্য আমি চির ঋণবদ্ধ।

আমার এ কাজটি কখনই সুসম্পন্ন হতো না, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ ও আমার সন্তানদের সহযোগিতা, উৎসাহ, ত্যাগ ও ধৈর্য ছাড়া। তাঁদের সবার নিকট আমি কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ।

এম. এ. বি.
দাহ্‌রান, সৌদি আরব
১ জিলহজ্ব, ১৪০৫
১৭ আগস্ট, ১৯৮৫

www.pathagar.com

সূচনা

ইসলাম ও উন্নয়ন

যদিও বিভিন্ন লোকের কাছে উন্নয়নের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, তবুও একটি অর্থ সাধারণভাবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়: তা হল উন্নয়ন অর্থ পরিবর্তন। কিন্তু, ইসলামের দৃষ্টিতে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়, অন্তত বিশ্বজগত এবং বস্তুগত ও নৈতিক আইনগুলোর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য, যা বছরের পর বছর কখনও পরিবর্তন হয় না। মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, তাদের সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় এমন কিছু বিষয় আছে, যা অপরিবর্তনীয় এবং তা আধুনিকায়নের সাথে জড়িত নয়। তবে অন্য বিষয়গুলো অবশ্য পরিবর্তনযোগ্য এবং তা উন্নয়ন ও আধুনিকায়নকে উৎসাহিত করে। তাই, শুরুতেই ইসলামের দৃষ্টিতে কোন্‌টি পরিবর্তনযোগ্য এবং কোন্‌টি পরিবর্তনযোগ্য নয়, তা ব্যাপকভাবে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ স্বাতন্ত্র্যই হল উন্নয়নের ইসলামী এবং অনৈসলামিক মডেল ও আদর্শের চূড়ান্ত পার্থক্য।

নিম্নোক্ত আলোচনাটি করা হয়েছে পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাপক জরিপ এবং ইসলামী সাহিত্যের[১] ব্যাপক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে।

অ-পরিবর্তনশীল উপকরণসমূহ

প্রথমত, ঐসব উপাদান, যা ইসলামী মতবাদ, মূলনীতি, বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের নীতিমালা ও আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত, যা ইসলামী ব্যবস্থাকে একটি আকৃতি প্রদান করে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যায়িত করে -তা পরিবর্তনযোগ্য নয় (দেখুন প্রথম অধ্যায়)। পবিত্র কোরানে আল্লাহ্ বলেন:

> "এটি আল্লাহ্‌র স্থায়ী রীতি, পূর্ব থেকেই এ ধরণের লোকদের সাথে তাঁর এ ব্যবহার চলে আসছে; আর তোমরা আল্লাহ্‌র সুন্নাতে কোনরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না"। (কোরান, সূরা ৩৩: আয়াত ৬২)

> "এটিই যদি হয়ে থাকে, তবে তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ম নীতিতে কস্মিনকালেও কোন পরিবর্তন পাবে না। আর আল্লাহ্‌র সুন্নাতকে এর জন্য নির্দিষ্ট পথ হতে কোন শক্তি ফিরাতে পারে, তাও তোমরা দেখতে পাবেনা"। (কোরান, সূরা ৩৫: আয়াত ৪৩)

> "এটি আল্লাহ্‌র স্থায়ী রীতি, যা পূর্ব থেকেই চলে আসছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র সুন্নাতে কোনরূপ পরিবর্তন পাবে না"। (কোরান, সূরা ৪৮:আয়াত২৩)

www.pathagar.com

এ সব বৈচিত্র্যময় বিবৃতির সর্বশেষ বিবৃতি হিসেবে এবং তাঁর মিশন যে শেষ হয়েছিল, তার প্রতীক হিসেবে একটি বিস্ময়কর ঘোষণা মহানবী মুহাম্মদ (স.)-র ইন্তেকালের পূর্বেই এসেছিল, তাহলোঃ

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণ করেছি, আর তোমাদের জন্য আল-ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি"। (কোরান, সূরা ৫ঃ আয়াত ৩)

দ্বিতীয়ত, ইসলাম সংযমের ধর্ম চরমের নয়। এটি যেমন মানুষের যৌক্তিক সব প্রয়োজনীয়তার সংস্থান করে, তেমনি তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজন এবং চাহিদারও সংস্থান করে। এটি জুহদ্ -কে (সন্ন্যাসবৃত্তি) উৎসাহিত করে, কিন্তু তা এ পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য ও বস্তুগত আকর্ষণকে বাদ দিয়ে নয়। কোরান মহানবী (স.) ও সব মুসলিমকে জোরালোভাবে আদেশ করে যেঃ

"আল্লাহ্ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দ্বারা পরকালের ঘর বানানোর চিন্তা কর এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলো না। তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করোনা; আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না"। (কোরান, সূরা ২৮ঃ আয়াত ৭৭)

এভাবে ইসলাম এ মনোভাবটি সংরক্ষণ করতে চায়ঃ অন্যান্য যে কোন মতবাদের উপর কোরান ও সুন্নাহ্‌কে প্রাধান্য দেবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, এবং কোরান ও সুন্নাহ্‌র[২] প্রতি গভীর অনুরক্তি প্রকাশ করা।

তৃতীয় অপরিবর্তনশীল বিশ্বাসের মতবাদটি হল, সন্তুষ্টি ও সংযমের প্রতি অনুমোদন ও সমর্থন, এবং এ পৃথিবীর সাথে সংযুক্তি ও অতিরঞ্জিত ভালবাসার মত স্বার্থপরতা, আত্ম-প্রচার, সীমা-লংঘন ও আত্ম-প্রশ্রয়ের অনুমোদন না দেয়া ও নিন্দা করা, যা পূর্ববর্তীটির সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। কোরান আমাদের স্মরণ করে দেয় যেঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন তোমরা যমীনকে আঁকড়ে ধরে থাকলে? তোমরা কি পরকালের জীবনের চেয়ে ইহকালের জীবনকে পছন্দ করে নিয়েছো? এটিই যদি হয়ে থাকে, তবে তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ সরঞ্জাম পরকালের তুলনায় খুবই তুচ্ছ"। (কোরান, সূরা ৯ঃ আয়াত ৩৮)

ইসলামের অন্য একটি অবশ্য পালনীয় মূলনীতি হল-*হালাল* বা আইনসম্মত, যা অনুমোদিত তা স্বীকৃত অথবা স্বীকৃতি পাবার যোগ্য, এবং হারাম বা বেআইনী, যা নিষিদ্ধ, তা বারণ বা প্রতিষিদ্ধ-এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য রেখে চলা। ইসলাম উত্তম ও

www.pathagar.com

আইনসম্মত বিষয়াদী অর্জন করার প্রচেষ্টার প্রতি সরাসরি সমর্থন জ্ঞাপন করে, এবং বেআইনী বিষয়ের প্রতিও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যদিও এটি দেখতে খুবই সুন্দর ও সহজেই অর্জন করা যায়। অতএব, ইসলামে যা দরকার তা হল, সব মুসলিমের ভদ্রভাবে কাপড় চোপড় পরিধান ও পরিমিত খাওয়া; তাঁদের আত্মা, হৃদয় ও নিজের শুদ্ধি করা; এবং তাঁদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি আকাঙ্ক্ষী হওয়া। স্বামী ও স্ত্রী, একজন মানুষ ও তাঁর পরিবার এবং বৃদ্ধ ও যুবকের মধ্যে উপকারমূলক পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া পবিত্র বলে গণ্য। এ সব মূল্যবোধ এবং নীতি ও নৈতিকতার মান সম্পর্কিত বিষয়গুলো পরিপূর্ণভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ্তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তাই এগুলো অপরিবর্তনীয়।

সর্বশেষে, ইসলামে আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ব্যভিচারের ক্রিয়াকলাপ বা যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে সাহায্য করে এমন সব ধরণের অশালীন বস্ত্রের ব্যবহার; অসংযম এবং সম্পদ ও অর্থের অপচয়; সব রকম সুদভিত্তিক লেনদেন বা সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা বা উভয়ই; এবং অবিশ্বাসীদের সব রকম অভ্যাস, আচার আচরণ ও জীবন পদ্ধতি গ্রহণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, বিশেষত ইসলাম যেসব উপাদানগুলো সুক্ষ্মভাবে ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থা এবং তার নৈতিক ও আদর্শিক মানের সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে, সে সব সুগভীর ও স্থায়ী মূলনীতিগুলোর বিলোপ কিংবা আবশ্যিক করার উপর জোর দেয় না।

পরিবর্তনশীল উপকরণসমূহ

ইসলামে মূল নিয়ম হল অনুমতি প্রদান, যদি না এটি *ইবাদতের* (উপাসনা) সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, যদি এটি কোরান, সুন্নাহ্, *ইজমা* (মুসলিম সমাজের ঐক্যমত) এবং *কিয়াস* (যুক্তিদ্বারা বুদ্ধিভিত্তিক সিদ্ধান্ত) দ্বারা নিষিদ্ধ না হয়। এখানে সব দিক লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, যা কখনও পরিবর্তন হতে পারে এবং মাঝে মাঝে নতুনভাবে প্রবর্তিত হতে পারে কিংবা হওয়া উচিত। যাহোক, কয়েকটি নির্দেশনা উল্লেখ করা এক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন বা আবিষ্কার যা মানুষের বস্তুগত কল্যাণে ব্যবহৃত বা উপযোগী তা শুধু উৎসাহিত করতে হবে তা নয় বরং তা আবশ্যিক[৩]। ইসলাম এরকম উন্নয়ন নিষিদ্ধ করে না যতক্ষণ এগুলো নিরপেক্ষ উপাদান থাকে এবং এর ব্যবহার ও প্রয়োগ তাদেরকে ভাল কিংবা মন্দ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, টেলিভিশন কিংবা সিনেমা কোনটাই স্বতন্ত্রভাবে খারাপ নয়, কিন্তু এগুলো কি ধারণ করে তাই বিবেচ্য বিষয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ সব প্রযুক্তিগত হাতিয়ার যদি যুক্তিসংগতভাবে ব্যবহার করা যায় তবে এগুলো একটি শক্ত ও উৎপাদনমুখী প্রজন্ম তৈরীতে সহায়তা করতে পারে; অন্যথায় এগুলো নৈতিক ও আদর্শগত অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

অনুরূপভাবে, মুসলিমরা তাঁদের বাসস্থানের স্থাপত্য শৈলীকে তাঁদের পরিবেশগত চাহিদা মোতাবেক আধুনিক করতে পারে এবং আরও আধুনিক ও আরামযোগ্য করার জন্য সব ব্যবস্থা নিতে পারে যা বর্তমানে সম্ভব, যদিও তা ইসলাম পূর্বযুগে পাওয়া যেত না।

www.pathagar.com

কোরান কিংবা সুন্নাহ্ ঘর তৈরির জন্য কোন নক্‌শা অনুমোদন করে না, কিংবা ঘর তৈরির কোন ছকও নির্দিষ্ট করে দেয় নি। এভাবে এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা কোন সমস্যারও জন্ম দেয় না, যদিও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন স্থাপত্য বিষয়ক নক্‌শাগুলোর বিন্যাস যা বহুদিন ধরে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বীকৃত, তার ব্যবহারই বোধগম্য।

এছাড়া, উচ্চতর প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বা আবিষ্কার যেমন অত্যাধুনিক পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র যা বিলবনীকরণ কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, কিংবা তা গ্রহণে নিষেধ নেই। ইসলাম শুধু এরকম সব প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার চেয়ে এরকম প্রকল্প তৈরিতে অনুগামীদের উৎসাহিত করেছে। বছরের পর বছর বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞানের শাখাগুলো তাদের অগ্রসরতা অনুযায়ী পরিবর্তন হচ্ছে।

সবশেষে, মুসলিমদের উৎসাহ দেয়া হচ্ছে ভাষা শিখতে, তুলনামূলক সাহিত্য ও ইতিহাস পড়তে, ব্যবসায় শিক্ষা এবং কলা ও বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে। এজন্য যা দরকার তাহলো এসব বিষয়ের ইসলামীকরণ[৪] এবং ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী এগুলোকে নৈতিক ও আদর্শগতভাবে প্রয়োগ করা। এছাড়াও, মুসলিমদেরকে তাদের দিগন্তকে আরও প্রসারিত করতে বলা হচ্ছে, যাতে করে তাঁরা শুধু উপকারী বিষয়গুলোই নয়, তাদের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারাও আয়ত্ব করতে পারে, যেন মুসলিমগণ বুদ্ধিমত্তার সাথে উদ্দেশ্যগতভাবে সেগুলোকে খণ্ডণ করতে পারে। যেহেতু জ্ঞানের প্রসার ঘটছে এবং বিভিন্ন মতবাদগুলোও পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং এর প্রয়োগ অনিবার্য।

এভাবে ইসলামী উন্নয়ন প্রচেষ্টা, তা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কিংবা সাংস্কৃতিক যে বলয়েই হোক না কেন, একটি সমন্বিত এবং অখণ্ড পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত, যা মানুষের অস্তিত্বের সব বিষয়ে ব্যবহৃত হতে পারে[৫], দৈহিক কিংবা আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই। ইসলাম এ দু'টির মধ্যে একটি সমতা ও সাদৃশ্য আনার চেষ্টা করে, যা পবিত্র কোরানে (সূরা ২৮: আয়াত ৭৭) নির্দেশিত হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ স্মরন করে দিচ্ছেন তাঁর প্রিয়বান্দাকে, 'অত:পর পরকালের আবাস অন্বেষণ কর... এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলোনা।'

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলামে উন্নয়ন বহুদিক বিশিষ্ট। এগুলো ইসলামের মূলনীতি ও মতবাদগুলোর মধ্যেই নির্দিষ্ট; বিশেষত পরিবর্তন ও উন্নয়ন মানবতাকে নেতৃত্ব দিতে এগুলোর অগ্রসরতা, পাপমোচনের দিকে এগুলোকে নির্দেশনা দেয়া, মনের শান্তি ও সুখের দিকে নিয়ে যাওয়া; এবং সবার জন্য অনুকূল ও ভাল মনোভাব নিয়ে অন্য ধর্মের পূর্বগামী হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি ও মতবাদগুলোর কোন বৈপরীত্য নেই।

ইসলামী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্য ও অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে তা হল, এগুলো যেখানে উন্নয়ন প্রয়োজন ও গ্রহণযোগ্য এবং যেখানে উন্নয়ন গ্রহণযোগ্য নয়, সে সব ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে। একজন মুসলিম বিশেষজ্ঞের মতে (Sardar, ১৯৭৭:৫৫):

www.pathagar.com

> মুসলিম সমাজে যে কোন উন্নয়ন, যা সামাজিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, বা যা মুসলিম সমাজকে ইসলামী সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তা অ-নৈসলামিক ও অগ্রহণযোগ্য। এখনও পর্যন্ত এটিই ঘটছে। মুসলিম উম্মাহ্ পাশ্চাত্য মূল্যবোধ পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং প্রয়োগ করছে।

ইসলাম উন্নয়নকে একটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ কিংবা প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া কোনটা হিসেবেই দেখে না, এবং Sardar-র মতে (প্রাগুপ্ত:১৭৩-৪) এটি ভোগ করাও নয়, কিংবা যান্ত্রিকিকরণও নয়। সহজভাবে এটি হল 'একটি সাংস্কৃতিক গতিশীলতার বহি:প্রকাশ, যা মুসলিমদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বর্তমান থাকবে' (আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য করা)। এরকম একটি রাষ্ট্রই হল উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্য অর্জনে 'যা' হস্তক্ষেপ করতে চায় 'তা' প্রতিবন্ধকতা হিসেবেই চিহ্নিত হওয়া উচিত। Sardar (প্রাগুপ্ত) আরও বলেন যে,

> যে কোন কিছু, যান্ত্রিক বা পরিবেশগত, 'বৈজ্ঞানিক' বা অন্যরকম, যা তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে একটি না-সূচক প্রভাব ফেলে তা কাঙ্ক্ষিত নয়। বস্তুগত দিক দিয়ে, পারিবারিক জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শনমূলক উপাদান হিসেবে দেখা উচিত। উন্নয়নের পাশ্চাত্যমুখী প্রক্রিয়ার কারণে যারা বলি হয়েছে তাদেরকে তাদের বর্তমান ঘাতোপযোগী কাঠামো থেকে মুক্ত করাও দরকার।

উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা যা উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বর্ণনা করেন ইউনেস্কো-র প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল Rena Mahcu, যিনি বলেন, 'Ce qui est le developpement c' est lorsque la science devient la culture', অর্থাৎ বিজ্ঞান যখন সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে উন্নয়ন বলে (বর্ণিত হয়েছে Elmandjara, ১৯৮১)। তাঁর বক্তব্য কি বোঝাচ্ছে, অন্তত এ গবেষণার ক্ষেত্রে, তা হল একটি জাতি উন্নয়নের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছবে তখনই যখন প্রশাসনসহ এর সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে একটি দেশজ পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হবে। অন্য কথায় 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' হল উন্নয়নের জন্য তেমনই ক্ষতিকর যেমন ক্ষতিকর উপনিবেশিকতাবাদ ও নব্য-উপনিবেশিকতাবাদ। উন্নয়নকে পাইকারী হারে আমদানী না করে বরং স্থানীয় নিয়ন্ত্রণে প্রবাহিত করতে হবে।

যাহোক, কিছু পশ্চিমা পণ্ডিত[৬] এমন লেবাসে থাকে যেন তারা একটি মেকী ও গোপন প্রবণতাসহ উদ্দেশ্যগত তত্ত্ব প্রচারের দিকে ঝোঁকে আছে। উদাহরণস্বরূপ, David McClelland (১৯৬১: ৩৪০) তাঁর একটি সুপরিচিত গবেষণায় অনুমান করেন যে, 'আরবগণ সম্ভবত মুসলিম হিসেবে সাধারণ কিছু অর্জনের (n-achievement) ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ধীর'। এ অনুমানটি সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি করা হয়েছে, ভারতের মাদ্রাজের একটি মুসলিম স্কুলের দশজন মুসলিম কিশোর এবং পঁয়ত্রিশজন হিন্দু ছাত্রের নমুনার ভিত্তিতে। এটি আরও যুক্তিসঙ্গত হতো, যদি এমন হতো যে, David McClelland -র কাছে উপসংহারে পৌছার মত আর কোন তথ্য ছিল না, কিন্তু সাতটি মুসলিম দেশের তথ্য তাঁর কাছে ছিল[৭]। এ সব সমাজের কয়েকটিতে গড়ে ২.৬১ মাত্রার সাধারণ (n-achievement) অর্জন ছিল, যা তাঁর ৩৯টি নমুনা সমাজের মধ্যে পঞ্চম সর্ব্বোচ্চ এবং যুক্তরাষ্ট্র (২.২৪), পশ্চিম জার্মানী (২.১৪) ও যুক্তরাজ্যের (১.৬৭) মতো তিনটি পশ্চিমা সমাজের চেয়েও বেশী (Sutcliffe, ১৯৭৫:৮২এন)।

মৌলিক ভ্রান্তধারণার আরেকটি উদাহরণ হল, Zbigniew Brzezinski (১৯৭০) -র মতবাদ, যিনি তত্ত্ব ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে ইসলামকে খ্রীষ্টান ধর্মের চেয়ে অধিকতর নিষ্ক্রিয় ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি বিশেষ করে ইসলামকে অদৃষ্টবাদের ক্ষমতার প্রয়োগ বলে বর্ণনা করেন, যা অন্তত "অন্তিম শান্তি" ও "পৃথিবীর স্বর্গ"-র মধ্যে আবেগের যে উপাদান তার বিরুদ্ধে কাজ করে, যা খ্রীষ্টান ধর্মে খুবই প্রবল এবং এর সক্রিয়তাকে অবদমিত করার জন্য প্ররোচিত করে (১৯৭০:৬৯)। অদৃষ্টবাদ ইস্যুতে অন্য দু'জন পশ্চিমা গবেষক এ অনুমানের (অর্থাৎ ইসলাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বাধাস্বরূপ) ক্ষেত্রে দু'টি নির্দিষ্ট উদাহরণ টানেন এবং একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ দেন যে, 'আমেরিকান কুশলী পরামর্শকগণ বিশ্বাস করেন, অদৃষ্টবাদী ধর্মে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পন করতে লোকজনকে উৎসাহ দেয়া হয়' যেখানে তাঁরা ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত করেন[৮]। এছাড়াও, ইরানের ইসলামী বিপ্লব (১৯৭৯) এবং সাম্প্রতিক ইরাক-ইরান যুদ্ধের বিষয়গুলো ইসলামের 'নিষ্ক্রিয়তা'-র বিষয়টিই প্রমাণ করতে পারে।

Daniel Lerner (১৯৫৮) -র গবেষণায়ও এমন উদাহরণ দেখা যায়, যিনি আধুনিকীকরণকে পাশ্চাত্যকরণের সাথে সমানভাবে বিবেচনা করেন (যা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না)। Lerner যোগাযোগ তত্ত্ব বিষয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, বিশেষ করে তাঁর ব্যাপকভাবে পঠিত *The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East* (১৯৫৮) প্রকাশিত হবার পর। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ শিরোনামটি মূল্যবোধ-ভারাক্রান্ত এবং উনিশ শতকের সামাজিক ডারউইনবাদের দিকে ইংগিত প্রদান করে (Sardar, ১৯৭৭:৩৮)। এ অর্থে, Lerner এবং অন্যরা 'উন্নয়ন' পদটিকে 'আধুনিকায়ন'-র একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করেন, অর্থাৎ, পশ্চিমাদের দেয়া মতবাদ মতে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পায়ন এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর প্রাধান্য বিস্তারের একটি রৈখিক আন্দোলনই হল উন্নয়ন। Lerner (১৯৫৮:৪০৫) স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তিন প্রজন্মের শীর্ষ নেতাদের নীতি বিষয়ক সমস্যার বর্ণনা পূর্বক ইসলামকে মধ্যপ্রাচ্যের সমাজের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এক্ষেত্রে একজনকে অবশ্যই "মক্কার পথ বা যান্ত্রিকীকরণ"[৯] এর কোন একটি বেছে নিতেই হবে বা কাউকে তাদের উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

Lerner মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একজন কর্তা হিসেবে বিবেচিত হলেও, যদি তিনি চিন্তা করেন, এ সব সমাজের (তাদের নেতা ও এলিটদের দ্বারা ঘোষিত) 'মক্কার পথ' এবং 'যান্ত্রিকীকরণ' এর কোন একটিকেই বেছে নিতে হবে, তবে বলতে হবে তিনি ইসলাম সম্পর্কে খুব কমই জানেন। তাদের দু'টিই থাকতে পারে এবং ইসলামী তত্ত্ব ও মতবাদে এ দু'টি পথ অনুপযুক্ত, সে বিষয়ে কোন নির্দেশনা নেই। এভাবেই এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ইসলাম আধুনিকায়নের বিরুদ্ধে-যা একটি আদি বিশ্বাস। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নতুন গাড়ী তৈরির ক্ষেত্রে ইসলামে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। John Sullivan বলেন (১৯৭৯:৪), 'ইসলামে যা নিষিদ্ধ' তা হল, 'কৃত্রিমভাবে অর্থনীতিকে জাগ্রত করার জন্য এমন কোন নতুন গাড়ীর ডিজাইন করা, যা ব্যবহারের তৃতীয় বছরের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে'। এ রকম নিষেধাজ্ঞা ইসলামে একটি নীতি বা কোরান ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষার মধ্যে পড়ে (যা বৌদ্ধধর্ম বা অন্যান্য ধর্মে নেই)। এ বিষয়ে কোরানে (সূরা ৯:আয়াত ১০৫) মুসলিমদের বলা হচ্ছে: 'এবং হে নবী তাদেরকে বলে দিন: তোমরা আমল কর! আল্লাহ্ তাঁর রসুল ও মুমিনগণ তাদের কর্মফল কিরূপ হয় তা লক্ষ্য করবে।' অতএব, কোন প্রকৃত মুসলিমই চান না যে, তিনি খারাপ কাজ করছেন তা আল্লাহ্ দেখুক। মহানবী (স.)-কে বলতে বলা হচ্ছে: 'আল্লাহ্ তাই ভালবাসেন যা তোমাদের কেউ উত্তম উপায়ে সম্পাদন করে'। (বিবৃত করেন Abu Ya'la এবং al- A'skari, বর্ণনা করেন A'isha); এবং 'আল্লাহ্ তোমাদের সম্পত্তির কোন হিসাব রাখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখেন ও মূল্যায়ন করেন' (বিবৃত করেন Muslim *সহি হাদীসে* ও Ibn Majah এবং বর্ণনা করেন Abu Hurairah)।

তদুপরি, Clark (১৯৭৮:v) বুদ্ধিভিত্তিক সততা ও সারল্যের একটি অসাধারণ উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, এক প্রজন্ম আগে অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করতেন যে, তারা উন্নয়নগামী দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির গোপন তথ্য খুঁজে পেয়েছেন, যা সরকারী হস্তক্ষেপ দ্বারা সমর্থিত বা অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ বা কল্যাণমূলক-রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাজতন্ত্র, বা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত মার্কসবাদ–লেনিনবাদের উপর নির্ভর করে। Clark আরও বলেন, তারপর থেকে 'রাজনৈতিক উন্নয়নের' প্রাথমিক পর্যায়ে, আমাদের অনেকেই যাঁরা গবেষণা করেন এবং ওসব বিষয়ে লেখালেখি করেন, অথবা যাঁরা 'উন্নয়নগামী দেশগুলোকে সহযোগিতা করার বাস্তবিক কার্যের সাথে জড়িত আছেন, তাঁরা আমাদের অতি দ্রুত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক বেশী শুদ্ধ বা সংযত এবং তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের নিজেদের ক্ষেত্রে এ কাজটি করার ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন'।

এ হতাশাবাদ প্রতিফলিত হয়েছে উন্নয়ন বিষয়ক পণ্ডিতদের প্রেরণা ও উদ্যোগে এবং সহজেই এটি বুঝা যায় নিচের যুক্তি দ্বারা: সবগুলো না হলেও অনেক উন্নয়নশীল দেশ, সম্প্রতি যারা তাদের পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা অনুমান করা হয়ে থাকে যে, যার সমর্থনে কিছু প্রমাণও রয়েছে, ঐ উপনিবেশগুলো বর্তমানে যারা 'নতুন রাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নিত তারা পুনরায় নতুন করে ঐ

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক শক্তির উন্নয়ন প্রক্রিয়া বা আধুনিকায়ন বা উভয় প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে। এভাবে, এসব দেশের এক বৈচিত্র্যময় পরিভাষাগত পৃথকীকরণ, উন্নয়ন সাহিত্যে এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন- নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতি ইত্যাদিতে প্রতিফলিত হয়। পশ্চিমা পণ্ডিতগণ সময়ানুক্রমিকভাবে কমবেশী অ-পশ্চিমা সমাজগুলোকে আখ্যায়িত করেছেন নিম্নলিখিত নামে: 'আদিম', 'শিক্ষা-পূর্ব', 'অ-পশ্চিমা', 'কৃষিজ', 'শিল্প-পূর্ব', 'কম-আয়', 'গরীব', 'নতুন রাষ্ট্র', 'উঠতি জাতি', 'তৃতীয় বিশ্ব', 'মর্যাদা', 'বিশেষ জাতি', 'ভুসম্পত্তিসম্পন্ন', 'গতানুগতিক', 'একীভূত', 'অনুন্নত', 'উন্নয়নগামী', 'কম উন্নত দেশ' (এল ডি সি), 'উন্নয়নশীল', 'সম্প্রতি উন্নয়নশীল', অথবা 'সম্প্রতি আধুনিক' (Gable, ১৯৭৬:৮৩-৪)। এটি মনে করা হয় এবং অনেক সময় প্রস্তাব দেয়া হয় যে, এসব দেশের জন্য একটিই উপায়, তা যে স্তরেই ব্যবহার করুক না কেন, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য তাকে পশ্চিমা দেশে যে পদ্ধতি ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে তাই ব্যবহার করতে হবে।

এ যুক্তি থেকে মনে হয় যে, 'আধুনিকায়ন' পদটি যেভাবেই সংজ্ঞায়িত হোক না কেন এ ক্ষেত্রে অতীতের সাথে একটি মৌলিক পরিবর্তন দরকার। এটি মার্কস-লেনিন–স্ট্যালিন এর বৈপ্লবিক ধারণার কিছু উদাহরণের মধ্যে গ্রোথিত এবং অন্য কিছু দৃষ্টান্তেও আছে বলে মনে হয়, যা পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদারতাবাদের উন্নয়নের জন্য উৎসাহী তর্কপ্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে পাওয়া যায় (La Palombara, ১৯৬৩)। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, 'অতীতের মৌলিক পরিবর্তনের' এ ধারণা হল একটি পৌরাণিক কথা। আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, নতুন আবশ্যিকভাবে পুরাতনকে প্রতিস্থাপন করে না এবং অতীতের ঐ উপাদানগুলো বর্তমানকে প্রভাবিত করে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, এগুলো পারস্পরিক একচেটিয়া শর্তাধীন নয়: তারা প্রায়ই একত্রে অবস্থান করে এবং পারস্পরিক একত্রে শক্তিশালী (Gable, ১৯৭৬; Gusfield, ১৯৬৭; Moore, ১৯৬৭)।

এখন, আমরা যা জানি, ইসলাম বিশ্বাস ও আরাধনা করার একমাত্র পদ্ধতি নয় যা পশ্চিমাগণ সংকীর্ণ দৃষ্টিতে মনে করে থাকেন। বরং এটি জীবনের একটি বোধশক্তি সম্পন্ন পদ্ধতি, যা বিশ্বাস ও আরাধনার বাইরে আধুনিক অর্থনৈতিক ও কৌশলগত উন্নয়নের জটিল বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করে, যেমন এটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সরকারী জীবনের অতীব ক্ষুদ্র থেকে ব্যাপক সব বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তীটির একটি উদাহরণ হল *'সিওয়াক'*-র ব্যবহার: একজনের দাঁত পরিষ্কার করার জন্য কাঠের তৈরী একটি লম্বা দাঁত পরিষ্কারক-যাকে *'মিসওয়াক'* বলে।[১০] চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে যা ছিল মহানবী (স.)-র দ্বারা অতি উচ্চমাত্রায় সুপারিশকৃত এবং *সালাহ্* (ইবাদত)-র প্রস্তুতির জন্য এটি সাধারণভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি অখণ্ড বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

ইসলাম, এমন কিছু ব্যাপক কার্যাবলী নির্দেশ করে, যা ব্যক্তিগত ও সরকারী জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার সাথে সংযুক্ত, জনগণের ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে এবং

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত কার্যক্ষেত্রকে একত্রিত করার নক্‌শা অংকন করে, বস্তুতপক্ষে, তা উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের অন্বেষণের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল জাতিগুলো যেসব নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার উত্তরদানে সক্ষম। এরাই মানব জাতি, যাদেরকে ইসলামের শিক্ষার আলোকে এবং ঐ শিক্ষার ইসলামের কাঠামোর মধ্য থেকে ঐসব নতুন উত্তরগুলো আবিষ্কারের কাজটি করতে হবে। কিন্তু, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে তার বিপরীতটিই ঘটছে। ইসলামের ভিত্তিতে সমাধানের মূলতত্ত্ব না খুঁজে বেশীর ভাগ মুসলিম নেতারা এ সব প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে বা উপদেশ নিতে পূর্ব ও পশ্চিমাদের রাজধানীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাদের নিজের দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যভিত্তিক প্রকৃত ইসলামী সমাধানের সাথে তুলনা না করে তাদের উপদেশমত কাজ করছে। Sayyid Qutb (১৯৫৩:১) বাগ্মীতার সাথে এ বিষয়টি তৈরী করে বলেন:

> অর্থনীতির জগতে যার নিজস্ব পদ্ধতি আছে, তার ধার করার দরকার হয় না, এবং কি পরিমান সম্পদ আছে তা পরীক্ষা করে দেখার পূর্বে, কিংবা কোন সরকারকে তার নিজস্ব সম্পদ, কাঁচামাল ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা পর্যন্ত আমদানী করার দরকার হয় না। এবং সে জন্য আধ্যাত্মিক সম্পদ, বুদ্ধিভিত্তিক সামর্থ্য এবং নৈতিকতা ও নীতিসম্পর্কিত প্রথা বা ঐতিহ্যসমূহ –জীবনের সম্পদ বা অর্থের সমপর্যায়ের কোন বস্তু নয় কি? উত্তর, স্পষ্টত না; যে জন্য মিশর এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে, আমরা আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিভিত্তিক ঐতিহ্যের প্রতি খুব কম মনোযোগই দেই, অন্যদিকে প্রথমেই বিদেশী পদ্ধতি ও মূলনীতি আমদানী করার বা মরুভূমির কিংবা সাগরের অপর প্রান্ত থেকে কোন রাজনীতির তত্ত্ব ও আইনকানুন আমদানী করার চেষ্টায় নিমজ্জিত থাকছি।

সমস্যার বিবরণ

মুসলিম বিশ্বে 'উন্নয়নের জন্য ধার করা পশ্চিমা পদ্ধতির' ব্যর্থতা নতুন একটি দেশজ মডেল সন্ধানের উপর জোর দেয় (বিশেষ করে প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে)। এ বিষয়টি সম্প্রতি বিশ্বজনীন ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্যের পুনরুত্থানের দ্বারা পুনরায় গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। বিদেশী মডেলের মোহমুক্তির ক্ষেত্রে একটি জাতীয় পরিচিতির প্রতি উত্তরোত্তর আত্মবিশ্বাস এ রকম 'দেশজমুখীতা' কে উৎসাহিত করে। এরকম মূলের অনুসন্ধান অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষকে ইসলামের পুনর্বিবেচনার দিকে পরিচালিত করে (Braibanti, ১৯৭৯:১৮৫)

এ গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলাম জীবনের একটি পথনির্দেশ হিসেবে শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, বরং তা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি গতিময় শক্তি। ব্যবস্থা তত্ত্ব ব্যবহার পূর্বক, এ গবেষণায় ইসলামী ভাবধারার মূল্যবোধ ও নীতির প্রয়োগে সাধারণভাবে

www.pathagar.com

উন্নয়ন ও বিশেষভাবে প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বহুল পরিচিত পাশ্চাত্য পদ্ধতিবিদ্যা (ও কৌশল) ব্যবহার করা হয়েছে।

আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, এ গবেষণা নিম্নের বিষয়গুলো স্পষ্ট করে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে: (১) মুসলিম বিশ্ব তার অভিন্ন পরিচয় সংকট সংক্রান্ত অনেক সমস্যার সম্মুখীন, যা থেকে তারা বর্তমানে পুনরুদ্ধার পাবার চেষ্টা শুরু করেছে; (২) 'পাশ্চাত্য', 'প্রাচ্য' এবং 'অন্যান্য বিদেশী' মডেলগুলো অন্য পরিবেশে প্রতিস্থাপন করা হলেও সেগুলো অধিকতর উপযুক্ত হিসেবে প্রমাণিত হয় নি; (৩) দেশীয় মডেলগুলো উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যার সমাধানে অধিক সফল; (৪) 'প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য ইসলামী মডেল' মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি স্বনির্ভর মডেল সন্ধানের ক্ষেত্রে একটি বিকল্প হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে।

অবশেষে, এটি অনুভূত হয় যে, পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে একটি সন্তোষজনক, উদ্দেশ্যগত এবং চলনসই উপলব্ধির অভাব, এ গবেষণাকে একটি নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় পরিণত করেছে। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে ইসলামের ভূমিকা বিষয়ক গবেষণার অভাব খুবই লক্ষণীয়। প্রাচ্যের গবেষকদের কার্যাবলী ইসলামকে এক সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে, যা কিনা *মসজিদের*[১২] বাইরে যায় না, বা যা পবিত্র গ্রন্থ (কোরানের) পঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১৯৭৯ সালের ২৬ শে জুলাই, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া ও প্রাচ্য বিষয়ক সহকারী সচিব Harold H. Saunders পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটির ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক উপকমিটির সামনে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি তুলে ধরেন:

> এ এলাকার (মুসলিম বিশ্ব) দশ লক্ষ মানুষের জন্য, ইসলাম শত বছর ধরে একটি একক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সংস্থান করেছে। গত চার থেকে পাঁচ দশকের ঘটনাবলী, যাহোক, এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘ, গ্রহণযোগ্য ও উচ্চ মাত্রার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এ মূল্যবোধ পদ্ধতির সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। আধুনিকতার প্রতি ঝোঁকা নেতারা তাদের উন্নয়নের অনুসন্ধানে অনেক সময় উদ্দেশ্যগত ভাবেই শুধু পশ্চিমা কৌশলই নয়, বরং পশ্চিমা রাজনৈতিক মূল্যবোধ পদ্ধতিও আমদানী এবং প্রতিস্থাপন করতে আগ্রহী। তারা প্রায়ই একটি প্রচেষ্টা নিয়েছে ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে পরিচিত করার জন্য। তাদের একটা ব্যাপক গ্রহণযোগ্য বিশ্বাস রয়েছে যে, আমদানীকৃত কলাকৌশল ও সংস্কৃতি ব্যক্তি জীবনের বৈশিষ্ট্যকে নাটকীয়ভাবে উন্নয়ন করতে সক্ষম, যা প্রত্যাশাকে সর্পিলাকারে উপরের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে...। ইসলামের চিরন্তন মূল্যবোধগুলো যা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত ছিল, তা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল,

www.pathagar.com

> কিন্তু কোনদিন দূরীভূত হয় নি, বা মৌলিকভাবে কখনও দূর্বলতর হয়েছে: এভাবে, 'ইসলামী পুনর্জাগরণ' চলছে, যা আমরা ব্যাপকভাবে জানছি ... । যাহোক, আমরা পুনর্জাগরণের বিভিন্ন দিকগুলো দেখি, যদিও বিশেষ করে প্রতিটি ইসলামী জাতি আজ অধিকতর আধুনিক অবস্থানে রয়েছে।

যদিও আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন কিছু লোকের জন্য একটি অধিকতর ভাল পার্থিব জীবন (পশ্চিমা পরিভাষায়) তৈরী করেছিল, কিন্তু তা ছিল 'স্বাভাবিকভাবে ব্যাপক সামাজিক বিচ্যুতি ও নগরায়নের দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত, ফলে শ্রমজীবিরা প্রচলিত কৃষিজ কাজ ও পারিবারিক জীবন থেকে একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়েছে' (Saunders, ১৯৭৯:৪)।

আধুনিকায়নের পশ্চিমা অর্থ হল, 'যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো, যা এ পৃথিবীতে মানুষের বর্তমান দৈহিক ও পার্থিব প্রয়োজন মিটাবে, যা উন্নয়নশীল জাতিগুলোর উপর উপস্থাপন করা হয়েছিল, যা তার সাথে একটি অখণ্ড ধারণা বহন করে (Means, ১৯৬৯:২৮৮)। পশ্চিমাদের মতে, উন্নয়ন বা আধুনিকায়ন বা উভয় ধারণাতে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিছুই করার নেই। এভাবে আমরা বলতে পারি যে, এ ধারণা তৈরী করা হয়েছে পশ্চিমা শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোর পূর্বের অভিজ্ঞতা দ্বারা যেখানে রাষ্ট্র ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে পার্থক্যের মূলনীতিগুলো ব্যাপকতরভাবে গ্রহণ করা হয়, যা ইসলাম মেনে নেয় না।

অন্যদিকে, যেখানে আমাদের মধ্যে রাষ্ট্র ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কোন কৃত্রিম পার্থক্যও নেই, অথবা ইসলামে রাজনীতি ও ধর্মকে যেভাবে চিন্তা করা হয়, সব মিলিয়ে আধুনিকায়নের একটি ভিন্ন রকম অর্থ থাকা দরকার। ইসলামী উন্নয়ন আধুনিকায়ন ধারণাটিকে নাগরিকদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কল্যাণের মধ্যে সমতা অর্জন করার আলোকে বিবেচনা করে। যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে উন্নয়ন সিদ্ধান্তগুলোর তাত্ত্বিক ভিত্তি, এমনকি নতুন প্রয়োগবিদ্যা কুশলী এবং ক্ষমতায় আসীন পশ্চিমা এলিটগণও আধুনিকায়নের অনুসন্ধানে পুরোপুরি মিতব্যয়ী হবার যৌক্তিক ভিত্তির উপর ছিল না। 'জাতীয় পরিকল্পনায় সবকিছু অগ্রাহ্য করাই হল ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করা' (Crane, ১৯৭৮:১১৫)।

এ গবেষণার গুরুত্ব নিম্নের বর্ণনায় পরিস্ফুট হয়েছে:

> ক. এ গবেষণা এমন একটি ক্ষেত্রকে সাহায্য করছে যা এখনও অনুন্নত, সাধারণভাবে উন্নয়ন সাহিত্য এবং তা হল বিশেষত প্রশাসনিক উন্নয়ন। ধর্মীয় মতবাদগুলো সাধারণত, শুধুই রক্ষণশীল উপাদান হিসেবে ভ্রান্ত ভাবে মানুষকে 'বর্তমান *সামাজিক অবস্থানে* চ্যালেঞ্জ করা, কিংবা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করার জন্য চিন্তা করা হয় না, বরং "এগুলোকে" গ্রহণ করতে উৎসাহিত করার জন্যই চিন্তা করা হয়' (Caiden, ১৯৬৯)। ধর্মীয় মতবাদগুলোর এ প্রবণতাও ঐতিহ্য ও

www.pathagar.com

চলমানতা বা অবিচ্ছিন্নতার উপর জোর দেবার উপর, ভয়কে চিরস্থায়ী করার উপর, পূর্বসংস্কার, কুসংস্কার এবং পুরানো ধ্যান ধারণার মধ্যে 'কোনটি সঠিক কিংবা কোনটি ভুল, কোনটি উপযুক্ত বা কোনটি অনুপযুক্ত, কোনটি ভাগ্যবান বা কোনটি ভাগ্যহীন বা কোনটি সম্ভব বা কোনটি অসম্ভব' তার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করার উপর যুক্তি দেখায় (Niehoff and Niehoff, উদ্ধৃত করেছেন Caiden, ১৯৬৯:১৭৪)। যাহোক, খুবই সাধারণ কারণে এরকম সাধারণীকরণ গ্রহণ করা যেতে পারে না, কারণ এগুলো যেখানে শুধুমাত্র সমকালীন খ্রীস্টান ধর্মে এবং/অথবা ইহুদী ধর্মে প্রয়োগ করা হয়েছিল,তাদের উভয়ের মধ্যেই বিশ্বাস আছে যে, এগুলো মানবিক চিন্তাধারার মাধ্যমে সঞ্চারিত হতে থাকবে, এগুলোকে শব্দের কঠিন জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। যারা বিশ্বাস করে, ধর্ম হল প্রাচীন এবং যারা ধর্ম সম্পর্কে কার্ল মার্কস-র বিভ্রান্তিকর বিশ্বাসকে গ্রহণ করে, যিনি বলেন 'ধর্ম হল মানুষের জন্য আফিম অথবা মানুষের জন্য আফিমের ন্যায় মাদক বিশেষ', তারা সাধারণত ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের বিশ্বাসগুলোর দিকেই নির্দেশ করে। এ অনুমান মধ্যযুগের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য ছিল, যখন ইউরোপীয়দের চার্চ বা উপাসনালয়গুলো ধর্মকে তাদের নিজস্ব ও স্বার্থপর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একচেটিয়াভাবে ব্যবহার করে। ফরাসি দার্শনিক Roger Garaudy (১৯৭৮) -র মতে, মার্কস তার বই '*Pour un dialogue des civilisations,*'-এ বলেছেন, 'ধর্ম হল মানুষের জন্য আফিম'। এর কারণ হল তার সময়কালে চার্চগুলো তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে এবং মানুষকে খ্রীস্টান ধর্ম শিক্ষার নামে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে ও শাস্তি দিয়েছে।

পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্যের অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণা সমসাময়িক খ্রীষ্টান কিংবা ইহুদী বা উভয় ধর্মে প্রয়োগযোগ্য একটি সাধারণীকরণকৃত ধারণা তৈরী করেছিল, যা কিনা ঢিলেঢালাভাবে ইসলামেও প্রয়োগ করা হয়েছিল।

খ. এটি আশা করা হয়েছে যে, এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলী সাধারণভাবে ইসলাম সম্পর্কে একটি ব্যাপক ধারণা তৈরীতে সাহায্য করবে এবং বিশেষ করে ইসলামী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে এ ধারণা প্রশাসন, রাজনীতি, সমাজ, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও অগ্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে সব ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করতে সাহায্য করবে, যা অনেকদিন যাবত শুধু অমুসলিম বিশ্বে নয় কিছু মুসলিম রাষ্ট্রেও প্রচলিত হয়ে আসছিল[১৪]। তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সব মুসলিম ও

www.pathagar.com

অমুসলিম দেশের বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে উন্নয়নশীল জাতিগুলো যারা ঐসব সমস্যা মোকাবেলা করছে তাদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য ও উপকারী নতুন উপলব্ধি বা অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে সহযোগিতা করবে। তাছাড়া এটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং বিশেষ করে সহযোগী অন্য সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টাদের সহায়তা করবে। এ গবেষণা বিশেষ করে সব পশ্চিমা উপদেষ্টা, পণ্ডিত ও পরামর্শকদের বিশেষ সহায়ক বা উপকারী হবে, যাঁরা একটি ইসলামী পরিবেশে কাজ করার পরিকল্পনা করেন, যেখানে উন্নয়নের একটি সংগঠিত প্রচেষ্টার জন্য যে কোন একটি সংস্কৃতির সাথে বুঝাপড়া খুবই জরুরী। সেটা শুধুমাত্র কলাকৌশলগত সহযোগিতার ক্ষেত্রেই নয়, বরং উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও দরকার (Freiri, ১৯৭৩)।

গ. আগেই বলা হয়েছে, প্রশাসন ও প্রশাসনিক সংস্কারের উপর ধর্ম ও ধর্মীয় নৈতিকতার সরাসরি প্রভাব বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেমন ভারতীয় উপমহাদেশ, ইউরোপ, চীন ও এশিয়ার অন্যান্য অমুসলিম দেশসমূহ (Bendix, ১৯৬০; Weber, ১৯৪৭, ১৯৫৮, ১৯৬০; Tawney, ১৯৪৮; Abrecht, ১৯৬১; Eliade, ১৯৬৪; Leonard, ১৯৬৫; Lessa, ১৯৫৮; Marx, ১৯৬০-৭; Hall, ১৯৬৯; Young, ১৯৬১)। কিন্তু, লেখকের জানামতে এ গবেষণার মত অন্য কোন গবেষণাতেই ইসলামী প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোকে এত ব্যাপক গুরুত্ব ও পরিধির দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়নি।

ঘ. উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন সমস্যাগুলোর সবচেয়ে উপকারী সমাধানে যত বেশী সম্ভব দেশীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। জাতীয়তার বা জাতীয় পরিচিতির ক্ষেত্রে 'দেশজমুখীতা' এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আত্ম-বিশ্বাস এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে আজকাল ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে (Braibanti, ১৯৭৯)

ঙ. অধ্যাপক Asher (১৯৬২) -র সাথে একমত হয়ে লেখক বিশ্বাস করেন যে, যেরকম পৃষ্ঠপোষকতাই হোক না কেন, নতুন কিছু দেবার জন্য পুনরায় মৌলিক এবং পাশাপাশি ফলিত গবেষণা অবশ্যই গ্রহণ করা দরকার, এবং এটা বেশী দরকার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার অন্তর্দৃষ্টির ক্ষেত্রে। তাছাড়া, গভীরভাবে ব্যাপক গবেষণার সঞ্চয়নও

www.pathagar.com

দরকার, যা থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি সাধারণীকরণ করা যায় এবং এটি একটি অবশ্য করণীয় প্রয়োজনীয়তা।

এ গবেষণা প্রধানত মুসলিমদেরকে উন্নয়ন সমস্যার জন্য একটি দেশজ ইসলামী সমাধান দেবার ক্ষেত্রে কিছু দিক নির্দেশনা দেখিয়ে দেবার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। যেমন, অধ্যাপক Braibanti (১৯৭৯:১৮৫) অত্যন্ত মেধার সাথে লিখেছেন, 'দেশজকরণের এ শক্তিশালী ও আপাতদৃষ্টিতে অপরিহার্য প্রবণতা, প্রকারান্তরে ইসলামীকরণ, বিগত দশকে বা ঐসময়ে বিভিন্ন আন্ত:দেশীয় মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যাপক লেনদেনের প্রবণতা বৃদ্ধি দ্বারা অবলম্বিত। এ রকম লেনদেনের সূচিতে আছে কূটনীতি, বাণিজ্য, সামরিক কলাকৌশল, শিক্ষা এবং মানবসম্পদ হস্তান্তর'। যা হোক, এটি অনুধাবন করা দরকার যে, এরকম একটি ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া হল, একটি দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্খার ফসল যা সমগ্র পৃথিবীর অনেক মুসলমান তাঁর অন্তরে ও মনে ধারণ করে আছেন। তাঁদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আসল লক্ষ্য হল *খিলাফত*[১৫] নামক প্রতিষ্ঠানটির পুন:স্থাপন করা, যা ১৯২৪ সালে অটোমান রাজত্বের অবসানের পরপর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের পুনর্জাগরণের এ আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অনেক ইসলামী গবেষক ও পণ্ডিতদের লেখনীতে দেখা যায়, যা আরবী ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই লিখিত[১৬]।

এ কারণেই প্রাথমিকভাবে সমগ্র বিশ্বে মুসলিমদের উচ্চাকাঙ্খা হল, তাদের নিজস্ব পরিচিতি ও চরিত্র তুলে ধরা। এ গবেষণা, যে কোন মুসলিম দেশের জন্য সাহায্যকারী হবে, যারা তাদের উন্নয়নের সব ক্ষেত্রে একটি ইসলামী জীবনধারার দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক এবং তা সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সব দিকেই। তাছাড়া, এ গবেষণায় যা চিহ্নিত করা হয়েছে তা দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, অনেকগুলো অসফল সরকার ব্যবস্থার মডেল, যেমন সামাজিক গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ, যা বিগত পঞ্চাশ বছর যাবত বিভিন্ন মুসলিম দেশে কোন সাফল্য ছাড়াই প্রচলিত রয়েছে, তার একটি বিকল্প মডেল উপস্থাপন করা। যদি বর্তমান গবেষণা সাফল্যের সাথে শেষ করা যায়, বা কমপক্ষে ইসলামী উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম হয়, তবেই এ গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়িত হবে।

গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস

সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে সমসাময়িক সাহিত্যে অনেক রকম গবেষণা পদ্ধতি দেখা যায়, তার কয়েকটি হল, ক) অনুসন্ধানমূলক বা সূত্রমূলক, খ) বর্ণনামূলক, গ) বিশ্লেষণমূলক, ঘ) নিদানমূলক, ঙ) পরীক্ষামূলক, এবং চ) তুলনামূলক। যদিও এ গবেষণায় উক্ত সব গবেষণার উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, তবুও গবেষক প্রধানত প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য একটি ইসলামী মডেল প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানমূলক বা সূত্রমূলক পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন ব্যাপকভাবে। যা হোক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও তুলনামূলক পদ্ধতিও এখানে

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান এ বিশ্লেষণের প্রধান উৎসগুলো নিম্নরূপ:

ক) আরবী উপকরণ

১. মূল উৎস (কোরান ও সুন্নাহ্)

কোরান ও সুন্নাহ্ যা ইসলামী আইন *(শরীয়াহ্)*-র প্রাথমিক উৎস, তা এ গবেষণায় সবখানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোরানের বিবৃতিগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে যেমন (কোরান, III:১৯); যার অর্থ হল অধ্যায় (বা *সূরা*) তিন এবং বিবৃতি (বা *আয়াত*) উনিশ। হাদীস বা সুন্নাহ্র উল্লেখের ক্ষেত্রে হাদীস গ্রন্থটির নাম বা সংগ্রাহকের নাম প্রতিটি উদ্ধৃতির পরে দেয়া হয়েছে।

এ বর্ণনায় কোরানের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে *The Meaning of the Glorious Qur'an: Text and Explanatory Translation* থেকে যা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন Muhammad M. Pickthall (নিউ ইয়র্ক: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ, ইউ এন অফিস, ১৯৭৭)। মহানবীর প্রায় সব বক্তব্য (*আহাদীস*) নেয়া হয়েছে *"An-Nawai's Forty Hadith"* থেকে যা লিখেছেন, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন শরীফ আদ্-দীন আন্-নাওয়াঈ (মৃত্যু ৬৭৬/১২৭৭), দ্বিতীয় সংস্করণ, অনুবাদ করেছেন, ইজাজুদ্দীন ইব্রাহীম এবং ডেনিস জনসন-ডেভিস (দামেস্ক, সিরিয়া: দি হলি কোরান পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭)।

২. দলিল ও পাণ্ডুলিপি

ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাসের দলিলাদি ঐ সময়ের প্রশাসনিক চিহ্নাদি, বৈশিষ্ট্যাবলী ও নীতিগুলোর নির্যাস বের করে আনার উদ্দেশ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আরবীতে লিখিত এসব পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ করা হয় এ গবেষকের সাম্প্রতিক অন্য একটি গবেষণায় যা কায়রো ও ইস্তাম্বুলের উভয় স্থানেই সম্পন্ন করা হয়েছিল (দেখুন পরিশিষ্ট ৫-১)।

৩. অন্যান্য আরবী উপকরণ

এ গবেষণা বিভিন্নভাবে ব্যাপক সনাতন ও আধুনিক আরবী উৎসগুলো দ্বারা উপকৃত হয়েছে যেমন বই, প্রবন্ধ, রিপোর্ট, দলিল, পাণ্ডুলিপি এবং আরও অনেক। নিম্নের সারণীটি ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য। এটি কংগ্রেস লাইব্রেরী কর্তৃক ব্যবহৃত বিন্যাসের অভিযোজন, যা বুঝার সুবিধার্থে কিছু পরিবর্তনসহ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।[১৭]

www.pathagar.com

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sh	ل = l
ث = th	ص = s	م = m
ج = j	ض = d	ن = n
ح = h	ط = t	هـ = h
خ = kh	ظ = z	و = w
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dh	غ = gh	ـَ = a
ر = r	ف = f	ـُ = u
		ـِ = i

খ) অনারবীয় উপকরণ

এ গবেষণায় সরকারী প্রশাসন, তুলনামূলক প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক এবং সংগতিপূর্ণ অনেক সাহিত্য পরীক্ষা করা হয়েছে।

সবশেষে, গবেষক যিনি একজন মুসলিম এবং প্রায় একদশক জুড়ে তাঁর শিক্ষা ও চাকুরীগত প্রশিক্ষণের জন্য পাশ্চাত্যে অবস্থান করেন, তিনি একটি ব্যাপক অবস্থান দাবি করতে পারেন যা তাঁকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক অসমাধানকৃত বিষয়ের প্রকৃত সমাধান করতে (সঠিক রায় দেবার জন্য) সক্ষম করেছে এবং যা তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু বা আলোচনার ক্ষেত্র। পক্ষান্তরে, লেখক সব পশ্চিমা কৌশলবিদ্যা এবং মডেলকে বাদও দিচ্ছেন না, তবে উন্নয়নের জন্য দেশজ জাতীয়তাবাদী এবং স্থানীয় সৃজনশীল পদ্ধতির কথা বলছেন, অর্থাৎ এটা ধার করাকেও বাদ দেয় না, তা পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য যেখানকারই হোক না কেন, যদি তা যথাযথ হয়। তবে তিনি শুধু সেসব মডেল বা বিষয়ের বিরুদ্ধে, 'যা মৌলিক মূল্যবোধ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে সন্দেহের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, (যা) প্রায়ই বাচ-বিচারহীনভাবে কৌশলবিদ্যা গ্রহণ করার দিকে ধাবিত করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নয় এবং এমনকি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকও হতে পারে ...। বর্তমানে কোন কৌশলবিদ্যা আমদানি বা ক্রয় করার বিষয়টি অত্যন্ত দরকারী কোন সমস্যা নয়, বরং এর সফলতম ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যার জন্য দরকার বিস্তৃত জ্ঞান এবং স্পষ্টতা, যাকে কোন সমাজ চাচ্ছে এবং যে কৌশলবিদ্যা ঐ সমাজকে পুনর্গঠন করার জন্য সাহায্য করতে পারে' (Goulet, ১৯৭৭)।

www.pathagar.com

এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের সবখানে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে এ.এইচ. (হিজরী পরবর্তী) এবং এ.ডি. (খ্রীষ্টের জন্ম পরবর্তি) উল্লেখ করে। ঐ বিন্যাসের একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

চার খলীফার মাধ্যমে প্রকৃতভাবে পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রের সময়কাল ছিল ১১/৬৩২-৪০/৬৬১।

বাঁকা চিহ্ন (/) দিয়ে ব্যবহৃত সংখ্যাগুলোর একটি এ.ডি. তারিখ নির্দেশ করে যেখানে বাঁকা চিহ্নের পূর্ববর্তী সংখ্যাটি এ.এইচ. নির্দেশ করে।

কিছু আরবী ভাষায় লেখা বই, পাণ্ডুলিপি ও প্রবন্ধের শিরোনাম রোমান বর্ণ দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে কারণ এগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায় না।

বিভিন্ন ধারণাসমূহের সংজ্ঞা

এ গবেষণার সর্বত্র কিছু নির্দিষ্ট ধারণা ব্যবহৃত হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত বিভিন্ন অর্থ থেকে কিছুটা ভিন্ন অর্থ নিয়ে। তাই এগুলো পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা দরকার। তাদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণগুলো নিম্নরূপঃ

উন্নয়ন

যদিও উন্নয়ন ধারণাটি এখনও বর্তমান সাহিত্যে অস্পষ্ট ও বিস্মৃতিপ্রবণ, এখানে সাধারণভাবে তা ব্যবহৃত হয়েছে সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের সামর্থ্যকে নির্দেশ করে, যা তাদের পুরো পরিবেশকে (রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত) জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করার মাধ্যমে সংগঠিত ও পুনসংগঠিত করে এবং যা পরিচালিত হয় একটি আদর্শ দ্বারা, যার উপর তাদের প্রচণ্ড বিশ্বাস রয়েছে। উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হল ব্যক্তিগত, পরিবার, সমাজ ও *উম্মাহ্*-র প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একটি ইসলামী আদর্শের অর্জন, যা রাষ্ট্র পরিচালনায়ও ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্র যত বেশী ইসলামী আদর্শের কাছাকাছি আসবে, তা তত বেশী উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং যত বেশী ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে যাবে, তা তত বেশী অনুন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। 'উন্নয়ন' বলতে ইসলামী দৃষ্টিতে বুঝায়, 'একটি সাংস্কৃতিক গতিশীলতার প্রকাশ বা অভিব্যক্তি যা মুসলিমদের ইচ্ছানুযায়ী বৈশিষ্ট্যায়িত, যা হবে একটি "ইসলামী রাষ্ট্র" '(cf. Sardar, ১৯৭৭:১৭৩-৪)।

আধুনিকায়ন

বৃহত্তর ক্ষেত্রে 'জ্ঞান' হল মানবতার উত্তরাধিকার। কোন জাতিই এতে একক অবস্থান দাবী করতে পারে না। এখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, আধুনিকীকরণ 'পাশ্চাত্যকরণ'ও নয় ('ইউরোপীকরণ' বা 'আমেরিকাকরণ') কিংবা 'প্রাচ্যকরণ'ও নয়। এটি একটি প্রক্রিয়া, যা অতীত নির্ভরশীলতার দ্বারা দেশীয় ও বাহ্যিক 'চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণের মাধ্যমে তৈরী হয়, যা সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

www.pathagar.com

এটি উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যৌক্তিক আদান-প্রদান একটি ভাল দিক, অবশ্য বিদেশী সংস্কৃতির উপর পুরোপুরি বা ব্যাপক নির্ভরশীলতা জাতীয় দেউলিয়াত্বের লক্ষণ।

দেশজমুখীতা

'দেশজমুখীতা' শব্দটি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা শীর্ষক UNESCO সম্মেলন (Tangier, September 1977)-র মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে সর্বপ্রথম পরিচিতি লাভ করে। এটি 'স্বদেশীকরণের' চেয়েও অধিক ধনাত্মক অর্থ প্রকাশ করে, যা উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে আদিম অবস্থার দিকে (Braibanti, 1979) ফিরে যাবার ইংগিত প্রদান করে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, 'দেশজমুখীতা'[১৮] বলতে মানবিক জ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক নীতিমালাগুলোর সঠিক ব্যবহারকে বুঝায় এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে মানব অস্তিত্ব ও উন্নয়নের সঠিক নির্দেশনা দান করে। অন্য কথায় মুসলিম বিশ্বের ক্ষেত্রে 'দেশজমুখীতা' বলতে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে মানব চিন্তার ইসলামীকরণকে বুঝায়।

মুসলিম ও ইসলামপন্থী

'ইসলামপন্থী' ও 'মুসলিম'-র মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য তৈরি করা উচিত। পূর্ববর্তী পদটি বর্ণনা করে নিজকে নিয়োজিত করা, যে কিনা অনুশীলনকারী মুসলিম, যে ধর্মকে বুঝে ও প্রকাশ করে, ধর্মকে একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে এবং সচেতনভাবে ঐ প্রক্রিয়া অনুসারে জীবন গড়ে; সে সংকীর্ণ মনেরও নয় কিংবা অতিমাত্রায় গোঁড়াও নয়, বরং সে এমন একজন ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করে ইসলাম মানব জীবনের সব ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমকালীন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। পরবর্তী ধারণাটি বুঝায়, ইসলামের একজন অনুসরণকারী, যে বিদ্যমান মর্যাদাকে সমর্থন করে এবং সাধারণভাবে এর সব মৌলিক শর্তাবলী পালন করে না। Suzanne Haneef (১৯৭৯:১২৪) ইসলামপন্থীকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন:

> তাঁদের বিশ্ব-চিত্র এবং তথ্য নির্দেশনার মধ্যে ইসলামের সে দিকগুলোই আছে: তাঁদের বাধ্যবাদকতা, আনুগত্যতা এবং আরাধনা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁদের লক্ষ্য হলো পরকাল; তাঁদের সম্প্রদায় হলো বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়। এ দলের মধ্যে আছেন অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, যাঁরা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে, পৃথিবীতে তাঁদের চারপাশে যা ঘটতেছে, সেখানে তাঁদের একটা প্রতিফলন বিদ্যমান। তাঁরা একটি অনন্য দল অথচ আল্লাহ্‌র উপর সত্যিকার বিশ্বাসীদের শক্তিশালী সংগীদের ক্ষুদ্রের একটা অংশ, যাঁরা প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)-র সময় থেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি অনুগত হয়ে পৃথিবীতে আসেন এবং তখন থেকে তাঁর প্রতি আনুগত হয়ে বসবাস করছেন।

এ গবেষণায় ইসলামপন্থী পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর ভূমিকা বা প্রশাসনে ও

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর ক্ষমতাকে একবচন আকারে ব্যবহার করতে হবে, যদিও তিনি একটি বিশ্বজনীন দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন, আল্লাহ্‌র প্রতি যাঁর আনুগত্য বর্তমান কালের মুসলিম বিশ্বের কৃত্রিম ভৌগলিক সীমারেখা ছাপিয়ে যায়। এ দলের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে: ক) কোন প্রকার দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব ব্যতীত ইসলামী তত্ত্ব ও এর বাস্তব অনুশীলনের ক্ষেত্রে অকৃত্রিম ও বলিষ্ঠ বিশ্বাস; খ) খাঁটি বিশ্বাসের স্রোতধারার দিকে (কোরান ও সুন্নাহ্‌) ফিরে আসার প্রবণতা; গ) একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্ষেত্র, যা ধর্মীয় অখণ্ডতার মধ্যে দেখা যায়; ঘ) মুসলিম বিশ্বের সমকালীন অবস্থার জন্য একটি মৌলিক উদ্বেগ; ঙ) মানব-সৃষ্ট সব মতবাদের (যেমন ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ) ইসলামী সমাধান ও উভয়ের পার্থক্যের সঠিক দর্শনকে সামনে রেখে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী বিকল্প প্রস্তাব করার মাধ্যমে সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করা; চ) সমকালীন সভ্যতা ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান; এবং ছ) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সফল হয় না এবং সংগঠিতরাই সফল হয়, এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস। যখন 'ইসলামপন্থী' পদবাচ্যটি এ গবেষণায় ব্যবহার করা হবে তখন উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ মনে রাখতে হবে।

'মুসলিম' এবং 'ইসলামী' পদদ্বয় রাষ্ট্রে সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত হয় (Maududi, ১৯৬৯)। পূর্ববর্তীটি জীবনের সঠিক পথের দিকে নির্দেশ করে, যা বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে সংবিধানিকভাবে পরিচিত, পক্ষান্তরে পরবর্তীটি একটি রাষ্ট্রকে নির্দেশ করে, যা ইসলামকে একটি ধর্ম, একটি আদর্শ এবং একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সংযুক্ত করে (Kahf, ১৯৭৮:১০৪)। পক্ষান্তরে বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর সিংহভাগ প্রথম শ্রেণীতে পড়ে এবং বর্তমান ইসলামপন্থীদের উচ্চাকাঙ্খা ও চাহিদা দ্বিতীয়টির দিকে পরিচালিত অর্থাৎ একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

সাহিত্য পর্যালোচনা

যেহেতু এ গবেষণার মূল দৃষ্টি হল প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য বিকল্প ইসলামী মডেল তৈরী ও উন্নয়ন করা, তাই কিছু মানব সৃষ্ট মডেলের মূল্যায়ন ও সমালোচনা এখানে অত্যন্ত প্রয়োজন।

'উন্নয়ন' মাঝে মাঝে শিল্পায়ন বা আধুনিকায়ন অর্থে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে, যাহোক, এর অর্থ হল জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও একটি প্রচলিত সমাজে মানব মর্যাদার স্তর উন্নত করা বা Goulet (১৯৭১: x) -র ভাষায়, 'উন্নয়ন হল সব মানুষ এবং সমাজে তাদের সামগ্রিক মানবতার শীর্ষে আরোহন করা'। কিছু উন্নয়ন কর্মীর মতে, উন্নয়ন আধুনিকায়নের একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যা মানব নকশা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় এবং অন্যান্যদের মতে (cf. Milton Esman, ১৯৬৬:৫৯-১১২) এটি একটি ঐতিহাসিক-বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া হিসেবে পরিগণিত, যা উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচেষ্টা দ্বারা শুধুমাত্র প্রান্তিকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। Richard Gable (১৯৭৬:৬৮) একে সংজ্ঞায়িত করেন, 'একটি সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে, যাতে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক, কাঠামোগত ও কার্যক্রমভিত্তিক রূপান্তর ঘটানো হয়, যার ফলে মানুষের কর্মের

www.pathagar.com

স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়, তাদের বিকল্পগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়', পক্ষান্তরে, Geiger (১৯৬২:৪৭) প্রবৃদ্ধি থেকে উন্নয়নকে পৃথক করেছেন এবং Lerner (১৯৫৮) একে আধুনিকায়ন ও পাশ্চাত্যকরণের সাথে এক করে বিবেচনা করেছেন। Ali Mazrui (১৯৭৮:১৫৬) উন্নয়নকে সামাজিক–প্রতিবেশ সংক্রান্ত ভারসাম্য যোগ এবং নির্ভরতার বিয়োগে আধুনিকায়নের সাথে বিবেচনা করেন। অন্যদিকে Braibanti (১৯৭৯) এটিকে এটি প্রাসংগিক, অ-রৈখিক পথে দেখিয়ে বলেন এর তালিকা অফুরন্ত।

উন্নয়নের অর্থ এবং পরিধির এ পার্থক্য বা বিভিন্নতা সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতদের আগ্রহ ও চিন্তার পটভূমিকার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, Hagelian দর্শন এ ধারণাকে এমন একটি উপাদান হিসেবে ব্যাখ্যা করে, যা ঐতিহ্য থেকে অনেক দূরে; যা ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক বৈপরীত্যের চেয়ে দ্বান্দ্বিকতামূলক হিসেবে কাজ করে। উন্নয়নকে দেখানো যেতে পারে 'আধুনিকতা কি হিসেবে পরিচিত তার একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে, এবং উন্নয়নের ভাব ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহ্য, এ দু'য়ের মধ্যে একটি মৌলিক সংশ্লেষ হিসেবে'। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, আধুনিকতা সর্বোচ্চ উন্নয়ন প্রতিফলিত করতে পারে, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত। (Binder *et al.*,১৯৭১; Khan:১৯৮০)

যা হোক, একজন অর্থনীতিবিদের কাছে উন্নয়নের অপরিশীলিত সংজ্ঞা বিভিন্ন সূচক দ্বারা শুধু অধিক আয় নিশ্চিতকরণকে বলা যেতে পারে, যেখানে একজন সাংগঠনিক তত্ত্ববিশারদ এ প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন চলকের সমন্বয় হিসেবে দেখতে পারেন, যেমন দক্ষতা, মিতব্যয়ীতা এবং কার্যকারীতা; যদিও এ ধরণের ধারণাগুলো অনুন্নয়নের সাথেও সহাবস্থান করতে পারে। আবার যখন সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক অংগীভূতকরণ, তথ্যের পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবাধ প্রবেশ, গণতান্ত্রিক কার্য সম্পাদন, নগরায়ন, শিক্ষার সর্বোচ্চ হার, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, এবং একটি শক্তিশালী বা টিকে থাকতে সমর্থ এমন ভূমিকা আন্তর্জাতিক অংগনে রাখা হয়, যা গণতান্ত্রিক বিশ্বে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে বিবেচিত, তখন মার্কসবাদী চিন্তাবিদগণ উন্নয়নকে দৈনন্দিন কাজ কর্মের আরও অধিক সাদামাটা অর্থে বুঝান, 'যা প্রত্যেকের থেকে তার সাধ্য অনুসারে, প্রত্যেকের কাছে তার চাহিদা অনুসারে' এ সুপরিচিত নীতিবাক্যের ভিত্তিতে শ্রেণীহীনতার আন্দোলন বা রাষ্ট্রহীন সমাজকে বুঝায়। অধিকন্তু, উন্নয়নের অ-মার্কসবাদী অভ্যাগমে কিছু পণ্ডিত সাধারণভাবে এ ধারণাকে জটিলতার সাথে বিবেচনা করেছেন (যেখানে মার্কসবাদে যা বর্তমান তার চেয়ে আরও জটিল শ্রেণী কাঠামোর উত্থানের উপর জোর দেয়), অন্যান্যরা উন্নয়নকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রসমূহের অনগ্রসরতার মধ্যে ব্যবধানের অনুপস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন (Shils, ১৯৬৫)।

এগুলো এবং অন্যান্য আরও অনেক সংজ্ঞা পার্থক্যমূলক ও একই সাথে উন্নয়ন সংক্রান্ত

www.pathagar.com

পরস্পর বিরোধী মতামত প্রদান করে। কিন্তু খুব সম্ভবত, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের ধারণাটি বিশ্লেষণ করার সবচেয়ে উপকারী পদ্ধতি হল, সমকালীন সাহিত্যে বিদ্যমান বিভিন্ন অভ্যাগম এবং মডেলের বিশ্লেষণ করা। তুলনামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ছাত্ররা অনেক অভ্যাগম ও মডেলের সন্ধান পান যা নিম্নরূপ:

ক. *আইনগত-প্রশাসনিক অভ্যাগম* উন্নয়নকে আইন শৃঙ্খলা, দক্ষতা, যৌক্তিকতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সাংবিধানিক আকার এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে। Max Weber এ অভ্যাগমের প্রবক্তা।

খ. *কার্যক্রম-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা মডেলে* বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক Talcott Parsons, Marion Levy, R. K. Morton এবং A. Radcliffe-Brown, আত্মনির্ভরশীলতা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যের উপর জোর দিয়েছেন। Almond এবং Coleman এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল গবেষণাটি করেন, যা ১৯৬০ সালে *The Politics of the Developing Areas* নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ. *অর্থনৈতিক অভ্যাগম* রাজনৈতিক উন্নয়ন বা টিকে থাকতে সমর্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত মূলধন গঠন ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর কথা বলে। W. W. Rostow-র *The Stages of Economic Growth* (১৯৬০) হল এ অভ্যাগমের একটি পথিকৃত গবেষণাকর্ম। যদিও এটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেক পণ্ডিত দ্বারা সমালোচিত হয়েছে (অর্থনীতিবিদগণ সহ) এভাবে যে, রাজনৈতিক বিষয় পরিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক বিষয় থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, নতুন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক আচরণের আকৃতি প্রদানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকগুলো চলক বা নির্ধারকের মধ্যে শুধুমাত্র একটি (Almond and Coleman, ১৯৬০:৫৩৮-৪৪)।

ঘ. *অভিজাত মডেল* প্রয়াত Edward Shils -র গবেষণাকর্ম *Political Development in the New States* (১৯৬৫) -এ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, নতুন রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন অভিজাতদের প্রধান কাজ হল বুদ্ধিজীবি যারা সংখ্যায় নগণ্য তাদের উচ্চাকাংখা এবং জনগণ যারা বহুসংখ্যক তাদের মধ্যে 'ব্যবধান দূর করা'। Shils -র ভাষায় ক্ষমতাসীন অভিজাতরা অবশ্যই মূল্যবোধের সংকটকাল কাটিয়ে উঠতে সক্ষম, যেভাবে তাদের সমাজ গতানুগতিক থেকে আধুনিকতার ক্রান্তিকালে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অবশ্যই নিজেদের উদ্দেশ্যে সামাজিক পরিবর্তনকে কাজে লাগাতে, লক্ষ্য স্থাপন করতে এবং তাদের বৈধতা বজায় রাখতে সক্ষম। Harold Lasswell ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অভিজাতদের অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন (Lasswell, ১৯৬৫; Lasswell and Kaplan, ১৯৫০; Lasswell and Lerner, ১৯৬৫; Lenczowski, ১৯৭৫)

www.pathagar.com

ঙ. *যোগাযোগ অভ্যাগমটি* প্রতিফলিত হয়েছে Karl W. Deutsch-র গবেষণা কর্ম *Nationalism and Social Communication* (১৯৫৩) এবং Daniel Lerner-র *The Passing of Traditional Society* (১৯৫৮) নামক গবেষণাকর্মে, যা একইভাবে Lucian W. Pye সম্পাদিত, *Communication and Political Development* (১৯৬৩) এবং Social Science Research Council কর্তৃক তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য জন্য গঠিত কমিটির পৃষ্টপোষকতায় প্রকাশিত সাত বই সিরিজের প্রথম বইটিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। যোগাযোগ অভ্যাগম বা মডেল সমাবেশ বা অংশগ্রহণ, যৌক্তিকীকরণ, জাতীয় সমন্বয় ও পৃথকীকরণ এবং গণতন্ত্রায়ণ বা পাশ্চাত্যকরণের উপর জোর দেয়।

চ. *প্রাতিষ্ঠানিক মডেল* অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটসমূহের আকৃতি পরিবর্তনের সাথে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাকে পরীক্ষা করে। Leonard Binder, William Foltz, Lloyd Fallers, এবং Seymour Martin Lipset রাজনৈতিক ধারাবাহিকতাহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অংগীভূতকরণের বিষয়গুলো এবং সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনকে সমস্যাসংকুল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখান, যা ক্ষমতাসীন অভিজাতদেরকে মোকাবেলা করতে হয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানবিদগণ, যেমন Samuel P. Huntington এবং S. N. Eisenstadt দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, আধুনিকায়নের দিকে ধাবিত রাষ্ট্র এবং আধুনিক রাষ্ট্রগুলো তাদের সামর্থ হারানো এবং ওগুলো অর্জনের দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। অধিকন্তু তাঁর বিখ্যাত রচনা, 'Political Development and Political Decay' তে Huntington বর্ণনা করেন যে, কোন রাজনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বকে অবশ্যই রাজনৈতিক অবক্ষয় তত্ত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ। তিনি সতর্ক করে বলেন, আধুনিকায়ন কোন সর্বাশাবাদী প্রক্রিয়া নয়, কিন্তু এর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ঋণাত্মক প্রভাব দেখা যায়, যা রাজনৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হতে পারে। তিনি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থিতিশীলতার উপর প্রবল জোর দিয়ে বলেন, তাঁর মতে শুধুমাত্র সরকারীভাবে ব্যাপক গণ-সমাবেশ এবং সরকারী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে তা অর্জন করা যেতে পারে।

Robert A. Packenham (১৯৬৪:১০৮-২০) রাজনৈতিক উন্নয়ন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অধুনা প্রচলিত পশ্চিমা অভ্যাগমের ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন শ্রেণীভাগ প্রস্তাব করেন (১৯৬০ ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে যেগুলোর উত্থান হয়েছে)। তিনি অনেকগুলো শর্তের উপর ভিত্তি করে তাঁর শ্রেণীভাগটি বর্ণনা করেন, যা সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন পণ্ডিত দ্বারা প্রমাণিত, পাশাপাশি রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক সহসম্বন্ধ বা নির্ধারকগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত। Packenham সাতটি অভ্যাগমকে বৈশিষ্ট্যায়িত করেন, এগুলো হল: ক) *বৈধ-আনুষ্ঠানিক অভ্যাগম,* যা 'একটি বৈধ-আনুষ্ঠানিক সংবিধানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, যা আইনের আওতায় সমান নিরাপত্তা, আইনের শাসন, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান, কেন্দ্রীকরন বা ক্ষমতার পৃথকীকরণ বা উভয় ধরণের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ

www.pathagar.com

করে'। তিনি আরও অনেকের মধ্যে Theodore Woolsey, Woodrow Wilson এবং John W. Bargess-র কথা উল্লেখ করেন, যারা এ অভ্যাগমের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; খ) *অর্থনৈতিক অভ্যাগম,* যা পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নকে বিবেচনা করে, অর্থাৎ 'রাজনৈতিক উন্নয়ন হল প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্তরের একটি কাজ, যা মানুষের বস্তুগত চাহিদা বা সেবা দিতে পর্যাপ্তভাবে সক্ষম এবং অর্থনৈতিক আকাংখা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করে', তিনি আরও অনেকের মধ্যে Karl Marx, Charles A. Beard, Max F. Millikan এবং W. W. Rostow-র কথা উল্লেখ করেন, যাঁরা এ অভ্যাগমের উপর অবদান রেখেছেন; গ) *প্রশাসনিক অভ্যাগম,* যা রাজনৈতিক উন্নয়নে লোক প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসনের মূল অবদানের উপর জোর প্রদান পূর্বক 'দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং যৌক্তিক ও নিরপেক্ষভাবে সরকারী উৎপাদন কার্যক্রম সম্পাদনা করার উপর দৃষ্টিপাত করে' তিনি বর্ণনা করেন যে, Max Weber এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রশাসকগণ এ অভ্যাগমের প্রস্তাবক ছিলেন; ঘ) *সামাজিক ব্যবস্থাপনা অভ্যাগম,* যা রাজনৈতিক উন্নয়নকে 'সামাজিক ব্যবস্থার একটি কার্যক্রম হিসেবে উপস্থাপন করে, যা সরকারী এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর সব স্তরে স্বচ্ছন্দ অংশগ্রহণ এবং আঞ্চলিক, ধর্মীয়, প্রথাগত, ভাষাগত, উপজাতীয় ও অন্যান্য উপগোত্রীয় সেতুবন্ধন রচনা করে', তিনি Karl W. Deutsch, Gabriel Almond, Myron Weiner এবং Robert F. Scott-র নাম উল্লেখ করেন এ অভ্যাগমের নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত হিসেবে; ঙ) *রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অভ্যাগম,* যা রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে 'মনোভাবগত এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিকে বুঝায়, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের বিশেষ অধিকার গ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দায়িত্ব বহনে সক্ষম', তিনি আরও অনেকের মধ্যে David Apter, Lucian Pye, Gabriel Almond, Sidney Verba, এবং Leonard Binder -র নাম উল্লেখ করেন, যাঁরা এ অভ্যাগমের মূল সমর্থক; চ) *ভৌগলিক অভ্যাগম,* যা গঠিত হয় 'এ লেখনির মাধ্যমে যে, রাজনৈতিক উন্নয়ন হল প্রাথমিকভাবে ভূমি ও অন্যান্য ভৌগলিক উপাদানসমূহের কার্যক্রম', তিনি আরও অনেকের মধ্যে Achille Loria, Frederick J. Turner, এবং Karl A. Wittfogel-র নাম উল্লেখ করেন যাঁরা এ অভ্যাগমের মূল সমর্থক; এবং ছ) *আধুনিকায়নের-স্তরীভূত অভ্যাগম,* যা 'রাজনৈতিক উন্নয়নকে সমগ্র আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে দেখে, যেখানে বৈধ আনুষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্র সাধারণভাবে সমান পরিমাণে জড়িত', যারা এ অভ্যাগম সমর্থন করেন, তাদের মধ্যে Max F. Millikan, Donald M. Blackmer, এবং W. W. Rostow-র নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের উপর সাম্প্রতিক গবেষণার একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধে, Hah ও Schneider (১৯৬৮:১৩০-৫৮) নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগকে ঘিরে তাদের সমালোচনা ও মূল্যায়ন স্থির করেছেন: বৈধ প্রশাসনিক অভ্যাগম, অর্থনৈতিক অভ্যাগম, কাঠামোগত অভ্যাগম, কার্যক্রম ভিত্তিক অভ্যাগম, নেতৃত্ব অভ্যাগম এবং সামর্থ্য অভ্যাগম (যা যোগাযোগ অভ্যাগমকেও অন্তর্ভুক্ত করে)।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক উন্নয়নের গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভ্যাগমের আরও সাম্প্রতিক শ্রেণীভাগ করেছেন al-Rawaf (১৯৮০:১৬-৭২), যিনি নিম্নোক্তগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর শ্রেণীভাগেঃ ক) Gabriel Almond নির্দেশিত ব্যবস্থা-কার্যক্রমভিত্তিক অভ্যাগম; খ) Samuel P. Huntington নির্দেশিত প্রতিষ্ঠান-নির্মাণ অভ্যাগম; গ) Fred W. Riggs নির্দেশিত প্রশাসনিক অভ্যাগম; ঘ) Lucian W. Pye নির্দেশিত পঞ্চ সংকট-অভ্যাগম; এবং ঙ) ল্যাটীন আমেরিকার একদল গবেষক Fernando H. Cardoso এবং Enzo Faletto নির্দেশিত *আশ্রয়ন* অভ্যাগম।

একটি প্রবন্ধে 'Critique of Current Studies on Political Development and Modernizaation' শিরোনামে Chong-Do Hah and Jeanne Schneider (১৯৬৮:১৩০-৫৮) শুরুতে বলেন যে, 'উন্নয়নমুখী জাতিসমূহের প্রতি আমেরিকার আদর্শগত আক্রমণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল, রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন'। তারা এটাও উল্লেখ করেন যে, উপরের সবগুলো মডেল (তাদের গবেষণায় যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) 'তাদের নিজেদের উন্নয়নের উভয় সংকটের ব্যাপারে সচেতন, কিন্তু পরীক্ষাযোগ্য প্রকল্পের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে এ সমস্যাগুলোকে আনতে তাদের ক্ষমতায় ভিন্নতা রয়েছে'। Hah ও Schneider রাজনৈতিক উন্নয়নের সাম্প্রতিক মডেলের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি দেখিয়ে তাদের রচনার সমাপ্তি টানেন। এগুলো হল:

ক) অনেক গবেষক পরিচিত আমেরিকান আধুনিকায়ন কাঠামো অনুসরণের অনুমান করেন, যদিও আবির্ভূত রাষ্ট্র উন্নয়ন বাস্তবায়নের পথ খোঁজে থাকে। এ অনুমান Herbert J. Spiro (১৯৬৬:১৫২) কে পরামর্শ দিতে প্ররোচিত করে যে, Almond-Coleman-র মডেলের বিশ্বজনীন কার্যক্রম হল মূলত একটি সংস্কৃতির মানদন্ডে অন্য সংস্কৃতিগুলোকে পরিমাপ করা।

খ) এ অনুমান 'জাতীয় সংহতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মত কাঠামোগত বিষয়, উন্নয়ন, স্বাক্ষরতা, নগরায়নের মাত্রা এবং যোগাযোগ সুবিধার মত পরিমাপযোগ্য সূচকের বিস্তারের ফলাফল'।

গ) পদ্ধতিগত তত্ত্বে তাদের ঘাটতি: বস্তুত 'উন্নয়ন গবেষণার অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিবিদ্যাগত যে কোন প্রতিবন্ধকতা ..... দেখতে মনে হয় যে, সামাজিক পরিবর্তনের গবেষণার জন্যে আমরা সবচেয়ে উপযুক্ত বিশ্লেষণের স্তর চিহ্নিত করতে পারিনি'। সাধারণ একটি বিশ্বাস, ঐতিহাসিক–বর্ণনামূলক অভ্যাগমের গুরুত্ব উত্তরোত্তর কমে যাবার কারণে, উন্নয়ন গবেষণা তাদের নিজেদের শৃংখলার মধ্যে চলে আসে, তাই রাজনীতি বিজ্ঞানীগণ মনে হয় বিশ্বাস করেন যে, তাদের শৃংখলায় ইতিহাসের কোন স্থান নেই। উদাহরণস্বরূপ, Almond -র উপাত্ত-ফলাফল মডেল '[এ] যত বেশী পরিমাণ এটি ঐতিহাসিক–বর্ণনামূলক উপাত্তগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য একটি মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, [তা] তুলনামূলক গবেষণার জন্য নতুন রাষ্ট্রের উত্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সম্পত্তিসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা তত কম হয়। বাস্তবে, এটি বুঝায় যে, একটি মডেল শুধু তখনই চলমান, যখন এটি ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

উপকরণগুলোর মাধ্যমে পুনরায় ঐ মডেলকে অধিক পরিশোধন করতে ব্যবহার করতে পারে। (Hah এবং Schneider, ১৯৬৮:১৩০-৫৮)

রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি হতাশা ও অতৃপ্তিমূলক বর্ণনা করেছেন Gabriel Almond (১৯৭৩:১), যিনি লিখেন: 'আমাদের মধ্যে যারা রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে মাত্র পনের বছর আগে লিখতে শুরু করেছিলাম, সমাপ্তির সময় শেষাংশে আমাদের কি ছিলো সে সম্পর্কে যদি পুরোপুরিভাবে সচেতন থাকতাম, তা হলে দেখতাম যে তা আমাদের হাতেই ছিলো, আমাদের উচিৎ হতো তাকে যেতে দেয়া।'

রাজনৈতিক উন্নয়ন মডেল ও অভ্যাগমের বিপক্ষে বৈধতা বহন করে এমন কিছু অভিযোগ উথাপন করেন al-Rawaf (১৯৮০) নিম্নোক্তভাবে:

ক) দ্ব্যর্থকতা: রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত পরিভাষার অভাব।

খ) অবিতর্কিত অনুমান: ধারণাটির পরিষ্কার এবং যথাযথ সংজ্ঞার অভাব (Almond, Apter, Huntington এবং অন্যান্যদের কাজ একই রকম বা অন্যরকম অনেক অবিতর্কিত অনুমানে ভরপুর)। Mancour Olson (১৯৬৩:৫২৯-৫২) একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যায়, অন্যদিকে গণ-সমাজ বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ যেমন William Kornhauser (১৯৫৯) এবং Hannah Arendt (১৯৬৩) আমাদের মনে করে দেন কিভাবে দ্রুত পরিবর্তন সামগ্রিকতাযুক্ত সমাজকে অরক্ষিত করে।

গ) সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতা: উন্নয়নমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোর বিপুল সংখ্যা এবং প্রত্যেক মডেলের চলকগুলো এক সংগে চলমান বলে মনে হয় না, অন্যদিকে এ চলকগুলো একটি অন্যটির বিরুধী বৈশিষ্ট সম্পন্ন হতে পারে।

ঘ) উপাত্তের অপ্রতুলতা- যা সবসময় সব উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে সত্য। Ralph Braibanti (১৯৭৮) যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড এবং স্পেনের ঔপনিবেশিক কার্যাবলী; রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারীদের ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ বিশ্বজনীন কর্মসূচি এবং জার্মানী, জাপান ও কোরিয়ার সামরিক বৃত্তিমূলক পেশার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সরাসরিভাবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর উপর দ্বিতীয়-দলীয় উৎস থেকে প্রাথমিক-উপাত্ত আহরণের পরামর্শ প্রদান করেন।

ঙ) অশুদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ পরীক্ষা- যা রাজনৈতিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা- উদাহরণস্বরূপ, 'আগ্রহের সমাহার', 'আগ্রহের স্পষ্ট উচ্চারণ', 'সামাজিকীকরণ' এবং অন্যান্য এ ধরনের ধারণাগুলো পরিমাপ করার কোন উপায় নেই, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাগুলো ছাড়া যা পরিষ্কারভাবে পরিমাপযোগ্য মানদন্ড অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন মূলধন সংগঠন, মাথাপিছু আয় এবং মোট জাতীয় উৎপাদন, তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাণ ধার্যে ব্যবহৃত হতে পারে (Braibanti:১৯৭৮)।

চ) রৈখিকতা: সবার না হলেও কিন্তু অনেক পশ্চিমা পণ্ডিতের প্রচলিত ধারণা হল, উন্নয়ন

www.pathagar.com

একটি রৈখিক প্রক্রিয়া, যা একটি অনিবার্য অগ্রগতিতে সনাতন থেকে আধুনিকতার দিকে, পুরাতন থেকে নতুনের দিকে, অযৌক্তিকতা থেকে যৌক্তিকতার দিকে, অনুন্নত থেকে উন্নত অবস্থার দিকে এবং অগণতান্ত্রিক থেকে গণতান্ত্রিক অবস্থার দিকে প্রবাহিত হয়।

ছ) পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব প্রদানের অভাব-যা রাজনৈতিক উন্নয়নের বেশীরভাগ কাজেই প্রতিফলিত হয়, যা সনাতন থেকে আধুনিক সমাজের দিকে এবং কৃষিজ সমাজ থেকে শিল্পায়িত সমাজের দিকে উত্তরণের মধ্যবর্তী সময়ের ধারণার মত। Huntington (১৯৭১:৩০৭) বিশ্বাস করেন যে, এ তত্ত্বের সমস্যাটি পরিবর্তনের নির্দেশনার চেয়ে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যের মধ্যেই লুকায়িত।

জ) দেশজ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদানের অভাব-যা ঐ সব তাত্ত্বিকদের কাজের মধ্যে পরিষ্কার, যারা নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রচারক। সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বা উভয় ধারণা বিবেচনা ছাড়া উন্নয়নের মার্ক্সীয় ধারণা অবলম্বন করে এ বিশ্লেষণ কখনও কোন তৃতীয় বিশ্বের সমাজ বিশেষ করে মুসলিম এবং আরব বিশ্বে প্রয়োগ করা যাবে না। উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'দেশাত্মবোধ' প্রক্রিয়ার উপর জোর প্রদান না করেই নির্ভরশীলতা অভ্যাগমের পণ্ডিতগণ যারা উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমা মডেলের উপর জোর দেন তাদের মতো একই ভুল করেন।

রাজনৈতিক উন্নয়নের অভ্যাগমে এ ধরণের বিভিন্নতা দু'টি বিষয়ের একটি প্রতিফলিত করে: হয় রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি পরিস্কার ও যথাযথ তত্ত্বের অনুপস্থিতি এবং পরিস্কার দর্শনের অভাব, অথবা স্বাস্থ্য এবং শক্তির লক্ষণ হিসেবে মাঠে সমৃদ্ধশীলতা। যাহোক না কেন, এসব বিভিন্নতাসহ রাজনৈতিক উন্নয়ন কম উন্নত দেশের মানুষের সাধারণ আশা আকাংখার দিকে বিভ্রান্তি ও মোহ মুক্তির প্রস্তাব করতে পারে। এটি শুধুমাত্র এটাই বুঝাতে পারে যে, সাম্প্রতিক ইতিহাসের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমান সময়ে একটি বিকল্প অত্যন্ত জরুরী। এ গবেষণা যা দেখাতে চায়, তা হলো একটি প্রাথমিক পর্যায়ের প্রস্তাব করা যা উন্নয়নের একটি 'দেশজ মডেল' বিনির্মাণে অনেকগুলো পর্যায়ের মাধ্যমে অর্জন করা হবে। এটি নিজের মধ্যে একটি প্রাসংগিক, অরৈখিক ও অবিরুদ্ধ উপায়ের মাধ্যমে শুরু এবং অর্জিত হবে। এরকম ভিন্ন ক্ষেত্রের পর্যাপ্ততা কম উন্নত দেশের মানুষকে ইতিহাসের দেয়া সময় ও স্থানে পরিব্যপ্ত এবং উৎফুল্ল হয়ে জ্ঞানের দিকে তাকাতে সমর্থ করে। এছাড়াও, তারা তাদের নিজেদেরকে এবং যে জাতির তারা অংশ তাকে শুধুমাত্র প্রযুক্তির গ্রহীতা হিসেবে নয়, বরং আদর্শের বিশ্বজনীন অংশের সীমাহীন প্রক্রিয়ার সমান অংশগ্রহণকারী হিসেবেও পুন:নিরূপন করতে পারে। কিন্তু এটি ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত কম উন্নত দেশগুলোর মানুষদের দ্বারা আত্মনির্ভরতা এবং সৃষ্টিশীলতার একটি নতুন বিশ্বাস গৃহীত না হয়। এ সৃষ্টিশীলতা শুধু নতুনের দোহাই দিয়ে পুরাতন থেকে মুক্তি পাবার জন্য নয়, বরং 'এটি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নতুন অনুশাসনের ক্ষেত্রে পুন:নির্মাণ ও পুনর্গঠনের মধ্যে বিদ্যমান' (Braibanti, ১৯৭৬:১৮২)।

মুসলিম বিশ্বে উন্নয়নের সামগ্রিক লক্ষ্য হলো অ-নৈসলামিক অবস্থা থেকে ইসলামের

www.pathagar.com

দিকে পরিচালিত করা। এটি এ কারণে যে, মুসলিম সমাজের ভবিষ্যত ইসলামের সাথেই এবং ইসলাম ছাড়া তাদের কোন ভবিষ্যত নেই (Sardar, ১৯৭৭:১৭৩-১৭৭)। এ কারণে, যে কেউ নিরাপদে পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে বর্ণনা করতে পারেন যে, রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য (বা সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক বা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন) এটি নিজের মধ্যে উন্নয়নের চালিকা শক্তির ক্ষেত্রে বিপরীত ভাবে উৎপাদনশীল, যেভাবে একে পূর্বে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

আরব বিশ্বে পশ্চিমা সরকার মডেলকে পরিচিত করার সব প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বিভিন্ন সামরিক সরকার দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা প্রত্যাখ্যাতও হয়েছে (cf. Ismael, ১৯৭৫:১২৩)। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সরকার মডেলের এ প্রত্যাখ্যান পাশাপাশি উন্নয়নের অন্যান্য মডেলের ব্যর্থতা সমাজ বিজ্ঞানীদের (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই) একটি পুন:চিন্তা করতে উজ্জীবিত করে এবং বিশাল আকারের সাহিত্য সৃষ্টির দিকে পথ নির্দেশ দান করে, যা বিশেষত আরব এবং মুসলিম বিশ্বসহ তৃতীয় বিশ্বের চাহিদাকে সংগতিপূর্ণ করার প্রশ্নকে সম্পৃক্ত করে, উন্নয়নের একটি অ-পশ্চিমা, অ-রৈখিক বিকল্প প্রস্তাব করতে তাদের স্থির করে। (দেখুন, Algar, ১৯৭৮; G. Amin, ১৯৭৪; S. Amin, ১৯৭৭; Baaklini and Khoury, ১৯৭৯; Bauer, ১৯৭৬; Beling and Totten, ১৯৭০; Berger et. al, ১৯৭৩; Braibanti, ১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৭৮a; Chomsky and Herman, ১৯৭৯; De Candido, ১৯৭১; Fakoda, ১৯৭৫; Garcia-Zamor, ১৯৭৭; Goulet, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭৭; Guerriro-Ramos, ১৯৭০; Hayter, ১৯৭১; Inayatullah, ১৯৬৭; Ismael, ১৯৭৫; Khoury, ১৯৭৮; Lee, ১৯৭৯; Lutu, ১৯৭৮; Riggs, ১৯৬৪, ১৯৬৬, ১৯৭৩; Sardar, ১৯৭৭, ১৯৭৯; Schumacher, ১৯৭৫; Singer, ১৯৭৫; Tachau, ১৯৭২; এবং Zeylstra, ১৯৭৫)।

কিছু পণ্ডিত এখনও উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মধ্যে সংযোগ বজায় রেখেছেন এবং এটি অর্জনের শুধুমাত্র একটি পথ হিসেবে গণতন্ত্রের অপরিহার্যতাকে বিবেচনা করেন (e.g. Almond, ১৯৭০; Apter, ১৯৬৫; Lerner, ১৯৫৮; Rostow, ১৯৬০; etc.)। Apter (১৯৬৫) তাঁর গবেষণা, Politics of Modernization শেষ করেছেন এই বলে যে, গণতন্ত্র একটি মধ্যতন্ত্র, যা আধুনিকায়নে ব্যাপক সহায়ক, একই সময়ে অন্যান্য তাত্ত্বিকগণ আধুনিকায়ন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে ব্যবধান তৈরী করেন (e.g. Berger et. al., ১৯৭৩; Huntington, ১৯৭১, ১৯৬৮, ১৯৬৫; Pye, ১৯৬৬; etc.)। Huntington পুনরায় সতর্ক করে দিয়েছেন যে, উন্নয়নের উপর আধুনিকায়নের একটি ঋণাত্মক প্রভাব রয়েছে, যা 'রাজনৈতিক অবক্ষয়ের' দিকেই পরিচালিত হয়, যা আগেই বর্ণিত হয়েছে। সত্যি বলতে, 'আধুনিকায়ন ব্যতীত উন্নয়ন' স্লোগানের উপর বর্ধিত উদ্বেগ রয়েছে, যা প্রায়ই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নেতা এবং অভিজাতদের মধ্যে শোনা যায়।

খুব সম্ভবত, উন্নয়ন অধ্যয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দল, যাঁরা তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের আগ্রহ ও ভালবাসা অর্জন করেছেন, তাঁরা হলেন পণ্ডিতদের সে দল, যাঁরা উন্নয়নের সাথে আধুনিকায়নের সম্বন্ধ থাকার কথা অস্বীকার করেন এবং স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও

www.pathagar.com

অখণ্ডতার উপর জোর দেন (e.g. Riggs, ১৯৬৬, ১৯৭৩; Inayatullah, ১৯৬৭; Braibanti, ১৯৬৯; Guerriro-Ramos, ১৯৭০; Tachau, ১৯৭২ etc.)।

উদাহরণস্বরূপ, Braibanti (১৯৭৬:১৬৯-৮২) সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন একটি বিশ্বজনীন ও বিস্ময়কর ঘটনা, যা রৈখিক আকারে না দেখিয়ে বরঞ্চ চক্রাকারে দেখানো যায়। তিনি আরও বলেন এটি সত্য নয় যে, জ্ঞান (যা যে কোন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়) একটি এক-রৈখিক মান, যা শুধুমাত্র একক নির্দেশনায় নতুন থেকে পুরাতনের দিকে, কিংবা পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যের দিকে চলবে। এটি প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের দিকে এবং পুরাতন থেকে নতুনের পথ ধরেও চলতে পারে।

Guerriro–Ramos (১৯৭০:২১-৫৯)-র 'সম্ভাবনা মডেলের' ক্ষেত্রেও একই ফলাফল। তাঁর মতে এ মডেলের দু'টি মূল বৈশিষ্ট্য হলঃ ক) এটা ধরে নেয়া হয় যে, আধুনিকতা বিশ্বের কোন নির্দিষ্ট অংশে অবস্থিত নয়; তাই আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া কোন প্লেটোনিক আদর্শরূপে পরিচিত হতে পারে না; এবং খ) এটি যে কোন জাতিকে এর বর্তমান আপেক্ষিক অবস্থান বিবেচনা না করে তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যসূচক সম্ভাবনার মাধ্যমে আধুনিকায়নের পথ নির্দেশ করে, যার বাস্তবায়ন অন্য বাহ্যিক একটি স্থিতিশীল ও নিয়মতান্ত্রিক মডেল দ্বারা বিঘ্নিত হতে পারে, যা এ ধরনের সম্ভাবনাগুলোর মানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।

Inayatullah (১৯৬৭:৭৯-১০২) তাঁর, 'Toward a Non-Western Model of Development' নামক রচনাটি শুরুই করেছেন, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের বেশীরভাগ সংজ্ঞাকে সমালোচনা করার মাধ্যমে, সবই একই সংস্কৃতি কেন্দ্রীক, কারণ তারা ধরে নেয় যে, সব ইতিহাস একই রেখায়, একই গন্তব্যে, একই লক্ষ্যে ও একই মূল্যবোধের দিকে ধাবিত, পশ্চিমা লোকগুলোর মত। তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অবশ্যই তাদের দেশের নিজস্ব লোক দ্বারা 'উন্নয়নের নতুন পদ্ধতি' আবিষ্কার করতে হবে, যা অবশ্যই তাদের উপর কোন বিদেশী সাহায্য দ্বারা উপস্থাপিত নয়, কিংবা কোন আধুনিকায়িত শাসন ব্যবস্থা দ্বারা উপস্থাপিত নয়। উক্ত পদ্ধতিটি অবশ্যই প্রকৃত পদ্ধতিই হবে, যা ঐ দেশটির নিজস্ব লোক দ্বারা সুচিন্তিত। Inayatullah যুক্তি দিয়ে বলেন, এ নতুন মডেলটি কোন মূল্যবোধের স্তবক দ্বারা সহজতর নয় এমন কোন ধারণা পোষন করে না, অথবা ঐ রকম প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ব্যক্তির সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়া অর্জন করা যাবে না।

মুসলিম বিশ্বসহ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জনগণকে অবশ্যই তাদের উন্নত প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে তাদের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নিজেদের উন্নয়নের ভবিষ্যত পর্যায়ের (পাশ্চাত্যের শিল্প-পরবর্তী সমাজের সমান) একটি অবিকল ধারণা নেয়ার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের শিল্প পর্যায়ের অনেক সমস্যা এড়ানোর জন্য অনেক শিক্ষা নিতে হবে। শুধুমাত্র পুরোনো বলে তাদের নিজেদের অতীত উত্তরাধিকার বর্জন করা উচিত হবে না।

এভাবে, উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি প্রাসঙ্গিক, অরৈখিক, অ-বৈদেশিক

www.pathagar.com

দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা উচিত, যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পশ্চিমাদের ব্যবহৃত একই পদ্ধতি ও কৌশল তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিতে ব্যবহার করা অনুচিত। পরিশেষে, সনাতন মূল্যবোধ ও কাঠামোগুলো সংরক্ষিত হতে হবে, কারণ এগুলো রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল বিষয়, যাকে প্রকৃতিগতভাবে দেশীয় হতে হবে, এবং এর কারণ হল এগুলো প্রত্যাশিতভাবে সব সময় উন্নয়নের প্রতিকূল নয় (Braibanti এবং Spengler, ১৯৬১)।

Inayatullah (১৯৬৭) -র অ-পাশ্চাত্য মডেলে উন্নয়নের দু'টি প্রয়োজনীয় উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, উন্নয়ন হল সমাজের একটি অংশের স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম, যেখানে কোন বিশিষ্ট দল তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয় না। এ প্রক্রিয়া একাধিক মূল্যবোধের প্রকৃতি দ্বারা সমাজের মধ্যে ভিন্ন ছাঁচে গঠিত হয়, যা বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও পরিণামে নতুন কিছুতে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়, কিন্তু অন্য মূল্যবোধ পদ্ধতিকে চাপা দেয় না। দ্বিতীয় উপাদানটি হল, অনুকরণ না করে নতুন করে প্রবর্তন। উন্নয়নশীল সমাজ অন্যান্য সমাজের মতো অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সচেতনভাবে নির্বাচন ও মুক্ত পছন্দের ভিত্তিতে যা উপকারী (বিশেষত প্রযুক্তিগত ও শিল্প সংক্রান্ত উদ্ভাবন) বলে বিবেচিত তা আমদানী করে।

Frank Tachau (১৯৭২:৫-৮) কিছু ভ্রান্ত ধারণা নির্দেশ করেন, যা পাশ্চাত্যের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশেও বিদ্যমান। তিনি তিনটি ধারণাকে চিহ্নিত করেছেন: ক) সনাতন সমাজগুলো অনমনীয়ভাবে স্থির, অজ্ঞতার ক্ষেত্রে অযৌক্তিক এবং অদৃশ্য হতে বাধ্য; খ) আধুনিকতা হলো সনাতন থেকে উন্নত এবং এজন্য এটি পছন্দনীয়; এবং গ) বিশেষত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিকতার চিন্তাভাবনা ও দ্বন্দ্ব প্রাথমিকভাবে হয়তো বাহ্যিক ও বিপরীতমুখী ক্ষমতা থেকে ঘটছে, নতুবা সনাতন সমাজগুলোর জাতীয় সীমানার মধ্যে আধুনিকায়নের ফলশ্রুতিতে ঘটছে ।

Fred W. Riggs (১৯৭৩) বলেন যে, সনাতন সমাজের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উভয় সংকট হল, এটি নিজেকে একটি বিচিত্রোজ্জ্বল ফাঁদে আটকাবস্থায় খুঁজে পায়, যা আধুনিকও হয় না বা হয় না অন্য কিছু , না পারে সনাতন মূল্যবোধগুলো পুন:স্থাপন করতে বা অব্যাহত রাখতে, না পারে সমাজতান্ত্রিক বা উদারপথ অনুসরণ করতে, কিন্তু অধিকতর আগ্রহের সাথে একটি উচ্চমানের অংগীভূতকরন বা স্তর অর্জন করতে পারে, যার ফলে এর অগ্রগতি ও উন্নয়নে এটি সনাতন মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উভয়ই বজায় রাখতে পারে, যা ঐ সমাজ সযত্নে লালন করে এবং কিছু মাত্রায় পছন্দসই ও যুগপৎভাবে বিদেশী প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাহিদা পূরণে সাহায্য করবে। সাধারণভাবে সনাতন সমাজগুলোতে বিশেষত মুসলিম সমাজে উন্নয়নের সমস্যার ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই একটি অধিক বাস্তবসম্মত অভ্যাগম।

তথাপি, ইসলামী সমাজে পরিবর্তন-প্রতিনিধিগণ (আমাদের গবেষণায় ইসলামপন্থী) যারা এ লক্ষ্যার্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অবশ্যই তাঁদের পরিবেশকে ভালভাবে বুঝতে হবে এবং এর বিভিন্ন আদর্শগত দলের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে জানতে হবে।[১৯] তাছাড়া, তাদেরকে Riggs কর্তৃক ঘোষিত 'নব্য-সনাতনবাদ' মতবাদ থেকেও সতর্ক থাকা উচিত।

www.pathagar.com

এ পদবাচ্যটি সাংস্কৃতিক ব্যাপনের একটি দিক নির্দেশ করে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে দেখায়, যতদিন এটি বিশেষত, সমকালীন মুসলিম সমাজগুলোতে সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়া বিদেশী মূল্যবোধ, মতবাদ, বিশ্বাস এবং অনুশীলনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করে না।

আধুনিকারকগণ সচরাচর উদারমতাবলম্বী: তারা এক ভাবে বিদেশী মূল্যবোধ ও তার অনুশীলন এবং তাদের নিজস্ব ইতিহাসের মধ্যে যা সঠিক তা গ্রহণ এবং যা 'ভয়ংকর' তা বর্জন করার মাধ্যমে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। একজন উদার মতাবলম্বী আধুনিকারক (এখনও যিনি নব্য-সনাতনবাদের প্রচারক) হলেন তিনি, যিনি সনাতন সাংস্কৃতিক উপকরণগুলোর সাথে আধুনিক পথকে একত্রিত করতে চান। এর মাধ্যমে তিনি সন্দেহাতীতভাবে সামাজিক উন্নয়নের শিল্পায়ন পর্যায়ের অনেক সমস্যা, যা বর্তমান মুসলিম বিশ্বে অবাধ, তার সমাধানে অবদান রাখেন। যদি সনাতন উপাদানসমূহ সরাসরি স্থানান্তর করে উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রক্রিয়া অর্থপূর্ণভাবে লালন করা যায় তবে এ অবস্থা উন্নয়নশীল সমাজগুলোতে আরও অধিকতর উপযুক্ত হবে।

এ অভ্যাগমটি কেন উপকারী, তার আর একটি কারণ হল, এটি উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক লক্ষ্যের সাথে অধিক উপযুক্ত। একজন অষ্ট্রিয়ান মুসলিম ব্যাখ্যা করে বলেন, 'বিজ্ঞান পাশ্চাত্যেরও নয় কিংবা প্রাচ্যেরও নয়'। তার মতে, 'সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার সাথে সংযুক্ত, যা সামগ্রিকভাবে মানব জাতির কল্যাণকে অন্তর্ভূক্ত করে ... । একটি নির্দিষ্ট সময়ের বা সভ্যতার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার "সে সভ্যতার বা সময়ের জন্য, তা কখনই বলা যাবে না" ।' এ অষ্ট্রিয়ান মুসলিম, মুসলিম পণ্ডিতদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে উপদেশ দেন, কিন্তু সাথে সাথে 'জীবন ধারায় পশ্চিমারূপ, পশ্চিমা রীতি নীতি ও প্রথা এবং সামাজিক ধারণাগুলো গ্রহণ করতে বারণ করেছেন'। কারণ ওগুলোর মাধ্যমে তারা কিছুই অর্জন করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, 'এক্ষেত্রে পশ্চিমারা তাদেরকে যা দিতে পারে, তা কখনও তাদের নিজের সংস্কৃতি তাদেরকে যা দিয়েছে, তাদের নিজেদের বিশ্বাস তাদের যে পথ নির্দেশ দিয়েছে তা থেকে কখনও উত্তম হতে পারে না' (Asad, ১৯৫৪:৩৪৭-৯)। এ হল বর্তমান সভ্যতার সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান, যা প্রত্যাহার বা পশ্চাদপসারণ নয়, বরং সংলাপ ও যোগাযোগ, যা পরবর্তীতে প্রমাণিত উদাহরণ হয়ে থাকবে।

মডেল এবং মডেল নির্মাণ

Karl Deutsch (১৯৫৩:৩৫৬) প্রায়ই পূনর্ব্যক্ত একটি ধারণা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন যে, 'আমরা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক যখনই কোন বিষয়ে পদ্ধতিগতভাবে চিন্তা করতে চেষ্টা করি তখনই মডেল ব্যবহার করি'। 'মডেল' শব্দটি Deutsch-র সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, যেভাবে Dwight Waldo (১৯৫৬:২৭) বুঝাতে চেয়েছেন। তার মতে মডেল হল 'সাধারণভাবে কোন একটি প্রত্যয়ের

www.pathagar.com

অথবা একগুচ্ছ পারস্পরিক সম্পর্কিত প্রত্যয়ের সংজ্ঞা প্রদান ও উন্নয়নের একটি সচেতন প্রচেষ্টা যা উপাত্তের শ্রেণীকরণে প্রয়োজন, যা বাস্তবতা বর্ণনা করে এবং (অথবা) এ সম্পর্কে প্রকল্প গঠনে সহায়তা করে'।

মডেল নির্মাণ নির্দেশ করে, ক) নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ চলকগুলোর চিহ্নিতকরণ ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ; খ) উদ্দেশ্যসমূহের সুনির্দিষ্টকরণ ও তার মানদন্ড নির্ধারণ, যা দ্বারা উদ্দেশ্যসমূহ পরিমাপ করা যাবে; এবং গ) অনিশ্চয়তাসহ সব শর্তাবলী, নিষেধাজ্ঞা ও রুদ্ধ অবস্থা সংক্রান্ত তালিকা তৈরী করা, যা একটি মডেলের কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলবে।

কোন তাত্ত্বিক বা মডেল নির্মাতা বাস্তবতার সাথে মিলে যায় এমন মডেল বজায় রাখতে পারেন না, এখনও তাঁরা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা গবেষণা ও বিশ্লেষণ সহজতর করতে নির্দেশ দেন এবং এমন কিছু বিষয়ের প্রতি মনযোগ আকর্ষন করেন, যা প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণকেও এড়িয়ে যেতে পারে। সবশেষে, তাঁরা চলকগুলোকে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেন এবং উক্তি নির্মাণে নির্দেশনা প্রদান করেন (Caiden, ১৯৭১:২৬০)।

Dwight Waldo (১৯৫৬:২৬-৪৯) প্রচলিত কতগুলো মডেলের তালিকা তৈরী করেন, যেমন আইন, যন্ত্র, অংগ, পদ্ধতি, ব্যবসা, রক্ষী বাহিনী, বিজ্ঞান, কলা, নৃবিদ্যা, সাইবারনেটিকস, এবং গণিত। F. W. Riggs -র মতে, মডেল আরোহী ও অবরোহী, কাঠামোভিত্তিক ও কার্যক্রমভিত্তিক, পরিধির ক্ষেত্রে সংকীর্ণ ও সার্বজনীন, নির্দেশাত্মক ও বর্ণনামূলক, স্থির ও গতিশীল ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের হতে পারে (Riggs and Weidner, ১৯৬৩:৬-৪৩)।

লোক প্রশাসন বিষয়টি Weber -র আদর্শ আমলাতান্ত্রিক মডেল থেকে শুরু করে Riggs -র প্রিজম্যাটিক সালা মডেল পর্যন্ত (১৯৬৪, ১৯৭৩) বেশ কিছু মডেল সমৃদ্ধ। একদিকে, আমলাতান্ত্রিক মডেল অন্তত অন্তর্নিহিতভাবে সংস্কৃতি নির্ভর অনুমান প্রতিফলিত করে, যা প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধ্যয়নে সনাতন ও বিশেষায়িত সনাতন অভ্যাগমের উপস্থাপন করে। অন্যদিকে, প্রিজমেটিক সালা মডেল দু'টি বিপরীতধর্মী আদর্শ সমৃদ্ধ -একটি অপরিবর্তিত সমাজ, যেখানে প্রতিটি কাজের একটি সংগতিপূর্ণ আলাদা কাঠামো রয়েছে, যা তার কাজের জন্য বিশেষায়িত এবং অন্যটি একীভূত সমাজ, যেখানে একটি মাত্র একক কাঠামো সব কর্ম সম্পাদন করে। প্রিজমেটিক সমাজ হল এ দু'টি আদর্শ প্রকারভেদের মধ্যবর্তী অবস্থান এবং এটি অপবর্তিত ও একীভূত উভয় সমাজের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যা বিষমজাতীয়তা, আচারনিষ্টা ও অধিক্রমণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত।

অন্য অনেক মডেলের সাথে যদিও এ দু'মডেলের স্বীকৃতি আছে, তথাপি এগুলো ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। অবশ্য সাহিত্য এ ধরণের সমালোচনায় ভরপুর। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনগুলো প্রতিটি কর্মীর জন্য বৈষম্যমূলক, একনায়কসুলভ এবং সাধারণভাবে মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়তে পারে, এটি উল্লেখপূর্বক Weber নিজেই পরবর্তীতে তাঁর আমলাতান্ত্রিক মডেলের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যদিও প্রিজমেটিক সালা মডেলের চেয়ে এটি প্রভাবশালী হতে পারে, Riggs (১৯৬৪:৪২৪) নিজেই এর

www.pathagar.com

'অনালোচিত দৃষ্টি' সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা তিনি বর্ণনা করে বলেন যে, 'মনে হয় এটি প্রিজমেটিক মডেলের যৌক্তিকতা থেকে সৃষ্ট'। R. K. Arora (১৯৭২:১২১-৩) কিছুটা ব্যাপকভাবে প্রিজমেটিক সালা মডেলের 'ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলো' আলোচনা করে বলেন যে, এটি পশ্চিমা পক্ষপাতদুষ্ট এবং প্রিজমেটিক মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে যে পদ বা অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে, তা মূল্যবোধযুক্ত, আচরণের দিক থেকে ঋণাত্মক দিকের প্রতি জোর দেয়। Ferrel Heady (১৯৭৯:৭৩) কিছু পণ্ডিতের তালিকা তৈরী করেছেন, যারা প্রিজমেটিক মডেলের দুঃখবাদী সূরের ব্যাপারে আপত্তি করেন, যেমন Michael L. Monroe (১৯৭০:২২৯-৪২), যিনি প্রিজমেটিক তত্ত্বকে পশ্চিমা সূত্র ও ত্রুটিগুলোর আকার থেকে প্রতিফলিত মান হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং পশ্চিমা রাষ্ট্র যেমন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেনে প্রিজমেটিক আচরণের লক্ষণকে উপেক্ষা করেন বলে Riggs কে দোষারূপ করেছেন।[২০] E. H. Valsan (১৯৬৮) এবং R. S. Milne (১৯৭০) যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, 'আচারনিষ্ঠা' বলতে Riggs-র দৃষ্টিকোণ থেকে যা বুঝায়, তা হল আনুষ্ঠানিকভাবে যা নির্দেশিত এবং বাস্তব ক্ষেত্রে যা অনুশীলন করা হয় তার পার্থক্য, যা অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে ধনাত্মক সাথে সাথে ঋণাত্মক পরিণতিও সৃষ্টি করতে পারে।

ক্ষেত্র বিশেষে এ ধরনের সমালোচনা, এ মডেলগুলোর সীমাবদ্ধতা ও এদের মধ্যে বিকল্প মডেল উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্দেশনা দেয়, যার মধ্যে কিছু বাস্তবতা সদৃশ। এ বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত যে, Riggs তাঁর সালা মডেল কত ভালভাবে কোন বিদ্যমান পরিবর্তনশীল সমাজের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে সে সম্পর্কে কখনই কোন দাবী উত্থাপন করেন নি, অবশ্য তিনি বিশেষভাবে যে উন্নয়নশীল সমাজসমূহে সালা বৈশিষ্ট্যসমূহ বাস্তবে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে আরও ব্যাপক গবেষণা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তথাপি তিনি দাবী করেন যে, তাঁর মডেল নির্মাণ প্রচেষ্টা 'বাস্তব অভিজ্ঞতাবাদের নিম্নস্থ একটি স্তরের উপর নির্ভর করে।' (Riggs, ১৯৬৪:২৪১)

সবার তাই স্বীকার করে নেয়া উচিত যে, সব মডেলের, ক) সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এবং খ) বিতর্কিত হতে পারে। যদি তা না হয় তবে সেগুলো মডেল হবে না। আদর্শ ইসলামী মডেল যা ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাও ব্যতিক্রম নয় যেভাবে এ গবেষণায় তা প্রতিপাদন করা হয়েছে।

মডেল নির্মাণে জড়িত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পরও যে সমস্যাটি মডেল পছন্দ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় তা বাস্তবতাকে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত করে না, এটি উপলব্ধি করতে সহায়ক (Heady, ১৯৭৯:৬৭)। আশা করা হয় যে, আদর্শ ইসলামী প্রশাসনিক মডেল (তৃতীয় ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে) এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে লোক প্রশাসনের পণ্ডিত ও পেশাজীবিগণ ইসলামের বাস্তবতার উপলব্ধি করতে পারেন। এজন্যই এ মডেল আদর্শ (পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্যের) কোন ভাবধারার সাথে 'সহগামী' নয়। বরং, এখানে উদ্দেশ্য হল প্রকৃতি ও মূল্যবোধের বিচারে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা। এখানে যা অধিক প্রাসঙ্গিক এবং বলতে হয়, তা

www.pathagar.com

হল প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য পরিষ্কারভাবে ইসলামী আদর্শগুলো চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা, এ আদর্শগুলো ও মুসলিম বিশ্বের বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে দুরত্ব পরিমাপ এবং উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য এমন ভাবে কৌশল নির্ধারণ করা, যাতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বা কাঠামো শেষ পর্যন্ত জড়িত থাকে (cf. Ahmad, ১৯৭৯:৫)।

সমগ্র ইসলামী পদ্ধতির সব উপ-পদ্ধতির লক্ষ্য হল, জীবনের এ ইসলামী কাঠামো শেষ পর্যন্ত বিজড়িত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলে ইসলামী আদর্শ অর্জন করাই হল লক্ষ্য। অনুরূপভাবে, প্রশাসনের লক্ষ্য হল ইসলামী মূল্যবোধ অর্জন করা, যদিও এক্ষেত্রে দক্ষতা ও কর্মক্ষমতাকে উৎসর্গ করতে হয়, এমনকি পরবর্তীটি যদি মানবতার সাথে দ্বন্দ্বেও লিপ্ত হয়, যা ইসলামী জীবন কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ।

অমুসলিম পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে আদর্শ ইসলামী প্রশাসনিক মডেলকে এ গবেষণায় একটি অতি পরিচিত ধারণাকৃত কৌশল 'উন্মুক্ত ব্যবস্থা অভ্যাগম' ব্যবহার করে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচনার টীকা

১. ১৯৭১ সালে Princeton University Press, Prenceton, N.J., থেকে প্রকাশিত Binder et al. সম্পাদিত, *Crises in Political Development* বইতে Leonard Binder 'Crises of Political Development' শিরোনামের লেখায় উন্নয়নের বিষয় নিয়ে সুন্দর একটি আলোচনা করেছেন। মুসলিম দেশের পরিবেশের এসব সমস্যার বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরব, দেখুন Othman Y. al-Rawaf রচিত 'The Concept of the Five Crises in Political Development- Relevance to Saudi Arabia', নামক পিএইচডি অভিসন্দর্ভ যা ১৯৮০ সালে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পাদিত হয়।

অন্যরা বিশেষ ধারাবাহিকতায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক দিকের মধ্যেকার ব্যবধানের অনুপস্থিতিকে উন্নয়ন বলে বিবেচনা করেছেন। দেখুন, Edward Shils লিখিত, *Political Development in the New States,* যা ১৯৬৫ সালে The Hague, Mouton থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনীতি ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত খুবই আকর্ষনীয় কিছু নিবন্ধ রয়েছে Ralph Braibanti সম্পাদিত *Political and Administrative Development* গ্রন্থে, যা ১৯৬৯ সালে Duke University Press, Durham N.C. থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলাম ও উন্নয়ন, যা মোটামুটিভাবে একটি নব উদ্যোগ, তার জন্য দেখুন নিম্নোক্ত গবেষণাকর্মগুলো: *Islam and Development, Association of Muslim Social Scientist -র ৫ম বার্ষিক কনভেনশনের কার্যবিবরণী*, যা Association

www.pathagar.com

of Muslim Social Scientist কর্তৃক ১৯৭৯ সালে Plainfield, Ind., থেকে প্রকাশিত; ১৯৮০ সালে Syracuse University Press, Syracure, N.Y. থেকে প্রকাশিত, John L. Eposito সম্পাদিত, *Islam and Development: Religion and Socio Political change;* ১৯৭৭ সালে London, Croom-Helm থেকে প্রকাশিত Ziauddin Sarder লিখিত, *Science, Technology and Development in the Muslim World;* Mujid S. Kazimi এবং John I. Makhoul সম্পাদিত, 'Perspective on Technological Development in the Arab World' যা হল The Association of Arab-American University Graduates -র অষ্টম মনোগ্রাফ সিরিজ, যা ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত; ১৯৫৬ সালে The Hague, Mouton, থেকে প্রকাশিত Richard N. Frye সম্পাদিত *Islam and the West*-র পৃষ্ঠা ২০২ ff.; Z. R. Khan লিখিত, 'Islam: Development and Politico– Economic Change'-র ২১-৭ পৃষ্ঠা, যা *Al-Ittihad* ভলিউম ১৭, নং ২ (এপ্রিল-জুন, ১৯৮০) -এ প্রকাশিত, এবং 'Political Science: Development and the Internal Dynamics of the Muslim States' -র পৃষ্ঠা ৪১-৫৩, যা ১৯৭৭ সালে *Islam and Development* এ প্রকাশিত; R. Braibanti লিখিত 'The Recovery of Islamic Identity in global Perspective' যা The Carolina Academic Press, Durham N.C. থেকে Bruce Lawrance সম্পাদিত *The Rose and the Rock* গ্রন্থে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১৫৯-৯৫ এবং 'Technology and Islam' একটি অপ্রকাশিত নিবন্ধ যা পঠিত হয়েছিল Islam: A Religion and a Way of Life নামক ৪-৫ ডিসেম্বর, ১৯৮০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে; এবং Clud K. Sutcliffe লিখিত 'Is Islam an Obstacle to Development? Ideal Patterns on Belief Versus Actual Patterns of Behavior' যা প্রকাশিত হয়েছে *Journal of the Developing Areas,* ভলিউম X (অক্টোবর ১৯৭৫): পৃষ্ঠা ৭৭-৮৩।

২. পবিত্র গ্রন্থ (কোরান) ও সুন্নাহ্ (মহানবীর প্রথা) প্রথম অধ্যায়ে, কিছুটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

৩. এখানে ব্যবহৃত ধারণাটি শুধুমাত্র পাশ্চাত্য প্রযুক্তির 'হস্তান্তর বুঝাচ্ছে না, বরং ঐরূপ প্রযুক্তি বুঝা ও তা গ্রহণ করার জন্য তার পরিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তি, আঁকড়িয়ে ধরা বা তার শক্তিকে বুঝানো হচ্ছে'। এবং প্রকৃতপক্ষে তা হল, জাপান, রাশিয়া, ভারত ও চীনের অভিজ্ঞতার কথা। এখানে, মুসলিমদের জেনে রাখা দরকার যে, ঐ প্রযুক্তি বিদ্যা যে কোন সময় আমদানী করা যেতে পারে এবং এজন্য তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে তাকে। যা হোক, এটা হতে পারে শুধুমাত্র এমন কিছু বিদ্যার ক্ষেত্রে, যা নবায়নযোগ্য নয়, কারণ ঐরকম বিদ্যার ফসল বিদেশেই উৎপাদন ও তার পরিচর্যা হয়ে থাকে। এভাবে, মুসলিম জাতির জন্য যা অত্যন্ত জরুরী, তা হল তাদের নিজস্ব স্থানীয় পরিবেশে তাদের নিজস্ব বিদ্যার ফসল উৎপাদন ও তার পরিচর্যা করা, এটা সার্বিক বিশ্লেষণের এ ফলাফল থেকে যে, উন্নয়ন প্রযুক্তির জন্ম দেয় এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের

www.pathagar.com

জন্ম দেয় না (M. A. Fadeel, লিখিত *Al-Naft wal Mushkilt al-Mu'aasirah Littanmiah al-Arabiah* [তেল ও সমসাময়িক আরব উন্নয়ন সমস্যা], Kuwat, A'lam al-Ma'rifah, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৪৩-৫৫, আরবীতে লিখিত।

৪. উদাহরণস্বরূপ, দেখুন, Jafar Shaikh Idris লিখিত *The Process of Islamization,* যা ১৯৭৭ সালে The Muslim Students Association of USA and Canada কর্তৃক Plainfield, Ind., থেকে প্রকাশিত। তিনি ইসলামী সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেন এবং পরিকল্পনা ও রাষ্ট্র উভয়েরই উপর গুরুত্বারোপ করেন যা সমসাময়িক মুসলিম সমাজের ইসলামীকরণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পর্যাপ্ত শর্তাবলী নয়।

৫. ইসলামী আইনের *(শরীয়া'হ্)* ব্যাপক ও অগ্রবর্তী প্রকৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কেউ কেউ পরিবেশগত আশ্রয় এলাকাগুলো চিহ্নিত করতে পারেন যেখানে ইসলামী আইন ও নীতিমালাসমূহ খুবই অগ্রবর্তী। বিপরীত দিকে, শিল্পায়িত পাশ্চাত্য সমাজ গুরুতরভাবে এরকম আশ্রয় থেকে অনেক দূরে, কারণ ঐ পাশ্চাত্য শিল্পায়িত সমাজের রয়েছে সম্পদ নষ্ট করার, মানুষের আবাসস্থল দূষিত করার মানসিকতা, এবং ফলত উৎপাদনের ঐ খরচ তারা যারা শিল্প থেকে লাভ করছে তাদের উপর প্রয়োগ করে না বরং সাধারণ জনগণের উপর প্রয়োগ করে। পূর্বানুমান করা হয়, ইসলামী উন্নয়ন এসব নাসূচক সহ-উৎপাদ বর্জন করতে পারবে। দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়, বিশেষত মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ক অংশটি যা ইসলামের দৃষ্টিতে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. বারটি জার্নাল জরীপ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে *African Development, Development and Change, Development et Civilisations, Developement Co-operation Efforts and Politics of the Members of the Development Assistance Committee Review, The Developing World– AUFS Readings, Economic Development and Cultural Change, International Development Review, The Journal of the Developing Areas, The Journal of Development Studies, Public Administaration Review, Quarterly Journal of Administration,* এবং *Studies in Comparative International Development*। এ জরিপে প্রায় দু'দশকের (১৯৬০-৭৯ সালের) মধ্যেকার সব কপি আলোচনা করা হয়েছে বা অনেক ক্ষেত্রে প্রথম ইস্যু থেকেই পরীক্ষা করা হয়েছে (যেগুলো ১৯৬০ সালের পরে প্রকাশ শুরু) ১৯৭৯ সালের শেষ পর্যন্ত সব ইস্যু।

৭. সাতটি আধিপত্য বিস্তারকারী দেশ হল তুর্কী, পাকিস্তান, লেবানন, তিউনিসিয়া, সিরিয়া, ইরাক ও আলজেরিয়া। খ্রীষ্টান সংখ্যালঘু দ্বারা সরকার নিয়ন্ত্রিত বিধায় লেবানন এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স উপনিবেশভুক্ত হয়ে নিয়ন্ত্রিত বিধায় তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়াকে যদি বাদ দেয়া হয়, তবে চারটি মুসলিম রাষ্ট্র বর্তমান থাকে। দেখুন McClelland লিখিত, The Achieving Society, ১৯৬১ সালে Van Nostrand,

www.pathagar.com

Princeton, N. J. থেকে প্রকাশিত।

৮. দেখুন Arthur H. Nichoff এবং J. Charnel Anderson-র বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ, 'Peasant Fatilism and Socio-Economic Innovation', যা *Human Organization* ২৫ (শরত, ১৯৬৬) এ প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২৭৪। আরও দেখুন Gunner Myrdal লিখিত, *Asian Drama,* যা ১৯৬৮ সালে New York থেকে Twentieth Century Fund কর্তৃক প্রকাশিত। তিনি বিশেষত বলেছেন: 'লেখক দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান সময়কার কোন দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অবগত নন, যেখানে ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে' (পৃষ্ঠা ১০৩)। অন্যদিকে Sami Zubaida যুক্তি দিয়ে বলেন যে, ঐশী প্রবর্তিত ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলামই সবচেয়ে কর্মমুখর আন্দোলন, বিশেষত অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে। দেখুন তাঁর লিখিত নিবন্ধ, 'Economic and Political Activism in Islam', যা আগষ্ট ১৯৭২ সালে *Economy and Society* ভলিউম ১, নং-৩ এ প্রকাশিত, পৃষ্ঠা- ৩০৮-৩৮।

৯. অধ্যাপক Lerner তাঁর গোটা বইতে যুক্তি দিয়ে দেখান যে, মধ্য প্রাচ্যের সমাজগুলোর আধুনিকায়নের একমাত্র উপায় হল পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করা। তাই, আধুনিকায়ন মানে হল পাশ্চাত্যকরণ, যতদূর তিনি বুঝেন। তিনি আরব দেশগুলোর বা ব্যাপকভাবে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ঐক্যের ক্ষমতাকে নাকচ করে দিয়েছেন। এবং তিনি বলেন, 'রাজনীতিবিদদের জন্য সব সময় ও সব জায়গায় যদি বৃহৎ ঐক্যের জন্য ব্যাপক অংশকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা চালু থাকে তবে সেখানে বৃহৎ শক্তি হতে পারে। কিন্তু কিভাবে ঐরকম ঐক্য অর্জন করা যায়? কায়রোর সম্ভ্রান্ত লোকজন সৌদি আরবের মরু ওয়াহ্হাবীদের স্বাদ ও স্বার্থকে গ্রহণ করবে না। এর সহজ কারণ হল তারা উভয়ই সাধারণ আরব ও ইসলামী জনগণ' (পৃষ্ঠা ৪০২) । উদাহরণস্বরূপ, যদি এ যুক্তি ধরা হয়, তবে যে কেউই বর্তমান ঐক্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, নিউ ইয়র্ক সিটি কি এপ্যালেসিয়ার সাথে একই রাজনীতির অধীন! পুনরায় স্মরণযোগ্য কিন্তু ভ্রান্ত উপসংহার হল–যেমন 'আরব-মুসলিম সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে কোন প্রচেষ্টা– একটি কার্যকর রাজনীতির প্রতীকি ভিত্তি, বাস্তব ক্ষেত্রে মনে হয় সফল হয় নি'– দেখুন Daniel Lerner লিখিত, *The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East,* যা ১৯৫৮ সালে The Free Press, New York থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৪০৪।

১০. *মিসওয়াক* একটি যন্ত্রের নাম, যা দাঁত মাজার সময় ব্যবহৃত হয়, যাকে ইসলামী আরবী ভাষায় বলা হয় *সিওয়াক*। এখানে বলে রাখা দরকার যে, সাম্প্রতিক *মিসওয়াক* -র উপর এক গবেষণা ও মেডিকেল পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এতে রয়েছে ক্ষয়-প্রতিরোধক এক কার্যকর দন্ত মাজন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান যা দাঁতের মাড়িকে রক্ষা করে।

১১. পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহলে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও উদ্দেশ্যগত গবেষণার এ অভাবের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এর একটি সহজ কারণ হল অনেক লেখকের ইসলাম সম্পর্কে উদাসীনতা। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, ১৯৬১ সালে New York, Vantage Books

www.pathagar.com

থেকে প্রকাশিত *The New World of Philosophy* গ্রন্থে Abraham Kaplan, সূচনাতে বুদ্ধিভিত্তিক সততা ও অকপটতার সাথে একটি দুষ্প্রাপ্য দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্বীকার করেছেন যে, 'ইসলামী চিন্তাধারা হল সবচেয়ে বেশী বর্জিত বিষয়, যার রয়েছে একটি ব্যাপক গুরুত্ব যা এক ব্যাপক এলাকা মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত; আমি শুধুমাত্র উদাসীনতা ও রাজনৈতিক সংকটের পক্ষে বলতে পারি, যা আমাকে প্রাথমিকভাবে নিজেকে এ চিন্তার আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করতে অসম্ভব করে তুলেছে।

১২. *মাসাজিদ* (*মসজিদ*-র বহুবচন– আক্ষরিক অর্থে ইবাদতের স্থান) হল মসজিদ বা ইসলামে গণ ইবাদতের স্থান। চার্চ বা ধর্ম মন্দিরের (ইহুদীদের) মত না হয়ে ইসলামে মসজিদ হল পৃথিবীতে যে কোন স্থান, মহানবী (স.)-র মতে, 'আমার জন্য গোটা পৃথিবী মসজিদ হিসেবে তৈরী'। তাই, যখন নামাজের সময় হবে, একজন মুসলিম যে কোন স্থানে নামাজ পড়তে পারেন এবং তার কোন নির্দিষ্ট মসজিদ ঘর দরকার হবে না নামাজ আদায় করার জন্য।

১৩. দেখুন মুহাম্মদ কুতুব রচিত, *Islam: The Misunderstood Religion,* যা ১৯৭২ সালে Islamic Publications, Lahore থেকে প্রকাশিত।

১৪. উদাহরণস্বরূপ, দেখুন একটি ছোট্ট বুকলেট, যার শিরোনাম, 'Islam Between Ignorant Followers and Incapable Scholars' যা লিখেছেন প্রয়াত মিশরীয় মুসলিম পণ্ডিত Abdul Qader যা Audah Damasaus, Syria, থেকে The Holly Koran Publishing House কর্তৃক ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত।

১৫. *খিলাফাহ্* (*খিলাফাত্* বা খলিফতও বলা হয়) হল একটি আরবী শব্দ যার অর্থ হল খলীফার অফিস (উত্তরাধিকারী, লেফট্যানেন্ট, প্রতিনিধি বা সহকারী)। কোরানে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আদম (আ.)-র জন্য, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি অর্থে। কিন্তু ইসলামে রাজনৈতিক সাহিত্যের সহজ ভাষায়, এর অর্থ হল মুসলিম সম্প্রদায়ের সব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যাবলী পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ইত্যাদি দেখাশুনা করার স্থান। যেখানে একজন কেন্দ্রীয় *খলীফা* (শাসক, গভর্ণর, প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি) অবস্থান করেন। সর্বশেষ খিলাফত রহিত করা হয় ১৯২৪ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে এবং যার ফলে সাময়িকভাবে মুসলিমগণ এ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটির সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। সর্বশেষ খলীফা ছিলেন সুলতান আবদুল হামিদ।

১৬. এসব লেখনীর শুধুমাত্র কয়েকটি হলঃ Muhammad Asad (পূর্বনাম Leopold Weiss) রচিত, *Principles of State and Government in Islam,* যা ১৯৬১ সালে University of California Press, Berkelay এবং Los Angels থেকে প্রকাশিত; A. Maududi রচিত, *Islamic Law and Constitution,* M. Ahmed রচিত, *Nature of Islamic Political Theory,* M. Asad রচিত, *Islam and Politics;* A.G. Chejne রচিত, *Succession to the Rule in Islam;* M. Hamidullah রচিত, 'The First written Constitution in the World' এবং *The Muslim Conduct of State; S. A.Q. Husaini* রচিত, *Arab Administration,* A. Iqbal রচিত, *Diplomacy in Isalm;*

www.pathagar.com

H.R. Sherwani রচিত, *Studies in Muslim Political Thought and Administration* এবং A.H. Siddiqi রচিত, *Non-Muslims Under Muslim Rule and Muslim Under Non-Muslims Rule* I

এগুলো ছাড়াও আরবীতে লেখা অনেক প্রকাশিত গ্রন্থ বিদ্যমান যার লেখকদের তালিকায় রয়েছেন ইবন খালদূন, ইবন তাইমিয়া এবং আরও অনেক সমসমায়িক রাজনীতি বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ।

এটা হলো তাত্ত্বিক দিক। বাস্তবিক রাজনৈতিক অংগনে, যা হোক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল এবং অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তাদের কয়েকটি অপরিপক্ক। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী প্রজাতন্ত্র মৌরিতানিয়া এবং এর পূর্বে ১৯৪৭ সালে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা মুসলিম 'বিশ্বের জনগণের আশা আকাংখাকে ন্যূনতম পর্যায়েও বাস্তবায়িত করতে পারেনি। সাম্প্রতিক ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইরানের ইসলামী বিপ্লব অনেকটা সফল হয়েছে এবং অনেক দিন ঘুমিয়ে থাকার পর গোটা মুসলিম বিশ্বকে একটা ঝাঁকুনি দিয়েছে। *Time Magzine*- র 'Man of the Year' সংখ্যার ভাষায় (৭ জানুয়ারি ১৯৮০), 'খোমেনী পাশ্চাত্য আধিপত্য ধ্বংস করার জন্য এমন এক মুক্তির শিখা প্রজ্জ্বলন এবং এমন এক Xenophobic জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিল, যা গোটা আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এমনকি তা তৃতীয় বিশ্বের অমুসলিম দেশেও সঞ্চালিত হতে পারে'। এরকম একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে মূল্যায়নের বিষয়টি এখনও অনেক প্রাথমিক পর্যায়ে, যদিও সেখানে রয়েছে অনেক হ্যাঁ সূচক নির্দেশনা, বিশেষত ইরান ও ইরাকের মধ্যেকার যুদ্ধ, যা এখন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে।

১৭. এ সারণীটি হল Library of Congress- র অনুবাদ সারণীর একটি সংকলন। তার সহজীকরণের জন্য সবকিছু ও স্বরবর্ণের আসল উচ্চারণ বাদ দেয়া হয়েছে। যেখানে সবসময় (ع) অনুবাদ হয়ে থাকে ইংরেজী প্রতীক (') এর জন্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হল *Shariah* শব্দটি, কারণ এর ব্যবহার একইভাবে এতই বেশী গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত হয়েছে যে, এর কোন পরিবর্তন দরকার হয় নি।

১৮. Endogeneity ও Indigenization শব্দদয়ের গূঢ়ার্থ পুনরায় Ralph Briabanti - র মত পণ্ডিতগণ বের করার চেষ্টা করেছেন। দেখুন বিশেষত তাঁরই গবেষণাকর্ম, 'Context, Cause and Change' যা প্রকাশিত হয়েছে, *Prospects for Constitutional Democracy : Essays in Honor of R. Taylor Cole,* যা সম্পাদনা করেছেন John H. Hallowell, যা Durham, N.C. থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১৬৫-৮৩; 'Political Development: Contextual, Non-Liner Perspectives', যা প্রকাশিত হয়েছে, *Politikon 3* (১৯৭৬) এ, পৃষ্ঠা ৬-১৮; 'Conceptual Prerequisities for the Evolution of Asian Bureaucractic Systems', যা ১৯৭৫ সালে Kualalampur থেকে, Inayatullah সম্পাদিত, *Management Training for Development: The Asian Experience* গ্রন্থে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১৮৫- ২৩১; 'Values in Institutional Processes' যা H. Lasswell, D. Lerner, J. Montgomery, সম্পাদিত ১৯৭৬

www.pathagar.com

সালে Cambridge থেকে প্রকাশিত, *Values and Development: Appraising the Asian Experience* গ্রন্থে লিখিত, পৃষ্ঠা ১৩৩- ৫৩।

আরও দেখুন Nsamin O. Lutu রচিত, 'Toward A Theory and Practice of Self-Relaince in National Development: Susggestions for Models' নামক পিএইচডি গবেষণা কর্ম, যা Syracuse University তে রচিত হয় ১৯৭৮ সালে।

১৯. কমপক্ষে ৫টি দল চিহ্নিত। তাদের দর্শন ও কর্ম উন্নয়ন কাজকে ত্বরান্বিত কিংবা ব্যাহত করতে পারে। পরিবর্তন প্রতিনিধির এসব দল সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার, যদি তিনি তাঁর উন্নয়ন লক্ষ্যাদি অর্জন করতে চান। এসব দল হল:

ক. রক্ষণশীল- যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যদি পরিবর্তন প্রক্রিয়া ধীর ও সতর্ক কর্মসূচির মাধ্যমে অগ্রসর হয় তবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকতে পারে এবং নতুন উপাদানগুলোকে সময়োপযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহে সমন্বয় করার মাধ্যমে তা সম্ভব।

খ. উদারপন্থী– যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করতে চায় ব্যক্তির উন্নয়ন ও কল্যাণ ত্বরান্বিত করার জন্য।

গ. চরমপন্থী– যারা প্রচার করে আইন, সরকার কাঠামো এবং অর্থনৈতিক নীতির আমূল পরিবর্তন করতে বা রাষ্ট্রের বা সমাজের সার্বিক চরিত্রগত পরিবর্তন করতে।

ঘ. বিপ্লবী– যারা শক্তভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঠিক ও মৌলিক পরিবর্তন দাবী করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলার পুন: প্রবর্তন করতে চায়।

ঙ. প্রতিক্রিয়াশীল– যারা বিদ্যমান পদমর্যাদা সংরক্ষণ করতে চায় এবং প্রচার করে প্রকৃত রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন যা তাদের পূর্বের কোন অধিক রক্ষণশীল ব্যবস্থায় ফিরে যেতে সাহায্য করবে।

আরও ভিন্নরকম অনেক দল রয়েছে যারা উক্ত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে উদ্যোক্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

২০. একটি গবেষণা যাতে সরাসরি দেখানো হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র (অন্যদের মত), তা হল Ira Sharkansky লিখিত, *The United States: A Study of a Developing Country,* যা ১৯৭৫ সালে New York থেকে David Mckay Co. Inc. প্রকাশ করেছে। লেখক এখানে সরাসরি Prismatic Model ব্যবহার করেন নি, কিন্তু কয়েকটি উপাদান যেমন বহুত্ব, আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ সব রাষ্ট্রই উন্নয়নশীল এ ধারণাটি তুলনামূলক লোক প্রশাসন সাহিত্যে একটি উত্তরোত্তর গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ বইটি ছাড়াও Dwight Waldo (১৯৮০: ১৩৩) বলেন যে, শেষবার যখন তিনি 'উন্নয়ন প্রশাসন' প্রত্যয়টি নিয়ে চিন্তা করেন, তখন মূখ্য বিষয় ছিল, 'যুক্তরাষ্ট্র একটি উন্নয়নশীল দেশ', এবং বর্তমানে এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য অনেক সাহিত্য রয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম ভাগ

উন্নয়নের আদর্শ

'আদর্শ' শব্দটি সীমিত অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তার *Weltanschauung* বা বিশ্ব দর্শনকে বুঝানোর জন্য। এটি প্রধানত উন্নয়ন পরিচালনা করার সাথেই সংশ্লিষ্ট, এবং তা একটি নির্দিষ্ট সমাজের সার্বিক বিশ্বাস-ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই, মুসলিমদের আদর্শ হিসেবে ইসলাম কিভাবে পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে এবং কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতে হবে শুধু তাই প্রদর্শন করে না, বরং নতুন রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থারও বর্ণনা করে, যা উন্নয়ন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং সর্বশেষ পন্থা হিসেবে বিপ্লবের মাধ্যমে দুর্নীতিযুক্ত ও ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থার স্থলে প্রতিস্থাপিত হবে। যেহেতু *তাওহীদ*-র ইসলামী বিশ্বদর্শন, সৃষ্টিকর্তার মৌলিক একত্ববাদের বাস্তব রূপায়ন সংক্রান্ত সত্য ও বাস্তবতার সাথে জড়িত এবং সৃষ্টির কোন সীমাবদ্ধ বা স্থির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জড়িত নয়, তাই উন্নয়নের পথ প্রদর্শক হিসেবে ইসলামী আদর্শ ছিল, আছে এবং আজীবন গতিশীল ও বিপ্লবী হয়ে থাকবে। বর্তমানে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তা অগ্রগতি ও উন্নয়নের পদ্ধতির অনুপস্থিতির কারণে নয়, বরং এর অনুগত বিশ্বাসভাজন ও বুদ্ধিজীবিগণের মাধ্যমে এসব পদ্ধতির সুবিন্যস্তকরণের অভাবেই এসব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

এ ভাগে দু'টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি হল ইসলামের সাধারণ পূর্ব ধারণা সংক্রান্ত, যাতে রয়েছে এর অর্থ, মৌলিক বিশ্বাস ও মতবাদসমূহ, আইনের প্রধান উৎসসমূহ এবং এর বিপরীত ধারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কিত আলোচনা। অধ্যায়টিতে আরও আলোচনা করা হয়েছে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা এবং ইসলাম সম্পর্কিত কিছু মৌলিক তত্ত্ব, যেমন স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার, সমতা, *শূ'রা* বা পরামর্শ, এবং মানুষের মর্যাদা ইত্যাদি। ইসলামী গণতন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনার মাধ্যমে অধ্যায়টির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উন্নয়নের উদ্দেশ্য এবং উন্নয়নের একটি বাহন বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এ অধ্যায়ে অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মানব প্রকৃতির ইসলামী দর্শন চিত্রায়িত হয়েছে। মানুষের কার্যাবলী, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা এবং রাজনৈতিক প্রকৃতিও আলোচনা করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্ক, পাশাপাশি তাদের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়াও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেষত, এ অধ্যায় একটি ইসলামী মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করে, যা এ গবেষণার আওতা বহির্ভূত একটি কাজ।

www.pathagar.com

১
ইসলামঃ সাধারণ পূর্ব ধারণা

ইসলামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরতম জ্ঞান না থাকার কারণে পাশ্চাত্যের ইসলাম সম্পর্কিত গবেষণাসমূহ প্রায়ই ইসলাম সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যার সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু গবেষণাতে, বিশেষত প্রাচ্যবাদের আলোচনায়, ইসলামকে দেখানো হয়েছে শুধুমাত্র নামাজ পড়া ও রোজা রাখা, বহুবিবাহ ও দাসপ্রথা, তলোয়ার ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি এবং তাবু ও উপজাতীয়দের ধর্ম হিসেবে। এমনকি মনে হয়, প্রাচ্যবাদের ভিতরে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের ইসলাম কি এবং মহানবী মুহাম্মদ (স.) কে ছিলেন, সে সম্পর্কে খুব কম জ্ঞানই রয়েছে[১]। Edward Said (১৯৭৮: ৩)-র মতে, প্রাচ্যবাদ [২] হল, প্রাচ্য সম্পর্কিত (বিশেষত আরব বিশ্ব) একটি একাডেমিক অভ্যাগম, একটি চিন্তাধারার ধরণ এবং একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান, যা প্রাচ্যবাসীদের উপর 'আধিপত্য বজায় রাখতে, পুনঃস্থাপন করতে এবং কর্তৃত্ব বজায় রাখতে' নির্দেশিত।

যেহেতু, এটি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি গবেষণা এবং ধর্মতাত্ত্বিক কোন গবেষণা নয় তাই ইসলামের প্রকৃতি ও গুরুত্ব এখানে অত্যন্ত বিস্তৃতাবে তুলে ধরা হবে না। কিন্তু ইসলামে প্রশাসনিক হাতিয়ার, আর্থ-সামাজিক নীতিমালা, লোকনীতি এবং রাজনীতি সম্পর্কে বুঝতে এসব ধারণাগুলোর উৎস সম্পর্কিত কতিপয় আলোচনা দরকার।

ইসলামের অর্থ

সাধারণ ভাষায়, ধর্মকে বলা হয় 'বিশ্বাস, উপাসনা, আচরণ ইত্যাদির একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, যা প্রায়ই নৈতিকতার নীতি ও একটি দর্শনকেও অন্তর্ভুক্ত করে' (*Websters New World Dictionary*, College Edition, ১৯৬৬: ১২২৮)। যাহোক, ইসলাম ধর্ম ছাড়াও একটি সামাজিক শৃঙ্খলা এবং জীবনের সম্পূর্ণ বিধান। ইসলামের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্মেরও সামাজিক শৃঙ্খলা রয়েছে, কিন্তু এগুলো ইসলামের মত অত সমন্বিত ও পর্যাপ্ত নয়।

ইসলাম শুধু মহানবী মুহাম্মদ (স.)-র বার্তাই নয়, বরং এটি হল একটি ঐশী বাণী, যা শুরু হয়েছে আদম (আ.)-র সময় থেকে, পরবর্তীতে তা নুহ (আ.), ইব্রাহীম (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.)-র মধ্য দিয়ে সবশেষে সমন্বিত হয়েছে মহানবী মুহাম্মদ (স.)-র বাণীসমূহের মাধ্যমে[৩]।

ইসলামী বিশ্বাসের মৌলিক দিকগুলো হল আল্লাহ্, তাঁর ফেরেস্তাগণ, আল্লাহ্র প্রেরিত ধর্মগ্রন্থ, আল্লাহ্র বার্তাবাহক ও তাঁর পরবর্তী অনুসারীগণ [৪] এবং ঐশী হুকুমসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এসব মৌলিক বিশ্বাস ছাড়াও ইসলামের রয়েছে পাঁচটি স্তম্ভ: (ক) বিশ্বাসের ঘোষণা (*শাহাদাহ্*), (খ) দৈনিক নামাজ আদায় করা (*সালাহ্*), (গ) রোজা রাখা (*সওম*), (ঘ) গরীবদের হক আদায় করা (*যাকাত*), এবং (ঙ) তীর্থযাত্রা (*হজ্ব*)। ইবাদতের এসব নির্দিষ্ট কার্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এসব একজন ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিকতার

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়। এসব কার্যাবলী আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূরণেই করা হচ্ছে-এ চেতনা নিয়ে সম্পন্ন করা হলে তা ইসলামে ইবাদত হিসেবে বিবেচিত হবে।

শাহাদাহ্ আল্লাহ্‌র একত্ববাদের গুরুত্বের কথা প্রচার করে, যা ইসলামী বিশ্বাসসমূহের অন্তরে নিহিত এবং মুসলিমগণ আল্লাহ্‌র একত্ববাদের কথা প্রচার করার জন্যে পূর্বের সব নবীদের স্মরণ করে। আদম (আ.) থেকে শুরু হয়ে পরবর্তীতে তা আব্রাহাম (ইব্রাহিম), নুয়াহ (নূহ), মুসেস (মুসা), এবং যীশু (ঈসা)-র মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। তাই বিশ্বাসের প্রাথমিক ঘোষণা হল নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় বার্তাটি: 'আমি স্বজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রেরিত বার্তা বাহক'। এ বার্তাটির গ্রহণ মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে মহানবী (স.) আদর্শবহুল জীবনকে অনুসরণ করতে বাধ্য করে।

দৈনিক নামাজ আদায় মুসলিমদের আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী করে। এগুলো তাকে সর্বোচ্চ নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে; এগুলো তার অন্তর ও আত্মাকে পবিত্র করতে সহায়তা করে এবং শয়তানী ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব প্রতিটি মুসলিমের কাছে আশা করা হয় যে, তিনি প্রতিদিন পাঁচবার মক্কামুখী হবেন; প্রত্যুষে বা সূর্য উঠার অল্প আগে *(ফজর)*, দুপুরে *(জুহর)*, শেষ বিকালে *('আসর)*, সূর্যাস্তে *(মাগরিব)*, এবং সূর্যাস্তের প্রায় সত্তর মিনিট পর *('এশা)*[৫]।

রমজান মাসে রোজা পালন করা সব প্রাপ্ত বয়স্ক উভলিঙ্গের মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক, শুধু বয়স্ক, অসুস্থ, গর্ভবতী মা, প্রসূতী মা এবং ভ্রমণকারী ছাড়া। প্রতি চন্দ্র সালের নবম মাসে, একজন মুসলিম সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া বা পান করতে পারেন না। রমজানের রোজা রাখার নির্দেশ এসেছিল মুসলিমদের সুশৃঙ্খল ও আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি বিবেকবান আনুগত্য করার প্রশিক্ষণ দান এবং পাশাপাশি মুসলিমদের অন্তরে গরীবের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য; এটি কখনও পাপের প্রায়শ্চিত করার সাথে সম্পর্কিত নয়, বা অন্যান্য ধর্মের মতো খোদার ক্রোধ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবেও বিবেচিত নয় (Haneef, ১৯৭৯:৪৬-৭)। তাই, রোজা মানুষকে শিক্ষা দেয় ভালবাসা, ধর্মীয় আনুগত্য, এবং আন্তরিকতার, পাশাপাশি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে একটি সুষ্ঠু বিবেকবোধ, ধৈর্য্য, অস্বার্থপরতা এবং ইচ্ছাশক্তি।

দান খয়রাত করা বা *যাকাত* হল কমভাগ্যবানদের প্রতি তাদের হক হিসেবে ধনীদের একটি সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব, যার পরিমাণ হল মোট সঞ্চয়ের শতকরা আড়াই ভাগ, যা প্রদান করতে হয় নিজের গোষ্ঠীর মধ্যেকার গরীব লোকদেরকে। যেখানে *যাকাত* হল ইসলামের মূল বিশ্বাসের একটি স্তম্ভ, যা অবশ্যই প্রদান করতে হয়, সেখানে *সাদাকাত*,[৬] বা 'খয়রাত' কে রাখা হয়েছে ব্যক্তির বিবেকবোধের উপর। যাহোক, পরবর্তীটির উপর পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ্‌তে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (দেখুন, কোরান, সূরা ৯: আয়াত ৫৮, ৬০, ৭৯, ১০৩, ১০৪; সূরা ২: আয়াত ১৯৬, ২৬৪)। *যাকাত ও সাদাকাত*-র আধুনিক প্রয়োগ হল, এগুলো আয়ের পুন:বন্টনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যদি তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়।

www.pathagar.com

মক্কায় তীর্থযাত্রা, ইসলামের মূল বিশ্বাসের পঞ্চম স্তম্ভের শেষেরটি, যা পালন করতে হয় মানুষের জীবনে অন্তত একবার, যদি সে শারিরীক ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল থাকে; অন্যথায় তাকে মাফ করা হবে। হজ্ব অনুষ্ঠান শুরু হয় ইসলামী চন্দ্র বছরের দ্বাদশ মাসের নবম দিনে এবং শেষ হয় একই মাসের দ্বাদশ দিনে *(জিলহজ্ব)*। ১৯৮৩ সালে গোটা বিশ্বের প্রায় আড়াই মিলিয়ন মুসলিম লোক হজ্ব পালন করেন। গোষ্ঠী চেতনা এবং একই *উম্মাহ্*-র (জাতি) লোক হবার চেতনা বিশেষত হজ্ব-র সময় শক্তিশালীভাবে অনুভূত হয়। যখন এ বিশাল পরিমাণ লোক মক্কার ও আশেপাশের পবিত্র স্থানসমূহে এক কাতারে একত্রিত হয়, তারা তখন ইসলামের ঐক্যবদ্ধ একটি শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রদর্শন এবং প্রতীয়মান করে। মুসলিমগণ হজ্জ-র সময় ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও তাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের ভালমন্দ নিয়েও আলোচনা করেন, এভাবে এ প্রাচীন প্রথাটি মুসলিমদের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

শুরু থেকেই ইসলাম নৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মূলনীতির এক শক্তিশালী ও অনন্য আদর্শকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এটি শুধুমাত্র একটি আদর্শকেই ধরে রাখে না, যা দ্বারা জীবন ও মরণ দু'টিই নির্ভর করে, বরং এটি একটি সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে যা সমতা, ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ববোধ ও স্বাধীনতার মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠে। Arnold Toynbee (১৯৬১:৪৬১), একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক, ইসলামের জন্ম ও শক্তি সম্পর্কে বলেন:

> বৌদ্ধধর্ম প্রায় দু'শ বছরের মধ্যেও ব্যাপক মাত্রায় বিশ্বে কোন রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি, এবং খ্রীষ্টান ধর্মও তার প্রবর্তকের মৃত্যুর পর থেকে প্রায় তিন'শ বছর পরেও তা পারেনি...। ইসলাম তার প্রবর্তকের জীবদ্দশায় একটি তুলনামূলক প্রভাব তৈরী করতে পেরেছিল এবং এর রাজনৈতিক সাফল্যগুলো অর্জিত হয়েছিল প্রবর্তকের নিজের মাধ্যমেই।

আরও বলতে গেলে, A. L. Kroeber (১৯৫২:৩৮১) তাঁর *The Nature of Culture* গ্রন্থে বলেন:

> এটি *(ইসলাম)* সুস্পষ্টভাবে এর ব্যাপক বিস্তৃতি সত্ত্বেও অস্বাভাবিক সংহতি ও ঐক্য প্রদর্শন করে; এবং এটি গীর্জার সর্বজনীন ব্যবস্থার ধারণাই শুধুমাত্র ধারণ করে না। Toynbee -র সাথে মিলিয়ে বলতে গেলে, বরং তা ধারণ করেছে একটি সর্বজনীন ভাষা এবং লেখা, তা হল আরবী। এখনও ইসলামে অন্যান্য অনেক প্রখ্যাত সভ্যতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। এর কোন শৈশব ছিল না, ছিল না কোন বাস্তব অগ্রগতি, কিন্তু মিনার্ভা'র মত হঠাৎ উদ্ভব হয়ে পরিপূর্ণভাবে একজন মানুষের জীবনের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়।

এরকম সাক্ষ্য যা সমর্থন করে তা হল, ইসলাম তার অভ্যুদয় হতে ছিল কতগুলো মতবাদের সুস্পষ্ট কাঠামো এবং জীবনের জন্য অনমনীয়ভাবে গৃহীত কতগুলো নীতিমালার সমষ্টি, যা

www.pathagar.com

যে কোন সময় এবং যে কোন স্থানে প্রয়োগযোগ্য। মুসলিমগণ তাদের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন ধরণের বিবর্তনমূলক বা চরম পরিবর্তনকে সমর্থন করে না। কিন্তু, তাদের রয়েছে ইসলামী অধ্যাদেশসমূহের আধুনিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, যা তাদেরকে সমসাময়িক চাহিদা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়।

খ্রীষ্টান ধর্মের মতো, ইসলাম কোন সম্রাট কিংবা গভর্ণরকে রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনা করার জন্য প্রতিনিধি করে না। বরং, ইসলাম গণতান্ত্রিক *খিলাফত* ব্যবস্থার প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তার নিজস্ব রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং এগুলোর বাস্তব প্রয়োগ প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক, যেখানে খলিফা *(খলিফাহ্)* নির্বাচিত হবেন তাঁর গোষ্ঠীর মাধ্যমে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসক দায়িত্ব পাবার পরও নিজের ইচ্ছায় রাষ্ট্র শাসন করতে স্বাধীন নন, বরং তিনি উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। (এ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়, 'রাজনৈতিক উন্নয়ন'-এ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে)।

ইহুদী ধর্ম, যা সম্পূর্ণভাবে শুধুমাত্র একটি জাতির কল্যাণ ও ভালমন্দ দেখাশুনার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ ইহুদী ধর্ম তাদের 'পছন্দসই লোকজনের মঙ্গলের কথা বলে', কিন্তু ইসলাম সেরকম কোন ধর্ম নয়, বরং ইসলাম আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের কথা বলে। ইসলাম সব জাতির সব লোককে সব স্থানেই আমন্ত্রণ জানায়; এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আইনের কাছে মুসলিম ও অমুসলিম যে কোন বিষয়ে সমান। ইসলাম, বস্তুত, 'আইন তৈরী করেছে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অগ্রগতির জন্য নয়, বরং সমগ্র সমাজের, জাতির এবং এমনকি সার্বিক ভাবে গোটা মানবতার অগ্রগতির জন্য' (Siddiqi, ১৯৬৫:২)।

মুসলিম জনগণ

মুসলিম বিশ্ব চুয়াল্লিশটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত (ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য, ও.আই. সি.), যা ছড়িয়ে আছে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে, যেখানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর মধ্যে আরও রয়েছে ১২টি অঞ্চল যেখানে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ঊনসত্তরটি রাষ্ট্র যেখানে মুসলিমগণ সংখ্যালঘু (দেখুন সারণী ১.১, ১.২, এবং ১.৩)। ১৯৭৬ সালে মুসলিম বিশ্বের মোট জনসংখ্যা হিসাব করা হয়েছিল এক বিলিয়নের কিছুটা বেশী। তন্মধ্যে ৬৮০ মিলিয়ন বসবাস করে যেখানে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ট বা প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ২৩০ মিলিয়ন বসবাস করে ঐসব রাষ্ট্রে যেখানে মুসলিমগণ সংখ্যালঘু। ইউ.এস.এস.আর. এবং ভারতে যদিও তারা সংখ্যালঘু সেখানে বসবাস করে ১০০ মিলিয়নেরও বেশী মুসলিম। যাহোক, এ গবেষণার জন্য আমরা মুসলিম বিশ্বকে বিবেচনা করব শুধুমাত্র সেসব রাষ্ট্রগুলোর সমষ্টিকে, যারা ও.আই.সি.-র সদস্য (দেখুন চিত্র ১.১)।

Richard V. Weeks (১৯৭৮) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় হিসাব দিয়েছেন মুসলিম বিশ্বে প্রায় ৩০০ নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী রয়েছে। তন্মধ্যে ৯৬ টিতে রয়েছে মুসলিম জনগণ, যার সংখ্যা ১০০,০০০-র উপরে এবং তার ৯২ ভাগ হল মুসলিম সমর্থক। এসব নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আরব (বৃহৎ গোষ্ঠী, যার সংখ্যা প্রায় ১২০ মিলিয়ন) থেকে লিবিয়ার Duwwud পর্যন্ত বিস্তৃত (যার সংখ্যা মাত্র ১০০০)। আরব, তুর্কী, কুর্দি, পার্সীয়ান, বারবার এবং হাউজা হল মাত্র কয়েকটি অধিক পরিচিত গোষ্ঠীর নাম, যাদের অবস্থান মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত, যা মুসলিম বিশ্বের অন্তর্গত।

www.pathagar.com

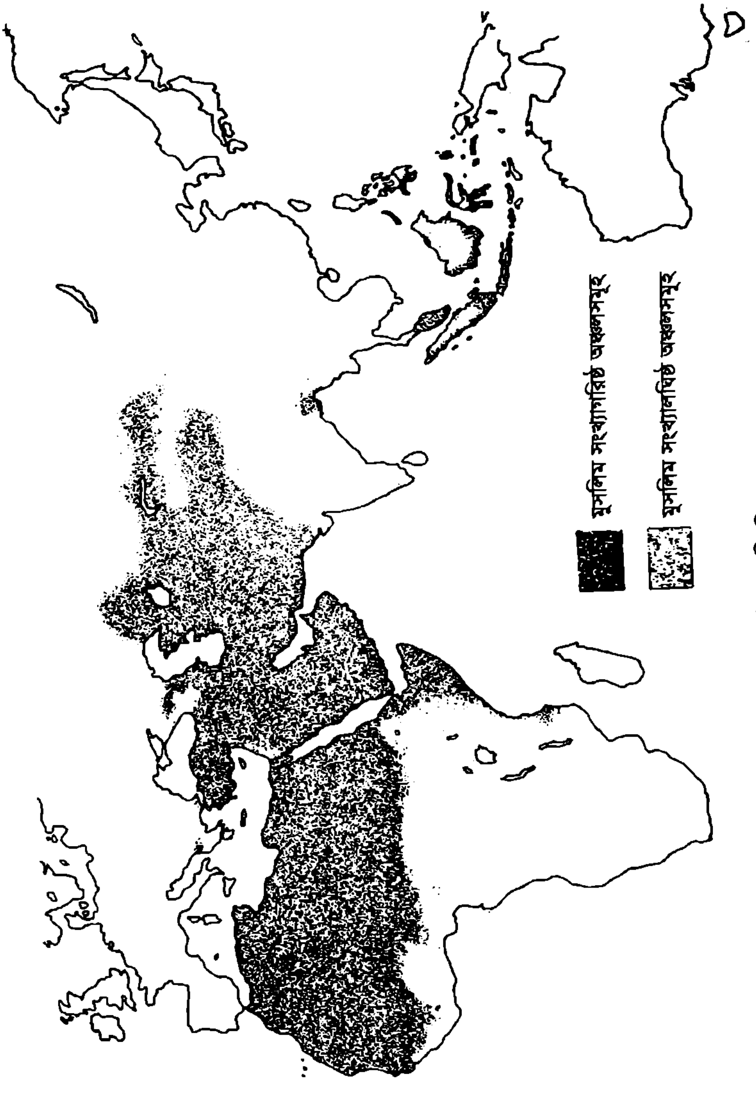

চিত্র ১.১ ইসলামী বিশ্ব

www.pathagar.com

সারণী ১.১ মুসলিম বিশ্বঃ যেসব দেশে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ

দেশের নাম*	রাজধানী	আয়তন Km^2	জনসংখ্যা	মুসলিম	শতকরা হার %
আফগানিস্তান**	কাবুল	৬৫২০১৫	১৭৯০০০০০	১৭৭২১০০০	৯৯
আলবেনিয়া	তিরানা	২৮,৮৬০	২৩৫০০০০	১৭৬৩০০০	৭৫
আলজেরিয়া	আলজিয়ার্স	১৫০০২১২	১৫৭০০০০০	১৫৩৮৬০০০	৯৮
বাহরাইন	মানামা	১১১৮	২২২০০০	২২০০০০	৯৯
বাংলাদেশ	ঢাকা	১৪৩৩২৮	৭৫০০০০০০	৬৩৭৫০০০০	৮৫
বেনিন	পুর্তো নোভো	১১৫১৫৪	২৯০৯০০০	১৭৪৬০০০	৬০
ক্যামেরুন	Yaounde	৪৭৭২৭৭	৬১১৭০০০	৩৩৬৫০০	৫৫
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	বাংগুই	৬১৮৪২০	১৬৪০০০০	৯০২০০০	৫৫
চাদ	N' Djamang	১২৮৯০৮০	৩৯৯৯০০০	৩৪০০০০০	৮৫
মিশর**	কায়রো	১০০৫৩২১	৩৫৯০০০০০	৩৩৩৮৭০০০	৯৩
ইথিওপিয়া	আদ্দিস আবাবা	১২২১৯০০	২৬৫৯৮০০০	১৭২৮৯০০০	৬৫
গাম্বিয়া	বানজুল	১০২৪৬	৩৮৪০০০	৩২৭০০০	৮৫
গিনি	কোনাক্রি	২৪৫৮৫৭	৪২৫৯০০০	৪০৪৭০০০	৯৫
গিনি বিসাউ	বিসাউ	৩৬১২৫	৮১০০০০	৫৬৭০০০	৭০
ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা	১৪৯১৫৬৪	১৩১৭১৩০০০	১২৫১২৭০০০	৯৫

দেশের নাম*	রাজধানী	আয়তন Km^2	জনসংখ্যা	মুসলিম	শতকরা হার %
ইরান	তেহরান	১৬৪৮০০০	৩২২১৫০০০	৩১৫৭১০০০	৯৮
ইরাক	বাগদাদ	৪৩৮৪৪৬	১০১৬৪০০০	৯৬৫৭০০০	৯৫
আইভরিকোস্ট	আবিদজান	৩২২৫০০	৪৫১৫০০০	২৪৮৪০০০	৫৫
জর্ডান	আম্মান	৯৪৫০০	২৫৫৬০০০	২৪২৯০০০	৯৫
কুয়েত	কুয়েত	১৭৮০০	৯১৭০০০	৯১৭০০০	১০০
লেবানন	বৈরুত	৮৮০৬	৩০২১০০০	১৭২২০০০	৫৭
লিবিয়া	ত্রিপলী	১৭৫৯৫০০	২১৭৮০০০	২১৭৮০০০	১০০
মালয়েশিয়া	কুয়ালালামপুর	২৮৬০০০	১১৩৯৩০০০	৫৯২৯০০০	৫২
মালদ্বীপ	মালে	২৩৫	১২৫০০০	১২৫০০০	১০০
মালী	বামাকো	১২৩৯৯৮৮	৫৩৯২০০০	৪৮৫৩০০০	৯০
মৌরিতানিয়া	নোয়াকছুট	১০৩০০০০	১২২৭০০০	১২২৭০০০	১০০
মরক্কো	রাবাত	৪৪৬৫৫০	১৬৯৯৫০০০	১৬৮২৬০০০	৯৯
নাইজার	নিয়ামে	১২৭১৮৯৬	৪৩৫৫০০০	৩৯৬৩০০০	৯১
নাইজেরিয়া	লাগুস	৯২৭৩৩৯	৭৯৭৫৯০০০	৫৯৮২০০০০	৭৫
ওমান	মাসকাত	২১৩২০০	৭৫০০০০	৭৫০০০০	১০০
পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	১০৪১৩৭৫	৬৪৮৯২০০০	৬২৯৪৫০০০	৯৭
কাতার	দোহা	১০৪০০	১৭০০০০	১৭০০০০	১০০
সৌদি আরব	রিয়াদ	২১৫৮০০০	৮১৭৫০০০	৮১৭৫০০০	১০০
সেনেগাল	ডাকার	১৯৬১৯২	৪০২০০০০	৩৮১৯০০০	৯৫
সিয়েরালিওন	ফ্রিটাউন	৭২৬০৫	২৭৬৯০০০	১৮০০০০০	৬৫

www.pathagar.com

দেশের নাম*	রাজধানী	আয়তন Km^2	জনসংখ্যা	মুসলিম	শতকরা হার%
সোমালিয়া	মোগাদীসু	৭০২০০০	৩৯৫০০০০	৩৯৫০০০০	১০০
সুদান	খার্তুম	২৫১৫৫০০	১৬৯১১০০০	১৪৩৭৫০০০	৮৫
সিরিয়া	দামেস্কাস	১৮৬৮০৮	৬৮৯০০০	৫৯৯৪০০০	৮৭
তানজানিয়া	দার-উস-সালাম	৯৪৩৩৩২	১৪৩৮০০০০	৯৩৪৭০০০	৬৫
টোগো	লুমে	৫৬৬০০	২১২০০০০	১১৬৬০০০	৫৫
তিউনিসিয়া	তিউনিস	১৬৫১০০	৫৫২১০০০	৫২৪৫০০০	৯৫
তুর্কি	আংকারা	৭৮০৫৮০	৩৮০০০০০০০	৩৭৬২০০০০	৯৯
সংযুক্ত আরব আমিরাত	আবুধাবী	৮৫৮০০	৩২০০০০	৩২০০০০	১০০
আপার ভোল্টা	ওয়াগাডুওগু	২৭৫২৫৯	৫৫১৪০০০	৩৮৭৯০০০	৭০
ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র	সা'না	১৯৫০০০	৬০৭০০০০	৬০০০০০০	৯৯
গণপ্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক ইয়েমেন	আদেন	২৯১২০০	১৫৬০৬০০	১৪৪০০০০	৯২

Total = ৬০০,৬৯৩,০০০

সূত্রঃ *The World Muslim Gazateer* (Karachi: Ummah Publication, ১৯৭৬)

* তালিকাভুক্ত সব রাষ্ট্র ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও.আই.সি) সদস্য, শুধু আলবেনিয়া, বেনিন, ইথিওপিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও আইভরিকোস্ট ছাড়া। সদস্য হওয়া সত্ত্বেও জিবুতি, গ্যাবন ও উগান্ডা তালিকাভুক্ত হয় নি।

** আফগানিস্তান ও মিশরের ও.আই.সি সদস্যপদ যথাক্রমে ১৯৭৯ ও ১৯৭৮ সালে স্থগিত করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

সারণী ১.২ মুসলিম জনগণ: যেসব দেশে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ

দেশ/এলাকা	রাজধানী	আয়তনKm^2	জনসংখ্যা	মুসলিম	শতকরা হার %	রাজনৈতিক অবস্থান
আজারবাইজান	বাকু	৮৬৬৩০	৯০০৩০০০	৭০২৩০০০	৭৮	USSR -র অধীন
ব্রুনাই	বন্দর সেরী বেগওয়ান	৫৭৬৫	১৫০০০০	১১৪০০০	৭৬	ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণে
কমোরুজ দ্বীপপুঞ্জ	মুরুনী	২১১৬	২৯০০০০	২৮৬০০০	৯৫	ফ্রান্সের বহিঃ সাগরের এলাকা
ইরিত্রিয়া	আসমারা	১১৯০০০	৩০০০০০০	২২৫০০০০	৭৫	ইথিওপিয়ার অধীন
কাশ্মীর	শ্রীনগর	৩১৮৪০০	৬৬২০০০০	৫১৬৪০০০	৭৮	ভারতের অধীন
কাজাখাস্তান	আলমা আতা	২৭৬৬৬০৩	১২৮৫০০০০	৮৭৩৮০০০	৬৮	USSR -র অধীন
কিরঘিজিয়া	ফ্রুনজি	১৯৯২৬৯	২৯৩৩০০০	২৬৯৯০০০	৯২	USSR -র অধীন
প্যালেস্টাইন	জেরুজালেম	২৬৪২১	৩০০১৪০০০	২৬১২০০০	৮৭	দখলদারের অধীন
সিনকিয়াং	উরুমচী	১৮৩৪৯৯৯	৯৩১০০০০	৭৫৩৫০০০	৮২	চীনের অধীন
তাজিকিস্তান	দুশানবে	১৪০৪৪৮	২৯০০০০০	২৮৪২০০০	৯৮	USSR -র অধীন
তুর্কমেনিয়া	আসখাবাদ	৪৮৯৮৮৪	২১৫৮০০০	১৯৪৩০০০	৯০	USSR -র অধীন
উজবেকিস্তান	তাসখন্দ	৪১০৯৭৯	৪১৬৬৯০০০	৩৬৬৬৯০০০	৮৮	USSR -র অধীন
				Total = ৭৭৮৭৫০০০		

সূত্র: *The World Muslim Gazateer* (Karachi: Ummah Publication, ১৯৭৬)

www.pathagar.com

সারণী ১.৩ মুসলিম বিশ্ব: যে সব দেশে মুসলিমগণ সংখ্যালঘু

দেশের নাম	আয়তন Km^2	জনসংখ্যা	মুসলিম	শতকরা হার %
এংগোলা	১২৫১৫১২	৫৮০০০০০	১৪৫০০০০	২৫.০
আর্জেন্টিনা	২৮০৫৫৬৯	২৪২৯০০০০	৪৮৬০০০	২.০
আর্মেনিয়া SSR	২৯৩৯৫	২৪৯৩০০০	২৯৯০০০	১২.০
অস্ট্রেলিয়া	৭৭২৪৮১০	১৩১৩০০০০	১৩২০০০	১.০
ভুটান	৪৭১৮২	১১০০০০০	৫৫০০০	৫.০
বতসোয়ানা	৫৭১৫১৯	৬৭০০০০	৩৪০০০	৫.০
ব্রাজিল	৮৫৪৪৮২২	১০৫১৩৭০০০	২১০০০০	০.২
বুলগেরিয়া	১১১২৭০	৮৬২০০০০	১২০৭০০০	১৪.০
বার্মা	৬৮০৫৬৮	২৯৫৬০০০০	২৯৫৬০০০	১০.০
বুরুন্ডি	২৭৯৩৪	৩৬০০০০০	৭২০০০০	২০.০
বেলারুশ SSR	২০৮৪০০	৯০০৩০০০	৫৪০০০০	৬.০
কম্পোডিয়া	১৮১৭৩৪	৭০০০০০০	৭০০০০	১.০
কানাডা	১০০১৪৬৮০	২২১৩০০০০	১০০০০০	০.৫
চিলি	৭৪৪৬২৯	১০২৩০০০০	৫০০০০	০.০৫
চীন (সিনকিয়াং ছাড়া)	৯৫৬১৭৪৮	৮৫০০০০০০০	৯৩৫০০০০০	১১.০
কংগো	৩৪৩৩১৯	১০০০০০০	১৫০০০০	১৫.০

www.pathagar.com

দেশের নাম	আয়তন Km^2	জনসংখ্যা	মুসলিম	শতকরা হার %
সাইপ্রাস	৯২৮৭	৬৩০০০০	২১০০০০	৩৩.০
গিনি বিসাউ	২৮২১৫	৩০০০০০	৭৫০০০	২৫.০
ফিজি দ্বীপপুঞ্জ	১৮২৯৩	৫৫০০০০	৬০০০০	১১.০
ফিনল্যান্ড	৩৩৮৩০৬	৪৬৬০০০০	৩০০০	০.০৬
ফ্রান্স	৫৫২৯১৩	৫২১৩০০০০	১০৪৩০০০	২.০
গ্যাবন	২৬৫৯৫৪	৫২০০০০	২৩৪০০০	৪৫.০
জর্জিয়া SSR	৬৯৯৬৮	৪৬৮৮০০০	৯৮৩০০০	১৯.০
জার্মানী (পশ্চিম)	৩৭২৩২০	৬১৯৭০০০০	৬২০০০০	১.০
ঘানা	২৩৮৭৬৮	৯৩৬০০০০	২৮০৮০০০	৩০.০
গ্রীস	১৩২৪৫৪	৮৯৭০০০০	২৭০০০০	৩.০
গায়ানা	২১৮০০	৭৬০০০০	১১৪০০০	১৫.০
হংকং	১০১৬	৪১৬০০০০	৪২০০০	১.০
হাংগেরী	৯৩৩৮৬	১০৪৩০০০০	১০৫০০০	১.০
ভারত	৩২৮০১৫২	৫৭৪২২০০০০	৬৮৯০৭০০০	১২.০
ইটালী	৩০২২১১	৫৪৮৯০০০০	৫৪৯০০০	১.০
জাপান	৩৭০৯৮৮	১০৮৩৫০০০০	১০৯০০০	০.১
কেনিয়া	৫৮৪৮৯৬	১২৪৮০০০০	৩৬৮২০০০	২৯.৫
কোরিয়া (দক্ষিণ)	৯২৮৮১	৩৩৩৩৩০০০	১০০০০	০.০৩
লাইবেরিয়া	১১১৮০০	১৬৬০০০	৪৯৮০০০	৩০.০
লাওস	২৩৭৭১৫	৩১৮০০০০	৩২০০০	১.০

www.pathagar.com

দেশের নাম	আয়তন Km^2	জনসংখ্যা	মুসলিম	শতকরা হার %
লেসুথো	৩০৪৬১	১২০০০০০	১২০০০০	১০.০
মালাগাসি প্রজাতন্ত্র	৫৯২৮০০	৬৭৫০০০০	১৩৫০০০০	২০.০
মালাউই	৯৩৮৬০	৪৭৯০০০০	১৬৭৭০০০	৩৫.০
মাল্টা	৩১৭	৩২০০০০	৪৫০০০	১৪.০
মৌরিতিউস	১৮৭২	৮৩০০০০	১৪১০০০	১৯.৫
মেক্সিকো	১৯৮০১৬৩	৫৪৩০০০০০	১০০০০	০.০২
মলদোভিয়া SSR	৩৩৮৩১	৩৫৭২০০০	১০৭০০০	৩.০
মোজাম্বিক	৭৭৪১০০	৮৮২০০০০	২২০৫০০০	২৯.০
নামিবিয়া	৮২৭৪৭৮	৬৭০০০০	৩৪০০০	৫.০
নেপাল	১৪১৩৪১	১২০২০০০০	৪৮১০০০	৪.০
নিউজিল্যান্ড	২৬৯৭১৩	২৯৬০০০০	২০০০০	০.৬
পানামা	৭৪৭৫৮	১৫৭০০০০	৫০০০০	৩.৫
ফিলিপাইন	৩০০৯৭০	৪০২২০০০০	৪৮২৭০০০	১২.০
পোলান্ড	৩১২৯২৯	৩৩৩৬০০০০	৩৩৩০০০	১.০
পতুর্গীজ তাইমুর	১৯০৫৮	৬৪০০০০	১২৮০০০	২০.০
রোমানিয়া	২৩৮১১৮	২০৮৩০০০০	১৮৮০০০	০.৯
রাশিয়ান SSFR	১৭০৭৫৪১৬	১৩০০৯০০০০	৭৮০৫০০০	৬.০
রোডেশিয়া	৩৯০৮৬৫	৫৯০০০০০	৮৮৫০০০	১৫.০
সাউথ আফ্রিকান রিপাবলিক	১২২৮১৩৩	২৩৭২০০০০	৪৭৪০০০	২.০
শ্রীলংকা	৬৫৮৬৩	১৩২৫০০০০	১১৯৫০০০	৯.০

www.pathagar.com

দেশের নাম	আয়তন Km^2	জনসংখ্যা	মুসলিম	শতকরা হার %
সুরিনাম	১৬৫৪৫২	৪৩০০০০	১০৭০০০	২৫.০
সুইজারল্যান্ড	১৭৪৩০	৪৬০০০০	৪৬০০০	১০.০
তাইওয়ান	৩৬১০৩	১৫০০০০০০	১৩৫০০০	০.৯
থাইল্যান্ড	৫২০৩৮৪	৩৯৭৯০০০০	৫৫৭১০০০	১৪.০
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	৪৮৪৬	১০৬০০০০	১২৭০০০	১২.০
উগান্ডা	২৪৪৩৫০	১০৮১০০০০	৩৮৮১০০০	৩৫.৯
ইউক্রেন S.S.R.	৬০৩৩১৯	৪৭১৩৬০০০	৫৬৫৭০০০	১২.০
যুক্তরাজ্য			৫০০০০০	
ইউ.এস.এ.	৯৩৯৯২৯৯	২১১২১০০০০	৩১৬৯০০০	১.৫
ভিয়েতনাম	৩৩০২০০	৪২৪৩০০০০	২১৩০০০	০.৫
যুগুস্-ভিয়া	২৫৬৭৯১	২০৯৬০০০০	৪১৯২০০০	২০.০
জায়ারে	২৩৪৫৪০৯	২৩৮৩৫৯০০	২৩৮৪০০০	১০.০
জাম্বিয়া	৬৫৫৫২৪	৪৬৪০০০০	৬৯৬০০০	১৫.০
			Total = ২২৯২৫৪০০০	

সূত্র: *The World Muslim Gazateer* (Karachi: Ummah Publication, ১৯৭৬)

www.pathagar.com

ইসলামী সভ্যতায় এসব বৈচিত্রতাসহ, পূর্বে এমনকি তুর্কী-পূর্ব যুগ থেকে জাতীয়তার ধারণাটি ছিল সবসময় অনিয়তাকার। এটি অটোমান সাম্রাজ্য যখন আরব বিশ্বের প্রায় সবটুকুই দখল করে ফেলে, ততদিন পর্যন্ত একইভাবে চলতে থাকে। রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ছিল উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্কের ন্যায় এবং তা চিহ্নিত হত ইসলামী বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র একক সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্যের একটি পন্থা হিসেবে। কে মিশরীয়, বা কে সিরীয়, বা কে মরক্কোর লোক, বা অন্য কোন জাতীয়তার, তা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না, বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল একজন মুসলিম হওয়া। একজন মুসলিমের কাছে যা দরকার ছিল, তা হল ইসলাম, এবং ইসলাম অর্থ হল বিশ্বাস, জাতীয়তা এবং জীবনের পদ্ধতি। কোরান (সূরা ৬: আয়াত ১৬২) এ ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট এবং বলছে: 'বলুন: হে আমার রব! আমার উপাসনা ও আমার ত্যাগ এবং আমার জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি গোটা বিশ্বজগতের মালিক'।

ইসলাম একটি সর্বজনীন আন্তঃনৃতাত্ত্বিক ধর্ম, যা সীমা ছাড়িয়ে যায় জাতীয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রতার, এখানে মুসলিমগণ উপভোগ করেন অনেক জিনিস: একটি সর্বজনীন জীবন পদ্ধতি, একই আল্লাহ্‌র ইবাদত, একই ধর্মীয় আইনের *(শরীয়াহ্)* স্বীকৃতি, এবং একই প্রথাগুলোর উদযাপন, যেমন *সালাহ, সওম, যাকাহ,* এবং *হজ্ব*। এ অধ্যায়ের যেখানেই এসব আলোচিত হোক না কেন, এসব অন্তর্ভুক্ত করে একটি পার্থক্যসূচক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী, যা গৃহীত হয়েছে চৌদ্দ'শ বছর আগের ইসলামী ঐতিহ্য থেকে। তাছাড়াও, যেহেতু বর্তমান মুসলিমগণ যারা ব্যাপকভাবে অনুন্নত, অ-শিল্পায়িত, অ-পাশ্চাত্য এবং ব্যাপক অংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এবং গরীব বিশ্বের অন্তর্গত, তারা তাদের বর্তমান পরিস্থিতি উৎরে গিয়ে আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন সাধন করার ইচ্ছা পোষণ করে (তাদের বর্তমান পরিস্থিতির কারণ বর্ণনা করা এ গবেষণার আওতার বাইরে)। বৈচিত্রতার মধ্যে এ ঐক্যের ক্ষেত্রে একজন আমেরিকান মুসলিম ১৯৬৪ সালে তার হজ্ব পালনের সময় মক্কাতে একটি সুন্দর বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা হল: 'আমি দেখেছিলাম সব গোত্র, বর্ণ–নীল চক্ষুসহ উজ্জ্বল চুলবিশিষ্ট পুরুষ থেকে কাল চামড়ার আফ্রিকান, সবাইকে সত্যিকার ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে! একতার বন্ধনে! এক হয়ে বসবাস করছে! এবং ইবাদত করছে একজনের!' (Little, ১৯৬৫)।

ইসলামী আইনের উৎসাবলী

ঐশী আইন বা *শরীয়া'হ্* হল ইসলামের মর্মবস্তু [৭]। প্রকৃতপক্ষে, *'ইসলাম'* আক্ষরিক অর্থে বুঝায়, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি সমর্পন করা। মুসলিমদেরকে, তাই নিজেদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ঐশী আদেশাবলীর সমীপে সমর্পণ করতে হয়, যেভাবে কোরানে তা বর্ণিত হয়েছে। একজন আরব খ্রীষ্টানের ভাষায়, এ খণ্ড খণ্ড ঐশ্বরিক আইনগুলো গতানুগতিক অর্থে সব মানুষের জন্য সব সময় 'পবিত্র, সার্বজনীন ও পরিপূর্ণ এবং সব ক্ষেত্রে সমভাবে উপযুক্ত' (Hitti, ১৯৭০:৪২)।

www.pathagar.com

শরীয়া'হ্-র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সাধারণ সব আইন, ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয়ই, যা ইসলামী রাষ্ট্রের সব মুসলিম এবং অমুসলিম নাগরিকের উপর প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু ইসলাম জীবনের প্রতিটি অংশের সম্পূর্ণ বিধান, তাই এটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সরকারী জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ছোট, সাধারণ এবং বিস্তৃত সব বিষয়কেই সমানভাবে গুরুত্ব দেয়, ঠিক যেরকম গুরুত্বারোপ করা হয় আধুনিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কিত সব জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রেও। *শরীয়াহ্*-র সর্ব-বিষয়ভুক্ত প্রকৃতির চাহিদা সম্পর্কে Weekes বলেন (১৯৭৮:XXIV):

> ইসলাম... আইনের একটি ধর্ম, তা এতই সমন্বিত যে, এতে মানব কর্মের সব বিষয়ের জন্য আইন রয়েছে, ব্যক্তির নিজস্ব ও আন্ত: ব্যক্তিক। এতে আইনের বিধান রয়েছে সব সমস্যার সমাধানের জন্য। এতে বিধান রয়েছে কে বিবাহ করবেনা এবং কোন খাদ্য খাওয়া যায়েজ নেই। এমন কোন কার্যাবলী নেই, যে সম্পর্কে এখানে আইন নেই, এখানে আলাদাভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ হবার ক্ষেত্রে কোন তত্ত্বের অবস্থান নেই, যা ধর্মীয় আইনের বিধান পরিপন্থী। এরকম সবদিক আবৃত বিশ্বাস যেখানে রয়েছে, সেখানে এটি বিশ্বাস করা হয় যে, এটি উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের উত্তরণে সমাজ কর্তৃত্বের মুখোমুখি হওয়া সব নতুন সমস্যার সব সঠিক উত্তর দানে সক্ষম।

ইসলামের কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হবে না এর দু'টি মৌলিক উৎস[৮], কোরান ও সুন্নাহ্-র (মহানবীর ঐতিহ্যবাহী জীবন প্রণালী) বিবেচনামূলক আলোচনা ছাড়া।

কোরান

যদি আধুনিক ইসলামী বিশ্বে কোন উন্নয়নের দরকার হয়, তবে মুসলিমদের অবশ্যই ইসলামের বাণীসমূহের নতুন এক বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশের জীবনঘনিষ্ট প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করতে হবে এবং দরকার হবে ইসলামের ঐতিহ্যে বিদ্যমান শিক্ষার পুনরাবৃত্তি, যা কোরানের বাণীসমূহ হতে উৎসরিত হয়েছে। ইসলামের মূল বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরকম পূনর্জাগরণ শুধুই বিশ্বাসী মুসলিমদের আরও জীবনঘনিষ্ট হিসেবে তৈরী করবে তা নয়, বরং তাদের ব্যাপক সমস্যা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে, তাদেরকে পাশ্চাত্যের জনগণের প্রতি ইসলামী শিক্ষাকে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করার একটি পন্থা আবিষ্কার করার জন্যও একটি সুযোগ সৃষ্টি করবে, যার মধ্যে আধুনিকতাবাদ তাকে আবর্তিত করে রেখেছে, এবং আরও সুযোগ সৃষ্টি করবে আধুনিকায়িত মুসলিমদের ক্ষেত্রে ক্ষয়িষ্ণু শক্তিকে মোকাবেলা করতে একটি পন্থা বের করার জন্য, যা ইসলামী সভ্যতার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকির সৃষ্টি করছে' (Nasr, ১৯৭৫:XI)।

যখন আল্লাহ্ তাঁর নবীদের প্রেরণ করতেন, তখন তিনি সবসময় তাদের কিছু অলৌকিক ক্ষমতাসহ পাঠাতেন, যা জনগণের মনকে উৎসাহী ও তাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করতো এবং তাদের বিনম্রতা ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে অনুপ্রাণিত করতো। এরকম অলৌকিকতা

www.pathagar.com

শুধুই জনগণকে আশ্চর্যান্বিত করতো না, বরং তাদেরকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে যেতো, যা ছিল তাদের মানব মন দিয়ে উপলব্ধি করার বাইরে। এসব অলৌকিকতা এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করতো, যা ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের অনুকূল, তাঁর ইচ্ছার প্রতি সমর্পণ করার এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির প্রতি অনুকূল। এসব অলৌকিকতার প্রতিটিই ছিল, ঐসব জনগণের চেতনা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংশ্লিষ্ট, যাদের প্রতি নবীগণ প্রেরিত হতেন। উদাহরণস্বরূপ, মুসা (আ.) তাঁর লোকদের মধ্যে অলৌকিকতা দেখাতেন, যে জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর অলৌকিকতা তাঁর জনগণের কাছে অনেকটা সুপরিচিত ছিল যেমন, তিনি তাঁর লাঠিকে জীবন্ত সরীসৃপে পরিণত করতে পারতেন এবং তা দিয়ে সাগরের মধ্যখানে শুষ্ক পথ তৈরী করতেন তাঁর সহযাত্রীদের জন্য। এসব কার্যাবলীর মাধ্যমে, যাহোক তিনি প্রচার করতেন যে, তিনি শক্তিশালী ও সমর্থিত হচ্ছেন আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার মাধ্যমে। যীশু, অন্যদিকে, সরাসরি জনগণের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহ্ কর্তৃক:

> যিনি আত্মসমর্পণ করিয়েছিলেন তাদের নিজেদের সবাইকে একত্রে একটি বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে...। যীশুর নিষ্কলুষ জন্মই ছিল এরকম শ্রেষ্ঠ একটি প্রামানিক উদাহরণ; যা ছিল বস্তুগত সংগঠনের শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের আকস্মিক ব্যত্যয়; এ সত্যের কারণে ঐ প্রভাব এর কারণগুলোর সাথে ব্যতিক্রমহীনভাবে সংযুক্ত ছিল না, এবং পূর্বেরটা এমনকি সময় মত থাকতে পারতো পরবর্তীটির উপস্থিতি ছাড়াও (Abu Zahra, ১৯৭২:১৪-১৬)।

কোরানের বর্ণনা মতে যীশু নিম্নলিখিত মোজেজাগুলো দেখাতেন:

> যখন আল্লাহ্ বলবেন: হে মরিয়ম পুত্র যীশু! আমার সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর এবং যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দান করেছিলাম; কিভাবে আমি পবিত্র রুহ্ দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছি, যাতে তুমি দোলনায় থেকে লোকদের সাথে কথা বলেছিলে; এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেছিলে; এবং আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল শরীফের জ্ঞান দান করেছিলাম; এবং তুমি আমার হুকুমে মাটি দিয়া পাখির আকৃতির পুতুল তৈরী করতে ও তাতে ফু' দিতে, আর তা আমার আদেশক্রমে পাখি হয়ে যেত, এবং তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীদের আমারই আদেশক্রমে নিরাময় করে দিতে পারতে; এবং তুমি আমারই আদেশে মৃত লোকদের জীবিত করে দিতে। (কোরান, সূরা ৫:আয়াত ১১০)।

এসব অলৌকিকতা, পাশাপাশি অন্যান্য নবীদের সব অলৌকিকতার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তার সবগুলোই ছিল বস্তুবাদী ও সংবেদনশীল প্রকৃতির। এসব মোজেজার উদ্দেশ্য ছিল সব লোককে আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পণ করা।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (স.) ছিলেন ইসলামের মহানবী এবং সব নবী ও বার্তাবাহকদের সর্বশেষজন, তাঁরও ছিল এরকম অলৌকিকতা, তবে তা ছিল একটু ভিন্নরকম ও ভিন্ন মাত্রার। তিনি বস্তুগত বা শরীরী প্রকৃতির কোন অলৌকিক মানুষ ছিলেন না, যা মানব চক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়, বরং তিনি ছিলেন আবশ্যিকভাবেই অ-বস্তুবাদী প্রকৃতির, যা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন লোকজনের মানব বুদ্ধিমত্তা এবং কার্যকারণ দ্বারা উপলব্ধি করা যেত। তাই, পূর্ববর্তী নবীদের অলৌকিতার মত না হয়ে, মুহাম্মদ (স.)-র মোজেজা ছিল এমন প্রকৃতির, যা সময়ের পরিবর্তনে কখনও তার ঔজ্জ্বল্য এবং কার্যকারিতা হারাবে না। মুহাম্মদ (স.)-র শ্রেষ্ঠ মোজেজা হলো কোরান। এ পবিত্র গ্রন্থটি পণ্ডিত কিংবা সাধারণ লোক সবার দ্বারাই খুব বেশী বিবেচনার যোগ্য, অতীত ও বর্তমান সব সময়েই। S.H. Nasr (১৯৬৭:৪৩) লিখেছেন:

> ইসলামে আল্লাহ্‌র ভাষাই হল কোরান: খ্রীষ্টান ধর্মে তা হল খ্রীষ্ট। খ্রীষ্টান ধর্মে ঐশী বার্তার বাহন হল কুমারী মেরী; ইসলামে তা হল মহানবী (স.)-র আত্মা। মহানবী (স.) অবশ্যই বিশেষ একই কিছু কারণে অক্ষরহীন, যে একই কারণে কুমারী মেরী অবশ্যই কুমারী।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, কোরান ধারণ করে সব ঐশী আইন এবং তাই এটি পূর্বের, বর্তমান বা ভবিষ্যতের যে কোন মানব সৃষ্ট আইন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এটি আল্লাহ্‌র বাণী, যা সরবরাহ করা হয়েছিল অক্ষরহীন মহানবী (স.)-র কাছে, যিনি তা হুবহু পেশ করেছেন, যেভাবে তাঁর কাছে তা প্রেরিত হয়েছিল।

কোরান ইসলামের একটি মোজেজা, এ উক্তিটি সমর্থন করে এমন প্রধান একটি কারণ নিহিত রয়েছে, মুহাম্মদ (স.)-র নিজের ব্যক্তিগত পূর্ব পরিচিতির ভিতরে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে আরবের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে কোন শিক্ষা দীক্ষা ছাড়াই এ মহানবী (স.) বেড়ে উঠেন, এমনকি কোনরকম পড়া লেখা ছাড়াই। একজন অক্ষরহীন, যাহোক, কখনও কোরানের ন্যায় এরকম একটি জলন্ত কর্ম সম্পাদন করতে পারেন না; বস্তুত, মুহাম্মদ (স.) এরকম কৃতিত্বের কোন দাবীও করেন না। কোরান হল আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণী এবং মুহাম্মদ (স.)-র ব্যক্তিগত কোন আইন নয়, যে কথা অনেক প্রাচ্য বিশারদ বলে থাকেন[৯]। কারণ এটি আল্লাহ্‌র নিজের কাছ থেকে এসেছে, কোরানের ধরণ সব দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচিত হয় নিখুঁতভাবে: তাই এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরবী ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ পাঠ্য। M. Hamidullah (১৯৬৮:২২-৩) লিখেছেন:

> কোরান ... ঐশী মৌলিকত্বের দাবীর কল্যাণে মানুষ ও *জ্বীনকে* চ্যালেঞ্জ করছে, এমনকি ঐক্যবদ্ধভাবে হয়েও কোরানের অনুরূপ কয়েকটি আয়াত রচনা করতে। আজ পর্যন্ত ঐ চ্যালেঞ্জ রয়েছে উত্তরহীন।

পুনরায়, সমতা ও ন্যায় বিচারের উপর ভিত্তি করে রচিত বৈধ মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং যা মানবতার সর্বোচ্চ স্বার্থের অনুকূল তা হল অন্য একটি বিস্ময়কর বিষয়, যা হতভম্ভ করে দেয় মানব বুদ্ধিমত্তাকে এবং উপেক্ষা করে সব ব্যাখ্যাকে, শুধুমাত্র একটি ছাড়া, যা

www.pathagar.com

মহানবী (স.) কর্তৃক দাবীকৃত, যা তার নিকট প্রেরিত হয়েছিল আল্লাহ কর্তৃক (cf. Abu Zahra, ১৯৭২:১৪)।

কোরান, যার আক্ষরিক অর্থ হল, 'যা পঠিত হয়েছে' বা 'যা আবৃত্তি করা হয়েছে,' পৃথিবীতে তা এসেছে জীব্রাঈল (আ.)-র মাধ্যমে মহানবী মুহাম্মদ (স.)-র প্রতি, প্রথমে মক্কা ও পরে মদীনায় এবং তা চলমান ছিল প্রায় ২২ বছরেরও কিছু অধিক সময়ব্যাপী। এটা ছিল মদীনা, যেখানে মহানবী (স.) তাঁর ইসলামী রাষ্ট্র সংগঠন ও প্রতিষ্ঠা করেন, মক্কা ত্যাগের পর (১৫ জুলাই ৬২২ সাল)। এ দেশত্যাগ *(হিজরত)* ইসলামের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে চিহ্নিত এবং এর গুরুত্ব অনুধাবিত হয়েছিল কয়েক বছর পরে, যখন একে গ্রহণ করা হয়েছিল নবযুগের সূচনাকারী হিসেবে এবং তখন থেকেই মুসলিম ইতিহাসে *হিজরী* সাল গণনা শুরু করা হয় (Levy, ১৯৫৭)।

কোরানের বাণীসমূহ গৃহীত হয়েছিল থেমে থেমে খণ্ডিত খণ্ডিত রূপে, তখনকার প্রাথমিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার জন্য প্রয়োজনীয় বার্তা হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী (স.)-র একজন সাহাবী ইন্তেকাল করলেন, তখন বাণী এসেছিল উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত; চুরি, খুন বা মদ্যপানের শাস্তিযুক্ত আইন প্রেরিত হওয়া ঐ ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এসব বাণী প্রেরিত হত মাঝে মধ্যে গোটা একটা অধ্যায় আকারে, কখনও ছোট বা লম্বা এবং অন্য কোন সময় শুধু কয়েকটি আয়াতাকারে (Hamidullah, ১৯৬৮)।

যখন, একটি শব্দ মহানবী (স.) কর্তৃক গৃহীত হত সাথে সাথে তা তিনি তাঁর সাহাবীদের নিকট প্রেরণ করে দিতেন, যাঁরা সেসব লিখে রাখতেন কাগজের পাতায়, চ্যাপ্টা হাড়ের উপর, তরবারীর কাঁধের চ্যাপ্টা অংশে, তাল পাতায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন বস্তুর উপর, যা জনগণের কাছে সে সময় পরিচিত ছিল। মহানবী (স.)-র অনেক সাহাবী সাথে সাথে খণ্ডিত আকারে তা মুখস্থও করে ফেলতেন, পরবর্তীতে গোটা কোরানই (১১৪ অধ্যায়, বা ৬২৮৭ আয়াত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের এবং ৩২১,২৫০ বর্ণের) তাঁরা মুখস্থ করে ফেলেন। যখন গোটা কোরান সংগৃহীত হয়, তখন তা বিন্যস্ত করা হয় বিভিন্ন অধ্যায়ে, যার প্রতিটিকে বলা হয় *সূরা* এবং পুনরায় ওগুলোকে ভাগ করা হয় বিভিন্ন অংশে, অর্ধেকে, চতুর্থাংশে ইত্যাদি, মহানবী (স.) নিজেই তা করেন ঐশী নির্দেশে। এটি পরবর্তীতে গৃহীত হয় দাপ্তরিকভাবে এবং অকৃত্রিমভাবে একটি কপিতে *(মুসাফ)*, ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমানের (২৪/৬৪৪–৩৭/৬৫৬)[১০] সময়কালে, যিনি অকৃত্রিমভাবে সংকলিত এ কপিটির কপি প্রেরণ করেন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রদেশে। এমনকি উসমান (র.)-র রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও এ সংকলনটি সাদরে গ্রহণ করেন এর অকৃত্রিমতার কারণে। এটি সে সংকলন, যা হস্তান্তর হতে থাকবে প্রজন্ম পরম্পরায়। Nicolas P. Aghnides (১৯৬৯:৩৩) বর্ণনা করেন: 'উসমানের এ সংগ্রহ, আমাদের নিজেদের সময়ে এসেছে অপরিবর্তিত ভাবে এবং *একমাত্রই নিখুঁত প্রমাণিত পাঠ্য হিসেবে*। এর অকৃত্রিমতার ব্যাপারে কোন সন্দেহই নাই।' কোরানের একটি আয়াতে বলা হচ্ছে, (কোরান, সূরা ১৫: আয়াত ৯): 'জেনে রাখ! এটা আমরাই

www.pathagar.com

নাযিল করেছি, আর জেনে রাখ! আমরা নিজেরাই এর হেফাজতকারী'।

কোরান, ইসলামী আইনের প্রথম উৎস হিসেবে, কোন আইনের বিস্তৃত সংগ্রহ ধারণ করে না। যদিও কয়েকটি অনমনীয় কার্যাবলী খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং যার কোন অনুবাদ বা বিস্তৃত ব্যাখার দরকার পড়ে না, কোরান সাধারণভাবে ইসলামী আইনের বিস্তৃত সীমানা অংকন করে দেয়, যেখানে সব মানবিক কার্যাবলী আবদ্ধ থাকবে। এটি মুসলিমদের তথ্যের উৎসের একটি কাঠামো উপস্থাপন করে, যার মধ্যেই তাদের আইনগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলোকে কাঠামোবদ্ধ করতে হবে। যেখানে পরিস্কারভাবে কোন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয় ছাড়া, কোরান স্পষ্টভাবে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পূর্বক তার বিস্তৃত ও আনুসঙ্গিক প্রশ্নমালা রেখে দিয়েছে, ব্যক্তির স্ববিবেচনার উপর, তা নির্দিষ্ট সময়, স্থান ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যেভাবে দরকার হয়। কোরান নির্দিষ্ট কোন গোত্র, অঞ্চল, ভাষা বা সময় ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য না করে, সব মানব জাতির জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। আরও বলতে গেলে এবং একজন মুসলিম পণ্ডিতের ভাষায় (Hamidullah, ১৯৬৮:২২):

> এটি (কোরান) মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই পথ প্রদর্শন করতে প্রয়াসী: আধ্যাত্মিক, পার্থিব, ব্যক্তিগত এবং যৌথ সব ক্ষেত্রেই। এতে রয়েছে রাষ্ট্র প্রধানের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশনা, পাশাপাশি সাধারণ জনগণের জন্যও রয়েছে প্রয়োজনীয় বিধান, সে গরীব হোক কিংবা ধনী, আরও নির্দেশনা রয়েছে শান্তির জন্য পাশাপাশি যুদ্ধের জন্য, আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির জন্য পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও বস্তুগত কল্যাণের জন্যও।

যদিও কোরান মানব আচরণের সব দিক নিয়ে কথা বলে, যেমন সামাজিক জীবন, ব্যবসা, বিবাহ, উত্তরাধিকার, শাস্তির বিধান, এবং আন্তর্জাতিক আইন, তা হল শুধু সাধারণ নীতিমালা, কোরান কখনও জীবনের এসব অনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তার বিস্তৃত নিয়মাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয় না।

কোরানের নিষিদ্ধ আইনগুলো এমন সব কার্যাবলী সংক্রান্ত, যা মদ্য ও সেরকম অন্যান্য পানীয় পান, ভাগ্যের উপর কোন খেলায় মেতে উঠা, খুন করা, চুরি করা, ব্যভিচার করা, সুদের কারবারে যুক্ত থাকা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছু বা অন্য কাউকে উপাসনা করার মত আচরণাদি। নির্দিষ্টভাবে এসব আইনের অধিকাংশই অপরিবর্তনীয় এবং কখনই করা যাবে না।

কোরানের চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সেগুলো হল: (ক) এটি মহানবী (স.)-র উপর একত্রে একটি বই আকারে না হয়ে খণ্ডিত আকারে নাযিল হয়েছিল, এবং এসব খণ্ড খণ্ড অংশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দেবার জন্য, আইন তৈরীর জন্য এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের নিরিখে আইন প্রণয়ন করার জন্য নাযিল হয়েছিল; (খ) এতে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের চেয়ে সাধারণ মূলনীতি ও

www.pathagar.com

ব্যাপক ভিত্তিক নির্দেশনা; (গ) এর আইনের ধারাগুলো আওতার ক্ষেত্রে সীমিত এবং সংখ্যায় খুবই কমঃ গোটা কোরানের ৬০০০ আয়াতের মধ্যে প্রায় ২০০; (ঘ) প্রাথমিকভাবে এটি হল একটি বিশ্বাস ও নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত গ্রন্থ।

Frithjof Schuon (১৯৬৩:৪৩-৪) যিনি কোরান সম্পর্কিত একটি বিস্তৃত ও দার্শনিক অধ্যায় লিখেছেন, তিনি যাঁর সারাংশে সুন্দরভাবে বলেনঃ

> কোরান হল ইসলামের শ্রেষ্ঠ Theophany; এটি নিজেকে উপস্থাপন করে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে একটি 'বোধগম্য পরিমাপ' *(ফোরকান)* হিসেবে। এ দৃষ্টিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামে আল্লাহ্ নিজেকেই চিহ্নিত করেছেন *El-Haqq*, সত্য হিসেবে। Sufi El- Hallaj বিস্ময়ের সাথে বলছেনঃ *আনা আল-হক্ব*, 'আমিই সত্য'; না 'আমিই ভালবাসা'... বাইবেলের মতো কোরান আল্লাহ্ ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে বলেছেঃ এটি শয়তান সম্পর্কে বলেছে, বলেছে পবিত্র যুদ্ধ সম্পর্কে, বংশ পরম্পরার উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে, এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে, যা কম অলংঘনীয় বলে গন্য নয়, অথচ অন্যান্য অনেক কার্যাবলী আল্লাহ্র বলে গণ্য এবং যা ঐশী বাণী হিসেবে গণ্য না হলেও অত্যন্ত মহিমান্বিত বিষয়।

একই লেখক তাঁর চল্লিশ পৃষ্ঠার লেখা শেষ করেন নিম্নোক্ত বক্তব্য দিয়ে (পূর্বোক্তঃ ৮৬):

> অন্য সব বাণীর ন্যায় কোরানও একটি তাৎক্ষণিক প্রচারিত অতি স্বচ্ছ প্রকাশনা, যা মানুষের কাছে 'অতিন্দ্রীয়ভাবে স্বাভাবিক', সচেতনতার, অর্থাৎ যা পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান সংক্রান্ত, অস্তিত্ব বিষয়ক তত্ত্ব ও পরকাল বিষয়ক তত্ত্বের সংযোগের বিষয় সংক্রান্ত। এটি শুধু এ জন্যই যে, আল্লাহ্র এ গ্রন্থটি হল একটি 'বোধগম্য গ্রন্থ' *(ফোরকান)*, একটি 'সতর্কবাণী' *(ধিকরা)* এবং আমাদের নির্বাসিত বিশ্বে অন্ধকারের একটি 'আলো' *(নূর)*।

সুন্নাহ্

আক্ষরিক অর্থে সুন্নাহ্ অর্থ হল 'উপায়', 'রাস্তা' বা 'মহানবী (স.)-র পথ' এবং ব্যবহৃত হয় তাঁর কার্যাবলী, কথাবার্তা ও ইশারা ইংগিতকে (কোরান ছাড়া) চিহ্নিত করার জন্যে। এটি বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে ঘটিত নির্দিষ্ট কর্মের স্বীকৃতি, বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা, এবং তার চারপাশের অন্যান্য লোকের বিভিন্ন আচরণের ব্যাপারে তাঁর অনুমোদন বা অননুমোদন বা উভয়ের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হাজারো বাণী।

সুন্নাহকে তিনটি খণ্ডে ভাগ করা হয়: প্রথমটি হল *(আল-সুন্নাহ্ আল-ক্বাওলিয়াহ)* বিভিন্ন প্রথা, বা *আল হাদীস*, যা মহানবী (স.) উদ্ধৃতি, কথাবার্তা, এবং ইশারা ইংগিতকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টি হল *(আল-সুন্নাহ্ আল-ফি'লিয়াহ্)* এমন সব প্রথা যা মহানবীর (স.)

www.pathagar.com

কথাবার্তা ও কাজের এবং প্রকৃত কৃতিত্বের সাথে মিলে যায়। তৃতীয়টি হল *(আল-সুন্নাহ্ আল-তাকরিরিয়াহ্)* এমন সব প্রথা যার পক্ষে রয়েছে তাঁর মৌন সম্মতি অর্থাৎ, কথাবার্তা বা কর্ম [এমন সব ঘটনা যা হয়তো ঘটেছে মহানবী (স.) অনুপস্থিতিতে বা যা ঘটেছে তাঁর পূর্ণ জ্ঞাত অবস্থায়] যা গ্রহণযোগ্য, কারণ এর ব্যাপারে মহানবী (স.) নীরব ছিলেন (cf. Mahmassani, ১৯৬১:৭১)। এসব ব্যক্তব্যকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়: ঐশীবাণী, বিজ্ঞান ও জ্ঞান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অবশ্রুতি, ইবাদত, দাফন, কর, তীর্থযাত্রা, ব্যবসা ও বাণিজ্য, সামাজিক ক্রিয়া, উত্তরাধিকার, প্রতিরক্ষা ও পবিত্র যুদ্ধ, মুল্যবোধ ও চরিত্র, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পদের বন্টন, স্বাস্থ্য, দায়িত্ব ও কর্তব্য, কর্মকর্তাদের কার্যাবলী, প্রশাসনিক ন্যায়বিচার।

সংক্ষেপে, *শরীয়াহ্*-র ব্যাপক একটি অংশ ধারণ করে কোরান। যা হোক, যেহেতু মুসলিমদের জীবনের বিভিন্ন ও সর্বব্যাপী ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি আইনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা কোরান দেয় না, তাই কোরানের আইনগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য কিছু একটা দরকার, এবং একে অতিরিক্ত উৎস হিসেবে ইসলামী আইন সাহিত্যে সংযুক্ত করা দরকার। ফলত সুন্নাহ্ (প্রথা ও হাদীস) কোরানে বিবৃত আইনের মূলনীতিসমূহ এবং এর সাথে যুক্ত নতুন আইন ও মহানবী (স.) কর্তৃক অনুমোদনকৃত বিষয়াবলী, যা গুরুত্বপূর্ণ [১১] হিসেবে বিবেচিত তার ব্যাখ্যা করে ও খুঁটিনাটি বর্ণনা করে। মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, সুন্নাহ্ আইনের একটি উৎস, যা পবিত্র কোরানের পরিপূরক। N.P. Aghnides-র মতে, মহানবী মুহাম্মদ (স.) শুধুমাত্র তাঁর উপর নাযিলকৃত কোরানই সঞ্চালন করেননি, বরং তিনি এর বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাও করেছেন। Aghnides (১৯৬৯:৩৫) লিখেছেন:

> মহানবী (স.)-র সাধারণ অভিব্যক্তি *(হাদীস)* ও তাঁর বাণীগুলোর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল, পূর্ববর্তীটি এককভাবে ঐশী সূচিপত্র, যেখানে পরবর্তীটি আকারে ঐশী রকমের।

এ ধারণাটির ভিত্তি কোরানের মধ্যেই বর্ণিত হয়েছে :

> এবং আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি এ জন্য নাযিল করেছি, যেন তুমি এদের সামনে এদের যাবতীয় মতবিরোধের মূলকথা প্রকাশ করে দাও, যাতে এরা নিমজ্জিত রয়েছে এবং এ কিতাব হেদায়েত ও রহমত হিসেবে অবতীর্ণ রয়েছে তাদের জন্য, যারা একে বিশ্বাস করে মেনে নিবে। (কোরান, সূরা ১৬:আয়াত ৬৪)

অন্য এক জায়গায় কোরান বর্ণনা করছে যে, আল্লাহ্ এ উপদেশনামা (কোরান) নাযিল করেছেন মহানবী মুহাম্মদ (স.)-র প্রতি, যাতে করে তিনি তাঁর জনগণকে তাঁর সময়ে এবং তাদের পরবর্তী বংশধরদের নিকট তা ব্যাখ্যা করতে পারেন।

মহানবী (স.)-র বাণী বা অনুশাসনাবলী, যা গোটা সুন্নাহ্-র প্রধান একটা অংশ জুড়ে বিস্তৃত, কখনও তাঁর সময়ে লিখিত হয়নি, পাছে মুসলিমগণ ওগুলোকে কোরানের ঐশী

www.pathagar.com

বাণীসমূহের সাথে একত্রিত করে ফেলেন। মহানবী মুহাম্মদ (স.) তাঁর ভয় প্রকাশ করে বলেন যে, মুসলিমগণ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে তাঁর বাণীগুলো এবং শেষ পর্যন্ত এগুলোকে পবিত্র কোরানের বাণীর সাথে মিলিয়ে ফেলবে, তাই 'আমার বাণীগুলো লিখে রেখোনা। যিনি কোরানের বাণী ছাড়া আমার কথাগুলো লিখে রেখেছেন, তাঁর উচিৎ ওগুলো মুছে ফেলা। সবাই আমার কথাগুলো মৌখিকভাবে উল্লেখ করতে পার' (cf. Mahmassani, ১৯৬১:৭১)। তাই, ইসলামী বর্ষের তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে, বিখ্যাত *হাদীসগ্রন্থ* পাবার জন্য, যার মধ্যে রয়েছে দু'টি *সহীহ্ হাদীস* (নির্ভুল গ্রন্থ) এবং আরও অনেক *হাদীস* গ্রন্থ (কমপক্ষে আরও চারটি বিখ্যাত সংকলন)। প্রথমটি সংকলিত হয়েছে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বি. ইসমাইল আল বুখারী (১৯৪/৮০৯-২৫৬/৮৬৯) এবং দ্বিতীয়টি আবুল হোসাইন মুসলিম আল নিসাপুরী (২০৬/৮২১-২৬১/৮৭৪) কর্তৃক।

যেহেতু সংকলকদ্বয় প্রকৃত হাদীসগুলো চিহ্নিত করতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তাই এদু'টি *সহীহ্ হাদীস* গ্রন্থই অধিক নিখুঁত ও প্রসিদ্ধ এবং মহানবী (স.)-র সঠিক বাণীগুলোর সমষ্টি। S. Mahmassani (১৯৬১:৭২) বলেন:

> উভয়ই (সংকলকদ্বয়) ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন অনেক প্রদেশে তাদের এসব প্রথাগুলোর অন্বেষণে এবং অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন তাঁদের সংগৃহীত বর্ণনাগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এবং কর্তৃত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে। এ বিষয়গুলোই তাঁদের সংকলনকে প্রসিদ্ধ করেছে, নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে।

যাহোক, এটিও চিহ্নিত হওয়া উচিৎ যে, প্রথাসমূহের অন্যান্য চারটি গ্রন্থও চরমভাবে যথার্থতার উচু স্তরে অবস্থান করে বলে বিবেচিত।

ঐতিহ্যবাদীগণ কর্তৃক মিথ্যা প্রথাগুলো খুঁজে বের করার জন্য এরকম একটি প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরী ছিল, যা প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছিল অনৈসলামিক শক্তির প্ররোচনার মাধ্যমে, যখন মহানবী (স.)-র সাহাবীগণ একের পর এক হাদীস প্রকাশ করেন। এসব মিথ্যা প্রথাগুলো ইসলামী ইতিহাসের প্রায় প্রথম দু'শ বছর পর্যন্ত জাল দলিলের মাধ্যমে তৈরী করার চেষ্টা চলছিল, তার অনেকগুলো কারণের একটি ছিল, তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছাকে সমর্থন করা। তাছাড়া অন্যান্য কিছু ধর্মান্ধ গোঁড়া কারণও তার মধ্যে ছিল। হাদীসগুলোকে জাল দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করার এ প্রচেষ্টা প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের হাদীসের জগতে রক্ষিত সব ঐতিহ্যবাহী বইগুলোকে বিভিন্ন আংগিকে, বৈজ্ঞানিক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। Mahmassani (১৯৬১:৭৩)-র মতে: 'তাঁরা ঐসব প্রথাগুলোর গ্রহণ ও নীরিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত করেন কিছু নীতিমালা এবং প্রথাগুলোকে স্থির করতেন তাদের যথার্থতার মাত্রার উপর, এক্ষেত্রে *সহীহ* (যথার্থতা), *হাসান* (উত্তম), *গারীব* (অদৃষ্টপূর্বতা) ইত্যাদির বিবেচনা করা হত'।

William E. Hocking (১৯৩২:৪৫৮) প্রাথমিক হাদীস সংকলকদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন:

www.pathagar.com

> [ঐ] বুখারী শরীফ (Musannaf) শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ *(হাদীস)* গুলোর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, যা কোরানের পরে দ্বিতীয় স্থান হিসেবে একটি সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করেছে। এটি দেখিয়েছে যে, প্রাথমিক যুগ থেকেই মুসলিম মানসিকতা ধর্মের মৌলিক নীতিমালাগুলোর অনুসন্ধান এবং এর কর্তৃত্বমূলক শব্দগত অর্থের ভিতরে প্রবেশ করতে সন্তুষ্টি খুঁজে পেয়েছিল।

উপসংহারে বলতে গেলে, সুন্নাহ্ হল শাসক হিসেবে মহানবী মুহাম্মদ (স.)-র প্রদত্ত সিদ্ধান্ত; মদীনার সাধারণ ও প্রথানুযায়ী আইন, যা তাঁর জীবনে অনুমোদিত হয়েছিল; এবং তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ, মতামত, অভ্যাস, বক্তৃতা এবং সাহাবীদের প্রতি উপদেশাবলীর সংগ্রহ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে রচিত জ্ঞানের শাখা। বস্তুত, এটি হল শ্রেষ্ঠ ও ব্যতিক্রমী কিছু বাস্তব উপাদানের সমষ্টি, যা এমনকি আজও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা এক বিলিয়ন মুসলিমের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

সব মুসলিমই সুন্নাহ্কে কোরানের পরেই দ্বিতীয় স্থানে গুরুত্ব দেয়। সাধারণভাবে মুসলিমদের মধ্যে এবং বিশেষ করে ইসলামী আইন বিজ্ঞানের চিন্তার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ হিসেবে জীবনের ও আচরণের সবক্ষেত্রে মহানবী (স.)-র সুন্নাহ্কে গ্রহণ করার ব্যাপারে রয়েছে একটি ঐক্যমত্য, যার দিকে মানুষ সচেষ্ট থাকে। মহানবী (স.)-র হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে, কোরান নিজেই বর্ণনা করছেঃ

> রসুল তোমাদের যা কিছু দান করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা কিছু থেকে তোমাদের বিরত রাখেন, তা থেকে বিরত হয়ে যাও। (কোরান, সূরা ৫৯: আয়াত ৭)।
>
> তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্র রসুলের। (কোরান, সূরা ৪: আয়াত ৫৯)।
>
> যে ব্যক্তি রসুলকে মেনে চলে, সে মূলত খোদারই আনুগত্য করে। (কোরান, সূরা ৪: আয়াত ৮০)।

এ অংশের উপসংহার টেনে বলতে হয়, *শরীয়াহ্*, কোরান ও সুন্নাহ্-র ধারণাসমূহ একত্রে বিবেচনা করা উচিত: *শরীয়াহ্*-র জ্ঞানের জন্য পূর্বশর্ত হল এর প্রতিষ্ঠিত উৎসসমূহের স্বীকৃতি, অর্থাৎ কোরান ও সুন্নাহ্। এসব উৎসাবলী উৎসরিত করে সুনির্দিষ্ট অধ্যাদেশের *(নুসুস)*, যার ব্যাখ্যার পরবর্তী কোন বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার দরকার পড়ে না। এসব অধ্যাদেশই যৌথভাবে সৃষ্টি করে ইসলামের প্রকৃত, স্থায়ী এবং ঐশী পবিত্র *শরীয়াহ্*। এসব *নুসুস*ও কোন ভাবে পরিমার্জন যোগ্য নয়, যেহেতু এদের প্রকৃতি ও পরিচিতি হল এগুলোও ঐশী বাণী। আনুগত্যের পূর্বশর্ত হল, সন্দেহাতীতভাবে, বিশ্বাস ও আস্থা। যেহেতু আল্লাহ্ হলেন কর্তৃত্বের চূড়ান্ত উৎস, তাই এটি অনুমোদন করা উচিৎ যে, তিনি যা আদেশ করেন তাই একমাত্র উত্তম এবং যা নিষেধ করেন তা অবশ্যই মন্দ।

www.pathagar.com

Muhammad Hamidullah (১৯৬৮:৩২) মহানবী (স.)-র হাদীস সংক্রান্ত আলোচনার (সুন্নাহ্) ইতি টেনেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়:

> এখানে পুনরাবৃত্তি হতে বাধ্য, কিন্তু উৎসসমূহের ব্যাপক প্রাচুর্যতা এগুলোকে পুন:গণনা এবং ঐ একই কাজটি করায়, কিন্তু তা এগুলোকে প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে সংযুক্ত করে। আমাদের রয়েছে, ইসলামের মহানবী (স.)-র জীবনের উপর সবমিলিয়ে দশহাজারের মত হাদীসের প্রতিবেদন (পুনরাবৃত্তিগুলো বর্জনের নিমিত্তে) এবং এসব সংযুক্ত করে তাঁর জীবনের সমস্ত দিকগুলো, যেখানে রয়েছে আধ্যাত্মিক পাশাপাশি পার্থিব সব বিষয়ে সাহাবীদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনা।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ব্যাপারে আপত্তি

অনেক মুসলিম পণ্ডিতই, আন্তরিকভাবে আশা করেন যে, একটি সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। যা হোক, অন্যান্যরা[১২] যারা পাশ্চাত্য প্রযুক্তি বিদ্যা ও শিল্পের অগ্রগতি দ্বারা মোহিত, তারা আহ্বান করে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণকে।

একটি রাজনৈতিক ও আইনগত পদ্ধতি প্রদান, পাশাপাশি আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সাথে মানুষকে পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে, 'ইসলাম খ্রীষ্টানদের অতি পরিচিত ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করে, যা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর মধ্যে পৃথকীকরণের কথা বলে' (Kerr, ১৯৬৬:৩)। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে এ ধরণের পার্থক্য ইসলাম সমর্থন করে না। Kenneth Cragg (১৯৬৪:৩৩২) -র মতে:

> মুসলিমগণ তাদের এ দৃঢ় বিশ্বাসে উদ্বেলিত যে, ইসলাম আদর্শিকভাবে বিশ্বাস ও সমাজের মধ্যে, বিশ্বাসী ও নাগরিকদের মধ্যে, মতবাদ ও সংস্কৃতির মধ্যে কোন পৃথকীকরণ সমর্থন করে না, যা অতি পরিচিত। ইসলাম হল একটি ধারণা, একটি ব্যবহারিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম, যা পরিপূর্ণ জীবনের সাথে সম্পর্কিত।

ধর্ম ও রাজনীতির এ ঐক্যের কারণ খুবই সাধারণ, কারণ মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন: আল্লাহ্ গোটা বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। Khurshid Ahmad-র ভাষায় (Maududi লিখিত *Islamic Law and Constitution* গ্রন্থটির সূচনাতে বলা হচ্ছে, ১৯৬৯:৩) আল্লাহ্

> মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রদান করেছেন সবকিছু, যা তার উন্নয়ন ও জীবনের অগ্রগতির জন্য দরকার। তার সব বস্তুগত প্রয়োজন মিটানোর জন্য, আল্লাহ্ পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন সবরকম বস্তু ও সম্পদ দিয়ে, যা মানুষ তার ব্যবহারে নিয়োজিত করতে পারে।

www.pathagar.com

> তার আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজনসমূহ মিটানোর জন্য, তাদের দরকার তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষদের মাধ্যমে তাঁর প্রদত্ত পথনির্দেশ। এবং এসবই হল সেসব পথনির্দেশ, যা ইসলাম ধর্মকে সৃষ্টি করেছে।

এ পথনির্দেশনামা ইসলামী আইনের আদেশাবলীকে সম্পৃক্ত করে; এসব আইন একটি রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। যদি এসব আইন বাস্তবায়ন করতে হয় তবে সে রাষ্ট্রকে হতে হবে ইসলামী রাষ্ট্র, অন্য কোন রাষ্ট্র নয়। এটা বলা হয়ে থাকে যে, আইনের জীবনীশক্তি নির্ভর করে তার উপর ব্যাপকভাবে কার্যকর আনুগত্যের উপর, আনুগত্যহীন আইন মৃত চিঠির চেয়ে বেশী কিছু নয়। এ কার্যকর আনুগত্য নিশ্চিত করা নাও যেতে পারে। মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন, কোন প্রতিষ্ঠান ছাড়া ধর্মের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করলে শাস্তির বিধান, অবাধ্যতা নিয়ন্ত্রণ, এবং আইন মেনে চলার রীতি নিশ্চিত করা যায় না। এ প্রতিষ্ঠানই হল রাষ্ট্র, যেখানে ইসলামী আইনের পরিপূর্ণ রূপ ধর্মীয় অধ্যাদেশের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়, এবং সঠিক নৈতিক প্ররোচনার মাধ্যমে যা বাস্তবায়ন করা হয়। অবশ্য, এটাই একমাত্র ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পথ নয়। অন্যায়কারীদের জন্য শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন করা হবে বিচার বিভাগের মাধ্যমে, ঐ অন্যায়কারীদের ধর্মীয় পূর্ব পরিচিতি যাই হোক না কেন।

কেউ কেউ যুক্তি দিয়ে বলেন যে, একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র দরকার একটি সুখী ও সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য। এটি সত্য একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, যদি রাষ্ট্রটি ঐ সমৃদ্ধমুখী প্রক্রিয়ার জন্য একটি কৌশল হিসেবে কাজ করে এবং এর কোন লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত না হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ, যেমন সামরিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা বুদ্ধিজীবি এলিটগণ লাভবান হবেন অনেক দুর্ভাগ্য অংশের বিনিময়ে; গোটা জনগোষ্ঠী খুবই কম লাভবান হবেন উন্নয়নের এ প্রক্রিয়ায় যেমনটি অন্য প্রক্রিয়ায় বেশী লাভবান হবার সম্ভাবনা ছিল। গোটা জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্থ হবেন খাদ্যের ক্ষেত্রে বা গৃহায়ন বা সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুফল কিংবা এরকম আরও অনেক ভাবে, 'কারণ সামরিক বাহিনীর প্রতি বা বাহ্যিক কোন খাতে বা অন্যান্য প্রমোদ ভ্রমণের কাজে সম্পদের অতিরিক্ত সরবরাহ, যদি রাষ্ট্র কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, যদিও তা রাষ্ট্রের নিজস্ব মান মর্যাদার জন্য প্রয়োজনীয় নয়' (Gant, ১৯৭৯:১০)। ইসলামী রাষ্ট্রের ঐশী নির্দেশনা এবং নৈতিকতাবাদ ও নীতিগত মূলনীতিসমূহ এসব কার্যাবলীর বিরুদ্ধে একটি নির্ভরযোগ্য শক্ত প্রহরী। এজন্য মিশরে কিছুদিন পূর্বে Muslim Brotherhood আন্দোলনকে একটি মুখপত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিলঃ ইসলাম একত্রে একটি ধর্ম ও রাষ্ট্র, সরকার ও জাতি, নেতৃত্ব ও উপাসনা, চেতনা ও কর্ম, পবিত্র গ্রন্থ এবং তলোয়ার (Bozeman, ১৯৭৯:৩৮৯)।

মওদুদী (১৯৬৯:৭)-র মতে, ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে। এরকম ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব হল,

> চিন্তার ক্ষেত্রে সংশয়বাদ, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দ্বিধা, উৎকৃষ্টমানের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

> উপযুক্ততা, আচরণের ক্ষেত্রে স্থূলতা এবং কূটনৈতিকতার ক্ষেত্রে সুবিধাবাদ। রাজনীতি অধিকতর ম্যাকিয়াভেলিপন্থী (ছলে বলে কৌশলে স্বার্থ হাসিলকারী) হয়ে উঠবে এবং এসব কার্যাবলী ব্যাপকভাবে ভারসাম্য অবস্থা নষ্ট করে দিবে এবং জীবনের শান্তি বিনষ্ট করবে।

তুর্কী জাতি রাজনীতিকে ধর্ম ও নৈতিকতার কাছ থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল প্রমাণ এবং তা জোর করে আদায় করার একটি উদাহরণ। বর্তমান সময়ে এ জাতির ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা কতটুকু সুফল বয়ে আনতে পেরেছে তাই এখন বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়। তুর্কী জাতির এভাবে বলি হবার বিষয়টি ঐ দেশের বিখ্যাত অনেক লেখকের লেখনীতে সহজেই প্রতিভাত হয়েছে। ১৯৪১ সালে Ahmet Emin Yalman ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত দৈনিক *Vatan*-এ 'Toward Clearness' শিরোনামে অনেকগুলো রচনার একটি সিরিজ লিখেন। ঐগুলোর কিছু ধারণা William E. Hocking লিখিত *'The Coming of World Civilization'* নামক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে (১৯৫৬:৫-৬) :

> তিনি (Yalman) উল্লেখ করেন যে, অন্তত আমাদের বৃহৎ শহরগুলোতে গোটা বংশধরগণ কোন ধর্মীয় প্রভাব ব্যতিরেকেই বেড়ে উঠছে। ধর্মের একটি পুরানো ধারণার ক্ষেত্রে, এটি ছিল কোন কোন দৃষ্টিতে 'ভাল দিক', এর ভিত্তিতে বলা যায়, ধর্ম একজন শিশুর বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করে অবস্থান করতে পারে না'। এবং সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে এসব ধর্মহীন যুবকগণ হতে পারে সঠিক, নির্ভরযোগ্য, অধিক নৈতিক ও অধিক শুদ্ধ। কিন্তু তাদের মধ্যে তারাও থাকতে পারে যারা হয়ে যাবে বস্তুবাদী...। এসব, একদিকে ভালবাসা ও অন্যকে সহযোগিতা করার ধারণাগুলোকে উপহাসই করে এবং অন্যদিকে স্বার্থপরতা ও আত্ম-স্বার্থ খোঁজার চতুর কার্যাবলীকে উৎসাহিত করে। তারা চুরির ঘটনার মাধ্যমে পাওয়াকে বলে 'মুক্ত উপহার' এবং চুরি করাকে বলে 'সরিয়ে রাখা'। তারা বিশ্বাস করে না যে, কারও কর্মের ফলে অন্য একজন ভোগতে পারে, বা তারা বিশ্বাস করে না যে, আগামী ভাল কিছু বয়ে আনবে। তারা চায়... সব সুখ, তারা যতদূর সম্ভব পাওয়া যায়। যদি এসব যুবকগণ আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম দ্বারা লাভবান হতো, তারা হতে পারতো নির্দিষ্টভাবে উত্তম তুর্কী এবং উত্তম মানবজাতি। তারা জীবন শুরু করে একটি শূন্যতা দিয়ে...। আমরা খুবই তীব্রভাবে অনুভব করি, অন্য জাতি তাদের জাতীয় ঐক্যের পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় ঐক্যকে অধিক তীব্রভাবে ধরে রাখে, তাই আমরা আমাদের জন্য এ বন্ধনশক্তিকে অবহেলা করতে পারি না... ধর্মীয় ফ্যাক্টরগুলোর যথার্থতা নিরূপন করে ও এ গুলোকে আমাদের সমাজ জীবনে একটি স্পষ্ট অবস্থান দিয়ে এমন

www.pathagar.com

> ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার, যাতে তা একটি সঠিক কোর্স হিসেবে অনুসরণযোগ্য হয়... প্রতিটি জাতিরই তাদের মন ও মননের মধ্যে এরকম একটি সেতু বন্ধন তৈরী করা উচিৎ। মুসলিমদের ধর্ম এক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে অধিকতর উপযোগী। এ স্মরণযোগ্য সম্পাদকীয়' টির (২৫ নভেম্বর, ১৯৪১) প্রারম্ভে একটি সংজ্ঞা ছিল: 'ধর্ম যে প্রধান ভূমিকাটি পালন করে, তা হল বর্তমানের ভয় ও উদ্বেগকে পরাজিত করা এবং ভবিষ্যতের ভাল সম্ভাবনার উপর বিশ্বাস করার সুযোগ করে দেয়া'।

William Hocking (১৯৫৬:৬) নিজেই আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে তার সংশয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

> ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নিজেই সম্পূর্ণ নয়; ঠিক যেরকম অর্থনীতি নিজেকে কখনও একটি বদ্ধ বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করতে পারে না, তাই রাজনীতি কখনও নিজেকে একটি বদ্ধ কলা হিসেবে বিবেচনা করতে পারে না, বরং রাষ্ট্র নির্ভর করে একটি প্রেরণার জীবন ঘনিষ্ঠতার উপর, যাকে রাষ্ট্র নিজের থেকে আদেশ করতে পারে না।

Muhammad Asad একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম পণ্ডিতের রয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি ঠিক একইভাবে বলেছেন যে, 'পাশ্চাত্যের জনগণের, তাদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে হতাশা থাকার অনেক কারণ রয়েছে[১৩] (যেমন ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম)। এ ধরনের হতাশা প্রতিফলিত হয়েছে তাদের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে, যা বর্তমানে ব্যাপকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে' (Asad, ১৯৬১:৫)। Asad-র মতে, পাশ্চাত্য নৈতিক আইনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয় নি, যা যে কোন উচ্চমানের ধর্মের জন্য চরম পর্যায়ের পূর্বশর্ত বরং এটাকে উপযুক্ত বলে ভাবে, যাতে সব সরকারী কার্যাবলী কেন্দ্রীভূত থাকে বলে মনে করা হয়। এ উপযুক্ততা এক দল থেকে অন্যদল এবং এক জাতি থেকে অন্য জাতির ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম বলে বিবেচিত, কিন্তু অপরিহার্য পরিণতি হল আন্তর্জাতিক পরিমাপের দ্বন্দ্ব ও মানসিক উত্তেজনা। Asad যুক্তি দিয়ে বলেছেন, পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে নৈতিকতা অনুপস্থিত। ওখানে কোন নির্দেশনা নেই কোনটি ভাল ও কোনটি মন্দ সে ব্যাপারে, কোন পার্থক্য নেই ভাল ও মন্দ এবং ন্যায়বিচার ও অবিচারের মধ্যে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল জাতীয় স্বার্থ।

তাই প্রতিটি জাতিই ন্যায়বিচার, সমতা ও স্বাধীনতার ধারণাগুলোকে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করে; এবং তাদের নৈতিক আইনগুলো উৎসরিত হয় তাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে থেকে এবং তা তাদের অপর পক্ষেও অনুরূপভাবে হয়। এসব সংজ্ঞাগুলো শুধু ভিন্নই নয়, একে অন্যের সাথে বিসদৃশ বা বিরুদ্ধ মতও পোষণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সাম্যবাদী আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, সাম্যবাদ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,

www.pathagar.com

এটিই অন্যায়, অবিচার, অসমতা ও দারিদ্রতার সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান। অন্যদিকে, এর পুঁজিবাদী প্রতিপক্ষ সমানভাবে বিশ্বাস করে যে, পুঁজিবাদই হল এধরণের সমস্যাবলীর একমাত্র যথাযোগ্য সমাধান। প্রতিটি পক্ষই দৃঢ় প্রত্যয়ী হয় তাদের ব্যবস্থার ব্যবহারযোগ্যতা ও পর্যাপ্ততার ব্যাপারে এবং এদের ব্যাপক প্রচারণার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। ফলত, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশৃঙ্খলা ও বাধাবিঘ্ন অপরিহার্য হয়ে উঠে, বিশেষত যদি প্রতিপক্ষ দু'টি শুধুই দু'জন ব্যক্তি না হয়ে দু'টি জাতি হয়।

এ গবেষক পরামর্শ দিচ্ছেন যে, নৈতিক আচরণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত এবং গভীরতম নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ তাদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিপক্ষ অপেক্ষা অধিক যথাযথ এবং কার্যকর। ইসলামী রাষ্ট্রে এটি সত্য, যা কখনই ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত করে না। কিন্তু অবশ্যই মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করা উচিৎ। এখানে প্রথমটি হল, এমন একটি রাষ্ট্র যা মুসলিমদের দ্বারা শাসিত। অন্য দিকে পরবর্তীটি এমন একটি রাষ্ট্র, যা পরিচালিত হয় ইসলামী আইন দ্বারা, যার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্যাবলী পরিচালনা করা হয় *শরীয়াহ্*-র সাথে সামঞ্জস্য রেখে, যেখানে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে তাঁর ঐশী আইনগুলোর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয়া হয়, এবং যেখানে ঐ কাঠামোর মধ্যে থেকে[১৪] তার সব কার্যাবলী সম্পাদন করতে রাষ্ট্রের সব সম্পদ ও শক্তি নিয়োজিত করা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রচারকদের লেখনীতে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের হতাশা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। Muhammad Qutb (১৯৬৭:২৮৫)-র মতে, বিজ্ঞানের দমন পীড়ন, বিজ্ঞানীদের উপর অত্যাচার এবং আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যাচার ও ধর্মান্ধতার সমষ্টির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া সংক্রান্ত ইউরোপের গীর্জার স্বীকৃতি এখনও জীবন্ত। যাহোক, এরকম ভয়ভীতি ইসলামী রাষ্ট্রে নেই, ইসলামী মতবাদে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামে কোন ধরণের পুরোহিততন্ত্রের সুযোগ নেই। তাই, গীর্জার অধিনায়ক বা যাজক শ্রেণীর অস্তিত্ব যেরকম মধ্যযুগের ইউরোপে ছিল, তা ইসলামে নেই[১৫]; এবং ধর্ম কোন নির্দিষ্ট লোক বা শ্রেণীর একক অধিকার নয়, বরং সব জনগণের সাধারণ অধিকার। সব মুসলিম তার নিজস্ব প্রাকৃতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতানুযায়ী ধর্মের ব্যবহার এবং এর সুফল গ্রহণ করতে অধিকারপ্রাপ্ত।

যা হোক, এটা উল্লেখ করা দরকার যে, কিছু মুসলিমের ইসলামী আইনশাস্ত্র ও আইনের গবেষণায় বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা দরকার, যার উপর সরকারী নির্দেশনা নির্ভর করবে। এরকম জনগণ যে মর্যাদা বহন করবে, তা কোনভাবেই অন্যান্য দেশে অবস্থানকারী তাদের প্রতিপক্ষের চেয়ে কম নয়। ইসলামী আইনজীবী ও বিচারকবৃন্দের জনগণের উপরে কোন কর্তৃত্ব নেই, কিংবা তাদের কোন শ্রেণীভুক্ত সুবিধাও নেই। তারা শুধুই রাষ্ট্রের আইন বিশারদ ও উপদেষ্টা, তা এমনই একটি পদ, যা যে কোন মুসলিম সহজেই তার নিজস্ব পূর্বপরিচিতির ভিত্তিতে অর্জন করতে পারে।

Muhammad Qutb (১৯৬৭:২৮৫) ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অর্থ সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন:

www.pathagar.com

> যখন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, *উলামাগণ* [ইসলামী পণ্ডিতগণ] আপনা আপনিতেই গভর্ণর বা মন্ত্রী বা বিভাগীয় প্রধান হয়ে যাবেন না। একমাত্র পরিবর্তন হবে, শাসন ব্যবস্থার পদ্ধতি হবে ইসলামী *শরীয়াহ্* (আইন)-র উপর প্রতিষ্ঠিত, যা আল্লাহ্‌র আইন। প্রকৌশলীগণ প্রকৌশলগত কাজেই নিযুক্ত হবেন, ডাক্তারগণ মেডিকেলের কার্যাবলীর জন্য দায়িত্বশীল হবেন, অর্থনীতিবিদগণ পরিচালনা করবেন গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন, তবে একমাত্র পরিবর্তন হবে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা এককভাবে তাদেরকে নির্দেশনা দিবে।

শুধুমাত্র মুসলিমগণই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরোধীতা করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য বিশ্বাসের পণ্ডিতদেরও[১৬] সার্বিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কার্যকারিতা নিয়ে তাদের নিজস্ব সংশয় রয়েছে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার অবক্ষয় ও পর্যানুক্রমিক ধ্বংস দেখেছেন, তারা বর্ণনা করেছেন তাঁদের ভয়ভীতি ও হতাশার কথা। উদাহরণস্বরূপ, Arnold Toyanbee (১৯৫৭: ৫৬) ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত সন্দেহের কথা বলেন:

> ধর্মনিরপেক্ষ সূখকে চূড়ান্ত বিষয় হিসেবে প্রচারণা করার মাধ্যমে সম্ভবত ব্যক্তির জন্য ধর্মনিরপেক্ষ সূখ অর্জন করা অসম্ভব; কিন্তু এটি ধারণা করা যায় যে, ব্যক্তির জন্য ধর্মনিরপেক্ষ সুখ উৎপাদন হতে পারে একটি ঘটনামূলক সহ-উৎপাদ হিসেবে, যদি ব্যক্তি কিছু একটা অর্জনে ইচ্ছুক হয়, যা আধ্যাত্মিকভাবে এর উর্ধ্বে এবং এর আওতার বাইরে অবস্থান করে। ধর্মনিরপেক্ষ সূখ আধ্যাত্মিক ইচ্ছাগুলো পূরণ করার একটি সহ-উৎপাদ হতে পারে, যা সব প্রধান প্রধান ধর্মগুলোতে সাধারণ একটি বিষয় এবং তা হল ভাল কাজের পক্ষে থেকে মন্দ কাজের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ্‌র চরম বাস্তবতার সাথে একাত্মতা পোষণ করার চেষ্টা করা।

ইসলাম কি ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র?

ইসলাম কি ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র? এ প্রশ্নটি চরমভাবে বিতর্কিত। যা হোক, এর উত্তর দেয়ার পূর্বে ঈশ্বরতন্ত্রের বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেয়া অবশ্যই দরকার।

The Shorter Oxford English Dictionary (১৯৪৭:২১৬৬) ধারণাটিকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে:

> সরকার ব্যাবস্থার একটি ধরণ যেখানে আল্লাহ্‌কে (বা একজন দেবতা) একজন রাজা হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং রাজ্যের আইনবই হিসেবে তাঁর আইনগুলোকে গ্রহণ করা হয়, এসব আইন তাঁর কোন মন্ত্রী এবং

www.pathagar.com

> প্রতিনিধির মতো করে সাধারণভাবে একপ্রকার পুরোহিততান্ত্রিক আদেশের বলে প্রশাসিত হয়; তাই (মুক্তভাবে) এটি সরকারের এমন একটি ব্যবস্থা, যা যাজকীয় আদেশের দ্বারা পরিচালিত একটি ঐশী কমিশন বলে দাবীকৃত।

Vergilius Ferm লিখিত, *An Encycolopedia of Religion* (১৯৪৫:৭৭৫)-এ অন্য একটি সংজ্ঞা প্রতিভাত হয়েছে। এখানে ঈশ্বরতন্ত্রকে বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে মানব সংগঠনের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার শাসনকে। 'ঐতিহাসিকভাবে এর অর্থ হল সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি দ্বারা রাষ্ট্র বা গীর্জার শাসন, স্বাভাবিকভাবে যা একটি পুরোহিততন্ত্র, এবং সম্ভবত ফরাসী প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মতাত্ত্বিক *জ্যাঁ ক্যালজাঁর* ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা শাসিত ব্যবস্থা। উভয় ধারণা ও তার ফলস্বরূপ সংগঠনকে বলা হয় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র বা ঈশ্বরতন্ত্র।

C. Ryder Smith তাঁর, *Encycolopedia of Religion and Ethics,* নামক একটি প্রবন্ধে ঈশ্বরতন্ত্রের বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনা করে তিনটি উপাদান চিহ্নিত করেছেন, যা একটি উত্তম ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করে (অন্তত প্রাথমিক ইসরাইলীগণ কর্তৃক কল্পিত): Jahweh-র তীর্থস্থান, Jahweh-র গ্রন্থ এবং Jahweh-র পুরোহিত তন্ত্র। অন্য কথায় একটি উৎকৃষ্ট ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মরাষ্ট্র হল তীর্থস্থান বা গীর্জার এমন একটি সমন্বিত স্থান, যেখানে ঐশীবাণীগুলো একটি স্বর্গীয় গ্রন্থাকারে অনুসরণ করা হয় এবং নবী, পুরোহিত বা বিচারকগণের আবশ্যিক নেতৃত্বে সংগঠনটি পরিচালিত হয়। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট 'সৃষ্টিকর্তার চেতনা উৎসরিত হওয়া', এ অনুচ্ছেদটি হল, ঈশ্বরতন্ত্রের বা ধর্মরাষ্ট্রের তত্ত্বের প্রাথমিক বাখ্যা। এখনও নবীগণ অন্য যে কোন ব্যক্তির চেয়ে ধর্মরাষ্ট্রের সত্যিকার অংগ হিসেবে অধিক পরিগণিত।

ইতিহাসের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে Smith উল্লেখ করেন যে, ইহুদীবাদ ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যবর্তী সময়ে এবং সংক্ষেপে বলতে গেলে সত্যিকার রাজতন্ত্র শুরু হবার পূর্ববর্তী বিরতীর সময়, মনে করা হয় যে, যীশু খ্রীষ্ট মানুষের সব বিষয়ে 'আইনেরও অধিক' করতে পারেন এবং এটিই হল ঈশ্বরতন্ত্রের বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রাথমিক সময়ে, তিনি [যীশু] গ্রহণ করেছিলেন 'সৃষ্টিকর্তার রাজ্য' নামক বাগধারাটি, এবং এর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তিনি বাগধারাটিকে তার নিজস্ব বিশ্লেষণ দেন এবং আসন্ন রাজ্যটির জন্য একটি সত্যিকার পদ্ধতির অবতারণা করেন (পূর্বোক্ত)। বাইবেলের ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার শীর্ষবিন্দুতে পৌছার ক্ষেত্রে, সত্যিকার ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মরাষ্ট্র শুধু তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন সব মানুষ পরিচালিত হবে সব সময় প্রভূর লালিত চেতনায় পথ প্রদর্শিত ও তত্ত্বকৃত হয়ে।

এক ব্রিটিশ প্রাচ্য বিশারদ Dwight M. Donaldson ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মরাষ্ট্র ধারণাটি সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং একে সংযুক্ত করেন ইসরাইলের বাইজান্টাইন রাজ্য ও ইসলামের সাথে। কারণ, Donaldson-র দৃষ্টিতে পরবর্তীটি পারলৌকিক ও ইহলৌকিকতার

www.pathagar.com

মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত করেনি, করেনি ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধার্মিকতার মধ্যে কোন পার্থক্য এবং এটি ছিল আবশ্যিকভাবে একটি ঈশ্বরতান্ত্রিক বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। এই ধারণার কারণে এ গবেষণায় সতর্ক দৃষ্টি দেয়া হয়েছে উক্ত বিষয়গত আলোচনার ক্ষেত্রে।

পূর্বের নির্দেশনামতে, ইসলাম রাষ্ট্র ও ধর্ম হিসেবে ঐশী আইনের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করে। M. Hamidullah (১৯৬৮:৮৪) বর্ণনা করেন যে, যেহেতু ইসলাম 'একটি মধ্যবর্তী সংযোগ স্থাপনকারী বাহক বা নবীগণের মাধ্যমে ঐশী কর্তৃত্বের হস্তান্তর হিসেবে বিবেচিত, যারা ঐশী বাণীগুলো গ্রহণ করেছেন', একে 'বলা যেতে পারে একটি ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, যদিও তা আধুনিক পাশ্চাত্যের একই ধারাণার মত নয়'। পবিত্র কোরানে এ বক্তব্যের সমর্থনে বলা হচ্ছে:

> হে মানবগণ! এ যমীন আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান, এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। এবং শেষ সাফল্য তার জন্যই নির্দিষ্ট করেন, যারা তাঁকে ভয় করে কাজ করে। (কোরান, সূরা৭:আয়াত ১২৮)
>
> এবং সে সময়ের কথা স্মরণ করে দেখ, যখন তোমার রব ফেরেস্তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক। (কোরান, সূরা২:আয়াত ৩০)।
>
> বল: হে আল্লাহ্! সব রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজ্য দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা কেড়ে নাও। যাকে চাও সম্মান দান কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। সব রকম মঙ্গল ও কল্যাণ তোমার হাতেরই ইখতিয়ারে রয়েছে। নিশ্চয়ই! তুমি সর্বশক্তিমান। (কোরান, সূরা ৩:আয়াত ২৬)

এসব বাণীগুলো, আরও অন্য অনেক বাণীর মত মহানবী মুহাম্মদ (স.)-র প্রথাগুলোকে সমর্থন করে, যেখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে, আল্লাহ্ হলেন এ বিশ্ব ও বিশ্বের সবকিছুর মালিক। তিনি ন্যায় বিচার প্রশাসন, পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য সব কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সেসব মানুষের নিকট, যারা তাঁর ইচ্ছাতেই ক্ষমতার অধিকারী হয়। এ ধারণাটি প্রতিফলিত করে সত্যিকার ঈশ্বরতন্ত্রের বা ধর্মরাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের একটিকে। তা হল, ঐশী বাণীগুলোর প্রতি আনুগত্যতা, যা কোন রাষ্ট্রকে ঈশ্বরতান্ত্রিক বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করে না।

রাজনৈতিক ভাষায় বলতে গিয়ে, Kenneth Cragg (১৯৬৪:১৬) বলেন যে, ইসলাম হল একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কারণ 'এটি ঘোষণা করে যে (পার্থিব) ক্ষমতা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐশী আইন এবং কোন উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এটি তার নিজের চেয়েও অধিকতর কৌশলগত'। A. Maududi (১৯৬৯:১৩৪) ইসলামী সরকার ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে 'ধর্মভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' ধারণাটিকে চিহ্নিত করে বলেন: 'এটি একটি ঐশী

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক সরকার, কারণ এ ব্যবস্থায় মুসলিমদের দেয়া হয়েছে সীমিত জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব যা সৃষ্টিকর্তার (সার্বভৌমত্বের) অধীন'। মুসলিমগণ রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীকে নির্বাচিত করবেন, তাঁকে মান্য করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ঐশী আইনসমূহ পালন করেন, এবং তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন যদি তিনি আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হন। *শরীয়াহ্*-ই হল একমাত্র আইন যা প্রধান নির্বাহী ব্যবহার করতে অনুমতিপ্রাপ্ত।

তাই, এটা বলা সঠিক যে, বাস্তবিক অর্থে ইসলাম একটি ঈশ্বরতান্ত্রিক বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নয়। ঈশ্বরতান্ত্রিক বা ধর্মরাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের একটি (অর্থাৎ যাজকের শাসন বা অন্য কারো শাসন যারা ঐশ্বরিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা শ্রেণী) চরমভাবে ইসলামে অনুপস্থিত, তাই ইসলাম যাজকতন্ত্রকে স্বীকার করে না। ইসলামের শুরুতে সরকার ব্যবস্থা কোন নির্দিষ্ট পরিবার বা কোন শ্রেণী বা যাজকতন্ত্রের নিকট কেন্দ্রীভূত ছিল না। বরং, Kerr (১৯৬৬:৬) -র মতে:

> এটি ছিল গোষ্ঠীর পূর্বনির্দেশিত দায়িত্ব, তাদের খলীফার অফিসের জন্য একজন উপযুক্ত নির্বাহী নির্বাচিত করা, তাঁকে অফিসে নিযুক্ত করা, এবং তাঁকে মান্য করা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তিনি তাঁর দায়িত্বাবলী সম্পাদন করেন, যার মধ্যে রয়েছে *শরীয়াহ্*-র প্রয়োগ এবং ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

শেষত, ইসলাম আদও একটি ঈশ্বরতান্ত্রিক বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কিনা, সে প্রশ্নের উত্তরে A.A. Tabbarah (১৯৬৯:২৮৭) তাঁর *Ruh uddin al Islami* (ইসলাম ধর্মের আত্ম-চেতনা) নামক একটি গ্রন্থে কতগুলো চূড়ান্ত নির্দেশনা দিয়েছেন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, যদিও ইসলাম ঐশীবাণীসমূহ অনুসরণ ও পালন করে, এর অর্থ এ নয় যে, এটি ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ইতিহাস প্রাচীন যাজক ও রাজাদের সব কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তাদের একক নিয়ন্ত্রণ ও সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বের প্রতিফলন করে। তারা আইন প্রণয়ন ও তৈরী করতেন তাদের খেয়াল খুশী মতো, তাই তাদের ধর্ম আইনের সাথে সম্পৃক্ত হবার চেয়ে উপাসনার সাথেই অধিক আচ্ছন্ন ছিল, যা মানবিক আচরণ ও কার্যাবলী প্রশাসন করে। ইসলামী রাষ্ট্র ভিন্ন, কারণ এতে রয়েছে তার নিজস্ব ঐশী আইন, যা কোরান ও সুন্নাহ্‌তে বর্ণিত হয়েছে; এসব আইন শাসককে বা গভর্ণরকে তাঁর নিজের খেয়াল খুশীমতো নির্দেশনা দিতে বা তাঁর নিজস্ব ক্ষুদ্র চিন্তাযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে অনুমতি প্রদান করে না। আরও বলা যায়, *শরীয়াহ্* নির্দিষ্ট কোন যাজক দ্বারা পরিচালিত বা বাস্তবায়িত হতে পারে না, বরং, গোষ্ঠীই হল পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু গোষ্ঠীর পক্ষে সরকারের ব্যাপক সব কার্যাবলী পরিচালনা করা বিস্তৃতভাবে অসম্ভব (আইন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, বিচারকের রায় প্রদান এবং প্রশাসন), তাই তাকে এসব কার্যাবলীর জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হয়। এরকম একটি নির্বাচন হতে হবে আইন সম্মত এবং অবশ্যই যা ইসলামী সমাজের জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা

www.pathagar.com

করবে। নেতা (একজন শাসক বা গভর্ণর) একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল দ্বারা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হবেন এবং তিনি অবশ্যই ততদিন পর্যন্ত সমর্থিত ও তাঁকে মান্য করা হবে, যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবনের সব স্তরে ইসলামের শিক্ষাকে অনুসরণ করবেন:

> হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রসূলের ও সেসব লোকের, যাঁরা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বপ্রাপ্ত; এবং অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি হয়, তবে তা আল্লাহ্‌ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। (কোরান, সূরা ৪: আয়াত ৫৯)।

এবং তৃতীয়ত, আল্লাহ্‌র আদেশাবলী উক্ত বাণীটিতে সংক্ষিপ্ত ও লাগসইভাবে বর্ণিত হয়েছে: (ক) তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য করা, কোরানের আদেশ ও এর নিষেধাবালীর প্রতি আনুগত্য করা; (খ) তাঁর প্রতিনিধি মহানবী মুহাম্মদ (স.)-র আদেশাবলীর প্রতি আনুগত্য করা; এবং (গ) তাঁদের প্রতি আনুগত্য করা, যাঁরা মুসলিম জনগোষ্ঠী দ্বারা নির্বাচিত এবং কর্তৃত্ব দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত।

ইসলামে এটি প্রথানুগ যে, যাঁরা কর্তৃত্ব দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তাঁরাই সেসব লোক যাঁদের মাধ্যমে জাতির সর্ব্বোচ্চ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর কার্যাবলী হল গোষ্ঠীর সব কার্যক্রম পরিচালিত করা, যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে এর নীতিমালাসমূহ নির্দেশ করা, অন্যান্য গোষ্ঠী ও জাতির সাথে এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রশাসনিক যন্ত্র ভালভাবে কার্যকর এবং *শরীয়াহ্‌*-আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। যখনই এ কংগ্রেস একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে একমত হয়, যার কোন উল্লেখ কোরান বা সুন্নাহ্‌তে নেই এবং যা ইসলামের মৌলিক নীতিমালাগুলোর কোনটির সাথেই কোন বৈপরীত্য পোষণ করে না, তখন ঐ বিষয়ে তাদের ঐক্যমত একটি আইনে পরিণত হয় এবং যা ব্যাপকভাবে গোটা গোষ্ঠীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য পাবার যোগ্য। যাহোক, যদি প্রশাসক কংগ্রেসের ঐক্যমতের ভিত্তিতে না চলেন এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ না করেন, তবে গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে তাঁকে পদচ্যুত করার। যদি তিনি বিরোধীতা করেন, তবে তাঁরা সর্বশেষ উপায় হিসেবে শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন। মুসলিম পণ্ডিত ও শিক্ষিত মানুষদের কংগ্রেসের এই ঐক্যমত ইসলামী আইন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তৃতীয় মৌলিক বিশ্বাসের সৃষ্টি করে, যা *ইজমা* বা ঐক্যমত নামে পরিচিত।

ইসলাম কি একটি ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র? লিয়াকত আলী খান, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের সংসদে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেছিলেন (উদ্ধৃত হয়েছে, Kerr, ১৯৬৬:৫):

> জনাব: আমি এইমাত্র বলেছি যে, জনগণই ক্ষমতার প্রকৃত গ্রহীতা। এটি স্বাভাবিকভাবেই একটি ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে কোন বাধাকে দূরীভূত করে। এটি সত্য যে, আক্ষরিক অর্থে ধর্মরাষ্ট্র অর্থ হল, আল্লাহ্‌র সরকার। এ ধারণা

www.pathagar.com

মতে, যা হোক, এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গোটা বিশ্বই একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র; কারণ, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁর কর্তৃত্ব নেই? কিন্তু, কৌশলগত ধারণার দৃষ্টিতে, ধর্মরাষ্ট্র এখানে এসেছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যাজকদের দ্বারা শাসিত একটি সরকারকে বুঝানোর জন্যই, যিনি একজন বিশেষভাবে নিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে কর্তৃত্ব করেন, যিনি দাবী করেন ঐশ্বরিক অবস্থান থেকে তাঁকে এ অধিকার দেয়া হয়েছে। আমি এ সত্যে অধিক গুরুত্বারোপ করতে পারি যে, এ ধরনের একটি ধারণা ইসলামের চরমভাবে বাহ্যিক। ইসলাম যাজকতন্ত্র বা ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব, কোনটিকেই স্বীকৃতি দেয় না; এবং তাই, ইসলাম ঈশ্বরতন্ত্র বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র-এ প্রশ্নটি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আসে না।

ইসলামের কিছু মৌলিক তত্ত্ব

Warren Breed (১৯৭১:১২) তাঁর *The Self-Guiding Society*-তে Amitai Etzioni রচিত *Active Society* গ্রন্থটিকে বিশ্লেষণ করে বলেন, 'আজ অনেক পণ্ডিত অষ্টাদশ শতকের আলোচিত দার্শনিকদের মুখস্তকৃত ঐসব মূল্যবোধের কিছু সংস্করণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যার মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সমতা ও ব্যক্তির মর্যাদা'। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের নিকট অষ্টাদশ শতক বা ঊনবিংশ শতকের আলোকিত দার্শনিকদের মত এরকম কিছু তত্ত্ব আরোপ করা অপরিচিত কোন বিষয় নয়।

যা হোক, প্রাচ্যের পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে রয়েছে ভিন্ন মতামত। বিশেষত মুসলিম পণ্ডিতগণ সপ্তম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলামের আগমনের সাথে সাথে এসব ধারণাগুলো আবিস্কার করেন। 'ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, সমতা ও মানুষের মর্যাদা'-র ধারণাসমূহ শুধুমাত্র ইসলামের তাত্ত্বিক কাঠামোরই কোন অংশ নয়, বরং পাশাপাশি ইসলামের বাস্তব ব্যবহারের একটি অংশ। এ ক্ষেত্রে কোরান, সুন্নাহ্ এবং মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীদের বাস্তব ব্যবহার ভিত্তিক এসব তত্ত্ব ও প্রথার নির্দিষ্ট উৎসগুলোর সংশ্লিষ্টতার উল্লেখপূর্বক সংক্ষেপে আলোচনা করা এখানে যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

স্বাধীনতা

চিন্তার স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, এবং বলার স্বাধীনতা হল ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর। *শরীয়াহ্* এসব মূলনীতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করে এবং জনগণকে এসব মূলনীতিকে প্রকৃত বাস্তবতার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করে।

ক. চিন্তার স্বাধীনতা

ইসলামী *শরীয়াহ্* মতে, চিন্তার স্বাধীনতা বিবেচিত হয় সব রকম কুসংস্কার, অস্বাস্থ্যকর প্রথা, বা রীতিনীতি থেকে মনকে মুক্ত করা, যা কোন অর্থ বহন করে না। এটি ব্যক্তিকে তার জীবনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে, এগুলোকে বিশ্লেষণ করতে, বিকল্প দিয়ে তুলনাপূর্বক পরিমাপ করতে, এবং এর পরে যা যুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য তা পছন্দ করতে উৎসাহিত করে। তাই একজন ব্যক্তির যে কোন বিষয়কে প্রথমেই বিশ্বাস করা দরকার নেই, যতক্ষণ না তিনি তা সব দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন এবং গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

শুধু ব্যতিক্রম হল অদৃশ্য *(গায়েব)* কার্যাবলী, আল্লাহ্‌র উপাসনা করা এবং *শরীয়াহ্*-র নির্দেশনাবলীতে বিশ্বাস করা।

এ মূলনীতির সমর্থনে কোরানে নিম্নোক্ত আয়াতটি বর্ণনা করা হয়েছে যে রকম আরও অনেক আয়াত রয়েছে :

> নিশ্চয়ই! যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে, তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের আবর্তনে, মানুষের জন্য উপকারী দ্রব্যাদি নিয়ে নদী ও সমুদ্র ভাসমান চলমান নৌকাগুলোতে, উপর থেকে বর্ষিত বৃষ্টির ধারায় ও এর মাধ্যমে পৃথিবীতে সব রকম প্রাণশীল সৃষ্টির বিস্তারে, বায়ুর প্রবাহে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন (আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের) (কোরান, সূরা ২:আয়াত ১৬৪)

> মানুষ এটুকুই লক্ষ্য করুক না, যে তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক লম্ফবান পানি দিয়ে, যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থির মধ্য থেকে নির্গত হয়। (কোরান, সূরা ৮৬:আয়াত ৫, ৬,৭)

খ.বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলামী *শরীয়াহ্* বিশ্বাসের স্বাধীনতার কথা শুধু তাত্ত্বিক ভাবেই ঘোষণা করে নি, বরং জীবন নির্বাহের একটি বাস্তব মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। মানুষ যে কোন কিছুর উপর বিশ্বাস, বা যে কোন মতবাদের উপর বিশ্বাস করতে সম্পূর্ণ মুক্ত; তার স্বাধীনতা অবশ্যই অন্যের দ্বারা সম্মানিত ও শ্রদ্ধার সাথে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। একজন মুসলিম, যা হোক, একটি ভিন্ন ধারণায় মুক্তঃ তা হল তাকে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃত্বে আনুগত্য করার দরকার নেই।

এরকম স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করতে, *শরীয়াহ্* দু'টি রক্ষাকবচ তৈরী করেছে। প্রথমত, জনগণ অন্যের বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে সম্মান করতে বাধ্য, যাই তিনি পছন্দ করুন না কেন। কেউ অন্যকে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস প্রবর্তন করতে বা ঐ লোকের বিশ্বাস পরিবর্তন করতে জোর করতে পারেন না। যেহেতু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি করা ইসলামে চরমভাবে নিষিদ্ধ, এটি উপদেশ দেয়া যেতে পারে যে, ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর বিষয়ে একটি শান্ত প্রক্রিয়ায় আলোচনা করা দরকার, যাতে করে প্রতিপক্ষকে যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রভাবিত করা যায়। এ ধারণাটি কোরানের নিম্নোক্ত বাণীটি দ্বারা সমর্থিত:

> *দ্বীনের* ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তাধারা হতে ছাঁটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনল, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করল, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ্ (যার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছে) সবকিছু শ্রবণ করেন এবং সবকিছু জানেন। (কোরান, সূরা ২:আয়াত ২৫৬)

www.pathagar.com

> বল: আল্লাহ্‌র অনুগত হও এবং রসূলের অধীন ও অনুসরণকারী হয়ে থাক। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাক, তবে খুব ভাল করেই জেনে রাখ, রসূলের উপর যে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, সেজন্য সেই জিম্মাদার; আর তোমাদের উপর যে ফরজের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সেজন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই হেদায়াত লাভ করবে। অন্যথায় রসূলের দায়িত্ব এর চেয়ে বেশী নয় যে, সে পরিষ্কারভাবে বিধান পৌঁছিয়ে দিবে। (কোরান, সূরা ২৪:আয়াত ৫৪)।

দ্বিতীয়ত, জনগণ তাদের বিশ্বাসকে রক্ষা করতে বাধ্য এবং অন্যদেরকে তাদের বিশ্বাসে আঘাত করতে বা তাদের সে বিশ্বাসকে অন্যায়ভাবে নস্যাত করতে সুযোগ দিতে পারে না। যা হোক, যদি তারা কোন স্বৈরাশাসকের বা অত্যাচারী শাসকের বা অন্য কোন কারণে তাদের বিশ্বাসকে রক্ষা করতে অক্ষম হন, তবে তাদের অন্য কোন স্থানে হিজরত করা উচিৎ, যেখানে তাদের বিশ্বাস মর্যাদার সাথে গৃহীত হবে। যদি তারা হিজরত করতে না পারে, তখন,

> আল্লাহ্ কোন প্রাণীর উপরই তার শক্তি সামর্থের অধিক বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রতিটি ব্যক্তিই যে পূন্য অর্জন করেছে, তার প্রতিফল তারই জন্য, এবং যা কিছু পাপ সঞ্চয় করেছে তার খারাপ ফলাফল তার উপরই পড়বে। (কোরান, সূরা ২:আয়াত ২৮৬)

কোরান হিজরতকে নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে বর্ণনা করে:

> জেনে রাখ! যারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করতো, এ অবস্থায় ফেরেস্তাগণ যখন তাদের জান কবয্ করবে, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলে? জবাবে তারা বলবে: আমরা দুনিয়ায় দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফেরেস্তাগণ বলবে: খোদার যমীন কি প্রশস্ত ছিল না–তোমরা কি অন্য স্থানে *হিজরত* করতে পারতে না? এসব লোকের পরিণতি হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা। তবে সেসব পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু যারা প্রকৃতই অসহায় এবং যাদের নিজেদের ঘর পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার কোন পথ কোন উপায় ছিল না তারা ছাড়া।
>
> সম্ভবত আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দিবেন বস্তুত, আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী এবং রেহাই দানকারী। (কোরান, সূরা ৪:আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯)।

গ. বলার স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রের সব জনগণের জন্য সে মুসলিম হোক. কিংবা অমুসলিম বলার স্বাধীনতাকে

www.pathagar.com

ইসলামী আইন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। যা হোক, এ স্বাধীনতা হল সীমিত এবং ইসলামী সূত্রের কাঠামোর মধ্যেই ব্যবহার করা উচিৎ। উদাহরণস্বরূপ, কেউ স্বাধীনতার নামে জনগণকে মিথ্যা অপবাদ দিতে অনুমতি প্রাপ্ত নয়, অন্য বিশ্বাসের প্রতি ধিক্কারমূলক কথা বলতে পারবে না, বা নির্বাচিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। তবে কোন গঠনমূলক সমালোচনা এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভাবে গ্রহণযোগ্য, বিশেষত *ইবাদাত* ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে। একজন সাধারণ নাগরিক যাঁর মহানবী (স.) বা অন্য কোন মুসলিম শাসকের বক্তব্যের সাথে ভিন্ন মত রয়েছে, তিনি সহজেই নির্ভয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে পারেন, এ বিষয়ে মহানবী (স.) বলেন, 'যদি তোমাদের কেউ কোন কিছু অপ্রীতিকর অবলোকন কর, তবে তা নিজ হাতে পরিবর্তন করা উচিৎ, কিন্তু সে যদি তা করতে সক্ষম না হয় তবে তার বলার (জিহ্বা) মাধ্যমে তা করা উচিৎ, এবং যদি সে তাতেও অক্ষম হয়, তবে তার উচিৎ অন্তর দিয়ে সে বিষয়টিকে ঘৃণা করা, যা হল বিশ্বাসের সবচেয়ে দুর্বলতম প্রকার' (পেশ করা হয়েছে মুসলিম শরীফে)। মহানবী (স.) আরও বলেন, 'একজন অন্যায় অত্যাচারী স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে কথা বলা হল সর্বোত্তম *জিহাদ* (পবিত্র যুদ্ধ)'।

ইসলামের প্রাথমিক সময়গুলোতে বলার স্বাধীনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ ঘটেছিল। 'উমর, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা (১৩/৬৩৪–২৪/৬৪৪),তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় মুসলিমদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি তোমরা আমার মধ্যে কোন রকম জটিলতা অবলোকন কর তবে তা সাথে সাথেই আমার গোচরীভূত করবে'। উপস্থিত জনতার একজন সাথে সাথে বললেন, 'আল্লাহ্‌র নামে বলছি, যদি আমরা আপনার মধ্যে কোন জটিলতা দেখতাম তবে আমরা আপনাকে আমাদের তরবারীর উপর নিয়ে আসতাম' (উল্লেখিত হয়েছে, Qutb, ১৯৬৭:২৯০)। একই খলীফা, যখন তাঁর জনগণকে ধর্মীয় বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন একজন মুসলিম মহিলা কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হন, যিনি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁকে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। কয়েক সেকেন্ড পরে, তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করে জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, 'ঐ মহিলা ছিল সঠিক এবং মুসলিমদের আমীর (নিজেই) ছিলেন ভুল (Shibli-Numani, ১৯৫৭)।

যদিও এ আলোচনা সংক্ষিপ্ত, স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বলার স্বাধীনতা, যা বর্তমান গণতান্ত্রিক জাতিগুলোর মেরুদণ্ড, তা বিংশ শতাব্দীর কোন আবিস্কার নয়। এর মূল নিহিত রয়েছে ইসলামের আবির্ভাবের প্রাথমিক সময়ে।

ন্যায় বিচার

যদিও এটি সত্য যে, ন্যায়বিচার ও অবিচারের অর্থ মানুষের কাছে পৃথিবীতে তার সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা থেকেই পরিস্কার ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখনও সে তার সীমানা খুঁজে পায় নি, কারণ হল ধর্মীয় বা নৈতিক অধ:পতন বা উভয়ই, পাশাপাশি স্বার্থপরতা। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন গ্রীকরা তাদের গ্রীক পূর্বপুরুষ ও তাদের অন্যান্য কৃত্রিম বংশধরদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে। তারা প্রথমটির অনকূলে সব অধিকার ও সুবিধাদি প্রদান করে,

www.pathagar.com

কিন্তু পরবর্তীদের নিকট থেকে সব রকম অধিকার কেড়ে নেয়। রোমানগণ এমনকি পুনরায় অগ্রসর হয়েছেন। তারা শুধুমাত্র খাঁটি রোমান ও অন্যান্য নাগরিকদের মধ্যেই পার্থক্য সূচিত করেনি, বরং ব্যক্তিগত খাত ও সরকারী খাতের মধ্যেও পার্থক্য সূচিত করেছে। এখানে প্রথমটি শাসক শ্রেণীর সব অধিকার ও সুবিধা ভোগ করবে: নেতৃত্ব এবং নিচু শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা (Tabarah, ১৯৬৯:২৯০)। স্পষ্টতই, ন্যায় বিচারের অর্থ কখনই গ্রীক কিংবা রোমান কেউই সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারে নি। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, ন্যায় বিচারের ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে সফলতা পেয়েছিল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে। যা হোক, অবিচার সব স্তরেই পৃথিবীর সব জায়গায় এখনও বিদ্যমান।

ইসলামী আদর্শের একটি মৌলিক নীতিমালার একটি হল ন্যায় বিচার। ন্যায় বিচারের প্রশাসন হওয়া উচিৎ নিরপেক্ষ, কারও সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সম্পাদাবলী, শ্রেণী, গোত্র, রাজনৈতিক প্ররোচনা, বা ধর্মীয় বিশ্বাসের বিবেচনায় নয়। যদিও এ গবেষণার আওতা খুবই সীমিত, ন্যায় বিচার প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের বাস্তব চিত্র আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, তথাপি এটি বলতে হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক সময়ে, ন্যায় বিচার এমন একটা স্তরে অর্জিত হয়েছিল, যা মানব ইতিহাসে ন্যায় বিচার সংক্রান্ত অন্য যে কোন অর্জিত স্তরের সাথে সমান্তরাল বিবেচিত হতে পারে না।

কোরান মুসলিমদের আদেশ করে যে, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সমতা, নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রাথমিক সাক্ষ্যের অকপটতার স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করার জন্য। তাই গোটা মুসলিম সমাজ শুধুমাত্র এদের শাসক নয়, ন্যায় বিচার প্রশাসনের জন্য দায়িত্বশীল। কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে ন্যায় বিচারের ইসলামী ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে, শুধুমাত্র তা তাত্ত্বিকভাবেই নয় বরং মহানবী (স.)-র নিজের ও তাঁর পরবর্তী ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাহাবীদের মাধ্যমে:

> হে ঈমানদানগণ! তোমরা ইনসাফের ধারক হও ও খোদার ওয়াস্তে সাক্ষী হও। তোমাদের এ সুবিচার ও এ সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের উপর কিংবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয় যার উপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী বা দরিদ্র, যেই হোক না কেন, তাদের সবার চেয়ে আল্লাহ্র অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তার দিকেই লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের প্রবৃত্তির কামনার অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি মন রাখা কথা বল, কিংবা সত্যবাদিতা থেকে দূরে সরে থাক, তবে জেনে রেখো! তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল (কোরান, সূরা ৪:আয়াত ১৩৫)
>
> হে ঈমানদানগণ! খোদার ওয়াস্তে সত্যনীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা

www.pathagar.com

> তোমাদের যেন এতদূর উত্তেজিত না করে যে, (তার ফলে) তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর, বস্তুত খোদাপরস্তির সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। খোদাকে ভয় করে কাজ করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল আছেন (কোরান, সূরা ৫:আয়াত ৮)

> আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশনাদি ও হেদায়েতসহ প্রেরণ করেছি এবং সে সঙ্গে কিতাব ও মানদন্ড নাযিল করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (কোরান, সূরা ৫৭:আয়াত ২৫)

মহানবী (স.)-কে জনগণকে জানানোর জন্য বলা হচ্ছে, দু'টি মানুষের মধ্যে কোন বিচারই ডিক্রিপ্রাপ্ত হবে না, যতক্ষণ বিচারক ক্রোধান্বিত থাকবেন'। অন্য এক বিষয়ে তাঁকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, 'যখন কোন বিচারক একটি ডিক্রি জারী করতে চান, এবং তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন ও ন্যায়ের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার জন্য দু'টি প্রতিফল রয়েছে; কিন্তু যখন তিনি ডিক্রি জারী করতে চান এবং তার জন্য কঠোর পরিশ্রমও করেন, কিন্তু তিনি কোন ভুল সিদ্ধান্ত দেন, তখন তার জন্য প্রতিফল স্বরূপ রয়েছে একটি' (উল্লেখিত হয়েছে, Fazlul Karim, ১৯৬৩, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১০)

পুনরায় উমর (র.)-র প্রশাসনের সময় (উল্লেখিত হয়েছে Ahmad, ১৯৭০:৩৫-৬):

> একজন মুসলিম ও একজন ইহুদী উমর (র.)-র নিকট একটি সমস্যা নিয়ে আসলেন এবং যেহেতু তিনি দেখলেন ইহুদী সঠিক, তাই তার পক্ষেই তিনি রায় দিলেন, কিন্তু যখন ইহুদীটি বলল, 'আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আপনি একটি ন্যায় ও সঠিক রায় দিয়েছেন', তিনি তাকে চাবুক দিয়ে স্পর্শ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে তুমি তা জানতে পারলে। ইহুদী প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, তাওরাতে আমরা পেয়েছি যে, কোন বিচারকই সঠিক রায় দিতে পারেন না, যদি তার ডান পাশে একজন ফেরেস্তা এবং বাম পাশে একজন ফেরেস্তা না থাকেন, যাঁরা তাঁকে নির্দেশনা দেন ও বাতলিয়ে দেন কোনটি সঠিক, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ন্যায়কে প্রশ্রয় দেন; কিন্তু যখন তিনি বিচ্যুত হন ন্যায়ের পথ থেকে তখন তাঁরা সরে যান ও তাঁকে পরিত্যাগ করেন'।

তাই ন্যায় বিচার ছিল, একটি আদর্শ যা রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা দরকার। মহানবী (স.) নিজেই নৈর্ব্যক্তিক ন্যায় বিচার প্রশাসন করেছেন এবং এর চিরস্থায়ীত্বের জন্য *কাযীদের* নিয়োগ দান করেন, যাঁরা ছিলেন খোদাভীরু, ধার্মিক, এবং নিষ্কলংক মানুষ, যাঁদের ছিল *শরীয়াহ্* সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান এবং যাঁরা তাঁর নিজের দ্বারা প্রশিক্ষিত ছিলেন। ন্যায় বিচারের এ ব্যবস্থা ছিল প্রাথমিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি, যা ইসলামী

www.pathagar.com

পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার ছিল। ন্যায় বিচারের ধারণাটি শুধু কোরান ও সুন্নাহ্‌তে উল্লেখিত হয়নি বরং এটি প্রতিফলিত হয়েছে আরবদের ক্রমবর্ধমান সাহিত্যেও। একটি সাধারণ বচন হল, 'সরকারের মূলভিত্তিই হল ন্যায়বিচার'। বিতরণমুখী ন্যায় বিচার সম্পর্কে আরও অধিক আলোচনা করা হবে চতুর্থ অধ্যায়ে, যা উন্নয়ন সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সমতা

মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, সব সময়কার ও সব স্থানের সব মানুষের জন্য ইসলাম একটি ধর্ম এবং জীবনের একটি পদ্ধতি। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবাই সমান; তারা পৃথক হতে পারে শুধুই তাদের আচরণ ও কার্যাবলীর মাধ্যমে। কোরানে বলা হচ্ছে:

> হে মানব সকল! জেনে রাখ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদের জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। বস্তুত! আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতিবান... (কোরান, সূরা ৪৯: আয়াত ১৩)

মহানবী (স.) এ ধারণাটিকে একটি সুন্দর তুলনা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে জোরারোপ করেছেন: 'জনগণ হল এমনভাবে সমান, যেরকম চিরুণীর দাঁতগুলো সমান; কোন আরবের অন্য কোন অনারবের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শুধু ধার্মিকতার গুণের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে'। কোন ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির পূর্ব খ্যাতির গুরুত্বও নেই, নেই কোন দলের উপর অন্য দলের, কোন জাতির উপর অন্য জাতির, কোন বর্ণের উপর অন্য বর্ণের, কোন প্রভূর তার চাকরের উপর, কোন শাসকের তার শাসিতের উপর। তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হতে পারে তাদের ধার্মিকতার ভিত্তিতে, এটিই ব্যতিক্রম। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কোন ব্যক্তি যিনি ইসলাম এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন, যাঁর রয়েছে *শরীয়াহ্‌* সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান, রয়েছে সমতার প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং যিনি তাঁর ধার্মিক আচার-আচরণের জন্য পরিচিত, তিনিই একটি সরকারী অফিসে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত।

কখন এরকম সমতা নিশ্চিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোরান ও হাদীসে অনেক দৃষ্টান্তের বর্ণনা রয়েছে। এ আদর্শটি প্রতিফলিত হয়েছিল মহানবী (স.)-র নেতৃত্বের সময় এবং পাশাপাশি তাঁর ঘনিষ্ট সাহাবী চার ধার্মিক খলীফার সময়ে। ইসলামের ইতিহাস স্মরণ করে দেয় যে, প্রাথমিক মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাগণ, শুধু যে তাঁর নিজের করটুকু প্রদান করতেন তা নয়, বরং 'অনেক বিচারের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্থ হওয়ায় তাঁদের নিজেদের লোকদের শাস্তিও প্রদান করতেন এবং এভাবে এসব দৃষ্টান্ত একটি কঠিন ধাক্কা দিয়েছিল রাজাদের ঐশী অধিকার তত্ত্বের প্রতি' (Siddiqi, ১৯৬৫:৩৫)।

www.pathagar.com

কোরান ও সুন্নাহ্-র সতর্কবাণীগুলো বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত ব্যাপক, সাধারণ ও নমনীয় ভাষায়, যাতে ওগুলো সবসময়ের জন্য সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য হয়। তাই, সমতা হল আইনের একটি অপরিবর্তনীয় পূর্বশর্ত।

শূ'রা (পরামর্শ বা উপদেষ্টা পরিষদ)

চৌদ্দ'শ বছরেরও অধিক সময় পূর্বে মহানবী (স.) রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী ও রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর সাহাবীদের পরামর্শ নেবার জন্যে নির্দেশিত হনঃ

> এদের অপরাধ মাফ করে দাও, তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর ও দ্বীন ইসলামের কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অবশ্য কোন বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে খোদার উপর ভরসা কর। বস্তুত! আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর উপর ভরসা করে কাজ করে (কোরান, সূরা ৩:আয়াত ১৫৯)

এ বাণী থেকে যে প্রতিষ্ঠানটি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা *শূ'রা* হিসেবে পরিচিত (অর্থাৎ পরামর্শ বা উপদেষ্টা পরিষদ)। শুধুমাত্র মহানবী (স.) নয় জনগণেরও এ আচরণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত হওয়া দরকারঃ

> এবং তারাই উত্তম যারা তাদের নিজেদের খোদার হুকুম মেনে চলে, নামাজ কায়েম করে এবং নিজেদের যাবতীয় কার্যক্রমের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ সম্পাদন করে, আমরা তাদেরকে যে রিজিক প্রদান করেছি তার ভিত্তিতে তা থেকে খরচ করে (কোরানঃ সূরা ৪২, আয়াত ৩৮)

শরীয়াহ্-র মধ্যে *শূ'রা* এতই গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি যে, পবিত্র কোরানে *শূ'রা* নামে একটি পূর্ণ অধ্যায়েরই নামকরণ করা হয়েছে (সূরা ৪২)। যা হোক, এখানে দু'টি বাণী উদ্ধৃত হয়েছে, যা পারস্পরিক পরামর্শের ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাধারার মূল বক্তব্য। Muhammad Asad (১৯৬১:৪৪) পরামর্শ দিয়েছেন যে, মহানবী (স.)-র প্রতি এই আদেশ এতই ব্যাপক ছিল যে, 'রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ভাগেই এটি ব্যাপিত ছিল এবং এটি এতই আত্ম-বিশ্লেষিত ও স্পষ্ট যে, কোন আবেগপ্রবণ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাই এর অন্তর্নিহিত অর্থকে পরিবর্তন করতে পারেনি'।

তাছাড়া, উপরোক্ত সতর্কবাণীসমূহ হল প্রাথমিক মুসলিম সমাজের প্রকৃত অভিজ্ঞতার অনন্য বিবৃতি। মহানবী (স.) নিজেই রাষ্ট্র, রাজনীতি, যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনুসারী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, শত্রুদের সাথে মুসলিমদের একটি যুদ্ধের ক্ষেত্রে মহানবী (স.) পরামর্শ দিয়েছিলেন সবাইকে শহরে অবস্থান (মদীনা) করতে এবং তাকে রক্ষা করতে, কিন্তু তাঁর সাহাবীগণ পরামর্শ দেন শহরের বাইরে অবস্থান নিয়ে আগ্রাসীদের মোকাবেলা করতে। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে পরামর্শ মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিলেন এবং শহর থেকে বাইরে চলে আসলেন

www.pathagar.com

আগ্রাসীদের প্রতিরোধ করতে। কিন্তু, ফলাফল ছিল ধ্বংসাত্মক এবং মুসলিমগণ ঐ যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। কয়েকদিন পরে, আল্লাহ্ মহানবী (স.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন:

> অতএব তাদের অপরাধ মাফ করে দাও, তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া কর এবং দ্বীন ইসলামের কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর'। (কোরান, সূরা ৩:আয়াত ১৫৯)।

এ ঘটনা থেকে পাওয়া শিক্ষা ও কোরানের অধ্যাদেশের গূঢ় অর্থ পুরোপুরি স্পষ্ট। আবশ্যিকভাবে, আল্লাহ্ তাঁর মহানবীকে বলছেন, 'পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলাফলের জন্য ভয় পাবেন না, বরং আপনার রাষ্ট্রের সব দৈনিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে আপনার লোকজনের সাথে পরামর্শ করে কার্য সম্পাদন অব্যাহত রাখুন। কারণ, মুসলিম সমাজের কার্যাবলীর উপর ইসলামে কারও চরম কর্তৃত্ব নেই, *শূ'রা* হল মৌলিক এবং কোন মতামত প্রদান করার চেয়ে পরামর্শ করা শাসকের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব।

তাই, *শূ'রা* শাসক হিসেবে একজন স্বৈরাশাসকের কৃতিত্বের জন্য কোনরকম ফাঁকফোকর না রেখে কার্যকরভাবে নির্বাহীর ক্ষমতাকে বাধা প্রদান করে। একজন মুসলিম *শূ'রাকে* 'ইসলামে প্রতিনিধিত্বমূলক বা সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থার দেশজ মূলনীতি হিসেবে বিবেচিত করেছেন' (Kerr, ১৯৬৬:১৩৪)

যদিও, মুসলিমগণ *শূ'রা* নামক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অবশ্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তথাপি এর বাস্তবায়নের জন্য কোন বিস্তৃত বর্ণনা দেয়া হয় নি। তাই মৌলিক ধারণাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও পরিস্থিতির বিবেচনায় প্রতিটি জাতি, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত এবং 'জাতীয় স্বার্থের' ভিত্তিতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষিত হওয়া উচিৎ।

মানুষের মর্যাদা

সংক্ষেপে, ইসলাম মানুষকে নিম্নোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেঃ

> আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। পরে আমরা তাকে উল্টো ফিরিয়ে সর্বনিম্নে পৌছিয়ে দিয়েছি। সে লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে অশেষ শুভ ফলাফল (কোরান, সূরা ৯৫: আয়াত ৪, ৫, ৬)

অন্য একটি জায়গায় কোরান মানুষের মর্যাদাকে নিম্নোক্ত ভাষায় চিত্রায়িত করেছে:

> হে ঈমানদানগণ! কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষকে বিদ্রুপ করবে না; হতে পারে সে তাদের তুলনায় ভাল, আর স্ত্রীলোকেরা অন্য স্ত্রীলোকদের ঠাট্টা করবে না, হতে পারে সে তাদের অপেক্ষা উত্তম; নিজেদের মধ্যে একজন অন্যজনের উপর দোষারোপ করোনা এবং একজন অন্যের মন্দদিকগুলোর স্মরণ করোনা। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে খ্যাতি লাভ অত্যন্ত খারাপ। এবং যেসব লোক এরূপ আচার আচরণ হতে বিরত থাকবে না তারাই যালেম।

www.pathagar.com

> হে ঈমানদানগণ! খুব বেশী সন্দেহ পোষণ করা থেকে বিরত থাক; কেননা কোন কোন সন্দেহ পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অন্যের গোপন বিষয় খোঁজাখোঁজি করোনা। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে তার মৃত ভ্রাতার গোস্ত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ কর। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ খুব বেশী তওবা কবুলকারী ও দয়াবান (কোরান, সূরা ৪৯:আয়াত ১১, ১২)

মহানবী (স.) অনেক অনুষ্ঠানেই এ বিশ্বাসটির কথা ঘোষণা করেছেন এবং মহানবী (স.) -র সুন্নাহ্ মানব মর্যাদা সংক্রান্ত নির্দেশনায় পরিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বারবার একথাটি ঘোষণা করেছেন যে, সব লোকই একই পিতার সৃষ্ট –আদম– যাকে আল্লাহ্ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই, ধার্মিকতাই হল সম্মানের একমাত্র মাপকাটি, এবং তাই কোন আরব লোক অনারব লোকের উপর, কিংবা লাল বর্ণ সাদার উপর, কিংবা সাদা বর্ণ কালো বর্ণের উপর কোন ধরণের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ধার্মিকতা ভিন্ন অন্য কোন ভাবে কারও কোন রকম অগ্রাধিকার নেই। ধার্মিকতা (*তাকওয়া* বা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগী থাকা)-র অর্থ হল আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সচেতনতা অর্থাৎ কারও নিজের বা অন্যদের ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালবাসা, ভয় এবং তাঁর তুষ্টির ইচ্ছাকে পূর্ণ করা।

একই রকম একটি মানসিকতা নিয়ে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর বলেছিলেন: 'যেখানে মায়েরা তাদের সন্তানদের মুক্ত করে জন্মদান করেন, সেখানে তুমি কিভাবে মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখবে?' তিনি তাঁর শাসনকালে ন্যায়বিচার, সমতা, স্বাধীনতা ও মানুষের মর্যাদা এবং সম্পূর্ণতার আদর্শগুলো অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন।

একদিন দু'সাহাবীর মধ্যে ঝগড়ার এক পর্যায়ে একজন অন্যজনকে উচ্চ স্বরে রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'তুমি! কাল মহিলার বাচ্চা'! মহানবী (স.) এ ঝগড়া দেখে এতই ক্রোধান্বিত হন যে, তাঁর মুখমন্ডল লালচে বর্ণ ধারণ করেছিল। সাহাবী Abu Dhar কে তিরস্কার করে মহানবী (স.) জোরালোভাবেই বলেছিলেন যে, কোন সাদা মহিলার সন্তানের কাল মহিলার সন্তানের উপর কোনরূপ অগ্রাধিকার নেই, শুধুমাত্র ধার্মিকতা এবং ধার্মিকতা ছাড়া। তিনি তাদের স্মরণ করে দেন যে, ইসলাম ও দু'টোকে–কাল এবং সাদা–প্রকৃত অর্থেই ভাই হিসেবে বিবেচিত করে, তিনি আরও স্মরণ করে দেন যে, ইসলাম জাতীয়তাবাদ এবং কোন উপজাতির নিজস্ব গৌরবকে রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং ওগুলোকে প্রতিস্থাপিত করেছে একের প্রতি অন্যের ভালবাসার মাধ্যমে। দোষী ব্যক্তিটি অশ্রু সজল নয়নে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে তার কপোল মাটিতে অবনত করলেন এবং কাল লোকটিকে বললেন, 'আস এবং তোমার পা রাখ আমার কপোলের উপর'।

মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, মানব মর্যাদা পুন:স্থাপিত হতে পারে, শুধুমাত্রই ন্যায়বিচার,

www.pathagar.com

সমতা ও ভালবাসার ধারণা যদি দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত হয় এবং বাস্তবে পুনরায় স্মরণ করা হয়। তাঁদের মতে, ইতিহাস স্মরণ করে দেয় যে, ইসলামই হল একমাত্র শক্তি, যা এসব আদর্শ অর্জন করতে সক্ষম, যেভাবে এটি কার্যকর ছিল পূর্বে, এটি বর্তমানেও ঠিক একইভাবে কার্যকর হতে সক্ষম। এ ধরনের একটি পদ্ধতি সঠিকভাবে কার্যকর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ লোকজনের খুবই দরকার। বর্তমান যুগের লোকজনের সাথে প্রাথমিক যুগের লোকজনের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। বর্তমান লোকজনের রয়েছে আধুনিক জ্ঞান ও বিদ্যার সুফল, শুধু এ পার্থক্য ছাড়া। অবশ্য, এসব সুবিধার অপব্যবহারও হতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় সচেতনার ও নৈতিকতার উপর কঠিনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনগণই এসবকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করতে পারে।

ইসলামী গণতন্ত্রের সন্ধানে

গণতন্ত্র হল সরকার ব্যবস্থার ধরণের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিচিত একটি ধরণ। ইতিহাসে তার মূল নিহিত রয়েছে অনেক পিছনে। পাশ্চাত্য পদ্ধতির গণতন্ত্র শুরু হয়েছে গ্রীকদের নগর রাষ্ট্র ব্যবস্থার সময় থেকে এবং নিহিত রয়েছে Aristotle-র দর্শন ও কর্মে। Aristotle তাঁর *Politics* (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়) গ্রন্থে গণতন্ত্রের কোনটি অধিক ভাল সংজ্ঞা হতে পারে তা বর্ণনা করেছেন:

> গণতন্ত্র হল একটি রাষ্ট্র যেখানে স্বাধীন মানুষ ও গরীব জনগণ, সংখ্যাগরিষ্ট হয়ে, রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে নিয়োজিত হয়...। অধিক শুদ্ধ গণতন্ত্র হল সেটি, যেখানে প্রধানত তথাকথিত সমতা তার মধ্যে বিরাজিত থাকবে; এজন্য ঐ রাষ্ট্রে আইন সবকিছু নির্দেশ করবে; গরীব জনগণ ধনী জনগণের ব্যাপক কোন দমনের স্বীকার হবে না; কিংবা সর্বোচ্চ ক্ষমতা এদের কোনটারই পক্ষে যাবে না, বরং উভয়কেই সমানভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিবে। এজন্য, কারও কারও মতে, যদি স্বাধীনতা ও সমতা গণতন্ত্রে প্রবলভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে এটি অবশ্যই সবার প্রতি উন্মুক্ত হয়ে বিরাজিত থাকতে হবে সরকারের সকল বিভাগের ক্ষেত্রে, কিন্তু যেহেতু জনগণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা যাতে স্বীকৃতি দেয় তাই আইন, তাই এরকম অনুসৃত হলে, সে রাষ্ট্র অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। (cf. Watkins, ১৯৬৭:২১৬)।

সাধারণভাবে গ্রীক গণতন্ত্র এবং বিশেষত Aristotle-র গণতান্ত্রিক ধারণা আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারণা থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পৃথক। যেখানে গ্রীক গণতন্ত্র ছিল একটি নির্দেশনা, যা সরকারী কার্যাবলীতে তার নাগরিকদের প্রকৃত অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সেখানে আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এ আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র ক্ষমতার সরাসরি চর্চার চেয়ে ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকেই সূচিত করে। গ্রীক গণতন্ত্র বৈশিষ্ট্যায়িত হতে পারে 'জনগণের উপর জনগণের একটি সরকার হিসেবে'; কিন্তু

www.pathagar.com

আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ঐভাবে বৈশিষ্ট্যায়িত হতে পারে না, 'জনগণের ক্ষেত্রে যারা শাসিত হচ্ছে এবং যারা শাসন করে তারা এক নয়', *(International Encyclopedia of Social Sciences*, ১৯৬৮, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১১৫)।

সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কে ইসলামে অনেক তত্ত্ব ও আইন রয়েছে। যদিও গণতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ইসলামে পুনঃস্থাপিত হয়েছে, বস্তুত ইসলাম এর কাঠামোতে একটি অংশ হিসেবে গণতান্ত্রিক তত্ত্বগুলোকে প্রতিস্থাপিত করে না। কিংবা এটি তার কাঠামোতে সাম্যবাদী মৌলিক নীতিমালাও প্রচার করে না। এরকম কোন আদর্শ ইসলামী আইনে সূত্রবদ্ধ করা হয়নি, যেহেতু ইসলামী সরকার ব্যবস্থা হল একটি অনন্য পদ্ধতি তা গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, বা রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার ধরণ থেকে স্বাধীন।

প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মধ্যে প্রধানত পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়, সরকারী কার্যাবলীতে জনগণের হস্তক্ষেপ করার অধিকারের মাত্রার উপর। কোন রাষ্ট্রের সরকারী কার্যাবলীতে যত বেশী জনগণের হস্তক্ষেপ পাওয়া যাবে সে রাষ্ট্র ততই বেশী গণতান্ত্রিক হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ ইচ্ছা হল প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের খর্ব করা। ফলত, তিনি নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য ছাড়া বেশী কিছু হতে পারেন না। অন্যদিকে স্বৈরতন্ত্রে, রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার একচ্ছত্র ব্যবহার ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতা নিযুক্ত থাকে এক ব্যক্তির নিকট।

প্রশাসনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এমন ফল বয়ে আনতে ইচ্ছুক, যা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণকে তাদের কর্মকর্তাদের নির্বাচনের সুযোগ দেয় এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে এবং একই কাজগুলো ইসলামী সরকারও করে থাকে। যাহোক, যদি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের, বিশেষত প্রধান নির্বাহীর কাছে আশা করা হয় যে, তাঁরা ইসলামী আইন ও সংবিধান অনুসরণ করবেন (যেভাবে তা কোরান ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে)। এখানে নাগরিকগণ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মতো আইন তৈরী করে না। তারা শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করে, যাদের ইসলামী আইনের প্রশাসন ও প্রয়োগের জন্য দায়িত্বশীল মনে করা হয়। ইসলামে ভোটদানকারীগণ, কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে তার দপ্তর হতে অবসর প্রদান করতে পুনঃআহ্বান পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন না (অর্থাৎ কোন নির্বাচিত কর্মকর্তার মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে তাকে অবসর প্রদান), যদিও তাদের রয়েছে তাঁকে প্রথম স্থানে নির্বাচিত করার অধিকার। একবার যদি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সকল পুরুষ ও মহিলা ভোটারের নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর অফিসে অধিষ্ঠিত হন, তবে তাঁকে অব্যহতি দেয়া যাবে না, যদি তিনি মানসিক ভাবে তাঁর অফিসের সব কার্যাবলী পরিচালনা করতে অক্ষম না হন, বা অধিক বৃদ্ধ না হন, যেজন্য তিনি তাঁর সরকারী কার্যাবলী কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারছেন না, বা ইসলামী সংবিধান থেকে বিচ্যুত না হন। তবে এসবের যে কোন একটি কারণে, তাঁকে শান্তিপূর্ণভাবে অবশ্যই পদচ্যুত করা যাবে; যদি তিনি বিরোধিতা করেন, সর্বশেষ প্রক্রিয়া হিসেবে শক্তি প্রয়োগ কিংবা বিপ্লব করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

শেষত, সাধারণভাবে গৃহীত রাজনৈতিক ধারণার মাধ্যমে কেউ ইসলামকে গণতন্ত্র হিসেবে বর্ণনা করতে পারেন, যদি ইসলামী সরকার ব্যবস্থা ও সাধারণভাবে গৃহীত সরকার ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলোকে বিবেচনায় রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রধান নির্বাহী সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম নন, কারণ ইসলাম কোন স্বৈরতন্ত্র নয়। একই কথা বলা যেতে পারে যাজক, ধার্মিক মানুষ, কিংবা দেবতাদের বেলায়ও কারণ এটি কোন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রও নয়, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া, আইন নিজেও সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম নয়। এবং সবশেষে, *উম্মাহ্* এককভাবে সম্পূর্ণ সার্বভৌম নয়, কারণ, এ ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলাম গণতন্ত্রও নয়। বরং ar-Rayyes (১৯৭৯:৩৮৫) বর্ণনা করেছেন, তাঁর রচিত *an-Nazariyyat as– Siyasiyyah al–Islamiyyah* (ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বাবলী) গ্রন্থে, *উম্মাহ্* এবং *শরীয়াহ্* একত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম। তাই, পূর্বের পার্থক্যগুলো বিবেচনায় রেখে যদি আমাদের গণতন্ত্র ধারণাটিকে ব্যবহার করতে হয়, তবে কেউ ইসলামী ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে একটি মানবিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত গণতন্ত্র হিসেবে[১৭] বর্ণনা করতে পারেন। এসব গুণাবলীর সবগুলোই অবিচ্ছেদ্য এবং তাই সবগুলোকে হিসেবে রেখেই কেউ স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারেন যে, তারা একটি ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলছেন (পূর্বোক্ত; ৩৮৬)।

সারাংশ ও উপসংহার

ইসলাম সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনা পাশ্চাত্যের অপরিচিত কিছু ধারণার সূত্রপাত করতে পারে। এর কারণ হল যে, বিশ্বের সবকটি ধর্মের মধ্যে ইসলামই পাশ্চাত্যে সবচেয়ে কম অনুধাবিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বস্তুনিষ্ঠতার এ যুগে কিছু পাশ্চাত্য ছাত্র ও পণ্ডিত ইসলামকে প্রকৃতভাবে বর্ণনা করতে এবং বিশ্বে এর প্রভাব সম্পর্কে জানাতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই যাঁরা কিছুটা বৈষম্য, পক্ষপাত ও আত্মনিষ্টতা নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে লিখেছেন এবং তাঁদের বাহ্যিক আচরনে তা প্রকাশ করেছে[১৮] তাদের এসব ভ্রান্ত লেখার জবাব দেয়া বাধ্যতামূলক। কেউ হয়তো কিছু পাশ্চাত্য প্রাচ্য বিশারদদের বৈধতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন, যেভাবে একই পদ্ধতিতে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন একজন অপেশাদার ব্যক্তির মাধ্যমে করা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বৈধতার ব্যাপারে।

পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবাদ বিষয়ের কিছু পণ্ডিত ও ছাত্রের ইসলাম সম্পর্কে অপর্যাপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ অনুধাবনকৃত জ্ঞানের অভাব, এ গবেষণাকে একটি অগ্রবর্তী ও উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টায় পরিণত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, Philip Hitti তাঁর ইসলাম সম্পর্কিত বইয়ের জন্য খুবই আকর্ষণীয় একটি শিরোনাম গ্রহণ করেন, তা হল *Islam: A Way of Life*, কিন্তু তিনি অশুদ্ধভাবে উপসংহার টেনে বলেছেন যে, ইসলাম আধুনিকায়ন ও আধুনিক যুগের সাথে অসংগতিপূর্ণ[১৯]। সে জন্য অনেকেই দাবী করেন যে, ইসলাম ও বিশ্বের সব ধর্মই সেকেলে এবং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বে তাদের কোন ভূমিকাই নেই[২০]। T. B. Irving (১৯৭৮:১৭)-র মতে, Hitti হয়তো ইতিহাস পড়াতে পারেন এবং হয়তো সনাতন আরবী সাহিত্যও পড়াতে পারেন, কিন্তু তিনি একটি ধর্ম ও জীবনের উপায় হিসেবে ইসলামের শিক্ষা দিতে পারেন না, যদিও তাঁর লেখা এ বিষয়ের উপর একটি বই রয়েছে।

www.pathagar.com

সৌভাগ্যবশত, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামী শিক্ষার উপর গবেষণার ঝোঁক পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, এবং এখন অনেক নামকরা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় এগুলোকে তাদের শিক্ষার শৃঙ্খলায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। Arthur Jeffrey (১৯৬২:৮) পরামর্শ দিয়েছেন, ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা শুরু করার একটি বাধ্যতামূলক কারণ হল: 'এটি (ইসলাম) সম্পর্কে আমাদের বিচার বিবেচনার ভিত্তি হয়েছে ভুল'। তিনি স্বীকার করেন যে:

> হয়তো আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে আগ্রহী হওয়া উচিৎ, কিভাবে এটি (ইসলাম) তার নিজস্ব সমাজে কার্যকর থাকে, এবং বিচার বিবেচনাও করা উচিৎ, কিভাবে এটি ঐ পরিবেশের প্রেক্ষিতে জনগণের নির্দিষ্ট সব চাহিদাগুলো পূরণ করে। ইসলাম সব সময় দাবী করে যে, এটি জীবনের বাস্তব উপায় শিক্ষা দেবার মাধ্যমে একটি বাস্তব ধর্মে পরিণত হয়েছে।

ইসলামকে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও বিশেষত প্রশাসনিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানুষের ভূমিকা অনুধাবন করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ বইটি লিখিত হয়েছে; যেখানে পরবর্তীতে ফিরে আসব।

প্রথম অধ্যায়ের টীকা

পাশ্চাত্যের অতি সাধারণ ও গড়পড়তা লোকজনের জন্য এ অনুচ্ছেদটি এখানে বিশ্লেষণ করা দরকার কারণ মাত্র বিশ বছর আগে পাশ্চাত্যে ইসলাম কিভাবে পরিচিত ছিল সে সম্পর্কে এখানে বর্ননা রয়েছে, যা আমেরিকান অয়েল কোম্পানীর প্রাক্তন এক অফিসারের স্মৃতি থেকে গৃহীত হয়েছে :

> Long Island -র আরামকো স্কুলে (Arabian Amcrican Oil Company) অবস্থানের প্রথম সপ্তাহে আমাদের আরব বিশ্ব সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলো। প্রশ্নটি ছিল 'ইসলাম কি?' এবং 'মহানবী মুহাম্মদ (স.) কে ছিলেন?' যার কিছু মজার উত্তর দেয়া হয়েছিল। আমাদের এক সদস্য উত্তর দিল, 'ইসলাম ছিল একটি ভাগ্যের খেলা যা ব্রীজ খেলার ন্যায়'। অন্য একজনের বিশ্বাস ছিল যে, 'ইসলাম হল আমেরিকান রাজমিস্ত্রিদের একটি সংগঠন যারা অদ্ভুদ সব ডিজাইনের পোষাক পড়ে'। মহানবী মুহাম্মদ (স.) ছিলেন তার মতে ঐ ব্যক্তি 'যিনি The Arabian Night লিখেন'। অন্য একজন বললেন, তিনি ছিলেন 'একজন আমেরিকান নিগ্রো মন্ত্রী যিনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে ঐশী পিতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন'। অধিক যুক্তিযুক্ত একটি উত্তর পাওয়া গিয়েছিল আমাদের অন্য এক সদস্যের কাছ থেকে যিনি বলেন মুহাম্মদের (স.) সাথে একটি পাহাড়ের কিছু বিষয় ছিল নিষ্পত্তি করার। তিনি হয়তো পাহাড়ের কাছে গিয়েছিলেন বা পাহাড় তাঁর কাছে এসেছিল।

www.pathagar.com

Grant C. Butler লিখিত King and Camels, যা ১৯৬০ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত, দেখুন পৃষ্ঠা ১৬-১৭। উদ্বৃত হয়েছে Peter Mansfield লিখিত, *The Arabs,* ১৯৭৮ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে Penguin Books থেকে প্রকাশিত. পৃষ্ঠা ৪৯২।

বিশ বছর পরে ইসলাম সম্পর্কে অন্য একটি বিরক্তিমূলক বিবৃতি পাওয়া যায় এমন একজনের কাছ থেকে যিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উচ্চপদস্থ একজন নির্বাহী। তখনকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট Ronald Reagan *'টাইম ম্যাগাজিন'* এর সাথে এক সাক্ষাৎকার দেন (১৭ নভেম্বর, ১৯৮০ পৃ. ৩৭), তাঁকে উদ্বৃত করে তিনি বলেন:

> ১. [মধ্য প্রাচ্য] হল সিদ্ধ করার পাত্র, এবং পরবর্তীতে আমরা এমনকি আক্ষরিক অর্থে, একটি ধর্ম যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখতে পাব, কারণ মুসলিমগণ এমন একটি ধারণায় ফিরে যাচ্ছে যে, বেহেস্তে যাবার পথ হল খ্রীষ্টান বা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করে জীবনকে উৎসর্গ করা।

আমেরিকান সাহিত্যে বিশেষত গণমাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কিত যুগোপযোগী সমালোচনা সম্পর্কে জানার জন্য, দেখুন Edward W. Said লিখিত, *Covering Islam: How the Media and the Expert Determine How We see the Rest of the World* শিরোনামের বইটি, যা ১৯৮১ সালে New York, Pantheon Books থেকে প্রকাশিত।

২. ব্যাপক ও সমালোচনামূলক আলোচনার জন্য, দেখুন Edward Said লিখিত, *Orientalism* বইটি, যা ১৯৭৮ সালে New York, Pantheon Books থেকে প্রকাশিত এবং তাঁর লিখিত নিবন্ধ, 'Islam, Orientalism and the West' (*Time,* 16 April, ১৯৭৯, পৃ. ৫৪), যাতে তিনি প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, 'সার্বিক অবহেলা স্থায়ী হয়েছিল, যখনই তা ভিন্ন কোন চাপের মধ্যে পড়ে তখনই তা অনূদিত হয়ে আধিপত্যের প্রচেষ্টার দিকে ধাবিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রাচ্যবাদের ভিত্তির উত্তরাধিকারভূক্ত এবং তারা তা সমালোচনাহীনভাবে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়, গণমাধ্যম, জনপ্রিয় সংস্কৃতি, উপনিবেশিক নীতিতে প্রতিফলিত করে। তাদের ছায়াছবি ও কার্টুন ছবিতে মুসলিম আরবগণ, উদাহরণস্বরূপ, হয়তো রক্তপিপাসু লোক, কিংবা বক্র-নাসিকাযুক্ত কামুক ধর্ষক হিসেবে উপস্থাপিত হয়।'

সবশেষে দেখুন হামিদ আলগার, লিখিত 'The Problem of Orintalists' যা প্রকাশিত হয়েছে *The Muslim,* ভলিউম ৭, নং-২, Chesterfield, নভেম্বর ১৯৬৯; পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে *Al-Ittihad,* ভলিউম ৭, নং ১ (মার্চ ১৯৭০), পৃ. ১৪-১৮।

৩. এটা খুবই মজার যে, Michael H. Hart তাঁর বিখ্যাত বই, *The 100: A Ranking of the Most Influential Person in History*-তে মহানবী

www.pathagar.com

মুহাম্মদকে (স.) 'এক নাম্বার' এ স্থান দিয়েছেন। Dr. Hart বলেন যে, যীশুর উপরে মহানবী মুহাম্মদকে (স.) স্থান দেবার কারণ হল, ব্যাপক ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস যে, খ্রীষ্টান ধর্মের সংগঠনের ক্ষেত্রে যীশুর ভূমিকার চেয়ে মুসলিমদের ধর্মকে সংগঠনের ক্ষেত্রে মহানবী মুহাম্মদের (স.) ভূমিকা অনেক বেশী ছিল' (Hart, ১৯৭৮: ২৮)। তিনি আরও বলেন, 'মুহাম্মদকে (স.) বিশ্বের সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারকারী লোকদের তালিকার প্রথমে স্থান দেবার কারণে অনেক পাঠক হয়তো আশ্চার্য্যান্বিত হতে পারেন এবং অনেকে প্রশ্নও তুলতে পারেন, কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিৎ, তিনিই ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বোতভাবে ধর্মীয় ও বস্তুবাদী স্তরের উভয় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছিলেন' (১৯৭৮: ৩৩)।

৪. শেষ দিনের ব্যাপারে, ইসলামে Eschartological বিশ্বাস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এরকম শিক্ষা ইসলামে ব্যাপক। (প্রকৃতপক্ষে, কোরানে '*দিন*' শব্দটি ৩৪৮ বার উচ্চারিত হয়েছে, তার সবকটিতে কোন না কোনভাবে মৃত্যু পরবর্তী শেষ দিনের কথা বলা হয়েছে)। অনেকে শেষ দিন বলতে 'পুনরুত্থান দিন' -কে বুঝাতে চেয়েছেন বা 'কবর থেকে উত্তোলনের দিন' (কোরান, সূরা ২: আয়াত ৮৫); 'হিসাবের দিন' (কোরান, সূরা ৪০: আয়াত ২৭); 'জাগ্রত হবার দিন' (কোরান, সূরা ৩: আয়াত ৫৬); 'শেষ বিচারের দিন' (কোরান, সূরা ১: আয়াত ৩); 'একত্রিত হবার দিন' (কোরান সূরা ১১: আয়াত ১০৪); 'শেষ ঘন্টা' (কোরান, সূরা ৫৪, আয়াত ১); এবং 'সিদ্ধান্তের দিন' (কোরান, সূরা ৭৭: আয়াত ১৩-১৪)।

৫. উদাহরণস্বরূপ, জানুয়ারির প্রথম দিন সময়গুলো হল পর্যায়ক্রমে ৬:০৮ এ.এম., ১২.১৮ পি.এম., ২.৫৩ পি.এম., ৫.১১ পি.এম., এবং ৬.২৭ পি.এম. (Raleigh, North Carolina time)।

৬. এ শব্দটি *সাদাকাহ্* শব্দটির বহুবচন, যার শুধুমাত্র ভিক্ষা দান বা বদান্যতার চেয়েও ব্যাপক একটি অর্থ রয়েছে। মহানবী (স.) এক হাদীসে বলেন যা আল বুখারীর বর্ননা করেন:

> মানুষের প্রতিটি যুক্তাংশের প্রতিদিন সূর্য উঠার পর অবশ্যই একটি দানের কাজ করা দরকার, জনগণের জন্য যে কোন কিছু করাই হল বদান্যতা বা দান; কোন লোককে তার চাওয়া অনুপাতে সাহায্য করা, তার প্রয়োজনকে পূরণ করে দেয়া বা ঐ কাজের প্রতি তার আগ্রহকে সম্পাদন করে দেয়া ইত্যাদি অবশ্যই দানশীল কাজ; একটি ভাল কথা বলা দানের কাজ, (মসজিদের দিকে) নামাজের জন্য প্রতি পদক্ষেপ দানশীলতার কাজ এবং রাস্তা থেকে কোন ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে দেয়াও দানশীল কাজ (*an-Nawawi'-র চল্লিশ হাদীস*, ১৯৭৭:৮৮)।

৭. ইসলামী আদর্শের মূল স্তম্ভ হল *শরীয়াহ্* এবং আধুনিক সময়ে *শরীয়াহ্* তুলনামূলক আন্তর্জাতিক আইনের চার উৎস যেমন ফেন্স আইন, জার্মান আইন, ব্রিটিশ আইন ও

www.pathagar.com

ইসলামী আইনেরও একটি স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত।

৮. ইসলামী আইনের গৌণ উৎসসমূহ হল:

ক. *ইজমা* ও *ইজতিহাদ*। নির্দিষ্ট বয়স বা বংশধরের একদল মুসলিম *মুজতাহিদের* কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা আইনগত সমস্যার ক্ষেত্রে কোন ঐক্যমতকে বলা হয় *ইজমা*। তাদের ঐক্যমত আইনে রূপ নেয় কিন্তু তা চিরস্থায়ী নয়, কারণ পরবর্তী বংশধর বা অনুসারী *মুজতাহিদগণ* তা অতিক্রম করতে পারেন।

খ. *কিয়াস*। এটা হল কোন বিদ্যমান বিষয়ের ক্ষেত্রে মানুষের সাদৃশ্যপূর্ণ যৌক্তিক তুলনা যে বিষয়ে ইতিমধ্যে কোন নির্দিষ্ট আইন রয়েছে বা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

যা হোক, এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, এ দু'টি উৎসের কোনটিই কোরান কিংবা সুন্নাহ্‌র কোন নির্দেশকেই অতিক্রম করতে পারবে না। তাছাড়া, এসব গৌণ উৎসসমূহ হয়তো ইসলামী আইন বিদ্যায় কোন মুসলিম পণ্ডিত কর্তৃক কম গুরুত্বসহকারে বিবেচিত কিংবা বর্জিতও হতে পারে।

৯. উদাহরণস্বরূপ, Robert Roberts লিখিত, *The Social Laws of the Quran*, যা ১৯৭১ সালে London, Curzon Press থেকে প্রকাশিত এবং Gustav E. von Grunebaum লিখিত, *Medieval Islam*, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৩ সালে Chicago University Press, Chicago থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ হলেন কোরানের স্রষ্টা এবং লেখক। এ দাবী খণ্ডনের জন্য একটি উত্তম ব্যাখ্যামূলক আলোচনার জন্য দেখুন, Maurice Bucaille লিখিত, *The Bible, The Quran and Science : The Holy Scriptures Examined is the Light of Modern Knowledge*, যা ১৯৭৮ সালে American Trust Publication, Indianapolis, Ind. থেকে প্রকাশিত। তিনি উপসংহার টেনে বলেন, 'মুহাম্মদের (স.) সময়কার জ্ঞানের স্তরের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, এটি গ্রহণযোগ্য নয় যে, কোরানের অনেক বিবৃতি যা বিজ্ঞানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত তা কোন মানুষের পক্ষে প্রদান করা সম্ভব'। তাছাড়াও কোরানকে একটি ঐশীগ্রন্থ বলার ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র যুক্তি নয়, বরং আরও ভালভাবে বলা যায় যে, কোরানের পবিত্রতার গ্যারান্টির ব্যাপারে যা কোরান প্রকাশ করেছে সে বিচারে এবং এতে যে বৈজ্ঞানিক বিবৃতি রয়েছে তার বিচারে এটি শ্রেষ্ঠ, কেননা যখন আমরা বর্তমানে ঐ বিবৃতিগুলো গবেষণা করি তখন দেখা যায় যে, মানবিক ভাষায় সে সবের ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ'। (পৃষ্ঠা ২৫১-২)

১০. তারিখ গণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে; হিসেবে প্রথম তারিখ হল ইসলামী বর্ষ (AH = হিজরী পরবর্তী); দ্বিতীয় তারিখটি হল খ্রীষ্টিয় বর্ষ (AD)। যদি হিসাবটি ২৪/৬৪৪–৩৭/৬৫৬ হয় তবে তার অর্থ হল:

AH ২৪-৩৭; AD ৬৪৪-৬৫৬

www.pathagar.com

১১. এ প্রসঙ্গে দেখুন William E. Hocking লিখিত, *The Spirit of World Politics, with Special Studies of the Near East,* যা ১৯৩২ সালে The Macmillan Company, New York থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৪৫৭-৮।

১২. রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে পৃথকীকরণ সংক্রান্ত প্রাথমিক একটি লেখা হল Ali Abdur Razi লিখিত অতি বিতর্কিত *Islam and the Principles of Government* নামক গ্রন্থটি, যা ১৯২৫ সালে প্রথম কায়রো থেকে আরবীতে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে যা বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল তা হল Shaikh Ali Abdur Razi ছিলেন কায়রোর Al-Azhar Islamic University-র একজন গ্রাজুয়েট। পরে তিনি এ বইটি অস্বীকার করেন এবং জনসমক্ষে অনুতাপ প্রকাশ করেন।

এ শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে আরও রয়েছেন সিরিয়ার Abdur Rahman al-Kwakbi; তিউনিসিয়ার Al-Tahir Al-Haddad; লেবাননের Sati Al-Husari; এবং মিশরের Mahmud Mazhar, Azmi, Ahmad Lutfi Assayyed, M. Hussain Haykal, Mansour Fahmy এবং বিশেষত Taha Hussain। তারা ছাড়াও প্রায় এক ডজন নামকরা আরব খ্রীষ্টান বুদ্ধিজীবি একই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তা হল 'আরব জাতিয়তাবাদ আন্দোলন', যা কখনই আরবদের একক আদর্শ হিসেবে অর্জিত হতে পারে নি। এ বিষয়টি রাজনৈতিক উন্নয়ন শিরোনামে, তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. ইহুদীবাদ ও খ্রীষ্টান ধর্মে তাদের বস্তুবাদের ধারার সাথে সংযুক্তি ও নাস্তিকতাবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তারের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টার অক্ষমতার ব্যাপারে কোন গোপনীয়তা নেই। তাদের উভয়ই এখানে সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত এবং এক দশক থেকে পরের দশকে কেউ নিশ্চিতভাবে দেখবেন যে, কত করুনভাবে তারা এ স্রোতধারার প্রতি তাদের প্রতিরোধ কমিয়ে দেবে যা সবকিছুকে ছাড়িয়ে যাবার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে (Maurice Bucaille, *The Bible, The Quran and Science,* P– 117)।

১৪. কোন পাঠক হয়তো চিন্তা করতে পারেন আমি যুক্তি প্রদর্শন করছি যে, বিশৃঙ্খলা বিশ্বব্যাপী একটি ইসলামী সমাজেই দূরীভূত হতে পারে, এবং তারা আমার সাথে একমত হবেন যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে মনে করে কল্পিত একটি বিষয় হিসেবে। ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে, এর সহজ উত্তর হল, এ কল্পনা মহানবী (স.) ও তার সঠিকভাবে পরিচালিত চার খলীফার আমলে ১/৬২২ থেকে ৩৯/৬৫৯ সময়কাল পর্যন্ত (কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া) বাস্তবেই বিদ্যমান ছিল।

১৫. যদিও ইসলামী রাষ্ট্র ধর্মীয় পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ও তাদের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত এবং যদিও এটি ইসলামী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার জন্য গুরোত্বারোপ করে, তথাপি এর অফিসারগণ পাশ্চাত্যের পুরোহিততন্ত্রের ও পাদ্রীদের

www.pathagar.com

ধারণার মত নয়। এবিষয়ে এই গবেষণার অন্য একটি অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. শুধুমাত্র একটি উদাহরণের জন্য, দেখুন Yale Divinty Schoal এর William Muehl লিখিত, *Mixing Religion and Politics: The Urgency and the Way*, যা ১৯৫৮ সালে Association Press, New York থেকে প্রকাশিত এবং দেখুন ১৯৫৬ সালে একই স্থান থেকে প্রকাশিত লেখকের *Politics for Christians* গ্রন্থটি।

১৭. ইসলামী গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক একটি চিত্র সম্পর্কে জানার জন্য, দেখুন 'The Ayatollah's View of Islamic Democracy', যা ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৯ *The Washington Post* এ প্রকাশিত পৃ.: C 4।

১৮. এ রকম লেখকদের একটি ব্যাপক তালিকার জন্য, দেখুন Edward Said (১৯৭৮) এবং Hamid Algar (১৯৬৯), পূর্বোক্ত।

১৯. দেখুন তাঁর বই *Islam: A way of Life*-র শেষ অধ্যায়, 'Confrontation with Modernity', যা ১৯৭০ সালে The University of Minnesota Press, Minneapolis থেকে প্রকাশিত। তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন, কিন্তু তা যোগ্যতা বা প্রমাণপত্র ছাড়া, দেখুন পৃ. ১৮৩, বলা হচ্ছে যে,

> ইসলাম সে রাষ্ট্র যাকে প্রথমে পাশ্চাত্যের আক্রমণের কাছে নতী স্বীকার করতে হয়েছিল; ইসলামই সে ধর্ম যা সর্বশেষ। এমনকি এ ধর্মে একটির পর অন্যটির ব্যবহার ভয়ের ব্যাপার ছিল। দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়া, পুরো একমাস রোজা রাখা, *যাকাত* প্রদান, পবিত্র শহরগুলোতে তীর্থে গমন, সব বিভিন্ন মাত্রায় *আধুনিক সমাজের চাহিদার সাথে অসংগতিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল*।

২০. এ বিষয়টি সম্পর্কে একটি ব্যাপক আলোচনার জন্য, দেখুন Muhammad Qutb লিখিত গ্রন্থ, *Islam, the Misunderstood Religion*-র প্রথম অধ্যায় (Is Religion Antigquated'?), যা ১৯৬৭ সালে Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Kwait থেকে প্রকাশিত, পৃ. ১৯- ৬১।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২

মানুষ ও উন্নয়ন: মানব প্রকৃতির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

অনেক সমাজ বিজ্ঞানী একমত হয়েছেন, যে কোন জাতির উন্নয়নের অনুঘটক হচ্ছে মানুষ নিজেই।[১] মানুষের জন্যই উন্নয়ন; যদি উন্নয়ন মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয় তবে সে উন্নয়ন অর্থহীন।

মানুষের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে বিভিন্ন রকম উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করে তা তাদের সমাজের দর্শন ও সংস্কৃতির মধ্যেই লুকায়িত। উদাহরণস্বরূপ, যে সমাজের মানুষ জড়বাদী তাদের উন্নয়ন কৌশল, পারলৌকিক মূল্যবোধের উপর জোর দেয় এমন সমাজের মানুষের উন্নয়ন কৌশলের চেয়ে ভিন্ন। যে সমাজ মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কল্যাণই পূরণ করতে চায়, তাদের উন্নয়নের জন্য তৃতীয় একটি কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, মুসলিম বিশ্বের তাত্ত্বিক ও অনুশীলনকারীদের ভবিষ্যত উন্নয়ন কর্মপন্থা ও পরিকল্পনা তৈরীর জন্য মানুষ সম্পর্কিত ধারণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বস্তুত, এ ধরনের একটি ধারণা ছাড়া এরকম কাজ হাসিল করা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন।

এ অধ্যায়ে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানব প্রকৃতি তথা মানুষের মৌলিক কার্যাবলী, তার দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, তার ইচ্ছা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে তার সম্পর্ক, তার রাজনৈতিক চরিত্র ও সামাজিক আচরণ এবং একটি সম্পূর্ণ বিধান হিসেবে ইসলাম কিভাবে এ বিষয়গুলোকে দেখছে, এ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু এ গবেষণা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেহেতু এখানে অন্যান্য (পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য) কোন ব্যবস্থার সাথেই কোনরূপ তুলনামূলক বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়নি।

মানব প্রকৃতি[২]

John Dewey তাঁর, *Human Nature and Conduct* বইয়ের শুরুতেই যুক্তির সাথে দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্য বিদ্যায় মানব প্রকৃতিকে সন্দেহ, ভয় এবং তিক্ততার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে, তবে সেটা যখন মৌলিকত্ব ও বাস্তবতার মাঝে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তখন খুবই আগ্রহের সাথে তাকে মানুষের কর্মদক্ষতার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়েছে। এটা অনুমিত হয় যে, মানব প্রকৃতির সহজাত দুর্বলতা না থাকলে, নৈতিকতা বাহুল্য প্রতীয়মান হত। Dewey (১৯৫৭:১) পশ্চিমা লেখকদের সম্পর্কে বলেন, 'কিছু লেখক বেশ আনন্দের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য পূর্বক যেসব ধর্মতত্ত্ববিদগণ মানুষকে ঐশ্বরিক ভাবনার

www.pathagar.com

প্রতি সম্মানবোধ প্রদর্শনের শিক্ষা দেন, তাদের প্রতি দুর্নাম আরোপ করেছেন। সে ধর্মতত্ত্ববিদগণ সন্দেহাতীতভাবে প্যাগান ও ইহুবাদীদের তুলনায় অধিকতর অন্ধকার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।'

এর সাথে বিপরীত ধারণা পোষণ করে M. Asad (১৯৪৭:১৯,২০) ইসলামের দৃষ্টিতে মানব প্রকৃতির সংক্ষিপ্তসার নিম্মোক্তভাবে তুলে ধরেন:

> সব ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঘোষণা করে যে, আমাদের পার্থীব জীবনেই ব্যক্তির পূর্ণতা অর্জন সম্ভব। ইসলাম এ পূর্ণতা স্থগিত করে না, যতক্ষন না তথাকথিত 'দৈহিক' কামনা বাসনা অবদমিত করা হয়, যা খ্রীষ্টানদের শিক্ষায় নেই; কিংবা ইসলাম হিন্দু ধর্মের পুন: পুন: প্রক্রিয়ায় পুনঃজন্মে উচ্চতর স্থান লাভের ধারাবাহিকতাকে সমর্থন করেনি; ইসলাম বৌদ্ধ ধর্মমতকেও সমর্থন করেনি, যেখানে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পন্থা হল ভূ-মণ্ডলের সাথে ব্যক্তির আবেগময় সম্পর্ককে ধ্বংস করা। না – : ইসলাম জোরালোভাবে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে যে, মানুষ তার পার্থিব জীবনের সব সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়েই পূর্ণতা হাসিল করতে পারে।

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে কমপক্ষে তিনটি মতাদর্শ রয়েছে। একটি মতাদর্শের ভিত্তি হল 'নৈতিকতা, যা মানুষের আভ্যন্তরীন স্বাধীনতা থেকে উদ্‌গত হয়। যা রহস্যময়ভাবে ব্যক্তিত্বের সাথে যুক্ত।' এ মতাদর্শ সমর্থন করে যে, পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হল মানুষের নিজের অন্তরকে পবিত্র করা এবং যখন পরিবর্তনের এ বিধান সম্পন্ন হবে তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিজেই তাকে অনুসরণ করবে (Dewey, ১৯৫৭)।

দ্বিতীয় মতাদর্শ হল, এমন যা কোন আভ্যন্তরীন শক্তির অস্তিত্ব, নীতিবোধ এবং নৈতিকতাকে অস্বীকার করে। এটি লালন করে যে, মানুষ তার পরিবেশের বাহ্যিক শক্তি দ্বারা গড়ে উঠে, মানুষের প্রকৃতি হল পুরোপুরি নমনীয় এবং এ বিধান যতক্ষণ না পরিবর্তিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই করা সম্ভব হবে না। দৃশ্যত, এ দৃষ্টিভঙ্গি নৈরাজ্যজনক অবস্থায় ফলাফল ত্যাগ করে বদান্যতা ও আভ্যন্তরীন সততার উপর গুরুত্বারোপ করে, ফলে তা পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য মানুষের কাজ করার ক্ষমতার উপর কোন গুরুত্বারোপ করেনি (Dewey, ১৯৫৭)।

উপরোক্ত তত্ত্ব দু'টির বিকল্প হিসেবে John Dewey (১৯৫৭:১০) নিজেই লিখেন: 'সব পথ নিদের্শই মানব প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করে'। তিনি আরও বলেন, মানুষের অগ্রগতি দু'টি উপায়ে অগ্রসর হয় এবং সে ধরনের মিথষ্ক্রিয়ায় স্বাধীনতা লাভ করা যায়, যেখানে একটি পরিবেশে মানুষের ইচ্ছা ও পছন্দকে গণ্য করা হয়: 'তাছাড়াও মানুষের সাথে সত্যের শক্তি নিহিত আছে।' Dewey কি বলছেন তা অত্যন্ত পরিষ্কার, তা হল ব্যক্তির ইচ্ছা পরিবেশ থেকে আলাদা কিছু নয়, মানব প্রকৃতি প্রকৃতিরই অংশ এবং আমরা যারা মানব সম্প্রদায় তারা পরিবেশেরই অংশ' (পূর্বোক্ত)।

www.pathagar.com

মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত এ তত্ত্বগুলো কিংবা অন্য কোন তত্ত্ব সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। Plato ও Aristotle থেকে Ibn Khaldun, Freud এবং Gardiner পর্যন্ত অনেকেই মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাপক ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব দিয়েছেন; কিন্তু মানুষ কোন না কোন ভাবে এসব ইন্দ্রজালিক ও সুক্ষ্ম তাত্ত্বিক কাঠামোকে ভুল প্রমাণ করেছে (Parwez, ১৯৬৮)।

কোরানের বাণীতে মানুষের কিছু অনমনীয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ ভাল কিংবা মন্দ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে না, কিন্তু ক্ষমতা ও স্বাধীনতা তাকে ভাল কিংবা মন্দে পরিণত করে। সে যদি এ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নৈতিক ও দৈহিক উন্নতি লাভ করতে পারে, তাহলে তাকে বলা হয় ভাল। অন্যদিকে, সে যদি মানব জাতির জন্য বিভিন্নভাবে ক্ষতিকর সম্পদের প্রাচুর্য ও অপপ্রয়োগের বিষয়টি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়, তখন তাকে বলা হয় খারাপ। এটাই সে দৃষ্টিভঙ্গি যার মাধ্যমে আমাদের উচিৎ, মানুষের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রচেষ্টাকে মূল্যায়ন করা, আর তা হল ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি। এজন্য মুসলিম পণ্ডিতদের গবেষণায় সিরাতুল মোস্তাকিমের পথ হিসেবে '*ওহী*' বা স্বর্গীয় বাণীর উপর গুরুত্বারোপ করা এবং এর চির বিশ্বস্ততার আলোকে আত্ম-উপলব্ধি অর্জনের উপায় খুঁজে বের করা এবং মানুষের জ্ঞান ও ভাগ্যকে এগিয়ে নেয়া দরকার। C. G. Ahmad Parwez (১৯৬৮:১১২)-র ভাষায়:

> *ওহী* দ্বারা নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মানুষ চূড়ান্তভাবে *মুমীনের* মর্যাদা হাসিল করতে পারে। একজন *মুমীন* (বিশ্বাসী) স্বয়ং শান্তিতে থাকেন এবং বিশ্বকেও শান্তিতে রাখেন, কেননা তিনি সাফল্যের সাথেই তাঁর আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক দ্বন্দ্ব সমাধান করতে পারেন। *ওহী* মানুষের মন ও মানব সমাজের মাঝে ঐক্যের বন্ধনকে প্রদর্শন করে। [কোরানের] বাণীতে সাধারণভাবে মন্দ বলে তাকেই বুঝানো হয়েছে, যে স্বর্গীয় বাণীকে অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছার অনুসরণ করে, তার অধিকতর ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী।

এভাবে এতেও গুরুত্বারোপ করা উচিৎ যে, যেখানে মানব প্রকৃতির একটি চূড়ান্ত কাঠামো এবং কঠোর নিয়ন্ত্রিত আচরণ রয়েছে, যার জন্য মানুষ তার প্রকৃত পছন্দ করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয় সে ধরণের মতকে কোরান চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, আল্লাহ্ আমাদের স্মরণ করে দেন যে, আল্লাহ্ মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সে প্রকৃতি অনুসারে পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিকেও সৃষ্টি করেছেন (কোরান, সুরা ৩০: আয়াত ৩০)। মানুষকে বলা হয় 'দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে' (কোরান, সূরা ৪: আয়াত ২৮); 'দ্রুত করে সৃষ্টি করা হয়েছে' 'যাতে সে দ্রুততা প্রিয় হয়' (কোরান, সূরা ১৭: আয়াত ১১); 'অকৃতজ্ঞ' বা 'অ-খুশী' (কোরান, সূরা ১৭: আয়াত ৬৭); 'পরধনলুলোপ' বা 'হিংসুক প্রকৃতির' (কোরান, সূরা ১৭: আয়াত ১০০);

www.pathagar.com

'ধৈর্য্যহারা' বা 'উদ্বিগ্ন' (কোরান, সূরা ৭০: আয়াত ১৯); 'অন্যের দোষ অনুসন্ধানকারী' বা 'কলহপ্রিয়' (কোরান, সূরা ১৮: আয়াত ৫৫), এবং 'একজন জালিম' ও 'মূঢ়' (কোরান,সূরা ৩৩: আয়াত ৭২) হিসেবেও সৃষ্টি করা হয়েছে।

Parwez (১৯৬৮:১১১) সমাপ্তি টেনে বলেন:

> সত্য বিষয়টি হল মানব প্রকৃতির মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই, যা ইন্দ্রিয়ের মাঝে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতি দ্বারা আমরা সম্পত্তিকে বুঝতে পারি, যা শুরুতে আইনগতভাবে কোন বস্তুতে পরিণত হয় এবং নিজের জন্য ঐ প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিজেকে বৈশিষ্ট্যায়িত করে। এটাই এর নিজস্ব প্রকৃতি যে, সে নিজের আচরণকে নির্দিষ্ট করে, এখানে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই নেই যে এটি তার নিজস্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।

অন্যদিকে কোরান বলছে, মানুষ নীতি সচেতন সৃষ্টি, ভাল ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং যে কোন একটিকে সে গ্রহণ করতে স্বাধীন। স্বাভাবিকভাবে মানুষের মাঝে ভাল এবং মন্দ পার্থক্য করার নির্দেশনা নেই, কোরান বলছে মানুষ *শা'র* (মন্দ) ও *খায়ের* (ভাল) উভয়ের জন্যই প্রার্থনা করতে পারে (কোরান, সূরা ১৭: আয়াত ১১)। তাই বলে মানুষ যদি ভাল মন্দ পার্থক্য করতে সক্ষম হতো এবং ঐশ্বরিক নীতিমালা ছাড়াই ভুল থেকে সঠিক পথকে পৃথক করতে পারত, তাহলে নবীদের জীবনের পুরো সময় কালের কোন গুরুত্বই থাকতো না। কোরান সহজভাবে বর্ণনা করছে যে, মানুষের ভাল বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে তার সিদ্ধান্তের উপর:

> মানব প্রকৃতির এবং সে সত্তার শপথ যিনি একে সুবিন্যস্ত করেছেন। পরে এর পাপ ও এর পরহেজগারী তাঁর প্রতি ইলহাম করেছেন। নি:সন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফ্‌সের পবিত্রতা বিধান করল, এবং ব্যর্থ হল সে, যে তার আত্মাকে কলুষিত করল (কোরান, সূরা ৯১: আয়াত ৭-১০)।

মানুষের প্রকারভেদ

পবিত্র কোরানে উপরোক্তভাবে বা আরও অন্যভাবে অন্তত ৩৯১টি দৃষ্টান্তের[৩] মাধ্যমে মানুষকে নিদের্শনা দেয়া হয়েছে। যা হোক, মুসলিম পণ্ডিতগণ মনে করেন, মানব সম্প্রদায় সাধারণত তিনটি ধারায় বিভক্ত। একটি ধারা হল যারা শুধুমাত্র এ পৃথিবী ও তার আনন্দের জন্য বেঁচে থাকে। তারা তাদের বিশ্বাস ও কর্মে বস্তুবাদী। কোরান এদেরকে '*দাহরিয়িন' বা 'দাহরিয়াহ'-র* অনুগামী হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যারা একটি বস্তুবাদী, নাস্তিকতাবাদের অনুসারী, এবং পরকালে বিশ্বাস করে না, যেখানে তাদের ভাল মন্দ সব কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এদের সম্পর্কে কোরানে বলা হয়েছে: 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, যেখানে আমরা মৃত্যুবরণ করছি, বেঁচে আছি এবং আমরা (পুনরায়) জীবিত হবো না' (কোরান, সূরা ২৩: আয়াত ৩৭)।

www.pathagar.com

মানব জাতির দ্বিতীয় শ্রেণীটি হল, যারা সবচেয়ে বৃহৎ, তারা নিজেদের বিশ্বাস সম্পর্কে দ্বিধান্বিত এবং তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কোরান তাদেরকে 'পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ' হিসেবে বর্ণনা করেছে:

> হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলুন: আমরা কি তোমাদের বলব নিজেদের আমলের দিক থেকে সবচেয়ে ব্যর্থ ও অসফল লোক কারা? তারা হল সে সব লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের সব চেষ্টা ও সাধনা সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। আর তারা বুঝতে থাকে যে, তারা সঠিক কাজটিই করেছে। এরা সেসব লোক, যারা তাদের খোদার নির্দেশনাগুলো মানতে অস্বীকার করে এবং তাঁর নিকট পুনরায় উপস্থিত হবার বিষয়ও অবিশ্বাস করে। এ কারণে তাদের সব আমল নিষ্ফল হয়ে গেল। কেয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে কোন গুরুত্বই দেব না। (কোরান, সূরা ১৮: আয়াত ১০৩-১০৫)

এ ধরনের লোকদের (যদিও তাদের কিছু সংখ্যক খোদা ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং নিয়মিত উপাসনায় যায়) দৈনন্দিন কাজকর্মের সাথে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পুরোপুরি আলাদা।

তৃতীয় প্রকার মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তারাই, যারা দুনিয়ার বিস্তৃত জীবনকে পরকালের শষ্যক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইসলামের আলোকে এ শ্রেণীর লোক *মু'মিনীন* (বিশ্বাসী), যাঁরা দুনিয়াবী জীবনকে উৎকৃষ্ট ও অর্থবহ করে তুলে যাতে পরকাল ও দুনিয়ার মাঝে একটি সম্পর্ক তৈরী হয়। কোরান এ শ্রেণীর লোকদেরকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেনি যারা বলে: 'আমাদের খোদা! দুনিয়াটা আমাদের দিয়েছে', এবং পরকালে আর কোন জীবন নেই। কিন্তু কোরানে বলা হচ্ছে:

> আর কেহ বলে: 'হে আমাদের খোদা, আমাদের এ দুনিয়ার কল্যাণ দাও এবং পরকালেও আমাদের কল্যাণ দাও, আর আমাদের জাহান্নামের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। (কোরান, সূরা ২: আয়াত ২০১)

অন্য এক জায়গায় আরো সুন্দর ভাবে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে স্মরণ করে দিচ্ছেন:

> আল্লাহ্ তোমাদের যা দিয়েছে, তা দিয়ে পরকালের ঘর বানানোর চেষ্টা কর, এবং অবশ্যই দুনিয়া হতেও নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলো না। (কোরান, সূরা ২৮: আয়াত ৭৭)

এবং চূড়ান্তভাবে কোরান মানুষকে তার চিন্তা ও বিবেচনাকে কাজে লাগাতে বলে:

> দুনিয়ার এ জিন্দেগী একটি ক্রীড়া ও তামাসার ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়, প্রকৃতপক্ষে পরকালের স্থান তাদের জন্য মঙ্গলময়, যারা আজ ধ্বংসের গ্রাস হতে আত্মরক্ষা করতে চায়। তবে তোমরা কি কিছু মাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে না[৪]। (কোরান, সূরা ৬: আয়াত ৩২)

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মদ (স.) তাঁর এক সংগীকে উপদেশ দেন, একজন আগন্তুক বা ভ্রমণকারীর মত জীবন যাপন করতে।

তৃতীয় প্রকার মানুষকে পুরোপুরী বৈরাগ্যবাদী বা সন্ন্যাসী হিসেবে চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই। ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য, তাদের আদর্শকে অক্ষুণ্ন রেখে উৎপাদন, আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও বর্তমান সভ্যতায় অবদান রাখার জন্য মানুষকে জ্ঞান অন্বেষণের কথা বলে। শুধুমাত্র দু'টি শর্তের মাধ্যমে এ ধরণের কাজ সম্পন্ন হতে পারে, এগুলো হল: (ক) মানুষের ক্ষতি হতে পারে এমন কোন প্রচেষ্টা না করে, এবং (খ) এ সব প্রচেষ্টা হবে মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে, বিশেষত এগুলো যেন ইসলামের নৈতিক মানের ভিত্তিতে ব্যবহৃত ও প্রয়োগ হয়।

এক কথায়, একজন মুসলিম তার জীবনকে কিরূপে পরিপূর্ণ করতে পারে তা নিম্নরূপ: (ক) পবিত্র কোরানে মানুষের জীবনে চূড়ান্ত লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে ঠিক এভাবে, 'আমি *জ্বীন* ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য' (কোরান, সুরা ৫১: আয়াত ৫৬), (খ) ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনই সমানভাবে মূল্যবান এবং উভয়ের মাঝে সম্পর্ক বিদ্যমান। আল্লাহ্ বলেন:

> বস্তুত তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস ও শোভামাত্র। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা এটি অপেক্ষা বহুগুণ উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (কোরান, সূরা ২৮: আয়াত ৬০),

(গ) মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। কোরানে বলা হচ্ছে, সবাইকেই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ পৃথিবীও একদিন থাকবে না এবং তা একদিন ধ্বংস হবে:

> আর আপনার মহীয়ান এবং মহানুভব আল্লাহ্‌র সত্ত্বাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে (কোরান, সূরা ৫৫: আয়াত ২৭)।

কোরানের অন্য এক আয়াতে বলা হচ্ছে,

> প্রত্যেক আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অত:পর তোমরা সবাই আমার দিকে রুজু হবে (কোরান, সূরা ২৯: আয়াত ৫৭)।

(ঘ) ইসলামের মৌলিকত্ব তা'ই যা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে বর্ণিত এবং যার মাধ্যমে আইনী ও বেআইনী বিষয়ের মাঝে পার্থক্য টানা যায়। এর মাঝে যা ভাল তা গ্রহণ এবং যা মন্দ তা বর্জন করা যায়। কোরান তাঁকেই সত্য মুসলিম বলে যিনি সর্বদাই আল্লাহ্‌র কাছে এ বলে প্রার্থনা করেন যে:

> হে আমার সৃষ্টিকর্তা ! আমাকে জ্ঞানে বর্ধিত কর (কোরান, সূরা ২০: আয়াত ১১৪)"

www.pathagar.com

এবং মহানবী (স.) বলেন: *ওলামাগণ* (মুসলিম পণ্ডিত) হলেন বার্তা বাহকদের উত্তরসূরী (an-Nawawi, ১৯৫৭:২৩৩)। এবং (ঙ) প্রত্যেক যুগের অন্ধকার সময়ের শক্তি, ভাবনা, পরিকল্পনা, সাহিত্য, মতাদর্শ প্রভৃতি ও এর ত্রুটি-বিচ্যুতি, মূল্যবোধ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে *জাহিলিয়াহ* সম্পর্কে জানা যায়। ইসলামের মহানবী (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি অন্যদের ভাষা শিখে সে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে'।

মানুষ সম্পর্কে ইসলামী ধারণা

পূর্বের আলোচনা একটি প্রশ্নের দিকেই ধাবিত, আর তা হল উন্নয়নের প্রেক্ষিতে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামী ধারণা কি? তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ (কোরান ও সুন্নাহ্) এবং সাহিত্য মানুষ সম্পর্কে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে– তাঁর শক্তি ও দুর্বলতা, প্রেষণা, ইচ্ছা, অধিকার, নৈতিকতাবোধ, বাধ্যবাদকতা ইত্যাদি, যা তার পার্থিব সব কাজের পারস্পরিক সম্পর্কে সে প্রয়োগ করে। নিম্নে বর্ণিত এ রকম ধারণাই মুসলিম প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকদের জন্য বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য।

শুরুতেই বলতে হয়, কাজ হল মানব জীবনের স্বাভাবিক কার্যকলাপের একটি। আল্লাহ্ মানুষের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, কোরান ও সুন্নাহ্র আলোকে তা পুরোপুরি ব্যবহারের মাধ্যমে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক প্রচেষ্টা সে সম্পর্কে তাকে নিশ্চিতভাবেই জিজ্ঞাসা করা হবে। ইসলামের আলোকে ভাল কাজ কর্মে রয়েছে মুসলিমদের জন্য মংগল এবং কেবল 'শয়তানি', 'খারাপ' বা সৃষ্টিশীল নয় এমন কাজই মুসলিমদের ব্যক্তিত্বের জন্য ক্ষতিকর বা অমংগলজনক। পবিত্র কোরানে আল্লাহ্র অনেক বাণী রয়েছে, যেখানে পূর্ণভাবে বিশ্বাসীদেরকে ভাল কাজের পুরস্কার এবং ইহকাল ও পরকালে কি রকম পুরস্কার দেয়া হবে সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ হল বুদ্ধিমান প্রাণী, যারা তাদের দৈনন্দিন কাজে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। অধিকন্তু, মাঝে মাঝে তার কাজের ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য ও নির্দেশনার প্রয়োজন হয়। যা হোক, ব্যাপারটি এমন যে, ব্যক্তি মুসলিমের জন্য যে ভাগ্য নির্ধারিত, সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ইসলাম তাঁর ব্যক্তিত্বের জটিল দিকগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষ তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার মাধ্যমে তার খেয়াল ও ইচ্ছাকে অতিক্রম করে উচ্চ স্তরের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারে। চূড়ান্ত বিবেচনায় এ সহজাত আত্মনিয়ন্ত্রণ তাকে শুধুমাত্র ধর্মীয় কার্যকলাপেই সাহায্য করে না বরং তার প্রযুক্তিগত কাজেও সাহায্য করে।

তৃতীয়ত, মানুষ দায়িত্ববান প্রাণী, যে তার উপর বরাদ্ধ কাজের সম্ভাব্য পরিপূর্ণতায় সক্ষম (ইহকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু ব্যর্থতাও অনুমোদনযোগ্য)। কোরান বলছে, মানুষ আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার প্রতিটি কাজের জন্য নিজেই পূর্ণ দায়িত্ব বহন করে। যদিও ইসলাম অর্থ হল, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করা, তবুও মানুষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীন ও নিজ ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত হয়; এবং যখন মানুষ অন্যের

www.pathagar.com

দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন এ গুণাবলীগুলো স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের দৃষ্টিতে, শিশুর আচরণের মৌলিক দিক হল, এটি একটি আত্মবিশ্বাস যে, সে যদি তার পিতামাতা ও সমাজ দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিচালিত নাও হয়, তবুও সে তার আল্লাহ্কে সনাক্ত করতে পারে এবং প্রার্থনা করে। যাহোক, মানুষের কর্মের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে কিছু বিষয় পুরোপুরিভাবে পরিচালনা ও প্রেষণা দান করে। সত্যি বলতে, ইসলাম বলছে, মুসলিমগণ স্ব-নিয়মানুবর্তী এবং তারা সব জায়গায় সবসময় আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে, এর অর্থ এ নয় যে, তারা তাদের নিজেদের উপর নির্ভর করে সরকারী অফিস আদালত পুরোপুরি অরক্ষিত রেখে চলে যাবে। মানুষ এবং মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম নিশ্চিতভাবে মানুষের খারাপ অংশের দমন ও ভাল অংশের উদ্বুদ্ধকরণে সর্বদা তত্ত্বাবধান করে। এ ভারসাম্যপূর্ণ নীতি তারাই অনুসরণ করবে, যারা গোটা মানব জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছে বা কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান। সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, একজন মুসলিম ব্যবস্থাপক সংজ্ঞাগত ভাবেই জানেন যে, তিনি তাঁর অধীনস্থদের তত্ত্বাবধান করেন, তাঁকে তত্ত্বাবধান করেন তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এবং তাঁকে তত্ত্বাবধান করেন গভর্ণর, গভর্ণরকে তত্ত্বাবধান করেন *খলিফা* (রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী) এবং আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে তত্ত্বাবধান করেন। এটা অনুধাবন করা দরকার যে, বাস্তবে বলতে গেলে, এটা এত সহজ ব্যাপার নয়; এরূপ পরিস্থিতিতে অবাধ্যতা নিশ্চিতভাবে তৈরী হবে।

চতুর্থত, মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, যে তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাকে পার্থিব জীবনে উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে পারে এবং একে আরও সমৃদ্ধশালী করতে পারে। ইসলাম সব প্রযুক্তিগত বিষয়াবলীর উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, যখন তা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। মহানবী (স.) ধর্মে কিছু উদ্ভাবনকে নিষিদ্ধ করেছেন, যা তিনি নিম্নোক্তভাবে ঘোষণা দিয়েছেন (an-Nawawi, ১৯৭৭:৪৪):

> যারা আমার আদেশের বিরুদ্ধ স্বভাবের কোন কিছু উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তারা চিরতরে অভিশপ্ত।
>
> আর যারা ইসলামের ভিত্তি স্থাপনে সাহায্য করে, তারা অত্যন্ত সম্মানিত ও পবিত্র হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র।

বাস্তব অনুশীলনের ক্ষেত্রে মহানবী (স.) তাঁর অনুসারীদের কারিগরী বিষয়গুলোকে তাদের নিজস্ব মান ও স্ববিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলীর ক্ষেত্রে যে কোন প্রযুক্তিগত পদ্ধতির ব্যবহার অথবা নতুন কিছু প্রবর্তন করার ইচ্ছাকে উৎসাহিত করেছেন। ইসলামে, ব্যক্তি ও ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত দল যে কোনভাবে নতুন কিছু উদ্ভাবনে স্বাধীন, যা তাদের এককভাবে বা দলীয়ভাবে বা পুরো সম্প্রদায়ের কল্যাণে আসবে। তাদের আরও উৎসাহিত করা দরকার তাদের মেধাকে ব্যবহারের জন্য, যার মাধ্যমে ফলপ্রসু ফলাফল পাওয়া যাবে, যা তাদেরকে তাদের সংগঠনকে এবং ব্যাপকভাবে গোটা মানব জাতির কল্যাণ করবে। এক্ষেত্রে একমাত্র নিয়ন্ত্রণ হল যে, মানুষের নতুন কিছু উদ্ভাবনের এ ক্ষমতাকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পন্থায় ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে

www.pathagar.com

হবে। ইসলামের মতবাদ ও মূলনীতির মধ্যে এ ধরনের উদ্ভাবন [৫] বা পরিবর্তন সম্ভব নয়, যা ইসলামের শেষ নবী মহানবী (স.)-র ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। কোরানে বলা হচ্ছে (কোরান, সূরা ৫: আয়াত ৩): 'আজ আমি তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার অনুগ্রহ তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আল-ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে নির্দিষ্ট করলাম'।

সংক্ষেপে, এ উপাদানগুলো সে বাস্তবতাকে সহায়তা করে, যা মানুষের সৃষ্টির সক্ষমতার মাঝে লুকানো আছে। Qutb (১৯৭৩:২৫–৭) বর্ণনা করেন, 'এটাই স্বাধীনতা, যা দায়িত্বশীলতাকে সম্পৃক্ত করে; একটি ক্ষমতা যা কাজের সাথে সম্পৃক্ত; একটি উপহার যা কর্তব্যবোধের সাথে যুক্ত, যা মানুষকে পছন্দ, সিদ্ধান্ত এবং নতুন কিছু প্রবর্তন করতে সাহায্য করে। এটা আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে শেষ ধারণাটির দিকেই নিয়ে যায়'।

শেষত, মানুষের আছে বড়মাপের বুদ্ধিবৃত্তিক সুপ্ত প্রতিভা, যা মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাজে লাগাতে পারে। একটি উপায় হল প্রেষণা, যা এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। ইসলামী সাহিত্য ও পাঠ্যসূচিতে সাংগঠনিক পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রেষণা দানের ব্যাপারে অনেক উদাহরণ রয়েছে। প্রেষণার আধুনিক তত্ত্ব [৬] ও ইসলামী পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হল যে, ইসলাম আর্থিক ও বস্তুগত সুবিধার পাশাপাশি একটি আধ্যাত্মিক পারলৌকিক সুবিধার কথাও বলে। এ আধ্যাত্মিক সুবিধা (যা ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়) মুসলিমদের প্রেষিত করতে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে। এর কার্যকারিতা হল, বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি যে কোন বস্তুগত পুরস্কারাদির চেয়েও বৃহত্তর। এর কারণ হল, ইসলাম সর্বদা মুসলিমদের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং তাদের ধর্মীয় সচেতনতাকে জাগ্রত করার মাধ্যমে প্রেষিত করে। মুসলিম পণ্ডিত ও মনোবিজ্ঞানের ছাত্ররা বিশ্বাস করেন যে, আধ্যাত্মিক ধরণের প্রেষণা একটু ভিন্ন ধরণের, যা প্রাথমিকভাবে বস্তুগত বা সামাজিক পুরস্কারাদির ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করে এমন পদ্ধতির চেয়ে অনেক উত্তম ও কার্যকর। তবে মানব প্রেষণার বস্তুগত বা আর্থিক সুবিধার মূল্যকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

ইসলামে প্রেষণা বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় সক্রিয়তা, যা তাদের মানবিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো মুসলিমদেরকে তাদের কর্মক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের দিকে প্রেষিত করে:

> যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী, যদি সে বিশ্বাসী হয় তবে তাকে (দুনিয়ায়) পবিত্র জীবন দান করবো, এবং তাদেরকে তাদের সৎ কর্মের বিনিময়ে *(আখিরাতে)* পুরস্কৃত করব (কোরান, সূরা ১৬: আয়াত ৯৭)।
>
> নিশ্চয়ই! কোরান সবচেয়ে সহজ পথ প্রদর্শন করে। আর সৎকর্মশীল বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার (কোরান, সূরা ১৭: আয়াত ৯)।
>
> নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে যাঁরা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে তাঁদের

www.pathagar.com

> ওয়াদা দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন, যেমন তাঁদের পূর্ববর্তীদেরকে খেলাফত দান করেছিলেন; আল্লাহ্ তাঁদের জন্য পছন্দকৃত এ ধর্মকে অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন এবং তাঁদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাঁদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তাঁরা শুধু আমারই ইবাদত করবে এবং আমার কোন শরীক সাব্যস্ত করবে না। অত:পর যারা অবিশ্বাস করবে তারাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী (কোরান, সূরা ২৪: আয়াত ৫৫)।

পূর্ববর্তী ধারাণাগুলোর সাথে সাথে মানব প্রকৃতির অন্যান্য বিষয়গুলোও বিবেচনা করা দরকার যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের রাজনৈতিক ভূমিকা, প্রতিযোগিতা ও ন্যায় বিচারের ধারণা এবং ভাল ও মন্দ সম্পর্কে মানুষের সুপ্ত প্রতিভা সম্পর্কিত ধারণা।

মৌলিকভাবেই মানুষ সম্পর্কিত পাশ্চাত্য ধারণার সাথে ইসলাম ভিন্ন মত পোষণ করে। পাশ্চাত্য ধারণা মতে মানুষ হচ্ছে রাজনৈতিক প্রাণী এবং '... প্রকৃতিগতভাবে মানুষ [হল] মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর্যায় থেকেই একজন আইন প্রণেতা অর্থাৎ তার মূলনীতি হল নির্দিষ্ট সমাজের সৃষ্টি করা এবং ঐ সমাজের আইন ও প্রতিষ্ঠানাদির প্রতি আনুগত্য করা' (Newton, ১৯৭৭:১৫৩-৪)। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হল, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। তার কাজ ও লক্ষ্য হল আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে নিজেকে দাখিল ও আত্মসমর্পন করা। সে কোন আইন তৈরী করার জন্য নয়, কারণ পৃথিবীতে মানুষ ও সব সৃষ্টির স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট ঐশ্বরিক আইন সে প্রয়োগ করছে। এটা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্ববহ, কারণ, এটা পরিষ্কারভাবে মানুষের কাজের বর্ণনা দেয়, যা নীচে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হলো। এ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষসহ সমগ্র প্রকৃতিকেই গ্রহণ করে, কারণ, সৃষ্টিকর্তা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণের লক্ষ্যেই তাঁর সমগ্র 'সৃষ্টির' প্রতিটি স্তর সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রতিটি বিষয়েরই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে একটি 'প্রকৃতি' আছে। কোরানে আল্লাহ্ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন:

> নিশ্চয়ই আমি *জ্বীন* ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।
>
> আমি তাদের কাছে অন্যান্য সৃষ্ট জীবের জন্য রিযিক চাইনা এবং এটাও চাইনা যে তারা আমার আহার্য্য যোগাড় করুক।
>
> নি:সন্দেহে! আল্লাহ্! ই রিযিকদাতা, প্রবল ও পরাক্রমশালী (কোরান, সূরা ৫১: আয়াত ৫৬-৮)।

ইসলাম প্রতিযোগিতার ইচ্ছাকে বাতিল করেনা, বরং এক্ষেত্রে একটি আধ্যাত্মিক সমাধান দান করে। পবিত্র কোরানে জোরালো বর্ণিত হয়েছে:

> তোমরা ধাবিত হও তোমার রবের মাগফিরাত ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আসমান ও যমীনের মত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্য। এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ,

www.pathagar.com

> তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান অনুগ্রহশালী (কোরান, সূরা ৫৭: আয়াত ২১)।

এবং অন্য এক জায়গায় বলা হচ্ছে:

> তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও স্বীয় রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের ন্যায়, আর যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে; যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, ক্রোধকে দমন করে এবং মানুষের অপরাধকে ক্ষমা করে; আল্লাহ্ এরূপ সৎ চরিত্রের অধিকারীদের ভালবাসেন (কোরান, সূরা ৩:আয়াত ১৩৩, ১৩৪)।

কোরান মুসলিমদের আরও স্মরণ করে দেয় নিজেদের মাঝে ন্যায়বিচার অনুশীলনের কথা, যা তারা পছন্দ করে না:

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র জন্য সত্য স্বাক্ষ্য দানে অবিচল থাকবে, এবং কোন রকম দুশমনির কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না, সুবিচার কর। এটি আল্লাহ্ ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন (কোরান, সূরা ৫: আয়াত ৮)।

এ *আয়াতে* (বাণী) ন্যায় বিচারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, এমনকি যদি তা একজন মুসলিমের নিজের বা তার পরিবারের একজন নিকটতম ব্যক্তির সাথেও সম্পর্কযুক্ত হয়:

> হে ঈমানদারগণ! সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র খাতিরে ন্যায়ের উপর অটল থাক, যদি তা তোমাদের নিজেদের বা মা-বাবার কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়। পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন উভয়ের সাথে আল্লাহ্র সমান সম্বন্ধ রয়েছে। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচারের স্বার্থে (সাক্ষ্য প্রদান) প্রকৃতির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা বর্ণনায় বক্রতা অবলম্বন কর অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে (স্মরণ রেখো)! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সব কর্মেরই পূর্ণ খবর রাখেন (কোরান, সূরা ৪:আয়াত ১৩৫)।

পৃথিবীতে সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হল নিশ্চিতভাবেই শ্রেষ্ঠ এবং আদর্শ। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। সে ফেরেস্তাও নয় আবার শয়তানও নয়। যদি সে চায় তবে সে শয়তানের চেয়েও নিচে নেমে যেতে পারে, আবার সে চাইলে তার আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে ফেরেস্তাদের গুণাবলীও অর্জন করতে পারে। তার প্রাকৃতিক ধারা হল ফেরেস্তা ও শয়তানের মাঝামাঝি। এ কারণেই তার মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় উপাদানই বর্তমান, যা তার প্রকৃতির বাইরে নয়, আবার বাহির থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এমনও নয়।

ইসলামের ধারণা মতে, মানুষের প্রকৃতির ক্ষেত্রে দ্বৈততা দৃশ্যমান, যার ফলস্বরূপ মানুষের সৃষ্টি পৃথিবীর কাদামাটি ও খোদা প্রদত্ত আত্মা থেকে। 'কাদামাটি' মানুষের মন্দ

www.pathagar.com

দিকের কারণ এবং 'আত্মা' মানুষের ভাল দিকের কারণ। যা আপাতদৃষ্টিতে এখানে প্রমাণ করা যায় না। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষ জন্মগতভাবে ভাল ও মন্দ, পরিচালিত ও যত্নহীন, সঠিক ও ভুল এ ধরণের দ্বৈত সম্ভাবনার অধিকারী। Ali Shariati (১৯৭৯:৭) বলেন:

> মানুষ একটি মিশ্রিত উপাদান যা কাদামাটি ও খোদা প্রদত্ত আত্মা দ্বারা তৈরি, তার পছন্দের স্বাধীনতা রয়েছে, রয়েছে মুক্ত থাকার স্বাধীনতা, কিন্তু সে দায়িত্বশীল। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হল একমাত্র সৃষ্টি যে তার নিয়তির ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। সে এ পৃথিবীতে খোদার বার্তা বহন করে এবং পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধি।

ইসলাম মানুষ সম্পর্কে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করে এবং বাস্তবতা স্বীকার করে। এটা ভাল দিকের উন্নয়ন এবং মন্দ দিকের অবনয়নে সহায়তা করে। মানুষের দ্বারা পার্থীব জীবনে যে মন্দ কাজ হয়, এখানে তার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটা তার জীবনে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের জীবনে স্বাভাবিকভাবে কোন মন্দ দিক নেই; শুধুমাত্র সীমালংঘনই হল মন্দ দিক। পরবর্তীতে এটা দেখা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ ভাল ও খাঁটি হিসেবে চিহ্নিত; এজন্য ইসলাম প্রথমে মুসলিমদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উঁচু মাপের সুযোগ-সুবিধার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং আচরণের ক্ষেত্রের তার ব্যক্তিত্বের আকৃতি নিরূপণ করে, যা তাকে তার অধিকার, বাধ্যবাধকতা, কর্তব্য এবং নির্ধারিত লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করে। ইসলামী ব্যক্তিত্ব এ বিশ্বাস থেকেই উৎপন্ন হয়, এভাবে এ সম্পর্কে চারটি মৌলিক ধারণা রয়েছে যা কোরান ও সুন্নাহ্‌তে বর্ণনা করা হয়েছে (Abdul Kader, ১৯৭৩:৯):

১। আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস।

২। মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিশ্বাস।

৩। মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান।

৪। মানব সমাজে প্রভূত্ব বর্জন (এটি হল উপরে বর্ণিত ২নং বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

ইসলাম পুরো মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র সত্যিকার সৃষ্টি হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করে। মহানবী (স.)-কে অবগত করার জন্য কোরানের প্রথম দিকের কিছু অংশে বলা হচ্ছে:

> হে মুহাম্মদ (স.) আপনি পড়ুন: আপনার রবের নামে যিনি (সব) সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষকে জমাট রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন (কোরান, সূরা ৯৬: আয়াত ১, ২)।
>
> আমি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য (নর-নারীর) সংমিশ্রিত বীর্য (তরল পদার্থ) হতে সৃষ্টি করেছি। অত:পর তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন করেছি।

www.pathagar.com

(কোরান, সূরা ৭৬: আয়াত ২)

আল্লাহ্ মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট ছাচে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য মুসলিমরা রাজনৈতিক জীব, সামাজিক জীব ও *যৌক্তিক জীব*-র ক্ষেত্রে এরিষ্টোটোলের পরিভাষার সাথে সম্মত হতে পারে না। কোরানে বলা হচ্ছেঃ

> নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দর ছাঁচে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু (কর্মদোষের কারণে) আমি তাকে অধমের চেয়েও হীনতম করে দিই, তবে সে লোকদের নহে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরষ্কার (কোরান, সূরা ৯৫:আয়াত ৪-৬)।

উক্ত আয়াতের উপর আলোচনায় অষ্ট্রিয়ান মুসলিম মোহাম্মদ আসাদ (পূর্বনাম Leopold Weiss) বলেন (১৯৬১:২৩-৪):

> এ আয়াতে যে মতবাদ বিবৃত হয়েছে তা হল মানুষ আসলেই ভাল ও খাঁটি; এবং আরও বলা হচ্ছে খোদার প্রতি অবিশ্বাস ও ভাল কাজের ঘাটতি মানুষের পরিপূর্ণতাকে ধ্বংস করতে পারে। অন্য দিকে মানুষ একক পরিপূর্ণতা সঠিকভাবে অর্জন করতে পারে যদি সে খোদার একাত্মতা অনুধাবনে সচেতন ও তার আইন বাস্তবায়নে সজাগ থাকে। এভাবে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, মন্দ দিক কখনও প্রয়োজনীয় বা প্রকৃত দিক হতে পারে না; এটা মানুষের পরবর্তী জীবনের অর্জন এবং এটা সে অর্জন করে ভাল গুণাবলীগুলোর সহজাত অপব্যবহারের কারণে, যা খোদা প্রত্যেক মানুষের জন্য জন্মগতভাবে নির্ধারিত করে রেখেছেন।

ইসলামের মহানবী (স.) এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, মানুষ মুসলিম বিশ্বাস মতে খোদার সৃষ্টি। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ মানুষকে তার নিজস্ব অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।' পাকিস্তানী দার্শনিক ইকবালের মতে (উদ্বৃত করেছেন, Khatoon, ১৯৬৩:১১৩-১৪):

> মানুষ হল তার আধ্যাত্মিক বাস্তবতার চূড়ান্ত রূপ। তার এ বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা হল এটি ঐশ্বরিক সৃষ্টি, যা ঐশ্বরিক সচেতনতা, উদ্দেশ্যমূলক ইচ্ছা ও ঐশ্বরিক অনুগ্রহ থেকে উৎসরিত। খোদা মানুষ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পরিপূর্ণভাবে তাঁর নির্ভেজাল প্রাচুর্যের বাইরে থেকে। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নির্ভেজাল সম্ভাব্যতা থেকে তার নিজস্ব সৃষ্টি হিসাবে, এবং তাকে ঐশ্বরিক অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্ভাব্য সব গুণাবলী দিয়ে দিয়েছেন।

মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি বা আত্মা *(নফ্স)* সম্পর্কে কোরান বলছেঃ

> মানুষের আত্মার ও এর সুবিন্যস্তকারীর শপথ, আমিই মানুষকে আত্মার পাপকর্ম ও তাকওয়ার জ্ঞান দান করেছি, ফলে সেই সফলকাম, যে আত্মাকে পবিত্র করেছে, আর সেই বিফল, যে তার আত্মাকে কলুষিত করেছে (কোরান, সূরা ৯১ : আয়াত ৭-১০)।

ইসলামের দৃষ্টিতে, এ মানব *নফ্স* তিনটি পর্যায় থেকে এসেছে, যা মানব সমাজে আধ্যাত্মিক

www.pathagar.com

অগ্রগতি তৈরী করছে। এগুলো হলঃ (ক) *নফ্‌সুল আম্মারাহ্* (স্ব-পথভ্রষ্ট আত্মা); (খ) *নফ্‌সুল লাওয়ামাহ* (স্ব-অভিযুক্ত আত্মা); এবং (গ) *নফ্‌সুল মুতমায়িন্নাহ* (স্ব-সন্তুষ্ট আত্মা)[৭]। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের প্রত্যেকটি ধরণ পৃথিবীতে মানুষের অবস্থানের স্বল্পকালীন সময়কে খুবই গুরুত্ব প্রদান করে। মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অগ্রগতির উচ্চতর পর্যায়ে যাবার যে সংগ্রাম তা ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক উভয় ক্ষেত্রেই একটি চ্যালেঞ্জ। একটি ইসলামী সমাজই যা *শরীয়াহ্* ভিত্তিক পরিচালিত, অগ্রগতির এক পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে যাবার প্রকৃত সুযোগ অর্জন করে। যখনই এরকম একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই মানুষের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রশাসনিক কর্মের উন্নয়ন অধিকতর ইসলামী ও ন্যায় সম্মত হয় (Nyang, ১৯৭৬:৯)।

মানুষের কার্যাবলী

ইসলামে মানুষের মৌলিক কার্যাবলী হল '*ইবাদত*', যা সংকীর্ণ অর্থে ইংরেজীতে 'প্রার্থনা' বা 'সেবা' থেকে অধিকতর সমন্বিত একটি ধারণা। মুসলিমগণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বময় আল্লাহ্‌র বাধ্য থাকাকে *ইবাদত* মনে করে। Ahmad Saqr (১৯৭৯:২৯)-র মতে, *ইবাদত* মানে শুধু নামাজ পড়া, রোজা রাখা, ভিক্ষা দান করা এবং হজ্ব পালন করাকে বুঝায় না,

> এটা জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করেঃ যেমন খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, পড়াশুনা, পৃথিবী সম্পর্কে জানা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ব্যবসা, জ্ঞান অর্জন এবং খেলাধূলাসহ সব কার্যাবলী। একটি পরিবারের ভরন-পোষণের জন্য অর্থ উপার্জনও এর মধ্যে রয়েছে। মানবিক সব কার্যাবলী ও প্রচেষ্টা যতক্ষণ বৃহত্তর অর্থে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে ততক্ষণ তাকে আমরা প্রার্থনা রূপে চিহ্নিত করতে পারি।

পবিত্র কোরানে বলা হচ্ছে, আল্লাহ্ *জ্বীন* ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তারই '*ইবাদত*' করার জন্য (কোরান, সূরা ৫১:আয়াত ৫৬)। মানবজাতি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে *জ্বীন* জাতির চেয়ে আল্লাহ্‌র বেশী অনুগ্রহ পেয়ে থাকে। আল্লাহ্ প্রেরিত প্রতিনিধি বা ধর্মসংস্কারক যাঁরা জনগণকে নির্দেশনা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা একমাত্র ধর্ম প্রচারক বা দূত হতে পারেন না। কিংবা রাজা, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যাঁরা জাতির কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রশাসক হিসেবে নির্বাচিত বা নিয়োগকৃত হয়েছেন তাঁরাও একমাত্র নন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের মিশনটি সব মানুষের জন্য উন্মুক্ত। সব মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজস্ব বলয়ে জনগণের অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

যেহেতু পৃথিবীতে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই পৃথিবীর সবকিছু তার অধীন। মানুষের দ্বিতীয় কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে কাজ ও প্রকৃতিকে ব্যবহার করার অগ্রাধিকার, যার মাধ্যমে সে তার নিজের ও অন্যান্য সাথীদের চাহিদা ও দাবীগুলো পূরণ করতে পারে। মানুষের সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পর্ক হল মানুষ পরিবেশের ব্যবহারকারী একজন বিজয়ী হিসেবে। কোরান (সূরা ২: আয়াত ২৯) নির্দেশ করছেঃ 'তিনিই আল্লাহ্, যিনি এ পৃথিবীর

www.pathagar.com

সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।'

কোরান অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সম্পর্কে মানবজাতিকে স্মরণ করে দিচ্ছে:

> নিশ্চয়ই আমি বনী আদমকে (আদম সন্তান) মর্যাদা দান করেছি। তাদেরকে জল ও স্থল পথের যানবাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি। এবং অন্যান্য অনেক সৃষ্টির উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (কোরান, সূরা ১৭:আয়াত ৭০)

মানুষের মূল কাজ হল আল্লাহ্‌র *ইবাদত* করা এবং সহায়ক কার্য হল পরিবেশকে ব্যবহার করা, এটা ছাড়াও মানুষের অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে কাজ, শিক্ষাদান ও জ্ঞান অর্জন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, আল্লাহ্‌র আইন মতে শাসন করা, এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে নিজেকে উপস্থাপন ও কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, সততা, ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য ইসলাম মানুষকে সব বস্তুগত ও মানব সম্পদের ব্যবহারের জন্য আহ্বান করে, যা তার মূল কার্যাবলীকে সহজাত করে তৈরী করে। নিজের জন্য বস্তুগত উন্নয়ন দরকার নেই, বরং তা দরকার মহৎ, স্বচ্ছ ও সুবিচারপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য, যা মানুষের পার্থিব ও পরকালীন পাপ মোচনে সাহায্য করে। এ রকম একটি সমাজ গঠন অকল্পনীয় কিংবা অর্জন করা অসম্ভবও নয়, কারণ তা মানব প্রকৃতির মধ্যেই দেয়া হয়েছে। মহানবী (স.) এবং সঠিকভাবে পরিচালিত তাঁর চার খলিফার যুগে এরকম একটি সমাজ গঠিত হয়েছিল, যা অর্জন করা হয়েছিল, তাই নিম্নোক্ত কোরানের আয়াতটি স্মরণযোগ্য: 'এবং তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা উচিৎ যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে। এবং তারাই সফলকাম হবে'। (কোরান, সূরা ৩:আয়াত ১০৪)

ওসব লোকজন সম্মানিত হবার উপযুক্ত কারণ তাঁরা জানতেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব বলতে কি বুঝায়। একজন মুসলিম পণ্ডিত Nadvi (১৯৬৬:২০) বলেন, ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে মানুষের উপযুক্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়:

১। তার অবশ্যই প্রাকৃতিক বিষয়াবলী ও যে আইনের অধীনে সে কাজ করছে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

২। তাকে অবশ্যই তার জৈবিক চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হতে হবে (খারাপ গুণাবলীগুলো)

৩। তাকে অবশ্যই নৈতিকতার সর্বোচ্চ পর্যায় অনুশীলন করতে হবে, যা তাকে সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত করবে।

www.pathagar.com

মানুষের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

মানুষের গুণাবলী ও কার্যাবলীর দিক থেকে আল্লাহ্ তাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করেছেন। দায়িত্বশীলতা হল বিশ্বাস, যা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত, তা স্পষ্টভাবে কোরানে বর্ণনা করা হয়েছে:

> আমি আসমান ও যমীন এবং পাহাড়-পর্বতের প্রতি এ আমানত (বিজ্ঞান/ কোরান) পেশ করেছি। ওরা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ একে তুলে নিল। যদিও! তারা জালেম ও জাহেল, তাতে কোন সন্দেহ নেই! (কোরান, সূরা ৩৩: আয়াত ৭২)

এ আয়াতের আলোকে Ali Abdul Kader (১৯৭৩) বর্ণনা করেন, এ বিশ্বাস তার দায়িত্বশীলতার চেয়ে বেশী কিছু নয়, যা সে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ তার পছন্দ করার স্বাধীনতা ও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে। এ দায়িত্বশীলতার কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ্‌র আইন-কানুন এবং নিষেধাবলীর সংযম ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা আবর্তিত।

মানুষের একটি আত্মা আছে যার জন্য সে আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে। তার একটি শরীর রয়েছে, যার দ্বারা সে তার জীবনের জন্য বস্তুগত সামগ্রীর উপর নির্ভর করে এবং বস্তুগত সামগ্রীগুলো তার নিমিত্তে সচরাচর ব্যবহার করে। মানুষের আধ্যাত্মিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা তার মানব চরিত্রকে একটি কার্যকর পথে পরিচালিত করে। যদি মানুষ আধ্যাত্মিক সক্ষমতা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত না হয়, তবে সে একটি জানোয়ারের চেয়ে বেশী কিছু নয়। আমরা বিশ্বাস করি, এটাই মানুষের মন ও আত্মা, সত্যিকার *raison d'etre,* কেন মানুষ আল্লাহ্‌র অন্য সব সৃষ্টির মধ্যে একান্তভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত বিশ্বাস এবং দায়িত্বশীলতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে (যদিও এরকম বিশ্বাস মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য সৃষ্টির জন্যও প্রস্তাব করা হয়েছিল)।

এ প্রসংগে পশ্চিমাদের সাধারণ বিশ্বাস হল মানুষ যীশুকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে ঐশ্বরিক অভিসম্পাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল,

> প্রকৃত পাপ এমন এক ধারণা, যা ইসলাম জোরালোভাবে অস্বীকার করে, বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষ পৃথিবীতে নিস্পাপ ও অপরাধমুক্ত হয়ে আসে। তাই সে নিজের সব কাজের জন্য সে নিজেই জবাবদিহি করবে, কারণ সে চাইলে তার প্রকৃতিকে নিষ্কলঙ্ক রাখতে পারতো, এক্ষেত্রে তার পূর্বপুরুষ আদম (বা কোন একজন, সে যেই হোক না কেন) কি করেছিল বা করেনি তা বিবেচ্য নয়। (Haneef, ১৯৭৯:১৮২)

এভাবে, প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব কর্মের জন্য আলাদা আলাদাভাবে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি করবে; পাপ বা ন্যায় নিষ্ঠা কোন 'বংশানুক্রমিক' গুণাবলী নয়, যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হবে, যা মানুষের 'রক্ত' বা 'প্রকৃতি' বহন করবে।

www.pathagar.com

কোরানের বিভিন্ন আয়াতেই এর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে (সূরা ২:আয়াত ১২৩), (সূরা ৬:আয়াত ১৬৪) এবং (সূরা ৫৩:আয়াত ৩৮-৪২)।

মানুষের রাজনৈতিক প্রকৃতি

এটা বলা হয়ে থাকে যে, ইসলামে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এমনভাবে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা, যা দাসত্বের সংকীর্ণ অনৈসলামিক অর্থকে অতিক্রম করে। এজন্য একজন মুসলিমের তার সৃষ্টির ঘটনা ও এর শেষ পর্যন্ত সহায়ক অবস্থা জানার চেষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জানতে পারা তাকে ভিতর ও বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া মুক্তভাবে খোদার দাসত্ব করতে সহায়তা করবে। কোরান আমাদের সে কর্তব্য সম্পর্কে স্মরণ করে দিয়ে বলছেঃ

> হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণকোষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তিনি তোমাদের সংগীনীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে যিনি বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাক, যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (নিজের অধিকার) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তার সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর কড়া নজর রাখছেন। (কোরান, সূরা ৪: আয়াত ১)

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের রাজনৈতিক প্রকৃতি দু'টি প্রধান ধারণার মধ্যে কেন্দ্রীভূত; সত্যবাদিতা বা ধার্মিকতা ও পরিবর্তন। সত্যবাদিতা হল ন্যায়বিচার, ভ্রার্তৃত্ববোধ এবং শক্তি প্রয়োগের বাধ্যবাদকতা এবং অস্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে 'নেতিবাচক সাম্যের' সম্পর্ক তৈরী করার উপর নির্ভর করে, তা এগুলোর সহনশীলতাকেও বুঝায় না, কিংবা জনগণের বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনভাবে এগুলোর ব্যবহারকে বুঝায় না। পবিত্র কোরানে বর্ণনা করা হচ্ছে:

> হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং পরে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পার। নি:সন্দেহে! তোমাদের মধ্যে মোত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাবান, যিনি আচরণে উত্তম (ধার্মিক ও সত্যবাদী)। নিশ্চয়ই! আল্লাহ্ সবকিছু জানেন ও সবকিছু খবর রাখেন। (কোরান, সূরা ৪৯: আয়াত ১৩)

এবং বাধ্যবাদকতা বা শক্তি প্রয়োগের অস্বীকৃতির ব্যাপারে কোরান খুবই স্পষ্ট করে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করে যে:

> ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাদকতা নেই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ ভ্রান্ত পথ হতে

www.pathagar.com

পৃথক ও সুস্পষ্ঠ। (কোরান, সূরা ২:আয়াত ২৫৬)

হে রসুল! আপনি বলুন: হে অবিশ্বাসীগণ!

আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করিনা, আর তোমরাও আমার মা'বুদের উপাসনা কর না এবং আমি (ভবিষ্যতেও) তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করব না। আর তোমরাও আমার মা'বুদের উপাসনা করতে প্রস্তুত নও। কাজেই তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য (মিশ্রিত ধর্ম নয়)। (কোরান, সূরা ১০৯: আয়াত ১-৬)

দ্বিতীয় ধারণা হল পরিবর্তন, যা অস্বীকৃতি ও বাধ্যবাদকতার ব্যবহার সম্পর্কে প্রথম ধারণার বিরোধী মনে হয়। কিন্তু এটা তা নয়। সাধারণত আদর্শ মতবাদ (এবং বিশেষত ইসলামী আদর্শ) শুধুমাত্র কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় তা প্রদর্শন করে না, এটি একটি নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পদ্ধতিরও বর্ণনা দেয়, যা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি দুর্নীতিযুক্ত পদ্ধতির স্থলাভিষিক্ত হবে। যতদিন *তাওহীদের* (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) ইসলামী বিশ্বদর্শন সত্য ও বাস্তবতাকে বেষ্টন করে এবং কোন অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ বা স্থির নয়, ততদিন ইসলামী আদর্শ মতবাদ ছিল, আছে এবং মৌলিক ও যুগোপযোগী হিসেবে বর্তমান থাকবে:

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল। মহাকালের শপথ, নিশ্চয়ই! মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্ত নহে বা নিরাপদ যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে হক ও ধৈর্য্য ধারনের উপদেশ দেয়। (কোরান, সূরা ১০৩: আয়াত ১-৩)

ইসলাম মানুষকে স্মরণ করে দেয়, অলস ও নিশ্চল না থাকার কথা, বরং তার অবস্থান পরিবর্তন করার জন্য কাজ করতে বলে। প্রচলিত বহু বিস্মৃত পশ্চিমা ধারণায় এ সত্যকে স্বীকার করা হয়না এবং বলা হয় ইসলাম একটি নিয়তিবাদী ধর্ম [৮] (Brzezinski, ১৯৭০:৬৯; Myrdal, ১৯৬৮: ১০৩)। কোরান জোরালোভাবে বর্ণনা করে:

নিশ্চয়ই! আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়; এবং আল্লাহ্ কোন জাতির উপর বিপদ দিতে চাইলে তা রদ করার কেউই নেই, এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন রক্ষাকারীও নেই। (কোরান, সূরা ১৩:আয়াত ১১)

তাছাড়া, এ সত্য সম্পর্কে কোরানের অনেক জায়গায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ইহকাল ও পরকালের জন্য যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, তা শুধু মানুষেরই জন্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে দায়িত্বশীলতার সাথে এ সব সৃষ্টির উদারতা গ্রহণ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

সুন্নাহ্‌তে মহানবী (স.)-র অনেক *হাদীস* রয়েছে যেখানে মানুষকে তার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে এবং একটি সচেতন আকাঙ্ক্ষা উন্নয়ন করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। যদিও এসব কিছু কথাবার্তা তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাপক আলোচিত হবে, তথাপি কয়েকটির

www.pathagar.com

তালিকা এখানে দেয়া হল, যেখানে ইসলামে মানুষের রাজনৈতিক প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

মহানবী (স.) বলেন (an-Nawawi, ১৯৭৭:১১০):

> কোন শয়তানী কর্ম তোমরা যখনই দেখ না কেন, তাকে তা নিজ হস্তে পরিবর্তন করতে দাও এবং যদি তা সে না পারে, তবে তাকে বলো, এবং তারপরও যদি সে সক্ষম না হয়, তবে তার অন্তর স্পর্শ কর এবং এটিই হল বিশ্বাসের দুর্বলতম জায়গা।

মহানবী (স.) অন্য এক জায়গায় বলেন (Ahmed, ১৯৬৮:৩৪):

> সবচেয়ে উত্তম *জিহাদ* হল সেটাই যখন কোন ব্যক্তি নির্মম কোন শাসকের সামনেও সত্যি কথাটি বলে।

ইসলামে মানুষের আসল প্রকৃতি হল উদ্দেশ্য *(নিয়ত)*, যা সম্পাদন করা খুবই কঠিন, তা শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয় বরং অন্যান্য প্রকাশ্য বা গোপন সব কার্যাবলীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলামী চিন্তাধারা ও কর্মে যে কোন কাজের ক্ষেত্রে আন্তরিকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। কোরানের বিভিন্ন জায়গায় এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, তার দু'টি হল নিম্নরূপ:

> আর তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল তাদের ধর্মকে খালেছভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট করে তারই ইবাদত করার, যেভাবে মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ইবাদত করে ও তা কায়েম করে এবং গরীবদের প্রাপ্য দিয়ে দেয়। এটিই প্রকৃত সত্য ধর্ম। (কোরান, সূরা ৯৮:আয়াত ৫)
>
> হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি বলুন: তোমাদের অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তা জানেন। (কোরান, সূরা ৩: আয়াত ২৯)

নিয়তের বিষয়ে সুন্নাহ্‌তে মহানবী (স.)-র অসংখ্য *হাদীস* রয়েছে। যা হোক, নিম্নের *হাদীসগুলো* একজন আধুনিক মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে অপরিচিতভাবে আঘাত হানতে পারে। এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং আসল হাদীস গ্রন্থ *(সহীহ)* বুখারী ও মুসলিম শরীফ (cf. Khan, ১৯৭৫:৩-৪)-এ বর্ণিত একটি অসংক্ষেপিত হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হল:

> আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসুল (স.) কে বলতে শুনেছেন: তিন ব্যক্তি একদা ভ্রমণের সময় হঠাৎ ঝড়-তুফান দেখে এক গুহায় আশ্রয় নেয়। একটি শিলাখণ্ড পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গুহার থেকে বেরোবার মুখটি আবদ্ধ করে ফেলে। তাঁদের একজন বললেন, আমাদের জীবনের ভাল কাজগুলোর বিনিময়ে পাথরটি সরে যাবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি করা ছাড়া কোন পথ নেই। তখন একজন কাকুতি মিনতি করে বললেন: হে আল্লাহ্ আমি প্রতি রাত্রে আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে আমার পরিবারের সব সদস্য ও আমার ছেলে-মেয়েদের পূর্বে দুধ পান

www.pathagar.com

করাতাম। একদিন আমি সবুজ বৃক্ষের সন্ধানে অনেক দূর গিয়েছিলাম এবং আমার বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়ার আগে ঘরে ফিরতে পারিনি। যখন আমি দুধ তৈরী করি এবং তাদের পান করাতে আনি, তখন তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এবং আমি তাদেরকে ঘুম থেকে জাগাতেও চাচ্ছিলাম না। আবার আমার পিতা-মাতাকে দুধ পান করাবার আগে আমার ছেলেমেয়েদেরকেও দুধ পান করাতে পারছিলাম না। এভাবে আমি দুধের পাত্র নিয়ে তাঁরা জেগে উঠা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার সন্তানরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, ওদের কান্না শুনে আমার বাবা মা-জেগে গেল এবং ওনাদের দুধ পান করিয়ে আমি আমার সন্তানদের দুধ পান করিয়েছিলাম। হে আল্লাহ্ যদি আমার একাজটি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি এবং আপনি যদি খুশী হন তবে দয়া করে এ পাথরের মাধ্যমে সৃষ্ট আমাদের এ দু:সহ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন। এতে পাথরটি কিঞ্চিত সরে গেল। কিন্তু তা তাদের বের হবার মত ছিল না। তখন অন্য দু'জনের একজন বললেন, হে আল্লাহ্, আমার এক চাচাতো বোনকে খুব ভালবাসতাম, ঠিক যে রকম একজন পুরুষ একজন মহিলাকে ভালবাসে। আমি তাকে বিভিন্ন ভাবে কুকাজ করতে প্ররোচিত করতাম, কিন্তু সে কখনও আমার কাছে আত্মসমর্পন করেনি। কিন্তু একবার দুর্ভিক্ষে সে কষ্ট পাচ্ছিল, তখন সে আমার কাছে আসল এবং আমি তাকে একশত বিশ দিনার দিলাম এ শর্তে যে, সে নিজেকে আমার কাছে সমর্পন করবে। সে রাজী হয় এবং যখন আমরা একত্রিত হলাম, তখন সে আরজ করল: আল্লাহ্কে ভয় কর, এবং বেআইনীভাবে কোন কিছু করো না; তৎক্ষণাৎ আমি তার কাছ থেকে সরে আসলাম, যদিও আমি সত্যি সত্যি তাকে খুবই আপন করে পেতে চেয়েছিলাম; এবং আমি তাকে অর্থগুলো রেখে দিতে বললাম। হে আল্লাহ্, যদি আমি এ কাজ তোমাকে সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তবে আমাদের এ বিপদ থেকে রক্ষা কর। আবার পাথরটি কিঞ্চিত সরে গেল, কিন্তু তাও বের হবার মতো ছিল না। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহ্ আমি কিছু শ্রমিক ভাড়া করেছিলাম এবং তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু একজনকে পাওয়া গেল না। ফলে তার পাওনা পরিশোধ করতে পারিনি, আমি সে টাকাটা এক ব্যবসায় লগ্নি করি এবং ব্যবসাতে ব্যাপকভাবে লাভ হয়। কিছুদিন পর শ্রমিকটি এসে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা, আমাকে আমার মজুরী দিয়ে দিন। আমি তাকে বললাম: এখানে যা কিছু দেখছো উট, গরু, ছাগল এবং দাস সবই তোমার। সে বলল: হে আল্লাহ্র বান্দা, আমাকে উপহাস করবেন না। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। আমি উপহাস করছি না। তখন সে সবকিছু নিয়ে গেল, কিছুই অবশিষ্ট রাখলো না। হে আল্লাহ্, যদি তা আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে থাকি, তবে আমাদের এ বিপদ থেকে রক্ষা কর। তখন পাথরটি আরও সরে গেল এবং তারা সবাই মুক্তভাবে হেঁটে বের হয়ে আসল।'

www.pathagar.com

এ ঘটনা আমাদের যা শিক্ষা দেয়, তা বুঝানোর শক্তির বাইরে। যে কোন কিছু করার ক্ষেত্রে যদি আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে এবং অন্যকে খুশী করার জন্য নয় তবে তা আগে বা পরে চমৎকার ফল বয়ে আনে। এ গল্পে প্রতিফলিত হয় যে, মানুষ আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক কাজ নিখুঁতভাবে করতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, ইসলামে মানুষের রাজনৈতিক প্রকৃতি সবসময় প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মতো সক্রিয় অংশগ্রহণের মতো হয় না। মাঝে মধ্যে তা নিজেকে মূলধারা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্রীয় কার্যাবলী থেকে পৃথক ও প্রত্যাহারের কথা বলে। নিম্নের এ ঐতিহাসিক গল্পে (উদ্ধৃত করা হয়েছে, Coulson, ১৯৫৬: ২১১) প্রত্যাহার বলতে কি বুঝায় তা জীবন্তরূপে প্রতিফলিত হয়েছে:

> জীবনী লেখক al–Maliki উল্লেখ করেন যে, মাগরিবের গভর্ণর Ruh b. Hatam ১৭১ হিজরী সনে আবদুল্লাহ্ ইবন ফারুক নামক এক কায়রোবাসী পণ্ডিতকে *'কাজী'র* পদের জন্য প্রস্তাব দেন। ইবনে ফারুক প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে শক্তভাবে অস্বীকার করলেন। যা হোক, গভর্ণর তাকে এক প্রকার জোর করে মসজিদে তার চেয়ারে বসতে বললেন এবং মামলারত ব্যক্তিদের তাকে অনুরোধ করতে বললেন। ইবনে ফারুক অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, 'আমাকে দয়া করুন, আল্লাহ্ আপনাদের দয়া করবেন। যখন সে এভাবে অস্বীকার করল, তখন গভর্ণর আদেশ করেন, তাকে বেঁধে মসজিদের ছাদের উপর নিয়ে যেতে এবং তারপরও যদি সে অস্বীকার করে তবে তাকে অস্বীকারের কারণে ছাদ থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করতে। ইবনে ফারুককে ছাদে নেয়া হল এবং জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কি এটি গ্রহণ করবে? তিনি বললেন, না। তখন প্রহরীরা তাকে নিক্ষেপ করতে তৈরী হলেন। কিন্তু ইবনে ফারুক হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, তারা খুবই আন্তরিক এবং তিনি বললেন, আমি পদটি গ্রহণ করলাম। সাথে সাথে তাকে প্রহরাসহ মসজিদে ঐ পদে অধিষ্ঠিত করা হল। দু'জন বিচার প্রার্থী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বিচার প্রার্থনা করলেন। তিনি তাদের দিকে তাকালেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অবশেষে তিনি তাঁর মাথা উঠিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনাদেরকে অনুনয় করছি, আমাকে আপনাদের এ ভার থেকে মুক্তি দিন। আপনারা আমার দুর্বল শুভ বা অশুভ সিদ্ধান্তের প্রথম শিকার হবেন না। তখন ঐ দু'বিচার প্রার্থী তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন এবং প্রস্থান করলেন। এরপর গভর্ণর আর জোর জবরদস্তি করলেন না, কিন্তু ইবনে ফারুকের মতামতের ভিত্তিতে অন্য একজনকে *'কাজী'* নিযুক্ত করলেন।

এ গল্পের সার সংক্ষেপ হল স্ব-কৈফিয়তমূলক: তিনি জানতেন যে, সততা ও ন্যায় পরায়নতার সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তাই তিনি নিজেকে ঐ রাজনৈতিক নিয়োগ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মানুষের সামাজিক আচরণ

মানব মনস্তত্ত্বে আচরণ মানুষের একক বা দলের অনেক পর্যবেক্ষণযোগ্য ও অ-পর্যবেক্ষণযোগ্য, বস্তুগত ও উদ্দেশ্যগত কার্যাবলীর সাথে যুক্ত। এটি কতগুলো পরিমাপযোগ্য কার্যাবলীও অন্তর্ভূক্ত করে, যা কোন ব্যক্তি বা দলের চলাফেরা ও গতিবিধিকেও জাগ্রত করে।

মানুষের সামাজিক আচরণের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে চিহ্নিত করেছেন A. Megid Mansour (১৯৭২:১২-১৩)। প্রথমত, মানুষ পরিপূর্ণ বাসনাসহ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, সে তার নিজের বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে খাওয়া দাওয়া করে, পান করে, গন্ধ নেয়, কাপড় পরিধান করে, বিবাহ করে, ঘোরাফেরা করে ও ভালবাসার সন্ধান করে বা বন্ধুত্ব করে এবং ঘৃণা করে বা শত্রুতা করে। কাজ, খেলাধূলা ও সহযোগিতা ইত্যাদি মানুষের অন্যান্য আরও কিছু বাসনা। দ্বিতীয়ত, মানুষের অজানাকে জানার কৌতুহল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, রহস্য উদঘাটন এবং লুকানো বিভিন্ন কারণগুলো আবিষ্কার ইত্যাদি কিছু গুণাবলী রয়েছে। সে অজানাকে জানার চেষ্টা করে, বিপদের মুখোমুখি হয়, এবং দু:সাহসী হয়ে বিভিন্ন যাত্রা শুরু করে। তৃতীয়ত, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে জীবনের ভাল জিনিসগুলো উপভোগ করতে এবং মৃত্যুর পর অসীম জীবনের জন্য তৈরী হতে। মানুষের জীবনের আনন্দময় জিনিষগুলো উপভোগ করার প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ করা কঠিন। তবে এটাও সমভাবে কঠিন, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলীকে রুদ্ধ করে দেয়া এবং কোরান ও সুন্নাহ্ মতে মানুষের অন্যান্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা। চতুর্থত, মানুষ নি:সঙ্গ জীবন কাটাতে পারে না, কারণ এটা সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ। মানুষ সহজাতভাবে সামাজিক এবং যখন সে দলগত জীবন যাপন করে তখন সে অধিক উৎপাদনশীল হয়। সে তার বন্ধুবান্ধব, পরিবার বা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ কিংবা সামাজিক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। মানুষ তার নিজস্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে পারে না। আল্লাহ্ পবিত্র কোরানে বলছেন:

> হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই! তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও মহিলা হিসেবে এবং জাতি ও উপজাতি হিসেবে তৈরী করেছি যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই! আল্লাহ্ সব জান্তা, সর্বময়। (কোরান, সূরা ৪৯: আয়াত ১৩)

সবশেষে, মানুষ বিবাহ করা ও নিজের পরিবারের অধিকারকে অস্বীকার করতে পারে না। এ অধিকার অস্বীকার করা তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সমাজ তখনই পরিপূর্ণতা পায় যখন পুরুষ ও মহিলা আইনগতভাবে একত্রিত হয়।

ইসলামে কি কোন মনস্তাত্তিক তত্ত্ব আছে?

মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি কোরানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন আয়াত থেকে দৃষ্টিগোচর হয় এবং এ অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশগুলোতেও তা বর্ণিত

www.pathagar.com

হয়েছে। মনস্তত্ত্ব ও অন্যান্য এ সম্পর্কিত সমাজ বিজ্ঞানের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব হল মনস্তত্ত্বের এমন একটি ইসলামী তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করা, যা মানুষ ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামী দর্শনকে প্রতিফলিত করে। তাছাড়া, মুসলিমগণ সর্বদা বিশ্বাস করে, 'মানুষ ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে তার সৃষ্টিকর্তার চেয়ে বেশী কে জানে'?

এ বিষয়ে কোরান মানুষকে স্মরণ করে দেয় যে:

আমি কি তাকে দেইনি দু'টি চক্ষু,

জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়?

বস্তুত আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। (কোরান, সূরা ৯০: আয়াত ৮-১০)

অন্য একটি আয়াতে বলা হচ্ছে:

নিশ্চয়ই! আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, তখন হয় সে কৃতজ্ঞ অথবা অবিশ্বাসী। (কোরান, সূরা ৭৬: আয়াত ৩)

উপরের দু'টি আয়াত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে নির্দেশ করে:

যখন তোমার পালনকর্তা ফেরেস্তাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করবো, যখন আমি তাকে সুষম করবো এবং তাতে আমার রুহ্ ফুঁকে দেব; তখন তোমরা তার সম্পর্কে সেজদায় নত হয়ে যেও। (কোরান, সূরা ৩৮: আয়াত ৭১-৭২)

কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোও পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত ও পরিপূরক যেখানে মানুষের নিজের সব কাজের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ রকম আয়াতগুলোও মানুষ ও তার আত্মার কিছু মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে:

প্রত্যেক প্রাণী তার কৃত কর্মের জন্য দায়ী;

সেগুলোও সংরক্ষণ কর, যা দক্ষিণ হস্তের উপর নির্ভর করে (কোরান, সূরা ৭৪: আয়াত ৩৮-৩৯)

কোন ব্যক্তিই কারও গুনাহ্ বহন করবে না এবং

মানুষ তাই পায় যা সে করে। (কোরান, সূরা ৫৩: আয়াত ৩৮-৩৯)

নিশ্চয়ই ! আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (কোরান, সূরা ১৩: আয়াত ১১)

সর্বশেষ আয়াতে সৃষ্টি কর্তার কাছ থেকে পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মানুষের সব চাওয়া পাওয়া তাদের নিজ নিজ আচরণের উপর নির্ভর করে।

Sayyed Qutb (n.d.:১৭১-৭), একজন আধুনিক মিশরীয় পণ্ডিত এবং কোরানের বিখ্যাত দোভাষী, মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনটি ধারণা বিশিষ্ট একটি তত্ত্ব দিয়েছেন। প্রথমত, মানুষ ইসলাম সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে, যখন ইসলাম মানুষের কার্যাবলী সম্পর্কে

www.pathagar.com

তাকে দায়িত্বশীল করে এবং তাকে পছন্দের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। ইসলাম সম্পর্কে এ উচ্চ ধারণা এবং তার ব্যবহারিক কার্যাবলী মানুষকে বিশ্বজগতের মধ্যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, যে আসনকে সৃষ্টিকর্তা তার অন্যান্য সব সৃষ্টির মধ্যে উর্ধ্বে স্থান দেন। দ্বিতীয়ত, ইসলাম মানুষের ভাগ্য রেখেছে তার নিজের হাতে এবং সে ভাগ্যকে অর্জন করার জন্য মানুষকে করেছে দায়িত্বশীল। এ সব সুক্ষ্ম কার্যাবলী মানুষের মধ্যে সচেতনতা, সতর্কতা ও *তাকওয়া* (আল্লাহ্‌র দিকে মনযোগ দেয়া বা আল্লাহ্ সম্পর্কে সচেতন ও হ্যাঁ সূচক দৃষ্টিভঙ্গি) সৃষ্টিতে প্ররোচিত করে। মুসলিমরা জানে যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তা তাঁর কার্য ও কার্যপ্রণালী দ্বারা বাস্তবায়ন করেন। সে বিশ্বাস করে যেমন পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির অবস্থা কখনও পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেদের পরিবর্তন না করে। নিজের জন্য মানুষের একটি কঠিন কার্যাবলী হল মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ সচেতন ও তীক্ষ্মধী সম্পন্ন হওয়া। তৃতীয়ত, ইসলাম মানুষকে স্মরণ করে দেয় যে, তার অন্তহীন প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে চাইতে হবে। এটা নিশ্চিত করতে আল্লাহ্ একটি স্বার্থক মানদণ্ড প্রকাশ করেছেন, যা মানুষের খামখেয়ালী চাওয়া পাওয়াকে পরিপূর্ণ করে না এবং তাকে ভাল কিছু দিতে পারে, তাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারেনা, এবং তাই মন্দ ভাগ্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষ সে মানদণ্ড অনুযায়ী কৌশল প্রয়োগ করে। এভাবে, মানুষ আল্লাহ্‌র শিক্ষার খুব কাছে আসে এবং তার নির্দেশাবলী মেনে চলে এবং তার আলোকে নিজের জীবনকে আলোকিত করে।

সৌদি আরবের Al-Faisal (১৯৭৬: ৫৭৩) নামক এক মুসলিম লিখেছেন:

> প্রযুক্তি ও আধুনিক সব আবিষ্কার আমাদের এমন একটি রাষ্ট্রে নিয়ে এসেছে, যেখানে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একটি আদর্শের দরকার হয়, যা বিশ্বব্যাপী প্রয়োগযোগ্য এবং যা মানুষের জন্য একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শৃংখলা প্রদান করে।

ইরানের সমাজতত্ত্ববিদ ও স্বনামধন্য মুসলিম পণ্ডিত প্রয়াত Ali Shariati (১৯৭৯:৯) সংক্ষেপে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে লিখেন:

> ইসলামে, আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া মানুষ দুর্বলও নয়, অক্ষমও নয়, তারা পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর বন্ধু। বিশ্বাসী সব ফেরেস্তাকে মানুষকে সেজদা করতে হয়েছিল। একজন দ্বৈতবাদী মানুষের এমন বিরাট দায়িত্বশীলতার জন্য ধর্মের প্রয়োজন, যা তাকে পুরোপুরি সন্ন্যাসবৃত্তির দিকেও পরিচালিত করেনা অথবা পুরোপুরি বস্তুবাদীও করে তুলে না, বরং ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যায়। তার দরকার একটি দ্বৈতবাদী ধর্ম, যা তার গৃহীত সব দায়িত্বশীলতা পরিপূর্ণ করতে পারে; আর তা হল ইসলাম।

Shariati এখানে 'দ্বৈতবাদী মানুষ' বলতে যা বুঝাতে চেয়েছেন তা Zoroastrian মত থেকে ভিন্ন। এখানে 'দ্বৈতবাদ' বলতে বুঝায় যে, মানুষ নয় সন্ন্যাসী, নয় বস্তুবাদী, বরং সে উভয়ই হতে পারে। জীবনের একটি পরিপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে ইসলাম মানুষকে একটি শক্তি

www.pathagar.com

দেয়, যা তাকে তার নিজের মধ্যে ঐ ধরণের উপাদানের সংশোধনের মাধ্যমে একটি ভারসাম্য অবস্থা অর্জনে সহায়তা করে ।

ইসলামে মানুষ, উন্নয়ন এবং আধুনিকতা

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, ইসলামে মানুষের আসল কাজ হল জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়া হওয়া উচিৎ বৃহৎ উদ্দেশ্যে অগ্রমূখী, যা অনৈসলামিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যের নয়।[৯] মানুষের উপর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি সহ একটি ইসলামী উন্নয়ন প্রক্রিয়া মানুষের বস্তুবাদী ও যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা এবং তার আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রয়োজনসমূহের উপর একটি ভারসাম্য আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এমনকি এর মৌলিক সনাতন উপাদানের ক্ষেত্রেও ইসলাম সংযম প্রদর্শনের কথা বলে, কখনও সীমা লংঘনের কথা বলে না। Braibanti এবং Spengler (১৯৬১) স্মরণ করে দেন যে, উন্নয়নের জন্য সনাতন পদ্ধতি অপরিহার্য নয় এবং সব সময় প্রতিকূল থাকে। ইসলাম স্বাধীনভাবে স্বীকার করে বস্তুগত বিষয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণের কথা –তার আগ্রহ সম্পদ ও সম্পত্তির প্রতি, বাড়ী ও জমির প্রতি এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রতি। ইসলাম এর কোনটাই নিষেধ করেনি, কিন্তু এ সব বিষয়ের গুরুত্বের ক্ষেত্রে একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে, যাতে করে জীবনের ঐ বিষয়গুলো তার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য না হয় বা সর্বশেষ লক্ষ্য না হয়। পবিত্র কোরানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে:

> মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তানসন্ততি, জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য, এবং অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী। এসব ফল পার্থীব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্‌র নৈকট্যই হল উত্তম আশ্রয়। (কোরান, সূরা ৩: আয়াত ১৪)
>
> তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনে ভোগ ও শোভা বৈ নয়; আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি তা বোঝ না? (কোরান, সূরা ২৮: আয়াত ৬০)

তাই, ধার্মিক ও কর্তব্য পরায়ন মুসলিমগণ তাদের সমাজে উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের অনুসন্ধান করে, যা শুদ্ধভাবে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও মূল্যবোধের উপর স্থির, যা লক্ষ্যহীন 'অগ্রগতির' ক্ষেত্রে একটি বিপরীতমূখী ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে, এবং যা 'প্রোটেস্টেন্ট নীতির মতো' মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয় এমন মূল্যবোধ ও আচরণ পদ্ধতি এবং যা তাদের সমাজের প্রতিটি স্তরের জন্য ধ্বংসাত্মক হতে পারে তা সুশৃংখলভাবে গ্রহণ করে না। এরকম লোকেরা এ উপসংহারে পৌছেন যে, মানুষকে তার প্রকৃতির প্রয়োজনে বস্তুগত দিকের চেয়ে নিজেদেরকে অন্যান্য বিষয়ের উপরও অর্থপূর্ণভাবে আরও অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। ফলত, 'তারা একটি গভীর ও অটল বিশ্বাসে স্থির হয় যে, যা মানুষের অস্তিত্বের জন্য অধিক মূল্যবান বা অতীব প্রয়োজনীয়, তা অন্য যে কোন আদর্শ বা দর্শনের চেয়ে চৌদ্দ'শ বছর পূর্বের পূরোনো ইসলামী ঐতিহ্যে, তাদের ধর্মে ও জীবন ব্যবস্থায় উত্তমরূপে পাওয়া যাবে'। (Haneef ১৯৭৯: ১২৬)

www.pathagar.com

এক শতাব্দী আগে মিশরীয় ইসলামী সংস্কারক মুহাম্মদ আবদুহ্ মুসলিম সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে একই রকম একটি উপসংহারে পৌছেন। তাঁর উন্নয়নের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সব সদস্যের জন্য ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষার ব্যবস্থা; শিল্প, কলা ও বিজ্ঞানের উন্নয়ন; সবার জন্য অর্থনৈতিক কল্যাণ; রাজনৈতিক স্বাধীনতা; সমাজের অভ্যন্তরে সবার মধ্যে উত্তম সংহতি; এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল চেতনা তৈরী করা (Baaklini ও Khoury, ১৯৭৯:৪৮)। অন্য কথায়, তাঁর মতে উন্নয়ন অর্থ হল সহজভাবে ইসলামের সত্যিকার চেতনাকে বুঝা। ইসলামের সত্যিকার চেতনা বলতে যা বুঝায় তা মানুষকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালাগুলোর অর্জনের দিকেই নিয়ে যায়, যা মহানবী (স.) ও তাঁর প্রকৃত অনুসারী চার খালিফার সময়ে অর্জিত হয়েছিল।

ইরানের একজন সমসাময়িক মুসলিম পণ্ডিত Scyycd Hosscin Nasr, যুক্তি দেখান যে, কিছু লোক স্বীকার করেন যে, বর্তমানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ সামাজিক ও কৌশলগত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে 'অধিক-উন্নত অবস্থার' কারণে তথাকথিত 'অনুন্নত' অবস্থার কারণে নয়। অনেকেই এ সত্যটি স্বীকার করেন না যে:

> মানব সমাজের কোথাও শান্তি সম্ভব নয়, যতদিন মানুষের আচরণ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর আগ্রাসন ও যুদ্ধভিত্তিক মনোভাব নিয়ে থাকবে... সম্ভবত সবাই উপলব্ধি করতে পারে না যে, প্রকৃতিতে শান্তি অর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ঐশ্বরিক একটি নির্দেশের ব্যাপার আছে। পৃথিবীতে সুখী হতে হলে অবশ্যই স্বর্গীয় সুখ প্রয়োজন। (Nasr, ১৯৬৮: ১৩-১৪)

সম্ভবত সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষ ও প্রকৃতির জন্য উত্তম ব্যবস্থা, Nasr লিখিত (১৯৬৮:১৪) *The Encounter of Man and Nature* গবেষণাতে বলা হচ্ছে: যদিও বিজ্ঞান বর্তমানে নিজেই প্রয়োগযোগ্য, আধুনিক বিজ্ঞানের ভূমিকা ও কার্যাবলী এবং এর প্রয়োগ বর্তমানে প্রয়োগযোগ্য নয়, এমনকি তা বিপদজনক ও ধ্বংসাত্মকও বটে:

> একটি উচ্চতর জ্ঞানের অভাব যা বিজ্ঞানকে একত্রিত করতে পারে এবং প্রকৃতির ঐশ্বরিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ধ্বংস করার কারণেও তা হতে পারে। ঐ পরিস্থিতির প্রতিকার হল, অধিবিদ্যামূলক জ্ঞান অর্জন, যা প্রকৃতির দিকে নিবিষ্ট তা অবশ্যই পুন:প্রচলন করতে হবে এবং প্রকৃতির ঐশ্বরিক গুণাবলী পুনরায় তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক প্রতিফলিত হয় তার সাথে সংগঠিত নতুন কোন ঘটনার ফলে। Nasr-র মতে, মানুষ নিশ্চিতভাবে স্বর্গ হারিয়েছে এবং এর ক্ষতিপূরণ হিসেবেই এ পৃথিবী পেয়েছে যা স্পষ্টত প্রতীয়মান, কিন্তু তা সব অলীক সম্পদে ভরপুর। মানুষ:

> প্রতীকি পৃথিবীর জন্য স্বর্গ হারাল যেখানে সে তার ইচ্ছা পর্যবেক্ষণ ও নিপুনভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু দেবতা হিসেবে পৃথিবীতে তার নতুন ভূমিকা কখনও অতীন্দ্রিয় আদিরূপ প্রতিফলন করে না। সে এ পৃথিবীতে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এখানে সে কর্তৃত্ব

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যতক্ষণ না সে এখানে তার স্বর্গের হারানো বিষয়গুলো ফিরে পায়। (পূর্বোক্ত,:৩৮)

অন্যদিকে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলাম, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক তৈরী করে। যেমন Nasr (পূর্বোক্ত : ৯৪-৯) বর্ণনা করেছেন:

> মানুষ ও প্রকৃতিকে পৃথক করার চিন্তা বাদ দিয়েই ইসলাম পৃথিবীর একটি সমন্বিত ধারা সংরক্ষণ করে এবং ঐশ্বরিক অনুগ্রহ ও মঙ্গলের দৃষ্টিকোণ থেকেই মহাজাগতিক ও প্রকৃতির নিয়মাবলী অবলোকন করে। ইসলামে মানুষ অতীন্দ্রিয়তা ও অতি প্রাকৃতিকতা খোঁজে, তা ইহজগতের প্রকৃতির বিপক্ষে নয়, যা অন্তর্নিহিতভাবে অতি প্রাকৃতিকতার পানে বাধা সৃষ্টি করে, কিন্তু আগ্রহের সাথে আসল প্রকৃতিরই খোঁজ করে এবং প্রকৃতি নিজেই ঐ প্রক্রিয়ার একটি উপাদান হতে পারে, যা থেকে মানুষ তা সম্পাদন করা শিখতে পারে, তা বাস্তবতার একটি স্বাধীন অংশ হিসেবে নয়, বরং উচ্চ বাস্তবতা প্রতিফলিত হবার আয়না হিসেবে, একটি ব্যাপক সুদৃশ্য চিত্র সম্বলিত প্রতীক হিসেবে, যা মানুষের সাথে কথা বলে এবং যা তার জন্য অর্থযুক্ত।

এ ধরণের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা মধুরতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সম্পর্ক, প্রকৃতিকে অপব্যবহারের চেয়ে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার উপর জোর দেয় এবং এ সম্পর্কে তার দায়িত্বশীল ও বাধ্যতামূলক মনোভাব পোষণ করে। এ বিষয়টি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধ্যবাদকতা ও সংযম প্রদর্শনের উপর নজর দেয়, এ সম্পর্কে যদি আমরা ব্যাপকভাবে ইসলামী আইন ও লিখিত আদর্শগুলো অধ্যয়ন করি, আমরা দেখতে পাবো যে, এ বিষয়গুলো মানুষকে নিজের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রশ্রয় দেয়া, সীমালংঘন করা এবং অপচয় করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাধা দেয়। (Coon, ১৯৫১: ৩৪৬)। তাই, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাসহ কোন বিশেষ শাখায় ইসলামের অগ্রগতি হয় না এবং অগ্রগতি লাভ করেনা, মানুষকে এ বিষয়গুলো মনে রেখেই প্রকৃতির সাথে আচরণ করতে ইসলাম সহযোগিতা করে। কোরানের *আয়াত* ও *হাদীসের* সব বাণীগুলোতেই জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের প্রশংসা করা করা হয়েছে যা বিরোধের উর্ধ্বে। তাই, ইসলাম নীতিগতভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে নিন্দা করেনা এবং করতে পারে না। বস্তুত, ইসলাম প্রগতি, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের পক্ষে যেভাবে ইসলাম এগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে; এটি কখনও উন্নয়নের চাকার একটি দন্ড হতে পারে না। কিন্তু কোরান সবসময় মানুষকে প্রধান প্রাকৃতিক প্রপঞ্চগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা ও তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য আহ্বান করে –পৃথিবী ও আকাশ, বাতাস ও বৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জ ইত্যাদি।

সারাংশ ও উপসংহার

এটা অনুভুত হয় যে, যে কোন সমাজের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য কোন কৌশল উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঐ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

উপাদান সম্পর্কে সঠিক ও পরিষ্কার ধারণা লাভ করা, এক্ষেত্রে মানুষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে মানব প্রকৃতির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের প্রকৃত সব কার্যাবলী, তার দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা, তার রাজনৈতিক চরিত্র এবং তার সামাজিক আচরণ ইত্যাদি আলোচনাপূর্বক এ অধ্যায়ে ইসলামী সমাজে একজন মানুষের বাস্তব চিত্রের একটি কাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু বেশীর ভাগ চলকগুলো সুস্পষ্টভাবে পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের দেশগুলোর চেয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পৃথক, তাই ইসলামী রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন কৌশলও অবশ্যই পৃথক হওয়া দরকার। এটা আশা করা হয় যে, আমাদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানী এবং পেশাজীবীগণসহ যারা উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের মুসলিম জনগণের প্রকৃত প্রয়োজন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কিছুটা বেশী পরিচিত হওয়া দরকার, যদিও তাদের কার্যাবলী শাসক ও সরকারী এলিটদের সাথে অতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এ বিশ্লেষণ এখন একটি বিশাল প্রতিকৃতিতে পরিবর্তিত হবে, যা এ গবেষণার সাফল্যমণ্ডিত অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হবে, যা মুসলিমরা তাদের সমাজের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য আশা করে থাকে, এটি এমন একটি উন্নয়ন, যা তাদের মতবাদ ও বিশ্বাসের যে চেতনা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং তা তিনটি জটিল ক্ষেত্রে: রাজনৈতিক উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকা

১. উন্নয়নের মানবিক ফ্যাক্টরগুলোর গুরুত্ব এবং মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে জানার জন্য, দেখুন Irma Adelman এবং Cynthia Taft Morris লিখিত, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, ১৯৭৩ সালে Stanford University Press, Stanford California থেকে প্রকাশিত; Gunnar Myrdal লিখিত, *Asian Drama: An Inquiry into Poverty of Nations*, তিন ভলিউম, ১৯৬৮ সালে Pantheon, New York থেকে প্রকাশিত এবং Gunnar Myrdal লিখিত, *Challenge of World Poverty*, ১৯৭০ সালে Vintage Books, New York থেকে প্রকাশিত।

২. মানব প্রকৃতির গুরুত্ব এবং অন্যান্য শাখার সাথে এর সম্পর্ক নিম্নোক্ত গবেষণাকর্মগুলোতে পুনরায় বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে:

যে বইগুলো গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভূক্ত তা হল: Fred I. Greenstein লিখিত, *Personality and Politics: Problems of Evidence, Inference and Conceptualization*, ১৯৬৯ সালে Marham, Chicago থেকে প্রকাশিত; Ted R. Gurr লিখিত, *Why Men Rebel*, যা ১৯৭০ সালে Princeton University Press, Princeton, N.J. থেকে প্রকাশিত; P. J. Heine লিখিত, *Personality and Social Theory*, ১৯৭২ সালে Allen Lane, London থেকে প্রকাশিত; G. A. Kelly লিখিত, *Idealism, Politics and History: Sources of*

www.pathagar.com

Hegelian Thought, ১৯৬৯ সালে Cambridge University Press, Cambridge থেকে প্রকাশিত; J. N. Knutson লিখিত, *The Human Basis of the Polity: A Psychological Study of Political Man*, ১৯৭২ সালে Aldine, Chicago থেকে প্রকাশিত; J.N. Shaklar সম্পাদিত, *Political Theory and Ideology*, ১৯৬৬ সালে Mcmillan, New York থেকে প্রকাশিত; এবং Daniel Yankelovich ও William Barrett লিখিত, *Ego and Instinct: The Psychoanalytical Veiw of Human Nature*, ১৯৭০ সালে Random House, New York থেকে প্রকাশিত।

রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত বিশেষ গবেষণা সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন: Hannah Arendt লিখিত, *The Human Condition*, ১৯৫৮ সালে Chicago University Press, Chicago থেকে প্রকাশিত; C.D. Darlington লিখিত, *The Evolution of Man and Society*, ১৯৬৯ সালে Simon and Schuster, New York থেকে প্রকাশিত; Carl J. Friedrich লিখিত, *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*, ১৯৬৩ সালে Mcgraw-Hill, New York থেকে প্রকাশিত; C.B. Macpherson লিখিত, *The Political Theory of Possesive Individualism: Hobbes to Looke*, ১৯৭১ সালে Clarendon Press, Oxford থেকে প্রকাশিত; John Passmore লিখিত, *The Perfectability of Man*, ১৯৭০ সালে Duckworth, London থেকে প্রকাশিত; John Plamentatz লিখিত, *Man and Sociey*, দুই ভলিউম, ১৯৬৩ সালে McGraw–Hill, New York থেকে প্রকাশিত; B.F. Skinner লিখিত, *Beyond Freedom and Dignity*, ১৯৭১ সালে Alfred A Knopf, New York থেকে প্রকাশিত; এবং Les Straus লিখিত, *The City and Man*, ১৯৬৪ সালে Rand McNally, Chicago থেকে প্রকাশিত।

যেসব গবেষণা অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান এবং ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত তা হল: Charles D. Brockett লিখিত, 'Human Needs and Political Development'; অভিসন্দর্ভ, রাজনীতি বিজ্ঞান, UNC–Chapel Hill, NC, ১৯৭৪; Frederick Creedy লিখিত, *Human Nature in Business*, London, E. Benn থেকে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত; James C. Davies লিখিত, *Human Nature in Politics: the Dynamics of Political Behavior*, New York, Wiely থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত; Fred C. Kelly লিখিত, *Human Nature in Business*, New York and London, G.P. Putnam থেকে ১৯২০ সালে প্রকাশিত; J. Roland Pennock এবং John W. Chapman লিখিত, *Human Nature in Politics*, New York University Press, New York থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত; William L. Phelps লিখিত, *Human Nature in the Bible*, New York and London থেকে C. Scribner

www.pathagar.com

কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২২ সালে; Jean L. Shepard লিখিত, *Human Nature at Work,* Harper Brothers কর্তৃক New York and London থেকে প্রকাশিত ১৯৩৮ সালে; Ordway Tead লিখিত, *Human Nature and Management: the Application of Psychology to Executive Leadership,* McGraw-Hill, New York থেকে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত; এবং Graham Wallace লিখিত, *Human Nature in Politics,* ৩য় সংস্করণ, F. S. Crobts কর্তৃক New York থেকে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপরোক্ত কোন গবেষণাতেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানব প্রকৃতিকে বিবেচনা করা হয় নি, সব কটিতেই পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া, এ তালিকা এ অর্থও প্রকাশ করে না যে, এটি হয়তো ব্যাপকভাবে পরিপূর্ণ কিংবা সমসাময়িক।

৩. নিম্নোক্ত ভাবে ৩৯১টি দৃষ্টান্ত খণ্ডন করা হয়েছে: *আল-নাস্* (মানবকুল), ২৪০ বার; *আল-ইনসান* (মানুষ), ৬৫ বার; *রজুল* (মানুষ), ২৪ বার; এবং অন্যান্য ভাষায় বহুবচনে ২৯ বার; *ইনস্* (মানবকুল), ১৮ বার; *বনি আদম* (আদমের সন্তান), ৮ বার; *ওনাস্* (জনগণ), ৫ বার; এবং *ওনাসিই* (মানুষ, ওনাসের বহুবচন), এবং *ইনসিইয়া* (মরনশীল মানুষ) প্রতিটি একবার করে।

৪. এ আয়াতটির ভিন্নতা কোরানে পাওয়া যেতে পারে, দেখুন কোরান সূরা ২৯: আয়াত ৬৪; সূরা ৪৭: আয়াত ৩৬; এবং সূরা ৫৭: আয়াত ২০

৫. দেখুন পূর্ববর্তী আলোচনা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনটি পরিবর্তন যোগ্য এবং কোনটি পরিবর্তনযোগ্য নয়।

৬. মাঝে মধ্যে কিছু আধুনিক তত্ত্ব সরকারী চাকরির প্রেষণাকে চিহ্নিত করে, যা অনেকটা শক্তিশালী। উদাহরণস্বরূপ, Ralph Nader, Albert Schweitzr, Mahatma Gandhi ইত্যাদি সবাই তাঁদের নিজেদের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন এ বিষয়ে। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, তাঁদের আচরণ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যাযুক্ত হতে পারে (সম্ভবত Jungian), কিন্তু নির্দিষ্টভাবে আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্ছেদ্য নয়, অন্তত: Schweitzer এবং Gandhi-র ক্ষেত্রে। এটি ইসলামী প্রেষণার ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে তার সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে না। আধুনিক তত্ত্বগুলোর ন্যায় সমস্যাটি হল যে তাদের আদর্শ নয় উপরোক্ত উদাহরণগুলোই ব্যতিক্রম।

৭. Sulayman Nyang (১৯৭৬: ১৩) অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে এসব মানব চেতনার স্তরগুলোর আধুনিক ব্যবহারের একটি মজার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, প্রদত্ত এ তিন প্রকার ছাড়াও যে কেউ বলতে পারেন যে, 'মানুষ বিন্যাস ও সমাবেশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমপক্ষে নয়টি ভিন্ন প্রকার অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম'। এ প্রকারগুলোকে তিনি নিম্নোক্তভাবে তালিকাভুক্ত করেন: (ক) কৃষিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা, যার বেশীরভাগ জনগণ বস্তুগতভাবে দরিদ্র শ্রেণীর ও নীতিভ্রষ্ট *(নফসুল আম্মারাহ);* (খ) কৃষিজ অর্থব্যবস্থা, যার বেশীরভাগ জনগণ আত্ম-দোষারোপ চেতনাসম্মত *(নফসুল*

www.pathagar.com

লওয়ামাহ্); (গ) কৃষিজ অর্থব্যবস্থা, যার বেশীরভাগ জনগণ আত্ম-তুষ্টির চেতনা সমৃদ্ধ *(নফসুল মুতমায়িন্নাহ্);* (ঘ) একটি দ্বৈত অর্থব্যবস্থা, যার বেশীরভাগ জনগণ নৈতিকভাবে ভ্রষ্ট; (ঙ) একটি দ্বৈত অর্থব্যবস্থা, যার বেশীরভাগ জনগণ হলেন আত্ম-দোষারোপ চেতনাসমৃদ্ধ; (চ) একটি দ্বৈত অর্থব্যবস্থা, যার বেশীরভাগ জনগণ নৈতিকভাবে আত্ম-তুষ্ট; (ছ) একটি পরিপক্ক অর্থনীতি ব্যবস্থা, যার অধিকাংশ জনগণ নৈতিকভাবে ভ্রষ্ট; (জ) একটি পরিপক্ক অর্থব্যবস্থা, যার অধিকাংশ জনগণ আত্ম-দোষারোপ চেতনামূলক ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতন; এবং (ঝ) একটি পরিপক্ক অর্থব্যবস্থা, যার অধিকাংশ জনগণ নৈতিকভাবে আত্ম-তুষ্ট।

৮. উদাহরণস্বরূপ, Sami Zubaida (১৯৭২: ৩০৮) 'ইসলাম একটি অদৃষ্টবাদী ধর্ম', এ মতের সাথে ভিন্নতা পোষণ করেন, যা দাবী করেন Myrdal (১৯৬৮) এবং Brzezinski (১৯৭০)। Zubaida উপসংহারে বলেন যে:

> মুসলিম শহরগুলোতে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসন ও আধিপত্য পাবার ব্যর্থতা (তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্য ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের সাথে) *নিষ্ক্রিয়তার পক্ষে কোন ধর্মীয় আচরণের ফলশ্রুতি নয়,* বরং তা হল এসব শ্রেণীর সাথে রাষ্ট্র ও প্রভাব বিস্তারকারী সামরিক শ্রেণীর সম্পর্কগত অবস্থানের ফলাফল থেকে উদ্ভূত।

> আরও আলোচনার জন্য, দেখুন Zubaida লিখিত 'Economic and Political Activism in Islam', যা প্রকাশিত হয়েছে *Economy and Society,* ভলিউম ১, নং ৩ (আগষ্ট ১৯৭২) পৃষ্ঠা ৩০৮- ৩৮।

৯. এসব লক্ষ্যাদির কিছু হল তার নিজের খাতিরেই জাতীয় শক্তি, প্রকৃতির আধিপত্য ও বশীভূতকরণ, আধ্যাত্মিক কল্যাণ বর্জনের মাধ্যমে বস্তুগত কল্যাণের আধিক্যকরণ ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য যা ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না, তা হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতি যেখানে বিশ্বাসকে এক কোণে ঠেলে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাগ

উন্নয়নের পরিবেশ

উন্নয়ন শূণ্যতার মধ্যে সংগঠিত হয় না। উন্নয়নের ফলাফল ও সর্বশেষ ফসল তার আশেপাশের পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং ঐ পরিবেশের বিভিন্ন রকম ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রশাসনিক উন্নয়নের কোন কর্মসূচিই রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে বাস্তবায়ন করা যায় না। দ্বিতীয় ভাগে সার্বিক পরিবেশগত ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়নি; বরং পরবর্তী দু'টিই তাদের গুরুত্ব ও প্রশাসনিক উন্নয়নে এদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কারণে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাজনৈতিক উন্নয়নের ইসলামী কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিষয় যেমন ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক, বিশেষত ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, আধুনিকায়নের সাথে ইসলামের সম্পর্ক, যা উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত, এবং ইসলামী রাজনৈতিক উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শেষত, ইসলামী রাষ্ট্রকে বিদ্যমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যায়িত করে আলোচনা করা হয়েছে, এবং এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, পূর্বেরটি ইসলামী রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, যা ইসলামী প্রশাসনিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ইসলামী প্রশাসনের পরিবেশের জন্য অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশ্চাত্য ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিশ্লেষণ দিয়ে আলোচনা শুরু করে এ অধ্যায়ে সমসাময়িক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধানে একটি ইসলামী 'তৃতীয় সমাধান' উপস্থাপন করা হয়েছে। কোরান ও সুন্নাহ্‌তে বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালাগুলো পরীক্ষাপূর্বক ইসলামী পণ্ডিতদের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি ভিত্তি রচনার মাধ্যমে তা শেষ করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী ও সমসাময়িক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালাগুলোর তুলনামূলক আলোচনা এবং তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে তাদের স্পষ্ট অসামঞ্জস্যতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে, যা তাদেরকে একটি 'সরীসৃপের গর্তে' পতিত করেছে। ইসলামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে, সাথে সাথে সমসাময়িক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কিভাবে ঐ 'সরীসৃপের গর্ত' থেকে বের হয়ে আসবে তার কিছু পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উপসংহারে, একজন ইসলামপন্থী মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কি ভূমিকা ও কৌশল গ্রহণ করবেন তার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এ গবেষণার অন্তর্নিহিত ভাব 'প্রশাসনিক উন্নয়ন' উপলব্ধি করতে হলে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিবেশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

৩

রাজনৈতিক উন্নয়ন

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষ এবং উন্নয়নে তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল 'আধ্যাত্মিক স্তর', যেখানে ইসলাম মানুষকে তার আত্মার শুদ্ধির *(tazkiyat al nafs)* আহ্বান জানায়। আত্মশুদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা নামে পরিচিত ইসলামী উন্নয়নের এ ভিত্তি, ইসলামে অন্যান্য সবরকম উন্নয়নের সম্পর্ক, আইন কানুন, পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিহ্নিত করে (Qutb, ১৯৭৭)।

সংজ্ঞার দিক থেকে, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নয়ন হল, এক প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা যার মাধ্যমে মুসলিমগণ একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে। এ অধ্যায় রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি ইসলামী ধারণা প্রদান করবে, যা একটি ইসলামী রাষ্ট্র[১] প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি জলন্ত উদাহরণ হিসেবে প্রদর্শিত। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক নীতিমালা ও ধারণাবলী যেমন *উম্মাহ* (বিশ্বজনীন মুসলিম সম্প্রদায়), *তাক্‌ওয়া* (খোদাভক্তি বা পবিত্রতা ও আল্লাহ ভীতি), *শূ'রা* (পরামর্শ), *আদালাহ্* (ন্যায়বিচার), *মুসাওয়াহ্* (সমতা ও egalitarianism) এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান *খিলাফাহ্ (খিলাফত)* এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী সাহিত্যে রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং এরকম একটি পদ্ধতির বাস্তবায়নে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা কি হবে তা নিয়েও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা সবার বুঝতে হবে যে, জীবনের একটি ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম পরিমার্জন ও চরমতাকে বর্জনের আহ্বান জানায়। বস্তুত, আল্লাহ্ পবিত্র কোরানে মুসলিম *উম্মাহকে* বর্ণনা করেন (সূরা ২: আয়াত ১৪৩) এ ভাষায়: 'এভাবে আমি তাদের মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা মানব জাতির জন্য সত্যের সাক্ষী হয় এবং আল্লাহ্‌র রসুল (স.) যেন তাদের জন্য সত্যের সাক্ষী হয়।'

সুতরাং রাজনৈতিক উন্নয়ন, উদাহরণস্বরূপ, অন্যান্য ধরণের উন্নয়নের (অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি) বিনিময়ে সংগঠিত হওয়া উচিত নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামকে একটি পদ্ধতি বা মডেল উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করে, যা উন্নয়নের সব ক্ষেত্রকে সমানভাবে বিবেচনায় আনে। বিভাজনের অনুগামী না হওয়া অত্যন্ত সুখকর, যা সমকালীন মুসলিম বিশ্বের সব দিকের সব ধরণের উন্নয়নের উপযোগী, যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক এবং শিক্ষাগত। ইসলামের রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি ও আওতা সম্পর্কিত কিছু সাধারণ চিন্তাধারা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক উন্নয়নের পণ্ডিতদের প্রতি এর একটি অধিক সমন্বিত আলোচনা করার প্রস্তাব রাখা হল।

www.pathagar.com

এ অধ্যায়টি নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করেই সংগঠিত করা হয়েছে: ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক কি? ইসলাম কিভাবে আধুনিকায়নকে উন্নয়ন থেকে পৃথক করে এবং কেন? রাজনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশে কে প্রাথমিক এক্টরের ভূমিকায় থাকবে? ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতি কি রকম? ইসলামী রাজনৈতিক উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্যাদি কি, এবং ইসলাম কিভাবে এসব লক্ষ্যাদি অর্জনে অগ্রসর হবে? শেষত, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা কি?

রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক

ধর্ম ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্যতা মুসলিম বিশ্বে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এমন প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল যে, উক্ত অবিচ্ছেদ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করার সব প্রচেষ্টাই অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। Ali Abdur Raziq, Khalid M. Khalid,[২] Ahmad Lutfi El- Sayyed এবং আরও অনেকেই[৩] একইভাবে উক্ত কাজটি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা সফল হন নি। পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত এ সম্পর্কের প্রয়োগযোগ্যতাকে বিশ্লেষণ করেন।

উদাহরণস্বরূপ, একজন নামকরা পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Harris, ১৯৭৯: ২১) বর্ণনা করেন যে, '... ইসলাম নিজেকে মানুষের রাজনৈতিক, পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের একটি প্রধান শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছে।' Yale Divinity School-র ব্যবহারিক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক, William Muehl (১৯৫৮: ৭) তাঁর *Mixing Religion and Politics* গ্রন্থে ধর্ম ও রাজনীতিকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে বাইবেল সম্পর্কিত ধর্মতাত্ত্বিক ও নৈতিক কারণগুলো উপস্থাপন করেছেন। তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার ক্ষেত্রে সাধারণ ধারণাগুলো বের করেন; সামাজিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ার প্রকৃত গুরুত্বকে অবহেলা করার আমেরিকান মনোভাবকে বিশ্লেষণ করেন; এবং পরামর্শ দেন যে, আমেরিকানদের রাজনৈতিক জীবনে খ্রীষ্টানদের দায়িত্বাবলী শুধুমাত্র একটি নীতিমূলক বই হিসেবে বিবেচ্য ও ব্যবহৃত হবে তা নয়, বরং তা হবে খ্রীষ্টান মৌলনীতিমালার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও আনুগত্যশীল। তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেন: 'যে ধর্ম তাদের অনুসারীদের জীবনের সকল ক্ষেত্রগুলোর আনুগত্যতার নিশ্চয়তার ব্যাপারে জানিয়ে দেয় না, কিংবা উপদেশও দেয় না, সে ধর্ম কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলেও তাদের আনুগত্য করার আদেশকে দীর্ঘায়িত করতে পারবে না'। Harvard University-র একজন নেতৃস্থানীয় দর্শনের অধ্যাপক (Hocking, ১৯৩২: ৫১) প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে লিখেন যে,

> অন্য যে কোন ধর্ম বা যে কোন আইনগত পদ্ধতির চেয়ে ইসলামে উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য সবরকম আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বেশী রয়েছে। এটি, ব্যাপক অর্থে অন্য যে কোন পদ্ধতির চেয়ে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অধিক কৌশল সমৃদ্ধ; সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, অগ্রগতির উপায়ের অনুপস্থিতির কারণে নয়, বরং তার বিন্যাসের অভাবের কারণে।

www.pathagar.com

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একটি চলক হিসেবে ধর্মের গুরুত্ব ক'বছর আগে Max Weber (১৯৩০) কর্তৃক *The Protestant Ethic and the Spirit of Captalism* নামক গ্রন্থে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং সম্প্রতি "Islam and Modernization in the Middle East: Muhammad Abduh, an Ideology of Development' নামক একটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে (Khoury, ১৯৭৮)।

ধর্ম ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক সাহিত্য শুধু প্রাচ্যেই গড়ে উঠেছে তা নয় বরং তা পাশ্চাত্যেও গড়ে উঠেছে সমানভাবে।[8] তাই, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বে, ধর্ম এসব দেশের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কাঠামোর মধ্যে একটি শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং তা রাখছে। সাম্প্রতিক ইরানের ইসলামী বিপ্লব এবং বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত উপাত্ত, প্রমাণ ও তার বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের নতুন সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়-রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক অভ্যাগম ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করা উচিত, যা মার্ক্সের ধর্ম সম্পর্কিত তত্ত্বকে ছাড়িয়ে যাবে, যা সামাজিক বাস্তবতার সাংস্কৃতিক দিকের বিবেচনার কথা বলে' (Mahdi, ১৯৭৯: ১৭-২৬)। উক্ত বিষয়ে একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় উপসংহারে বলা হচ্ছে:

> কেউ নতুন তত্ত্বের আশা করেন, যা ধর্ম ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণকে সমন্বিত করবে, এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধগুলো আবিষ্কার করে আনবে। এরকম তাত্ত্বিক কাঠামো এবং সরেজমিনে গবেষণা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর দেখাই যায় না (পূর্বোক্ত, ২৬-৭)।

অনেক অমুসলিম পণ্ডিত এ সত্য স্বীকার করেছেন যে, ইসলাম অনেক মৌলিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা রাষ্ট্রীয় রাজনীতি ও তার বিভিন্ন পদ্ধতির সাথে যুক্ত এবং গোটা শতাব্দী জুড়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছিল এসব মৌলিক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে, এগুলোর ব্যাখ্যা এবং এগুলোর দ্বারা রাজনীতিকে অনুগত রাখার মাধ্যমে (Watt, ১৯৬১; Kerr, ১৯৬৬; এবং অন্যান্য অনেক)। একজন পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় প্রাচ্যবিশারদের মতে (Von Grunebaum, ১৯৬২: ১৮৪):

> মহানবী (স.)-র সাহাবীগণ আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যায়িত ছিল, কারণ তারা ধর্ম, নৈতিকতা, শক্তি ও রাজনৈতিক সামর্থ্যকে একত্রিত করেছিল। তাদের জয়কাল ছিল ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়, তারা ছিল সঠিকভাবে পরিচালিত ধার্মিক খলিফাবৃন্দ, যাদের মধ্যে ছিল তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, বাস্তবিক ও আধ্যাত্মিক, চাওয়া-পাওয়া এবং কার্যাবলীর মধ্যে প্রকৃত ভারসাম্য। মানবতার ব্যাপক সুবিধার জন্য ইসলাম ওরকম নির্দেশনার উপর উত্তরোত্তর গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়, যেখানে মানবতা চলমান। চেতনা বা অবচেতন মনে ইসলামী মডেল খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের দর্শন ও ব্যবহারের মধ্যেই সৃষ্ট: চিন্তার মান, আইন, সামাজিক আদেশ এবং রাজনৈতিক সংগঠন সবই প্রভাবিত। বলতে গেলে, কেউ বলতে পারেন যে, এটি ইসলামের প্রতি একটি

www.pathagar.com

> বিশ্বজনীন বিপ্লব। বিশ্ব খুবই ভাগ্যবান হত যদি এ মানসিকতা চলমান থাকতো।

Donald E. Smith-র বই *Religion and Political Development* (১৯৭০: ২৪৬–৭) এর প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল প্রাথমিক চারটি বিষয় অর্থাৎ ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া: রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষকরণ, রাজনীতিকরণে ধর্মের প্রভাব, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব, এবং সামাজিক পরিবর্তনে ধর্মীয় আদর্শবাদী সংগঠনের ভূমিকা। যদিও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, ধর্ম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য এবং একটির উপর অন্যটির কি প্রভাব তা অনুমান করাও কঠিন, তথাপি Smith শেষ পর্যন্ত একটি মডেল উপস্থাপন করেছেন যার মাধ্যমে প্রধান চারটি ধর্মের (বৌদ্ধ, ক্যাথলিক, হিন্দু ও ইসলাম) সাথে রাজনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কের বিষয়টি পরীক্ষা করা হয়েছে 'পূর্ণ পদ্ধতি ব্যবস্থার' ব্যবহারের মাধ্যমে। তিনি ইসলাম সম্পর্কে বলেন (পৃষ্ঠা ২৬৫-৭১):

> ইতিহাসে কোরান আল্লাহ্‌র ঐশীবাণীসমূহ সংরক্ষণ করেছে মানবতার জন্য। এটি হল একটি অগ্রগামী ঐশীবাণীসমূহের সমষ্টি যাতে ইব্রাহিম, মুসা এবং যীশু এবং ইসলামের মহানবী (স.) এর জন্য নির্দেশনা রয়েছে...)।

ইসলামের গঠনমূলক চরিত্রও সমানভাবে পরিষ্কার। মুসলিম পঞ্জিকার তারিখ এসেছে মদিনায় ইসলামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি রাজনৈতিক ঘটনা থেকে...। ইসলাম সামাজিক পরিবর্তনের আদর্শ ধারণা উন্নয়নে অনুপ্রেরণা এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অভাব বোধ করে না। ইসলামী তথ্য থেকে একটি বিষয় নির্ভুলভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ মানব ইতিহাসে একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে যুক্ত এবং পৃথিবীতে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা তার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামী সমাজতন্ত্র হতে পারে একটি আদর্শিক সূত্র, যা যুক্তিসংগতভাবে সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টাকে একত্রিত ও বিস্তৃত করতে পারে।

ইসলাম ও আধুনিকায়ন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কাছে উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন বা 'আধুনিকতা'র অর্থ যাই হোক না কেন, ইসলাম এদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছে। যদি 'আধুনিক' এর অর্থ পাশ্চাত্য হওয়াকে বুঝায়, এমনকি পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীল হবার দায়িত্ব ছাড়াও, Shils (১৯৬৫: ১০) বলেন, সে ক্ষেত্রে ইসলাম ঐমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। Shils পুনরায় বর্ণনা করেছেন, 'আধুনিকতার মডেল হল পাশ্চাত্যের একটি ছবি যা যেকোন ভাবে তার নিজস্ব ভৌগোলিক মৌলিকত্ব ও স্থান থেকে পৃথক'। পরবর্তীতে L L. Horowitz (১৯৭০: ৮৩) প্রশ্ন করেন: উন্নত ব্যবস্থা (পাশ্চাত্য) থেকে একটি মডেল, একটি নির্দেশক, বা নির্দেশকের সমষ্টি কি সংগ্রহ করে আনা যেতে পারে এবং তা কি কোন রকম পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোন দেশে (অ-পাশ্চাত্য, উন্নয়নশীল) প্রয়োগ করা যেতে পারে?

ইসলাম দ্বিতীয় যে কারণে উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছে তা

www.pathagar.com

নিহিত রয়েছে এ সত্যের মধ্যে যে, মুসলিম বিশ্বসহ সমসাময়িক বিশ্বের অনেক দেশ নিজেদেরকে 'পাশ্চাত্যকরণের' প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করেছে। মনে হয়, আধুনিকায়ন শুধু সামাজিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের প্রক্রিয়াই নয়, বরং এটি হল অনেকগুলো গাটের সঞ্চালন' (Berger et al., ১৯৭৩: ১১৯)। এর সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়টি তা হল, 'মুসলিম জনগণ তাদের উদ্দেশ্যগত সামাজিক বাস্তবতা এবং নিজস্ব বিষয়গত চিন্তাধারা' উভয় ক্ষেত্রেই আধুনিকায়নকে দেখেন পাশ্চাত্যকরণের সমতুল্য হিসেবে। যেখানে পাশ্চাত্য সমাজের প্রাথমিক সময়ে তাদের নিজস্ব আকৃতির দিক থেকে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন হয়েছিল, সেখানে বর্তমানে যেভাবে মুসলিম সমাজে আধুনিকায়ন অবস্থান করছে, তার রয়েছে একটি শক্তিশালী আবেগ, যা আসে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বাইরে থেকে এবং পরবর্তীতে তা তাদের উপর আরোপিত হয়।

ইসলাম আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করার তৃতীয় কারণ হল, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আধুনিকায়নকে ব্যাখ্যা করেছেন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বস্তুগত অগ্রগতির দিকে একটি সরল রৈখিক বিপ্লব হিসেবে, শিল্পায়ন, প্রকৃতি ও তার পরিবেশের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশের দিকে। বিষয়টির এ নির্দিষ্ট ব্যবহার পরিপূর্ণতার দিকে একটি অগ্রগামী জাগরণকে নির্দেশ করে, যা পাশ্চাত্যের অগ্রগামী শিল্পায়িত জাতিগুলো ধারণ করে। এ ছাড়াও, আধুনিকতার মানসিকতা [হল] ইসলাম বা অন্যান্য ধর্মকে পরিত্যাগ করা এবং ব্যাপকভাবে একটি প্রকৃতিগত বিশ্বদর্শন লাভের জন্য ধর্মের সাথে তার সকল কার্যাবলী, মৌলিকত্ব এবং শাখা প্রশাখাকে পরিত্যাগ করা (Hocking, ১৯৩২: ৭৮)। এ ধরণের কোন ব্যাখ্যা ইসলাম গ্রহণ করে না। একজন মুসলিমের কাছে মানব সমাজের পূর্ণতাই হল ইসলামী সমাজ, যা শাসিত, গঠিত ও পরিচালিত হবে *শরীয়া'হ্* দ্বারা। এভাবে মুসলিম সমাজে উন্নয়নের লক্ষ্য হল তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে প্রকৃত ইসলামের বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত হওয়া (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট)।

ইসলামে আধুনিকতা ও আধুনিকায়নকে উন্নয়ন, পরিবর্তন ও অগ্রগতি থেকে পৃথক করার চতুর্থ কারণ হল, যেখানে পরবর্তী প্রক্রিয়াটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরে যাওয়াকে বুঝায় বা নির্দেশ করে, যা প্রবর্তিত ও প্রচলন শুরু হয়েছিল মহানবী (স.) ও তাঁর ধার্মিক সাহাবী এবং তাঁদের অনুসারীদের দ্বারা এবং তাঁদের পরবর্তী প্রকৃত মুসলিমগণ যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার অনুশীলন করেন, সেখানে পূর্ববর্তী ধারণাটিতে একজন আধুনিক মানুষের চলমান জীবনে ধর্মের কোন স্থানই নেই। প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করার প্রচেষ্টা যে পরিবর্তন আনবে তাই হল উন্নয়ন; এবং এরকম প্রত্যাবর্তন, যা উন্নয়নের মধ্যে নিহিত, তাই হল অগ্রগতি (al–Attas, ১৯৭৮:৬১, ৬২)।

শেষত, ইসলাম আধুনিকতা বা আধুনিকায়নকে অপরিহার্যভাবে এমন একটি ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করে যা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধারণ করে। এ সভ্যতা

> ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উন্নয়নের পদচিহ্নগুলোকে, যা শুরু হয়েছিল পুনঃজাগরণের মানবতাবাদ দিয়ে এবং যা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দির যৌক্তিকতাবাদ পর্যন্ত চালু ছিল এবং যা প্রোথিত হয়েছিল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকতাবাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে (Algar, ১৯৭৮: ২৮৬)।

www.pathagar.com

তাছাড়া পূর্বের বর্ণনা মতে, ইসলামী উন্নয়ন হল বস্তুবাদ বা মানবজাতি কেন্দ্রিকতা বা উভয়ের বিরোধী[৫]। Hicks (১৯৮০: ২২-৩) সম্প্রতি এ বিষয়ে বলেন, রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে পাশ্চাত্য সরকার ব্যবস্থাকে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য মুসলিমদের চেষ্টা করা উচিত, এবং এটা কখনও এর উল্টো হওয়া উচিৎ নয়। Hicks বলেন, 'আমি দেখাতে চাচ্ছি না যে, কিভাবে এ ধরণগুলো মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যবস্থার স্থলে ব্যবহার করা যেতে পারে'। বরং আমি সাবধান করছি এমন সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে' যা মুসলিমদের জীবন ব্যবস্থায় হতে পারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ ধরণগুলো গ্রহণ না করার কারণে। তাছাড়া, তিনি আরও বলেন, 'এমনকি অবশ্যই যথোপযুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে খুবই সতর্কতার সাথে এগুলোর গ্রহণ করা উচিৎ, যাকে Braibanti চিহ্নিত করেছেন, "ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি জটিল বিষয় হিসেবে"..., এবং এটি শুদ্ধ হতে পারে শুধুই তখনি, যখন কেউ মুসলিম বিশ্বের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তা বিবেচনা করেন, যার মাধ্যমে সে তার জীবন পদ্ধতিকে 'চলমানতার সাথে ছিদ্রান্বেষণের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন, যা মনস্তাত্বিক, পবিত্র এবং সকল মানবের অবস্থান' (পূর্বোক্ত)।

এরকম ছিদ্রান্বেষণকে পরিহার করতে হলে, একটি দেশজ পদ্ধতিতে আসা উচিৎ যা ভেতর থেকে পরিচর্যা করতে পারে অথবা সবদিক থেকে উন্নয়ন কার্যাবলীগুলোকে পরিচালনা করতে সক্ষম। এভাবে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হল প্রকৃত আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট পৌছানো অথবা কমপক্ষে পৌছার কাছাকাছি অবস্থান করা (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট)।

রাজনৈতিক উন্নয়ন পরিবেশের এক্টরসমূহ

মুসলিম দেশগুলোর সমসাময়িক পরিবেশে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনেকগুলো দল কোন না কোন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এসব দলগুলোকে তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্টে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে '*উলামা*, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ঐতিহ্যবাদী, আধুনিকতাবাদী এবং ইসলামপন্থী'।

উলামা

উলামাগণ হলেন (*Alim* এর বহুবচন) ধর্মীয় পণ্ডিত যাঁরা ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা পেশাদার মানব শ্রেণী। তাদের প্রভাব এক ইসলামী রাষ্ট্র থেকে অন্য ইসলামী রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়। সাধারণ পর্যবেক্ষণ হল, যা হোক, রাষ্ট্র পরিচিতির ক্ষেত্রে যত বেশী ধর্মনিরপেক্ষ হবে *উলামাদের* প্রভাব তত কম হবে, এবং যত কম ধর্মনিরপেক্ষ হবে *উলামাদের* প্রভাব তত বেশী হবে। কিছু পণ্ডিত আরও বলেন যে, আজকাল *উলামাগণ* সরকারের অন্যান্য যন্ত্র বিশেষের ন্যায় পরিগণিত হচ্ছেন, যা কিছু আরব দেশে সচরাচর দেখা যায়[৬]। অন্যদিকে কিছু দেশ যেমন বিংশ শতাব্দীর ইরানে *উলামাদের* খুবই শক্তিশালী স্বাধীন ভূমিকা পালন করার জন্য নিয়োজিত করা হয়। এদেশে *উলামাদের* বিরোধী ভূমিকার

www.pathagar.com

কথা ভালভাবে নথিবদ্ধ করেছেন Hamid Algar (১৯৭২: ২৩১-৫৫)। (তারা সরকার বা বিরোধীদের যন্ত্র বা যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে *উলামাদের* ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না)। অন্যদিকে, Manfred Halpern (১৯৬৫: ch.৭) মনে করেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আধুনিকতাবাদীদের উদার সংস্কার আন্দোলন সফল হতে পারেনি, এবং ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতাবাদী শ্রোতধারার কারণে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী এক্টর বিশেষত *উলামাগণ* তাদের চিন্তাধারা, আইন, রাজনীতি, প্রযুক্তি এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ভাল অবস্থানের দিকে তাড়িত হয়েছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী

একটি বিদ্যমান ইসলামী মডেলের[৭] অভাব সমসাময়িক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, মুসলিম চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এটি তাদেরকে বিশেষত ইসলামপন্থী বা নব্য ঐতিহ্যবাদীদেরকে তাদের একনিষ্ঠ ও সচেতন প্রচেষ্টা চলমান রাখতে, তাদের ইতিহাসের অনেক দিনের হারানো ঐতিহ্য থেকে 'কিছু মতবাদ ও অনুশীলনের একটি সেট খুঁজে বের করতে তাড়িত করে, যা দ্বারা তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী বিরোধী মূল্যবোধ, মতবাদ, বিশ্বাস ও অনুশীলনগুলোর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ্য আক্রমণ তৈরী করা যায়' (Riggs, ১৯৬৬ : ৩৭০)। রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টি অধিক সত্য প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষত বিগত দু'শ বছরের মধ্যে, এবং নির্দিষ্টভাবে ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে তুর্কিতে *খিলাফত* রহিতকরণের সময়ে এবং মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উত্থানের সময় হতে।

আতাতুর্ক একটি কলমের খোঁচার মাধ্যমে সকল ধর্মীয় কর্তৃত্ব রহিত করেন, আইনগত, শিক্ষাগত এবং আর্থিক, পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পোশাক পরিচ্ছদও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। যদিও এটি দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল না, *খিলাফত* রহিতকরণের বিষয়টি এখনও একটি ট্রাজেডি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। John B. Taylor (১৯৭৯:৫৪), উদাহরণস্বরূপ লিখেন মুসলিম বিশ্বে :

> এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, বিগত বিশ বছরের ধর্মীয় শিক্ষাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, ধর্মীয় বিষয়াদি সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, মসজিদে আগমন বেড়েছে, এবং মক্কায় হজ্বব্রত পালনের নিমিত্তে অন্যান্য দেশের তুলনায় তুর্কি হজ্বযাত্রীদের সংখ্যা অনেক বেশী হচ্ছে।

লেখকের সাম্প্রতিক একটি অভিজ্ঞতায় এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তুর্কীতে ভ্রমণের সময় সামরিক অভ্যুত্থানের দিন (শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০), লেখক অনেক বিশ্বাসী লোককে মসজিদের অভ্যন্তরে শুক্রবারের নামাজ আদায় এবং ধর্মোপদেশ শুনার জন্য যেতে দেখলেন, যদিও ঐদিন ছিল তৎকালীন সামরিক আইন ও সামরিক কারফিউ। অথচ এ লেখককে সেদিন মসজিদে যেতে হয়েছিল সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে, যে মসজিদটি ছিল হোটেল থেকে মাত্র দু'শ গজ দূরে।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ যারা মুসলিম বিশ্বে বিপ্লব কায়েম করতে চান তারা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক উন্নয়নের যে কোন প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। এ দলটির মধ্যে আছে:

> একদল চরমপন্থী, যারা এখনও তাদের মুসলিম বিবেচনা করে, কিন্তু তারা যুক্তি দেয় যে, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত এবং আইনগত বিষয়াদি ধর্মীয় নেতাদের বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দেয়া উচিৎ হবে না। অন্য একদল চরমপন্থীর মধ্যে রয়েছে তারা, যারা একটি ধর্মবিরোধী আদর্শ প্রতিস্থাপন করে, ধর্মীয় নেতৃত্বকে আক্রমণ করেই শুধু নয় বরং আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাসের পূর্ণ ক্ষেত্রকেও আক্রমণ করে (Taylor, ১৯৭৯:৫৪)।

আরব জাতীয়তাবাদ, আরব সমাজতন্ত্র এবং অন্যান্য 'তন্ত্র', যা আরব ও মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান তা সবসময় ধর্মীয় আনুগত্যের সাথে মুখোমুখি অবস্থান করে, যা ঘনিষ্টভাবে মুসলিমদের দ্বারাই ঘটে থাকে এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ঘটনা যে, 'সমাজতন্ত্র এবং এমনকি সাম্যবাদ, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে কায়েম করার চেষ্টা চলছে', কিন্তু এগুলো ইসলাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, যার রয়েছে *উম্মাহ* ও *আল-আদালাহ্ আল-ইজতিমাইয়াহ্* (সামাজিক ন্যায়বিচার)-র মত মতবাদসমূহ। কিন্তু Taylor (পূর্বোক্ত) আমাদের বলেন যে, 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে এমন কোন নাস্তিক মুসলিম এখন খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর হবে, যে ঘোষণা করবে সে মুসলিম কিন্তু সে ইসলামকে আক্রমণ করবে'।

ঐতিহ্যবাদী

ঐতিহ্যবাদীগণ হলেন, যাঁদের পাশ্চাত্যে এ নামে ডাকা হয়, যাঁরা একটি মুসলিম সরকারের স্বপ্ন (ইসলামী রাষ্ট্র) দেখেন, যা ইসলামের অবহেলিত মৌলিক নীতিমালাসমূহের পুন: প্রচলন ও প্রচার জোরদার করবে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা হলেন উনিশ শতকের শেষের দিকে Jamal Al-Din al–Afghani-র শক্তিশালী নেতৃত্বাধীন (মৃত্যু ১৩১৫/১৮৯৭) Pan–Islamism এর অনুসারী। দি মুসলিম ব্রাদারহুড বা *আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমুন,* যা পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় পূর্বে মিশরে সৃষ্টি হয়েছিল, তা হল সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্বে দারুনভাবে প্রভাববিস্তারকারী ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলোর একটি। এর লক্ষ্য হল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক ও আইনগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, যে রকম মওদূদী-র নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের জামাতে ইসলামী চায় (Taylor, ১৯৭৯:৫১)। মওদূদী (১৯৬০:২৬) বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র হল 'বিশ্বজনীন এবং সর্ব অন্তর্ভূক্তকৃত'; এবং এর কার্যের পরিধি মানব জীবনের সব কর্মের সাথে ব্যাপক সহযোগী'। একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য এবং তার নিজস্ব সত্যের সাফল্যের জন্য ইসলাম উৎসর্গীকৃত, তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ইসলাম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। মওদূদী বলেন আমরা একটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রত্যাশা করি না, বরং একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যাশা করি, যা সত্যবাদিতা, বিশ্বাস এবং মহান নাগরিকত্বের সমষ্টি (উল্লেখ করা হয়েছে

www.pathagar.com

Gilani, ১৯৭৮:৩১১)। দি মুসলিম ব্রাদারহুড একটি মডেল হিসেবে ইসলামের স্বর্ণ যুগের প্রথম চল্লিশ বছরকে বিবেচনায় এনে একটি ইসলামী রাষ্ট্র পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য তার আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে আপোষ করেনি। এর প্রাথমিক যুগে, তারা ইসলাম ও ইসলামী মৌলিক নীতিমালার উপর এক বিশাল সাহিত্য রচনা করেন, তা এখনও মিশর ও সিরিয়ায় প্রচলিত রয়েছে।

অন্যান্য আন্দোলনসমূহ, কিন্তু সবগুলো নয়, যা এ রকম ঐতিহ্যবাদীতার সাথে বা মৌলবাদের সাথে সমরূপ হয়, তা হল অষ্টাদশ শতকের মুহাম্মদ আবদ্ আল-ওয়াহ্হাব নেতৃত্বাধীন *ওয়াহ্হাবী* আন্দোলন এবং *সালাফিয়াহ* আন্দোলন, যা উনিশ শতকের একটি আন্দোলন, যার এখনও কিছু কিছু মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বর্তমান আছে। এরকম আরও একটি আন্দোলনের নাম হল সুদানের মাহ্দিবাদ, যার লক্ষ্য হল ব্যক্তি মুসলিমের জীবনের সব স্তরে ইসলামের পুনরুত্থান করা।

আধুনিকতাবাদী

রাজনীতির ক্ষেত্রে তৃতীয় দলটি হল আধুনিকতাবাদী যার নেতৃত্বে আছেন মিশরের মুহাম্মদ আব্দুহ, যিনি আফগানীর একজন ছাত্র। আব্দুহ যিনি বেঁচে ছিলেন ১৮৪৮ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত, তিনি ইসলামকে দেখেন একটি আদর্শ হিসেবে, যা জনগণকে একত্রিত করতে সক্ষম এবং পৃথিবীতে তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নত করতে সক্ষম। একটু বাড়িয়ে বললে বলা যায় যে, আব্দুহ-র মধ্যে একটি সুপ্ত কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে কেউ উপসংহার টেনে বলতে পারেন যে, 'তিনি সফল হয়েছেন উন্নয়নের একটি আদর্শ হিসেবে ইসলামের প্রতিভাকে প্রচার করতে' (Baaklini ও Khoury, ১৯৭৯:৪৪, Khoury, ১৯৭৮)। তাছাড়া, আব্দুহ-র দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের লক্ষ্যাদি সমাজের সকল সদস্যের জন্য ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলা ও শিল্পের উন্নয়ন, সবার জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আভ্যন্তরীণভাবে একটি সুসমন্বিত সমাজ, এবং বাইরের সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানের মানসিকতা ইত্যাদির চতুর্দিকে কেন্দ্রীভূত। আরও সাধারণ ভাষায় বলা যায়, তার কাছে উন্নয়ন ছিল সত্যিকার ইসলামের বাস্তবতা। এ ধর্মের সত্যিকার চেতনার বোঝাপড়া এর মৌলিক নীতিমালাগুলোকে উত্তরোত্তর বাস্তবতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়' (Baaklini এবং Khoury, ১৯৭৯:৪৮) বস্তুতপক্ষে, আব্দুহ্-র কর্মসূচি ছিল ইসলামের পুনর্গঠন।

কারণ, ইসলাম হল মুসলিমদের জন্য একটি সম্পূর্ণ ও সর্বমোট জীবন পদ্ধতি, যা চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিল হয়েছিল, পুনর্গঠনের চিন্তাটা বাহ্যিকভাবে মনে হয় অযথার্থ, বিশেষত বর্তমান সময়ে। Lord Cromer-র বাণী হল 'ইসলামে পুনর্গঠন মানে হল ইসলাম শেষ', তা ক্ষেত্র বিশেষে সত্য, কারণ ইসলাম ধারণ করে তার নিজস্ব অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী, গতিশীলতা এবং জীবনীশক্তি। এ গতিশীলতা ও জীবনীশক্তি সবসময় চলমান থাকে ইসলামী আদেশাবলীর মধ্যে। Danilov (১৯৭৯ :৫৬) বলেন, 'ইসলামকে পুনর্গঠন করার কোন বিষয়ই ইসলামে নেই, বরং বিষয়টি হল পুনর্গঠনের ইসলামীকরণ'।

www.pathagar.com

নব্য-ঐতিহ্যবাদী বা ইসলামপন্থী

মুসলিম নব্য-ঐতিহ্যবাদী বা বিশেষত ইসলামপন্থীদের জন্য ব্যাপক দুরহ কাজ রয়েছে, যখন তারা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত হবেন। ইসলামপন্থীগণ ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যও সচেষ্ট থাকবেন এবং প্রয়োজনীয়ভাবে আধুনিকতাবাদী কিংবা মৌলবাদী কারও সাথে কোনরূপ দ্বন্দ্বে যাবেন না। যাহোক, তারা হবেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং জাতীয়তাবাদীদের সাথে সম্পূর্ণভাবে বিপরীতভাব পোষণকারী, যেভাবে তাদের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ইসলামী সংস্কৃতির সংহতি সংরক্ষণ করা এবং এদেরকে অনুপ্রবেশকারী বিরোধী মূল্যবোধ ও ধারণা থেকে নিরাপদ রাখা। তারা সব দেশজ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে দেশজ সমাধানের আহ্বান জানায়, এবং তারা অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে কোন বিষয় ধার করে শুধুই তখন, যখন তা প্রয়োজনীয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

শরীয়া'হ্

শরীয়া'হ্-র উৎসাবলী

ইসলামপন্থী পাশাপাশি অন্যান্য দলের কাছেও যেসব পর্যাপ্ত উৎস রয়েছে তা প্রধানত *শরীয়া'হ্* র উৎসের অন্তর্ভুক্ত। Said Ramadan (১৯৭০: ৩৩) -র মতে সাধারণত মুসলিম বিচারকগণের দৃষ্টিতে ইসলামী আইনের উৎসগুলো দু'টো প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত: ক) প্রধান উৎস, যার মধ্যে রয়েছে *আল-কোরান* (ইসলামের পবিত্রগ্রন্থ), *আস্-সুন্নাহ্* (ইসলামের মহানবী মুহাম্মদ স. এর প্রমাণিত প্রথাসমূহ), *আল-ইজমা* (মতামতের ঐক্যমত), *আল-কিয়াস* (কোন বিচার্য বিষয়ের উপর স্ববিবেচনা প্রসূত রায়); এবং খ) সম্পূরক উৎস, যার মধ্যে রয়েছে *আল-ইসতিহ্সান* (বৈধ আইনগত কারণে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত কোন সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে এমন কোন বিচ্যুৎ সিদ্ধান্ত, যা ঐ বিচ্যুতিকে সমর্থন করে), *আল-ইসতিস্লাহ্* (প্রতিষ্ঠিত নয় এমন কোন সিদ্ধান্ত যা জনস্বার্থে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু কোরান বা সুন্নাহ কোথাও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই), *আল-উরফ* (কোন নির্দিষ্ট সমাজের প্রচলিত প্রথা ও দেশাচার, তত্ত্ব ও বাস্তবে উভয় ক্ষেত্রেই)। অনেকে সম্পূরক উৎসের মধ্যে নিম্নোক্ত গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দিয়েছেন: *ইজতিহাদ* বা প্রচেষ্টা -ইসলামে শিক্ষিত *(আলিম)* কোন জ্ঞানী ব্যক্তির যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, যার অর্থ রায় *(raiy)*, বা মতামত, যা ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে পরিগণিত; বিভিন্ন জাতির আইনসমূহ যা ইসলাম পূর্বযুগে ছিল; সাহাবীগণ (তাদের মডেল ও জীবন); *আল-হিয়াল* বা কৌশল; প্রতিরোধমূলক আইন; ইসলামী ইতিহাস এবং তখনকার প্রথা; এবং অন্যান্য আইন (যদি তা ইসলামের মূল চেতনার সাথে বিরোধপূর্ণ না হয়)[৮]। যা হোক, Ramadan (১৯৭০:৪০) এ ক্ষেত্রে বলেন:

> ইসলামী আইন, যা মহানবী (স.) কর্তৃক প্রচলন করা হয়েছিল *(শরীয়াহ্)* এবং অন্য সব আইনগত অর্জনসমূহ, যা পরবর্তীতে এসেছে, তাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করা দরকার, যদিও পরবর্তীগুলো অনেক মূল্যবান ও অপরিহার্য। যাহোক, তাদের

www.pathagar.com

> অপরিহার্যতা যতদূর মনে হয় *শরীয়া'হ্* সাহিত্যের প্রমাণ ও প্রয়োগ যোগ্যতার যথার্থতা যাচাই করার জন্য দরকার, যেজন্য পরবর্তীগুলো সবসময় মৌলিক ও বৈধ কর্তৃত্বের একমাত্র উৎস হিসেবে পরিগণিত।

তাই, এ মুহূর্তে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপক আলোচনার পূর্বে *শরীয়া'হ্*-র কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী চিহ্নিত করা দরকার, কেননা এটি *শরীয়া'হ্*-র মৌলিক নীতিমালার উপরই পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

শরীয়া'হ্-র বৈশিষ্ট্যাবলী

পাশ্চাত্যের কিছু জনপ্রিয় সাহিত্য ও বিগত প্রজন্মের কিছু পণ্ডিতদের উপলব্ধি হল, ইসলামী *শরীয়া'হ্* হল ধর্মীয় ও নীতিগত কিছু নির্দেশনার সমষ্টি, যা মুসলিমদের শিক্ষা দেয় পার্থিব সব কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে শুধু কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, রোজা রাখতে হয় এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। তারা পুনরায় আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দাবী করে বলেন যে, *শরীয়া'হ্*-র পক্ষে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই যেমন রাজনৈতিক কার্যাবলী, সমাজের সামাজিক দিক, আন্তর্জাতিক লেনদেন, এবং এরূপ আরও অন্যান্য কার্যাবলী (Isaacs, ১৯২০:১৫৮-৬০)। সৌভাগ্যবশত, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের নতুন প্রজন্ম উদ্দেশ্যগত ভাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন।[৯]

সংক্ষেপে নিম্নে *শরীয়া'হ্*-র তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল যা অন্যান্য সব আইনের ব্যবস্থা থেকে তাকে পৃথকভাবে বৈশিষ্ট্যায়িত করেছে।

নির্ভুলতা ও ব্যাপকতা

ইসলামী *শরীয়া'হ্*-র প্রথম বৈশিষ্ট্য যা পাশ্চাত্য আইনের ধারণা থেকে তাকে পৃথক করে তা হল তার পরিধির মধ্যেকার প্রায় সব মানবিক কার্যাবলীতে ঐশ্বরিক নির্ভুলতার ব্যাপক প্রয়োগ। যিনি *শরীয়াহ্* প্রবর্তন করেছেন তিনি বলেন: 'তিনিই আল্লাহ্ যিনি আসমান ও যমীনের মালিক। তিনি তোমার সব গোপন কথা ও ঘটনা ভাল করেই জানেন এবং জানেন তোমার সব অর্জন সম্পর্কে' (কোরান, সূরা ৬: আয়াত ৩)। ইসলামী আইন মানব জীবনের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিককে সমানভাবে পরিচালিত করতে চায়। এটি মানুষের অধিকারগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং বলে দেয় তার বাধ্যবাদকতা ও দায়িত্বাবলী সম্পর্কে। *শরীয়া'হ্* ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের একটি সর্বদিক সম্পন্ন অংগ, যা ধারণ করে অনেক মৌলিক নীতিমালা, উপাদান, মতবাদ, তত্ত্ব, নীতি এবং বাণী (maxims) যা মানব জীবনের সকল দিকের সাথে সম্পর্কিত। মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন, এ ধরনের মৌলিক নীতিমালা ও তত্ত্বগুলো, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ব্যক্তি ও দলের সব রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে সক্ষম। যদি কোন মানব সৃষ্ট আইন নিয়ে এ ব্যাখ্যা করা হতো, তবে কেউ নির্দ্বিধায় বলতে পারতেন: মানুষ কখনও নির্ভুল নয়; তাই তার তৈরী আইন ভুল হতেও পারে। যখন অন্যদৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যাখ্যা করা হয়, যেমন এমন কোন আইন নিয়ে যার রয়েছে ঐশ্বরিক মৌলিকত্ব, যা নির্ভুল আল্লাহ্ কর্তৃক

www.pathagar.com

নাযিল হয়েছে (তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন), তখন কেউ আর দ্বিধার মধ্যে থাকবেন না।

Encyclopedia Britannica-তে (১৯৬৭:৬৭৯-৮০) *শরীয়া'হ্*র অধীন কার্যাবলীগুলোর নিম্নোক্ত শ্রেণীভাগ বর্ণনা করা হয়েছে, যা ব্যাপকভাবে গৃহীত:

> সব কার্য বা বর্জন পাঁচ শ্রেণীর একটির অধীনে পতিত: সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক যা আদেশকৃত বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুসলিমদের কাছে তাই *শরীয়া'হ্* সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত করে, যা একজন পশ্চিমার কাছে আইন হিসেবে গণ্য-সরকারী ও বেসরকারী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং আরও অনেক বিষয়, এবং এমন কিছু আইন যাকে সে আইন বলে মনে করে না যেমন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক আচরণের নীতিসহ ব্যাপক বিষয়।

আধ্যাত্মিক চমৎকারিত্ব

শরীয়া'হ্-র অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল তার আধ্যাত্মিক চমৎকারিত্ব। এটি অন্য সব প্রধান ধর্মগুলোরও স্বাভাবিক একটি গুণ। কিন্তু এরকম একটি বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্যের কোন আইন বা কোন ধর্মনিরপেক্ষ আইনের ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া বড়ই দুষ্কর। চমৎকারিত্ব দিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, ইসলামী আইনের সব মৌলিক নীতিমালা ও তত্ত্বসমূহ সবসময় দলীয় মানের চেয়ে অধিকতর উত্তম এবং এগুলো সর্বোৎকৃষ্ট মহান আল্লাহ্র তৈরী।

এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ ধরণের একটি ধারণা কাল্পনিক। যাহোক, এক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ,তা হল এমন একটি আদর্শে বিশ্বাস করতে হবে, যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, এবং এর শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যাবলী মানুষকে আকৃষ্ট করে যতদূর সম্ভব এ চমৎকারিত্বের আদর্শের খুব কাছাকাছি আসতে। এ ভাবে সম্প্রদায়ের জন্য *শরীয়া'হ্* সবসময় সম্ভাব্য সব উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে উন্মুক্ত।

অপরিবর্তনীয় ও অনড় বৈশিষ্ট্যাবলী

শরীয়া'হ্-র তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল তার অপরিবর্তনীয়, কিন্তু অনড় এবং নমনীয় দিক। এ ধরণের অপরিবর্তনীয়তা বিশেষ কিছু আইনের উপর নির্ভর করে যা সুস্পষ্টভাবে ঐশী প্রদত্ত। অন্যদিকে নমনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ভর করে ইসলামী আইনের উৎস ও পদ্ধতির উপর, যেমন *ইজতিহাদ, ইজমা, কিয়াস, ইসতিসলাহ্* এবং *ইসতিহসান*, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও *শরীয়া'হ্*-র প্রয়োগযোগ্যতা ও অব্যাহত সম্প্রসারণ তাকে বিভিন্ন অবস্থানে ও বিভিন্ন যুগে মানুষের কল্যাণে অনুকূল সাড়া দিতে আরও দায়িত্বশীল করে তোলে।

আমরা পূর্বে দেখেছি কিভাবে, প্রাথমিক মুসলিম বিচারকদের *raiy* (মতামত) ইসলামী আইনের একটি উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যদিও কোরান ও সুন্নাহ্-তে বর্ণিত বেশীরভাগ আইন একটি কঠিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে যাতে করে এধরণের আইনগুলো বিভিন্ন

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেজন্য অবশ্যই ইসলামী কাঠামোর তথ্যের অনুসরণ পূর্বক তা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষিত হতে পারে।

Nocl J.Coulson (১৯৬৯: ৯৬) এক্ষেত্রে লিখেছেন যে:

> ঐশী বাণী, বিশ্বজনীন ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মতবাদগুলোর ঐক্য, *taqlid* (অনুকরণ) ও আদর্শবাদ মতবাদের আকারে কর্তৃত্ববাদীতা, যা *শরীয়া'হ্*-কে জীবনের একটি স্থায়ী পবিত্র কর্মসূচি হিসেবে মনে করে, সবগুলোই আইনের একটি অনমনীয় স্থায়িত্ব তৈরীতে একত্রে কতগুলো ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। অন্য দিকে, আইনে মানবিক কারণ ঐ মতবাদের বৈচিত্রময় ফলাফল, উদারতাবাদ যা পূর্বের মতবাদের পূতপবিত্রতাকে স্মরণ করে দেয় ও স্বাধীন অনুসন্ধানকে অনুমতি দেয়, এবং জীবনের সব কর্মের জন্য একটি বাস্তবভিত্তিক অভ্যাগমসহ সব উপাদানসমূহ আইনের মধ্যে পরিবর্তন ও বিভিন্নতার ক্ষেত্রে সহায়ক।

যা হোক, Coulson এরকম উদারতাবাদকে বুঝতে সক্ষম হননি যা প্রকৃতপক্ষে *শরীয়া'হ্*-র একটি অংশ। এটি স্বাধীন অনুসন্ধানকে অনুমতি দেয়, 'পূর্বের মতবাদগুলোর পূত:পবিত্র আকৃতিকে স্মরণ করে দিয়ে নয়', বরং সে মতবাদকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে, বা এতে কিছু বিষয় সংযুক্ত করে যা প্রথমে ঐ মতবাদে সংযুক্ত করা হয়নি। অন্য কথায়, *শরীয়া'হ্* একটি স্থায়ী ও পবিত্র কাঠামো দাঁড় করে দেয়, যার বাইরে একজন মুসলিম যেতে পারে না, সাথে সাথে এখানে এ সীমানার মধ্যে অনুমোদনযোগ্য বিভিন্নতাকে বিবেচনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে, মানবতার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হল নিম্নরূপ। একজন মানব কোন জন্তু নয় যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা এবং প্রাকৃতিক ক্ষুধা নিবারণ করা। আবার সে কোন ফেরেস্তাও নয় যার সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা তার আত্মার প্রতি নির্দেশিত। ইসলাম জীবনের জন্য একটি আধুনিক ও বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা এবং এটি আত্মা ও দেহ উভয়ের প্রয়োজনীয়তারই সমষ্টি। এসব চাহিদাকে পরিচালিত করতে, ইসলাম পবিত্র আইন ঘোষণা করে, যা স্পষ্টভাবে কোরান ও সুন্নাহ্তে বর্ণিত হয়েছে, যা অস্বীকার করা যায় না। এটি অধীনস্থ ও ব্যাপক সব বিষয়কে বাদও দিয়েছে যা পরিবর্তন হতে পারে, তবে তাকে হতে হবে সময়ের পরিবর্তিত স্বার্থ ও চাহিদার স্থিতিশীলতার কারণেই। ফলত, কেউ উপসংহার টেনে বলতে পারেন যে, *শরীয়া'হ্* অর্জন করেছে একই সাথে দু'টি বৈশিষ্ট্য তা হল অপরিবর্তনীয়তা ও নমনীয়তা উভয়ই।

শরীয়া'হ্-র অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলী হল ধার্মিক ও নৈতিক সচেতনতা, দল ও দলীয় কার্যের উপর চাপ, পরিমার্জনের চেতনা ও চরমতার পরিত্যাগ এবং *শরীয়া'হ্*-র সর্বোপরি লক্ষ্য হল: মানব জীবনের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের উপর দৃষ্টি দেয়া। ইসলাম এ জীবনের স্বাদ নিতে অনুমতি দেয়, পাশাপাশি মানব আত্মার প্রতিষ্ঠা করার উপর জোর

www.pathagar.com

দেয়, যা ভালকে গ্রহণ এবং মন্দকে বর্জন করে (Buracy, ১৯৭৪)। এটি সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হতে পারে কেবলই একটি ইসলামী রাজনৈতিক পরিবেশে।

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামী ব্যবস্থা *তাওহীদ* (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) এবং *আদালাহ্‌* (ন্যায় বিচার) এবং একমাত্র আল্লাহর আইনের উপর ভিত্তি করে গঠিত, যা জনগণের ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত নয়, যেখানে জনগণের ইচ্ছা ও কর্তৃত্বই একমাত্র আইনের উৎস। তাই, ইসলাম জনপ্রিয় স্বার্বভৌমত্বের দর্শনকে স্বীকার করে না এবং রাষ্ট্রকে আল্লাহ্‌র স্বার্বভৌমত্বের ও মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি *(খিলাফাহ্‌)*-এ ভিত্তির উপর গড়ে তুলে (Maududi, ১৯৬৯)[১০]।

ইসলাম তার নিজস্ব কর্তৃত্বে একটি অনন্য ধর্মীয়-রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলো হল ন্যায় বিচার ও সাম্য *(মুসাওয়াহ্‌)*, এবং তা শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নয় বরং সব ব্যক্তির জন্য যারা ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করে, সে যে *উম্মাহ* থেকেই আসুক না কেন (মুসলিম *উম্মাহ*, ইহুদী *উম্মাহ* ইত্যাদি)। Faruqi (১৯৭৯)-র মতে, ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবে একটি রাষ্ট্র নয় বরং একটি সরকার, আদালত, সংবিধান ও সেনাবাহিনী ইত্যাদিসহ একটি বিশ্ব ব্যবস্থা। আভ্যন্তরীণ ভাবে ইসলামী রাষ্ট্র এক *উম্মাহর* উপর অন্য *উম্মাহর* অনধিকার প্রবেশ সহ্য করে না। সবার প্রতি এর প্রধান দায়িত্ব হল শান্তি বজায় রাখা, সরকারী সেবা চালু করা, নাগরিকদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং জনগণের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং তাদের *উম্মাহকে* সংরক্ষণ করা যা রাষ্ট্র গঠন করে।

বাহ্যিকভাবে, ইসলামী রাষ্ট্র আদর্শবাদী। এটি 'বিশ্বকে তার চাদরের মধ্যে' নিয়ে আসার জন্য নিজেকে ব্যাপৃত করতে ইচ্ছা পোষণ করে। এটি ইসলামী রাষ্ট্রের *উম্মাহতে* প্রবেশ করার জন্য অন্য রাষ্ট্র, উপজাতি, জাতি বা দলকে আহবান করে। এর অর্থ রাষ্ট্রের সব জনগণ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হল তা নয়, কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের আকার ছোট করা বা পরিবর্তন করা নয়ও, যেখানে তাকে আজীবন প্রচলিত থাকতে হবে, কিংবা এটি তার অর্থনৈতিক কাঠামো বা তার রাজাদের রাজনৈতিক স্বার্বভৌমত্ব, সরকার, বা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন পরিমার্জনও বুঝায় না। এ সবগুলোই অবশ্যম্ভাবীভাবে অবিকল একরূপ থাকবে এবং সংরক্ষিত ও নিশ্চিত থাকবে[১১]।

> ইসলামী রাষ্ট্রে কারও প্রবেশের অর্থ হল শুধুই ঐ রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক হবে শান্তিপূর্ণ এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধেও জড়াবে না। এটি এও বুঝায় যে, একটি রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ মানে, ঐ রাষ্ট্র মানবতার কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে বাস করতে একমত

www.pathagar.com

হবেনা। (Faruqi, ১৯৭৯:৬৫)

ইসলামী রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে, অন্য রাষ্ট্রের প্রবেশের ক্ষেত্রে একের সাথে অন্যের শান্তিপূর্ণ মিথষ্ক্রিয়ার বিষয়টি ঠিক করা উচিৎ এবং সবার মঙ্গলের জন্য *উম্মাহ* সমূহের মধ্যে যুদ্ধ পরিত্যাগ করা উচিৎ। এটি মুসলিমদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিন্তু তা প্রবেশের জন্য নয়, হয়তো তারা বিচ্ছিন্ন থাকতে চায় বা যুদ্ধ ও দখলদারিত্বে জড়িয়ে পড়ছে। এজন্যই মুসলিম তাত্ত্বিকগণ ইসলামী রাষ্ট্রকে বলেন 'শান্তির ঘর হিসেবে' যা একটি প্রকৃত বিশ্ব ব্যবস্থা। এর বাইরে অবস্থিত সবকিছুকেই বলা হয় 'যুদ্ধের ঘর'। এ বিশ্বপরিকল্পনা চালিয়ে নিতে আগ্রহী ইসলামী রাষ্ট্র এরকম বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত বসে থাকতে পারে না। (Faruqi, ১৯৭৯:৬৫)।

Faruqi-র মতে (পূর্বোক্ত,: ৬৭):

> শক্তি কোন *উম্মাহর* হাতে থাকার জন্য নয়, এমনকি মুসলিম *উম্মাহ*ও নয়। এটি ইসলামী রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত থাকবে বা 'বিশ্ব ব্যবস্থার' কাছেই ব্যাপকভাবে ন্যস্ত থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্র কখনও জনগণকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নিতে বাধ্য করে না। তারা সবসময় স্বাধীনভাবে তাদের অন্য সব লোকের সাথে, আত্মীয়স্বজনের সাথে, নির্ভরশীলদের সাথে এবং অন্য সবকিছুর সাথে থাকবে, চলাফেরা করতে পারবে যা তারা ধারণ করে।

তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে কোন মুসলিম রাষ্ট্র নয়, বরং একটি বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি এবং প্রথার *উম্মাহ্র* ফেডারেশন যারা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এবং একে অন্যের সাথে শান্তিতে বসবাস করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সর্বশেষ বিশ্লেষণে বলা যায়, কেউ কেউ পাশ্চাত্য রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পান। যখন পূর্বেরটি রাষ্ট্রকে চারটি উপাদানের ধারণা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করে যেমন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, একই রকম বৈশিষ্ট্যের জনগণ, সরকার এবং স্বার্বভৌমত্ব। সেখানে পরবর্তীটি বিশ্বাস করে এটি অবস্থান করে কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ড ছাড়া, পাশাপাশি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখা ছাড়াও। বস্তুত:

> ইসলাম ঘোষণা করে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ভূখণ্ড হল গোটা পৃথিবী বা আরও ভালভাবে বলতে গেলে গোটা বিশ্বজগত যেখানে মহাকাশ ভ্রমণ অত দূরের কিছু নয়...। এর নাগরিকগণ সব মুসলিম হবার দরকার নেই। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল সব মানবকুলসহ এর নাগরিকগণ যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সুশীতল ছায়ার অধীনে বাস করতে আগ্রহী, তারাই এর সব নিয়ম ও নীতিমালা অনুমোদন করে। (Faruqi, ১৯৭৯:৬১-২)

মুসলিম আইনবিদগণ ও সনাতন তাত্ত্বিকগণ এ ধারণা পোষণ করেন যে, ইসলামী

www.pathagar.com

সরকার ব্যবস্থা হল ধর্ম ও পার্থিব বিষয়াবলী সংক্রান্ত নীতিমালাগুলো রক্ষার জন্য *শরীয়াহ্*-র বাহকের (মহানবী সঃ)-র প্রতিনিধিত্ব করা (আল-মাওয়ার্দী, ১৯৭৮:৫, ইবন খালদুন, ১৯৬৭)। কেউ ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারী কার্যাবলীর দায়িত্ব নিলে তাদের নিম্নোক্ত শর্তাবলী বজায় রাখা এবং মেনে চলা উচিৎঃ

ক. প্রতিষ্ঠিত মৌলিক নীতিমালা ও আকার আকৃতি যার উপর *উম্মাহ্*-র *al-Salaf* (পূর্বপুরুষ) গণ সর্বসম্মতিতে সমর্থন দিয়েছে তার উপর বিশ্বাসকে সংরক্ষণ করা;

খ. বিবদমানদের মধ্যে বিচার এবং তাদের মধ্যেকার মামলার নিষ্পত্তি করা;

গ. রাজ্যের নিরাপত্তা জোরদার করা, যাতে নিরাপদে জনগণ তাদের ঘরবাড়ীতে বসবাস ও ভ্রমণ করতে পারে;

ঘ. *শরীয়াহ্* কর্তৃক অনুমোদিত শাস্তির ব্যবস্থা করা, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করা এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা;

ঙ. প্রতিরোধমূলক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ দূর্গদ্বারা সীমানা প্রহরার ব্যবস্থা করা এবং যে কোন আগ্রাসন প্রতিরোধ করা;

চ. ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান সত্ত্বেও যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের বিরুদ্ধে *জিহাদ* (পবিত্র যুদ্ধ) এ নেতৃত্ব দেয়া, বা অমুসলিম হিসেবে যারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্রহণ করেছে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা, যাতে করে ধর্মের সার্বিকতা প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অধিকার সমুন্নত থাকে;

ছ. কর ধার্য করা এবং *যাকাত* (গরীবদের কর) সংগ্রহ করা ও মানব কল্যাণে দান করার ব্যবস্থা করা যা *শরীয়াহ্*-র আইন সম্মত;

জ. অমিতব্যয়ী বা কৃপণ কোনটাই না হয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ব্যবস্থা করা;

ঝ. সত্যবাদী ও যোগ্য লোকদের বিশ্বস্থ পদে নিযুক্ত করা, যাতে (রাষ্ট্রীয়) সম্পদ সংরক্ষিত হয় এবং (সরকারী) কার্যাবলী প্রশাসিত করা যায়; এবং

ঞ. জাতিকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব প্রদান এবং ধর্মকে রক্ষার জন্য সরকারী কার্যাবলীর উপর ব্যক্তিগত পরিদর্শন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা।

(আল-মাওয়ার্দী, ১৯৭৮:১৫-১৬; ইবন খালদুন, ১৯৬৭; উদ্বৃদ্ধ করেছেন, el–Awa, ১৯৮০:৭৭)।

একজন মুসলিম বিশেষজ্ঞের মতে (el–Awa, ১৯৮০:৭৭-৮):

> প্রথম এবং ষষ্ঠ কর্তব্যসমূহ একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যাবলীর প্রাথমিক দিকটির সাথে সংযুক্ত, যাকে বলা হয় বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম এবং নবম কর্তব্যসমূহ উক্ত উদ্দেশ্যাবলীর দ্বিতীয় দিকটি পূরণে সহায়ক, যাকে বলা হয়

www.pathagar.com

শাসিতদের স্বার্থ অনুধাবন। বাকী কর্তব্যগুলো অর্থাৎ চতুর্থ, সপ্তম ও দশম উভয় দিকের সাথেই সমানভাবে সম্পর্কিত।

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্যাসকে নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায়। ইসলামী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রতত্ত্ব সমগ্র ইসলামী *উম্মাহ*-র নিরাপত্তা বিধান, স্থায়ীত্ব অর্জন ও অগ্রগতি অর্জন ইত্যাদির মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর নমনীয়তা যা ব্যক্তিকে এর মধ্যে স্বাধীনতা প্রদান করে।

রাজনীতি ও নৈতিকতা (মূল্যবোধ)-র মধ্যে কোন ধরণের কৃত্রিম পৃথকীকৃত অবস্থা নেই। এর কারণ হল ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা চায় যে, সব ব্যক্তিগত আচরণ, বিশেষত মানুষের প্রশাসনিক আচরণ, একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় স্থিতিশীল হবে, তা হল ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা আমাদের একটি মানদন্ড উপস্থাপন করে যার মাধ্যমে আমরা রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি, যা প্রতিফলিত করে ভাল ও উপকারী লক্ষ্যাদি এবং যা মন্দ ও ক্ষতিকর উপায়গুলো ব্যক্ত করে দেয়। এটা এমন একটি পার্থক্য সূচিত করণের মাধ্যমে হয়, যার দ্বারা কেউ তার সব নাগরিকদের সুখ ও সমৃদ্ধি প্রদান করার মাধ্যমে সার্বিক লক্ষ্যাদি অর্জন করার নিমিত্তে রাষ্ট্রকে পরিচালিত করতে পারে।

সমাজ দরকার হয় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সংরক্ষণের জন্য এবং রাষ্ট্র দরকার হয় সমাজকে চলমান রাখার জন্য। তাই কোন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি ছাড়া সমাজ ভাল ভাবে কাজ করতে পারে না যার উপর উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার দায়িত্ব নির্ভর করে।

ন্যায়বিচারের মূলনীতি ইসলামী রাষ্ট্রের তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলোর সর্বাগ্রে অবস্থান করে। ন্যায়বিচার সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় যে, ন্যায়বিচার জীবনের কোন ক্ষুদ্র বা বিচ্ছিন্ন অংশে বিস্তৃত নয়, বরং জীবনের সবদিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিচার বিভাগীয় এবং এরকম আরও অনেক দিককেই অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া ন্যায়বিচারের ধারণা ন্যায়বিচার ও দায়িত্বশীলতার সম্পর্কেরও উপর নির্ভর করে।

ইসলামী ব্যবস্থা 'পর্যাপ্ততার' মূলনীতিকে স্বীকৃতি দেয় এবং মৌলিকভাবে তাদের উপস্থিতির ধারণাকে উৎসাহ প্রদান করে, যারা পর্যাপ্তভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে *উম্মাহ*-র পক্ষে নিজেদের উপস্থাপন করতে সক্ষম।

ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতিতে স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীলতা হল দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপূরক ভিত্তিস্তম্ভ। মুসলিমগণ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে না যদি না এটি দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পৃক্ত হয়। ইসলামে স্বাধীনতা বলতে বুঝায় যে, ব্যক্তি যে কোন রকম দাসত্ব থেকে স্বাধীন হবে, তা মানুষের ব্যাপক রকম ইচ্ছা ও লোভের মধ্যে যে রকমই হোক না কেন। মানুষ শুধুমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই দাস।

সরকার এবং শাসন ব্যবস্থাকে হতে হবে আল্লাহ্‌র জন্য এবং তার *শরীয়া'হ্* অনুযায়ী। কোন ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী বা দলের কোন অধিকার নেই এসব বিষয়ে আল্লাহ্‌কে ভুল ধরার। সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র জন্য এবং শুধুই আল্লাহ্‌র জন্য। আইন প্রণয়নও আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

জন্য এবং ইসলামী সরকার তার আইনগত বৈধতা পাবে আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে, আর তা হল তাঁর *শরীয়া'হ্*।

মানুষের স্বাধীনতার বিষয়ে ইসলামী পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা যায় যাকে বলা হয় '*Hudud Allah*', আল্লাহ্‌র সীমানা বা সীমা। এ *Hudud* কিছু মৌলিক নীতিমালা ও মৌলিকত্বের ভিত্তির সাথে আপোষ করে, যা চূড়ান্ত।

মুসলিমদের তাদের মধ্য থেকে যারা সবচেয়ে বেশী ধার্মিক ও অধিক যোগ্য তাদের নেতা পছন্দের আহ্বান জানানো হয় এবং তাদের ততক্ষণ পর্যন্ত মানতে বলা হয় যতক্ষণ তাদের নেতারা আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তা বাহককে মান্য করেন। ইসলামী শাসক বা গভর্ণর তাঁর পদের কারণে অন্যান্য মুসলিমদের উপরে স্থান পাবার কোন নজির নেই। তাঁকে *শূ'রা কাউন্সিল*-র কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে যা আইনগত তা বাস্তবায়নের জন্য এবং যা বেআইনী তা বর্জনের জন্য এর কথা শুনতে হয়। মুসলিম জনগণকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের শাসকের উপর নজর রাখার জন্য, এবং যদি তিনি কোরান ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে আসেন তবে তাদের সর্ব্বোচ্চ অধিকার রয়েছে তাকে পদচ্যুত করার।

গভর্ণরের কর্তৃত্ব থেকে বিচার বিভাগ হবে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে বিচারক, আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়ন করবেন এবং তার উপর গভর্ণরের কোন অধিকার নেই (al-Jundi, ১৯৭৯:১৪৮-৫৬)।

ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি হল ইসলামী ঐক্য ও সহযোগিতার জন্য একটি রাজনৈতিক কাঠামো তৈরী করা। কোরান স্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছেঃ

> এবং সবাই মিলে খোদার রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর, এবং দলাদলিতে পড়িও না। এবং খোদার সে অনুগ্রহকে স্মরণ কর: যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন, তোমরা পরস্পরের দুশমন ছিলে, তিনি তোমাদের মন মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ্ এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সামনে উজ্জ্বল করে ধরেন এ উদ্দেশ্যে যে, হয়ত বা এ নিদর্শনসমূহ হতে তোমরা তোমাদের কল্যাণের পথ লাভ করতে পার।
>
> এবং তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা নেক কাজ ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে, এবং ভাল ও সত্য কাজের নির্দেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা একাজ করবে তারাই সার্থকতা পাবে। (কোরান, সূরা ৩: আয়াত ১০৩, ১০৪)

উপরোক্ত কোরানের বাণীসমূহ একটি ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করেঃ যা একটি সম্প্রদায়ের লোকদের অগ্রগতির জন্য সাম্য ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে গঠিত, যা সত্যের জন্য ও মিথ্যার বিরুদ্ধে গঠিত বা একে আরও সুন্দরভাবে বলতে গেলেঃ

www.pathagar.com

> এটি লোকজনের একটি সম্প্রদায় যা কাজ করে এরকম সামাজিক শর্তাবলীর সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার জন্য যা আল্লাহ্‌র সাধারণ আইন, ইসলামের ভিত্তিতে নৈতিকভাবে, পাশাপাশি প্রাকৃতিকভাবে ব্যাপক সংখ্যক মানব জাতির বসবাসের জন্য যোগ্য হয়ে উঠে। (Asad, ১৯৬১:৩৪)

এছাড়াও, কোরান সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতির ক্ষেত্রে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। Asad-র মতে (পূর্বোক্ত,:৩৪-৬)

> এরকম একটি রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব নির্ভর করে *শরীয়া'হ্*-র আওতাভুক্ত সীমানার মধ্যে তার অধ্যাদেশগুলো প্রয়োগের উপর...। যদিও এরকম একটি আইন আজীবন একটি ইসলামী রাষ্ট্রে কাঠামোর মধ্যে তার সহজ প্রকৃতির কারণে মৌলিকভাবে অবস্থান করে এবং কাজ করে, ততাপি তা সব আইন সরবরাহ করতে পারে না, যা প্রশাসনের কার্যাবলীর জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে। এভাবে আমাদের হতে হবে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত সব সাময়িক বিষয় ও ইসলামী আইনের উৎস সমূহের মধ্যে বিদ্যমান আমাদের নিজেদের তৈরী পরিমার্জনযোগ্য সব আইনসমূহের ক্ষেত্রে *শরীয়া'হ্*-র শর্তাবলীর সম্পূরক ।

(উদাহরণস্বরূপ, এটা জানা দরকার যে কোরান যা ৬২৩৬ টি আয়াত ধারণ করে, তাতে বিশদভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে ৩৫ টি আয়াতে রাজনীতি ও প্রশাসনের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।) অতএব,

> সংবিধান অবশ্যই অন্তর্নিহিতভাবে প্রতিস্থাপন করে যে, যদি দেখা যায় এটি *শরীয়া'হ্*-র কোন শর্তাবলীর লংঘন করে তবে কোন সাময়িক আইন বা প্রশাসনিক আদেশই স্থিতিশীল হবে না, তা আবশ্যিক বা অনুমতিযোগ্য যাই হোক না কেন।

Asad পুনরায় বলেন:

> কোরানের নির্দেশ, 'আল্লাহ্‌কে মান্য কর এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষকে মান্য কর', শেষ হয়েছে নিম্নোক্ত কথা দিয়েই, 'এবং তাদের মান্য কর যাঁরা তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত' (কোরান, সূরা ৪: আয়াত ৫৯), তাঁরা হলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক: যা এ বিবৃতি প্রদান করে যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে প্রয়োগকৃত ক্ষমতা একজন মুসলিম নৈতিকভাবে মানতে বাধ্য নন। অন্য দিকে, সঠিকভাবে গঠিত ইসলামী সরকারের প্রতি আনুগত্য করা একজন মুসলিমের ধর্মীয় দায়িত্ব।

উদাহরণস্বরূপ, এটি পুনরায় এ অর্থও প্রকাশ করে যে, ইসলাম সম্পূর্ণভাবে উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এবং এরকম যে কোন রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে যার শাসক হয়তো মুসলিম নয় বা এমনভাবে কাজ করেন, যা ইসলামী প্রকৃতির নয়। মুসলিমদেরকে তাদের শাসককে মান্য করতে বলা হয়, যদি তিনি ইসলাম সম্মত ভাবে কাজ করেন বা ইসলামী আচরণ পছন্দ করেন বা উভয়ই করেন।

জনগণের মুক্ত পছন্দ হল ইসলামী পদ্ধতির একটি ঐচ্ছিক প্রকৃতির প্রতিফলন; এটি কোরানের বর্ণনা 'তোমাদের মধ্য থেকে' দ্বারা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। এটি গোটা সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে, এবং এর মধ্যকার কোন বিশেষ দলকে, শ্রেণীকে বা রাজত্বকে নয়। এভাবে:

www.pathagar.com

[ইসলামী রাষ্ট্রে] অনৈচ্ছিক উপায়ের মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতার কোন পূর্বানুমান, উদাহরণস্বরূপ, কাল্পনিক 'জন্মগত অধিকারের' ভিত্তিতে যা উত্তরাধিকার ভিত্তিক জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সম্প্রদায়ের বাইরের কোন সম্প্রদায়ের ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেআইনী হিসেবে পরিগণিত. যদিও ঐ প্রয়োগকারী একজন মুসলিম (Asad, পূর্বোক্ত) ।

সারণী ৩.১ *সরকারের ধরণ অনুযায়ী ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও.আই.সি) সদস্য[a] রাষ্ট্রগুলোর নাম*

সরকারের ধরণ[b]	দেশের সংখ্যা	*দেশের নাম*
স্বৈরাচার (সামরিক, বেসামরিক, একদলীয়)	২৩	আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, বাংলাদেশ, চাদ, গিনি, গিনি বিসাউ, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, লিবিয়া, মালী, মৌরিতানিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, সোমালিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন[c], সুদান[d], সিরিয়া[e], টোগো, তিউনিসিয়া, তুর্কি[f], উগান্ডা, ইয়েমেন।
গণতন্ত্র (আংশিক, এক-দলীয়, বহুদলীয়)	১১	ক্যামেরুন, কমুরুস, জিবুতি, মিশর[g], গ্যাবন, গাম্বিয়া, লেবানন, মালদ্বীপ, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, আপার ভোল্টা।
রাজতন্ত্র	৯	বাহরাইন, জর্ডান, কুয়েত, মালেশিয়া, মরক্কো, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত।
ইসলামী প্রজাতন্ত্র	১	ইরান[h]
মোট = ৪৪		

উৎস: লেখক কর্তৃক George T. Kurian, *The Encyclopedia of the Third World* (New York: Facts on file Inc., ১৯৭৮)- সেপ্টেম্বর ১৯৮০ পর্যন্ত লেখক কর্তৃক সংশোধিত; Arthur S. Banks and William Overstreet. eds, *Political Handbook of the World* (New York: Mcgraw-Hill Book Co., ১৯৮০) হতে সংকলিত।

www.pathagar.com

a. মোট সংখ্যা ১৯৮০ সালে ছিল ৪৬; প্যালেস্টাইন (স্বাধীনতা আন্দোলন) ও ফিলিপাইনের মুসলিম মরো স্বাধীনতা আন্দোলন যুক্ত হয়নি। প্রথমটি যদিও একটি পূর্ণ সদস্য, যা ইসরাইলী সামরিক বাহিনীর অধীন এবং পরবর্তী এক সহযোগী সদস্য। তাদের ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণমূলক মর্যাদা দেয়া হয়েছিল।

b. Kurian এসব দেশকে ছ'টি ভাগে ভাগ করেছেন (যেভাবে পশ্চিমা পণ্ডিতগণ বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ভাগ করেন): সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, চরম রাজতন্ত্র, সামরিক একনায়কতন্ত্র, বেসামরিক/একদলীয় একনায়কতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আংশিক বা পরিমার্জিত গণতন্ত্র। বিশ্লেষণের জন্য এখানে শুধু তিনটি প্রধান ভাগকে ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্থ ভাগ ইসলামী প্রজাতন্ত্র যুক্ত হয়েছে এর অনন্য বৈশিষ্ট্য ও দিকের কারণে, যা অন্য বিভাগগুলোতে নেই। পাহলেভী পরবর্তী ইরানই একমাত্র দেশ যা এ শ্রেণীর সাথে মিলে।

c. গণপ্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক দক্ষিণ ইয়েমেনকে Banks ও Overstreet কর্তৃক মার্ক্সিস্ট - লেনিনিস্ট সাংবিধানিক পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (গৃহীত ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

d. সুদানকে Banks ও Overstreet একটি একদলীয় ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

c. সিরিয়াকে Banks ও Overstreet একটি বামপন্থী সামরিক ব্যবস্থা হিসেবে শ্রেণীভাগ করেছেন।

f. Kurian -র মতে তুর্কি ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করলে তা সামরিক একনায়কতন্ত্রে পরিণত হয়।

g. মিশর ১৯৭৭ সালের জুন থেকে বহুদলীয় সরকার ব্যবস্থায় চলে আসে।

h. পাহলেভী পরবর্তী ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে যা ৯৮.২% সংখ্যাগরিষ্ঠের ইরানী জনগণের পছন্দের ভিত্তিতে ২৯-৩০ মার্চ ১৯৭৯ সালে গৃহীত।

কিছু পণ্ডিত ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নয়টি মৌলিক নীতিমালার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন বর্তমানে যেগুলো মডেল আকারে বিদ্যমান, বা ইসলামের প্রথম চল্লিশ বছরে বিদ্যমান ছিল। পূর্বের বর্ণনা মতে, এ সময়টুকু ইসলামের ইতিহাসে মদিনাতে মহানবীর নিজের সময় এবং সঠিকভাবে পরিচালিত চার খলিফার সময় হিসেবে চিহ্নিত। বস্তুত মহানবী (স.) তাঁর এক কথায় বলেন যে (Al-Albani, ১৯৫৮:৮, ৯):

> তোমাদের উপর প্রথম শাসন ক্ষমতা (কর্তৃত্ব) হল *নবুয়ত* এবং এটি একটি দয়া। এ দয়া তোমাদের মধ্যে ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। তখন সর্বশক্তিমান ও মহিমাময় আল্লাহ্ তা তুলে নিবেন। তারপর *খিলাফতের* মাধ্যমে তা চলমান থাকবে *নবুয়তের* পথে। এরপর তা তোমাদের মধ্যে ততদিন চলমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। তারপর মহিমাময় আল্লাহ্, তা তুলে নিয়ে আসবেন। আবার তা সফলকাম রাজত্বের দ্বারা চলমান থাকবে যা তোমাদের মধ্যে ততদিন থাকবে যতদিন

www.pathagar.com

আল্লাহ্ চাইবেন। তারপর আল্লাহ্ একে পরিবর্তন করবেন। তারপর তা পরিচালিত হবে নির্যাতনকারী রাজত্ব দ্বারা, যা ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন, তারপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদের সরিয়ে দিবেন। (পুনরায়) তা *খিলাফতের* মাধ্যমে *নবুয়তের* পথে পরিচালিত হবে। তখন মহানবী চুপ করে রইলেন।

সারণী ৩.২ *দেশ/সংগঠন ও সরকারের ধরণের ভিত্তিতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.আই.সি)* [a]

দেশ/সংগঠন	সরকারের ধরণ	দেশ/সংগঠন	সরকারের ধরণ
আফগানিস্তান	একনায়কতন্ত্র	মৌরিতানিয়া	একনায়কতন্ত্র
আলজেরিয়া	একনায়কতন্ত্র	মরক্কো	রাজতন্ত্র
বাহরাইন	রাজতন্ত্র	মুসলিম মরো স্বাধীনতা আন্দোলন ফিলিপাইন	প্রযোজ্য নয়
বাংলাদেশ	একনায়কতন্ত্র	নাইজার	একনায়কতন্ত্র
ক্যামেরুন	গণতন্ত্র	নাইজেরিয়া	একনায়কতন্ত্র
চাদ	একনায়কতন্ত্র	ওমান	রাজতন্ত্র
কুমুরুজ	গণতন্ত্র	পাকিস্তান	একনায়কতন্ত্র
জিবুতি	গণতন্ত্র	প্যালেস্টাইন	গণতন্ত্র
মিশর	গণতন্ত্র	গণপ্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক দক্ষিণ ইয়েমেন	একনায়কতন্ত্র
গ্যাবন	গণতন্ত্র	কাতার	রাজতন্ত্র
গাম্বিয়া	গণতন্ত্র	সৌদি আরব	রাজতন্ত্র
গিনি	একনায়কতন্ত্র	সেনেগাল	গণতন্ত্র
গিনি বিসাউ	একনায়কতন্ত্র	সিয়েরা লিওন	গণতন্ত্র
ইন্দোনেশিয়া	একনায়কতন্ত্র	সোমালিয়া	একনায়কতন্ত্র
ইরান	ইসলামী প্রজাতন্ত্র	সুদান	একনায়কতন্ত্র
ইরাক	একনায়কতন্ত্র	সিরিয়া	একনায়কতন্ত্র
জর্ডান	রাজতন্ত্র	টোগো	একনায়কতন্ত্র
কুয়েত	রাজতন্ত্র	তিউনিসিয়া	একনায়কতন্ত্র
লেবানন	গণতন্ত্র	তুর্কী	একনায়কতন্ত্র
লিবিয়া	একনায়কতন্ত্র	উগান্ডা	একনায়কতন্ত্র
মালেশিয়া	রাজতন্ত্র	সংযুক্ত আরব আমিরাত	রাজতন্ত্র
মালদ্বীপ	গণতন্ত্র	আপার ভোল্টা	গণতন্ত্র
মালী	একনায়কতন্ত্র	ইয়েমেন	একনায়কতন্ত্র

উৎস: লেখক কর্তৃক George T. Kurian, *The Encyclopedia of the Third World* (New York: Facts on file Inc., ১৯৭৮)- সেপ্টেম্বর ১৯৮০ পর্যন্ত লেখক কর্তৃক সংশোধিত; Arthur S. Banks and William Overstreet. eds, *Political Handbook of the World* (New York : Mcgraw-Hill Book Co., ১৯৮০) হতে সংকলিত।

a' ৪৬ সদস্য: ১৯৭১ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত, সৌদি আরবের জেদ্দায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

www.pathagar.com

an-Nafisi (১৯৮০:৫৪-৮২)-র মতে নয় মূলনীতিগুলো নিম্নরূপঃ

ক. *খিলাফত* হল একটি বন্ধনের চুক্তি, যা একটি মুক্ত ও জোর প্রয়োগ ছাড়া সাধিত হয়;

খ. সব মুসলিম এ পদের জন্য যোগ্য;

গ. ইসলামে কোন শাসক পরিবার, রাজবংশ বা শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই;

ঘ. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের প্রকৃত উপাধি হল *খলিফা*;

ঙ. ইসলামে কোন উত্তরাধিকারী শাসক নেই;

চ. *বায়াত* হল মুসলিমদের জন্য *খিলাফত* মান্য করার শপথ, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি;

ছ. ইসলামী রাষ্ট্রে *শূ'রা* বা পরামর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিঃ উদাহরণস্বরূপ, *খলিফার* অফিসের জন্য কোন যোগ্য প্রার্থীর মনোনয়ন অবশ্যই *শূ'রা* কর্তৃত্ব স্বীকৃত হতে হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে *খলিফা* তাঁর সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে পরামর্শ করবেন;

জ. জাতীয় কোষাগার থেকে রাষ্ট্র প্রধানের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাতা থাকবে; এবং

ঝ. বহুদলীয় প্রকৃতি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী রাষ্ট্রে গুরুত্ব দেয়া হয় গোটা সমাজের উপর কোন ব্যক্তির উপর নয়। তাই বিভিন্ন ধারণা যেমন -*যাকাত*, সামাজিক ন্যায় বিচার, এবং *উম্মাহ* ইত্যাদি ইসলামে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

তাছাড়াও, এ নয় মূলনীতির বাইরে ইসলামী রাষ্ট্রে *শরীয়া'হ্*-র অধীনে একজন নাগরিকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকারগুলো হল, (ক) রাষ্ট্র প্রধানের নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার; (খ) *শূ'রা*-র অধিকার; (গ) রাষ্ট্র প্রধানকে নজরে রাখার অধিকার; এবং (ঘ) রাষ্ট্র প্রধানকে পদচ্যুত করার অধিকার।

সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, বাস্তবতায় বর্তমান মুসলিম নেতাদের ক্ষেত্রে তত্ত্ব কথা কতদূর বর্জিত হয়েছে। সারণী ৩.১-এ সরকারের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে (স্বৈরাচার, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ইসলামী প্রজাতন্ত্র) সমসাময়িক বিশ্বের ৪৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার ধরণ দেখানো হয়েছে, এবং সারণী ৩.২-এ দেশের ভিত্তিতে সরকারের ধরণ দেখানো হয়েছে। তেইশটি মুসলিম দেশ সামরিক শাসক, বেসামরিক বা একদলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বৈরাচারী ধারায় শাসিত; এগারটি আংশিকভাবে গণতান্ত্রিক, একদলীয়, বহুদলীয় বা সংসদীয় ধরণের; এবং নয়টি পড়েছে রাজতন্ত্রের শ্রেণীতে (চরম, সাংবিধানিক ইত্যাদি)। মাত্র একটি দেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকারের ধরণ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে।

www.pathagar.com

উপরে তালিকাভূক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অধিক সংখ্যক একনায়কতন্ত্র হবার একটি আপাত যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা রাজনৈতিক উন্নয়নের পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যের কিছু রাজনীতি বিষয়ক বিশ্লেষক (Dekmejian, ১৯৮০) এ সংখ্যা অধিক হবার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন পাশ্চাত্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মুসলিম বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রচেষ্টাকে; এটি বিশ্বাস করা হয় যে, এরকম বিফল প্রচেষ্টা সামরিক একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমেই সৃষ্ট।

ইসলামের স্থিতিস্থাপকতার একটি কারণ হল, এটি শুধু একটি বিশ্বাসের সমষ্টি নয় বরং একজনের জীবনের আদেশমূলক পরিপূর্ণ পদ্ধতি, এ গবেষণার সবক্ষেত্রে তা নির্দেশিত হয়েছে। এ কারণে অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন, পাশ্চাত্য রাজনৈতিক আদর্শ আরব ও মুসলিম দেশগুলোকে গ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছে (Dekmejian, ১৯৮০; Ismael, ১৯৭৫)। উদারতাবাদের ধারণা যা চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের কথা বলে, ইসলামে তা গ্রহনযোগ্য নয় এবং মার্ক্সের মতবাদ তার নাস্তিকতাবাদ ও সব ধর্মের প্রতি বিরোধিতামূলক ধারণার কারণে বস্তুত ক্ষুদ্র আরও একধাপ অগ্রগামী। এমনকি সারা আরব ও ইসলামী দুনিয়ায় বিভিন্ন রকম সমাজতান্ত্রিক ধারণাও বিফল হয়েছে।[১২]

যাহোক, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে, ইসলামপন্থীগণ বিদ্যমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ধরণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে, আদও তা ইসলামী সরকার পদ্ধতির মূলনীতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, কিংবা ইসলামী সরকার পদ্ধতির মূলনীতিগুলো সেখানে কার্যকর আছে কিনা সে ব্যাপারে মোটেও সচেতন নয়। Hassan al-Banna এজন্য বলেন, একটি সরকার তখনই ইসলামী, যখন তার জনগণ প্রায়োগিকভাবে মুসলিম এবং তারা ইসলামের কর্তব্যগুলো পালন করেন। তাছাড়া একটি সরকার ইসলামী তখনই, যখন এর আচরন *শরীয়া'হ্*-তে নির্দেশিত ইসলামী নিয়ম ও নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশেষত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে (Hawwa, ১৯৮০)। মিশরে *ইখওয়ান* আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা (Muslim Brotherhood), Al-Banna বর্ণনা করেন যে, কিছু মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করতে পারে এবং পেতে পারে, যদি তারা চারটি বিষয় গ্রহণ করে। প্রথমত, তাদের সংবিধান ও আইন এবং নীতিমালাগুলো ইসলামী হতে হবে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব তাদেরকেই দিতে হবে যারা প্রায়োগিকভাবে মুসলিম। তৃতীয়ত, তাদের বৈদেশিক নীতিমালা হবে ইসলামী মূলনীতিমালার ভিত্তিতে। এবং শেষত, এটি স্থানীয়ভাবে ও আন্তর্জাতিকভাবে একটি প্রকৃত ইসলামী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে কোন প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্থ করবে না। অন্য কথায়, যদি Muslim Brotherhood কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীকে সহযোগিতা করতে চায়, তবে তাদের নিশ্চিত করতে হবে, এরকম দল বা গোষ্ঠী আর পিছনে ফিরে আসবে না এবং ভবিষ্যতে যে কোন সময় তাদের লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্থ করবে না। (পূর্বোক্ত:৩৩, ৩৪)

Alloubah Pasha (১৯৭০:৪০) আরও দেখান যে, কিভাবে ইসলাম আধুনিক সময়ের চেয়ে আরও অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। তিনি বর্ণনা করেন যে, মুসলিমগণ পছন্দ

www.pathagar.com

করতে পারেন তাদের পছন্দনীয় শাসন ব্যবস্থা, তারা এমনকি *শূ'রা* নীতিমালার প্রয়োগও থামিয়ে দিতে পারেন, তারা শিক্ষিতদের মধ্য থেকে শাসকদের পছন্দ করতে পারেন, যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র সেবায় ধর্ম ও রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত বলে বিশ্বাস করেন। তাই তাদের পরিবেশ ভিন্ন রকম হতে পারে এবং তাদের শর্তাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রকম হতে পারে।

সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ কিভাবে ইসলামী রাজনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা যায় এবং যার উপর এর মূলভিত্তি নির্ভর করে তা বিশ্লেষণ করে।

১. পূর্ব পরিচিতি, বর্ণ, গোত্র এবং আরও অন্যান্য সব বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নরকম জনগণকে একত্রিত করার ধারণ ক্ষমতা ইসলামের আছে এবং তা পূর্বেও ছিল। এটি শুধু আরব জনগণকে একত্রিত করেনি, বরং সকল গোত্র, বর্ণ এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জনগণকে একটি গণতান্ত্রিক, নৈতিকতা এবং ধার্মিকতা নির্ভর বিশ্ব স্বত্বায় পরিণত করেছে। Qutb-র (১৯৭৭:৪) মতেঃ

   তাদের অন্তর এবং এ নতুন বিশ্ব স্বত্বার মূল ছিল ক্ষুদ্র সে সমাজ যা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিল প্রথমে মক্কায় এবং পরে মদীনায়, যেখানে আবু বকর, উমর ও আরবের কোরাইশ সম্ভ্রান্ত বংশধরগণ একত্রে ভাতৃত্বের বন্ধনের মধ্যে বসবাস করতো এবং যেখানে বেলাল, অবিসিনিয়ার কাল লোক, গ্রীক শুয়াইব এবং পার্সীয়ার সালমানের মধ্যে যথার্থ সমতা বিরাজিত ছিল।

২. বিশ্বাস *(ঈমান)* এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভাতৃত্ববোধ হল ইসলামের মহানবী (স.) এর শিক্ষাগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো ভাতৃত্বের সংহতির মধ্যে প্রতিফলিত, যা *উম্মাহ* গঠন করে। *উম্মাহ্*-র এ ভালবাসা জন্মলাভ করে, ইসলামে নতুন ধর্মান্তরিতদের অভিবাদনের সাথে গ্রহণ করার মাধ্যমে, তাদের মধ্যে মহানবী (স.)-র প্রতি ও তাঁর সংগী সাথীদের প্রতি বিশ্বাসের সাথে ভালবাসা সৃষ্টি করার মাধ্যমে, যা স্থানান্তরিত হয় তাদের ধর্মান্তর পূর্ব বর্ণগত, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পূর্বপরিচিতির মধ্যে। ইসলামের রাজনৈতিক সম্ভাবনার মধ্যে বিশ্বাসের অনুপস্থিতিতে অনিশ্চয়তা ও তার ফলে মুসলিমদের মধ্যে সৃষ্ট কোন্দলের কারণে, সর্বত্র মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ অসমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে, যা দেখা যায় ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে (Khan, ১৯৭৭:৪৬)

৩. এরকম একটি বন্ধনই *উম্মাহকে* একত্রে ধরে রেখেছে সম্পূর্ণ ইতিহাসে এবং এটাই ছিল মহান 'রাজনৈতিক উন্নয়নের' কারণ ও ফলাফল, যা ব্যাপক গতিতে, ক্ষমতা ও দক্ষতার সাথে ম্যাজিকের মত সম্পন্ন

www.pathagar.com

হয়েছিল এবং পরে মুসলিমগণ ইসলামের প্রকৃত ও সত্যিকার মূলনীতি থেকে দূরে সরে আসতে থাকলে তাদের অবস্থান খারাপতর হতে থাকে; তখন তারা সে ক্ষতির কারণে তাদের উন্নয়নের জন্য তাকাতে লাগল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন আদর্শগুলোর দিকে। তারা ভুলে গেল, বা তাদের ভুলে যেতে বলা হয়েছিল তাদের নিজস্ব ইতিহাসকে এবং তাকে তারা একদিকে ফেলে রেখেছিল, যেখান থেকে একটি দেশজ মডেল অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যায়, যা প্রকৃতপক্ষে তাদের উন্নয়ন ভাবনার যথাযথ সমাধান দিতে সক্ষম। ইসলাম, যা দূর অতীতে সক্ষম হয়েছিল, তা এখনও মুসলিম বিশ্বের উন্নয়নের জন্য যথাযথ মডেল অনুসন্ধান করে সে ব্যবধান দূর করতে সক্ষম।

৪. ইসলামের মাধ্যমে অর্জিত রাজনৈতিক উন্নয়ন, কিছু আইনকে একীভূত করেছিল যা দ্বারা মানুষের জীবন প্রশাসিত হতো, পাশাপাশি সব মানুষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিল। ফলত, তারা সকলে আইনের দৃষ্টিতে সমানভাবে বিবেচিত হতো, যা গোটা ইতিহাসে রাজনৈতিক জীবনের একটি আদর্শ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী *শরীয়াহ্* বা আইন কিছু নিয়ম ও নীতিমালার নির্দেশনা দেয়, যার উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সব সদস্য তাদের জীবন যাপন করবে। ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষতা, আধ্যাত্মিক বা বস্তুগত এবং এরকম আরও অন্য সব বিষয়ে কোন পার্থক্য না করার মাধ্যমে এর কিছু ব্যবস্থা রয়েছে 'সংখ্যালঘুদের' জন্য, পাশাপাশি ব্যবস্থা রয়েছে ব্যক্তির অন্য সব কাজের জন্য। বিশ্বাস করা হয় যে, এই একীভূত আইন অবিচারের সম্ভাবনা দূরীভূত করে বা আইনের বহুমুখী ধারণার ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দূরীভূত করে।

৫. ইসলাম একটি আদর্শ। রাজনৈতিক আদর্শ হল সাধারণত কিছু ধারণার আদর্শ বা যুক্তির সমষ্টি, যা তৈরী হয় মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক মনোভাবসহ একটি পদ্ধতিগত রাজনৈতিক চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গি দেবার জন্য, যা (ক) একটি স্ব-ধারণাকৃত ও স্ব-নির্ভর; (খ) একটি জাতীয় উন্নয়নের কর্মসূচি দেয়; (গ) এর কর্মসূচিভূক্ত কার্যগুলো ভবিষ্যতের জন্য একটি দর্শন তৈরী করার নিশ্চয়তা দেয়; এবং (ঘ) একটি দল বা অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোকে রাজনৈতিক জীবনে কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য একত্রিত করে (Apter, ১৯৬৪)। এসব উপাদানসহ আরও অনেক উপাদান ইসলামে অন্তর্নিহিত রয়েছে আদর্শ হিসেবে। এমনকি এটি ইসলামে একটি উন্নয়নমূলক আদর্শ হিসেবেই অধিক স্পষ্ট। (Khoury, ১৯৭৮; Khan, ১৯৭৭)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে

www.pathagar.com

ইসলাম যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য একটি আদর্শগত ভিত্তি হতে পারে, যা নিজেকে রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যঃ

আভ্যন্তরীণ গতিময়তা নির্ভর করে ইসলামী রাজনৈতিক আদর্শের উপর। এসব আদর্শগত ভিত্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর সক্ষমতা ও দক্ষতা রাজনৈতিক উন্নয়নের সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। (Khan, ১৯৭৭:৪১)

৬. ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ব্যবধান গুছিয়ে দিয়ে এভাবেই আত্ম পরিচয়ের সমস্যার সমাধান দেয়, যা অন্যভাবে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের সৃষ্টি করে। Khan, (১৯৮০:২২) বর্ণনা করেনঃ

বিশ্বাস সম্পর্কিত কারণ বর্ণনা পূর্বক ইসলাম প্রবেশ করেছে স্বাধীনতার এক নব দিগন্তে, যা অপ্রত্যাশিত পরিমাণে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে সহায়ক। আল্লাহ্‌র প্রতি সব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রদান করে ইসলাম আইনগত বৈধতার সমস্যাগুলোর সমাধান করে, যা অন্যথায় সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ এবং সমস্যা সংকুল হতো। ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য, *ইজতিহাদ* ও *ইজমার* মাধ্যমে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া *(শূ'রা)* অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে এবং তাই আত্মপরিচয় সংক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি হবার প্রবণতা, সামাজিক-রাজনৈতিক দৈন্যতা ও এর ফলে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাগুলোর সৃষ্টির প্রবণতা হ্রাস করে। ইসলামে নৈতিকতা ও নীতি সম্পর্কিত আচরণের অটল মান রাজনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে মূল্যবোধের কর্তৃত্বমূলক বিস্তারকে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসেবে তৈরী করে, যাতে গোটা সম্প্রদায়ের সাধারণত অংশ গ্রহণ রয়েছে। তাছাড়া, *উম্মাহ্‌-র* আদর্শ মুসলিম জাতিকে একতা ও ঐক্যমত্যের জন্য সংগ্রাম করতে উৎসাহ যোগায়, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ।

রাজনৈতিক উন্নয়নের ইসলামী পন্থাঃ ইসলামপন্থীদের ভূমিকা

একটি প্রকৃত ইসলামী রাজনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে, যে রকম একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক উন্নয়ন গণতন্ত্রের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। সহজলভ্য ব্যাপক উৎসের কারণে, একজন ইসলামপন্থী যে কোন ভাবে তার মডেলকে পছন্দ করতে ও তুলনা করতে পারেন যা তাঁর পছন্দ, যতক্ষণ না তা ইসলামের মূল শিক্ষা ও চেতনার সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে। এমনকি তিনি যদি পূর্বে আলোচিত মডেল ও অভ্যাগমগুলোর কোনটিকে যথাযথ বলে মনে করেন, তবে তিনি তার ইসলামীকরণ করতে

www.pathagar.com

কাজ শুরু করতে পারেন।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্য এবং গুরুত্ব অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরী; শুধুমাত্র বিকল্পগুলো দেখতে আকর্ষণীয় ও পরিচ্ছন্ন হবার কারণে সেগুলোকে সাধারণভাবে গোত্রমূখী বা পরিত্যক্ত করা উচিৎ নয়। Lewis (১৯৭৩:৩০২) বর্ণনা করেন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি হবে:

> অধিক নিশ্চিত ও সবল যদি এটি সম্পর্কিত হয় গভীরতম মানসিকতা, বাধ্যবাদকতা এবং ইচ্ছার সাথে, যা একজন মানুষ তার পূর্ব ইতিহাস থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। নির্দিষ্টভাবে কোন ঐতিহ্য, যা খুব সমৃদ্ধ ও বহুমূখী যেমন ইসলাম, সেখানে রয়েছে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান, নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন, গুরুত্ব প্রদান, ও বিস্তৃত আলাপ আলোচনা, আচরণ ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অধিক ইচ্ছাকৃত বিভিন্নতা ইত্যাদি। কিন্তু পরিবর্তনগুলো অবশ্যই হতে হবে বিস্তৃত আলাপ আলোচনা ও উপস্থাপনার মাধ্যমে, এ পুন:মূল্যায়ন শুধু সন্তুষ্টির জন্য নয় এবং তা অতীতের দুর্নীতিপরায়ণতার মতও নয়।

এই কাজ ও চ্যালেঞ্জটি অত্যন্ত মহৎ। ইসলামপন্থীকে গভীরভাবে চিন্তা করে শুরু করতে হবে, কত ভালভাবে অতীতের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যগুলো ব্যবহার করা যায় এবং কত ভালভাবে ওগুলো থেকে ব্যবহারযোগ্য শিক্ষনীয় নির্যাসগুলো বের করে আনা যায়। কায়রো ও ইস্তাম্বুল পাশাপাশি মক্কা ও মদীনা ভ্রমণের সময় লেখক নিশ্চিত হয়েছেন যে, এ সম্পর্কে ১৫০,০০০-র অধিক পাণ্ডুলিপি আরবী, পার্সীয়ান এবং তুর্কী ভাষায় রচিত হয়েছে যা শুধু তুর্কীতেই রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সুলাইমানিয়া গ্রন্থাগার কমপ্লেক্সটিতে একশ'র মতো সংগ্রহ রয়েছে। গ্রন্থাগারটির পরিচালক Mu'ammar Olker-র মতে, শুধু তুর্কীতে নয় গোটা বিশ্বে সবচেয়ে বড় আরবী পাণ্ডুলিপির গ্রন্থাগার হিসেবে স্বীকৃত গ্রন্থাগারটিতে ৫৭,০০০-রও অধিক পাণ্ডুলিপি রয়েছে। বর্তমানে শুধু ইস্তাম্বুলেই বারটির অধিক বৃহৎ গ্রন্থাগার রয়েছে, যেখানে প্রায় ১০০,০০০ এর মতো পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। এবং ইস্তাম্বুলের বাইরে ৫০,০০০ পাণ্ডুলিপি বিতরণ করা হয়েছে ৩৩টি শহরে, তন্মোধ্যে রয়েছে আংকারা, বুশরা, কাস্তামুনু, গুরাম, বারদার এবং দিয়ারবেকির।

এই ঐতিহ্যগুলোর সবগুলো না হলেও অধিকাংশই অক্ষত, এবং তা কমপক্ষে দু'টি কারণে: (ক) তুর্কী পণ্ডিতদের অভাব, যারা আরবীতে দক্ষ (Fuat Sezgin, Asad Atch, Ahmed Towrik, Zuhdi Tukan, Fahmy Kartai এবং Ramadan Shishin ছাড়া); এবং (খ) এসব পাণ্ডুলিপিগুলোর ব্যাপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত লাল ফিতার দৌরাত্ম্য। যেমন কোন অ-তুর্কী পণ্ডিত কোন পাণ্ডুলিপি ফটোকপি করতে পারে না, তাকে কিছু বিনিময় করতে হয়, তা এমন কোন পাণ্ডুলিপি বিনিময় যার কোন কপি ঐ সমগ্র সংগ্রহে নেই। এসব সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার অনুধাবন চ্যালেঞ্জটিকে ভালভাবে মূল্যায়িত করেছে উত্তম প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

ইসলামপন্থীগণ[১৩] দেখবেন যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য তার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তার কাছে বাস্তবায়নের বিভিন্ন সহজলভ্য পদ্ধতি রয়েছে, যা রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য তৈরী সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটি অনুধাবণ করা হয় যে, উন্নয়নের কোন মডেলই উৎকৃষ্ঠ হবে না, যদি এটি বাস্তবায়নের কোন পদ্ধতি ধারণ না করে অর্থাৎ, তাত্ত্বিক ধারণাগুলো নিয়ে আসা ও এগুলোকে বাস্তবে ব্যবহার করা। ইসলামী মূলনীতি ও মৌলিক নীতিমালাগুলো তাত্ত্বিক রয়ে যাবে, যদি ইসলামপন্থীগণ এগুলোকে বাস্তবতায় নিয়ে আসার কোন মাধ্যম খুঁজে না পান। এ পদ্ধতিটি তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্টের চার্টে একটি বাস্তবায়ন পদ্ধতি হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে সুক্ষভাবে প্রবেশ, প্রত্যাহার, বিরোধিতা এবং একত্রীকরণ।

এটি ধারণ ক্ষমতার বাইরে যে, কোন একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি সব মুসলিম রাষ্ট্রে ব্যবহারের জন্য বিবেচ্য হতে পারে, কারণ আমরা কাজ করছি এক ব্যাপক অঞ্চল নিয়ে, যা চুয়াল্লিশটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। তাই ইসলামপন্থীকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে গবেষণা করতে হবে তাঁর পরিবেশকে এবং একইভাবে পছন্দ করতে হবে অধিক যুক্তসংগত বাস্তবায়ন পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ, কিভাবে একটি পদ্ধতি বা আরও অন্যান্য পদ্ধতিগুলো ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়েছিল তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

একত্রীকরণ অষ্টাদশ শতকের ইসলামপন্থীদের কাছে বাস্তবায়নের একটি অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত ছিল। সূচনাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যখন সৌদ বংশের প্রথম শাসকের নামে একটি শক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাযুক্ত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন *(ওয়াহ্হাবিয়াহ্)* সংগঠিত ও একত্রীকৃত হয়েছিল তখন এ পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়েছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি হল দু'টি প্রশংসিত আন্দোলনের ঐতিহাসিক একত্রীকৃতরূপ যার নিকট আধুনিক সৌদি আরব তার রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণী। যেহেতু ইতিহাস তা পুনরায় নাও উপস্থাপন করতে পারে, কিন্তু ইসলামপন্থীগণ এরকম একটি সুযোগ উপস্থাপিত হওয়া পর্যন্ত অলসভাবে বসে থাকতে পারেন না, কারণ তার কাছে অন্যান্য পদ্ধতি সহজলভ্য রয়েছে।

সুক্ষভাবে প্রবেশকে মনে করা হয় রাজনৈতিক পদ্ধতিকে ভিতর থেকে প্রভাবিত করার জন্য অধিকতর সুক্ষ একটি উপায়। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী, যদিও এটি একটি ধীর প্রক্রিয়া, তথাপি মাঝে মধ্যে একে শংকাযুক্ত মনে করা হয়। এর শংকা বিরাজ করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার শক্তির মধ্যে, যেখানে ইসলামপন্থীগণ প্রবেশ করতে চেষ্টা করছেন। যা হোক, ইসলামপন্থীগণ আন্তরিক হলে ঐ পদ্ধতির ক্ষমতা দ্বারা তা অতিক্রম করতে পারেন, যাতে তাঁরা প্রবেশ করতে চান এবং ঐ পদ্ধতিতে যুক্ত হবার মাধ্যমে তার শেষ হবে। অনেক মুসলিম দেশের রাজনীতিতে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের এ রকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যাদের প্রচেষ্টা শেষ হয়েছে একটি বেদনাময় ফলাফলের মাধ্যমে, কারণ তারা হয়তো তাদের আদর্শের অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিল, নতুবা বাধ্য হয়েছিল সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে।

বাস্তবায়নের তৃতীয় একটি পদ্ধতি হল বিরোধিতা। একে চালানোর জন্য এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র একটি সংগঠিত প্রচেষ্টার দরকার তা নয় বরং একটি শক্তিশালী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠীও দরকার। বিরোধিতা প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে উভয়ই হতে পারে। কেউ কেউ বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি ও পরিকল্পনাগুলো চলমান রাখার জন্য গোপনে কাজ করতে আগ্রহী। অন্যদিকে, কেউ কেউ মনে করেন প্রকাশ্য বিরোধিতাই হল একটি যথাযথ কৌশল, যেমন মিশরে *Ikhwan*-র ক্ষেত্রে তা চিন্তা করা হয়। *Ikhwan* ১৯৫০ এবং ১৯৬০-র দশকে নাসেরের একনায়কতন্ত্রের সাথে সরাসরি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, এ কৌশল পরবর্তীতে এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশে অকার্যকর হিসেবে প্রমাণিত হয়, যা কোন রকম সমালোচনা সহ্য করতে পারতো না, যা এককভাবে তার মৌলিক দর্শন ও আদর্শে পরিবর্তন করেছিল।

ইসলামী রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সর্বশেষ প্রকার বা পদ্ধতি হল প্রত্যাহার। মাঝে মধ্যে মনে হয় এবং দেখা যায় এটা বিরোধিতার অন্য একটি প্রকারভেদ। সাম্প্রতিক সময়ে, প্রত্যাহার আধুনিক ইরানের ক্ষেত্রে বিশেষত যখন তা শক্তিশালী সাংগঠনিক কৌশলের সাথে যুক্ত হয়, তখন তা একটি অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রত্যাহার বিদ্যমান রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক নাগরিকের চোখে বিশেষত প্রভাব বিস্তারকারী জনগণ, যেমন ইরানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অনেকটা কম বৈধ ব্যবস্থা হিসেবে তৈরী করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইরানে কিছু ধর্মীয় পণ্ডিত সফলভাবে এ পদ্ধতি ব্যবহার করেন (হয়তো পরিকল্পনা তৈরী করতে বা ঘটনাক্রমে), যার ফলাফল শুধু সংস্কারকে বাস্তবে রূপ দেয়া নয়, বরং গোটা পাহলভী সরকার ব্যবস্থাকে ধ্বংসও করে দেয়। ইরানে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে এখনও উদ্দেশ্যগত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা আসার অপেক্ষায় রয়েছে, সেখানে এ লেখকের ভাষ্য মতে, প্রত্যাহার সম্পর্কে আরও অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান দরকার। *at-Takfir wal-Hijrah*-র আন্দোলন (অনুতাপ এবং পবিত্র প্রস্থান) সাদাতের মিশরে প্রত্যাহারের অন্য একটি উদাহরণ, যদিও তা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এ দলটি ঐ রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের প্রত্যাহার করে দূরবর্তী গুহা ও পার্বত্যাঞ্চলে গিয়ে অবস্থান গ্রহন করার মাধ্যমে তাদের হতাশা প্রদর্শন করেছিল । যদিও ঐ অভ্যাগমের বৈধতা প্রশ্নের সম্মুখীন, তবুও তা প্রত্যাহারের একটি প্রকার হিসেবে বিবেচিত।

সংক্ষেপে, ইসলামপন্থীদের উদ্দেশ্য হল ইসলামী আইনের মৌলিক উৎসগুলো পরীক্ষা করার মাধ্যমে রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত ব্যাপক সমস্যাসমূহের সমাধানে পৌঁছানো। ইসলামী মানের রাজনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে, ইসলামপন্থীগণ অবলোকন করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অন্য কোন বিকল্প নেই। পদ্ধতি বা কৌশল যেমন একত্রীকরণ, সুক্ষ্মভাবে প্রবেশ, বা প্রত্যাহার, যাই ইসলামী রাষ্ট্র অর্জন করার জন্য নির্বাচিত হোক না কেন, তা নির্ভর করবে বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যেকের চলমান রাজনৈতিক পরিবেশের উপর।

www.pathagar.com

সারাংশ ও উপসংহার

এ অধ্যায় সমসাময়িক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অবস্থার একটি সঠিক চিত্র নিরূপন করার উদ্দেশ্যে এবং কিভাবে তাদের বিদ্যমান পদ্ধতিগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে ভিন্ন তা দেখানোর জন্য রচিত। আমরা অবলোকন করেছি যে, পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমকক্ষ হবার ব্যাপক প্রচেষ্টার কারণে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বর্তমান হিসাব নিম্নরকম: তেইশটি একনায়কতন্ত্র, এগারটি অধ:পতিত গণতন্ত্র, নয়টি রাজতন্ত্র, এবং একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র, যা ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন সার্বিক উন্নয়ন অভ্যাগম অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর, যা ইসলাম সমর্থন করে। ইসলামী রাষ্ট্রের এ অনুধাবন ছাড়া যেভাবেই হোক না কেন, ইসলামী উন্নয়ন পরিকল্পনা হবে তাত্ত্বিক অনুশীলন বা বড় জোর খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাই, ইসলামপন্থীদের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরী যে, তার কাছে সহজলভ্য যে কোন উপায়েই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কাজে আত্মনিয়োগ করা, যেমন সুক্ষ্মভাবে প্রবেশ, প্রত্যাহার, বিরোধিতা, একত্রীকরণ, এবং এরকম আরও যা রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের টীকা

১. রাজনৈতিক উন্নয়নের উপর ইসলামে কোন গবেষণাই সম্পূর্ণ হবে না যদি না তাতে ঐতিহাসিক পর্ব থেকে রাজনীতি বিদ্যার উপর আধুনিক বই পর্যন্ত এক ব্যাপক সাহিত্য বিশ্লেষণ করা হয়। এ ব্যাপক উৎসগুলোকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়:

ক. প্রাথমিক উৎস যেমন কোরান ও সুন্নাহ্, তাদের ব্যাপক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যাকে আরবীতে বলা হয় *তাফসীর* সাহিত্য (কোরানের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা) এবং *উলুম আল-হাদীস* (রসুলের প্রথাসমুহের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা)।

খ. ইসলামী ইতিহাসের বই যেমন বিভিন্ন রকমের *তরিখ্ (Tarikh)* গ্রন্থ (ইতিহাস বই) যা ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম পণ্ডিতগণ লিখেন। অন্যান্যদের মধ্যে এসব লেখকদের লেখনীর কয়েকটি হল, Ibn al- Athir লিখিত, *Al-Kamil;* Ibn Qutayba লিখিত, *Uya al- Akhbar;* Ibn Saad লিখিত, *Tabaqat;* ibn Kathir লিখিত, *Bidayah;* at-Tabari লিখিত, *Tarikh al-Umam wal–Muluk;* al-Jahshiyari লিখিত, *Tarikh al- Wuzara;* al-Masudi লিখিত, *Muruj al- Dhahab;* al-Ghazali লিখিত, *Ihya Ulum ad-Din;* ibn-Khaldun লিখিত, *Muqaddimah;* এবং al-Shahrastani লিখিত, *al-Milal wan- Nihal.*

গ. একটি বিষয়ের উপর বিশেষ বইগুলোর মধ্যে রয়েছে al-Mawardi লিখিত, *al-Ahkam as-Sultaniyyah;* ibn Taymiyyah লিখিত, *as-Siyasah as-Shariyyah* এবং *al- Hisbah fil Islam;* al Farabi লিখিত, *al-Akkam as-Sultaniyyah;* Abu Yusuf লিখিত, *al-Kharaj;* Abu

www.pathagar.com

Ubaid লিখিত, *al-Anwal;* এবং ibn Qutayba লিখিত, *al-Imamah was-Siyasah* ।

ঘ. ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমসাময়িক মুসলিমদের লেখা আধুনিক বইগুলোর মধ্যে রয়েছে: al-Maududi লিখিত, *Islamic Law and Constitution* (১৯৬৯) এবং *al-Khilafah wal-Muluk* (১৯৭৮); El- Awa লিখিত, *On the Political System of the Islamic State* (১৯৮০); Wasfy লিখিত, *Musannafat an–Nuzum al-Islamiyyah* (১৯৭৭); Asad লিখিত, *The Principle of State and Government in Islam* (১৯৬৯); al-Rayye লিখিত, *an-Nadhariyyat as-Siyasiyyah al-Islamiyyah* (১৯৭৯); Mutwalli লিখিত, *Azmat al-Fikr as-Siyasi al-Islami* (১৯৭৪); Audah লিখিত, *al- Islam wa-Awdhauna as-Siyasiyyah* (১৯৬৭); Abdul Raziq লিখিত, *al- Islam wa-Usul al-Hukum* (১৯২৬); এবং Ahmad লিখিত, *The Nature of Islamic Political Theory* (১৯৭৬) ।

ঙ. ধর্ম হিসাবে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনামূলক রাজনৈতিক উন্নয়নের আলোচনার জন্য, দেখুন Donald E. Smith লিখিত, *Religion and Political Development* (১৯৭০); এবং G. Means লিখিত, 'The Role of Islam and the Political Development of Malaysia' (১৯৭৩ সালে *Masannafat* এ প্রকাশিত)

কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উৎসগুলো রয়েছে বিভিন্ন দলিলাদি ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে যা মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন পাঠাগারে ছড়িয়ে রয়েছে। লেখক তাঁর সাম্প্রতিক ভ্রমণের সময় মক্কা, মদিনা, কায়রো, ইস্তাম্বুল ও বাগদাদে সমসাময়িক অনেক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয়েছেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্ববহ যে, এসব পাণ্ডুলিপিগুলোর সম্পাদনা ও প্রকাশের জন্য কিছু একটা করা দরকার।

উক্ত বিষয়ে উপরোক্ত সব উৎসসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত তা বুঝায় না, বরং তা বিস্তৃতভাবে তা ব্যাখ্যামূলক বুঝায়। এসবের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এ গবেষণার তথ্যসূত্রে দেয়া হয়েছে।

২. উদাহরণস্বরূপ, Khalid Muhammad Khalid, তাঁর প্রাথমিক মন্তব্য অস্বীকার করেছেন, ইসলাম ও রাজনীতি সম্পর্কিত তাঁর সাম্প্রতিক বই, *Ad-Dawah fil Islam* (ইসলামে রাষ্ট্র), যা ১৯৮০ সালে Dar Thabit, কায়রো, মিশর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ বইতে তিনি ইসলামকে ব্যাখ্যা করেছেন একটি বিশ্বাস ও রাষ্ট্র, অধিকার ও শক্তি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং শেষত *ইবাদত* ও রাজনীতি হিসেবে। এটি উপস্থাপন

www.pathagar.com

করে তাঁর প্রাথমিক লেখনী যেখানে ইসলামকে শুধুই ধর্ম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করা হয় নি তা থেকে সম্পূর্ণ স্থানান্তর।

৩. তালিকাটি, যদি বর্ধিত করা হয় তবে তাতে নিম্নোক্তগুলোও সংযুক্ত হবে: al-Kawakbi, M. Azmi, M. Hussain Haikal, Mansour Fahmy, Ismail Madhhar, Taha Husain, Jamil al-Malouf, Khalid Muhyiddin, Sati al-Husary, Michael Aflaq, এবং al-Tahir al-Haddad। এসব পণ্ডিতবর্গ কোন এক সময় বা অন্য আরেক সময় ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি আরব জাতীয়তাবাদের আহ্বান করেন। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ (বা *মসজিদ* ও *দৌলাহ্*) ঠিক যেরকম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বে করা হয়েছে। কিছু লেখক, যেমন Khalid-র মত (দেখুন নোট ২), এ রকম পৃথকীকরণের সমস্যা অনুধাবনের পর তাঁদের অবস্থান পরিবর্তন করেন, বিশেষত যখন ইসলামের সাথে মোকাবিলা করেন। এ বিষয়ের পুন:বিবেচনার জন্য, দেখুন Isam Khalifah লিখিত, 'ad-Din-was-Siyasah fil Fikr al-Islami-al- Arabi al-Hadith' (আধুনিক-ইসলামী-আরবী চিন্তায় ধর্ম ও রাজনীতি), যা *Al- Mostakbal,* ভলিউম ৪, নং ১৬১ তে প্রকাশিত (২২ মার্চ ১৯৮০), পৃ. ৫২-৮।

৪. এ বিষয়ের জন্য, দেখুন ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের বিস্তৃত তথ্য সূত্র, যা *Islamic Revolution,* ভলিউম ১, নং ৬ এ প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর ১৯৭৯), পৃ. ২৮-৯।

৫. ইসলাম ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বর্তমান ও পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, ইসলাম উন্নয়নের জন্য, যদি তা অগ্রগতি ও বৃদ্ধি বুঝায়, কিন্তু আধুনিকায়নের জন্য নয় যদি তা পাশ্চাত্যকরণ বা প্রাচ্যকরণ বুঝায়। বিদেশী বুদ্ধিভিত্তিক আদর্শের কাছে ইসলামকে অতি বিনম্রভাবে আধুনিকায়নের ধারণার অধীনে উপস্থাপন করার চেয়ে, ইসলাম যে কোন সময়েই একটি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত, যা দ্বারা গোটা বিশ্ব মূল্যায়িত হতে পারে। আধুনিক জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার জন্য ইসলামকে পরিবর্তন না করে, আধুনিক জীবন পদ্ধতিকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী চলতে দেয়া এবং পরিচালিত করা দরকার।

এ বিষয়ে আরও অধিক আলোচনার জন্য, দেখুন William E. Hocking, *The Spirit of World Politics* (১৯৩২)।

৬. এ যুক্তি দেন, Alexander Blay তার লিখিত, 'The Ulama of Saudi Arabia: Government Partner or Government Tool'? নামক একটি নিবন্ধে। তাঁর মতে, '*উলামাগণ* সৌদি শাসনে সমান অংশীদার কারণ তারা শাসন ব্যবস্থায় ধর্মীয় বৈধতার বিষয়ে মতামত দেন। যা হোক, Blay যুক্তি দেন যে, এ ধরনের অংশীদারিত্ব দুর্বলতর হতে শুরু করেছে, যদিও এ বিষয়ে খুবই কম গবেষণা উপকরণ রয়েছে। (নভেম্বর ১৯৮০ সালে Middle East Studies Association-র চৌদ্দতম বার্ষিক সভায় পঠিত একটি অপ্রকাশিত নিবন্ধ)

www.pathagar.com

আধুনিকায়নের প্রতি *উলামাদের* অনাদর্শিক ভাবনা বিষয়ক আলোচনার জন্য, দেখুন Daniel Crecelius লিখিত, 'Non-ideological Response of the Egyptian Ulama to Modernization' নামক নিবন্ধ, যা প্রকাশিত হয়েছে Nikki R. Keddie সম্পাদিত, *Scholars, Saints and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500,* নামক গ্রন্থে (Barkelay and Los Angels, University of California Press, ১৯৭২) পৃ. ১৬৭- ২০৯, ch. 7)

৭. যখন একটি মডেল নিয়ে কথা হয় তখন আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নজরে আনা দরকার। উন্নয়নের কোন মডেল নিরীক্ষা করা মানেই মূলনীতি তৈরী নয়, বরং তা হল একটি মডেল পরিকল্পনার জন্য তাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ঐ মডেল পরিকল্পনার নিরীক্ষা নিহিত রয়েছে তার কার্যকর প্রয়োগের উপর। এটা কি কাজ করছে? এ অনুশীলন নিরীক্ষা স্তর থেকে কতটুকু অর্থবহ তা কারও স্বীকৃতি দেয়া উচিত। এটি আশা করা হয় যে, এ নিরীক্ষা গোটা বইতে করা হবে, বিশেষত বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে যে অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে সেখানে।

৮. ইসলামী আইনের উৎসগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য, দেখুন Ramadan, ১৯৭০; Maududi, ১৯৬৯; Buraey, ১৯৭৪; Schacht, ১৯৬৪; Audah, ১৯৭৭; এবং Mahmassani, ১৯৬১। এসব কার্যাবলী হল ইসলামী *শরীয়াহ্* সাহিত্যের বিশাল অংশের মাত্র কিছু নমুনা, যা পাঠকদের উৎসসমূহের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে ধারণা দেবে, যা থেকে তারা মূল্যায়ন করতে পারবে ওসব যুক্তিগুলো যা *শরীয়াহ্*-র দৃঢ়তা ও সেকেলে ধারণার ব্যাখ্যা করে।

উদাহরণস্বরূপ, Nathan Isaacs (১৯২০: ১৫৮-৬০) রিপোর্ট দেন যে, আমেরিকান বার এসোসিয়েশনের একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে সঠিক অংশের জনগণের শত বছরের ক্ষতির কারণ হল, ধর্মের কোন ভুল ধারণা নয়, বরং তা হল ইসলামী আইন শাস্ত্রের তত্ত্বের ভুলের কারণে, যা একটি বইতে ধারণ করে রাখা হয়েছে সবসময়ের জন্য অপরিবর্তনীয় আইন হিসেবে'। তারপর তিনি ঐ ধারণা সম্পর্কে লিখেন যে, এটা স্বীকার্য যে, এ 'ক্ষতি' অপসারিত হতে পারে ইউরোপ ও আমেরিকার সাহায্য দ্বারা। এ বিষয়ে এ শতকের প্রথম দিকের আমেরিকান আইনজীবিদের মানসিকতা ব্যাখ্যার জন্য পুনরায় কোন মতামতের দরকার নেই।

৯. উদাহরণস্বরূপ, দেখুন Nathan Isaacs (টীকা-৮)। সাধারণত বলতে গেলে, যা হোক, *শরীয়াহ্* ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ব্যাপক গবেষণা কর্মে (অন্য অনেকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন H.A.R. Gibb, Josph Schacht, Carl Becker, Ignas Goldziher, Noel Coulson, J.N.D. Anderson, James Robson, James Piscatori, Ann Mayer, Farhat Ziadeh, Willard Oxtoby,

www.pathagar.com

Marshall Hodgson, Fredrick Denny, Herbert Bodman, Bruce Lawrence, Norman Daniel, এবং Annemarie Schimmel) *শরীয়াহ্কে* চিহ্নিত করা হয়েছে 'একটি ধর্মীয় ও নৈতিক নির্দেশনার দলিলেরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে....'।

১০. Tareq Ismael (১৯৭০:৪৩-৮), তাঁর *Government and Politics of the Contemporary Middle East,* গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রকে মহানবী (স.)-র সময়ে বিদ্যমান ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবী (স.)-র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (ক) *উম্মাহ্র* সংগঠন, (খ) বিশ্বাসের সংরক্ষণ, এবং (গ) আল্লাহ্র বাণীগুলো বজায় রাখা ও প্রয়োগ করা। Ismael-র মতে, অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের মতোই প্রাথমিক ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল কতগুলো আন্ত:সংযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা। এসব ব্যবস্থাগুলোকে দশভাবে ভাগ করা যেতে পারে। মূল্যবোধ ব্যবস্থা, Normative ব্যবস্থা, আদর্শ ব্যবস্থা, কর্ম বিভাগ ও বিশেষীকরণ, পদ মর্যাদা ব্যবস্থা, আইনগত ব্যবস্থা, সামাজিকীকরণ ব্যবস্থা, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ব্যবস্থা, প্রয়োগকারী ব্যবস্থা, এবং ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা। তিনি এরপর ইসলামী রাষ্ট্রকে এ দশটি ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষা করেন।

১১. Ilse Lichtenstadter (১৯৫৮:৯২) প্রতিরোধ চুক্তিটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর *(Ahd al-Dhimmah)* একটু বিস্তৃতভাবে উপসংহারে বলেন যে:

> মধ্যযুগের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রতিরোধ চুক্তির গুরুত্ব তার আরোপিত নিষেধ ও প্রতিরোধের উপর বর্তায় না, বরং তা বর্তায় অধিকার ও স্বাধীনতার উপর, যা অক্ষত ছিল, বা উহ্য, বা বিজড়িত ও অনুমোদিত। শুধুমাত্র এর না সূচক উপাদানগুলো দ্বারা *Dhimmah* প্রতিষ্ঠানটিকে মূল্যায়ন করতে গেলে বলতে হয়, এটি প্রকৃতভাবে আমদানী না হয়ে বিকৃতই হয়েছে। এটি অনুধাবন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল, তাদের জনগণ ও সম্পদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছিল এবং তাদেরকে সব রকম ফৌজদারী ও বেআইনী আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল।

১২. উদাহরণস্বরূপ, দেখুন R. Dekmejian লিখিত, 'The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Ethnnic Conflict and the Search for Islamic Alternatives' যা প্রকাশিত হয়েছে *The Middle East Journal,* 34, নং ১ (উইন্টার, ১৯৮০):১-১২; Steven Humphreys লিখিত, 'Islam and Political Values in Saudi Arabia, Egypt and Syria', যা প্রকাশিত হয়েছে *The Middle East Journal,* 33, নং ১ (উইন্টার, ১৯৭৯): ১-১৯; Tareq Y. Ismael লিখিত, 'The Rejection of Western Models of Government in the Arab World: The Case of Nasserism', প্রকাশিত হয়েছে *The*

www.pathagar.com

Islamic Quarterly, xix, নং ১, ২ (জানুয়ারি-জুন, ১৯৭৫): ১২৩-৮ ; এবং সাম্প্রতিক Saad Eddin Ibrahim লিখিত, 'Anatomy of Egypt's Militant Islamic Group' অপ্রকাশিত নিবন্ধ, যা পঠিত হয়েছে Middle East Association Meeting এ, Washington D.C. (৬-৯ নভেম্বর, ১৯৮০) পৃ. ৫৪। মিশরের ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ, Ibrahim বিশেষ করে বর্ণনা করেন যে, ইসলামী বিবদমান দলগুলোর খ্যাতির জন্য:

> মিশরের মধ্যম শ্রেণী Benefit of Doubt দেয় অন্য কিছু ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প পন্থাকে; একটি উদার নিরীক্ষা (১৯২২-১৯৫২), একটি জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক নিরীক্ষা (১৯৫২-১৯৭০), এবং একটি অর্ধ-উদারবাদী স্বৈরতান্ত্রিক অবস্থা (১৯৭০-১৯৮০)। এসব নিরীক্ষার সবগুলো দেখে মনে হয় তা পতিত হয়েছে তাদের ওয়াদাসমূহ পরিপূর্ণ করার নিমিত্তে। (পৃ. ৪৫)

১৩. এ অংশে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের সূচনাতে যে মডেল উন্নয়ন ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামপন্থীর ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনাকে বিবেচনা করা উচিৎ। যেহেতু এ গবেষণায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, আধুনিকাতাবাদী ইত্যাদির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার কোন চেষ্টাই করা হয় নি।

১৪. এ দলটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক আলোচনার জন্য, দেখুন Saad Eddin Ibrahim, ১৯৮০, পূর্বোক্ত, নিবন্ধটি। উক্ত নিবন্ধে, লেখক মিশরের বিবদমান দলগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তা হল একটি বিকল্পের ব্যর্থতা:

> বিশ্বাসযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় দর্শন ও বাহ্যিক দখলদারিত্বের দমনের জন্য কার্যকর কর্মসূচি, মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের বর্তমান ও ভবিষ্যত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা, এবং শিক্ষিত যুবকদের কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তোলা এবং তাদের এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করে দেয়া যে, তারা মূল পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৪

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

বিশ্বের প্রতিটি দেশের উন্নয়ন, বিশেষত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সাধারণভাবে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এ ধারণার জন্ম হয় বস্তুত জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশককে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক হিসেবে ঘোষণার পর থেকেই। যা হোক, আধুনিক বিশ্ব গুরুত্বের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দু'টি বিপরীতধর্মী তত্ত্বকে বিবেচনা করে এবং তা হল পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্ব, যাদের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী প্রকৃতির না হয়ে, হয়েছে মুক্ত বাজার (৩৬ টি দেশে বেসরকারী বা সরকারী সেক্টর বা কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় সেক্টরই প্রভাব বিস্তার করেছে) থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার (সরকারী সেক্টর, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করেছে সাতটি দেশে) মধ্যে। একটি দেশে রয়েছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি। (দেখুন সারণী ৪.২, দেশওয়ারী[১] অর্থনৈতিক ও কল্যাণমূলক সূচকগুলোর হিসাব এবং অর্থনীতির ধরণ সম্পর্কে জানার জন্য)।

এ অধ্যায়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শুরুতে দু'টি ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা রয়েছে তা হল পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি। এরপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী তৃতীয় সমাধানের উপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে যেখানে ঐতিহাসিক উন্নয়ন চিত্র, অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি, তথা ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসমূহ যা কোরান ও সুন্নাহ্ থেকে উৎসরিত, অর্থাৎ দার্শনিক, নৈতিক ও নীতিগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতিমালাসমূহ এবং আরও আলোচনা করা হয়েছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বর্তমান অনুন্নয়নের মূল কারণ কি? আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য কোন ধরনের কৌশল ও পদ্ধতির দরকার? উন্নয়নের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে রাষ্ট্রের ভূমিকা কি? এবং এর অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলো কি?

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর প্রকৃত আচরণ ও অগ্রগতি কি হবে সে সম্পর্কে অর্থাৎ বর্তমান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী, বাস্তবায়নের সমস্যাবলী, তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা, এবং বর্তমান অনুন্নয়নের অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি পন্থা বাতলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। শেষত, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা কি হবে তা পরীক্ষা করা হয়েছে অর্থাৎ একজন ইসলামপন্থীর কাজগুলো কি? তিনি কিভাবে বর্তমান রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের (এলিটদের) প্রভাবিত করতে পারেন, যারা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যাবলী মোকাবেলা করেন? এবং কোন কোন অভ্যাগম প্রয়োগ করা উচিৎ, যার

www.pathagar.com

মাধ্যমে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তার অর্থনৈতিক প্রস্তাবনাগুলো সহজে বাস্তবায়ন করা যাবে?

ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ ভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি

একটি শক্তিশালী ও ইচ্ছুক রাজনৈতিক শক্তি[২] ছাড়া কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই প্রচার পায় না। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেতো না যদি একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ এবং অন্যদিকে ইউ.এস.এস.আর. ও প্রাচ্যের ব্লকের রাষ্ট্রগুলো না থাকতো। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা আংশিকভাবে পশ্চিমাদের পুঁজিবাদ, সাম্যবাদী বিশ্ব ও সমাজতন্ত্রের বাইরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে এত কম জ্ঞান কেন তা ব্যাখ্যা করে। এসব বিষয় বিবেচনা করা হয় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প[৩] হিসেবে।

Ahmed Haffar (১৯৭৫) ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি উপসংহারে বলেন যে, দুই বা তিনজন ব্যতিক্রমধর্মী পণ্ডিত[৪] ছাড়া বাকী সবাই অর্থনৈতিক উন্নয়নে[৫] ইসলামকে একটি বাধা মনে করেন। S.D. Goitein-র ব্যাপক প্রচারিত থিসিসের একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক অধোগতির মূল কারণ হল, রাষ্ট্রসহ সবক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের প্রতি ইসলামের অবজ্ঞামূলক আচরণ। দুর্ঘটনাক্রমে এ থিসিসটি ফ্রান্সের একজন অমুসলিম পণ্ডিত সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন (Haffar, ১৯৭৫:৯)। অনেক পশ্চিমা পণ্ডিত মনে করেন যে, ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশ্বে মুসলিমদের সাহসহীন উদ্যোগের কারণ হল ইসলামের অতিন্দ্রীয়বাদ ও অদৃষ্টবাদের[৬] ধারণা, যা ব্যক্তিগত উদ্যোগ, যৌথ প্রচেষ্টা ও ঝুঁকি নেয়াকে বাধাগ্রস্থ করে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান ভিত্তিস্তম্ভ (পূর্বোক্ত)। Barnard Lewis-র মতে, ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অন্যান্য সাধারণীকরণ ইসলামী মূল্যবোধের সাথে যুক্ত এবং তা হল পারিবারিক আনুগত্যতা, যাকে আধুনিক সময়ে মনে করা হয়, স্বজনপ্রীতির কারণ এবং ধর্মীয় আনুগত্যের মাধ্যমে পূন্যের পুরানো ধারণা, যাকে মনে করা হয় ধর্মীয় উম্মাদনার কারণ। Lewis (১৯৭৩:২৯১) -র মতে:

> এমন কি কিছু পুরানো, উঁচুমাপের ধর্মীয় আদর্শ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে বিবেচিত ও বর্জিত। এরকম একটি উদাহরণ হল, সাধুবাদ, যা মানবকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তার মাধ্যমে মানব প্রয়োজনকে হ্রাস করে এবং সীমাবদ্ধ করে দেয়, এবং এভাবে মানব প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করে; অস্বীকার করার মানসিকতা খুব সহজেই আলস্যের কারণ হয়ে দাড়ায়। একইভাবে দান করার দৃষ্টিকোণ থেকে দানশীলতার গুণের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ ইসলামী মূল্যবোধের ঐতিহ্যগত এ পরিমাপটি সমালোচিত হয়েছে এভাবে যে, এটি একটি গ্রহণযোগ্য এমনকি সমাজের মধ্যে একটি সম্মানজনক অবস্থান দিচ্ছে ভিক্ষুককে, এবং এভাবে সত্যিকার কঠোর সাধনাকে দুর্নাম এবং নিরুৎসাহিত

www.pathagar.com

> করে। দাবী এটাই যে, ইসলাম ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী, যা স্থায়ী হওয়া কঠিন।

কিন্তু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে কোন দেশই খুঁজে পান নি যার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালাগুলো সম্পূর্ণভাবে ইসলামী আদর্শের[৭] উপর ভিত্তি করে গঠিত। তাই এভাবে তারা ইসলামের তত্ত্ব ও আদর্শসমূহকে মুসলিম দেশের বাস্তবতা ও আচরণের সাথে গুলিয়ে ফেলে ভুলটা করেছেন। যেখানে পূর্বেরটা সমাজকে রূপান্তরের একটি শক্তি প্রদান করে এবং তা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নয়, বরং রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও, সেখানে পরবর্তীটি 'সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীলতার' অবস্থা প্রদর্শন করে। বিগত শতাব্দী বা আরও বেশী সময় ধরে, উন্নয়নের পাশ্চাত্য মডেলগুলো আধুনিক মুসলিম দেশসমূহের জন্য সর্বব্যাপী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে খুব কম দেশই রয়েছে যারা এসব তত্ত্ব ও তার বাস্তব ব্যবহারের ফলাফল সনাক্ত করতে পারে, যা আবশ্যিকভাবে মুসলিম সাংস্কৃতিকে অধঃপতিত করতে সচেষ্ট (Sardar, ১৯৭২:৪২)।

এখনও এসব পণ্ডিত ঐ একই ইসলামী ধারণাকে বর্ণনা করেন, যা বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক পরিমাণে তেল উৎপাদনের পথে দাড়াতে পারে নি[৮]। একজন ইসলামী পণ্ডিতের মতে (Haffar, ১৯৭৫:১৯):

> কেন ইসলামের প্রতি অবধারিত বিশ্বাসযোগ্যতা আরোপ করা হচ্ছে যারা খনিজ সম্পদে খুবই ধনী সেসব দেশের ক্ষেত্রে, যেখানে ইসলাম এককভাবে কাদামাটিকেও রূপান্তর করতে পারে না? যখন ব্যবসায় বাণিজ্য মধ্যপ্রাচ্যের এবং বাকী বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জটিলতাকে বহন করে, তখন ইসলাম হয়ে উঠে তাদের বাহক। যখন তেল আবিস্কৃত হয়েছিল, তখন আমরা ইসলামকে দেখিনি মধ্যপ্রাচ্যের কোন তেল উৎপাদনকারী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে থাকতে।

ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে নাকি বিপক্ষে, বিষয়টি তা নয়; কোরান ও সুন্নাহতে এ ধরণের কোন কিছুই নেই যা তার অদৃষ্টবাদীতা ও নিরুদ্যমতাকে প্রমাণিত করতে পারে[৯]। বরং প্রশ্ন হল ইসলাম কোন ধরণের উন্নয়নের পক্ষে? এর আদর্শিক পরিচিতি কোন ধরণের? এবং এসব উন্নয়ন অর্জনের উপায় এবং পদ্ধতিগুলো কি।[১০]

অভিযোগ খণ্ডন করে বলা যায়, ইসলাম 'তৃতীয় সমাধান' উপস্থাপনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বা মার্কসবাদী-সমাজবাদী পরিচিতির মাধ্যমে যে কোন ধরণের উন্নয়নের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে[১১]। বস্তুত, ইসলাম আমাদের বলে যে, পূর্বের যে কোন কর্মসূচি অনুসরণ ও অনুকরনে সমূহ বিপদ রয়েছে, কারণ তাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকা সত্বেও তারা প্রকৃতিগতভাবে বস্তুবাদী[১২]। পুঁজিবাদী চিন্তাধারা নৈতিক ও নীতিগত সব বিবেচনাকে অর্থনৈতিক খাত থেকে বাদ দেয়, যেখানে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিবেচনা করে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে। ইসলাম

www.pathagar.com

মৌলিকভাবে উক্ত দু'টি ধারণা থেকেই ভিন্ন মত পোষণ করে মানব অভিজ্ঞতা ও অস্তিত্বের একতাকে উঁচু স্তরে স্থান দেয়[১৩]। একজন মুসলিম পণ্ডিতের ভাষায় (Nyang, ১৯৭৬:১৩):

> অস্তিত্বকে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় এ দু'ভাগে ভাগ করাকে অস্বীকারপূর্বক, ইসলাম সকল মানবিক প্রচেষ্টা ও কর্মকান্ডকে আধ্যাত্মিক ও যৌক্তিক বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়। যেখানে একজন পুঁজিবাদী একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বন্দনা কিংবা ভৎসনা করে এর উৎপাদনের ভিত্তিতে লাভের উপর, সেখানে অন্যদিকে একজন মুসলিম একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রচার করে এর নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক দক্ষতার ভিত্তিতে। আবার যেখানে মার্ক্সবাদীগণ অর্থব্যবস্থার উৎপাদনশীলতা ও বিতরণ ব্যবস্থার দিকে প্রাথমিকভাবে দৃষ্টি দেয়, সেখানে অন্য দিকে ইসলাম জোর দেয় ঠিক একই প্রক্রিয়াগুলোর নৈতিকায়ন ও আধ্যাত্মিকায়নের উপর।

ত্রিপোলীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব ইসলামী কনফারেন্সে (২-১২ জুলাই, ১৯৭৩) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম বুদ্ধিজীবি ও পণ্ডিতগণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অবধারিত একটি বক্তব্য প্রচার করেন[১৪]। Call of Islam Society কর্তৃক আয়োজিত, উক্ত সভার সম্পূর্ণ উপস্থিতি Qaddafi-র 'Third International Theory' বর্জনের প্রতি একমত হয়েছিল এবং এটি স্পষ্ট করেছিল যে, ইসলাম জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, বা পুঁজিবাদের সাথে একত্রিত হতে পারে না। এসব মতবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল তা অনেক ইসলামপন্থীর চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত করে এবং এখানে তা তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি (K. Siddiqi, দেখুন Sardar, ১৯৭৯:৬৬)।

ক. সমাজতন্ত্র ধারণাটি মার্ক্সিয় দর্শনে ব্যবহৃত হয় তা যেভাবে ইসলাম বহির্ভূত ঠিক তেমনি পুঁজিবাদের দর্শনেও বহির্ভূত।

খ. সমাজতন্ত্রের পূর্বে ইসলাম, পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যা একই ধরণের পরিবর্তন করতে দাবী করে।

গ. সমাজতান্ত্রিক দর্শন শুধু প্রতিস্থাপন করে অর্থনৈতিক শ্রেণীসহ উপজাতীয়তাকে এবং এটি নির্ভর করে, মানুষ কেবল শ্রেণী স্বার্থের জন্য কাজ করে, এ ধারণার উপর। অন্যদিকে ইসলাম, একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা তৈরী করে যাতে অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণী চিহ্নিত হয় না।

ঘ. সমাজতান্ত্রিক দর্শন শ্রেণী বিভক্তির মধ্যে একটি চলমান দ্বন্দ্বের উপর ভিত্তি করে থাকে, যাতে শ্রেণীগুলো প্রতিনিয়ত তাদের প্রভাবশালী অবস্থান পরিবর্তন করে। সমাজতন্ত্র অখণ্ডভাবে মানুষের দার্শনিক পরিচিতি সমর্থন করে, যেখানে মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে খারাপ, ধূর্ত ও স্বার্থপর ভাবা হয়। সমাজতন্ত্রের দার্শনিক

www.pathagar.com

পক্ষপাতিত্ব এসেছে আধুনিক খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের প্রভাব থেকে, যেখানে মার্ক্সীয় চিন্তাধারা গভীরভাবে প্রোথিত। এসব ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

ঙ. ঐতিহাসিকভাবে, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর, যেখানে ইসলাম একটি ধনাত্মক শক্তি, যা পুঁজিবাদের বিকাশকে অগ্র-ক্রয়াধিকার বলে দখল করে নেয়।

চ. পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় মতবাদেই ক্ষমতার জোরপূর্বক প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা করা হয়, যা বুর্জোয়াদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে বা তথাকথিত বিপ্লবের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ দ্বারা সংগঠিত হয়। বাস্তবে সমাজতন্ত্র শুধু রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দিকেই ধাবিত হয়।

ছ. বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অধীন ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ বা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। উভয় পদ্ধতিই শোষণমূলক ও সমান মাত্রায় জোরপূর্বক প্রয়োগ করা হয়।

জ. অন্যদিকে, ইসলাম এমন একটি পদ্ধতিতে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আচরণকে প্রেষিত করে, যাতে কেউ লোভ বা অবৈধ অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে পারে; ইসলাম একটি যৌথ কাঠামোর মধ্যে যৌথ ও ভাল ফলাফল লাভ করার নিমিত্তে নির্দেশ প্রদান করে, যেখানে সামাজিক মূল্য ছাড়াও ব্যক্তিগত লক্ষ্যাদি অর্জিত হয়: ইসলাম মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে একটি সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান করে, যা কোন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়েও অধিক পরিমাণে সমাজের দুর্বলতর অংশের অধিকার নিশ্চিত করে, কিংবা তারা সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয়।

সাম্প্রতিক যুগের মুসলিম বিশ্ব এবং পাশ্চাত্যের উভয় সাহিত্যই তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাসমূহের সমাধানের ব্যর্থতার জন্য পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সমালোচনায় মুখর। বস্তুতপক্ষে, এটা সহজেই বলা যায় যে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন অর্থনীতি আক্রমণের অধীন, বর্তমানে যা একটি সংকটময় ও পুনর্মূল্যায়ন মুর্হূত অতিক্রম করছে। ব্যাপক সংখ্যক অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদ উন্নয়ন অর্থনীতির সমসাময়িক অভ্যাগম নিয়ে সংশয়ের মধ্যে পতিত হয়েছেন[১৫]। অন্যদিকে কেউ কেউ পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে একটি তত্ত্বের প্রয়োগ সমর্থন করেন, যা তৃতীয় বিশ্বে প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা উন্নয়নের সব ক্ষেত্রে অপ্রাসংগিক ও ক্ষতিমূলক (Ahmad, ১৯৭৯:১০)[১৬]। উদাহরণস্বরূপ, George Corm, অমীমাংসিতভাবে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অভ্যাগমের সব সমস্যাদি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, পুঁজিবাদও নয় আবার সমাজতন্ত্রও নয় কিংবা মার্ক্সবাদ, কোনটাই উন্নয়নশীল দেশের জীবন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। Corm আমাদের স্মরণ করে দেন যে, 'মার্ক্সবাদ হল পাশ্চাত্য ব্যবস্থার মধ্যে একটি প্রতিবাদ, কিন্তু পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে নয়' (Corm in Bedjaoui, ১৯৭৯:৬৯)। Sternberg-র *Capitalism and*

www.pathagar.com

Socialism on Trial যেখানে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা বলে, সেখানে অন্যদিকে Roger Garaudy-র *Pour un dialogue des civilisations* বিশেষত পুঁজিবাদ ও মার্ক্সবাদ উভয়কেই বর্জনের কথা বলে ও ইসলামকে আহ্বান করে এবং অগ্রবর্তী পাশ্চাত্যদের রক্ষার জন্য ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলে, যেখানে তারা বৈশ্বিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে আধ্যাত্মিক শূন্যতার উপর বসবাস করে।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের এ আদর্শ[১৭] সম্পর্কিত সমস্যাগুলো বিবেচনাপূর্বক কেউ কেউ মানবজাতির বৈজ্ঞানিক বিবরণ ও নৃতত্ত্ব পুন: আবিস্কার করার প্রচেষ্টা নেন এবং তথাকথিত আদিম সমাজের জীবন নির্বাহমূলক অর্থনীতির একত্রীকরণের জন্য আস্ফালন করেন। Bedjaoui (১৯৭৯:৭০-১) বলেন, Marcuse 'সভ্যতার সমস্যাসমূহের' বর্ণনা দেন এবং Ivan Illich গরীব দেশে পাশ্চাত্য ধরণের উন্নয়ন পদ্ধতি শুধুমাত্র দারিদ্রতার আধুনিকায়ন[১৮] বা পরিকল্পিত দারিদ্রের দিকে ধাবিত, এটি দেখানোর মাধ্যমে একটি অনুন্নত অবস্থার উন্নয়নের 'অযৌক্তিকতার' বুদ্ধিভিত্তিক বিশ্লেষণ করেন।

সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্ব এবং নির্দিষ্টভাবে মুসলিম দেশগুলো এখনও এ সত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে, অনুন্নত অবস্থা অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন স্তর নয়, এবং এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত হল পাশ্চাত্যের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার পুন:সংযোজনকে বর্জন করা এবং অন্যদিকে অন্য রকম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। Bedjaoui (পূর্বোক্ত,:৭১)-র ভাষায়, তৃতীয় বিশ্বের অবশ্যই একটি সত্যিকার উন্নয়ন ইচ্ছা পোষণ করা দরকার, যেখানে তাদের জনগণের মর্যাদাকে প্রতিস্থাপন করা হবে এবং আধিপত্যবাদ দ্বারা তাদের প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করা হবে। আমরা এখন এরকম একটি বিকল্প অভ্যাগমের দিকেই নজর দেব, যা মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি সক্রিয়, পাশাপাশি বস্তুগত প্রয়োজনীয়তাকে নিশ্চিত করবে। Jacques Austruy (১৯৬৮:৫) যাকে বলেন, 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নৈতিকায়ন'[১৯]।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'তৃতীয় সমাধান':

ঐতিহাসিক উন্নয়ন

ইসলামী যুগের প্রাথমিক সময়ে মক্কার সম্প্রদায়গুলোর অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং সেগুলোর পরিধি পশু সম্পদের বাণিজ্য এবং তাদের পালন ও খাওয়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কোরানের *সূরা* (ch. ১০৬) যার নাম কুরাইশ[২০] বর্ণনা করে যে, কুরাঈশদের বার্ষিক দু'টি বাণিজ্যিক সফর ছিল। শীতকালে উপজাতীয়রা তাদের কাফেলা নিয়ে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে গমন করত। ইসলাম নির্দিষ্টভাবে পুঁজিবাদ কিংবা সাম্যবাদ সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেয় নি, এজন্য এর নির্দেশনাসমূহ কোন সমাজের অর্থনৈতিক বিপ্লবের কোন স্তরের দিকে নির্দেশিত নয়। বরং, 'এগুলো সঠিক এবং খুবই সাধারণ কতগুলো নির্দেশাবলী যা মুসলিমদের তাদের রাষ্ট্রকে এমন একটি উপায়ে তৈরী করার আহ্বান জানায়, যাতে অসমতাকে একটি সহনীয় স্তরে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং বৃহত্তর পরিসরে ভাতৃত্বমূলক সহাবস্থান সৃষ্টি করা যায়' (Nyang, ১৯৭৬:১৫)।

www.pathagar.com

যা হোক, একটি সমৃদ্ধ অর্থ ব্যবস্থার জন্য অনেক মৌলিক নীতিমালা ও আইন কোরানে বর্ণনা করা হয়েছে [দেখুন সারণী ৪.১ (ক) এবং সারণী ৪.১ (খ)]। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ অর্থনীতির ইসলামী মূলনীতিমালাগুলোর দিকে কম নজর দেন, যে রকম তারা নজর দিয়েছিলেন তাদের বিদ্যমান ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক কার্যাবলী পরিচালনা এবং ঐ সব কার্যাবলীর আইনগত ভিত্তি দেবার জন্য ঐশী উৎস যেমন কোরান থেকে আইন ও নীতিমালা বের করে আনতে। যখন তাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলী ইসলামী যুগের দ্বিতীয় শতকে (৮ম শতক) ব্যাপক হতে লাগল, তখন সংগঠনের বিস্তৃত আইন ও নীতিমালা এবং ব্যবসায়িক লেনদেন ও বাণিজ্যিক আচরণের ব্যাপক দিকসমূহের উপর অনেক বই ও পাণ্ডুলিপি তৈরী হতে লাগল। এসব নীতিমালার কিছু কিছু *সুদের* বেআইনী চরিত্র (সুদের ব্যবসা ও সুদ ইত্যাদি) এবং এককভাবে এর বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে নির্দেশিত। অন্যান্য নীতিমালা ছিল দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনগত অবস্থান এবং বাজারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা। বর্তমান কাল পর্যন্ত, অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর প্রাথমিক যুগের মুসলিম পণ্ডিতদের চিন্তাধারা ইসলামী *ফিকাহ্*-র (আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন) অগণিত খণ্ড বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে, কিন্তু এর বেশীর ভাগই এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সম্পাদনা, কিংবা প্রকাশিত হয় নি[২১]।

সারণী ৪.১ (ক) কোরানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

সাধারণ মূলনীতি বিষয়ক

(সূরা ২: আয়াত ২২, ২৭৫, ২৭৯, ২৮২) (সূরা ৪: আয়াত ২৯, ৩২)
(সূরা ৫: আয়াত ৮৮, ৯০)
(সূরা ৬: আয়াত ১৬৬) (সূরা ৭: আয়াত ১০, ৩১, ৩২) (সূরা ৯: আয়াত ৬০, ১০৩)
(সূরা ১৪: আয়াত ৩২, ৩৪) (সূরা ১৬: আয়াত ৭১) (সূরা ২৮: আয়াত ৭৭)
(সূরা ৩৪: আয়াত ১৫) (সূরা ৪৩: আয়াত ৩২) (সূরা ৫১: আয়াত ১৯)

ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ক

(সূরা ২: আয়াত ২৭৬, ২৮২) (সূরা ৪: আয়াত ২৯, ৩২) (সূরা ৫: আয়াত ৪)
(সূরা ১৭: আয়াত ৩৫) (সূরা ২৪: আয়াত ৩৭) (সূরা ৬২: আয়াত ১০)
(সূরা ৭৮: আয়াত ১১) (সূরা ৮৩: আয়াত ১, ২, ৩)

ভূমি ও শ্রম বিষয়ক

(সূরা ৩: আয়াত ১৬০) (সূরা ৪: আয়াত ৫৮) (সূরা ৬: আয়াত ১৪৩)
(সূরা ১২: আয়াত ৫৫) (সূরা ২৪: আয়াত ৩৫) (সূরা ২৮: আয়াত ২৬)
(সূরা ৩২: আয়াত ২৭)

ঋণ ও জামানত বিষয়ক

(সূরা ২: আয়াত ২১৩, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০, ২৮২)

সুদের ব্যবসা ও সুদ বিষয়ক

(সূরা ২: আয়াত ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮- ২৮০) (সূরা ৩: আয়াত ১৩০-১৩২)
(সূরা ৪: আয়াত ১৬১) (সূরা ৩০: আয়াত ৩৯)

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় ব্যয় বিষয়ক

(সূরা ৯: আয়াত ৬০, ১০৩)

খাদ্য ও পানীয় বিষয়ক (আইনগত ও বেআইনী)

(সূরা ২: আয়াত ৫৭, ১৬৮, ১৭৩) (সূরা ৫: আয়াত ৩, ৮৭, ৮৮, ৯০)
(সূরা ৭: আয়াত ৩১, ৩২, ১৫৭) (সূরা ৯: আয়াত ৬৯) (সূরা ১৬: আয়াত ৬৬, ৬৭, ১১৪)

যাকাত কর বিষয়ক

কোরানের বিভিন্ন স্থানে ৩২ জায়গায় যাকাত বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভিক্ষা করা ও খরচ বিষয়ক

কোরানের ৭৩ জায়গায় এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, নিম্নোক্তগুলো সহ:

(সূরা ২: আয়াত ২৬৮, ২৭১-২৭৩) (সূরা ৯: আয়াত ৬০) (সূরা ১৭: আয়াত ২৮)
(সূরা ৭০: আয়াত ২৪, ২৫) (সূরা ৯৩: আয়াত ১০)

উৎস: Nisar Ahmed 'The Economic System', *The Voice of Islam*, Vol-18, No-1, 2, 5, 6 (যথাক্রমে অক্টোবর, নভেম্বর, ১৯৬৯ এবং ফেব্রুয়ারী, মার্চ ১৯৭০ থেকে লেখক কর্তৃক সংকলিত)

সারণী ৪.১ (খ) *কোরানে অর্থনৈতিক জীবন*

অর্থনীতি ও ধর্ম বিষয়ক

(সূরা ৭: আয়াত ১০) (সূরা ১১: আয়াত ৮৭) (সূরা ১২: আয়াত ৯)
(সূরা ১৬: আয়াত ১১৬) (সূরা ২৪: আয়াত ৩৭)

জীবনের সত্য ভাষণ এবং এর মধ্যে কোনটি ভাল তার অন্বেষণ

(সূরা ৬: আয়াত ১৪৫) (সূরা ৭: আয়াত ৩২) (সূরা ১৬: আয়াত ১১৪, ১১৫)
(সূরা ২৮: আয়াত ৭৭) (সূরা ৩১: আয়াত ২০) (সূরা ৬৭: আয়াত ১৫)

সুখী মাধ্যম

(সূরা ২: আয়াত ১৬৮) (সূরা ৩: আয়াত ১৮০) (সূরা ৫: আয়াত ৮৮)
(সূরা ৬: আয়াত ১৪১) (সূরা ৭: আয়াত ৩১) (সূরা ১৭: আয়াত ২৬, ২৭)
(সূরা ২৫: আয়াত ৬৭) (সূরা ৫৭: আয়াত ২৭)

অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার চেতনা

(সূরা ৪: আয়াত ২৯) (সূরা ২৮: আয়াত ৫৮) (সূরা ১০২: আয়াত ১০৩)

ব্যক্তিগত সম্পত্তি: এর সীমাবদ্ধতা ও উদ্দেশ্য

(সূরা ৪: আয়াত ৭) (সূরা ৫: আয়াত ৩৮) (সূরা ২৪: আয়াত ২৭)
(সূরা ৩৬: আয়াত ৭১) (সূরা ৫১: আয়াত ১৯) (সূরা ৬১: আয়াত ১১)

অর্থনৈতিক অধিকারের নিরাপত্তা

(সূরা ৪: আয়াত ৫, ৬)

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে জনগণের অধিকার

(সূরা ৫৯: আয়াত ৭-১০)

অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যতা

(সূরা ৬: আয়াত ১৬৫) (সূরা ১৬: আয়াত ৭১) (সূরা ৪২: আয়াত ১২)

www.pathagar.com

আর্থ সামাজিক দায়িত্বশীলতা

(সূরা ৪: আয়াত ৭, ৮, ৩৬)

(যাকাত) কল্যাণকারীর উপযুক্ততা

(সূরা ২: আয়াত ২৪৫)	(সূরা ৫: আয়াত ৫৫)	(সূরা ৮: আয়াত ২-৪)
(সূরা ৯: আয়াত ১০৩)	(সূরা ৭০: আয়াত ২৪, ২৫)	(সূরা ৭৩: আয়াত ২০)
(সূরা ৭৬: আয়াত ৮, ৯)	(সূরা ৯৮: আয়াত ৫)	

কল্যাণ গ্রহীতার উপযুক্ততা বিষয়ক

(সূরা ৯: আয়াত ৬০)

উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক

(সূরা ৪: আয়াত ১১, ১২, ১৭৬)

বেআইনী অর্থনৈতিক কার্যাবলী

ঘুষ এবং প্রতারণা	(সূরা ২: আয়াত ১৮৮)	
বিশ্বাস ভঙ্গ	(সূরা ২: আয়াত ২৮৩	(সূরা ৩: আয়াত ১৬১)
এতিমের সম্পদ গ্রাস করা	(সূরা ৪: আয়াত ১০)	
ওজন ও মাপে কারচুপি	(সূরা ৮৩: আয়াত ১-৩)	
অভদ্রতা, যৌনতা, পতিতাবৃত্তি	(সূরা ২৪: আয়াত ১৯, ২৩)	
সূদের ব্যবসা ও সূদ	(সূরা ২: আয়াত ২৭৫, ২৭৮- ১৮০)	
মজুদ করা	(সূরা ৯: আয়াত ৩৪)	(সূরা ১০৪: আয়াত ১-৪)

উৎস: Thomas B. Irvin, Khurshid Ahmad and Muhammad Manazier Ahsan কর্তৃক লিখিত *The Quran: Basic Teachings* (Leicester, England: The Islamic Foundation, ১৯৭৯) থেকে লেখক কর্তৃক সংকলিত, পৃষ্ঠা ২১৫-২২৭

যা হোক, এর অর্থ এ নয় যে, ইসলামের সব অর্থনৈতিক বিষয় আইনের বিজ্ঞান ও দর্শনে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপির কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ লিখিত হয়েছিল স্বাধীনভাবে একটি একক খণ্ডে, যা ইসলামী যুগের প্রথম শতকের শেষ দিকে দৃশ্যমান (সপ্তম শতক)। উদাহরণস্বরূপ, Abu Yusuf (মৃত্যু ১৪৫/৭৬২) রচিত *Kharaj* (ভূমি কর) গ্রন্থটি Dalton-র *Public Finance* গ্রন্থের সাথে তুলনীয়, যা বিংশ শতাব্দীতে লিখিত[২২]। ইবন খালদূন (৭৩৩/১৩৩২-৮০৯/১৪০৬) লিখিত *The Muqaddimah: An Introduction to History* বইটি ইসলামী সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতিতে পরিচিত উৎসসমূহের অন্যতমগুলোর একটি। এটি Adam Smith লিখিত *The Wealth of Nation* (১৭৭৬)-র সাথে তুলনীয়। সম্পদ ও উৎপাদন নিয়ে Smith-র ধারণা পাশপাশি অন্যান্য ধারণাসমূহ Ibn Khaldun-র অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ধারণাসমূহ থেকে তেমন পৃথক নয়, যিনি Smith এর অগ্রবর্তী ও পঞ্চম শতকের আধুনিক অর্থনীতির জনক। এছাড়াও প্রয়াত Muhammad Salih, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের College of Law-র সাবেক ডিন, পঞ্চদশ শতকের ইসলামী ও আরবী অর্থনৈতিক সাহিত্যের এক বিশ্লেষণ শেষে উপসংহারে বলেন, ibn Khaldun, al-Maqrizi, al-Ayni এবং ad-Dalji-র লেখনীগুলো আধুনিক অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার নব উন্মেষ বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হতে পারে [২৪]।

www.pathagar.com

Shaybani, নবম শতকের বাগদাদের একজন প্রসিদ্ধ আইনবিদ, 'On Earnings' নামে একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেন, যেখানে তিনি সৎ বাণিজ্য ও নৈতিক ব্যবসায়িক আচরণ সম্পর্কিত ধর্মোপদেশ ও প্রথাসমূহ তুলে ধরেন (Goitein, ১৯৬৬:২২২-৫)। Zubaida (১৯৭২:৩২২)-র মতে, Shaybani বাণিজ্যের নৈতিকতা সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণের চেষ্টা করে এ মত পোষণ করেন যে, 'একজন সৎ ব্যবসায়ীর পেশা সরকারী কর্মের চেয়েও আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়, যেখানে ধার্মিকতা মীমাংসিত হয় রাষ্ট্রীয় রাজনীতি ও সামরিক কার্যাবলীর মাধ্যমে...' এবং '...সন্ন্যাসবৃত্তির সুফল বর্ণনা[২৫] এবং অনুমোদনযোগ্য বিলাসিতা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর আলোচনার মাধ্যমে'। ibn Taymiyyah, Yahya ibn Adam, Abu Jafar Dimashqi, Nasir ud-din Tusi, এবং al Ghazali ইসলামী অর্থনীতির জগতে ব্যাপক অবদান রাখেন। এবং সাম্প্রতিক ইতিহাসে, al Afghani, Shah Waliullah এবং Muhammad Abduh তাঁদের ব্যাপক চিন্তাধারা এ সাহিত্যে যোগ করেন। শেষত, অনেক সমসাময়িক মুসলিম লেখক যেমন Baqir as-Sadr, Maududi, 'Isa Abduh, Abus Saud, Khurshid Ahmad এবং Monzer Kahf হলেন শুধু অনেকের মধ্যে কয়েকজন যাঁরা তাঁদের মূল্যবান অবদান রেখেছেন এ জগতে।

কোরান ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন

এটি এখানে পুনরায় গুরুত্বারোপ করা দরকার যে, কোরান কিংবা সুন্নাহ্ (ইসলামী আইন বা *শরীয়াহ্*-র প্রাথমিক দু'টি উৎস) কোনটাই পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মতো কোন ব্যাপক বা পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রদান করেনি। কোরান ও সুন্নাহ্ উভয়ই মুসলিমদের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে কতগুলো সাধারণ নীতিমালা ও আইন-কানুন চিহ্নিত করে। এগুলো দু'প্রকার: একটি অত্যন্ত কঠোর, অনমনীয় এবং ইসলামী অর্থনীতির খুবই সাধারণ ভিত্তিসমূহ উপস্থাপন করে; অন্যটি খুবই প্রশস্ত, নমনীয়, পরিবর্তনযোগ্য এবং সব রকম অর্থনৈতিক আচরণের বিস্তৃত অবস্থা উপস্থাপন করে যেমন অর্থ, পদ্ধতি এবং আরও ব্যাপক সব বিষয়। মুসলিম সমাজের ব্যাপিত এবং পার্থিব অবস্থা যাই হোক না কেন, কিংবা মুসলিম সমাজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে স্তরেই উন্নীত হতে চাক না কেন, মুসলিমদের অবশ্যই প্রথম প্রকারটির প্রতি অর্থাৎ অনমনীয় মূলনীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে (যাকে বলা হয় *উসূল বা নীতি*)[২৬]।

এ সব কঠোর মুলনীতিগুলোর মধ্যে প্রথম এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি হল, সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র, কারণ তিনিই চরম মালিক, যেখানে মানুষ তাঁর প্রতিনিধি বা দাস হিসেবে তাঁর নিজস্ব ক্ষমতাবলে সেসব সম্পদ ব্যবহার করে মাত্র। অন্যান্য মুলনীতির মধ্যে রয়েছে, ইসলামী সমাজে বসবাসকারী সব সদস্যদের সুন্দর জীবন যাপনের জন্য ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা দেয়া, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের সব সদস্যের মাঝে অর্থনৈতিক সমতার বিধান করা, ব্যক্তি বা দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দান করা যা চরম নয় বরং সীমিত, সে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা যা প্রতারণা, একচেটিয়া ব্যবসা বা সুদের কারবার বা

www.pathagar.com

উভয়ের সাথে সম্পর্কিত; সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা ও সেগুলোর উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে নির্দেশনা প্রদান করা যাতে অপচয় ও অপব্যয় রোধ করা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার মূলনীতি ও নীতিমালাসমূহ ব্যাপিত ও স্থায়ী অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তন বা পরিমার্জন যোগ্য[২৭]। এগুলো *উসূল* -র বাস্তবায়নের ব্যবহারিক বা আচরণগত দিকের সাথে জড়িত অর্থাৎ পদ্ধতি, পরিচালনগত পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক সমাধানের সাথে যা ইসলামী পণ্ডিত ও আইনবিদগণ তৈরী করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন বাণিজ্যিক লেনদেনের আইনগত ভিত্তি, সুদভিত্তিক ও সুদহীন লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি পণ্ডিতগণের জোরালোভাবে প্রচার করা উচিৎ। তাদের হিসাব করা উচিৎ প্রত্যেক নাগরিকের সুন্দর জীবন যাপনের জন্য কি পরিমাণ আয় দরকার, ন্যূনতম সঠিক মজুরীর পরিমান, এবং উচিৎ সামাজিক ন্যায় বিচার অর্জনের নিমিত্তে পদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনা ঠিক করা বা সমাজের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। তাছাড়া, ইসলামী পণ্ডিত ও জ্ঞানী আইনবিদগণের স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা উচিৎ, ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা করার প্রক্রিয়া কখন শুরু করা দরকার এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত ও সরকারী মালিকানার ক্ষেত্রে প্রকৃত নীতিমালাগুলো কি এবং এরকম আরও অন্যান্য বিষয়সমূহ।

কোরান ও সুন্নাহ্-র অনেক আয়াতেই ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপারে বলা হয়েছে। সারণী ৪.১ (ক) এবং ৪.১ (খ) তে ইসলামে অর্থনীতির মৌলিক নির্দেশ ও ব্যবসায়িক আচরণ সম্পর্কিত কোরানের আয়াতসমূহের তালিকা দেয়া হয়েছে। এগুলোতে সাধারণ ব্যবসায়িক নীতিমালা থেকে শুরু করে ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কৌশল, ভূমি ও শ্রমিক, ঋণ ও জামানত, খাদ্য ও পানীয়, করব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যয়, ব্যয় ও মূল্য, পরিমাপ ও ওজন, এবং এরকম আরও অনেক বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এসব আয়াতগুলো শুধুই প্রকৃতিগত ভাবে নৈতিক ও নীতিগত তা নয়; বরং এসব ইসলামী রাষ্ট্রের আধুনিক সংবিধানের নীতিমালা হিসেবেও চিহ্নিত। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের তৈরী সাংবিধানিক ধারাসমূহ যা জনগণ কর্তৃক সংশোধিত কিংবা বাদ দেয়া যেতে পারে তাদের চেয়ে এদের এমনকি অধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। তাই এসব মৌলিক নির্দেশনাসমূহ একটি শর্তযুক্ত চুক্তিপত্র বা অঙ্গীকারনামা হিসেবে পরিগণিত, যা ক্ষমতাবলে বাতিলও করা যায় না।

অন্যদিকে, কিছুটা বিস্তৃতভাবে সুন্নাহ্[২৮], ব্যবসায় ও বাণিজ্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়ম ও কানুনের বর্ণনা দেয়। *বুখারী*[২৯] শরীফ, যা *সহীহ্ হাদীস* গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম, এর তৃতীয় খণ্ডের ব্যাপক অংশ জুড়েই রয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর নিয়মকানুন। এর বিভিন্ন অধ্যায়ে[৩০] বর্ণিত হয়েছে ক্রয় ও বিক্রয়, সুদের ব্যবসা, সরবরাহ, ঋণ ও জামানত, মীমাংসা করা, পারস্পরিক সহায়তা, পানি সেচ ও কৃষিকাজ, ভাড়া দেয়া, বিশ্বাস, ভূমির ব্যবহার ও উন্নয়ন, মাটি ও মাটি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উন্নয়ন, যৌথ ব্যবসা, হারানো দ্রব্যাদি, উপহার ও অনুদান, বৃত্তি প্রদান, উইল ও উত্তরাধিকার এবং অংশীদারিত্ব সম্পর্কে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলভিত্তি

ইসলামে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মাধ্যমে একটি সাধারণ সূত্র রচনা করা হয়েছে যা কোরান, সুন্নাহ্ ও ইসলামী সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে। এ সূত্রই ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত ভিত্তিসমূহ ঐসব মৌলিক ভিত্তি বা কাঠামোগুলোর মধ্যে অন্যতম তা হল দার্শনিক, নীতিগত ও নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক।

দার্শনিক ভিত্তি

Ahmad (১৯৭৯:১২) উপসংহার টেনে বলেন, সরকারের অর্থনৈতিক কাঠামোর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক দার্শনিক ভিত্তির চারটি উপাদান রয়েছে:

ক. *তাওহীদ* (আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব)। এটি আল্লাহ্-মানুষ এবং মানুষ-মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কে নিহিত।

খ. *রুবুবিয়াহ্* (খাদ্য ও পুষ্টির ঐশী ব্যবস্থা এবং এগুলোর চরম উৎকর্ষতার জন্য সবকিছুকে পরিচালিত করা)। এটি হল পৃথিবীর মৌলিক নিয়ম, যা ঐশী মডেলের মাধ্যমে পৃথিবীর সম্পদ সমূহের ব্যবহারযোগ্য উন্নয়ন এবং ওগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য আলো বিচ্ছুরিত করে। এটি ঐশী ব্যবস্থারই দৃষ্টিভঙ্গি যে, এ ক্ষেত্রে মানব প্রচেষ্টা সংগঠিত হয়।

গ. *খিলাফত* (পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের ভূমিকা)। এটি একজন মুসলিম হিসেবে মানুষের দায়িত্বাবলী চিহ্নিত করণের মাধ্যমে এবং *খিলাফতের* ভান্ডার হিসেবে মুসলিম *উম্মাহ* -র একজন হিসেবে মানুষের মর্যাদা ও ভূমিকাকে চিহ্নিত করে। এ নীতি থেকে ইসলামের কিছু অনন্য সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়, তা হল মানুষের উপর অর্পিত দায়িত্ব[৩১] নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা।

ঘ. *তাজকিয়াহ্* (পবিত্রকরণ ও অগ্রগতি সাধন)। আল্লাহ্র সব নবীদের মিশন ছিল তার সব ধরণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের *তাজকিয়াহ্* পালন করা এবং তা আল্লাহ্র সাথে, মানুষের সাথে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে।

নীতিগত ও নৈতিক ভিত্তি

ইসলামী অর্থনীতির নীতিগত ও নৈতিক ভিত্তি লুকায়িত রয়েছে তার অনমনীয় অবস্থান কোনটি *হালাল* বা বৈধ তার জন্য আদেশ দেয়া এবং কোনটি *হারাম* বা অবৈধ তা নিষিদ্ধ করার মধ্যে। প্রথম শ্রেণীটির মৌলিক নীতিটি হল ভুলের পুন:নির্মাণ ও সংশোধনের আদেশ দান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীটি হল দুর্নীতিকে নিষিদ্ধ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে নীতিগত অর্থনীতি *ভাল* কাজকে বৈধতা দান করে এবং *খারাপ* কাজকে নিষেধ করে। কোরানে বলা হয়েছে:

www.pathagar.com

> যারা এ উম্মী নবী রসুলের পায়রুবী করবে, যার উল্লেখ রয়েছে তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজিলে, তিনি তাদেরকে নেক কাজের আদেশ দেন এবং বদ কাজ হতে বিরত থাকতে বলেন। (কোরান, ৭:আয়াত ১৫৭)

সুদের ব্যবসা নিষিদ্ধ, যেহেতু এটি হল শোষণের একটি হাতিয়ার অর্থাৎ ধনীরা গরীবদের সুবিধাসমূহ নিয়ে নেয় এবং বেআইনীভাবে অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদেরকে শোষণ করে যাকে বলা হয় *সুদ*[৩২]। কোরানে *সুদের* ব্যবসা (*রিবা*) নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিভিন্ন আয়াতে[৩৩], তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হল:

> যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা হয় সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থ জ্ঞান শূন্য করে দিয়েছে। এজন্য তারা বলে: ব্যবসা হল সুদের মতই; অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। (কোরান, সুরা ২:আয়াত ২৭৫)

এবং সুন্নাহ্ বিভিন্নভাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যে কোন প্রকারের সুদকে নিষিদ্ধ করেছে[৩৪]। Ahmad একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ *হাদীস* উল্লেখ করেছেন, তিনি বর্ননা করেন মহানবী (স.) বলেছেন,

> 'এমন একটা সময় আসবে যখন লোকজন সুদ খাবে'। তাঁর সাহাবীগণ জবাবে বললেন হে আল্লাহ্র নবী, 'সব লোক?' তিনি বললেন, কেউ কেউ সুদ না খেলেও এর ময়লা দ্বারা তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (উল্লেখিত হয়েছে Abdu Zahrah, ১৯৭০)।

মহানবী (স.) পুনরায় বলেন যে, যিনি সুদ খান, যিনি সুদ দেন, যিনি এ বিষয়ে লিখেন (এ সংক্রান্ত দলিলাদি) এবং যিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন (অর্থাৎ সুদের লেনদেনে), সবাই আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্ত (*সহীহ্ মুসলিম*, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭৩:৮৩৯; al-Suhrawardy ১৯৭৮:১৩১)।

সুদ নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে, ইসলাম এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির পক্ষপাতি, যেখানে মূলধন নিজে কোন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে না এবং ঝুঁকি ছাড়া কোন লাভ গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যদিকে সুদযুক্ত ব্যবসায় মূলধনের উপর কোন রকম কাজ এবং কোন প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়াই লাভ দেয়াকে অনুমোদন করা হয়। উপরের আলোচনা মতে, সুদের ব্যবসার মধ্যে এক প্রকার শোষণ রয়েছে। এটি বেকার ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একটি পরজীবি শ্রেণী তৈরি করে যারা অন্যের রক্ত ও ঘামের উপর বসবাস করে। এটি ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধানকে চিরস্থায়ী করে ও বাড়িয়ে দেয়। এবং সর্বোপরি, এটি সমাজে ফাটল সৃষ্টি করে এবং সমাজে এর সদস্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ ও সমবেদনার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সুদ গ্রহণকারী তার ক্ষমতাবলে ঋণ গ্রহীতাকে তার সমস্ত সহায় সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারে এবং তা শুধুই তার মূলধন ফিরে পাবার জন্য নয় বরং সুদের জন্যও।

www.pathagar.com

সংক্ষেপে, *সুদ* ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে, যেখানে যাদের এটি দরকার তাদের প্রতি প্রকৃত সহযোগিতার জন্য জোর সমর্থন জানানো হয়। সুদের ব্যবসা সমাজে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যা আবশ্যিকভাবে তার সদস্যদের মধ্যে শত্রুতা ও তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করে।

অর্থনৈতিক ভিত্তি

সমাজের সকল সদস্যদের কাজ ও শ্রমের উপর ভিত্তি করে গঠিত একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি সৃষ্টি করার ইচ্ছার মধ্যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি নিহিত রয়েছে। ইসলাম সুদের চেয়েও অধিক শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বিকল্প পন্থাকে অনুমোদন করে। কারণ আল্লাহ্ মানুষের মঙ্গলকর কোন কিছুই নিষিদ্ধ করেন নি (কোরান, সূরা ৭:আয়াত ৩২, ৩৩, ১৫৭)। তাই ইসলাম অনুমোদন করে, বস্তুত উৎসাহিত করে, যৌথ ব্যবসাকে যেখানে মানব কল্যাণের নিমিত্তে পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মূলধণ বা নগদ অর্থ একত্রিত করা হয় শ্রমের সাথে। এটি মূলধনের মালিকদের লভ্যাংশের একটি অংশ গ্রহণ করতে অনুমতি দেয়, পাশাপাশি যদি কোন ক্ষতি হয় তবেও তিনি তার সমানভাগ গ্রহণ করবেন। ইসলাম এ প্রকার ব্যবসায়িক উদ্যোগকে বলে *মুদারাবাহ্*, *ক্বিরাদ* বা *শরীকাহ্* (যৌথ ব্যবসা)[৩৫]।

মুদারাবাহ্ হল দু'টি পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি, মূলধনের মালিক ও শ্রমদাতার মধ্যে (*মুদারিব*)। উভয়পক্ষই পারস্পরিক আপোষের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লভ্যাংশ (বা ক্ষতি) ভাগ করবেন, এ শর্তে যে, প্রত্যেকেরই একটি সাধারণ অংশ থাকবে তা লাভের অর্ধেক, বা এক তৃতীয়াংশ, বা এক চতুর্থাংশ, বা এক অষ্টমাংশ এবং এরকম যে কোন প্রকারের। যদি কোন পক্ষ লাভের কোন নির্দিষ্ট অংশ দাবী করে (সাধারণ অংশ নয়) তবে *মুদারাবাহ্* বহাল থাকবে না এবং বাতিল বলে গন্য হবে এ আশংকায় যে, উভয়ের জন্য মোট লাভ ঐ নির্দিষ্ট দাবীকৃত অংশের চেয়ে কম হয়ে যাবে। *মুদারিব* নিজেই *শ্রম* প্রদানকারী, যার মূলধনে কোন অংশ নেই, শুধু লাভেই তিনি অংশীদার। ঠিক সেভাবে, এটা বেআইনী তাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতির জন্য দায়ী করা। শেষত, *মুদারিব*কে বিবেচনা করা হয় মূলধনের রক্ষাকর্তা হিসেবে অর্থাৎ একজন বৈধ প্রতিনিধি বা অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। যদি তার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কোন লাভ করে, তখন তিনি ঐ লাভের অংশীদার; যদি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তখন তার কোন অংশ নেই বা মজুরী নেই।

ইসলামী ব্যাংকের[৩৬] কৌশল ও পরিচালনা, যা একটি সুদহীন, সুদের কারবারহীন প্রতিষ্ঠান,এ ধরণের একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ব্যাংকের আমানতকারীগণ হলেন মূলধনের সরবরাহকারী, যারা কোন নির্দিষ্ট হারে মূলধন লগ্নী করেন না, তবে লাভের একটা অংশ পেয়ে থাকেন, যেখানে ব্যাংক একজন *মুদারিব* অংশীদারের ভূমিকা পালনকারী হিসেবে গণ্য। ইসলামী ব্যাংকের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো হল (ক) এখানে কোন ভাবেই কোন সুদভিত্তিক ব্যবসা করা হয় না, শুধুই লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তার আমানতের উপর ভিত্তি করে, যদি তা নির্দিষ্ট করা না থাকে; (খ) ব্যক্তিগত বা সরকারী

www.pathagar.com

প্রকল্পগুলোর উন্নয়নে তারা তাদের সমস্ত পরিচালনা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগুলো পরিচালনা করে মূলধনের যোগানদানের ভিত্তিতে নয়, বরং অংশীদারের ভিত্তিতে; (গ) তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ঐ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক উন্নয়নের সমন্বিতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে, যেখানে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে; এবং (ঘ) তারা বাধ্যতামূলক কর (*যাকাত*) ব্যবস্থা ও মুসলিম সমাজে এর আর্থ-সামাজিক ভূমিকা এবং ঐ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর সঠিক ব্যবহার পুন:প্রচলন করে (an-Najjar, et al, ১৯৭৮)। ইসলামী ব্যাংকের ধারণা ও ব্যবহার অর্থাৎ সুদহীন ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়ে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক নতুন নতুন সাহিত্য পাওয়া যাচ্ছে, যা ইসলামী পণ্ডিতগণ অর্থনৈতিক ও আর্থিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেন (Abazah, ১৯৭২; Abdou, ১৯৭০; S. Ahmad, ১৯৬৯; al-Arabi, ১৯৬৫, ১৯৬৭, ১৯৭৫; Baqir as-Sadr, ১৯৭৪; Baryun, ১৯৭২; al-Gammal, ১৯৭২; Ghanameh, ১৯৭৩; Hamidullah, ১৯৫৫, ১৯৬২; an-Najjar, ১৯৭২, ১৯৭৮; Saqr, ১৯৭২; M. Siddiqi, ১৯৬৯, ১৯৭৩; Uzair, ১৯৫৫)।

সামাজিক ভিত্তি

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী *উম্মাহ্*-তে সামাজিক সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পদ ও আয়ের সমবন্টনের জন্য বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের বন্টিত ন্যায় বিচার ব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের (*খিলাফত*) প্রধান বন্টন হাতিয়ার হল *যাকাত* সংগ্রহ ও বিতরণ। *যাকাত* দু'টি বিতরণ উদ্দেশ্য সম্পাদন করে: 'অভাবী ও বিত্তশালীদের মধ্যে আয়ের পুনবন্টন করে, এবং বন্টন করে ভোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে', অর্থাৎ, আয়ের আত্ম-উৎপাদন বন্টন করে। এ দিক দিয়ে *যাকাত* একটি শুধুই সাধারণ ও বাধ্যতামূলক ঐশী কার্যের চেয়ে 'সামাজিক করের'ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় (kahf, ১৯৭৮:১০২)। অন্য বন্টন কৌশলগুলো হল বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান নীতিমালা (পূর্বোক্ত)।

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রধান একটি সামাজিক লক্ষ্য হল বন্টন ব্যবধান দূরীকরণ। এটি ভোক্তার আচরণ সংক্রান্ত শুধুমাত্র কোরান ও সুন্নাহ্‌র বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে গৃহীত হয়নি, যেমন *Zuhd* -র প্রবণতা (স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়া) ও অসংযত আচরণের নিষিদ্ধকরণ, বরং আরও দু'টি প্রধান ইসলামী মূলনীতি যেমন সমান মানবিক মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্বের মূলনীতি[৩৭] এবং মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পদ ও আয় স্তুপীকৃত করে না রাখার মানসিকতার মূলনীতি থেকেও গৃহীত হয়েছে[৩৮]। এ লক্ষ্যটি ইসলামী অর্থনীতির সামাজিক ভিত্তির মেরুদণ্ড হিসেবে পরিগণিত; তাই এটি হল অর্থনৈতিক নীতিমালার স্থায়ী একটি লক্ষ্য, এবং এটি শুধুমাত্র প্রধান প্রধান গোলযোগের সময়ে একটি সংশোধনকারী কৌশলও নয়। kahf বলেন, 'ইসলামী সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালাগুলোকে এমনভাবে তৈরী করা দরকার', যাতে এটি কার্যকর বাজার ব্যবস্থা, ন্যূনতম বন্টন ব্যবধান, ব্যক্তির মধ্যেকার সামর্থ ও বুদ্ধিমত্তার পার্থক্যকে অস্বীকার না করার মত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে

www.pathagar.com

পারে'। kahf পরে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার বিশাল ব্যবধান কমানোর পথটি দেখিয়ে দিয়ে বলেন: 'এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে খুবই সাধারণ কিছু কৌশলের মাধ্যমে যেমন শিক্ষা ব্যবস্থা, সমান সুযোগ পাবার নিশ্চয়তা, যাকাতের সুষ্ঠু বন্টন ইত্যাদির মাধ্যমে'। (kahf, ১৯৭৮:৯৮-৯)।

ইসলামের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আইনগুলোর সামাজিক মূল্যবোধ ও আচরণের অর্থনৈতিক প্রভাবকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহন করার জন্য সবার তা জানা এবং বুঝা উচিৎ, যেমন মদ্য পান ও জুয়ার আসর বসানো এবং এরকম অন্যান্য কার্যাদির নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আইনসমূহ। উদাহরণস্বরূপ, যখন জ্যেষ্ঠত্বের নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সমাজে পিতার অন্যান্য ছোট ছেলেদের বঞ্চিত করে জ্যেষ্ঠ ছেলে পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়, সেখানে ইসলাম মৃত ব্যক্তির ঐ পরিবারের সব সদস্যদের স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে সম্পত্তির বিতরণ নিশ্চিত করে। এখানে মৃত ব্যক্তির দাফন কাফনের খরচ মিটানো প্রথম কাজ, তারপর ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে দ্বিতীয় খরচ হবে তার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা, এবং তা করা হবে উত্তরাধিকারীদের অধিকারের উপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। পুরুষ (বা মহিলা) জীবনসঙ্গি, পিতামাতা, এবং সন্তান-সন্ততি (পুত্র ও কন্যাগণ) হল প্রথম উত্তরাধিকারী এবং সবক্ষেত্রে উত্তরাধিকার পাবে। ভাই-বোন, চাচা-চাচী, চাচাত ভাই-বোন, ভাগিনা-ভাগ্নীগণ ও এরকম আত্মীয় স্বজন একজন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির নিকটাত্মীয়গণ না থাকলে (Hamidullah, ১৯৭৭)।

ইসলামে সামাজিক ভিত্তির মূলে রয়েছে সমাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ করার ক্ষেত্রে মানুষের বাধ্যবাধকতার ধারণা বাস্তবায়ন করা। এ ধারণাটি, যা কোরানের নির্দেশনায় ব্যাপকভাবে রয়েছে, আধুনিক মুসলিমদের জীবনঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করার মাধ্যমে কোরানকে একটি সামাজিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত করে, যা অমুসলিমদের আশ্চার্যান্বিত করতে পারে, তথাপি এটি বাস্তব সত্য (Lichtenstadter, ১৯৫৮:৮৭)। এ সামাজিক সচেতনতা ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক উদ্যোগকে বাহত করে না, কিংবা এটি ব্যক্তিগত স্বত্বকে নিন্দাও করে না; যা হোক, এটি লোভ ও স্বার্থপরতারকেও সহ্য করে না। এটি ইসলামের সাধারণ দর্শনের একটি ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট প্রকাশিত একটি রূপ, যা আহ্বান করে একটি ন্যায় সঙ্গত মাঝারি অবস্থানের, কিন্তু যা ধনাত্বক ও কার্যকর এবং তা অবশ্যই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে, এবং বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটি মধ্যবর্তী অবস্থানের ঘোষনা দেয়।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী

Sayyid Qutb (১৯৫৩:১০০-১৩) ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পত্তির অধিকার ও হস্তান্তরের আইনের ভিত্তিতে অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক করেছেন, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে অধিক্রমিক হয়। ইসলামী আইনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত। যা হোক, ব্যক্তিগত বা দলীয় অর্জনের পদ্ধতিসমূহ (শিকার, পতিত জমি চাষ, খনিজ সম্পদ উৎপাদন, মজুরী আয় করা, এক খণ্ড জমির মালিকানা দেয়া

www.pathagar.com

যা অন্যের কারও নয় ইত্যাদি) কাজের মাধ্যমেই সম্ভব, যা *শরীয়া'হ্* কর্তৃক অনুমোদিত। ইসলামী আইন প্রতারণা, একচেটিয়া ও সুদের কারবারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বত্ব বৃদ্ধিকে নিষিদ্ধ করে। একইভাবে, সম্পত্তির হস্তান্তরের অধিকারও *শরীয়া'হ্* কর্তৃক সংরক্ষিত। হস্তান্তরের অনুমোদিত উপায়গুলোর মধ্যে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, *যাকাত*। *যাকাত* ছাড়াও বৃত্তি প্রদান, *সাদাকাত* (দান, খয়রাত), *ইনফাক* (ব্যয় করা), গরীব কর এবং উইল করে দান করার বাধ্যবাদকতা রয়েছে। পূর্বের বর্ণনা মতে, ইসলাম ব্যক্তিকে তার সর্বমোট সম্পত্তির কেবলমাত্র এক তৃতীয়াংশ তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের বাইরে দান করার অধিকার দিয়েছে, যা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে রচিত উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নেই।

Al-Maududi (১৯৭১:১৩১-৪৮) ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এসব বৈশিষ্ট্যাবলীকে সম্পদ ও অর্থ অর্জনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনটি আইনগত আর কোন বেআইনী তার মধ্যে পার্থক্য; ব্যয়ের ইসলামী তত্ত্ব; বাধ্যতামূলক কর হিসেবে *যাকাত* প্রতিষ্ঠান; উত্তরাধিকার আইন ও কিভাবে এসব আইন সম্পত্তির বিভাজনের নিশ্চয়তা বিধান করে; গোটা গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধে প্রাপ্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি ও মালামালের বিতরণ পদ্ধতি; আল্লাহ্‌র বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যয় ও বসবাসের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত আচরন ইত্যাদির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন। কোরান এক্ষেত্রে বলছে (সূরা ২৫: আয়াত ৬৭) দয়াময়ের বিশ্বাসী বান্দা তারা: 'যারা খরচ করলে, অনর্থক খরচ করে না, আবর কার্পন্যও করে না; দু'সীমার মধ্যে মধ্যম নীতির উপর অবস্থান করে'।

অন্যান্য পণ্ডিতগণও ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনার ক্ষেত্রে একই ধারণা পোষণ করেছেন (Mannan, ১৯৭০; Siddiqi, ১৯৭৯; *et al.*)। উদাহরণস্বরূপ kahf (১৯৭৮:৪৬-৭) উল্লেখ করেন, সহযোগিতা মুক্ত ইসলামী অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এ ব্যবস্থার স্বাধীনতার বিষয়টি অধিক প্রকাশিত হয়েছে প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার ধারণার মাধ্যমে।

> বস্তুত, ইসলামী সামাজিক সংগঠনগুলোর জন্য সহযোগিতা হল একটি সাধারণ বিষয়। ব্যক্তি কেন্দ্রীকতা ও সামাজিক সচেতনতা এমন ব্যাখ্যাতীত ভাবে পরস্পর বিজড়িত যে, অন্যের কল্যাণের জন্য কাজ করা ব্যক্তির কার্যকারিতা প্রমাণ ও আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার অধিক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত (পূর্বোক্ত)।

কিন্তু সম্ভবত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার খুবই পার্থক্যসূচক ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সুদকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা[৩৯], যেভাবে সুদের সবরকম কারবারের বিরুদ্ধে এর আইনগুলো বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও এর মতে সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র অধীন। এটি জীবনের নৈতিক ও বস্তুগত দিকের সমন্বয় সাধন করে। এর পরিচিতি মানব কেন্দ্রিক, অর্থাৎ সম্পত্তির গ্রহণকারী হিসেবে ও সম্পত্তির খরচকারী হিসেবে নয়। এতে অনুমিত হয় যে, মানুষ প্রেষিত হয় নৈতিক, পাশাপাশি বস্তুগত বিবেচনার মাধ্যমে। এটি ব্যক্তির মধ্যে তার নিজের সামাজিক দায়িত্বশীলতার অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে। এছাড়াও, এটি এমন একটি সেবামূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী যা উৎপাদন ও উন্নয়নের ফলাফলকে সবার

www.pathagar.com

মধ্যে বিতরণের চিন্তা করে এবং ধর্ম কিংবা বর্ণ নির্বিশেষে তার সব নাগরিকের জীবনের সব প্রয়োজনীয়তার নিশ্চয়তা বিধান করে।

ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে বিদ্যমান সাহিত্য, পাশাপাশি কোরান ও সুন্নাহ্-র অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং ইসলামী আইনের গ্রন্থাবলীর একটি সংশ্লেষণ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিম্নলিখিত মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাদের সামনে উপস্থাপন করে (al–Banna, n.d. ৬৩:৮০)। উত্তম ও সঠিক উপায়ে অর্জিত সম্পদ বিবেচিত হয় জীবনের স্তম্ভ হিসেবে এবং সাথে সাথে তার যথাযথ ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ, এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে এর প্রশাসনের আকাংখার সৃষ্টি করে। সব নাগরিকের অধিকার এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বাধ্যবাদকতা হল সব কর্মক্ষম লোকের কাজের ব্যবস্থা করা এবং অভাবী সব মুখের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা। *উম্মাহ্* -র স্বার্থের জন্য প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ সমূহের আবিষ্কার এবং তার সঠিক ও আইনগত ব্যবহার দরকার। শয়তানী ও পাপাচারযুক্ত সব আয়ের উৎস যা অর্জিত হয় *সুদের* ব্যবসা, *কিমার* (জুয়া বা লটারীর খেলা), এবং *খামর* (মদের ক্রয় বা বিক্রয়) বা অন্যান্য বেআইনী সব উপায়সমূহ নিষিদ্ধ। ধনী দরিদ্রের বিদ্যমান ব্যাপক ব্যবধান খুবই কমিয়ে আনা কিংবা কমপক্ষে সবসময় ঘুচিয়ে আনার প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হওয়া উচিৎ, যাতে করে কেউ সম্পদের অমিতব্যয়ীও না হয় কিংবা আবার চরম দারিদ্রতাও সৃষ্টি না হয়। সব নাগরিকের জন্য তাদের জীবন শংকামুক্ত করা এবং তাদের সুখ-সন্তুষ্টির জন্য যা যা দরকার তা নিশ্চিত করা সামাজিক নিরাপত্তার একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উত্তম ও দরকারী প্রয়োজনে সব ব্যয়ের আহবান জানায় এবং গোষ্ঠিতে পারস্পরিক বা যৌথ দায়িত্বশীলতার ও সার্বিকভাবে *উম্মাহ্*-র ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের জন্য উৎসাহিত করে[৪০]। এটি গুরুত্বারোপ করে উত্তম ও প্রয়োজনীয় সব প্রকল্পের ব্যাপারে সহযোগিতা সৃষ্টির: '...হ্যাঁ, যে কাজ পূণ্য ও খোদার ভয়মূলক সে কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা কর, যা গুনাহ্ ও সীমা লংঘনের কাজ সে কাজে কাউকে একবিন্দুও সহযোগিতা করো না...' (কোরান সূরা ৫: আয়াত ২)। এ ব্যবস্থা সম্পত্তির পবিত্রতার সম্মতি প্রদান করে এবং ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি জনগণের স্বার্থের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এটি ন্যায় সঙ্গত ও মঙ্গলজনক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আর্থিক ও অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলীর সংগঠন এবং এ সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনাসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা জন্য ব্যবহৃত হয়। শেষত, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরকম একটি ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলতার কথা বলে।

এ সব পূর্বশর্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ভূমিকাকে বর্ধিত করতে পারে। এ জন্য গোটা গবেষণাতেই এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছাড়া যে কোন পরিবেশে একটি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হতে পারবে না। আংশিকভাবে, এ বিষয়টি সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী ব্যাখ্যা করে।

www.pathagar.com

সমকালীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন: 'সরীসৃপের গর্তের' অবস্থা

শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাই নয় (সারণী ৩.২ দেখুন) বর্তমান মুসলিম সরকারগুলো তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোও পাশ্চাত্যের মডেলগুলোর অনুকরনে তৈরী করছে। 'সরীসৃপের গর্ত' হল ইসলামের বার্তাবাহকের একটি ভবিষ্যতবাণী যা প্রায় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে তিনি করেন, এবং বলেন এমন একদিন আসবে যখন মুসলিমগণ অন্ধভাবে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের সব পন্থাকে নকল করবে, যদিও তা আবশ্যিকভাবে অযৌক্তিক এবং তার অনেক চরিত্রই অনৈসলামিক। এটি মহানবী (স.)-র বাণীতে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, '...যে, এমনকি যদি তারা তাদেরকে একটি সরীসৃপের গর্তের মধ্যেও আবদ্ধ করে ফেলে, মুসলিমগণ অযৌক্তিকভাবে তাদের অনুসরণ করবে[৪২]। এ অধ্যায়ের এ অংশে কিভাবে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ প্রকৃতই তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করছে তার একটি সঠিক চিত্র তৈরী করতে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী কি? তারা তা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে? কতদূর তারা তাদের ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক, কিন্তু মৌলিক মূলনীতিগুলোর প্রয়োগ করছে? এবং 'সরীসৃপের গর্ত' থেকে বের হবার কোন পন্থা তাদের আছে কিনা?

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কমপক্ষে দু'টি প্রাথমিক উদ্দেশ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করে: প্রথমত, বস্তুগত ভাবে এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনের দিকে ধাবিত এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমাজের সব সদস্যদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের কথা বলে[৪৩]; পুনরায়, বস্তুগত দিক আধ্যাত্মিক দিকের উপর এবং আধ্যাত্মিক দিক বস্তুগত দিকের উপর কোনরূপ প্রাধান্য বিস্তার করবে না বরং, এ দু'টির মধ্যে একটি ভারসাম্য অবস্থা অর্জিত হবে। দ্বিতীয়ত, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বন্টনমূলক ন্যায়বিচার এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার ব্যাপক ব্যবধান কমিয়ে আনার (যদিও দূরীকরণ নয়) দিকে ধাবিত। কোন উদ্দেশ্যই সমসাময়িক মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক আচরণে বর্তমানে প্রতিফলিত হয় না, যা সারণী ৪.২ -এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৪.২ -এ চিত্রিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবধান, যা শুধুমাত্র সংহতি, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও এরকম অন্য কিছু বিষয়ের মৌখিক প্রতিশ্রুতিই প্রদান করে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যেখানে ১৯৭৬ সালে ইয়েমেনে মাথা পিছু GNP ছিল $২৫০, সেখানে তার উত্তরের প্রতিবেশী

www.pathagar.com

সারণী ৪.২ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও.আই.সি) সদস্যগণ: কিছু অর্থনৈতিক ও কল্যাণমূলক সূচক এবং অর্থনীতির ধরণ

নং দেশের নাম	জিএনপি[a] বিলিয়ন $	বছর	বিশ্বে অবস্থান	মাথাপিছু জিএনপি $	বছর	বিশ্বে অবস্থান	পি PQLI[b]	অর্থনীতির ধরণ[c]
১. আফগানিস্তান	২.১৬	৭৫	৭০	১৩০	৭৫	১৩৩	১৮	F.M./Priv.
২. আলজেরিয়া	১২.২৯	৭৫	৫৪	৭৮০	৭৫	৬৭	৪১	C.P./Pub.
৩. বাহরাইন	০.৬৩	৭৫	৮০	২৪৪০	৭৫	৫৩	৬১	F.M./Priv.
৪. বাংলাদেশ	৮.৪৭	৭৬	৩৬	১১০	৭৬	১৩৬	৩৫	F.M./Pub.
৫. ক্যামেরুন	২.২৪	৭৬	৯০	২৯০	৭৬	১০৩	২৭	F.M./Priv.
৬. চাদ	০.৪৯	৭৫	১১৪	১২০	৭৫	১০৪	১৮	F.M./Priv.
৭. কমুরুজ	০.০৭	৭৫	৫ম নিম্ন	২৬০	৭৫	৬৮	৪৩	F.M./Priv.
৮. জিবুতী	০.০১৪	৭০	প্রযোজ্য নয়	১১০০	৭০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	F.M./Priv.
৯. মিশর	১১.৫৫	৭৫	৪৩	৩১০	৭৫	১০৪	৪৩	S.C./ Pub.
১০. গ্যাবন	১.৩০	৭৫	৬৯	২৪২৫	৭৫	৪২	২১	F.M./Priv.
১১. গাম্বিয়া	০.১০	৭৫	১৩৫	১৯০	৭৫	১১৭	২৫	F.M./Priv.
১২. গিনি	০.৮৮	৭৬	১১১	১৫০	৭৬	১২৬	২০	C.P./Pub.
১৩. গিনি-বিসাউ	০.২১	৭৪	১৩১	৩৯০	৭৪	৮২	১২	C.P.S./Pub.
১৪. ইন্দোনেশিয়া	২৪.১৮	৭৫	২৭	১৮০	৭৫	১০৫	৪৮	F.M./Priv.

www.pathagar.com

নং দেশের নাম	জিএনপি[a] বিলিয়ন $	বছর	বিশ্বে অবস্থান	মাথাপিছু জিএনপি $	বছর	বিশ্বে অবস্থান	পি PQLI[b]	অর্থনীতির ধরণ[c]
১৫. ইরান	৬৬.৪০	৭৬	৩৬	১৯৫০	৭৬	৫৫	৪৩	F.M./Priv.
১৬. ইরাক	১৫.৯৪	৭৬	৫৯	১৩৯০	৭৬	৫৭	৪৫	C.P/Pub
১৭. জর্ডান	১.২৪	৭৫	১০১	৪৬০	৭৫	৯১	৪৭	F.M./Priv.
১৮. কুয়েত	১৩.৯০	৭৫	৬৪	১৩৫০০	৭৫	১	৭৪	F.M./Priv.
১৯. লেবানন	৩.২৯	৭৪	৭২	১১০০	৭৪	৫১	৭৯	F.M./Priv.
২০. লিবিয়া	১২.৪০	৭৫	৩৫	৫০৮০	৭৫	২০	৪৫	F.M./Pub
২১. মালয়েশিয়া	১০.৯০	৭৬	৫১	৮৬০	৭৬	৬৮	৬৬	F.M./Priv.
২২. মালদ্বীপ	০.০১	৭৪	প্রযোজ্য নয়	১০০	৭৪	১৪২	প্রযোজ্য নয়	F.M./Priv.
২৩. মালি	০.৫৯	৭৬	১১০	১০০	৭৬	১৪২	১৫	F.M./Priv.
২৪. মৌরিতানিয়া	১.৪৬	৭৬	১২৯	৩৪০	৭৪	১০৮	১৭	F.M./Priv.
২৫. মরক্কো	৯.২২	৭৬	৫৫	৫৪০	৭৬	৯৫	৪১	F.M./Priv.
২৬. নাইজার	৯.৭৬	৭৬	১১৩	১৬০	৭৬	১৩১	১৩	F.M./Priv.
২৭. নাইজেরিয়া	২৯.৩২	৭৬	৪১	৩৮০	৭৬	১০৭	২৫	F.M./Priv.
২৮. ওমান	২.১৩	৭৬	৯৬	২৬৮০	৭৬	১৯	প্রযোজ্য নয়	F.M./Priv.
২৯. পাকিস্তান	১২.১৯	৭৬	২৪	১৭০	৭৬	১২৩	৩৮	F.M./Priv.
৩০. প্যালেস্টাইন	--	--	--	—	—	—	প্রযোজ্য নয়	—
৩১. গণপ্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক ইয়েমেন	০.১৮২	৭৬	১২৬	২৮০	৭৬	১২৯	৩৩	CPs/ Pub
৩২. কাতার	২.০	৭৬	৭৪	১২৬৬০	৭৬	৫	৩১	F.M./Priv.
৩৩. সৌদি আরব	৩৮.৫১০	৭৬	৪	৪৪৮০	৭৬	৩৬	২৯	F.M./Priv.

www.pathagar.com

নং দেশের নাম	জিএনপি[a] বিলিয়ন $	বছর	বিশ্বে অবস্থান	মাথাপিছু জিএনপি $	বছর	বিশ্বে অবস্থান	পি PQLI[b]	অর্থনীতির ধরণ[c]
৩৪. সেনেগাল	১.৯৮	৭৬	৮৯	৩৯০	৭৬	১০০	২৫	F.M./Priv.
৩৫. সিয়েরালিওন	০.৬১	৭৬	১০৮	২০০	৭৬	১১২	২৭	F.M./Priv.
৩৬. সোমালিয়া	০.৩৭	৭৬	১২৪	১১০	৭৬	১৪০	১৯	C.P./Pub.
৩৭. সুদান	৪.৬০	৭৬	৬৮	২৯০	৭৬	১২০	৩৬	F.M./Priv.
৩৮. সিরিয়া	৫.৭০	৭৬	৮৫	৭৩০	৭৬	৮১	৫৪	C.P.S./Pub.
৩৯. টোগো	০.৬০	৭৬	১২২	২৬০	৭৬	১০৯	২৭	F.M./Priv.
৪০. তিউনিসিয়া	৪.৭৯	৭৬	৭৮	৮৪০	৭৬	৭৬	৪৭	F.M./Priv.
৪১. তুর্কী	৪০.৯৬	৭৬	৩১	৯৯০	৭৬	৬৬	৫৫	F.M./Priv.
৪২. উগান্ডা	২.৮২	৭৬	৯১	২৪০	৭৬	১১৫	৪০	F.M./Priv.
৪৩. সংযুক্ত আরব আমিরাত	৪.৬৯৫	৭৬	৪৪	২২০০০	৭৫	১	৩৪	F.M./Priv.
৪৪. আপার ভোল্টা	০.৭১	৭৬	১১১	১১০	৭৬	১৪৪	১৬	F.M./Priv.
৪৫. ইয়েমেন	১.৫৪	৭৬	১০৪	২৫০	৭৬	১৩২	২৭	F.M./Priv.
৪৬. মুসলিম মরো লিবারেশন ফ্রন্ট অব ফিলিপাইন								

উৎস: Morris David Morris, *Measuring the Condition of the World Poor: The Physical Quality of Life Index* (New York: Paragon Press, ১৯৭৯) হতে PQLI কলাম; George Thomas kurian, *Encyclopedia of the Third World*, দ্বিতীয় খণ্ড, (New York: Facts on File, Inc, ১৯৭৮) হতে জিনএনপি, বিশ্বে অবস্থান, মাথা পিছু আয় এবং অর্থনীতির ধরণ লেখক কর্তৃক সংকলিত হয়েছে।

www.pathagar.com

a. জিএনপি বা মোট জাতীয় উৎপাদন হল মোট দেশজ ও বৈদেশিক আয়ের পরিমাপ। জিএনপি এবং জিডিপি -র মধ্যকার পার্থক্য হল (মোট দেশজ উৎপাদন) বিদেশ থেকে সর্বমোট আয়।

a. PQLI= জীবন সূচকের প্রাকৃতিক গুণাবলী, যা তিনটি সূচকের একত্রিত রূপ–জীবনের চাহিদা, শিশু মৃত্যুর হার এবং শিক্ষার হার – প্রতিটি সূচককেই সমান পরিমাপ দিয়ে হিসাব করা হয়। এর সুবিধা হল যে, আর্থিক অগ্রগতির জন্য এটি কোন যোজক নয় এবং তাই এটি ঐ অবস্থানটা চিত্রিত করে, যা অগ্রগতির ফলাফল সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে। PQLI একটি সংখ্যা দ্বারা নির্ধারণ করা হয় একটি পরিমাপকের মাধ্যমে, যা নীচ থেকে উপরের দিকে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত হতে পারে। সুইডেন হল, উদাহরণস্বরূপ ৯৭ যা সর্বোচ্চ, অন্যদিকে গিনি বিসাউ হল ১২, যা সর্বনিম্ন।

c. F.M./Priv. = মুক্ত বাজার অর্থনীতি, যেখানে বেসরকারী খাতের প্রাধান্য; F.M./Pub. = মুক্ত বাজার অর্থনীতি, যেখানে সরকারী খাতের প্রাধান্য রয়েছে; C.P./Pub.= কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি, যেখানে সরকারী খাতের প্রাধান্য রয়েছে; C.P.S./Pub.= কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, যেখানে সরকারী খাতের প্রাধান্য; এবং S.C./Pub.= রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, যেখানে সরকারী খাতের প্রাধান্য রয়েছে।

www.pathagar.com

সৌদি আরবে একই বছরে তা ছিল মাথাপিছু $৪৪৮০। জীবন সূচকের প্রাকৃতিক গুণগত মান (PQLI)-র ক্ষেত্রে দেখা যায়, মুসলিম দেশের মধ্যে লেবানন ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে সারণীতে শীর্ষে, যেখানে সর্বনিম্নে রয়েছে গিনি বিসাউ, যার পয়েন্ট ১২। এ সারণীতে আরও অনেক পরিসংখ্যান রয়েছে যেখান থেকে অতি সহজে যে কেউ একই উপসংহার টানতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, সর্বনিম্ন মাথাপিছু GNP ছিল মালদ্বীপ ও মালী-র যথাক্রমে ১৯৭৪ এবং ১৯৭৬ সালে উভয় দেশে $১০০। অন্যদিকে একই পরিমাণে ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতে মাথাপিছু GNP ছিল যথাক্রমে $২২০০০ এবং $১৩৫০০। এটাই সে ব্যবধান যা ইসলামী তত্ত্বের বন্টনমূলক ন্যায় বিচার বাস্তববায়নের পথে প্রধান অন্তরায়। তুলনা করলে কিংবা ইসলামী উৎসসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খলিফা দ্বিতীয় উমর (৯৯/৭১৭-১০১/৭১৯)-র আমলে, যিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন ও ধার্মিক, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে অভাবীদের জন্য *যাকাত* পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ *যাকাত* ফেরত পাঠানো হয়েছিল অবিকৃত অবস্থায়, কারণ ওসব এলাকায় *যাকাতের* কোন প্রয়োজন ছিল না।

১৯৪৫ থেকে ১৯৭০ -র মধ্যে নয়টি আরব দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির অগ্রগতির একটি সরেজমিনে গবেষণায় Galal Amin (১৯৭৪:১০৮) উপসংহারে বলেন:

> দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সাধারণ ইচ্ছা দেখানোর পরিবর্তে, আরব সরকারগুলো তা অর্জন করতে বিস্ময়করভাবে দুর্বল ইচ্ছা প্রকাশ করে। এটা বরং পরোপকারী বিদেশী পরিদর্শকদের ইচ্ছা, যাঁরা বিভিন্ন কারণে আরব সরকারগুলোর প্রকাশিত ইচ্ছাগুলোকে তাদের বাহ্যিক অবস্থানের ভিত্তিতে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একে অনুকূল মনে করেন। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেয়েও অধিকতর একটি শক্তিশালী ইচ্ছা হল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ইচ্ছা।

অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক পূর্বশর্ত রয়েছে, যেমন জাতীয় সম্পদ, ধনাত্মক মানব আচরণ এবং প্রশাসনিক দক্ষতা। যেখানে কিছু সমাজবিজ্ঞানী যুক্তি দেখান যে, প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত শর্ত নয়, এমনকি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তও নয়, অন্যদিকে সেখানে, অন্যরা গুরুত্বারোপ করে বলেন প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকার কথা, বিশেষত যেখানে ওগুলো বিদেশে রপ্তানী হবার পূর্বে দেশেই নি:শেষ হয়ে যাচ্ছে[৪৪] (চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে দেখানো হয়েছে যে, মুসলিম বিশ্বের সব তেল উৎপাদনকারী দেশ তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের বৃহৎ একটি অংশ রপ্তানীই করে থাকে, এটা কুয়েতে ৯৭ ভাগ পর্যন্ত)।

উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো তেল ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, যা বিশ্বের নেতৃস্থানীয় উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে, এসব দেশের ব্যাপক অংকের খনিজ সম্পদ মধ্যপ্রাচ্যকে বিশ্বের অন্যতম ধনী অঞ্চলে পরিণত করেছে, চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে তা দেখানো হয়েছে। এটি হল এক বিলিয়ন জনগণের মধ্যেকার মানব সম্পদের অতিরিক্ত (দেখুন সারণী ১.১)।

www.pathagar.com

তথাপি, আমরা বলতে পারি না যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ উন্নত, বা এমনকি পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশসমূহের একই মাত্রায় রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও সমসাময়িক সমস্যা তাদের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে। এর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ[৪৫] এবং নির্ভরশীলতা[৪৬] হল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সারণী ৪.২ এ দেখা যায় যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়তো আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল যেখানে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বেসরকারী বা ব্যক্তিগত খাত প্রাধান্য বিস্তার করছে (৩৬টি দেশে বিদ্যমান), নয়তো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর নির্ভরশীল যা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত বাজার ব্যবস্থার অনুসারী, যেখানে সরকারী খাতের প্রাধান্য রয়েছে (সাতটি দেশে বিদ্যমান)। (একটি দেশ, মিশরে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিদ্যমান যেখানে সরকারী খাতের প্রাধান্য রয়েছে)। এ নির্ভরশীলতার লক্ষণগুলো দেখা গিয়েছে অতীতে ও বর্তমান উভয় সময়েই এবং তা এক বা তিন ধরণের বা তারও অধিক রূপে, যেমন উপনিবেশিক নির্ভরশীলতা, আর্থিক-শিল্প নির্ভরশীলতা, এবং প্রযুক্তি-শিল্প নির্ভরশীলতা। তাই উপনিবেশিকতা এবং এর সাম্প্রতিক ধরণগুলো, নব্য-উপনিবেশিকতাবাদ ও নির্ভরশীলতা আংশিকভাবে কেন মুসলিম দেশগুলো যারা অগ্রগতির অনেক পূর্বশর্তাবলী অর্জন করেছে তারা কেন এখনও উন্নত নয় তা ব্যাখ্যা করে, কিন্তু কয়েকটি দেশের কথা অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন।

'সরীসৃপের গর্তে' মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ

এটা বলা হয়ে থাকে যে, 'যে ব্যক্তি জানে না সে কোন দিকে যাচ্ছে, তার জন্য কোন বাতাসই অনুকূল নয়'। উপরের নির্দেশনা অনুযায়ী সারণী ৪.২ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্টের[৪৭] বিশ্লেষণ থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, মুসলিম দেশসমূহ তাদের উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক মডেল ও ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। পুনরায়, তারা প্রায়ই একে অন্যকে সহযোগিতা করে না, কিংবা তারা এক মুসলিম রাষ্ট্র অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে খোলাখুলিভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এ অবস্থার কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো। যাহোক, ব্যাপক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের আরব দেশগুলোকেই[৪৮] উদাহরণ হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হবে, যা মুসলিম দেশগুলোর একটি বৃহৎ উপ-ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করে।

ধনী আরব দেশগুলো, যারা তেল উৎপাদন ও রপ্তানী করে তারা জনসংখ্যায় এবং জাতীয় মানব সম্পদে খুবই নীচু অবস্থানে রয়েছে এবং তারা তেল ছাড়া অন্যান্য খনিজ সম্পদ খুব কমই ব্যবহার করে। তথাপি তাদের রয়েছে উচ্চ GNP, উচ্চ মাথা পিছু GNP এবং PQLI-র ক্ষেত্রেও উচ্চ স্থান। এসব দেশের প্রায় সবগুলোই উন্নয়নের পুঁজিবাদী মডেল ব্যবহার করে অর্থাৎ মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুসরণ করে যেখানে বেসরকারী উদ্যোগের প্রাধান্য রয়েছে। এ শ্রেণীতে রয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলের ছোট দেশসমূহ, যেমন কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান এবং কাতার।

কিছু তেলসম্পদে ধনী দেশ যেমন আলজেরিয়া, ইরাক, লিবিয়া এবং সৌদি আরবের রয়েছে পূর্বের দলটির চেয়ে বেশী জনসংখ্যা, পাশাপাশি কৃষি ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ।

www.pathagar.com

এসব দেশ তাদের আয়ের বৃহৎ একটা অংশ মৌলিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও সেবাখাত উন্নয়নের বাইরে তাদের পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য মৌলিক শিল্প কারখানার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিয়োজিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরব এবং লিবিয়া তেল থেকে বৃহৎ অংকের আয় করে, যা সম্পূর্ণভাবে নি:শেষিত হয় না, ফলে বিদেশে তাদের ব্যাপক অংকের আর্থিক সম্পদের মজুদ গড়ে উঠছে। উভয় দেশই নির্ভর করে আমদানীকৃত কর্মীবাহিনীর উপর (সৌদি আরবের মোট শ্রমিকের অর্ধেক এবং লিবিয়াতে এক তৃতীয়াংশ বিদেশী) এবং তারা তাই ভাড়াটিদের দেশ নামে পরিচিত। অন্যদিকে আলজেরিয়া ও ইরাক তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে তাদের তেল সম্পদ থেকে অর্জিত আয়ের বৃহৎ একটি অংশ (অন্যান্য সম্পদের বাইরে) ব্যবহার করে। যদিও তারা কিছু পরিমাণ শ্রমিক আমদানী করে, তবে তারা গুরুত্বারোপ করে তাদের নিজস্ব মানব সম্পদের উন্নয়নের উপর এবং যেখানে সৌদি আরব তাদের শিল্পকারখানার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করছে ও নির্ভর করছে বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর উপর, বিশেষত তেল খাতে, সেখানে অন্য তিনটি দেশে কেন্দ্রীয় ভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে সরকারী খাত প্রধান ভূমিকা পালন করে। আলজেরিয়া, ইরাক, লিবিয়া ও সৌদি আরবের PQLI হল যথাক্রমে ৪১, ৪৫, ৪৫ এবং ২৯।

তেলহীন আরব দেশগুলো মোট আরব জনসংখ্যার ৮০ ভাগ ধারণ করে যারা তেলের উপর নির্ভর করে না, এমনকি তারা তেলের উৎপাদনকারী হলেও। তারা তৃতীয় বিশ্বের মতই সাধারণ সমস্যায় জর্জরিত, তার মধ্যে রয়েছে নিম্ন মাথাপিছু GNP, সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ প্রদান, এবং ঋণের লভ্যাংশ পুঞ্জিভূতকরণে ঘাটতি। এসব দেশ দু'টি দলে বিভক্ত। প্রথম দলটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বল্পোন্নত দেশগুলো যেমন আফ্রিকাতে সুদান, সোমালিয়া ও মৌরিতানিয়া এবং এশিয়াতে গণপ্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক দক্ষিণ ইয়েমেন ও ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র। এসব দেশ খুবই নিম্ন জিএনপি এবং মাথাপিছু জিএনপি দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত, পাশাপাশি এসব দেশে বিশেষত কৃষিখাতে গতানুগতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাধান্য রয়েছে। তাদের শিল্প অর্থনীতি হল প্রায়ই অস্থিতিশীল এবং তারা ব্যাপক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে বিদেশী মূলধন ও ঋণের উপর এবং দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাও তাদের খুবই কম।

তেলহীন আরব দেশগুলোর দ্বিতীয় দলে রয়েছে এশিয়ায় সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, এবং আফ্রিকায় মিশর, তিউনিসিয়া ও মরক্কো, যারা মোট আরব জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ ভাগ ধারণ করে। এসব দেশে অধিক পরিমাণ মানব সম্পদ রয়েছে, বিশেষত দক্ষ জনশক্তি যাদের বর্তমানে রপ্তানী করা হয় উপসাগরীয় দেশগুলোতে। পূর্বের দলটির তুলনায় তারা তাদের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অনেকটা পুরানো ধাঁচের। তাদের অর্থনৈতিক ও কল্যাণমূলক সূচক স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পূর্বের দলটির তুলনায় কিছুটা উর্ধ্বে অবস্থান করে, কিন্তু তেল সম্পদে ধনী দেশগুলোর তুলনায় অনেক নিচে অবস্থান করে এবং তা আবশ্যিক কারণেই।

www.pathagar.com

তত্ত্ব ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে অমিল

সারণী ৪.২ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্টের বিশ্লেষণের অন্য একটি পদ্ধতি হল পূর্বে আলোচিত ইসলামী তাত্ত্বিক কর্মসূচিগুলোর এবং বর্তমান প্রতিটি মুসলিম দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য সেদিকে নজর দেয়া।

উপরোল্লিখিত মতে, সব মুসলিম দেশের হয়তো রয়েছে একটি মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (বেসরকারী বা সরকারী খাতের প্রাধান্য), কিংবা রয়েছে একটি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (সরকারী খাতের প্রাধান্য)। তিনটি দেশে রয়েছে (গিনি বিসাউ, সিরিয়া ও গণপ্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক দক্ষিণ ইয়েমেন) সমাজতান্ত্রিক পরিচিতি, এবং একটি দেশের (মিশর) অর্থনীতি হল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ভিত্তিক। একটি দেশও পার্থক্যসূচক ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রদর্শন করে না, কিন্তু কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে এর কিছু কিছু খণ্ডিত প্রকাশ দেখা যায় (ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিচার করার সময় এখনও হয় নি)।

১৯৭৫ কিংবা ১৯৭৬ সালে মোট GNP -র বিশ্ব অবস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায় মুসলিম দেশসমূহ চতুর্থ সর্বোচ্চ (সৌদি আরব) থেকে পঞ্চম সর্বনিম্ন (কমোরুজ) স্থানে অবস্থান করে, মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে কুয়েত প্রথম অবস্থানে, যেখানে ইয়েমেনের অবস্থান ১৪৪তম। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এসব ব্যবধান শুধুই ইসলামী অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলীর সাথে বৈপরীত্যই পোষণ করে না, বরং এটি এমনকি একটি পাশ্চাত্য ধাঁচের অগ্রগতি বা উন্নত অর্থনীতির পরিচয় প্রদান করে। পাশ্চাত্য মডেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়া। এটি সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনগুলোকে উৎপাদন যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, তার পণ্য ও সেবাসমূহের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থনীতির ক্ষমতাকে পরিমাপ করে। তাই এর অর্থ হল জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কিন্তু অর্থের মূল ও প্রকৃত মূল্য উভয়ই অপরিবর্তিত থাকে, কারণ যদি এগুলো জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারের সাথে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় তবে তাকে উন্নয়ন ধারণার প্রকৃত ভাষায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। এর অর্থ এও যে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার সুক্ষ্ম বৈষম্য তথাপি ব্যাপক, যা ইসলাম দূরীকরণ করতে চায়।

এভাবে, যেখানে কিছু মুসলিম দেশ (বিশেষত OPEC -র তেল সমৃদ্ধ ধনী দেশসমূহ) সমৃদ্ধশালী সেখানে অন্যান্যগুলো আক্ষরিক অর্থে দরিদ্র। অন্যদিকে, এসব দেশের কয়েকটিতে মাথাপিছু GNP রয়েছে $ ১২৬৬০ (কাতার) থেকে $ ২২০০০-র মধ্যে (সংযুক্ত আরব আমীরাত); অন্যদিকে এগারটি দেশের মাথাপিছু GNP হল $ ৫২০০ বা তারও কম। এই লেখক Sarder-র সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন: 'কেন অনেক মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আরবগণ সবসময় তাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রাখতে চায়, বা তাদের নিজস্ব সম্পদ পরিচালনা করতে অন্যান্য মুসলিমদের তারা অধিকার দিয়ে দিবে (যারা অধিক ধার্মিক? অধিক স্ব-ন্যায়নিষ্ঠ?) যা উপলব্ধির বাইরে'। তিনি স্বীকার করেছেন, যা হোক: 'সত্যি যে, গরীব মুসলিম দেশগুলোর সম্পদশালী মুসলিম দেশগুলোর উপর একটি *অধিকার*

www.pathagar.com

আছে, এটি একটি *ঐশী অধিকার*'। Sardar তারপর গরীব মুসলিম দেশগুলোর জন্য একটি উপায়ের কথা বলেন: 'কিন্তু আরব সাহায্য, যদিও অধিক উদার ও কোন প্রকার প্রভাব মুক্ত, তা কোন যাদুর ঔষধ হতে যাচ্ছে না, যা অনেক মুসলিম দেশ বিশ্বাস করে। "রক্ত, ঘাম এবং চোখের অশ্রু"–এগুলোর কোন বিকল্প নেই, যদিও কেউ কেউ আশা করেন, মুসলিম বিশ্বে আরব সাহায্য কিছুটা অশ্রু ঝরানো বন্ধ করতে পারে' (Sarder, ১৯৭৯:৬৩-৪)। তথাপি, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে আরব সাহায্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তা স্থানীয় সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যাপক অর্থে সহযাত্রী পার্শ্ববর্তী আরবদেশগুলোর মধ্য থেকে বের হয়ে মুসলিম বিশ্বের বৃহৎ গণ্ডির দিকে ঝুঁকছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৭ সালে আরব দেশগুলোতে আরব সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালে যাদের GNP ছিল যথাক্রমে ৫৯.৬ এবং ৪৯.৪ ভাগ, তা ৪০.৪ ভাগে নেমে এসেছে। অন্যদিকে অনারব দেশগুলোতে, ব্যাপকভাবে মুসলিম দেশগুলোতে, আরব সাহায্যের পরিমাণ ১৯৭৫ সালে মোট বিদেশী সাহায্যের ৪০.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৬ সালে তা ৫০.৬ ভাগ এবং ১৯৭৭ সালে তা ৫৯.৬ ভাগে উন্নীত হয়। GNP -র শতকরা হার হিসাব আরব দেশগুলোর বৈদেশিক সাহায্য ১৯৭৬-৭ সালে ছিল নিম্নরূপ: সংযুক্ত আরব আমিরাত ১০ ভাগ; কাতার ৭.৪ ভাগ; সৌদি আরব ৫.৮ ভাগ; কুয়েত ৩.২৫ ভাগ। তুলনামূলকভাবে, একই বছরে নেদারল্যান্ডের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ০.৮২ ভাগ; সুইডেনের ছিল ০.৮২ ভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ০.২৫ ভাগ (Chase World Information and OECD, উদ্ধৃত হয়েছে *Aramco World*, ১৯৭৯)।

একজন ইসলামপন্থী, যিনি এসব তথ্য বিশ্লেষণ করেন তিনি একটি নীতিগত ও নৈতিক এবং সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক নয় এমন দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সাহায্য করতে পারেন না, কিন্তু বলতে পারেন যে, বিশ্বের ১৫০ টি দেশের PQLI সারণীতে তাদের কিছু সদস্য রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকা তাদের জন্য ন্যায় সংগত নয়। একটু ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায়, গিনি বিসাউ অবস্থান করছে সর্বনিম্নে (১২ পয়েন্ট), আরও রয়েছে নাইজার (১৩), মালী (১৫), আপার ভোল্টা (১৬), মৌরিতানিয়া (১৭), চাদ (১৮), আফগানিস্তান (১৮) এবং সোমালিয়া (১৯)। এ শ্রেণীতে সর্বোচ্চ স্থান অর্জনকারী মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে লেবানন (৭৯), কুয়েত (৭৪), মালয়েশিয়া (৬৬), এবং বাহরাইন (৬১)। (সারা বিশ্বে দেখা যায়, সুইডেন সর্বোচ্চ অবস্থানে ৯৭, এর পরে রয়েছে নরওয়ে, আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, জাপান ও নেদারল্যান্ডস যাদের অর্জন হল ৯৬)। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে ইসলামী সংহতি বর্ধিতকরণের মাধ্যমে আংশিকভাবে এ বৈষম্য সংশোধনের একটি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, যা বর্তমান মুসলিম সরকারগুলোর বিদ্যমান সামাজিক অবস্থানে প্রতিফলিত হয়েছে।

'সরীসৃপের গর্ত' থেকে বের হবার উপায়

সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম দেশসমূহের কিছু নেতা উপলব্ধি করেছেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হবার ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হল সবাই একত্রে একটি ব্লক হিসেবে কার্যকর

www.pathagar.com

থাকা। কিছু কার্যাবলী যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়ই, এ নির্দেশনায় এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৭১ সালের মে মাসে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রতিষ্ঠা, যার প্রধান কার্যালয় সৌদি আরবের জেদ্দায়, ছিল মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ইসলামী সংহতি বর্ধিতকরণের জন্য, পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আই. ডি. বি.) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর সদস্য রাষ্ট্র ও সারা বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য। আই. ডি. বি.-র উদ্দেশ্য হল জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং ইসলামী *শরীয়াহ্*-র মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে কিছু অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়া। তাই, এটি অনমনীয় মুসলিম মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করে এবং যা অন্যান্য ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ, এটি কোন সুদের ব্যবসা বা আরোপিত সুদ ভিত্তিক কোন লেনদেনের সাথে যুক্ত নয়, এটি উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে তাদের মধ্যে সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহণ পূর্বক সাহায্য করার উপর প্রাধান্য দেয়। জেদ্দাভিত্তিক আই. ডি. বি.-র রয়েছে ৩০ টি মুসলিম সদস্য রাষ্ট্র। এর ঘোষিত মূলধন $ এক বিলিয়নের অধিক, যার প্রায় ৯০ ভাগ অবদান হল আরব দেশগুলোর, যার মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, লিবিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কুয়েত[৪৯]।

১৯৭৬ সালে এর আর্থিক লেনদেন শুরু হয়। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আই. ডি. বি. $ ৫৩.৬ মিলিয়নের বিভিন্ন ধরণের প্রকল্পে সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে কাজ শুরু করে। এটি মালয়েশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের উন্নয়নে পরোক্ষভাবে $ ৫.৭ মিলিয়ন ডলারের অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া, এটি $ ৭১ মিলিয়ন ডলারের বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ সুবিধা প্রদান করে। ১৯৭৬-৭ সালে আই. ডি. বি. বিভিন্ন দেশকে তাদের প্রয়োজনীয় আমদানীযোগ্য পণ্য ক্রয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে $ ৫০.৫ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক সুবিধা দেয়। এবং ১৯৭৮ সালের মধ্যে, তেরটি দেশে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেয়া শুরু করে যার পরিমাণ ছিল $ ১৯.৭ মিলিয়ন ডলার, অর্থায়িত করে দু'টি লিজিং কোম্পানীকে এবং বাংলাদেশের জন্য একটি কার্গো জাহাজ ক্রয় ও তুর্কীর জন্য একটি ট্রাক্টর প্লান্টেও অর্থায়ন করে। আটটি বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকটি সহায়তা করে, যার পরিমাণ ছিল $ ২৬.৮ মিলিয়ন ডলার এবং জর্ডানে একটি রিফাইনারী স্থাপন ও দুবাইতে একটি আবাসন প্রকল্পে সহায়তা দিতে সম্মত হয়, যার প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ছিল $ ৩০০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে, আই. ডি. বি. ১০৩ টি প্রকল্পে অর্থায়ন করে, যার পরিমাণ ছিল $ ১৮০ মিলিয়ন (*Aramco World*, ১৯৭৯:২৭)। সংক্ষেপে অবকাঠামোগত শিল্প প্রকল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচিগুলোতে একটি সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আই. ডি. বি. ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন করে। অন্য কথায়, একজন পাশ্চাত্য পরিদর্শকের মতে, আই. ডি. বি. 'হল একটি প্রধান সাফল্য গাঁথা, এবং ব্যাংক ব্যবস্থায় সহযোগিতার বিষয়টি মনে হয় অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়েও অধিক অগ্রবর্তী' (Sisley, ১৯৭৯:৭২)।

www.pathagar.com

আই. ডি. বি. ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাব বিস্তারকারী আর্থিক সংগঠনসমূহ হল, Kuwait Fund to Arab Economic Development[৫০] (১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত), The Saudi Fund for Development[৫১] (১৯৭৪ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত), The Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development[৫২] (১৯৭১ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত), The Arab Fund for Economic and Social Development[৫৩] (১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত), The Arab Fund for Economic Development in Africa[৫৪] (১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত), এবং OPEC Special fund[৫৫] (১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত)। এসব সংগঠন কর্তৃক প্রদেয় অর্থ বিদেশী সাহায্যের সার্বিক বিস্তৃতিকেই সংযুক্ত করে ফেলে এবং তা শুধু মুসলিম দেশেই নয়, বরং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য গরীব রাষ্ট্রগুলোতেও তা প্রেরিত হয়[৫৬]। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সালের মধ্যে The Saudi Fund for Development-র ঋণ প্রদানের আওতা ছিল ২৪টি দেশে, যার মধ্যে ছয়টি ছিল অমুসলিম দেশ।

যুবরাজ Muhammad al–Faisal-র শক্তিশালী কার্যাবলীর মাধ্যমে মুসলিম এবং অমুসলিম সব দেশেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার মানসে তার চেয়ারম্যানশীপে গঠিত হয় The International Association of Islamic Banks। এ সংগঠন এছাড়াও সমন্বয় সাধন করে বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকগুলোর সকল প্রচেষ্টাকে, যেমন মিশরের Naser Social Bank (১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত), সৌদি আরবের জেদ্দায় Islamic Bank for Development (১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত), The Islamic Bank of Dubai (১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত), Faisal Islamic Bank of Egypt (১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত) এবং The Islamic Bank of Jordan for Finance and Investment (১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত)। আরও আটটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় রয়েছে বাহরাইন, লুক্সেমবার্গ, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, পাকিস্তান, মরক্কো, পশ্চিম জার্মানী এবং মালয়েশিয়াতে। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় জেদ্দাতে, International Association of Islamic Banks এবং King Abdul Aziz University-র যৌথ উদ্যোগে[৫৭]। এতে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অনেক লেকচার ও আলোচনা অনুষ্ঠান হয় এবং কিভাবে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ ব্যবস্থার বাস্তব প্রচলন করা যায় তা নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়। বিভিন্ন স্থানের অধ্যাপকবৃন্দ, ব্যাংক ম্যানেজার ও অফিসারবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের লোকজন এতে অংশগ্রহণ করেন।

The Islamic Solidarity Fund যা ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামী সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হল অর্থায়নের অন্য একটি প্রধান উৎস। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তি, ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্বলিত সমস্ত কর্মসূচিগুলো অর্থবহ করার জন্য এটি গঠিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার ৬০ ভাগ কর্মকাণ্ডই অর্থনৈতিক ধরনের (Sisley, ১৯৭৮:১৮)। যদিও এর মূলধন ছিল মাত্র $ ৬৪ মিলিয়ন ডলার, ১৯৭৯-

www.pathagar.com

৮০ সালে এটি সারা বিশ্বের ২৪৪টি ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে সহযোগিতা প্রদান করে।

অন্যান্য সহযোগিতামূলক সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের করাচীতে প্রতিষ্ঠিত Islamic Economic Chamber (১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত); The Statistical and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRTCIC)[৫৮] যা তুর্কীর আংকারায় অবস্থিত; ঢাকাতে Vocational Training Centre; এবং শীঘ্রই মরক্কোতে শুরু হতে যাচ্ছে Islamic Centre for Development and Trade। তাছাড়াও পাকিস্তান থেকে একটি প্রস্তাবনা রয়েছে একটি Islamic Investment Fund গঠন করার এবং Muslim World League থেকে প্রস্তাবনা রয়েছে European Common Merket এর আদলে একটি Islamic Common Market গঠন করার, কিন্তু তা হবে একটি নতুন অর্থনৈতিক নির্দেশনা, যা ব্যাপকভাবে ইসলামী মূলনীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে।

এসব কার্যাবলীর সার্বিক লক্ষ্য হল মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সবরকম ট্যারিফ সমস্যা দূরীভূত করা, নকল প্রবণতা প্রতিরোধে প্রণীত পরিকল্পনায় সমন্বয় সাধন, বিনিয়োগ সহজীকরণ এবং শ্রমের মুক্ত বাজার সৃষ্টির নিশ্চয়তা বিধান ও সদস্যরাষ্ট্র গুলোর মধ্যে সুদূরপ্রসারী সমন্বয়করণ। একজন পাশ্চাত্য পরিদর্শকের মতে, Islamic Economic Chamber-র চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এটা হল একটি ব্যাপক রকম বৈচিত্রতা যা তাদের অতিক্রম করতে পারে... এবং এর সাথে আরও অতিক্রম করতে হবে শত বছরের ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাধান্য, যার রয়েছে অনেক দেশের সাথে কিছু বাণিজ্যিক সংযোগ, কিন্তু নতুন আবিস্কৃত প্রতিবেশী দেশের সাথে তা অটুট (Sisley, ১৯৭৯:২২)।

আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা

ইসলামী সংহতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক প্রচেষ্টা ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্ব নি:সন্দেহাতীতভাবে সঠিক নির্দেশনাযুক্ত একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তবে তাতে আংশিকভাবে কিছু ইসলামী মূলনীতির বাস্তবায়ন এবং অনেক মূলনীতি বর্জন করা হয়েছে[৫৯]। একজন ইসলামপন্থীর কাছে, যিনি উন্নয়নের সব ক্ষেত্রেই ইসলামী মূলনীতিগুলোর সমন্বিত প্রয়োগের জন্য প্রচেষ্টা চালান, তাঁর জন্য এভাবে বাছাই করে কোন কৌশল প্রয়োগ করা ক্ষতিকর, তা অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক যাই হোক না কেন।

যাহোক, কিছু মুসলিম ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামী মূলনীতিগুলো খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রয়োগ করতে ও তার বাস্তব ব্যবহার নিশ্চিত করতে চেষ্টা করেন। পূর্বের আলোচনা মতে, এ রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির মুক্ত বাজার পদ্ধতি থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি পর্যন্ত (সারণী ৪.২)। এসব প্রস্তাবনা ইসলামী পরিভাষায় দ্বিতীয় সর্বোৎকৃষ্ট উপপাদ্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত, যা নিম্নের বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে, যেমন 'যা সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হতে পারে না তা সার্বিকভাবে পরিত্যক্ত

www.pathagar.com

করাও উচিৎ নয়[৬০]। সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিতগণ, যারা এসব প্রস্তাবনার পরামর্শ দেন, তারা এ দৃষ্টিভঙ্গি দেখান যে, ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধসমূহের বিভিন্ন অংশের ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, সুদহীন ব্যাংক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা এ ব্যবহারিক ধারণা তৈরী করেছে যে, এ ধরণের ব্যাংক সুদের লেনদেন ব্যতিরেকেই মুসলিম সমস্যার সমাধান করতে পারবে; এবং ঐ সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা সম্ভাব্যরূপে খুবই সফল এবং মুসলিম দেশগুলোতে খুবই জনপ্রিয়, বিশেষত মুসলিম সাধারণ জনগণের কাছে (কৃষক ও কারিগরদের কাছে)। অন্য কথায়, তাঁরা বিশ্বাস করেন, 'সম্পূর্ণ ব্যবস্থার যে কোন একটি অংশের বাস্তবায়ন সমাজকে নিয়ে আসে সম্পূর্ণ ব্যবস্থার পূর্ণ বাস্তবায়নের সম্ভাবনার খুবই কাছাকাছি' (as-Sadr, ১৯৭৪:৬)। তাই তাঁদের মূল যুক্তি, ইসলামপন্থীদের মত নয়, তাদের মতে একটি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে একটি পদক্রমিক কৌশলের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা একটি ইসলামী পরিবেশে অনেকগুলো সুদমুখী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের কোন সমস্যা হতে দেখেন না।

ইসলামপন্থীগণ কমপক্ষে দু'টি কারণে এসব অনুমান করেন না। প্রথমত যতদিন তারা একটি অনৈসলামিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায়[৬১] (সারণী ৩.১) অবস্থান করবে, ততদিন এসব প্রকল্প বর্জিত হতে পারে বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা তার ধারা পরিবর্তন হতে পারে, যে রকম কিছু মুসলিম দেশে বর্তমানে ঘটছে। সর্বোচ্চ, এসব প্রস্তাবনা একটি ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার চেয়ে রাজনৈতিক বৈধতা ও সংবর্ধনের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হবে। দ্বিতীয়ত, যদি একটি সমাজ ইসলামকে একটি ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করুক বা সামাজিক সম্পর্কের কোন বিষয় হিসেবে গ্রহণ না করুক, বিশ্বে আংশিক বাস্তবায়নের সবটুকুই এভাবে গ্রহণ করে নেয়ার মানসিকতা ছাড়া ঐ সমাজকে ইসলামী সমাজে পরিণত করার ক্ষেত্রে কোনরূপ রূপান্তর আনতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, 'বিশ্বের যে কোন সমাজেই অনেক ইসলামী উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় তা সাম্যবাদী, পুঁজিবাদী বা গতানুগতিকভাবে মুসলিম যাই হোক না কেন, এসব উপাদানের উপস্থিতি এসব সমাজকে ইসলামী সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না'[৬২] (Kahf, ১৯৭৮:৯১)।

ইসলামপন্থীগণ (নব্য-ঐতিহ্যবাদীগণ) আমাদের মডেলে ভালভাবে অবগত থাকেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছাড়া কোন ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, তৃতীয় অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামপন্থীগণ উপলব্ধি করেন যে, খণ্ডিত ব্যবস্থা এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সুফল বয়ে আনতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে এর সফলতার জন্য কোন রাজনৈতিক নিশ্চয়তা নেই। তাই ইসলামপন্থীদের সর্বশেষ লক্ষ্য হল, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবে গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য সব কাজ করে যাওয়া।

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে ইসলামপন্থীগণ ভিন্ন রকম পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কাজ করবেন, যা তাদের লক্ষ্যকে অর্জন করতে বাধা সৃষ্টি কিংবা সহায়তা করতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্টে [চিত্র ৩.ক.১] দেখানো হয়েছে, ইসলামপন্থীগণ তাদের লক্ষ্যার্জনে নিম্নের যে কোন একটি বাস্তবায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন: প্রবেশ, বিরোধিতা ও

www.pathagar.com

প্রত্যাহার, সমন্বিতকরণ। অবশ্যই, এসব পদ্ধতির ব্যবহার নির্ভর করে তাঁরা যে পরিবেশে কাজ করছেন তার সার্বিক শক্তি ও পরিস্থিতির উপর।

প্রবেশ

as-Sadr ও an-Najjar এবং অন্যান্য আরও অনেক পণ্ডিতগণ প্রবেশের মত কৌশলের পক্ষে মতামত দিয়েছেন, আর তা হল বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রবেশ এবং এমন একটা প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থায় কাজ করা, যাতে বিদ্যমান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করা যায়, কিংবা বিকল্প হিসেবে একটি ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইসলামী ব্যাংকের তত্ত্ব ও বাস্তব রূপায়নের একজন অগ্রদূত অধ্যাপক an-Najjar প্রাধান্য দিয়েছেন মুসলিম দেশের বিদ্যমান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার কার্য শুরু করার উপর। তিনি বিশ্বাস করেন যে, একাজ করে তিনি একটি সার্বিক ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়নের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপটাই নিচ্ছেন। M.O. Zubair অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করা, পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন না-সূচক প্রভাব থাকলে তা থেকে উত্তরণের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ ও গুণগতমান বাড়ানো এবং এরকম আরও অন্যান্য অনেক কাজের জন্য একটি অনৈসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে একটি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণের ক্ষেত্রে পদক্রমিক আন্দোলনকে প্রাধান্য দিয়েছেন[৬৩]।

একই দলের মতে, প্রবেশের অন্য ধরণটি বাস্তবে রূপ নিতে পারে মুসলিম রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে থেকে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশ, যেখানে ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কোর্স উপস্থাপন করে তা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং গণমাধ্যমে প্রবেশ।

অন্যদিকে Maulana Maududi, A Nafisi, Sulayman Nyang এবং Abolhassan Bani-Sader-র মত পণ্ডিতগণ অন্য আরও অনেকের মত যুক্তি দেখান যে, ইসলামী উন্নয়নের পূর্বশর্তই হল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, সে উন্নয়ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত যাই হোক না কেন। তাই, তাঁরা অনুভব করেন যে, গোটা ব্যবস্থাপনায় প্রবেশের প্রভাব হতে পারে সীমিত এবং তা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত হবে না। এটি আমাদেরকে বাস্তবায়নের দ্বিতীয় পদ্ধতির দিকে নিয়ে যায়।

বিরোধিতা ও প্রত্যাহার

বিরোধিতা হল ইসলামী অর্থনৈতিক লক্ষ্যাদি বাস্তবায়নের বা অন্তত: অর্থনৈতিক নীতিমালাগুলোর *বর্তমান অবস্থা* সংরক্ষণ করার একটি বিকল্প পদ্ধতি। এটি প্রকাশ পেতে পারে প্রকাশ্য কিংবা গোপনে। প্রকাশ্য বিরোধিতা হল বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকাশ্যে খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করা এবং তা হতে পারে কোন গণমাধ্যম দ্বারা, যদি তা রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, বা প্রকাশনা, বক্তব্য প্রদান, কনফারেন্স দ্বারা এবং অন্য কোন উপায়ে। অধিক সূক্ষ্ম ও গোপনে, অপ্রকাশ্য বা গোপন বিরোধিতা হতে পারে কতগুলো একই প্রকার বেনামী কার্যাবলীর মাধ্যমে।

www.pathagar.com

বিরোধিতার অন্য একটি ধরণ হল প্রত্যাহার, যা বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জনের মাধ্যমে করা হয়। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে থেকে গোটা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করার মাধ্যমে খুব সহজে করা যায়। এরকম একটি বর্জনের উদ্দেশ্য হল বিদ্যমান ব্যবস্থাকে আরও অধিকতর নমনীয় করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিরোধিদের প্রস্তাবনা থেকে নতুন কিছু অর্থনৈতিক কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত করার প্রচেষ্টা চালানো। অন্য দিকে, বর্জন ভিন্নভাবে প্রবাহিত হতে পারেঃ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তাদের বিদ্যমান অর্থনৈতিক কর্মসূচিগুলোর গতি আরও ত্বরান্বিত করে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। এটা ঘটেছিল মিশরে Nasser-র শাসনামলে, যখন মুসলিম ব্রাদারহুদ আন্দোলন প্রকাশ্যে Nasser -র আরব সমাজতন্ত্রকে একটি অর্থনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে বিরোধিতা করেছিল।

সমন্বিতকরণ

তৃতীয় বিকল্প হল সমন্বিতকরণ। এ পদ্ধতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোর চেয়ে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোতে অধিক কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। তথাপি, সমন্বিতকরণ বাস্তবে রূপ পেতে পারে শুধু তখনই, যখন ইসলামী মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী আর্থিক শক্তি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরব, যা মুসলিম বিশ্বে একটি আর্থিক শক্তি, একাজটি চালিয়ে নিতে সক্ষম। যদি একটি দেশের রাজনৈতিক এলিট ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণ সম্পূর্ণভাবে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যবোধ ও সুবিধাবলী সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হন, তবে তাঁরাই পারেন খুবই কম সময়ের মধ্যে অনৈসলামিক আচরণগুলো পরিবর্তন করতে।

সারাংশ ও উপসংহার

বর্তমান মুসলিম বিশ্ব এক ব্যাপক অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে এবং তাদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার জন্য দরকার 'একটি উদ্ধারকারী মিশন'। এ অবস্থা দ্রুত কিন্তু চিন্তাযুক্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আছে। মুসলিমদের একটি পছন্দকে বেচে নিতে হবে, পছন্দগুলো হল নির্ভরশীলতার বর্তমান পথে চলমান থাকা কিংবা এসব কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য তাদের দেশজ নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। প্রায়োগিক বিবেচনায়, তাদের নির্ভরশীলতার বর্তমান চিত্র, তাদের জন্য কি সঠিক কিংবা এমনকি মুসলিম বিশ্বের জন্য তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য, যাদের রয়েছে বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৬০ ভাগ পেট্রোলিয়াম ও টিন, ৫০ ভাগ তুলা, ৩৩ ভাগ রাবার, ৩০ ভাগ গাছ এবং ২০ ভাগ ভোজ্য তেল[৬৪] ?

লেখকের প্রগাঢ় বিশ্বাস যে, এসব নির্ভরশীলতা, শোষণ, দারিদ্রতা এবং অসমতা অতিক্রম করতে ইসলামী *উম্মাহ্*-র রয়েছে প্রয়োজনীয় সব সম্ভাব্য গুণাবলী, যার মাধ্যমে অতি নিকট ভবিষ্যতে এটি অর্থনৈতিক ঐক্যের একটি দর্শনীয় পদ্ধতি ও শক্তি হিসাবে বিশ্বে দাড়াতে পারে। তাছাড়াও, ইসলামপন্থীদের নিকট পরিলক্ষিত হয় যে, এসব মূলধন

www.pathagar.com

ও মানবসম্পদের সাহায্যে ইসলামী জনগণ তাদের নিজস্ব মৌলিক শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যাতে উৎপাদিত হবে তাদের উন্নয়ন লক্ষ্যমালার সাথে সংগতিপূর্ণ সব পণ্য ও সেবা সামগ্রীর। এটি হতে পারে শুধু তখনই যখন ইসলামী মূল্যবোধগুলো, পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের থাকবে পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তর্দৃষ্টি। সর্বশেষ বিশ্লেষণের জন্য, উন্নয়নের পাশ্চাত্য ধারণার প্রতিমূর্তির উপর ইসলামী ধারণার শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে এ সত্যে যে, ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবল ইচ্ছা শুধুমাত্র মানুষের দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সমস্যা থেকেই জাগ্রত হয় না, বরং তা পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ প্রবর্তনের ঐশী ইচ্ছা থেকে আরও বেশী জাগ্রত হয় (Mannan , ১৯৭৯:৫০)

চতুর্থ অধ্যায়ের টীকা

১. এসব পরিসংখ্যানিক উপাত্তের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, 'উন্নয়ন পরিমাপ ও নির্দেশকের' গোটা ধারণাই বিভিন্নভাবে সমাজ বিজ্ঞানের পন্ডিতদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন GNP দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতির সংখ্যাত্মক দিকটি পরিমাপ করা যায়, তবে 'এটি কোন উত্তম পরিমাপ নয়, বস্তুত, পরিমাপের হার কিংবা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার একত্রিত স্তর, যার উপর টেকসই উন্নয়ন নির্ভর করে' সেক্ষেত্রে আদও এটি কোন পরিমাপ নাও হতে পারে। দেখুন (Morris David Morris, লিখিত *Measuring Condition of the World's Poor: The Physical Quality of life Index*, New York, Pergamon Press, ১৯৭৯, পৃ. ১৬)।

অন্যান্য পণ্ডিতদের গবেষণা, যেমন McGranahan *et al* (১৯৭২), Adelman এবং Morris (১৯৭১) এবং Chenery Syrquin (১৯৭৫) একই নির্দেশনায় কৃত প্রচেষ্টা। এসব গবেষণা বিভিন্নভাবে পার্থক্য মণ্ডিত, কিন্তু, 'এগুলো উন্নয়ন (পরিবর্তন) পরিমাপের প্রচেষ্টার দিক দিয়েই শুধু একই তা নয়, বরং অনুমানের দিক দিয়েও একই রকম, তাদের অভ্যাগমের দিক দিয়ে মৌলিক অর্থাৎ এরা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ইঙ্গিত করে একটি 'স্বাভাবিক' বা Optimal মিথস্ক্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে যা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং (Adelman Morris-র গবেষণার ক্ষেত্রেই শুধু) রাজনৈতিক চলকগুলোর মধ্যে ক্রিয়ারত' (পূর্বোক্ত)

এভাবে, যেহেতু পাশ্চাত্যের ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'উন্নয়নের' সংজ্ঞা ও বিষয়গত দিকে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, তাই এসব উপাত্ত খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। এসব উপাত্ত এখানে আলোচনা করার কারণ হল, পাঠকদের এ বিষয়টি জানানোর জন্য যে, যখন মুসলিম দেশগুলো পাশ্চাত্য মডেল ব্যবহার করে, তখন তার মূল্যায়ন করা হয় তাদের নিজস্ব পরিমাপ ও পদ্ধতি দ্বারা। যে কোন ইসলামী পরিমাপ দ্বারা অবশ্যই উন্নয়নের 'নৈতিক', 'নীতিগত' এবং আধ্যাত্মিক ফলাফল পরিমাপিত হওয়া

www.pathagar.com

উচিত। এ গুরুত্বপূর্ণ দুরূহ কাজটি রাখা হয়েছে সেসব ইসলামপন্থীদের জন্য যারা গণিত, পরিসংখ্যান, এবং সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ বিদ্যায় পারদর্শী। তাই, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি কেউ মনে করেন যে, তিনি তাঁর পরিবেশে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকভাবে নিরাপদ নন ও হুমকিতে আছেন, তবে ধরে নিতে হবে ঐ সমাজ উন্নয়নগামী নয়, যদিও ঐ সমাজের GNP, মাথাপিছু GNP, বা PQLI-র হার উচ্চতর মাত্রায় বর্তমান থাকে।

২. একজন জিজ্ঞাসা করেন যদি পুঁজিবাদ এবং/বা সমাজতান্ত্রিক (মার্ক্সবাদ) মতবাদের পিছনে শক্তিশালী বা বিশ্বশক্তি যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং USSR (এবং কমগুরুত্বের সাথে পশ্চিম ইউরোপ ও চীন)-র সহযোগিতা না থাকত তবে তাদের ক্ষেত্রে কি ঘটত তা বলা মুশকিল ।

৩. Jacques Austruy উপসংহার টেনে বলেন:

> ভবিষ্যত কারও জন্যই নয়, এবং এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল, এটা চিন্তা করা যেমন সহজাত তেমনি বোকামী যে, মানব উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের নেশা যুব সমাজের পতনের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। মুসলিম অর্থনীতির আবির্ভাব এখন এমনভাবে শুরু হয়েছে যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি মনস্তাত্বিক ও সামাজিক নৈতিকতার উপর আবশ্যিকভাবে নির্ভর করে না যা বর্তমান বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করে আছে এমন দু'টি পদ্ধতিতে বিদ্যমান ।

দেখুন তাঁর নিবন্ধ, 'Islam's key Problem -Economic Development', যা প্রকাশিত হয়েছে, *The Islamic Review and Arab Affairs*, ৫৬, -তে (মে-জুন ১৯৬৮), পৃ. ৮।

৪. উদাহরণস্বরূপ, দেখুন Abraham L. Udovitch লিখিত গ্রন্থ, *Partnership and Profit in Mediaval Islam,* Princeton, Princeton University Press, ১৯৭১ এবং 'Commercial Techniques in Early Mediaval Islamic Trade', যা প্রকাশিত হয়েছে S.D. Richards কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ *Islam and the Trade of Asia* -তে, Philadelphia, Univeristy of Pensylvania Press, ১৯৭১, পৃ. ৩৭-৬২। পরবর্তীটিতে তিনি আলোচনা করেন কিছু ইসলামী দৃষ্টিতে তৈরী পদ্ধতির যাতে মধ্যযুগের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, যা প্রকৃতই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য দরকারী। একই বইতে একটি নিবন্ধে Maxime Rodinson বর্জন করেছেন S.D. Goitein-র গবেষণাকর্মকে, যার শিরোনাম 'Le Marchand Musulman'।

একজন অমুসলিম পণ্ডিতের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চমৎকার একটি ব্যাখ্যার জন্য, দেখুন Prof. Jacques Austruy লিখিত নিবন্ধ

www.pathagar.com

মালা, যার শিরোনাম, 'Islam's kcy Problem– Economic Development' যা প্রকাশিত হয়েছে, *The Islamic Review and Arab Affairs*-এ (যথাক্রমে ৫৫, ৫৬, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৬৭; জানুয়ারি ১৯৬৮, পৃ. ৩৪-৮, ৪০; ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৬৮, পৃ. ৩০-৩; এপ্রিল ১৯৬৮, পৃ. ২৭-৩১; মে-জুন ১৯৬৮, পৃ. ৫-১১)। তিনি তাঁর গবেষণাকে বর্ণনা করেছেন "তৃতীয় সমাধানের" কিছু ভাবনা হিসেবে যা অতি আগ্রহের সাথে তৃতীয় বিশ্ব (ইসলাম) প্রত্যাশা করে, একটি আশা যা মার্ক্সবাদ কর্তৃক প্রবর্তিত সাবলীল মানবসম্মতকরণ ধারণার পরিত্যক্ত হওয়ার বাইরে রয়েছে তা এখনও এর বন্ধনকে ধরে রেখেছে।

আরও দেখুন Jacques Austruy লিখিত, *Al-Islam wal Tanmiyah al-Iqtisadiyah* [ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন], ফ্রেঞ্চ ভাষা থেকে অনুবাদ করেন, Nabil S. al-Tawail, দামেস্ক, দার আল ফিক্‌র থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৫. তালিকাটি অসীম, কিন্তু তাতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে Charles Issawi, James Heaphy, Shlomo Avineri, Etienne Lamy, S.D. Goitein, Harold W. Glidden, এবং Manfred Halpern। এসব পণ্ডিতদের সবাই আলোচিত হয়েছেন এবং Ahmad Haffar তাঁদের কর্ম বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর বহুল তথ্য সমৃদ্ধ ও সুচিন্তিত নিবন্ধ, 'Economic Development in Islam in Western Scholarship' এ যা প্রকাশিত হয়েছে, *Islam and the Modern Age,* vi, নং ২, ৩ (মে-আগষ্ট ১৯৭৫, যথাক্রমে পৃ. ৫-২২ এবং ৫-২৯) এ।

ঐ তালিকার অন্যান্য পণ্ডিতগণ হলেন David McClelland (১৯৬৭), Daniel Lerner (১৯৫৮), এবং Claud K. Sutcliffe (১৯৭৫)।

৬. ইসলাম ও উন্নয়ন সংক্রান্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যের এক জরীপে দেখা যায় যে, এমন কি তা শিক্ষার ক্ষেত্রেও, সব আলোচনা করা হয়েছে সাধারণ গুরুত্বের কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে। অনেক পাশ্চাত্য লেখক ইসলামকে দেখেন একটি 'অদৃষ্টবাদী' ধর্ম হিসেবে, যা তাঁর অনুসারীদেরকে উদ্ভাবন ও ঝুঁকি গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। 'অদৃষ্টবাদের' এ ধারণা তাঁর কিছু অনুসিদ্ধান্তের সাথেও সংযুক্ত, যা মুসলিমগণ 'অর্জিত প্রেষণা'-র ধারণা বিষয়ে অভাব বোধ করে কি না সে সংশ্লিষ্ট। দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, J. D. J. Waardenburg লিখিত, 'Notes on Islam and Development' যা প্রকাশিত হয়েছে, *Exchange* এ, Netherlands, ১৯৭৩, পৃ. ৩-৪৫; Alfian লিখিত, 'Religion and Problems of Economic Development in Indonesia', প্রকাশিত হয়েছে *Indonesia Magazine* নং ৯ এ (১৯৭১) পৃ. ১৬-২৬; Clifford Geetry লিখিত, 'Modernization in a Muslim Society: The Indonesian Case', প্রকাশিত হয়েছে, *Religion and Progress in Modern Asia* গ্রন্থে, Robert Bellah, New York, The Free Press, ১৯৬৫, পৃ. ৯৩-১০৮; Maxime Rodinson লিখিত, *Islam and Capitalism* গ্রন্থটি যা, London, Allen Lane,

www.pathagar.com

থেকে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

ধর্ম এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল্যায়নের উপর সাম্প্রতিক একটি মাঠ পর্যায়ের গবেষণার জন্য, দেখুন Irma Adelman and Cynthia T. Morris লিখিত, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, Stanford University Press থেকে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৩৮-৯ (তারাও ইসলামকে 'অদৃষ্টবাদী' ধর্ম বলে বিবেচনা করেন)।

এ অভিযুক্ত 'অদৃষ্টবাদ' সম্পর্কে বিপক্ষ যুক্তির জন্য, দেখুন Sami Zubaida লিখিত একটি উত্তম নিবন্ধ, 'Economic and Political Activism in Islam', প্রকাশিত হয়েছে *Economy and Change*, I, নং ৩ (আগষ্ট ১৯৭২) পৃ. ৩০৮-৩৮। Zubaida যুক্তি দিয়েছেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীকার ও আধিপত্য অর্জনের ক্ষেত্রে মুসলিম শহরগুলোতে ধনী শ্রেণীর ব্যর্থতা, নিষ্ক্রিয়তা ও জড়তার প্রতি আকৃষ্ট কোন ধর্মীয় আচরণের ফলশ্রুতি নয়, বরং এ শ্রেণীর অবস্থানের কারণে সৃষ্ট ফলাফল, যা রাষ্ট্র ও আধিপত্য বিস্তারকারী সামরিক শ্রেণীর সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে সৃষ্ট।

আরও দেখুন Mansfield লিখিত, *The Arabs*, প্রকাশিত হয়েছে Middlesex, Penguin থেকে ১৯৭৮ সালে, পৃ. ৯৫-১০৫। ইসলাম ধর্মে এমন কোন উপাদান আছে কিনা যা অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এমন প্রশ্নের জবাবে Mansfield বলেন (পৃ. ৯৫): 'এ প্রশ্নের উত্তর যেভাবে একে পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান জগতে অনুমোদন দেয়া হয়েছে, তা থেকে অনেক কম আলোচিত হয়েছে। মুসলিমদের অদৃষ্টবাদ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাধার কারণ হতে পারে, এ সম্পর্কিত চেতনাগত কয়েকটি সাধারণীকরণ হল... অতি সম্প্রতি এটি মনে করা হচ্ছে যে, মহিলাদের গোপনীয়তা আধুনিক শিল্পায়িত অর্থনীতির মুসলিম দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক প্রকার অদৃষ্টবাদী বাধা হিসেবে পরিগণিত, যা ব্যাপকভাবে তাদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল'। তিনি অদৃষ্টবাদী সমর্পণকে একমাত্র আচরণ হিসেবে বৈশিষ্ট্যায়িত করেন, যাকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জনগণ অর্থনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার ফলাফল বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, এভাবে এটি আরব প্রদেশগুলোতে প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

শেষত, একজন ব্রিটিশ মুসলিম অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন: 'মুসলিমদের অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এবং লিখিত হয়েছে সে সব সত্ত্বেও, শব্দটির সাধারণভাবে গৃহীত অর্থের কারণে ইসলাম অদৃষ্টবাদী ধর্ম নয়। এটি আবশ্যিকভাবে ক্ষতি করতে পারে এমন কোন শর্তাবলী গ্রহণ করতে মানুষকে আদেশ করে না, বরং তাকে নির্দেশ দেয় অগ্রগতির প্রচেষ্টা বর্জন না করতে' (Pickthall, n. d.: ৪২-৩)।

কোরানের অনেক আয়াত ও মহানবী (স.)-র অনেক বাণীতে অদৃষ্টবাদ বিরোধী কথাবার্তা প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন:

www.pathagar.com

> ... আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন না করে, যা তাদের অন্তরে রয়েছে; (কোরান, সূরা ১৩: আয়াত ১১)

এবং মুসলিমগণ আবু সাঈদ আল-খুদরী বর্ণিত নিম্নোক্ত *হাদীস*টির সাথে সম্পর্কিত:

> তোমাদের কেউ যখনই কোন মন্দ কাজ হতে দেখ, তখন নিজ হস্তে তা দমন করতে চেষ্টা কর; এবং যদি তা দমন করতে না পার, তবে তা মৌখিকভাবে দমন করতে চেষ্টা কর; যদি তাতেও না হয়, তখন অন্তর দিয়ে তাকে ঘৃণা কর; এবং এটাই হল বিশ্বাসের সবচেয়ে দুর্বলতম দিক। (*আন-নাওয়াঈ-র চল্লিশ হাদীস*, ১৯৭৭: ১৯০)

৭. কিছু মুসলিম ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একইভাবে বলেন যে, অনেক মুসলিম দেশই, যদিও অনেকেই নয়, আজকাল তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় তাদের পূর্বের উপনিবেশিক প্রভুদের মডেলকেই অনুসরণ করছে। কেউ কেউ এমনকি বিদেশী সাহায্যও কামনা করে তবে তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে, উপনিবেশিকতার নতুন একটি কাঠামোর মতো: উন্নত জাতিসমূহ উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও কৌশল "বিনিময়ের" পুরাতন উপনিবেশিক নীতমালা অনুসরণ করে, যার মূল্য ছিল স্থিরভাবে উর্ধ্বগতির দিকে, কাঁচামালের জন্য যার মূল্য কমানোও ছিল সাধারণ'। (Sardar, ১৯৭৯)

৮. এটা আনন্দের সাথে বলা যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যের এবং উত্তর আফ্রিকার দশটি মুসলিম দেশের (বাহরাইন, ইরান, ইরাক, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর ও লিবিয়া) রয়েছে সর্বমোট ৫১৬.৭ বিলিয়ন ব্যারেল তেলের মজুদ ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদন, যা যুক্তরাষ্ট্রের ১লা জানুয়ারি ১৯৮০ সালের উৎপাদনের ১৫২.৮ বিলিয়ন ব্যারেলের চেয়ে বেশী (*The Oil and Gas Journal*, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৯)।

৯. কোরানের অনেক আয়াত কঠোর পরিশ্রমকে উৎসাহিত করে এবং অদৃষ্টবাদ ও নিষ্ক্রিয়তাকে নিরুৎসাহিত করে, উদাহরণস্বরূপ, দেখুন কোরান সূরা ৯: আয়াত ১০৫; সূরা ২৩: আয়াত ১৫; সূরা ৩: আয়াত ১৯৫; সূরা ১৮: আয়াত ৩০, ১১০; সূরা ৬৭: আয়াত ২, ১৫; সূরা ১১: আয়াত ৬১। প্রকৃতপক্ষে '*a'mal*' শব্দটি, যার অর্থ হল কাজ করা, বিভিন্নভাবে কোরানে ৩৫০ বারেরও অধিক উচ্চারিত হয়েছে।

হাদীস গ্রন্থগুলোও মহানবী (স.)-র বাণী ও কর্মের বর্ণনায় ভরপুর, যা অর্থপূর্ণ কাজের ইঙ্গিত দেয় (Huwaidy, ১৯৮০: ৪৪, ৪৭)। একটু ব্যাপক বিশ্লেষণ করলে: 'আল্লাহ্ ভালবাসেন অর্থকর কাজে নিয়োজিত বিশ্বাসীদের' এবং 'আল্লাহ্ তাঁর সেসব বান্দাদের ভালবাসেন যারা এমন একটি কর্ম বেছে নেয়, যার ফলে তার অন্যদের সহযোগিতা দরকার হয় না'। কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে প্রকাশযোগ্য এবং কঠিন পরিশ্রম ও সত্যিকার পরিশ্রমকে উৎসাহিত করার সুন্দর উপায়টি বর্ণিত হয়েছে মহানবী (স.)-র নিম্নোক্ত

www.pathagar.com

*বাণী*তে: 'যদি কেয়ামতের সময়ও হয়ে যায় এবং তোমাদের কারও হাতে তখন একটি (ছোট তাল) গাছ থাকে, তবে তার উচিৎ, আগে গাছটি রোপন করা, এবং যদি তিনি ঐ গাছটিকে পরিচর্যা করার চিন্তা পোষণ করেন, তবে কেয়ামত হবে না তিনি তা রোপন করার আগে, তাই অবশ্যই তার তা করা উচিত'। এ বিষয়ে অনেক লেখা যাবে, কিন্তু কিভাবে *সুন্নাহ্* এ বিষয়টি দেখছে সেম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাবার জন্য, দেখুন Rauf Shalabi লিখিত, *Al-A'mal al-Iqtisadi Min Wujhat Nazar Islamiyyah* [ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক কাজ] (প্রকাশিত হয়েছে দার আল ইতিসাম, কায়রো থেকে ১৯৭৯ সালে); Fahmy Huwaidy লিখিত, 'Mujtama' ashegheelah al-haq' [সত্যিকার পরিশ্রমি সমাজ], প্রকাশিত হয়েছে, *Al-Arabi,* নং ২৬৩ (অক্টোবর ১৯৮০) পৃ. ৪৩-৭; এবং একই লেখকের, 'Ta'mir ad–Dunia Qabla Ta'mir al-Jannah' [স্বর্গের সৃষ্টির পূর্বে এ পৃথিবীর সৃষ্টি], প্রকাশিত হয়েছে, *Al Arabi* নং ২৬২ (সেপ্টেম্বর ১৯৮০) পৃ. ৩৭-৪১।

১০. এক সময়ের ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পণ্ডিত Roger Garaudy বলেন যে, মুসলিম দেশের উচিত তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিজস্ব কোন মডেল এবং পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয়ের সামনে ইসলামী মডেলকে উপস্থাপন করা উচিত যা ব্যাপকভাবে নির্ভর করে আধ্যাত্মিক পাশাপাশি বস্তুগত কল্যাণের উপর। দেখুন তাঁর লিখিত, 'The Fall of Marx: The Occidental Civilization Will Lead to Global Suicide', *Al-Madinah*, নং ৪৬৮৩, (২৯ আগষ্ট ১৯৭৯), পৃ. ৯। Garaudy এক সাক্ষাতকারে বলেন:

> ইরানী বিপ্লবের দিকে নির্দেশ করে যে সমালোচনাই করা হোক না কেন, তার কিছু সত্য এবং কিছু সত্য নয়, আমি বলতে চাই যে, খোমেনী পাশ্চাত্যে প্রচলিত 'উন্নয়ন মডেলকে' মেরামতের স্থানে পাঠাতে বলেছেন... এবং এটা খুবই দরকারী। ঈমান খোমেনী যা করেছিলেন তা তিনি রাজনৈতিক আদর্শের নামে করেননি, বরং করেছিলেন ধর্মীয় বিশ্বাসের নামেই... এবং আমি বিশ্বাস করি যে, 'উন্নয়ন মডেল' কোন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং পাশাপাশি এটা একটি ধর্মীয় বিষয়ও। একটি 'মডেল' পছন্দ করার অর্থ হল যে, আপনি জীবনকেই পছন্দ করছেন... সব উদ্দেশ্যাবলী .. এবং খোমেনী ইরানীদের জীবনকে দিয়েছেন একটি পরিপূর্ণ অর্থ।

আরও অধিক জানার জন্য, দেখুন 'Iranian Revolution and Imam Kkumaini in the Opinion of Roger Garaudy' প্রকাশিত হয়েছে, *Islamic Digest* II, নং ১৯ (জানুয়ারি ১৯৮১) পৃ. ৮০-৮১।

১১. সম্ভবত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইসলামী মডেলকে পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী মডেল থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলক হল এর সম্পত্তির ধারণা। যখন সম্পদ

www.pathagar.com

কোন Continuum এ পৌঁছে, একদিকে (পুঁজিবাদ) বেসরকারী মালিকানা থেকে অন্যদিকে (সমাজতন্ত্র) সরকারী মালিকানায়, সেখানে ইসলাম অবস্থান করে মধ্যবর্তী স্থানে। ইসলাম শুরু করে, তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র এবং মানুষকে স্থান দেয় একজন ট্রাস্টি হিসেবে বা *খলিফা* হিসেবে। যেখানে পুঁজিবাদ বেসরকারী মালিকানার কথা বলে এবং সমাজতন্ত্র সরকারী মালিকানার কথা বলে, সেখানে ইসলাম মালিকানার অধিকার এবং মালিকানার ধারণাটিকে আল্লাহ্‌র মালিকানার বৈশ্বিক বিস্তৃতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বেসরকারী মালিকানা সম্পর্কে ইসলামে নিম্নোক্ত নীতিমালা রয়েছে: (ক) একচেটিয়া নিশ্চিহ্ন হতে হবে; (খ) বেসরকারী মালিকানা বেকারত্ব সৃষ্টির কোন কারণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারবে না, তাই সুদের ব্যবসা ও সুদ নিষিদ্ধ; এবং (গ) বেসরকারী মালিকানা দ্বারা একই সমাজে এমন কোন শ্রেণীর সৃষ্টি করা উচিৎ হবে না যারা অন্য শ্রেণীর চেয়ে অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হবে। অন্য কথায়, বেসরকারী মালিকানা কোন পরিমাপক হবে না, যা দ্বারা ব্যক্তির পদমর্যাদা ও জনগণের জীবন পরিমাপ করা হবে। দেখুন Malik Binnabi লিখিত, *Al-Muslim fi A'lam al-Iqtisad* (অর্থনৈতিক বিশ্বে মুসলিম), প্রকাশিত হয়েছে, Beirut, Dar ash-Shruq, ১৯৭৬ সালে।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে, ইসলামে বেসরকারী মালিকানা নিম্নলিখিত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত:

ক. অল্প কিছু লোকের হাতে সম্পদ আবর্তিত হবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, (কোরান, সূরা ৫৯: আয়াত ৩৭)

খ. *উম্মাহ্* ও ব্যক্তি উভয়ের সম্পদই নিম্নোক্ত উপায়ে বণ্টন করা, (১) *যাকাত*, (২) উত্তরাধিকার আইন, (৩) উইল, (৪) যুদ্ধে প্রাপ্ত ধন সম্পদের উপর একটি অংশের অধিকার গরীবদের দেয়া, এ শ্রেণীতে রয়েছে রাষ্ট্র, জ্ঞাতি সম্পর্কের লোকজন, এতিম, অভাবী এবং ভ্রমণকারী (কোরান, সূরা ৫৯: আয়াত ৭), এবং (৫) সম্পদের মজুদ করা বেআইনী (কোরান, সূরা ৯: আয়াত ৩৪-৫)।

গ. সম্প্রদায়ের গরীবদের সহায়তার জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা এবং এতে অন্যদের উৎসাহ প্রদান করা, এবং এ কাজকে শুধুই দানের কাজ মনে না করে বাধ্যতামূলক মনে করা। কোরানে দানশীলতা ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে ৭৩টি আয়াতেরও বেশী আয়াতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

১২. একটি ব্যাপক আলোচনার জন্য, দেখুন সামাজিক ন্যায় বিচারের উপর Sayyid Qutb লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ, *Social Justice in Islam*, মূল আরবী থেকে অনুবাদ করেছেন, John B. Hardic, New York, Octagon Books, ১৯৭৯ থেকে প্রকাশিত।

১৩. Bedjaoui বর্ণনা করেন, বস্তুত এটা দরকার যে 'এ উন্নয়নের আদর্শের মোকাবেলা

www.pathagar.com

করা, কারণ এটা তৃতীয় বিশ্বের জন্য একটি বাস্তবিক হুমকি স্বরূপ, যাদের সব সময় এ আদর্শ বর্জনের শক্তি নেই এবং তাই তারা স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়নের ঐ মডেলগুলো গ্রহণ করবে যেভাবে শিল্পায়িত সমাজসমূহ তা অনুশীলন করে' (Bedjaoui, ১৯৭০: ৭০)। এমনকি এ হুমকি অধিক সুনির্দিষ্টভাবে গৃহীত হতে পারে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতিতে, যে শক্তি ইসলামী আদর্শকে প্রতিস্থাপিত করতে সক্ষম। তৃতীয় অধ্যায়ে, মুসলিম বিশ্বের খণ্ডিত ও ঐক্যহীন রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্যমান এ ধরণের একটি রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতির কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে যে কোন মুসলিম সমাজে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করা সম্ভব নয়, যদি সেখানকার রাজনৈতিক নির্দেশনা ইসলামী না হয়। এবং Maulana Maududi-র মতে, 'আল্লাহ্‌র *দ্বীন* পূর্ণতা পাবে না, যদি মানুষ একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করে' (Maududi, ১৯৬৯: ১৫৮)।

১৪. পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার কোন চেষ্টাই এখানে নেয়া হবে না। পাঠকদের উক্ত বিবদমান মতবাদদ্বয় সম্পর্কে প্রধান ও সনাতন লেখনীগুলো বিশ্লেষণ করার উপদেশ দেয়া হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতে, Adam Smith, David Ricardo, J.M. Keynes এবং সাম্প্রতিক J. K. Galbraith-র লেখাগুলো সম্ভবত যথেষ্ট। অন্যদিকে, অবশ্যই সমাজতন্ত্র বা মার্ক্সবাদ সম্পর্কে জানতে Marx, Engels, Lenin, Trotsky পাশাপাশি Djilas, Silone, Ricouer, Orwell, Cole এবং অন্যান্যদের লিখিত বিতর্ক ও পুনর্মূল্যায়নগুলোও বিশ্লেষণ করা দরকার। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ ধারণার জন্য আরও, দেখুন Irving Howe সম্পাদিত, *Essential Works of Socialism,* যা New Haven, Yale University Press থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত। Joseph A. Schumpeter লিখিত, *Capitalism, Socialism and Democracy,* তৃতীয় সংস্করণ, New York, Harper Row থেকে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত, যা এর জন্য অন্য একটি প্রয়োজনীয় লেখনী। উভয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণার জন্য (সাম্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ সহ), দেখুন William Ebenstein লিখিত, *Todays Isms,* পঞ্চম সংস্করণ, Englewood Cliffs, N.J., Printice-Hall Inc. থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত।

কিছু মুসলিম পণ্ডিতের এসব চিন্তাধারার বিরোধী অনেক লেখনীও রয়েছে। দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, Khalifah 'Abdul Hakim লিখিত, *Islam and Communism,* Lahore, Institute of Islamic Centre থেকে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত; Mirza M. Hussain লিখিত, *Islam versus Socialism,* Lahore,' থেকে Sh. M. Ashraf প্রকাশ করেছেন ১৯৭০ সালে; A.K. Brohi লিখিত, *Islam in the Modern World,* Karachi, Chiragh-e-Rah Publications থেকে ১৯৬৮ সালে এবং Muhammad Raf-ud-Din লিখিত, *Idelogy of the Future,*

www.pathagar.com

karachi, Din M. Press থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত।

সম্ভবত, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে সবচেয়ে সাম্প্রতিক ও সুন্দর বিশ্লেষণটি হল ইরানের প্রয়াত মুসলিম পণ্ডিত, Ali Shariati লিখিত গ্রন্থটি। তাঁর *Marxism and other Western Fallacies: An Islamic Critique* বইটি পার্সীয়ান ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন, R. Campbell, প্রকাশিত হয়েছে Berkeley, Moran Press থেকে ১৯৮০ সালে, যা একটি শ্রেষ্ঠ লেখনী।

১৫. অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের উপর প্রধান পর্যালোচনা জানার জন্য, দেখুন Oscar Large লিখিত, *Economic Development and International Cooperation,* ১৯৬১ সালে Cairo, Central Bank of Egypt থেকে প্রকাশিত; W. Brus and K. Lasky লিখিত, 'Problems in the Theory of Growth Under Socialism', প্রকাশিত হয়েছে *Problems in Economic Development* গ্রন্থে, E.A.G. Robinson সম্পাদিত, যা ১৯৬৫ সালে London, Macmillan থেকে প্রকাশিত, পৃ. ২১-৫৪; এবং Y. S. Brenner লিখিত, *Theories of Economic Development and Growth,* ১৯৬৬ সালে London, Allen and Unwin থেকে প্রকাশিত, পৃ. ২২৩-৪৭।

১৬. উদাহরণস্বরূপ, দেখুন Kurt Martin and John Knapp সম্পাদিত, *The Teaching of Development Economics*, ১৯৬৭ সালে Parts IA এবং II A, Chicago, Aldine থেকে প্রকাশিত; Gunner Myrdal লিখিত, *The Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations,* ১৯৬৮ সালে New York, Twentieth Century Fund থেকে প্রকাশিত; Paul Streeton লিখিত, *The Frontires of Development Studies*, ১৯৭৩ সালে London, Macmillan থেকে প্রকাশিত; এবং E.F. Schumacher লিখিত, *Small Is Beautiful:' Economics as if People Mattered,* New York, Perennial Library কর্তৃক ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত।

১৭. Peter L. Berger দেখান যে, তৃতীয় বিশ্বে প্রয়োগকৃত উন্নয়নের দু'টি বিবদমান মডেল পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র পরিণত হয়েছে 'উৎসর্গীত পিরামিড' হিসেবে যেখানে পুরোহিতগণ তার পরিচালনা করেন এবং যেখানে জাতিসমূহ উৎসর্গিত হয়। ব্রাজিল ও চীনের মধ্যেকার তুলনামূলক আলোচনায় তিনি দেখান যে, মানব মূল্য পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ের ক্ষেত্রেই এ বিতর্কিত উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সম্পর্কিত নয়, যা উভয় মতবাদেই প্রচার করা হয়ে থাকে। দেখুন, Peter L. Berger লিখিত, *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change,* ch. V. New York, Anchor Press থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত, পৃ. ১৪৯- ৭৯।

১৮. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, Galal Anis লিখিত, *The Modernization of*

www.pathagar.com

Poverty: A Study in the Political Economy of Growth in Nine Arab Countries, ১৯৭৪ সালে Leidan, Brill থেকে প্রকাশিত। এ বইতে দেখানো হয়েছে ইসলামের সাথে প্রকৃত নীতিমালাগুলোর ছিল খুবই ক্ষীণ সম্পর্ক বা কোন সম্পর্কই ছিল না, এর কারণ হল, মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতি ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বের উপনিবেশিক ও তাঁর আগে থেকেই এ বিকৃতি ও অসমতা উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে যা সাধারণভাবেই তাদের অবস্থানকে আরও খারাপতর করেছে (Ahmad, ১৯৭৯: ৭)।

১৯. Jacques Austruy (১৯৬৮: ৮) উপসংহার টেনেছেন তাঁর, 'Islam's Key Problem–Economic Development' নিবন্ধে একটি আশাপূর্ণ নোট দিয়ে:

> ইসলামে অর্থনৈতিক সৃষ্টিশীলতার সুযোগ আমাদের কাছে প্রতিভাব হয় খুবই আশাব্যঞ্জক হিসেবে, এবং একটি প্রকৃত ব্যবস্থা সৃষ্টির ইসলামী প্রচেষ্টা উৎসাহিত করা উচিত। এর কারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্যদের সমালোচনা করা নয়, বা অন্যদের নৈতিকতা শিক্ষা দেবার জন্য নয়, বরং অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় যে, এরূপ অগ্রগতির অন্বেষণে ব্যবহৃত অভ্যাগমগুলোর পদ্ধতির বিভিন্নতা দ্বারা এবং তা এ নির্দেশনায় ব্যাপক পরীক্ষামূলক প্রস্তাবের দ্বারা আবশ্যিকভাবে শর্তযুক্ত। এমনকি, যদি আমাদের নির্দেশিত একটি ইসলামী অর্থনীতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা নেয়া না হয় তবে অনুরূপ প্রচেষ্টা সব ক্ষেত্রেই সুফল বয়ে আনবে, যেহেতু সম্প্রদায়গুলো মানুষের মত অধিক অগ্রবর্তী ও সফল হতে পারে শুধুমাত্র তাদের পারস্পরিক পার্থক্যের কারণে।

২০. ইসলাম পূর্ব যুগে কুরাইশ আরবের উপজাতিগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠদের একটি হিসেবে স্বীকৃত ছিল; ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে এটি আধ্যাত্মিক ও আর্থিক উভয় দিকেই সর্বশ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছিল। মহানবী মুহাম্মদ (স.) এ মহান উপজাতিতে জন্ম গ্রহণ করেন।

২১. মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক এক গবেষণা সফরে কায়রো, ইস্তাম্বুল ও মদীনার পাঠাগারগুলোতে লেখক এসব পাণ্ডুলিপির কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন যা রাজনীতি, প্রশাসন ও অর্থনীতির মত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

এর অর্থ এ নয় যে, অর্থনীতির উপর কোন সাহিত্য নেই। উদাহরণস্বরূপ, M. N. Siddiqui একটি গবেষণা প্রতিবেদনে, সাম্প্রতিক ইসলামী অর্থনীতির সাহিত্য সম্পর্কিত তিনটি ভাষা আরবী, ইংরেজী এবং উর্দূতে লিখিত ৭০০ টি লেখার তালিকা দিয়েছেন। এগুলোর বৃহৎ শ্রেণীতে রয়েছে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সাম্প্রতিক অর্থনীতির ইসলামী সমালোচনা, ইসলামী কাঠামোতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাস।

www.pathagar.com

Muhammad Ncjataullah Siddiqi লিখিত, *Contemporary Literature on Islamic Economics,* যা ১৯৭৮ সালে Leicester, The Islamic Foundation থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৬৯।

২২. ইসলামী অর্থনীতির এক অধ্যাপক Shawky al-Fanjary আমাদের বলেন যে, Dr. Salahuddin Namiq আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের Collcgc of Commerce-র ডীন, আবু ইউসুফ লিখিত বইটি (*Al-Kharaj*) এবং বিংশ শতকে সরকারী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে Profcssor Dalton-র লেখনীগুলোর মধ্যে এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন (al-Fanjary, ১৯৭৯: ৪১)।

২৩. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রাক্তন) ভাইস রেক্টর, Dr. Zaki Mahmoud Shabanah একইভাবে বলেন যে, *The Muqaddimah* গ্রন্থটি *The Wealth of Nations* গ্রন্থটির অনুরূপ। তিনি বলেন যে, বই দু'টি শুধুমাত্র পরিবেশগত ক্ষেত্রেই একটু পার্থক্যমন্ডিত (al-Fanjary, ১৯৭৯: ৪১)

২৪. পূর্বোক্ত।

২৫. ধর্মীয় জীবনে সংযম (*Zuhd*) ধারণাটির অর্থ হল ভোগ থেকে বিরত থাকা। এটি একটি অতি পুরানো ও উঁচু মাপের ধর্মীয় আদর্শ যা 'মানব প্রয়োজনকে কমিয়ে আনে ও তাদেরকে তুষ্ট করার পরিবর্তে সীমাবদ্ধ করে দেয়'। Lcwis বলেন যে পরিহার করার এ গুণটিকে চিন্তা করা হয় মূল্যবোধের আধুনিক পরিমাপে, যা অলসতার মত একটি দোষের দিকে মানুষকে সহজে নিয়ে যায়। উন্নয়নে মূল্যবোধের ভুমিকার উপর ব্যাপক আলোচনার জন্য, দেখুন Bcmard Lcwis লিখিত, 'Islam and Development: The Re-evaluation of Values', নিবন্ধ যা তাঁর *Islam in History* গ্রন্থে ১৯৭৩ সালে London, Alcove Prcss থেকে প্রকাশিত, পৃ. ২৮৯-৩০২।

২৬. Al-Fanjary (১৯৭৯:৪২) এসব মূলনীতির তালিকা দিয়েছেন।

২৭. পূর্বোক্ত।

২৮. সুন্নাহ্র সবচেয়ে বহুল পরিচিত ছয়টি গ্রন্থ মুসলিম আইনজ্ঞদের দ্বারা সঠিক বলে চিহ্নিত, এর সবগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহানবী (স.) -র প্রদত্ত তত্ত্ব ও তার বাস্তব ব্যবহার সম্পর্কিত, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অর্থনৈতিক কার্যাবলী যেমন বাণিজ্যিক লেনদেন থেকে সাধারণ লেনদেন যেমন ওজন ও পরিমাপ করা, এবং সুদের লেনদেনের মত জটিল বিষয়সমূহ।

২৯. এ বইটি মূল আরবী থেকে Muhammad Muhsin Khan কর্তৃক নয়টি খণ্ডে অনূদিত হয়েছে। দেখুন Muhammad M. Khan লিখিত, *The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari,* ১৯৭৬ সালে Chicago, Kazi Publications থেকে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

অন্যান্য অনেক গ্রন্থের মধ্যে *হাদীস*-র অন্য পাঁচটি গ্রন্থ মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে সঠিক বলে বিবেচিত। এসব হাদীস গ্রন্থের সংকলক ও তাঁদের নাম হল (ক) মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম* শরীফ; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান* (মহানবী স. -র প্রথা); (গ) আত-তিরমিজী, *আল-জামী* (পূর্ণ সংগ্রহ); (ঘ) আন্-নাসাঈ, *আস-সুনান*; (ঙ) ইবনে মাজাহ্, *আস- সুনান*। এ ছয়জন পণ্ডিতকে, যাঁরা ইসলামী যুগের প্রথম তিন শতকে জীবিত ছিলেন, হাদীসের কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচনা করা হয় এবং তাঁদের কাজগুলো কোরানের পরে মুসলিম আইনের ভিত্তি ও সূত্র হিসেবে বিবেচিত। তাঁদের গবেষণার সময় তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, সব প্রথাগুলো অবশ্যই চরমভাবে কোরানের বাণীর সাথে সামঞ্জস্য হতে হবে এবং তাঁদের গবেষণায় তাঁরা সেসব প্রথা বর্জন করেন যার সাথে কোরানের বাণীর সামান্যতমও দ্বন্দ্ব ছিল। যেমন, আল বুখারী তাঁর *সহীহ্* (প্রকৃত) গ্রন্থের বেলায় ব্যাপকভাবে মহানবী (স.)-র প্রথাগুলোর সমালোচক ছিলেন এবং ওগুলোর সত্যতার বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন উত্তম বিচারক। তাঁর ভ্রমণের সময় তিনি ৬০০০০০ প্রথার সংগ্রহ করেন, যার মধ্যে মাত্র ৭২২৫ টিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক বলে চিহ্নিত করেন এবং এগুলো তাঁর গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন।

৩০. এসব যথাক্রমে নিম্নোক্ত ক্রমানুযায়ী: Kitab al-Buyu', Abwab ar-Riba, Kitab as-Salam, Kutub al-Qard wal-Rahn, Kitab as-Sulh, Kitab al-Wakalah, Kitab ab-Musaqah wal Mujara'ah, Abwab al-Ijarah, Kitab al-Wadi'ah, Kitab Ihya al-Ard al-Mawat, Kitab al-Ma'adin, Iqta' al-Aradi, Kitab ash-Shuf'ah, Kitab al-Luqtah, Kitab al-Hibah wal-Hadiyyah, Kitab al-waqf, Kitab al-Wasaya wal-Irth, Kitab ash-Sharikah (আরবীতে *Kitab* অর্থ হল 'বই'; *abwab* অর্থ হল অধ্যায়)।

৩১. সম্ভবত ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক স্তম্ভ হল পৃথিবীতে সব মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদদের মালিকানা ঐশী বা আল্লাহ্র। মানুষকে আল্লাহ্ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যদিও তাঁর ক্ষমতা থাকে অকৃতজ্ঞ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ/ বদ হতে পারে (কোরান, সূরা ৩৩: আয়াত ৭২)। এ সত্যটিও এখনও বহমান যে, আল্লাহ্ হলেন সৃষ্টিকর্তা এবং সব সৃষ্টির মালিক এবং তিনি মানুষ সহ তাঁর সব সম্পত্তির ক্ষেত্রে যা ইচ্ছা পোষণ করেন তাই করেন। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল নন কিংবা তাদের ভয়ও করেন না।

কোরানের অনেক আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ পৃথিবীতে সব কিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র ঐশী মালিকানা ও সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে ঘোষণা হয়েছে। দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, নিম্নোক্ত আয়াতগুলো: সূরা ২: আয়াত ১০৭; সূরা ৩: আয়াত ২৬; সূরা ৩: আয়াত ১৮৯; সূরা ৫: আয়াত ১৭, ১৮; সূরা ৫: আয়াত ১২০; সূরা ৭: আয়াত ১৫৮; সূরা ৯: আয়াত ১১৬; ইত্যাদি।

৩২. এমনকি Old Testament-র মতেও ইহুদী ধর্মে সূদের ব্যবসা নিষিদ্ধ। দেখুন Leviticus ২৫:৩৫-৩৭; Psalms ১৫:৫; Proverbs ২৮:৮; এবং Deuteronomy

www.pathagar.com

২৩:১৯-২০, যেখানে নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে:

> তোমরা তোমাদের ভাইদের সাথে সুদের ব্যবসা করো না; অর্থের উপর সুদ, খাদ্য দ্রব্যের উপর সুদ, অন্য যে কোন কিছুর উপর সুদের কারবার। কোন অপরিচিত লোকের সাথে তোমরা সুদের কারবার করতে পার: কিন্তু তোমাদের ভাইদের সাথে তোমরা সুদের কারবার করতে পার না: ঐ ভূস্বামীদের সৃষ্টিকর্তা সব ক্ষেত্রে দয়া করেন যারা ভূমিতে ফলনের প্রতি নিজেদের নিয়োজিত করে যেখানে তাদের অধিকার রয়েছে।

ইসলাম সুদের নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত এ দু'টি বাণী সম্পর্কে বলে, যা পূর্বের বিবৃতির সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে, যেহেতু ওগুলো নীতিহীন ও প্রকৃত বার্তা থেকে পরিবর্তিত। যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সুদের বিষয়টি বেআইনী, কারণ এটি হল শোষণের হাতিয়ার এবং কিছু লোককে বাদ দিয়ে অন্য কিছু লোকের বিরুদ্ধে শোষণ ব্যবহৃত হতে পারে না, যেহেতু সব মানুষ আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। তাছাড়া আল্লাহ্‌ বলছেন, মুসলিম বর্ণিত, Abu Dhar al-Ghifari উল্লেখ করেন, মহানবী (স.) *হাদীসে কুদসী*তে বলেন [পবিত্র হাদীস]:

> হে আমার বান্দাগণ, আমি আমার জন্য নিষিদ্ধ করেছি যে কোন প্রকার শোষণ, এবং তোমাদের মধ্যেও তা নিষিদ্ধ করেছি, তাই কেউ কাউকে শোষণ করো না। (*আন-নাওয়াঈ*, ১৯৭৬: ৮০)

বর্তমানে Old Testament-র নির্ভুলতার অভাবের জন্য, Suzanne Haneef একজন আমেরিকান মুসলিম বলেন:

> এমনকি এসব গ্রন্থের আকস্মিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এটি পরিষ্কার হয় যে, যদিও ওগুলো ঐশী বাণীর ভিত্তিতে তৈরী হয়েছিল, কিন্তু তা লিখিত হয়েছে মানুষ দ্বারা, তাই ওগুলোতে অসংখ্য অসংলগ্নতা, অনৈক্য এবং ঘটনাগত ভ্রান্তি রয়েছে, পাশাপাশি এমন কিছু বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে, যা একটি ঐশী-প্রাপ্ত বাণীগ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

তিনি আমাদের বলতে চেয়েছেন যে,

> এসব গ্রন্থ একটি ঐশী গ্রন্থ হবার চেয়ে, প্রাথমিকভাবে ইসরাইলের জনগণের জন্য একটি ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, যা স্পষ্টত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নির্দেশনা প্রদান করে, পাশাপাশি প্রকৃতির বাস্তবতার সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে, যা শুধুমাত্র সব সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকেই আসতে পারে।

দেখুন Suzanne Haneef লিখিত, *What Everyone Should know About*

www.pathagar.com

Islam and Muslim, Chicago, Kazi Publications থেকে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত, পৃ. ১৭৩-৪। আরও দেখুন ফরাসী চিকিৎসাবিদ্যা বিশেষজ্ঞ, Mauricc Baucaille রচিত, *The Bible, the Quran and Science,* Indianapolis, American Trust Publications থেকে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত।

৩৩. দেখুন সারণী ৪.১ (ক) এবং ৪.১ (খ) এবং কোরানের নিম্নোক্ত বাণীসমূহ: সূরা ২: আয়াত ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০; সূরা ৩: আয়াত ১৩০-২; সূরা ৪: আয়াত ১৬১; এবং সূরা ৩০: আয়াত ৩৯।

৩৪. *সহীহ্ আল-বুখারী* শরীফের বিক্রয় সংক্রান্ত বইতে (বই ৩৪, অধ্যায় ২৪-৭) অনেক তথ্যসূত্র রয়েছে *সুদের* নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে। দেখুন Khan, খন্ড ৩ (১৯৭৭: ১৬৭-৭০)।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সুন্নাহ্ ও আইনবিদগণ যারা এখান থেকে সংগ্রহ করেন (কোরান ছাড়াও) *সুদের* নিম্নোক্ত প্রকারভেদ করেন:

১. *আর-রিবা আল-জাহিলি*– যা ইসলাম পূর্ব যুগে আরব জনগণ ব্যবহার করত। যদি কোন লোক অন্য একজনকে ধার দিত, তখন সে বলত, 'আমি তোমাকে যা চাও দিব যদি তুমি আরও বেশী সময়ের জন্য তা চাও' (Mujahid–d. ১০৪৪, উদ্ধৃত করেছেন Mannan, ১৯৭০: ১৫৮)

২. *রিবা আন-নাসি*- টাকা ধার দেয়ার উপর সুদ।

৩. *রিবা আল-ফাদ্ল* –কম গুণাগুন সমৃদ্ধ একই জিনিষ প্রদান করে ভাল গুণাগুণ সমৃদ্ধ ঐ জিনিষ গ্রহণ করা, উদাহরণস্বরূপ, ভাল মানের কম খেজুর গ্রহণ করে খারাপ মানের অনেক খেজুর প্রদান করা। এক্ষেত্রে ভাল কাজটা হল দ্বিতীয় প্রকারের জিনিষটি বিক্রি করে প্রথম প্রকার জিনিষটি কিনে নেয়া এবং প্রথম প্রকারের জিনিষটি বিক্রি করে দ্বিতীয় প্রকারের জিনিষটি কিনে নেয়া।

৪. *আর-রিবা আল-কামেল* –সম্পূর্ণ সুদ।

৫. *আর-রিবা আল-জালিই* –স্পষ্টত বা আবশ্যিক সুদ।

এছাড়াও রয়েছে, *রিবা আল-বুইউ'* (বিক্রি), এবং *রিবা আন-নিসা*। আরও অধিক জানার জন্য, দেখুন Muhammad Abu Zahrah লিখিত, *Buhuthun fir– Riba* (রিবা সংক্রান্ত নিয়মাবলী) (Kuwait: Dar al-Buhuth al-Ilmiyah, ১৯৭০), বিশেষত পৃ. ৩১-৫।

৩৫. *ক্বিরাদ, মুদারাবাহ্* এবং *শরীকাহ্* অনেকটা একই অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থলগ্নীকারী ও উদ্যোক্তার মধ্যে অংশীদারিত্বকে বুঝানোর জন্য, মূলধন প্রদানকারী ও শ্রম প্রদানকারীর মধ্যে অর্থাৎ, একটি চুক্তি দুই বা ততোধিক অংশীদারের মধ্যে। অর্থটির ব্যাপক ব্যাখ্যা, আইনগত দিক, চুক্তি এবং *মুদারাবাহ্*-র ফলাফল সম্পর্কে জানার জন্য, দেখুন *Islamic Digest* (আরবী) ২, নং ১৯ (জানুয়ারী ১৯৮১), পৃ. ৩১

www.pathagar.com

৩৬. সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামের পুনরুত্থানের পর থেকে ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে ব্যাপক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সে সম্পর্কে আরও অধিক তথ্যের জন্য, দেখুন Muhammad Muslehuddin লিখিত, *Banking and Islamic Law* (Karachi: Academy of Islamic Research, ১৯৭৪); M. Abus-Saud লিখিত, 'Synopsis on Interest–Free Banking', প্রকাশিত হয়েছে, *The Voice of Islam,* XXLV, নং ৭ (এপ্রিল ১৯৭৬); Abdul Haq লিখিত, 'Intcrest– Free Banking', পূর্বোক্ত। প্রকৃতপক্ষে, এপুরো বিষয়টিই হল একটি 'ইসলামী অর্থনৈতিক বিষয়'। আরও দেখুন N. A. Sheikh লিখিত, 'Negetive Rate of Interest in Islam and the Modern Theory of full Employment', প্রকাশিত হয়েছে, *The Islamic Review* (জুন ১৯৬১), পৃ. ২৫-৩২; এবং M. Muslehuddin লিখিত, 'Two Needs of Islamic World: A Commonwealth of Islamic Countries and a Muslim World Bank', প্রকাশিত হয়েছে, *The Islamic Review and Arab Affairs* (ডিসেম্বর ১৯৭০), পৃ. ২৫-৩২।

৩৭. এ মূলনীতিটি বিবৃত হয়েছে কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতে:

> হে মানবজাতি! জেনে রাখ! তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে স্ত্রী ও পুরুষ হিসেবে এবং তোমাদের জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। জেনে রাখ! আল্লাহ্র কাছে সেই উত্তম, যে আচরণে সবচেয়ে উত্তম (ধার্মিক), আরও জেনে রাখ! আল্লাহ্ সব জানেন ও অবগত আছেন। (কোরান, সূরা ৪৯: আয়াত ১৩)

৩৮. সম্পদের বিতরণমূলক পদ্ধতি চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়ায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে এর গ্রহীতা সম্পর্কে কোরানে অনেক বাণী রয়েছে যেখানে তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এদের বাদ দেবার কারণ হল, 'এ বিষয়টি (সম্পদ) তোমাদের মধ্যেকার ধনীদের মধ্যে কোন পণ্য হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয় নি' (কোরান, সূরা ৫৯: আয়াত ৭)।

Tarika at-Tabari (৪:২২৬)তে বলা হচ্ছে, মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (র.) বলেন, 'যদি আমাকে পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করতে হয়, আমি সম্পদশালীদের "অতিরিক্ত" সম্পদ নিয়ে নিতাম, এবং তা গরীবদের মাঝে বিতরণ করতাম'। Abu Ubaid বর্ণনা করেন যে, বস্তুত, 'উমর তাঁর ইচ্ছা দ্বারা তাঁর উত্তরসূরীদের অনেক কাজ করতে বলেন, তার মধ্যে রয়েছে উপরোক্ত নীতিটি অনুসরণ করা। এ ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তৃত জানার জন্য, দেখুন Abu Ubaid al Qasim bin Sallam লিখিত, *Kitab al-Amwal* (সম্পদের উপর লিখিত গ্রন্থ), সম্পাদনা করেছেন M. H. Faqi (Cairo: al-Maktabah at-Tijariyah থেকে প্রকাশিত, ১৩৫৩ হিজরী)

www.pathagar.com

৩৯. প্লেটোর সময় থেকে লর্ড কীন্‌স পর্যন্ত সুদ সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ ও সে সম্পর্কে ইসলামী উত্তর বিস্তৃ তভাবে জানার জন্য, দেখুন Anwar Iqbal Qurashi লিখিত, *Islam and the Theory of Interest,* দ্বিতীয় সংস্করণ, লাহোর, পাকিস্তান থেকে Sh. M. Ashraf ১৯৬৭ সালে প্রকাশ করেন। Qurashi যুক্তি দেন যে, সুদের ইসলামী তত্ত্বসমূহ আধুনিক বিশ্বের জন্য একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছে যার মতে সুদের সর্বোচ্চ হার শূন্য হতে হবে।

৪০. Abolhassen Bani-Sadr (১৯৮০: ১৬১) 'Islamic Economics: Ownership and *Tawhid*' নামক একটি নিবন্ধে যুক্তি দিয়ে বলছেন যে, চরম মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্ধারিত। 'ইসলামে কোন শ্রেণীভেদ নেই', তিনি বলেন, এটি কখনও উপর থেকে নীচের দিকে দৃষ্টি দেয় না, বা শোষণের উর্ধ্বমুখী দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করে না। এ ইসলামী মতামতটি *তাওহীদের* উপর ভিত্তি করে গঠিত। আল্লাহ্‌ বিদ্যমান এবং তাঁর দৃষ্টিতে সবাই সমান। প্রাধান্য দেয়া হয় একমাত্র পূণ্যের ভিত্তিতে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এখানে কোন একক উপ-ভূমিকা বা শ্রেণী নেই যা ইসলামে অন্তর্ভুক্ত। এবং এটা অন্যভাবেও হয় না বা হতে পারবে না। দেখুন তাঁর নিবন্ধটি, যা প্রকাশিত হয়েছে, *Tell the American People: Perspective on the Iranian Revolation*, David H. Albert সম্পাদিত গ্রন্থে, Philadelphia, Movement for a New Societ, থেকে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত, পৃ. ১৫৭-৬৩।

Tawhid অর্থ হল আল্লাহ্‌র একত্ববাদ। এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস ইসলামের একটি মৌলিক মূলনীতি (বা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি) যাতে বিশ্বকে বিবেচনা করা হয় একটি একক আকৃতির একত্ববাদ হিসেবে যেখানে রয়েছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার, বুদ্ধিমত্তার ও উদ্দেশ্যের অবস্থান। এর বিপরীতটি হল *শিরক্‌*, যার বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হল বিশ্বকে বিবেচনা করা হয় বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন, যেখানে রয়েছে দ্বন্দ্বপূর্ণ মতবাদ, মনোভাব ও বৈপরীত্য। *শিরক্‌* অর্থ হল আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা। এটি বিদ্যমান রয়েছে বহুশ্বেরবাদ, প্রতিমা পূজা এবং পেগানিজম আকারে (খ্রীষ্টান, ইহুদী ও ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম)।

৪১. এটি রাখা হয়েছে খলীফা ও *উলামাদের* সিদ্ধান্তের উপর যখন ব্যক্তিগত মালিকানা জনস্বার্থের সাথে সাংঘার্ষিক হয়। ইসলামী সাহিত্য ও ইতিহাসে অনেক উদাহরণ রয়েছে যাতে এ বিষয়গুলো এবং কিভাবে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ibn al Athir তাঁর লিখিত, *Al-Kamel,* দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৩:২৪৬) এবং Tabari তাঁর লিখিত, *Tarikh*, (১৯৬৩:৬৮৯) এ বলেন যে, 'উমর ইবনে আল-খাত্তাব যখন তিনি ১৭/৬৮৩ সালে মক্কার পবিত্র কাবা গৃহকে বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার উপর সরকারী মালিকানাকে প্রাধান্য দেন। তিনি মসজিদের পাশে কিছু বাড়ি ক্রয় করেন এবং এমন কিছু লোকের বাড়ী অধিগ্রহণ করেন যারা বিক্রি করতে রাজী হন নি।

www.pathagar.com

তারপর তিনি তাদের ক্ষতিপূরণের পূর্ণ অংশটি *বাইতুল মালে* (সরকারী কোষাগার) রেখে দেন যতদিন না পরবর্তীতে তারা তাদের অংশ গ্রহণ করেন। এ বিষয়টি একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর ঘর মসজিদের পাশাপাশি রাখতে চান (ব্যক্তিগত সম্পদ) এবং একজন শাসক যিনি মসজিদটি সম্প্রসারণ করে আরও বৃহৎ করতে চান, যাতে করে ঐ মসজিদে পূর্বের চেয়ে আরও অনেক বেশী লোক ধারণ করা যায় (জনস্বার্থ) তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ পূর্বক শিক্ষা দেয় যে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে একপাশে রেখে গোটা সম্প্রদায়কে লাভবান করা উত্তম। যা হোক, এটি অন্যায়ভাবে করা হয় নি বা অধিকার খর্ব করার মতো কোন ঘটনা নয়, বরং পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ক্ষতিগ্রস্থ ঘরের মালিকের জন্য।

৪২. এ *হাদীস*টির মূল আরবী থেকে লেখকের অনুবাদ নিম্নরূপঃ

> তোমরা অনুসরণ করবে তাদের পথ (*সুনান*), যারা তোমাদের পূর্বে এসেছিল, ইঞ্চি প্রতি ও বাহু প্রতি, এমন কি তারা যদিও তাদের নিজেদের একটি সরীসৃপের গর্তে থাকতে পরিচালিত করে, তথাপি তোমরা তাদের অনুসরণ করবে (যুক্তিহীনভাবে) মহানবী (স.) -র অনুসারী ও সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র নবী তারা কি ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ? তিনি বললেন তারা (যেই হোক)।

Muslim এ সঠিক *হাদীস*টি বর্ণনা করেন, তাঁর *Sahih Muslim,* চতুর্থ খণ্ডে, Muhammad Fouad 'Abdul Baqi সম্পাদিত, (Riyadh, Saudi Arabia: Riasat Idarat al-Buhuth al-Ilmiyyah wal-Ifta wad-Da'awah wal-Irshad, ১৯৮০), পৃ. ২০৫৪। এটা আরও পাওয়া যেতে পারে *Sahih Muslim* শরীফের ২০০২ নং হাদীসে, M. N. Al-Albani-র সংকলনে (Kuwait: Kuwaiti Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, ১৯৬৯), পৃ. ২৯১। শেষত, দেখুন Malik B. Badri লিখিত, *The Dilemma of Muslim Psycologists*, যা ১৯৭৯ সালে London, MWH London Publishers থেকে প্রকাশিত, পৃ. ২। অধ্যাপক Badri-র অগ্রবর্তী গবেষণাটি সাধারণভাবে ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানী, বিশেষত মনঃস্তাত্ত্বিক ও মনোচিকিৎসকদের জন্য একটি সতর্কবাণী এবং যারা একটি প্রচেষ্টা হিসেবে মুসলিমদের 'সরীসৃপের গর্তে' আবদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সামাজিক তত্ত্ব ও মূল্যবোধের অন্ধ অনুসরণকারীদের বিপদ সারানোর কাজে নিয়োজিত, যা মানব জীবন ও চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্রেও লুকায়িত রয়েছে অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও।

৪৩. শৃঙ্খলা ও মর্যাদা পাশাপাশি অবস্থান করে এবং ইসলাম মানুষকে রমজান মাসে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় ও ধুমপান থেকে বিরত রেখে একটি শৃঙ্খলায় নিয়ে আসে। তাছাড়াও ইসলাম জোর দেয় আল্লাহ্‌র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে তার মর্যাদার উপর। কোরানের অনেক আয়াতের মধ্যে একটিতে বলা হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছি, (কোরান, সূরা ৯৫ঃ আয়াত ৪)। কিন্তু সে

www.pathagar.com

যদি ভালভাবে আচরণ না করে এবং আল্লাহ্‌র বাণীগুলো অনুসরণ না করে, তাঁর পশুত্বের গুণাবলীগুলো জাগ্রত হয় এবং তারই মানবিক গুণাবলীকে সে চাপা দেয়। 'তখন আমরা তাকে নীচদের সবনিম্ন স্তরে নামিয়ে দিই। রক্ষা করি তাদের যারা বিশ্বাসী ও ভাল কাজ করে, এবং তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে পুরস্কার'। (কোরান, সূরা ৯৫: আয়াত ৫, ৬)।

৪৪. George Corm (Bedjaoui, ১৯৭৯:৭০) আরজ করেন কাণ্ডজ্ঞানের প্রতি, তিনি বর্ণনা করেন যে, 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়া উচিৎ একটি দেশের নিজস্ব শক্তি, সম্পদ ও কাঁচা মাল ভোগ করার বর্ধিত ক্ষমতার মাধ্যমে, তা এমন কোন নীতির মাধ্যমে হওয়া অনুচিত, যা নির্ধারিত হয় তাদের মধ্যে বিভাজনের দ্বারা'। যদি উনবিংশ শতকের ইউরোপ তার অধিকাংশ কয়লা রপ্তানী করতো যা বর্তমান মুসলিম দেশগুলো করছে এবং তা তারা করতে থাকতো ভবিষ্যত কয়েক দশক জুড়ে (দেখুন চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট) তবে তারা অবশ্যই, তৃতীয় বিশ্বের একটি অংশ হয়ে যেতো। এটি স্থানীয়ভাবে ভোগের সে নীতি, যা Corm প্রচার করেন এবং আরও যুক্ত করে বলেন, 'উৎপাদনের কোন বৃদ্ধি পূর্ব থেকেই ঐ স্থানে অধিক শক্তি ও কাঁচা মাল ব্যবহার করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এবং তা আমদানী করার ক্ষমতা বৃদ্ধি নয়, বরং বিদেশে উৎপাদনের বর্ধিত ক্ষমতা যা ইতিমধ্যে সেখানে অর্জিত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে তাদের পরিবেশ থেকে বের করে আনতে ও তাদের ক্ষমতাকে হ্রাস করার শক্তি সৃষ্টি করতে পরবর্তীটি একমাত্র শেষ স্তর, এবং এভাবেই তারা অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

৪৫. উদাহরণস্বরূপ, দেখুন Robert I. Rhodes সম্পাদিত, *Imperialism and Underdevelopment* (New York: Monthly Review Press, ১৯৭০)। প্রতিষ্ঠিত সমাজ বিজ্ঞানের মতামতের তুলনামূলক চিত্র, যা উন্নয়নের কোন বাধাকে সহজেই 'গতানুগতিকভাবে' গ্রহণ করতে সক্ষম, Rhodes-র বই-র মূল ধারা হল, 'এটিই হল উপনিবেশিক অভিজ্ঞতা, যা তৈরী করেছিল অনুন্নয়ন ও উপনিবেশিকতা যা এদের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়'।

৪৬. কিছু ল্যাটিন আমেরিকার পণ্ডিতের লেখায় যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে (Cardoso, Faletto ও অন্যান্যরা), 'নির্ভরশীলতা' হল অনুন্নয়নের প্রধান কারণ। বস্তুত, বেশীর ভাগ পণ্ডিত যারা নির্ভরশীলতা সম্পর্কে লিখেছেন, তারা এ বিশ্বাস থেকে লেখা শুরু করেন যে, উন্নত ও অনুন্নত অবস্থা উভয়ই আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আংশিক কাঠামো। এ ব্যবস্থা বিভিন্ন জাতির (শক্তি) দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত, যারা আধিপত্য বিস্তার করে এবং যারা অন্যদের অধীন হয়ে পড়ে, এবং পরবর্তীটি প্রকৃত অগ্রগতি ও পরিবর্তনের ক্ষমতা বঞ্চিত হয়ে পড়ে। পুনরায় ব্যাপকভাবে জানার জন্য, দেখুন F.H. Cardoso and E. Falctto লিখিত, *Dependency and Development in Latin America,* অনুবাদ করেছেন N.M. Urquidi (Berkeley এবং Los Angels: University of California Press থেকে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত)।

মুসলিম দেশসমূহে নির্ভরশীলতাকে দেখা হয় অনুন্নয়নের প্রধান উৎস হিসেবে।

www.pathagar.com

নির্ভরশীলতা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে; অর্থনৈতিক ও কৌশলগত নির্ভরশীলতা ছাড়াও, কিছু নির্ভরশীলতা হল মানসিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক। আদর্শগত নির্ভরশীলতা হল 'সবচেয়ে ক্ষতিকর': একবার যদি কেউ অন্যের মন মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তবে তার সম্পূর্ণ পরিচিতি হারিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে তার আত্মা, তার সব উপাদান, তার বেঁচে থাকার সব অধিকার' (Sardar, ১৯৬৭: ৬৩)। J. Galtung এ ধরনের নির্ভরশীলতাকে বলেছেন 'শিক্ষাগত উপনিবেশিকতা', এবং আফ্রিকার একটি উদাহরণ দেন (Simons and Simons লিখিত গ্রন্থে ১৯৭০:১০):

> Lcchncr বলেন, আফ্রিকার শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের 'বিদেশী সমাজ বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীলতা বর্তমানে যা আছে তা যথেষ্ট। 'বিশ্ব সমাজতত্ত্ব' বা 'বিশ্ব অর্থনীতি' ব্যবস্থার দর্শন দ্বারা আবদ্ধ কোন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে লস এঞ্জেলস, লন্ডন, প্যারিস, হামবুর্গ বা মস্কো হল তাদের 'মক্কা'। এখন যদি কেউ 'আধুনিক' হবার জন্য নিজেকে এসব কেন্দ্র আইনগুলোর সাথে একাত্ম করে ফেলে, তবে এসব জ্ঞানের কেন্দ্রগুলোর মূল্যবোধ যত বেশী তাদের আভ্যন্তরীণ পথ তৈরীতে সহায়তা করবে, তাদের স্বাধীন চিন্তাধারা তত বেশী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, তাদের শিক্ষার গবেষণা পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের শিক্ষা গবেষণার অনুরূপ হবে, এটা হল একটি উদাহরণ, আমদানীকৃত জ্ঞান ও 'শিক্ষাগত উপনিবেশিকতার' ছলনা থেকে উদ্ভূত Ubiquitious সমস্যার জটিলতার ক্ষেত্রে।

৪৭. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ শুধু অবিশ্বাসযোগ্য তা নয়, বরং সাথে সাথে ঝুঁকিপূর্ণও। এটি যারা এরকম কয়েকটি দেশে গবেষণা করেছেন তাদের কাছে খুব ভালভাবেই জানা আছে। বস্তুত, সাধারণভাবে উন্নয়নশীল জাতিগুলোর সম্পর্কে লেখা এবং বিশেষত মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে লিখতে গেলে, প্রায়ই দেখা যায় যে, সংগৃহীত তথ্য ও চিত্র প্রতিবেদন তৈরীর পূর্বে বদলে যায়। তাই, এ লেখক অধিক সাধারণ গুরুত্ব সম্পন্ন দিকের উপর এবং তাত্ত্বিক মূল্য ও দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়িত্বের উপর স্থির হবার চেষ্টা করেছেন, যেভাবে তা দেখানো হয়েছে এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়েও।

কম গুরুত্বের যে তথ্যই পাওয়া যাক না কেন, যদি তা গ্রহণ করা হয়, তবে উপরে আলোচিত ইসলামী তাত্ত্বিক কাঠামো এবং মুসলিম বিশ্বের প্রকৃত ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্যে সব নির্দেশকগুলো একটি ব্যাপক ব্যবধান নির্দেশ করবে।

৪৮. বিশটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত আরব বিশ্বের সবাই OIC-র সদস্য। এ গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্যের খাতিরে লেখক মুসলিম বিশ্বের চুয়াল্লিশটি দেশের মধ্যে আরব দেশগুলোকে একটি উপগোষ্ঠী হিসেবে চয়ন করেছেন একটি পূর্ণ গোষ্ঠীকে উপস্থাপন

www.pathagar.com

করার উদ্দেশ্যে এবং তা কমপক্ষে দু'টি কারণে: প্রথমত, উভয় বিশ্বেই গরীব জাতিও আছে, আবার ধনী জাতিও আছে, এবং দ্বিতীয়ত, উভয় ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা বহুল ও কম জনসংখ্যার দেশ। এভাবে, এখানে তৈরী পরিদর্শনের ফলাফল সহজেই প্রসারিত করা যেতে পারে গোটা মুসলিম বিশ্বে।

এ শ্রেণীভাগের জন্য Ibrahim Saad-ud-Din লিখিত নিবন্ধ, 'Dependency and Arab Economic Development'-র উপর ব্যাপক নির্ভর করা হয়েছে যা প্রকাশিত হয়েছে, *Al–Mustaqbal Al-Arabi* (The Arab Future) নং ১৭ (জুলাই ১৯৮০), পৃ. ৬-২৪।

৪৯. সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে এর প্রতিশ্রুত পুঁজি ছিল ৭৫৭.৫ মিলিয়ন ইসলামী দিনার (ইসলামী দিনার হল ব্যাংকের হিসাবের একক এবং যা আইএমএফ-র একটি বিশেষভাবে গৃহীত অধিকারের মূল্যের সমান)। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতি সদস্য রাষ্ট্রের অবদানের চিত্র নিম্নের সারণীতে দেখানো হল (সংখ্যা মিলিয়নে দেখানো হয়েছে এবং তা ইসলামী দিনারে)

আফগানিস্তান	২.৫	মৌরিতানিয়া	২.৫
আলজেরিয়া	২৫.০	মরক্কো	৫.০
বাহরাইন	৫.০	নাইজার	২.৫
বাংলাদেশ	১০.০	ওমান	৫.০
ক্যামেরুন	২.৫	পাকিস্তান	২৫.০
চাদ	২.৫	কাতার	২৫.০
মিশর	২৫.০	সৌদি আরব	২০০.০
গিনি	২.৫	সেনেগাল	২.৫
ইন্দোনেশিয়া	২৫.০	সোমালিয়া	২.৫
জর্ডান	৪.০	সুদান	১০.০
কুয়েত	১০০.০	সিরিয়া	২.৫
লেবানন	২.৫	তিউনিসিয়া	২.৫
লিবিয়া	১২৫.০	তুর্কী	১০.০
মালয়েশিয়া	১৬.০	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১১০.০
মালি	২.৫	ইয়েমেন	২.৫

৫০. উদাহরণস্বরূপ, এ তহবিল এককভাবে ১৯৭৯ সালে বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য ১৮টি চুক্তি স্বাক্ষর করে যার পরিমাণ $২৫৫.৬ মিলিয়ন।

৫১. সৌদি তহবিল হল একটি স্বায়ত্বশাসিত সংগঠন, যা দেশের অর্থ ও জাতীয় অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত; এর প্রাথমিক পুঁজি সর্বমোট দাড়িয়েছিল $৩ বিলিয়ন। এটা কোন সীমা নয়, যা হোক, এর সংবিধান মতে, রাজতন্ত্রের মন্ত্রণালয় পরিষদ এর মূলধন বৃদ্ধি করতে পারে। পাঁচ বছর সময়ে (১৯৭৪-৯) উক্ত তহবিল

www.pathagar.com

'সহজ' ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে ৫১টি রাষ্ট্রের সাথে, যার পরিমাণ ছিল মোট $ ৩১ বিলিয়ন। এসব দেশের অধিকাংশই বিশ্বের সর্বনিম্ন মাথা পিছু আয়ের দেশের শ্রেণীতে পড়ে অর্থাৎ, বার্ষিক $ ২৫০-র নীচে (দেখুন সারণী ৪.২)।

৫২. এর প্রাথমিক ইতিহাসে না গিয়েও দেখা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে এবং তা শুধু আরব দেশগুলোতেই নয়, নিম্নোক্ত সাহায্য উক্ত তহবিলের অবদানের কথাই মনে করে দেয়: ১৯৭৪-৮ সালে এ তহবিলের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ছিল মোট $ ৫৮৭ মিলিয়ন, যা ৫০ টি ভিন্ন রকম প্রজেক্টে দেয়া হয়, তন্মধ্যে ৩১ টি আরব বিশ্বে, ৯টি এশিয়াতে, এবং ১০ টি আফ্রিকাতে। ১৯৭৯ সালে, তহবিল $১৩০ মিলিয়ন বরাদ্ধ দেয়, ঋণ ও সাহায্য হিসেবে, যার মধ্যে $৫৮ মিলিয়ন দেয়া হয় তিউনিসিয়াতে, $২৮ মিলিয়ন দেয়া হয় মৌরিতানিয়াতে। একই বছর, তহবিল ১২৮ টি চুক্তিও স্বাক্ষর করে ১৬টি দেশের সাথে, যার অর্থের পরিমাণ ছিল মোট $৪৩ মিলিয়ন।

৫৩. এ তহবিল তৃতীয় বিশ্বের দেশের জন্য ১৫ টি ঋণ সহায়তা দিয়েছিল, যার পরিমাণ ছিল মোট $৩৮০ মিলিয়ন। ১৯৭৮ সালে এটি অর্থায়িত করে $১৬৫ মিলিয়ন পরিমাণের প্রজেক্টে; এবং ১৯৭৯ সালে এটি ঋণ দিয়েছিল মোট $৪৮ মিলিয়ন, যার $২৫ মিলিয়ন দেয়া হয় মৌরিতানিয়াতে।

৫৪. Arab Bank খার্তুম, সুদান কেন্দ্রীক। পাঁচ বছরে এটি ৫০ টি ঋণ প্রদান করেছিল ৩২ টি আফ্রিকার দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে, যার মোট পরিমাণ ছিল $৩৩১ মিলিয়ন। এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হল $৮৮৬ মিলিয়ন, যার যোগানদার হল প্রধানত সৌদি আরব, কুয়েত, লিবিয়া, ইরাক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

৫৫. এ তহবিলটি প্রতিষ্ঠা করা হয় মোট $১.৬ বিলিয়ন নির্ধারিত মূলধন নিয়ে ১৩ টি OPEC সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে, যার কেন্দ্র ছিল ভিয়েনাতে, যার অর্ধেকেরও অধিক পুঁজির অংশীদার ছিল সংগঠনটির সাতটি আরব সদস্য রাষ্ট্রের। এ তহবিল তার কার্যক্রম শুরুর প্রথম দু'বছরেই ১১১ টি ঋণ প্রদান করে ৬৪ টি দেশে যার মোট পরিমাণ ছিল $৪৪০ মিলিয়ন।

৫৬. আরব সাহায্যের পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য, দেখুন *Aramco World Magazine*, ভলিউম ৩০, নং ৬, (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৯)। এ ইস্যুটির পুরোটাই আরব সাহায্যের উপর রচিত–অর্থাৎ এর অর্থ ঋণ কারা প্রদান করে, কারা এর গ্রহীতা, এবং কোন ধরণের প্রকল্পে এবং কোথায় তারা প্রদান করে ইত্যাদি বিষয়। আরও দেখুন, 'Arab Aid to the Third World Has Surpassed $6 Billion Since 1978', প্রকাশিত হয়েছে, *Majallat at-Mubta'ath*, ভলিউম ২, নং ৮ (সফর ১৪০১, জানুয়ারি ১৯৮১) এ, Gulf New Agency থেকে, পৃ. ৩৯।

৫৭. এ বিশ্ববিদ্যালয় মক্কায় ২১-৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত International Conference on Islamic Economics কে Sponsor করে। তাছাড়া তারা প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করেছে International Centre for Research on Islamic Economics, যার ক্যাম্পাস জেদ্দায় অবস্থিত। এ নতুন সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে গবেষণা শুরু করা, অর্থায়ন ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে এবং সমসাময়িক অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও নীতিমালার উপর প্রতিনিয়ত ইসলামী সমালোচনামূলক চিন্তাধারা উন্নয়ন, পাশাপাশি ইসলামী মূলনীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী তত্ত্ব ও নীতিমালা পুন:স্থাপনের লক্ষ্যে।

৫৮. SESRTCIC (আংকারা কেন্দ্র) ১৯৭৭ সালে Islamic Conferencc কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং জুন ১৯৭৮ সালে যাত্রা শুরু করে। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও তাদের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা এবং সম্প্রদায়গত অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা শুরু করা। এর সদ্য প্রকাশনা, 'Area of Economic Cooperation Among Islamic Countries (Ankara, Turkey: SESRTCIC, ১৯৮০) তে রয়েছে অনেকগুলো গবেষণার সমাহার, যা ১৯৮০ সালের OIC মন্ত্রী পরিষদের সভায় উপস্থাপিত হয়।

৫৯. এ আলোচনার কিয়দংশ Kahf (১৯৭৮:৯০-৩) থেকে নেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন (পূর্বোক্ত:৯০):

ক. ভুল সহজভাবে গ্রহণ করা উচিৎ;

খ. যা নিষিদ্ধ তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা উচিত এবং যা অনুমোদিত তার বাস্তবায়ন করা উচিত ক্ষমতার সীমার মধ্যেই;

গ. প্রয়োজন ও প্রয়োজনীয়তা হল excausable, কিন্তু তা শুধুই তাদের সীমার মধ্যে; এবং

ঘ. মূল্যবোধ ব্যবস্থার প্রধান কাঠামো হল স্থির ও চরম, যেভাবে তা কোরান ও সুন্নাহ্‌তে প্রতিভাত হয়েছে।

৬০. একটি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা শুধু ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে সম্ভব নয়, যদিও তা ঐ ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক কার্যাবলীর গোটা দর্শন ইসলামী দর্শন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া উচিত, ঠিক যেভাবে তা এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনেকগুলো সুদভিত্তিক ব্যাংকের মধ্যে একটি ইসলামী ব্যাংকের অস্তিত্ব গোটা ব্যবস্থাকে ইসলামী করতে পারে না, বরং এটি একটি 'দ্বৈত' অবস্থার জন্ম দেয় বা 'কপটচারীতার' সৃষ্টি করে।

৬১. তৃতীয় অধ্যায়ে এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, বিদ্যমান মুসলিম বিশ্বের রয়েছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অনন্য সহগ, যার মধ্যে রয়েছে স্বৈরতন্ত্র (২৩) থেকে অনিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র (১১), রাজতন্ত্র (৯) থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র (১)।

৬২. *ইসলামী* ও *মুসলিম* শব্দদ্বয়ের মধ্যেকার পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। *ইসলামী* বলতে বুঝায় যা ইসলামকে বিবেচনা করে একটি ধর্ম, একটি আদর্শ ও জীবনের একটি

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ বিধান হিসেবে, ঠিক যেভাবে তা কোরান, সুন্নাহ্ এবং ইসলামী আইনের উৎসগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, *মুসলিম* বলতে বুঝায়, যা বর্তমানে বিদ্যমান জীবনের প্রকৃত ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে, যাকে প্রথাগতভাবে বলা হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব।

৬৩. তাদের 'আলোচনা' দেখুন *Gadhaya at-Fikr al-Islami al-Mu'asir* (সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারার বিষয়), যা Riyadh, WAMY থেকে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত, পৃ. ২১৭- ১৯।

৬৪. এসব তথ্য চিত্র ব্যবহৃত হয় মালয়েশিয়ার ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক। ড. মাহাথির মুহাম্মদ ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে Muslim Experts on Planning and Development-র দ্বিতীয় সম্মেলনে তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় তা বলেন। দেখুন *Rabitah Journal* ৩ (জানুয়ারী ১৯৮০)।

Motamar al-'Alam al-Islami তাঁর লিখিত, *Some Economic Resources of Muslim Countries* বইতে (প্রকাশিত হয়েছে Karachi: Ummah Publications House, থেকে ১৯৬৪ সালে) অনেক মুসলিম দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত, এটা অনেক পুরানো। মুসলিম দেশসমূহের খনিজ সম্পদের সাম্প্রতিক ও বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য দেখুন এই বই এর চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট যা এ লেখক সংকলন করেছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগ

প্রশাসনিক উন্নয়ন

প্রশাসনিক উন্নয়নে পশ্চিমা মডেলের বিকল্প হিসেবে দেশজ মডেলের অনুসন্ধান সাম্প্রতিককালে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ, যা অস্বীকার করা যায় না। ভিনদেশী মডেলের প্রতি বিতৃষ্ণা ও জাতীয় পরিচিতিতে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এক ধরণের দেশজমুখীতার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। মুসলিম বিশ্বে ইসলামী পরিচিতির পুনরুত্থানের ফলে বৃহৎ বিশ্ব পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উন্নয়নসহ দেশজ মডেলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেশজমুখীতা হল ইসলামীকরণ অর্থাৎ বিজ্ঞানসহ আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ইসলামীকরণ।

এ ভাগটিতে তিনটি অধ্যায় রয়েছে, যা এ গবেষণার মূল বিষয়। পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতে 'নব্য সনাতনবাদের' সংজ্ঞা দানের পাশাপাশি প্রশাসনিক মতবাদগুলোর ঐতিহাসিক ভিত্তি ও প্রয়োগ এবং বাস্তবিক প্রয়োগের একটা বিকল্প উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া তত্ত্ব ও বাস্তবতায় প্রশাসনিক উৎস ও ইসলামী প্রশাসনের ভিত্তি এবং বর্তমান প্রশাসনিক বাস্তবতায় এগুলোর সামঞ্জস্যতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বের কিছু ইসলামী দলিল ও পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণপূর্বক কিছু প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান যেমন '*দিওয়ান*' ও '*হিসবাহ্*' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে যাতে ইসলামী প্রশাসনের মূলনীতিগুলো প্রতিফলিত হয়েছে এবং ইসলামী প্রশাসনের ক্ষেত্রে যে স্বল্প সংখ্যক বিজ্ঞজন অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশেষে ইতিহাস থেকে ইসলামী তাত্ত্বিকদের ভূমিকা যা বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বে প্রযোজ্য তা আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটি মডেলের গতিময়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা একটি আদর্শ ইসলামী প্রশাসনিক মডেল। মডেলের মূল উপাদানসমূহ এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উপাদানগুলোর একের সাথে অন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামী মডেলের সাথে সমসাময়িক অন্যান্য মডেলের তুলনামূলক আলোচনাও এখানে করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ইসলামী মডেলের অনুপম বৈশিষ্ট্য ও দিকগুলো চিহ্নিত করা যায় এবং কোন্ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ মডেল কাজ করবে তাও এখানে আলোচিত হয়েছে।

এ গবেষণার সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়ে মূলত, এ মডেলের কৌশলগত দিক বাস্তবায়ন এবং বিজড়িতকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাস্তবায়ন কৌশল রূপায়নের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো চিহ্নিত করে যথাযথ ধাপের মাধ্যমে এ মডেলের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কৌশল নির্ধারণ এবং প্রশাসনিক উন্নয়নে পরিবর্তনকারীদের (ইসলামপন্থী) ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। এ মডেলের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনার মাধ্যমে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

www.pathagar.com

৫

প্রশাসনিক উন্নয়ন: প্রশাসনের ইসলামী ভিত্তিমূল

বিভিন্ন যুক্তিতর্ক ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একটি বড় বাধা হল কাংখিত ফল প্রদানে সক্ষম প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের অভাব[১] এবং ওসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে দক্ষ ও যোগ্য কর্মচারীর স্বল্পতা। অন্য অনেক অভাবের মধ্যে এ অভাবটি তৃতীয় বিশ্বের দেশের জন্য খুবই উদ্বেগের বিষয়। উন্নয়নশীল অনেক জাতি রয়েছে যাদের রয়েছে প্রচুর অর্থ এবং আর্থিক সম্পদ। কিন্তু এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তাদের দরকার অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক। জ্ঞানী ও চিন্তাশীল সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের অভাবে যে পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনার ফলে এগুলোর অপচয় হচ্ছে। যে কোন দেশের ক্ষেত্রে অ-ব্যবস্থাপনার মূল্যটা বেশী দিতে হয় এবং তা প্রায়শই উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। দ্রুত পরিবর্তনের এ যুগে মুসলিম বিশ্বসহ প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশ সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় পড়ে আছে, তা যদিও যে কোন সমাজে যে চলমান পরিবর্তন ঘটে তার মতো নয়। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা হয় সংকটাপূর্ণ ও সংহতিনাশক (Heady, ১৯৭৯: ২৪৩)।

পরিবর্তনের এ প্রক্রিয়া বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর জন্য একটি চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এসব দেশ সার্বিক উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন প্রত্যাশী। অন্যদিকে তারা তাদের ইসলামী পরিচয় রক্ষা করতে চায়। একত্রে দু'টি উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য হিসেবে নেয়া কি আপাত বিরোধী সত্যযুক্ত নয়? যদি তাই হয়, তবে এসব দেশ কিভাবে এসব আপাত বিরোধী ভাব দূরীভূত করবে?

আগের অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, সামাজিকভাবে দেখা যাচ্ছে মুসলিম বিশ্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালার উপর অবিচল থাকছে না। এসব নীতিমালাগুলো আলোচিত হয়েছে মানুষ ও উন্নয়ন (দ্বিতীয় অধ্যায়), রাজনৈতিক উন্নয়ন (তৃতীয় অধ্যায়), এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (চতুর্থ অধ্যায়)। এ অধ্যায়ে প্রশাসনিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কতগুলো দিক: প্রশাসনের ইসলামী নীতিমালা ও ভিত্তিমূল এবং বর্তমানকালের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে তাদের প্রয়োগযোগ্যতার প্রাসংগিকতা বা সামঞ্জস্যতার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনির্দিষ্টভাবে এ অধ্যায়ে প্রথমত, উন্নয়ন প্রশাসন ও দেশজমুখীতার আলোকে প্রশাসনিক উন্নয়নের অর্থ ও এর উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এরপর, ইসলামী প্রশাসনের ভিত্তিমূলগুলো[২] আলোচনা করা হবে। বিশেষত কোরান, সুন্নাহ্ ও *শরীয়াহ্*-র মুলনীতিগুলো;

www.pathagar.com

মহানবী (স.) কর্তৃক এগুলোর প্রয়োগ; চার খলীফার শাসনামলে বিশেষত হযরত উমর (র.)-র শাসনামলের উপর আলোচনা করা হবে। এ সবের অনুসরণে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান বিশেষত *'দিওয়ান'* (হিসাব বা সংরক্ষণ বই বা সরকারী নথিপত্র সংরক্ষণের বালাম) এবং *'হিস্‌বাহ্'* (বাজার পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধায়কের অফিস)-র উপর আলোকপাত করা হবে। এ বিষয়গুলো পূর্বের অনেক ইসলামী দলিল ও পাণ্ডুলিপির উপর গবেষণার আলোকে আলোচনা করা হবে, যাতে ইসলামী প্রশাসনের মূল নীতিমালার প্রতিফলন রয়েছে। এরপর কিছু বিজ্ঞ পণ্ডিতদের আলোচনা থাকবে, যাঁরা ইসলামী প্রশাসনের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। এ অধ্যায়ের শেষে ইসলামপন্থীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা থাকবে যাঁদের ইতিহাস থেকে আমরা এমন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের পরিবেশে প্রয়োগ করা যাবে।

প্রশাসনের বিবর্তনমূলক উন্নয়ন

প্রশাসনের আদি অবস্থান তথা সভ্যতার প্রাথমিক যুগ থেকে বর্তমানের অধিকতর আধুনিক ও জটিল ধারণা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্রশাসনের অর্থ, উৎপত্তি ও বিবর্তন ইত্যাদির মতৈক্য মুসলিম বিশ্বের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও ইসলামী প্রশাসনের ভিত্তিমূল ইত্যাদির বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে, 'প্রশাসন', 'লোক প্রশাসন', 'উন্নয়ন প্রশাসন' এবং 'প্রশাসনের উন্নয়ন' ইত্যাদি ধারণাগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নে সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত ও আলোচনা করা হয়েছে।

'প্রশাসনের' অর্থ

মানুষ সামাজিক সত্ত্বা। তার কার্যাবলী দলকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত; দল ছাড়া সে ভালভাবে কর্মসম্পাদন করতে পারে না। সে এক রূপ বা অন্য রূপে দলের বিভিন্ন কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করে। এরূপ কার্যাবলী সংগঠনের সাধারণ কিছু লক্ষ্যার্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠন হচ্ছে কোন সাধারণ লক্ষ্যার্জনে ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্রিয়াকলাপ যার মাধ্যমে প্রশাসনের কাজকর্ম ও বাস্তবতা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। এটি গুহাবাসীদের ক্ষেত্রে যে রকম সত্য ছিল তা একই রকম সত্য বর্তমান আধুনিক যুগের ব্যবসায়ী সংগঠনের ব্যবস্থাপকের ক্ষেত্রেও। গুহাবাসীদের সময়ে যিনি দলের নেতা ছিলেন, তাকে অবশ্যই বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে একজন প্রশাসকও হতে হয়েছে। কোন কর্পোরেশনের একজন ব্যবস্থাপক একজন প্রশাসকও, যিনি কর্মচারী ও বস্তুবাদী সংগঠনের নির্দিষ্ট সাংগঠনিক লক্ষ্যগুলো অর্জনে সচেষ্ট (Gladden, ১৯৫২:১৮)।

ইংরেজী ক্রিয়াপদ 'to administer' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ '*administrare*' থেকে যার অর্থ দাঁড়ায় দেখাশুনা করা। এ অর্থ থেকে E.N. Gladden প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে, "জনগণের যত্ন করা বা দেখাশুনা করা, কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা করা..." (১৯৫২:১৮)। Pfiffner উল্লেখ করেন যে, 'প্রশাসন হচ্ছে জনগণের প্রচেষ্টার সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারের কাজকে সম্পাদন করা, যাতে তারা একত্রে উল্লেখিত কাজগুলো সম্পাদন

www.pathagar.com

করতে পারে' (Dimock ও Dimock, ১৯৫৩: ৩)। ভারতীয় পণ্ডিত Taji প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে, 'মানুষের সমষ্টিগত কাজের ব্যবস্থাপনা বা কর্মী নির্দেশনাই প্রশাসন' (Abdel Hadi, ১৯৭০: ১০) এবং L. D. White লিখেন যে, *লোক প্রশাসন* জনগণের সব উদ্দেশ্যাবলীর পরিপূরণ বা সরকারী নীতির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত সব কার্যাবলী নিয়েই জড়িত (Dimock ও Dimock, ১৯৫৩: ৩)। সম্প্রতি আমেরিকায় নব লোক প্রশাসনের প্রবক্তাগণ লোক প্রশাসন নামক, প্রত্যয়টির সাথে সুব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সমতাকে গুরুত্বের সাথে উদ্দেশ্য হিসেবে যুক্ত করেছেন যেন মূল্যবোধের বিষয়টি লোক প্রশাসনের সংজ্ঞায় স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান থাকে। H. G. Frederickson-র মতে, 'নব লোক প্রশাসন এমন সব নীতি ও কাঠামোর পরিবর্তন করতে চায়, যা ক্রমানুযায়ী সামাজিক সাম্যকে বিনষ্ট করে' (Marini, ১৯৭১:৩১২)।

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর কোনটিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামো বা প্রশাসকের আচার আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তাই এ লেখক লোক প্রশাসনকে সংগঠিত জনগোষ্ঠির কার্যাবলী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা সহযোগিতা, ঐক্য ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব সফলতার সাথে সরকার বা সরকারের যে কোন শাখার কার্যাবলী সম্পাদন করে। এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে লক্ষ্যগুলো সূত্রবদ্ধ হয়ে অর্জিত হয় এবং শর্তাবলী পরিবর্তিত হয়। লোক প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করতে, হয়তো এটি সঠিক পন্থা নয়। কিন্তু এ প্রত্যয়টি দ্বারা যা বুঝানো হয়, সে সম্পর্কিত অন্যান্য পন্থাগুলোর মধ্যে এটি একটি। অবশ্য ইতিপূর্বে যে সব সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাতে কোন কার্যাবিধি বা প্রক্রিয়াকে বিশেষায়িত করা হয় নি, যার মাধ্যমে কোন সুসংগঠিত দল তাদের কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে, তারা লোক প্রশাসন আসলে কি এ বিষয়ে কোন পরিপূর্ণ চিত্র প্রদান করে নি। বিকল্প হিসেবে, লোক প্রশাসনের এ রকম সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা প্রদান নির্ভর করে এর কার্যাবলী, প্রক্রিয়া এবং লক্ষ্যের উন্নয়নের বিস্তৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

লোক প্রশাসন[৩]

সাধারণভাবে বলতে গেলে অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে লোক প্রশাসন হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। প্রায়োগিক দিক থেকে লোক প্রশাসন মানব ইতিহাসের মতই প্রাচীন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, গুহাবাসীরা আদিম পন্থায় যদিও কিছু প্রশাসনিক কাজকর্ম করত, যেমন পরিবারের প্রধান ছিলেন তার স্ব স্ব ক্ষেত্রের প্রশাসক। একই কথা বলা যায় উপজাতীয় প্রধান ও নেতাদের ক্ষেত্রে, যারা প্রশাসনের অনেক কাজকর্ম সম্পাদন করত। ঐ সময় পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী এ দু'রকম প্রশাসনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। পরবর্তীতে যখন থেকে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে বিভিন্ন রকমের জীবনযাত্রা শুরু হতে লাগলো তখন থেকেই এ পার্থক্য সূচিত হতে লাগলো।

সম্ভবত রাষ্ট্র প্রধানের পাশাপাশি প্রথম লোক প্রশাসকদের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের একজন ছিলেন কর সংগ্রাহক। তিনি ছিলেন রাজা বা আমীরের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য এবং রাষ্ট্র প্রধানের খুবই ঘনিষ্ঠ সহযোগী। কর সংগ্রাহকের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ

www.pathagar.com

তিনি অধীনস্থদের কাছ থেকে রাজার তত্ত্বাবধানে চাঁদা ও কর সংগ্রহ করে থাকেন। রাজার দায়িত্ব ছিল দলের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বাহিরের বিপদ-আপদ বা আকস্মিক আক্রমণ থেকে দলকে রক্ষা করা।

প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ও প্রাচীন রাজ্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়ে লোক প্রশাসনের মধ্যে একটা পার্থক্য আপনা-আপনিতেই সূচিত হতে শুরু হয়। এ স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি ছিল প্রশাসনের অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন। তখন সামাজিক জীবন যতই জটিল হতে লাগল ততই রাজা বিভিন্ন প্রকার কাজকর্ম ও দায়িত্বের ভারে বোঝাগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং ফলত রাজা তার *উইজারা*-র (মন্ত্রীদের) নিকট কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে শুরু করেন। এসব কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন ছোটখাট কাজের দায়িত্ব এবং নিজ নিজ বিষয় সংক্রান্ত কার্যাদি দেয়া হত। তারা পালাক্রমে তাদের অধীনস্থদের কাছে কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতেন, Taji দৃষ্টিতে তারা আধুনিক সিভিল সার্ভিসের পিতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন (Abdel Hadi, ১৯৭০)।

ইসলামী রাষ্ট্রের লোক প্রশাসন ছিল আদর্শ ভিত্তিক[৪]। প্রশাসনের দক্ষতার জন্য এটি প্রসিদ্ধ ছিল, যার বৈশিষ্ট্য ছিল সহজ যা কিছু মুসলিম আরব তাদের নিজস্ব সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বিদেশী প্রশাসনিক পদ্ধতিকে অঙ্গীভূত করার মাধ্যমে প্রবর্তন করেন। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মকর্তারাও ছিলেন অত্যন্ত সম্মানের পাত্র, যারা তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে কার্যকর প্রশাসনের *সর্বশ্রেষ্ঠ* এক উদাহরণ সৃষ্টি করেন।

বর্তমানে, লোকপ্রশাসন অধ্যয়ন ও প্রায়োগিক উভয়ক্ষেত্রেই আধুনিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি মূল উপাদান, এবং আধুনিক রাষ্ট্র তার নানারকম কার্যাবলীর জন্য এর উপর নির্ভর করে। তাই, লোক প্রশাসন আধুনিক সরকারের বিভিন্ন স্তর: জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় সব ক্ষেত্রেই কাজের কেন্দ্রবিন্দু ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে। নিম্নোল্লিখিত আধুনিক সময়ের কিছু কার্যাবলীর মাধ্যমে লোক প্রশাসনের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে ফুটে উঠে: এটি একটি পদ্ধতি হিসেবে কিছু কর্মসূচির উন্নয়ন যা জনগণের জন্য শিক্ষা ও প্রতিবেশীদের শূন্যতা পূরণ করে, পানি ও বায়ু দূষণ দূরীকরণ করে, বৃহৎ বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের কার্যাবলী, নতুন ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা এবং এমনকি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নতুন জাতীর উন্নয়ন সাধন করে।

আধুনিক কালে, প্রশাসকদের অনেক কাজ ও দায়িত্ব রয়েছে। তাদের মধ্যে, বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা; সিদ্ধান্ত নেয়া; সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা; কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন করা; বিভিন্ন চুক্তির সমঝোতা করা; পরিবর্তন সাধন করা; প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং সংগঠনকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে প্রেষিত করা ইত্যাদি। আবার তাকে নিশ্চিন্ত হতে হয় যে, উপরোক্ত সব কার্যাবলী এমনভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা যা উন্নয়নের সব লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে সহায়তা করবে। এসব প্রশাসনিক কার্যাবলীর সফলতার চাবিকাঠি হল নির্দিষ্ঠ লক্ষ্য, বস্তুনিষ্ট নীতিমালা ও পুরো পরিবেশের সাথে সরাসরি সম্পর্ক। এটা লোক প্রশাসনের একটি শাখার মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব যাকে বলা হয় 'উন্নয়ন প্রশাসন'।

www.pathagar.com

উন্নয়ন প্রশাসন

উন্নয়ন প্রশাসন হল একটি কার্যভিত্তিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের নীতি, কর্মসূচি ও প্রকল্পের সংস্থান করা হয়। 'উন্নয়ন প্রশাসন' প্রত্যয়টি ১৯৫০ এর মাঝামাঝি সময়ে উন্নয়নের প্রশাসনকে (অর্থাৎ এর সমর্থন ও ব্যবস্থাপনা) আইন ও শৃঙ্খলার প্রশাসন থেকে পৃথক করে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি 'উন্নয়ন অর্থনীতি'-র প্রতিমূর্তি হিসেবেও গণ্য (Gant, ১৯৭৯:১৯-২০)। উন্নয়ন প্রশাসন অধ্যয়নের একটা বিষয় হিসেবে এবং উন্নয়নের লক্ষ্যার্জনে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এশিয়া, আফ্রিকা, কেন্দ্রীয় ও ল্যাটিন আমেরিকার স্বাধীন দেশগুলোর উত্থানের পর থেকে। কিছু ব্যতিক্রম[৫] ছাড়া এ সব কলোনীভূক্ত দেশগুলোর শক্তিশালী প্রশাসনিক ঐতিহ্য ছিল না এবং তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রশাসনের সহায়তার উপর নির্ভরশীল থাকতে হতো।

উন্নয়ন প্রশাসন নামক এ নতুন বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ব্যাপক ত্বরান্বিতকরণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং তৃতীয় বিশ্বের কার্যভিত্তিক কিছু কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত, যা উন্নত পশ্চিমা বিশ্বের পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের আদর্শগত ও মূল্যবোধ ভিত্তিক বিচার বিবেচনাযুক্ত পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত (Abusin, ১৯৭৭: ৩০)। এক দশক আগে প্রশাসনের এক ছাত্র উল্লেখ করেন, এখনও এ বিষয়টির পরিধি প্রশাসনিক বিষয়গুলোর সাথেই ব্যাপকভাবে সম্পর্কিত, আরও ব্যাপকভাবে বললে বলতে হচ্ছে, নতুন উত্থিত জাতিগুলোর রাজনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়নের সাথেও এটি সম্পর্কিত (Caiden, ১৯৬৯:১০)। এভাবে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রিপোর্ট পরীক্ষা করে দেখা যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন স্তরকে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনার জন্য প্রশাসনের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ উন্নয়নের জন্য প্রশাসনের উপরই জোর দিয়েছেন, যা তাদের আসল কাজ ও প্রাথমিক দায়িত্ব (Gant, 1979: 20)।

প্রশাসনিক উন্নয়ন

উন্নয়ন প্রশাসন যদি উন্নয়নশীল জাতিগুলোর জন্য সীমাবদ্ধ করা হয় তবে প্রশাসনিক উন্নয়ন হবে না। প্রশাসনিক উন্নয়ন হল, তার প্রতিমূর্তির রাজনৈতিক উন্নয়নের ন্যায়, প্রশাসনিক ও সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং কর্মসূচির পরিমাণগত বা আনুভূমিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন অথবা কোন রাজনৈতিক সমাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থার নবগঠিত প্রতিষ্ঠান ও নীতিগুলোর গুণাবলী ও কৃতিত্বের গুণগত বা উল্লম্ব বৃদ্ধি ও উন্নয়ন। প্রশাসনের উন্নয়ন বিষয়টি, প্রায়ই প্রশাসনিক আধুনিকায়নের সাথে আন্ত:পরিবর্তনীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যাতে সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন ও আধুনিকায়নে কিছু কৌশল ব্যবহৃত হয়, যার মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়। তাই প্রশাসনিক উন্নয়ন হচ্ছে, বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সাধন করা যেমন যুক্তরাষ্ট্রের সাংগঠনিক উন্নয়ন ধারা।

www.pathagar.com

একটি নতুন ধারণা ও কৌশল হিসেবে যদিও 'প্রশাসনিক উন্নয়ন' বিষয়টি বিভ্রান্তিকর (Riggs, ১৯৬৬: ২২৫-৫৫), তথাপি, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এটি একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। এর কারণ হল, বিভিন্ন নতুন আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গেলে, যে কোন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যন্ত্রের চলমান উন্নয়ন ও অগ্রগতি দরকার, প্রতিটি রাষ্ট্র যার মাধ্যমে বিবেচনা ছাড়াই উন্নয়ন মানের বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এভাবে কেউ বলতে পারেন যে, প্রশাসনিক উন্নয়নকে ধরে নেয়া হয় একটি প্রশাসনিক কৌশল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল ভিত্তিপ্রস্তর, যা আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সব সরকারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। অতএব, প্রশাসনিক উন্নয়ন রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর একটি হিসেবে পরিগণিত, যা ঐ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর অর্জনের নিশ্চয়তা দেয়।

প্রশাসনিক উন্নয়ন দৈবক্রমিক পন্থায় বাস্তবায়ন করা যায় না, আবার বাহির থেকেও একে সূচিত করা যায় না। Ralph Braibanti (১৯৭৮এ:১০৩, ১১০) -র মতে, সাংস্কৃতিক বিবেচনায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর সম্পর্কের নতুন ধারণার ক্ষেত্রে এরা ' 'দেশজমুখীতা'-র বন্ধনে আবদ্ধ। এ শব্দটি ১৯৭৭ সালে ইউনেস্কোর অধীনে মরক্কোর তানজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে, প্রশাসনকে বিভিন্ন সামাজিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে খাপ খাইয়ে নেয়া বিষয়ক আলোচনায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়। Braibanti বলেন, যদি নতুন ও পুরাতন রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে নতুন কোন সম্পর্কের উত্থান হয়, তখন নতুন পদ্ধতির প্রশাসনিক কাঠামোকে অবশ্যই নবতর পদ্ধতির প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম ও তৈরী হতে হবে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনকে[৬] পরিমাপের ক্ষেত্রে, যা ভৌগলিক সংস্কৃতির পরিধির মধ্যে প্রশাসনিক আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচার করে, যাতে উন্নয়নের একটা সাধারণ স্তর থাকে এবং আপেক্ষিকভাবে একই সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা বিদ্যমান, Braibanti বলেন: দেশজমুখীতার এ ধরণের আঞ্চলিক প্রচারের ফলাফল এখন পরিষ্কার নয়। এটা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে যে, এ ফলাফল সুস্পষ্ট হবে, দেশজ কাঠামোগুলো খুঁজে বের করাকে উৎসাহ প্রদান ও পশ্চিমা মডেলগুলোর বৈষম্যমূলক ব্যবহার পরিহার করার মাধ্যমে, যাদের রয়েছে সীমিত উপকারীতা '।

Dwight Waldo একই রকম একটি দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটান[৭], উন্নয়ন প্রশাসনের অন্যান্য পণ্ডিতদের মতো তিনিও পরামর্শ দেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর আশা এবং সম্ভবত কামনা, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ক্ষেত্রে ঘটা শিল্পোন্নয়নের সীমাকে ছাড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া। অন্য কথায় বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলো পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে পরিচিত হবার মাধ্যমে শিল্প পরবর্তীযুগের সমাজের লক্ষ্যগুলো স্থির করে, সামাজিক উন্নয়নের শিল্পগত দিকের অনেক খারাপ বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে যাবার একটা সুযোগ পাচ্ছে। এভাবে যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি, তা মনে হয় অধিক বিশ্বাসযোগ্য, যদিও শিল্পায়িত ও অশিল্পায়িত সমাজের অনেক বৈশিষ্ট্য আপাত বিরোধী মনে হলেও তা পারস্পরিকভাবে বর্জনীয় নয়।[৮] সুতরাং এটি বলা যায় যে, গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থা

www.pathagar.com

একটি ভিত্তি প্রদান করে, যার মাধ্যমে একটি প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত গতানুগতিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রিত করে শিল্পপরবর্তী সমাজ ব্যবস্থায় সরাসরি উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশেষত 'দেশজমুখীতা' ধারণাটি একটি অপ্রতিপাদ্য বিষয়, যা ১৯৪০ সালের দিকে ব্যাপকতা লাভ করে। ঐ সময় এটি অনুমান করা হতো যে, শুধুমাত্র শিল্পায়িত জাতিগুলো তাদের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের জন্য যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা হুবহু ব্যবহার কিংবা অনুসরণ করার মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলো উন্নত হতে পারবে। এটি এখন পরিষ্কার যে, এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র অপরিপূর্ণই নয়, বরং তা একটিমাত্র কারণে ব্যাপক আশাব্যঞ্জক যে, ভবিষ্যতকে নকল করা যায় না, এটাকে সৃষ্টি করতে হয় (Waldo, ১৯৭১)। যে কোন জাতির ভবিষ্যত সৃষ্টি ও গঠন ব্যাপক ভাবে এর উত্তরাধিকার বা বংশের উপর নির্ভর করে। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, যে জাতির কোন অতীত নেই, তার কোন ভবিষ্যতও নেই। এটি মনে রাখতে হবে যে, আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রশাসনের ঐতিহাসিক ভিত্তি যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল সেদিকে মোড় নিচ্ছে। এ উদ্দেশ্যটা অতীত সম্পর্কে ব্যাপক আশা জাগিয়ে তুলার জন্য যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি পেতে সাহায্য করবে।

ইসলামী প্রশাসনের উৎসাবলী

ইসলামী প্রশাসনের শিকড় প্রোথিত রয়েছে শরীয়তের প্রাথমিক ও গৌণ উৎসের মধ্যে এবং প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের বাস্তবে তার ব্যবহারের মধ্যে। এখানে ইসলামী প্রশাসনের মানদন্ডের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নাদির উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কেউ এমন একটা মানদন্ড এবং প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো কি তা খুজে পাবে, যা ইসলামে গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব মানদন্ড ও ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এরূপ বাস্তবতা থেকে যে, এগুলো প্রাথমিকভাবে সমসাময়িক মুসলিম দেশগুলোকে প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য দেশীয় ধারা উপস্থাপন করে, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে স্থানীয় অভিজ্ঞতা থেকে যে ধারাটি পূর্বে উপস্থাপিত হয়েছে তা থেকে এটি বিশিষ্ট অর্থে উদ্ভুত নয়। যা ব্যাপকভাবে উন্নয়নশীল দেশে সমর্থিত হয়ে আসছে তা প্রশাসনিক উন্নয়নসহ উন্নয়নের বৈদেশিক মডেলগুলো থেকে মোহমুক্তি পেয়েছে। বিদেশী মডেলের প্রতি এ ধরণের মোহমুক্তি মুসলিম দেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জাতীয় পরিচিতির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন করে তুলে যা 'দেশজমুখীতা'কে উৎসাহিত করে। এটা হচ্ছে শিকড়ের সন্ধান করা যা অবশ্যই ইসলামকে পুনর্বিবেচনায় নিয়ে আসে, যার প্রশাসনিক মানদণ্ডগুলো অনেকদিন থেকে কোন দুর্ঘটনার মাধ্যমে কিংবা পরিকল্পিতভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু ইসলামী পণ্ডিত, পাশাপাশি অমুসলিমগণও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা সম্পর্কে গবেষণা করলেও, কেউই লোক প্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ে ইসলামের যে মূলনীতি রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেয়নি, যা এ অধ্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রসারতা দেয়া হয়েছে।[৯]

www.pathagar.com

ইসলামী প্রশাসনের প্রাথমিক যুগের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মতো। প্রথমত এবং যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ইসলামী পদ্ধতি খুব সহজেই তার নিজস্ব সরকারী প্রশাসনের কাঠামোর মধ্যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংগীভূত করতে পেরেছিল। আরবদের অধীনে আসা অধিকাংশ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান অক্ষত ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একটি নতুন ও প্রবল ইসলামী ভাবধারা সঞ্চারিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, আরবগণ সিরিয়া ও মিশরে রোমানদের প্রশাসনিক পদ্ধতি এবং পারশীয়াতে পারশীয়ানদের প্রশাসনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে। অন্যদিকে স্পেনের মতো অন্যান্য যে সব ভূখণ্ডে কৃষিজ ব্যবস্থায় যে জাজ্বল্যমান পাপ প্রচলিত ছিল তা পরিহার করা হয় এবং মানবকূল যারা মর্যাদা হানিকর অবস্থায় পতিত হয়ে ভূমিদাস ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল তাদের মানবিক সব মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া হয় (Husaini, ১৯৬৬ : ২৮৫)।

ইসলামী প্রশাসনের প্রাথমিক যুগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের উপস্থিতি, যা মহানবী (স.) ও তাঁর ধার্মিক চার খলিফার সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিস্ফুট হয়েছিল। Husaini বলেন, পুরো রাজনৈতিক পরিবেশে 'আল্লাহ্ ভীতি' ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সব মুসলিম যারা আল্লাহ্‌র নবীর অনুসরণকারী তারা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করেছিল। Husaini আরও বলেন, পরবর্তীতে অধঃপতন ও দুনিয়ার প্রতি মোহ এসে গিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় উমর ও মহামতি আল মামুনের মত বিবেকবান শাসকগণ তা অনেক ক্ষেত্রেই দমন করতে সক্ষম হন। অবশেষে, আবার যখন মহানবী (স.) প্রদর্শিত আল্লাহ্ ভীতি ও চেতনা ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল তখন বর্বর যুগের যাযাবর উপজাতীয়রা ঐ সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয় এবং মুসলিমদেরকে আল্লাহ্‌র রাসুল কর্তৃক প্রদর্শিত পথ থেকে সরে আসার কারণে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। (পূর্বোক্ত)

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অনেকটা প্রথম বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত সেটি হল, ইসলামের বৈধ *ইজতিহাদ* মানব অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে না, যা *শরীয়া'হ*-র লক্ষ্যার্জনে পূর্বের ন্যায় এখনও বর্তমান এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায়ও তা এসেছে, এতে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা হয়, যা *শরীয়া'হ*-র মূলনীতির সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। এটি ছিল বিশেষত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে সত্য, যে ক্ষেত্রে কোরানের আয়াত এবং সুন্নাহ্‌র উল্লেখ সীমিত, ব্যাপক এবং নমনীয় পর্যায়ের (দেখুন, সারণী ৫.১)। এভাবে একজন ইসলামপন্থীর বিশ্বব্যাপী আদান প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য পদ্ধতি থেকে ধারণা ও চিন্তাধারার ধার নিতে অনীহা প্রকাশ করা উচিত হবে না, এমনকি যন্ত্রপাতি ও কৌশলের ক্ষেত্রেও। Wickens (১৯৭৬: ১০, ১২২, ১২৩) উদাহরণস্বরূপ বলেন, পশ্চিমারা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে অনেক কিছু ধার করেছেন সামরিক ও বেসামরিক উভয় পর্যায়েই, যেমন প্রশাসনিক সংগঠনের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেয়া যায়, ফ্রান্স '*douane*' এনেছে '*diwan*' থেকে, ঠিক ঐ রকম ইংরেজী শব্দ 'tariff, custom house, tare, admiral, arsenal এবং barbican ইত্যাদি আরও অনেক নতুন শব্দ আরবদের কাছ থেকে ধার করে নামকরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এ বিষয়টা উল্লেখ করার মত যে, পশ্চিমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যদিও খণ্ড খণ্ড ভাবে ও ক্রমবর্ধমান অবস্থায় ছিল তথাপি তা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল না, বরং লক্ষ্যাভিমুখী ছিল এবং যে লক্ষ্যগুলো নির্বাচন করা হয় এবং তা অর্জনের যে উপায় অবলম্বন করা হয় এবং যে উপায়কে খাপ খাওয়ানো হয় বা এগুলোর উভয়ই হয়, তা ব্যাপকভাবেই করা হয় এবং এগুলো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অস্তিত্বের সাথে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রভাবিত হয়। কোন আধুনিক পশ্চিমা রাষ্ট্রই "তার নিজের উপর" ভর করে উন্নত হয় নি, বরং সমকক্ষ হবার আকাঙ্খা, প্রতিযোগিতা, অনুকরণ, আমদানীকরন ইত্যাদির মাধ্যমেই নির্যাসটা তারা গ্রহণ করেছে (Waldo, ১৯৭২: ১৭৫)

কোরান, সুন্নাহ্, *শরীয়া'হ* এবং প্রশাসন

যদিও কোরান বিশেষত '*প্রশাসন*' শব্দটি উল্লেখ করে নি, কিন্তু এতে আরবী শব্দ *ইউদাব্বিরু*[১০] ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায় পরিচালনা করা, পথ নির্দেশ দেয়া, ব্যবস্থা করা, ধাবিত করা, কৌশল করা, চালনা করা, সুবিন্যস্ত করা, নিয়ন্ত্রণ করা, দায়িত্বে থাকা, ভালভাবে ব্যবস্থা করা, ব্যয় সংকোচন করা, পরিকল্পনা তৈরি করা, ব্যবসার কাজকর্ম করা ইত্যাদি (Cowan, ১৯৭৬)। (কোরানে চারটি আয়াত–সুরা ১০: আয়াত ৩, সুরা ১০: আয়াত ৩১, সুরা ১৩: আয়াত ২ এবং সুরা ৩২: আয়াত ৫ -এ *ইউদাব্বিরু* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে)।

কোরান ও সুন্নাহ্তে ইসলামের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি পাওয়া যায়। সারণী ৫.১-এ কিছু সাধারণ মূলনীতি উপস্থাপন করা হয়েছে, যেমন, কিভাবে প্রশাসন চালাতে হয়, বিশেষত প্রশাসনিক ন্যায়বিচার; প্রশাসনিক সরলতা, সততা এবং একাগ্রতা; জনগণের কর্তৃত্ব; এবং পরামর্শ করার (*শু'রা*) বিষয়ে সাধারণ নীতিমালা। ইসলামপন্থীদের এটি জরুরী দায়িত্ব হল, ঐ সব সাধারণ নীতিমালা থেকে একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রশাসনিক সাহিত্য রচনা করা যা বর্তমান সময়ের প্রয়োজন পূরণ করবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ইসলামী '*শরীয়া'হ্*' সরকারী কাজকর্মের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং 'ভাল' ও নৈতিক প্রশাসন গঠনের জন্য মূলনীতি ও মৌলিক শর্তাবলী রচনা করে। কোরান, সুন্নাহ্ ও *ফিক্হ* (মানবিক আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন) সামাজিক, মানবিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, অপরাধ বিষয়ক, নাগরিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক আইনগুলোর একটি সমন্বিত ও ব্যাপক ধারণা দিয়ে থাকে। অবশ্য এ সব নীতিমালা একটি একক মাত্রা গঠন করে, আর সেটি হল '*শরীয়া'হ্*'। *শরীয়া'হ্* কতগুলো মূলনীতি ও ব্যাপক নির্দেশনার উপর গুরুত্ব দেয় এবং এগুলো নিয়ে গঠিত। এটি সময় ও স্থানের ভিত্তিতে মুসলিমদের বিবেচনামূলক প্রশাসনিক আচরণের উপর সুক্ষ্ম আলোচনা করে।

ইসলামী *শরীয়া'হ্*-র পুরো চেতনা অবশ্য আধুনিক প্রশাসনিক আইন কানুন থেকে ভিন্ন, এ বিষয়টি উদ্ভূত রয়েছে সরকারী কর্তৃপক্ষকে রক্ষা করা এবং ধর্মীয় ভাবাবেগপূর্ণ করা, বিশেষত ব্যক্তির উপর এর প্রাধান্য থেকে। অন্যদিকে *শরীয়া'হ্* ও এর উপবিভাগগুলো ইসলামী প্রশাসনিক পদ্ধতিতে দু'টি মূলনীতির আলোকে কাজ করে: ক) *শরীয়া'হ্* হল

www.pathagar.com

ঐশ্বরিক; এবং খ) *শরীয়া'হ্* হল স্বাধীন ও উন্মুক্ত, যা ব্যক্তিকে তার নিজস্ব বিবেক ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করতে অনুমতি দেয় (Wasfy, ১৯৭৭: ৪৩৫)।

সারণী ৫.১ *পবিত্র কোরানে বর্ণিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলো*

১। **সার্বভৌমত্ব:** সাধারণ (সূরা ২: আয়াত ২৫৫) (সূরা ৩: আয়াত ২৬) (সূরা ৬: আয়াত ১৮) (সূরা ১৩ : আয়াত ৯, ১৬, ৪১) (সূরা ১৮: আয়াত ২৬) (সূরা ২০: আয়াত ৬) (সূরা ২১: আয়াত ২৩) (সূরা ২৩: আয়াত ৮৮) (সূরা ৩৬: আয়াত ৮৩) (সূরা ৩৮: আয়াত ৫) (সূরা ৫৯: আয়াত ২৩) (সূরা ৯৫: আয়াত ৮) (সূরা ১১৪: আয়াত ১-৩)

ক. শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব (সূরা ২: আয়াত ১০৭) (সূরা ৩: আয়াত ১৫৪) (সূরা ৬: আয়াত ৫৭) (সূরা ৭: আয়াত ৫৪) (সূরা ১২: আয়াত ৪০) (সূরা ১৬: আয়াত ২৮) (সূরা ১৮: আয়াত ২৬)

খ. আইনগত সার্বভৌমত্ব (সূরা ২: আয়াত ২২৯) (সূরা ৫: আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৭) (সূরা ৭: আয়াত ৩)

২। **মৌলিক অধিকার:** সাধারণ (সূরা ২: আয়াত ২৪৮) (সূরা ৩: আয়াত ১০৫) (সূরা ৪: আয়াত ২৯, ৯৩, ১৪৮) (সূরা ৫: আয়াত ৭৮, ৭৯) (সূরা ৬: আয়াত ১০৯, ১৬৫) (সূরা ১৭: আয়াত ৩৩) (সূরা ৩১: আয়াত ১৮) (সূরা ৪৯: আয়াত ৬)

ক. জীবনের নিরাপত্তা (সূরা ১৭: আয়াত ৩৩)

খ. ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার (সূরা ২: আয়াত ১৮৮, ২৬৭)

গ. মানবিক মর্যাদার অধিকার (সূরা ৪৯: আয়াত ১১, ১২)

ঘ. গোপনীয়তার অধিকার (সূরা ২৪: আয়াত ২৭, ২৮) (সূরা ৪৯: আয়াত ১২)

ঙ. ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার (সূরা ৩: আয়াত ১১০) (সূরা ৪: আয়াত ৪৯) (সূরা ৭: আয়াত ১৬৫)

চ. ধর্মীয় সহনশীলতার অধিকার (সূরা ৬: আয়াত ১০৮) (সূরা ২৯: আয়াত ৪৬)

ছ. আইনগত প্রতিরক্ষার অধিকার (সূরা ৪: আয়াত ৫৮) (সূরা ১৭: আয়াত ৩৬) (সূরা ৪৯: আয়াত ৬)

জ. আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার (সূরা ২৮: আয়াত ৪)

ঝ. মৌলিক প্রয়োজনের অধিকার (সূরা ৫১: আয়াত ১৯)

ঞ. দল গঠনের স্বাধীনতা (সূরা ৩: আয়াত ১০৪)

ট. বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের স্বাধীনতা (সূরা ২: আয়াত ২৫৬) (সূরা ১০: আয়াত ৯৯)

ঠ. ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার মূলনীতি (সূরা ৬ : আয়াত ১৬৪)

www.pathagar.com

৩। **রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসনের মূলনীতি:** সাধারণ (সূরা ৪: আয়াত ৫৮, ৫৯) (সূরা ৫: আয়াত ২) (সূরা ৭ : আয়াত ৬৯, ৭৪, ১২৮, ১২৯) (সূরা ২১ : আয়াত ১০৫) (সূরা ২২: আয়াত ৪০, ৪১) (সূরা ২৪: আয়াত ৫৫) (সূরা ৩৫: আয়াত ৩৯) (সূরা ৩৮: আয়াত ২৬) (সূরা ৪২: আয়াত ৩৮) (সূরা ৪৯: আয়াত ১৩) (সূরা ৫৭: আয়াত ২৫)

ক. নাগরিকের উপর রাষ্ট্রের অধিকার

১. আনুগত্য (সূরা ৪: আয়াত ৫৯)

২. আইন শৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণ (সূরা ২: আয়াত ১৯১) (সূরা ৫: আয়াত ৩৩) (সূরা ৭: আয়াত ৮৫)

৩. সহযোগিতা এবং এর সীমা (সূরা ৫: আয়াত ২) (সূরা ৭৬: আয়াত ২৪)

৪. প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ (সূরা ৯: আয়াত ৩৮, ৩৯)

খ. পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি

১. চুক্তি ও সন্ধি বিষয়ে পারস্পরিক সম্মান (সূরা ৮:আয়াত ৫৮) (সূরা ৯: আয়াত ৪, ৭) (সূরা ১৬: আয়াত ৯১) (সূরা ১৭: আয়াত ৩৪)

২. সকল লেনদেনে সততা ও দৃঢ়তা (সূরা ১৬: আয়াত ৯২)

৩. আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার (সূরা ৫: আয়াত ৮)

৪. শান্তির সন্ধান (সূরা ৮: আয়াত ৬১)

৫. বেসামরিক লোকদের প্রতি নিরপেক্ষভাবে সম্মান প্রদর্শন (সূরা ৪: আয়াত ৮৯, ৯০)

৬. সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে বাধাদান (সূরা ১৬: আয়াত ৯২) (সূরা ২৮: আয়াত ৮৩)

৭. বিদেশে অবস্থানরত মুসলিমদের সহায়তা ও রক্ষা করা (সূরা ৮ : আয়াত ৭২)

৮. নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক (সূরা ৬০: আয়াত ৮, ৯)

৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে সদিচ্ছা (সূরা ৫৫: আয়াত ৬০)

১০. অপরাধীদের শাস্তি প্রদান (সূরা ২: আয়াত ১৯৪) (সূরা ১৬: আয়াত ১২৬) (সূরা ৪২: আয়াত ৪০-৪২)

গ. ন্যায়বিচারের প্রশাসন (সূরা ৪: আয়াত ৫৮, ১৩৫) (সূরা ৫: আয়াত ৮, ৪২) (সূরা ৬ আয়াত ১৫৩) (সূরা ৭: আয়াত ২৯) (সূরা ১৬: আয়াত ৯০) (সূরা ২৪: আয়াত ২) (সূরা ৪২: আয়াত ১৫) (সূরা ৫৭: আয়াত ২৫)

ঘ. শাসক এবং শাসিত (সূরা ২: আয়াত ১২৪, ২৪৭) (সূরা ৪: আয়াত ৫৮, ৫৯) (সূরা ৫: আয়াত ২, ৩৩, ৩৪) (সূরা ১২: আয়াত ৫৫) (সূরা ১৮: আয়াত ২৮) (সূরা ২৬: আয়াত ১৫১, ১৫২) (সূরা ৪৯: আয়াত ১৩)

ঙ. জনগণের কর্তৃত্ব (সূরা ২: আয়াত ২৪৭) (সূরা ৩: আয়াত ২৬) (সূরা ৪:

www.pathagar.com

আয়াত ৫৯, ৮৩)

চ. পরামর্শের (*শু'রা*) মূলনীতি (সূরা ৩: আয়াত ১৫৯) (সূরা ৪২: আয়াত ৩৮)

ছ. নেতৃত্বের মূলনীতি (সূরা ২: আয়াত ১২৪, ২৪৭) (সূরা ৩: আয়াত ১১৮) (সূরা ৪: আয়াত ৫৮, ৫৯, ৮৩) (সূরা ১৮: আয়াত ২৮) (সূরা ২৬: আয়াত ১৫০-১৫২) (সূরা ৩৮: আয়াত ২৮) (সূরা ৩৯: আয়াত ৯) (সূরা ৪৯: আয়াত ১৩)

উৎস: লেখক কর্তৃক T.B. Irving, Khurshid Ahmed এবং M.M. Ahsan কর্তৃক লিখিত *The Qur'an: Basic Teachings*, Leicester ১৯৭৯, পৃষ্ঠা নং ২২৪-৪৪-র আংশিক সহযোগিতায় সংকলিত।

প্রথম মূলনীতির ফলস্বরূপ ইসলামী *শরীয়াহ্* (অন্যান্য পদ্ধতির মত) প্রশাসনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সমন্বিত ভূমিকা রাখে এবং এটি কর্মীদেরকে জনস্বার্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয় এবং যথাযথ প্রশাসনিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিবেকপূর্ণ কাজ করার সুযোগ দেয়। দ্বিতীয় মূলনীতির ফলে (উন্মুক্ত *শরীয়াহ্*) এটি সরকারী বা জনগণের চেতনা দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত যার ফলে একজন কর্মী স্বাধীন প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন, যিনি কোন ধরণের চাপ বা বলপ্রয়োগ ছাড়াই তাঁর সরকারী দায়িত্ব পালন করেন। একজন স্বাধীন মানুষ তার নিজস্ব মতাদর্শ অনুযায়ী আচরণ করে এবং তার বিবেক ও অন্তরের নির্দেশে কাজ করে। তাছাড়া সে কাজের মাধ্যমে তার বিশ্বাসটাকে প্রকাশ করে। এভাবে *শরীয়া'হ্* একটি মাপকাটি উপস্থাপন করে, যার মাধ্যমে ভুল থেকে সঠিক, অনৈতিক থেকে নৈতিকতার পার্থক্য সূচিত করা যায়, আর এ ধরণের সঠিক মূল্যবোধগুলোকেই একজনের আদর্শ ও বিশ্বাসের অপরিহার্য অংশ হিসেবে পরিগণিত করে। *শরীয়াহ্* এ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, *উম্মাহর* সদস্য বা লোকেরা নিজেরা নিজেদেরকেই শাসন করবে (Wasfy, ১৯৭৭:৪৩৫-৬)।

ইসলামী প্রশাসনের পরিচিতি ও সাধারণ দর্শন চারিত্রিক সরলতা ও সততা, ধার্মিকতা, ন্যায়বিচার, সমতা ও সামাজিক সাম্য ইত্যাদি ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ইসলামে শুধু সরকারই নয় বরং প্রশাসনকেও ধর্ম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। অতএব নৈতিকতা থেকে রাজনীতিকে দূরে ঠেলে দেয়া, আল্লাহ্ ভীতিহীন কূটনীতির প্রয়োগ এবং অন্যায় প্রশাসনকে ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসন, একটি অধিক কষ্টকর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কাজ, যেখানে প্রশাসনের প্রধান নির্বাহীকে ব্যাপক পরিমাণে দায়িত্বশীল হতে হয়। তার ক্রিয়াকলাপ ও কার্যাদির ভিত্তিতে তাকে হয়তো পৃথিবীতে খোদার প্রতিচ্ছবি, এবং তাঁর রাজ্য শাসক হিসেবে অথবা একজন ষড়যন্ত্রকারী অথবা স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে বিচেনা করা হয়। ফলত ইসলামে খারাপ ও নিষ্ঠুর প্রশাসনকে একটি বড় পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শরীয়া'হ্-র দৃষ্টিতে প্রশাসন অবশ্যই পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত এবং গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কোরানে মুসলিমদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এমনভাবে যে, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের সব সরকারী ও প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পন্ন করবেন। সুতরাং কর্তৃত্ববাদী ও একনায়ক নেতা এবং প্রশাসকের পাশাপাশি একক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ইসলামী প্রশাসনিক পদ্ধতিতে কোন স্থান নেই। শুধুমাত্র যারা ধার্মিক, আল্লাহ্ ভীরু, সঠিক, দয়ালু এবং তাদের কার্যপরিচালনায় যোগ্য তাদেরকেই শাসন ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[১১]

মুসলিম পণ্ডিত ফজলুল করিম (১৯৬৩:৫৮০-১) মুসলিম শাসক বা প্রশাসক বা উভয়কেই পরিচালনা করতে নিম্নলিখিত বিষয়, ধারণা ও নৈতিক মূল্যবোধকে চিহ্নিত করেছেন:

> তিনি এ বিশ্বকে চিরস্থায়ী ও চিরন্তন পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির জন্য একটি অস্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে বিবেচনা করবেন। তার পুরো জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা হবে একটি সৎ ও সঠিক প্রশাসনের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, যার ভিত্তি হবে ন্যায়বিচার, সামাজিক সাম্য ও দক্ষতা। তিনি নিজেকে অধিষ্ঠিত করবেন জনগণের একজন সেবক হিসেবে এবং তার উপর নিয়োজিত দায়িত্বাবলীর অর্থাৎ তার নির্দেশের অধীনে যারা থাকবেন তারা এবং সাধারণ জনগনের জন্য বিশ্বাসী হিসেবে।[১২]

করিম পুনরায় উল্লেখ করেন, যে কোন শাসক অথবা প্রশাসক অথবা উভয়ই ইসলামী প্রশাসনের ধারণা অনুযায়ী ভাল ও সঠিক হিসেবে বিবেচিত হবেন, যদি তিনি নিম্নোক্ত নিয়মাবলী মেনে চলেন (পূর্বোক্ত):

ক) তিনি তাঁর অধীনস্থদের জন্য সেটাই পছন্দ করবেন, যা তিনি তাঁর নিজের জন্য এবং তাঁর পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের জন্য পছন্দ করবেন।

খ) তিনি সবার দু:খ-দুর্দশা শুনার জন্য ও অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য সবসময় তাঁর দরজা উন্মুক্ত রাখবেন।

গ) প্রশাসনিক নীতির প্রধান বিষয় হিসেবে তিনি দয়ার পাশাপাশি ন্যায়বিচারের আশ্রয় নিবেন।

ঘ) তিনি ধর্মীয় দায়িত্ব ও অন্যান্যদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রত্যক্ষ করবেন।

ঙ) তিনি প্রজার সাথে তাঁর পরিষদের মন্ত্রী ও সহায়তাকারী এবং উপদেষ্টা হিসেবে ধর্মভীরু, সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান লোকদের বাছাই করবেন।

চ) তাঁর অফিস বা দেশের সব সরকারী কার্যের উপর তাঁর দৃষ্টি ও সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

ছ) তিনি দ্রুত ও তড়িৎ বিচার পরিচালনার জন্য নিয়ম তৈরি করবেন, কিন্তু তা অবশ্যই ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্থ করে নয়।

জ) তিনি ন্যায়বিচার যাতে থাকে সেভাবে সব সম্প্রদায়কে সমতার চোখে দেখবেন।

www.pathagar.com

ঝ) কোরান, সুন্নাহ্ এবং সমতা ও ন্যায়বিচারের সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী তিনি তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্বের আলোকে জনগণকে শাসন করবেন।

এ সব নীতিমালাগুলো স্থায়ী বা চরম নয়, এগুলো শুধুমাত্র কোন লক্ষ্যার্জনে কিছু নির্দেশিকা বা একটা উপায়। একই লক্ষ্যার্জনে আরও অনেক পন্থা *শরীয়া'হ্*-তে পাওয়া যায়, প্রাথমিকভাবে কোরান ও সুন্নাহ্তে।

আবুল আ'লা মওদুদী (১৯৬৯), পাকিস্তানের একজন সমসাময়িক মুসলিম দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, *শরীয়া'হ্* শুধু সাংবিধানিক আইনের মৌলিক নীতিগুলোর ব্যাখ্যা দেয় না, বরং ইসলামী প্রশাসনিক আইনের মূলনীতি ও প্রধান প্রধান উপাদানগুলোর স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে। তদুপরি মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীদের প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক পদ্ধতির পূর্ব নজীরও রয়েছে। *শরীয়া'হ্* উদাহরণস্বরূপ, ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে পুলিশ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের জন্য আচরণের সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করে। এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, *শরীয়া'হ্* পুরোপুরি বিস্তৃত এবং বিশেষ কোন কাজের গতিপ্রকৃতি বা যে পদ্ধতিতে ইসলামী প্রশাসনের কাজ করা উচিত তা ঠিক করে দিবে না। A. Maududi (১৯৬৯:৫৩, ৫৪)-র ভাষায়:

> *শরীয়া'হ্* আমাদের প্রশাসনিক আইনের কাঠামো দিয়েছে ঠিক সেভাবে, যেভাবে আমাদের সাংবিধানিক আইনের মূলনীতিগুলো দিয়েছে এবং যুগ ও দেশের চাহিদার আলোকে যেখানে আমরা বসবাস করি, তাকে গড়ার জন্য মুসলিমদের স্ববিবেচনার উপর দেয়া হয়েছে এবং ঐ বিষয়গুলো অবশ্যই *শরীয়া'হ্* কর্তৃক নির্ধারিত সীমানার মধ্যে।

বর্তমানে প্রশাসনের গুরুত্ব যতই বেড়েছে, *শরীয়া'হ্* ও একইভাবে প্রয়োগযোগ্য হচ্ছে, যেমন হয়েছিল চৌদ্দ'শ বছর আগে। S.M. at–Tamawi (১৯৬৯:১০-১১) এ দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তিনি তার *Umar ibn al-Khattab* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সমসাময়িক লোক প্রশাসনের দু'জন পরিচিত দার্শনিক Luther Gulick এবং James Pollock ১৯৬২ সালে 'The Organization of Governmental Administration of the United Arab Republic (Egypt)' -র উপর এক রিপোর্টে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আধুনিক সময়ে শক্তিশালী ও সফল সরকার ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী ও সুদক্ষ আমলাতন্ত্রের জন্য ইসলামী সংস্কৃতি একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট ভিত্তি। তারা আরও উল্লেখ করেন, *শরীয়া'হ্* মিশরীয়দেরকে কিছু মূলনীতি ও উপাদান দিয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে তারা নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের নেতৃত্বের গুণাবলীকে ব্যবহার করতে পারে, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনে জনগণকে জড়িত করতে পারে ও প্রশাসনিক দায়িত্বে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে পারে এবং সার্বিকভাবে জাতীয় স্বার্থে সরকারী ও বেসরকারী সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। এ বিবৃতি, যা বাইরের ও এ বিষয়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এসেছে, মিশরীয় কর্মকর্তাদেরকে বিদ্যমান পশ্চিমা প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও মডেলগুলোকে পরিপূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার সুপারিশ

www.pathagar.com

করেনি। পক্ষান্তরে, এ বিবৃতি তাদেরকে নিজস্ব নতুন প্রশাসনিক কৌশল তৈরী, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, অভ্যন্তরীণ উত্তরাধিকার, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক আচরণের উপর নির্ভরশীল হতে উৎসাহিত করে।

পরিশেষে রসুল (স.)-র নিম্নোক্ত *বাণী* প্রশাসকদের দায়িত্ব বৃদ্ধি করে (সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট না হয়ে যা ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে)। এ *হাদীস* সুনির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন কার্যাবলী ও বিভিন্ন ধরণের কাজের প্রয়োগ ও দায়িত্বশীলতা বর্ণনা করে, যা অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি ব্যুরো বা অফিসে সীমাবদ্ধ নয়। মহানবী (স.) বলেন (*আল-হাদীস*, ১৯৬৩: ৫৮১-২):

> জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে; একজন পুরুষ মানুষ যিনি তাঁর পরিবারের দায়িত্বশীল তাঁকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে; একজন মহিলা যিনি স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশুনার জন্য দায়িত্বশীল তাঁকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে; একজন চাকর যে তার মালিকের সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য নিয়োজিত তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই এ জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ঘটনাচক্রে এ আলোচনা শুধুমাত্র তত্ত্বগত ও আকাশকুসুম ধারণা মনে হতে পারে অথবা প্রকৃতগতভাবে আদর্শবাদী মনে হলেও নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলোতে আগেকার মুসলিমদের বাস্তব জীবনধারায় ঐ সব নীতিমালার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবীর (স.)-র প্রশাসন (১২ হিজরীপূর্ব/৬১০-১১ হিজরী/৬৩২)

ইসলামী প্রশাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে ইসলাম পূর্ব আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা নিতে হবে অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের পূর্বে, যখন যীশু [হযরত ঈসা (আ.)] এবং মহানবী (স.)-র যুগের মধ্যবর্তী সময়ে কোন আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারক ছিলেন না। এ নির্দিষ্ট সময়কে ইসলামে '*আইয়ামে জাহেলিয়াহ*' বা 'অজ্ঞতার যুগ' বলা হয়েছে, তুলনা করলে ইসলামের যুগকে বলা হয় 'আলোর এবং জ্ঞানের যুগ'।

আইয়ামে জাহেলিয়াহ-র সময়ে আরবগণ দু'টি বড় দলে বিভক্ত ছিল: একদল ছিল মরুচারী এবং অন্য দল ছিল শহরের, নগরের ও গ্রামের বাসিন্দা। প্রথম দলটি ছিল বেদুইন যারা ব্যাপকভাবে আরবের কেন্দ্রস্থলে বসবাস করত, যারা তাদের উট, ভেড়া ও ঘোড়ার জন্য চারণভূমির খোজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াত।

www.pathagar.com

তাদের নির্দিষ্ট কোন ঘর ছিলনা, তারা যেখানে চারণভূমি ও পানির পর্যাপ্ততা ছিল সেখানেই বসবাস করত। এ দলের সাধারণ সদস্যরা অত্যন্ত সাধারণভাবে দিন যাপন করত; তারা ছিল সাহসী, শক্তিশালী ও অতিথিপরায়ন। তারা পশমের কাপড় পরিধান করতো বা তাবু খাটাত এবং সবসময় মেহমান, গরীব বা সহায়সম্বলহীনকে খাওয়ানোর জন্য তাদের একমাত্র উটটিও জবাই করতে প্রস্তুত থাকত। তারা সবসময় অধিক গ্রহণ করার চেয়ে প্রদান করতে পছন্দ করতো।

ইসলাম পূর্বযুগে বসবাসকারী দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা আরব উপদ্বীপের নগর, শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতো। তারা তাদের অপরপক্ষ বেদুঈনদের চেয়ে সভ্যতার দিক দিয়ে অনেক অগ্রগামী ছিল; তারা কৃষিকাজ ও ব্যবসায় ব্যস্ত থাকত এবং বছরে দুবার ব্যবসায়িক ভ্রমণে বের হতো। তাদের কাফেলা প্রতিনিয়ত শীতকালে ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরবে গমণ করতো এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়া, ফিলিস্তিনের প্রধান প্রধান নগর ও শহরে পাঠানো হতো।

এ প্রধান দল দু'টি আবার অনেক উপদলে বিভক্ত ছিল। W. Robertson Smith (১৯০৩: ১-২) এর ভাষায়ঃ

> যখন মুহাম্মদ (স.) তাঁর নবীযাত্রা শুরু করলেন এবং একটি বৃহৎ পরিবর্তনের প্রেরণা দিলেন, তখন কয়েক বছরেই আরব সমাজের গোটা চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল, গোটা উপদ্বীপের আরবগণ অসংখ্য স্থানীয় দলের সৃষ্টি করল, যারা একত্রিত হয়েছিল তারা কোন ব্যাপক রাজনৈতিক সংগঠনের আড়ালে নয়, বরং একতার ঐতিহ্যগত আবেগে একত্রিত হয়েছিল যার উপর তারা বিশ্বাস করত বা রক্তের বন্ধন সৃষ্টি করতো এবং তারা কিছু পারস্পরিক বাধ্য বাধকতার স্বীকৃতি ও প্রয়োগ এবং সামাজিক দায়িত্ব ও মর্যাদার ভিত্তিতে একত্রিত হতো, এসবের ভিত্তিতে একই দলের সদস্যরা একে অন্যের বিরুদ্ধে এবং এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে একত্রিত হতো।

যে সব দল নগর এবং শহরে বসবাস করতো যেমন মক্কা এবং তায়েফ তাদের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে Smith (পূর্বোক্ত) বলেনঃ

> বড় শহরে উদাহরণস্বরূপ কিছু দল হয়তো আন্তরিক জোটের কারণে একত্রে বসবাস করতো, কিন্তু ঐসব প্রতিষ্ঠিত দল বা বংশের নিজস্ব এলাকা ছিল, তাদের ক্ষুদ্রকায় fortalices ছিল[১৪], তাদের নিজস্ব নেতা ছিল এবং তাদের নিজস্ব স্বার্থও ছিল। তাদের দলগত বন্ধন ছিল নাগরিকত্বের বন্ধনের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে কোন্দল প্রায়ই শহরের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হতো।

যাযাবর আরবরাও কোন অংশে ভিন্ন ছিল না। তারাও বিভিন্ন উপদল, যেমন পরিবার, বংশ ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। একটি উপজাতি বড় একটি পরিবার এবং উপজাতির

www.pathagar.com

নাম প্রসিদ্ধ ও পরিচিত পূর্বপুরুষের নামানুসারে হতো। প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব একজন প্রধান ছিলেন; প্রতিটি বংশেরও তাদের নিজস্ব একজন প্রধান ছিলেন এবং প্রতিটি উপজাতিরও একজন তাদের নিজস্ব প্রধান বা নেতা (*শেখ*) ছিলেন। বয়স, ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রজ্ঞা ও সম্পদ ছিল প্রধান নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান উপাদান। এভাবে আত্মীয়তার উপর ভিত্তি করে গঠিত বেদুঈনদের সামাজিক ও সরকারী সংগঠনের একটি মৌলিক একক ছিল উপজাতি।

S.A.Q. Husaini (১৯৬৬:১০-১১) এর মতে, সাধারণত আরবরা বিশেষত বেদুঈনরা চিন্তা-চেতনার দিক থেকে গণতন্ত্রমনা ছিল, তারা তাদের নেতা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত এবং তার একনায়কোচিত শাসনে আত্মসমর্পন করত না। তাই দলের প্রধান বা নেতাকে বংশ বা উপজাতির অভিজাত ও সম্মানী লোক এবং বড়দের পরিষদের উপস্থিতিতে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হতো। তাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী এতই সাধারণ ছিল যে, তাদের শাসন কার্যে ব্যাপক কোন সরকার, প্রশাসন বা অফিস এবং কর্মকর্তা কর্মচারীর দরকার হতো না।

অন্য দিকে নগর ও শহরের বাসিন্দাদের, নগর রাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল। এ নগর রাষ্ট্রের গঠন সংগঠিত রাজ্য থেকে অনেক ভিন্ন এবং বেদুঈনদের উপজাতীয় সরকার ব্যবস্থা থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর আবার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ছিল। ঐ সময়ের ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন যে, বেদুঈনরা ছাড়া আরবের মক্কা নগরীর বাসিন্দাদের '*দার উন নাদওয়া*' (আক্ষরিক অর্থে সভাকক্ষ) নামে একটি নগর ভবন ছিল, যেখানে নগরীর নেতৃস্থানীয় নাগরিক ও বিশিষ্ট লোকজন তাদের দলীয় কার্যাবলী ও ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য একত্রিত হতো। H. Lammens (১৯২৯: ১৩)-র মতে:

> আমরা মক্কায় একটা অর্পিত কর্তৃপক্ষ দেখতে পাই, যা সময়ের এক প্রকার কাঠামো, কিন্তু এটা সংজ্ঞায়িত করা বা সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। এটা হল কোরানে বর্ণিত '*মালা*'... যা ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বংশের প্রধাণদের মিলনস্থল। এখানে অধিক ধনী ও খুব বেশী প্রভাবশালী পরিবারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

মক্কার প্রথম সারির বা নেতৃস্থানীয় পরিবারগুলো কতগুলো বিশেষ দায়িত্ব পালন করত যেমন ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের সেবা করা এবং পবিত্র গৃহ কাবা'র দেখাশুনা করা। মক্কাবাসীরা তাদের নগরের উপর দিয়ে যাত্রারত যে কোন কাফেলার কাছ থেকে এক দশমাংশ কর ধার্য্য ও আদায় করত এবং তাদের সাথে পণ্যদ্রব্য বেচাকেনা করতো, তারা অন্যান্য যে কোন কিছুর চেয়ে ব্যবসাকে প্রাধান্য দিত। E. N. Gladden (১৯৭২: ২১৪) ঐ সময়ের যাযাবর আরব ও প্রতিষ্ঠিত আরবদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তেমন কোন পার্থক্য সূচিত করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেন–

> আরবদের রোমানদের মত অত শ্রেষ্ঠ সংগঠন ছিল না কিংবা তাদের মত প্রশাসনের উদ্ভাবন করতে পারে নি। তারা তাদের বিজিতদের সব প্রথা

www.pathagar.com

> ও প্রতিষ্ঠানগুলো অব্যাহত রাখত, শুধুমাত্র তাদের নিজেদের নেতাদের ও কর্মকর্তাদের মূল দায়িত্বে বসিয়ে দিত।

Gladden-র এ বিবৃতির সত্যতা থাকা সত্ত্বেও নগরের আরবদের প্রশাসন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা ছিল, যদিও তাদের ঐ ধারণা রোমান, বাইজানটাইন, সাসানিয়ান অথবা পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের ধারণাগুলোর মত অতটা জটিল ছিল না।

একজন নেতা হিসেবে মহানবী (স.)-র প্রজ্ঞা সম্পর্কে অনেক গবেষক প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর ব্যাপক সংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে William Hocking (১৯৩২: ৪৫৪) বলেন:

> মুহাম্মদ (স.) অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট বিবৃতির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন; তাঁর প্রজ্ঞা বা সৃজনশীল প্রতিভার সাক্ষ্য রয়েছে তার চিন্তা ও কর্মের একতার উপর, তাঁর রাজ্য এ বিশ্বজাহানও (Sic); তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও মহানবী, আবার অন্যদিকে তিনি একজন আইন প্রণেতা এবং শাসকও ছিলেন।

এবং Amir Ali (১৯৭৮:১১২) লিখেন:

> দশবছর যাবৎ মুহাম্মদ (স.) ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন, তখন আরব জনগণের চরিত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়... ইসলামের এ মহান আদর্শে উজ্জিবীত হয়ে অসংখ্য যুদ্ধপ্রিয় উপজাতি ও বংশ খুব দ্রুততার সাথেই একটি সুদৃঢ় ও সুসংহত জাতিতে পরিণত হয়। এ কাজটি এত অল্প সময়ের মধ্যেই সাধিত হয়েছিল যে, তা ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অর্জন হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে।

মহানবীর (স.) প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল সরলতা ও পরিচালিত প্রশাসনিক কার্যাদির সাথে একাত্ম হওয়া। তখন কোন অফিস বা সরকারের পেশাদার কর্মকর্তা বা বেতনভুক্ত কোন কর্মচারী ছিল না। ঐ সমাজের রাষ্ট্রব্যবস্থায় তখন তাদের প্রয়োজনও ছিল না। তার পরিবর্তে মসজিদ ছিল সব ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর কেন্দ্র স্থল। এতেই মহানবী (স.) বসবাস করতেন, নামাজ পড়তেন, নসিহত ও উপদেশ প্রদান করতেন, পরিদর্শক ও বিদেশী কূটনৈতিকদের সাথে আলোচনায় বসতেন, তাঁর বন্ধু ও সাহাবীদের সাথে তাঁর সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সমসাময়িক রাজা, সম্রাট ও অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য চিঠি লিখতেন ও তা প্রেরণ করতেন। সুতরাং '*দিওয়ান*'-র অধিকাংশ কার্যাবলী অনানুষ্ঠানিকভাবে এর পরিপূর্ণ অর্থ ছাড়াই সম্পাদিত হতো।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, মহানবী (স.) -র প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর অনুসারী যাঁরা আবিসিনিয়ায় প্রবাসী (*হিজরাহ*) হয়েছিলেন তাঁদের জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন ও শাসন সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি করা। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল, *হিজরী* ১/৬২২ সালে মক্কা থেকে মদীনায় যে মহান *হিজরাহ* সম্পন্ন হয় তার পরিকল্পনা, সংগঠন ও প্রশাসন।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে ঐ অঞ্চলের পুরো ইতিহাস পাল্টে গিয়েছিল এবং ইসলামের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য একটা নির্দিষ্ট পর্যায় চিহ্নিত হয়। কয়েক বছর পরে এটা স্বীকৃতি পায় যে, ঐ *হিজরাহ*-র ঘটনাই ইসলামের সূচনাকাল এবং তখন থেকেই ইসলামের ইতিহাসের গণনা শুরু হয়।

যদিও মহানবী (স.) মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন; এবং তাঁর অনুসারীগণ সবসময় তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলতেন, তথাপি তিনি তাঁর সংগী সাথী বা সাহাবীদের সাথেই পরামর্শ করতেন। তাঁকে তাঁর ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করার জন্য '*উইজারা*' এবং মন্ত্রীগণ ছিলেন, পাশাপাশি সচিব ও বিদেশী শাসকদের কাছে চিঠি লিখার জন্য লেখকও ছিলেন। মদিনায় মহানবী (স.)-র প্রশাসনিক ব্যবস্থায় (১/৬২২-১০/৬২৩) সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন তিন ধরণের, *আল-ওয়ালী* (শাসক), *আল-আমীল* (কর সংগ্রাহক) এবং *আল-কাজী* (বিচারক)। ঐ সময় আরব কতগুলো প্রদেশে বিভক্ত ছিল, এগুলো হল আল-মদীনা, তাইমা, আল-জানাদ, বনু কিন্দাহ-র অঞ্চল, মক্কা, নাজরান, আল-ইয়েমেন, হাদ্রামাওত, উমান এবং বাহ্‌রাইন। প্রতিটি প্রদেশেই মহানবী (স.) একজন করে *ওয়ালী* নিযুক্ত করেন জনগণকে শিক্ষিত করা ও তাদেরকে এ নতুন বিশ্বাস সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া, আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায় বিচারের প্রশাসন ব্যবস্থা এবং তাদের খুবই সাধারণ অবস্থায় সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল হবার জন্য। *ওয়ালী*-র যোগ্যতা ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সরলতা, ন্যায়বিচার, ক্ষমতা, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান ও সততা।

মহানবী (স.) প্রশাসনের পাশাপাশি একজন প্রতিনিধি বা কর সংগ্রাহক নিয়োগ দিয়েছিলেন যা থেকে শ্রমবিভাজন নীতির দিকে তাঁর নির্দেশনার গুরুত্ব ফুটে উঠে। *আমীল*' -র কাজ ছিল *যাকাত* (গরীবদের জন্য কর) এবং *সাদাকাহ* (ঐচ্ছিক কর) সংগ্রহ করা, তার জন্য নির্ধারিত অঞ্চলের মুসলিমদের কাছ থেকে। তিনি অমুসলিমদের কাছ থেকে '*জিজিয়া*' ও সংগ্রহ করতেন, যারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে ঐ রাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপত্তা ভোগ করতেন। ইতিহাসের কোন উৎস থেকেই এ সব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন সংরক্ষিত অভিযোগ পাওয়া যায় নি। (Husaini, ১৯৬৬: ২৩)

মহানবী (স.)-র প্রশাসনে তৃতীয় প্রকার সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন বিচারক। মহানবী (স.) প্রতিটি প্রদেশে একজন করে '*কাজী*' নিয়োগ করতেন প্রশাসক ও কর সংগ্রাহকের সাথে, যদিও মাঝে মধ্যে প্রশাসককে ঐ কাজটি করার জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করতেন। বিচারকের কাজ ছিল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তিনি তাঁর প্রদেশের শাসককর্তার অধীন ছিলেন না, ছিলেন স্বাধীন এবং সরাসরি মহানবী (স.)-র কাছে রিপোর্ট করতেন, যিনি ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি, যিনি রাজধানী মদিনায় অবস্থান করতেন। বিচারকদের যাদের জন্য কতকগুলো অনমনীয় যোগ্যতা ছিল: যেমন সম্ভাবনাময় বিচারককে হতে হবে স্বনামধন্য পণ্ডিত, আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, পাশাপাশি তিনি হবেন ধার্মিক, ন্যায়পরায়ন, অকপট, খোদাভীরু, বুদ্ধিমান ও ভাল বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন। আলী বিন আবি তালিব, যিনি ইসলামের চতুর্থ খলীফা হয়েছিলেন এবং মুয়াজ বিন জবল ছিলেন এ ধরণের বিচারকদের মধ্যে

www.pathagar.com

অন্যতম , যাঁদের মহানবী (স.) দু'টি প্রদেশে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করেন।

ওয়ালী, *আমীল* ও *কাজী*গণ সরাসরি মহানবী (স.)-র নিকট দায়বদ্ধ ছিলেন। মহানবী (স.) সবসময় রাজ্যের রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে এবং যে সব কর্মকর্তা যাঁরা তা বাস্তবায়িত করতেন, তাঁদের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার নীতি ব্যবহার করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একজনকে একদা কর সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ দিলেন। যখন ঐ *আমীল* মদিনায় কর সংগ্রহ করে ফিরে আসলেন, তখন তিনি মহানবী (স.)কে বললেন সংগৃহীত রাজস্বের কিছু অংশ তাঁকে বিভিন্ন ব্যক্তি উপহার হিসেবে দিয়েছেন। মহানবী (স.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন (Kurd Ali যেভাবে উল্লেখ করেছেন, ১৯৩৪: ১৩):

> সাধারণ মানুষ যে ভুলটি করেছে এবং আমরা যাঁকে কর সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি তিনিও কি একই ভুলটি করলেন? এবং সে বলল, এটা আপনার জন্য এবং সেটা কি আপনাকে দেয়া হল? যদি সে তার পিতৃগৃহে অবস্থান করত, তাকে কি কিছু দেয়া হতো?

মহানবী (স.) বললেন (Abu daud এর al-Hadis এ উল্লেখিত, ১৯৬৩, ৬২৬)

> যাকেই আমরা কোন কাজের জন্য নিযুক্ত করি, তার জন্য আমরা তাকে সম্মানী, রসদ তথা বেতন ভাতা দেব। এর বাইরে সে যদি অন্য কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা অবশ্যই হবে বিশ্বাস ভংগের কাজ।

মহানবী (স.) এর রাজস্ব সংগ্রহ ও আয় ব্যয়ের জন্য কোন অর্থ বিভাগ বা রাজস্ব বিভাগ ছিল না। গরীবদের জন্য কর, ঐচ্ছিক কর ও সরকারী সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত কর ছাড়া তখন রাজস্বের অন্যান্য উৎসসমূহ ছিল ভূমিকর (*খারাজ*), রাষ্ট্রীয় ভূমিরাজস্ব (*ফে*) এবং যুদ্ধের পর প্রাপ্ত সম্পদ (*গণিমাহ*)। ব্যয়ের খাতগুলো বিভিন্ন রকমের ছিল যেমন বাঁধ তৈরি ও ভূমি উন্নয়ন, মোট জনসংখ্যার মধ্যে জমাকৃত অর্থ বিতরণ, গরীব, দু:খী, অসুস্থ, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও এতিমদের জন্য ভাতা প্রদান। এ সব কার্যাবলী মহানবী (স.)-র সাহাবীদের সহায়তায় অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। মসজিদই ছিল অর্থ বন্টনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু যাতে প্রচুর ব্যয় হতো।

মহানবী (স.)-এর নির্দিষ্ট কোন সামরিক বিভাগ ছিল না। সেনা নিয়োগ, তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান, সংস্থান, প্রতিপালন ও পুরো মুসলিম সামরিক বাহিনীর নির্দেশনা সংক্রান্ত সকল কাজ মহানবী (স.)-র উপর ন্যস্ত ছিল। মহানবী (স.)-র নেতৃত্ব ও প্রচারকালে তিনি ছিলেন মদীনার মুসলিমদের সর্বাধিনায়ক। মহানবী (স.) সাধারণত তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন। যদিও তিনি কয়েক বার এ কাজটি করার জন্য অন্যদের নেতা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

মোটকথা, মহানবী (স.)-র সময়কালের প্রশাসন যদিও ঐ সময়ের জন্য যথাযথ ছিল, কিন্তু এটি অত্যাধুনিক ছিল না। এ প্রশাসন মূলত *শরীয়াহ্*-র মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ব্যাপকভাবে ধর্মীয় সচেতনতার উপর, ব্যক্তির মানবিক সচেতনার উপর ভিত্তি করে

www.pathagar.com

গড়ে উঠেছিল, যা লোক প্রশাসনের একজন আরব পণ্ডিতের মতে, আধুনিক প্রশাসনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাম্প্রতিক ধারা বলে বিবেচিত। (Adbul Hadi, ১৯৭০: ৭২)। এ মানব হিতৈষীমূলক মনোভাব ছিল মহানবী (স.)-র সময়ের প্রশাসনিক তত্ত্ব ও বাস্তবতার একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য।

মহানবী (স.)-র প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে, যে কেউ তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাবেন। Webcrian দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রথাগত নেতার ধারণা আমরা পাই মহানবী (স.) সে রকম নেতা নন। তিনি তাঁর জন্ম পরিচয় বা শ্রেণী মর্যাদার ভিত্তিতে শাসক, বা নেতা হবার অধিকার চান নি। মুসলিমগণ দাবী করেন যে, তিনি শুধু আরব জাতির নন, সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পথপ্রদর্শক। তথাপি, মহানবী (স.) একজন আধ্যাত্মিক ও যৌক্তিক নেতা হিসেবে স্বীকৃত, যিনি তাঁর প্রাথমিক অনুসারীদের ও সাহাবীদের তাঁদের সম্প্রদায়ের সব ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যোগ্যতম নির্দেশনা প্রদান করেন। সুতরাং বিশ্বের সব মুসলিম তাঁকে সম্মান করেন এবং তাঁকে তাঁদের পথ প্রদর্শক ও নেতা হিসেবে মান্য করেন। এমনকি মহানবীর (স.) ইন্তেকালের পরও মুসলিমরা তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে আগ্রহী এবং মহানবী (স.) যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা সামর্থ অনুযায়ী পালন করতে চেষ্টা করেন।[১৫]

অবশেষে বলা যায়, মহানবী (স.) সরকার ও প্রশাসনের সাধারণ তত্ত্ব ও প্রয়োগের এক শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন যা ছয়টি[১৬] প্রমাণিত *হাদীস* গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর অনেক নির্দেশনা ও উক্তি প্রশাসকদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন বিশ্বাস, ন্যায় বিচার এবং দক্ষতার উপাদানগুলো নিয়ে দেয়া হয়েছে। Al' Aqqad (১৯৭১: ৭৯) আরও যুক্ত করে বলেন, মহানবী (স.)-র প্রশাসনিক নেতৃত্বের ভিত্তি হল ভালবাসার উপাদানগুলো।

ব্যাপকভাবে উল্লেখিত একটি *হাদীস* মহানবী (স.)-র উপলব্ধি ও প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে, যা বর্তমানে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা এবং তাদের সম্পর্ক হিসেবে পরিচিত। এ সম্পর্ক একটা সাধারণ নিয়মে প্রতিফলিত, এভাবে যে, কর্তৃত্ব হবে দায়িত্বশীলতার যথোপযুক্ত (White, ১৯৪৮: ৩৮)। কর্তৃত্ব এবং দায়িত্বশীলতার বৃত্তটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে যেভাবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে:

> তোমাদের যেই কোন মন্দ কাজ সংঘটিত হতে দেখ, তবে তা নিজ হাত দ্বারা দমন কর, যদি তা করতে সমর্থ না হও, তবে মৌখিকভাবে হলেও দমন করতে চেষ্টা কর এবং যদি তাতেও না পার, তবে অন্তর দিয়ে হলেও ঐ কাজটিকে ঘৃণা কর এবং সেটি হবে দুর্বল ঈমানের পরিচয় দানকারী। (*An-Nawawi-র চল্লিশ হাদীস*, ১৯৭৭: ১১০)

ধার্মিক খলিফাদের প্রশাসন ব্যবস্থা (১১/৬৩২–৪১/৬৬১)

ধার্মিক খলিফাদের সময়কাল শুরু হয় মহানবী (স.) ১১/৬৩২ সালে ইন্তেকালের পর এবং শেষ হয় ৪১/৬৬১ সালে ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী বিন আবি তালিব (র.)-র গুপ্ত

www.pathagar.com

হত্যার পর। প্রথম খলিফা আবু বকর (র.)-র প্রশাসন মাত্র দু'বছর স্থায়ী ছিল এবং ঐ সময়টুকুতে তিনি দৃঢ়ভাবে মহানবী (স.)-র পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। Husaini (১৯৬৬: ৩৮)-র মতে:

> আবু বকর (র.) উমর (র.) কে প্রধান বিচারপতি এবং গরীবদের হক বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। আলী (র.) সংবাদ আদান প্রদান, যুদ্ধবন্দিদের দেখাশুনা এবং তাদের চিকিৎসা ও মুক্তিপণ আদায় সংক্রান্ত কার্যে নিয়োজিত হন। এভাবে বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন কার্যের ভার কোন এক ব্যক্তির স্বন্ধে অর্পিত হয়নি বরং খুশীমতো নেতৃস্থানীয় সহযোগীরা দায়িত্ব ভাগ করে নেন।

যদি কেউ প্রশাসনে নতুন ধারা উদ্ভাবন করে থাকেন তবে তার মধ্যে প্রথমে আবু বকর (র.) কে বিবেচনায় আনতে হবে। এরপরও ঐতিহাসিকগণ তাঁকে উদ্ভাবক না বলে মহানবী (স.)-র অনুসরণ বা অনুকরনকারী বলতে চান। Al-Kettani (উদ্ধৃত করেছেন, Sanad, ১৯৭৯:৩৭) উদাহরণস্বরূপ বলেন যে, আবু বকর (র.) মহানবী (স.)-র মত জবাবদিহিতার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন। তিনি এমন কি তাঁর এক সহযোগীকে (A' Ubaidah) এ কাজে সহায়তা দেয়ার জন্য নিয়োগ দেন। যখন তাঁর এক গভর্ণর (মুয়াদ ইবনে জবল) ইয়েমেন থেকে ফিরে আসলেন, তখন আবু বকর (র.) তাঁকে তাঁর প্রতিটি কাজের আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে বলার মাধ্যমে জবাবদিহি করেছিলেন। খলীফা এসব কার্যাদি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করতেন যতদিন দ্বিতীয় খলিফার প্রশাসনের সময় পর্যন্ত এসব কার্যাদির জন্য *দিওয়ান* প্রতিষ্ঠা করা হয় নি।

উমর বি. আল-খাত্তাব (১৩/৬৩৪-২৩/৬৪৪) আবু বকরের (র.) স্থলাভিষিক্ত হন ও তাঁর ন্যায় সফল হন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা মহানবী (স.) ও আবু বকরের (র.) পরে ইসলামী প্রশাসনের শ্রেষ্ঠ অগ্রদূত ছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে[১৭] সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। উমর (র.) প্রারম্ভিক ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইসলামী সভ্যতার একজন বিনির্মাণকারী ছিলেন। তাছাড়া, তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অনেক প্রাচীন রাজ্য যেমন পারসিয়া ও রোমান, বাইজান্টাইনের কিয়দংশ জয় করেন।

উমরের (র.) প্রশাসন নতুন উদ্ভাবন ও সংস্কার দ্বারা বৈশিষ্ঠায়িত ছিল। এতে প্রশাসনের এমন সব ধারণাকে একত্রীভূত করা হয়, যা আমরা বর্তমানে প্রশাসনের নতুন তত্ত্ব ও প্রয়োগ বলে বিবেচনা করে থাকি। যেমন ইসলামী ইতিহাসের অনেক বই থেকে জানা যায় যে, তাঁর শাসনামলে একদা উমর (র.) বললেন যে, ইরাকের পাহাড়ী পথ থেকে কোন খচ্চর যদি পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলে, আল্লাহ্‌র কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে, কেননা তিনি ঐ এলাকায় রাস্তার পাদদেশ তৈরি করেন নি। বিবেচনার বিষয় যে, ইরাকের ঐ এলাকা উমরের সাম্রাজ্যের রাজধানী মদীনা থেকে অনেক দূরে হলেও এর প্রতি সরকারীভাবে গুরুত্বারোপ তাঁর দূরদৃষ্টিরই পরিচয় তুলে ধরে (al-Rawaf ১৯৮০:১৪)। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা হল রাষ্ট্রের দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সব এলাকায়

www.pathagar.com

সরকারী উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের কর্মপ্রচেষ্টা। Al-Rawaf বলছেন, 'এটা উল্লেখ করা দরকার যে, বর্তমান সৌদি সরকার বিশেষ আন্তঃ-কোন্দলের মোকাবেলা করছে, কারণ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হযরত উমরের (র.) শিক্ষার পরিপন্থী অর্থাৎ সরকার তার রাজধানীর বাইরের দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর উন্নয়নের উপর নজর দিচ্ছেন না (পূর্বোক্ত)। এ ঘটনা থেকে নৈতিক ও প্রশাসনিক যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা হল উমরের (র.) প্রশাসনে রাজ্যের সব অঞ্চলের ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন ও অগ্রগতির নীতিমালাই ছিল একটি রাষ্ট্রীয় নীতি।

ইসলামী প্রশাসনের প্রকৃত অর্থ হল সরকারী সেবার পরিধি বাড়ানো যা উমরের (র.) শাসনামলে বাস্তবায়িত হয়েছিল, যিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলতেন (Abdul Hadi, ১৯৭০:৭৩)।

> আমি তোমাদের জন্য গভর্ণর ও প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছি, তোমাদের শারিরিকভাবে আঘাত করা বা তোমাদের অর্থ আত্মসাত করার জন্য নয়, বরং তোমাদের শিক্ষা দিতে ও সেবা করতে।

তিনি যখন তিনি নবনিযুক্ত গভর্ণর ও প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতেন তখন সরকারী কর্মের অর্থকে খুবই জোরদার করে বলতেন। তা নিম্নরূপ (Husaini, ১৯৬৬:৪০)

> মন দিয়ে শুনুন, যথার্থই আমি আপনাদের শাসক বা ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে প্রেরণ করছি না; বরং আমি আপনাদেরকে পথনির্দেশ দেবার নেতা হিসেবে পাঠাচ্ছি, যাতে লোকজন আপনাদের অনুসরণ করতে পারে। মুসলিমদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিও, তাদের আঘাত করোনা, পাছে তুমি তাদের অপমানিত কর; তাদের প্রশংসা করোনা, পাছে তাদের তুমি বিশৃংখল করে ফেলো। তোমাদের দরজা তাদের জন্য বন্ধ করো না, পাছে সবলরা দুর্বলদের গ্রাস করে ফেলে।

উমর (র.) সচেতনভাবে ইসলামী প্রশাসন ও সরকার ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। ভারতীয় পণ্ডিত শীবলী-নো'মানী (১৯৫৭:১৬)-র মতে:

> উমরের (র.) আশেপাশের কোন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ছিল না। পার্শিয়ানদের গণতন্ত্রের উত্তরণে কোন দক্ষতা ছিল না। প্রাচীনকালে রোমানদের মধ্যে গণতন্ত্রের এ বৈশিষ্ট্য ছিল, তবে তা উমরের (র.) যুগের অনেক পূর্বেই বিলীন হয় এবং এর পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল, যা উমরের (র.) সময়েও বর্তমান ছিল। কোন প্রকার পূর্ব উদাহরণ ছাড়াই উমর (র.) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং ঐ সময়ের অদ্ভুদ ব্যবস্থার কারণে এ নীতি সব ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য লাভ করতে পারেনি, শুধুমাত্র কিছু আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

প্রশাসনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উদাহরণস্বরূপ উমর (র.) কুফা ও বসরা (ইরাকের দু'টি

www.pathagar.com

নগরী) এবং সিরিয়ার লোকদের নির্দেশ দেন একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচনের জন্য, যিনি রাজস্ব আদায় করবেন। তাঁরা তাঁর কাছে প্রতিনিধিদের নাম পাঠাতেন। তাঁদের পরীক্ষা নেবার পর তিনি তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদনের পর তাদেরকে ঐ জেলায় রাজস্ব বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিতেন।

উমর (র.) চেষ্টা করতেন ধার্মিক, যোগ্যতা সম্পন্ন ও বিশ্বস্থ লোকদের প্রশাসনের দায়িত্ব দিতে। তিনি দু'তিন মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে লোকদের নিয়োগ দিয়ে তাঁদের যোগ্যতা যাচাই করতেন, পরে তাঁদের আচার আচরণ কাজকর্ম ও যোগ্যতার বিচার পূর্বক স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিতেন কিংবা প্রত্যাহার করে নিতেন। অধিকন্তু, তিনি কর্মকর্তাদের নিয়োগের পূর্বে তাঁর পরিষদ কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রদেশ বা শহরের গণমান্য লোকদের সাথে পরামর্শ করে নিতেন। বাস্তবে *শূ'রা* নামক প্রতিষ্ঠানটিই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও প্রশাসনের সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রাষ্ট্রের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হতে হতো তাদের স্বীয় পদের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন। একবার তারা নিযুক্ত হলে উমর (র.) তাঁর গোয়েন্দা সংস্থাকে তাদের উপর নজরদারী করার দায়িত্ব দিতেন এবং তারা তাঁকে কর্মকর্তাদের কোনরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা নাগরিকদের প্রতি অবিচার সংক্রান্ত খবরা-খবর দিতেন। একদিন, উদাহরণস্বরূপ, তিনি তাঁর চারপাশের উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মনে কর, যদি আমি তোমাদের মধ্য থেকে যে কোন একজন যাকে যোগ্য মনে করি, নিয়োগ দিই এবং তাকে আদেশ করি সুবিচার করার জন্য, তবে আমি কি ঠিক কাজটি করেছি? তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি পুনরায় বললেন, 'না', যদি না আমি তাঁকে যা আদেশ দিয়েছিলাম তা পালন করতে দেখি (al-Aqqad, n.d.১১৭)। এ ঘটনা উমরের (র.) দূরদর্শিতার প্রতিফলন, যিনি বিশ্বাস করতেন প্রশাসনের জন্য জ্ঞানী ও দক্ষ লোকের প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও গভর্ণরদের যাচাই বাছাই ও জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে উমর (র.)-র পদ্ধতি ছিল নজিরবিহীন[১৮]। গভর্ণর, কর সংগ্রাহক, বিচারক ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাগণ প্রশাসন যন্ত্রের উর্ধতন থেকে অধঃস্তন পর্যন্ত সব স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ ছিলেন খলীফার নিকট নিজেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ও জবাবদিহিমূলক। এটি রাজধানীর মধ্যে কিংবা দূরবর্তী যে কোন প্রদেশের সব কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। জবাবদিহিতার এ পদ্ধতি প্রধান নির্বাহীকে তাঁর অধীনস্তদের উপর এক প্রকার নিয়ন্ত্রনমূলক ক্ষমতা প্রদান করেছিল। এ পদ্ধতি সাধারণ জনগণ কর্তৃক তদারকির ব্যবস্থাও কায়েম করেছিল। দেশজুড়ে সাধারণ জনগণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তারা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, তিনি প্রশাসনিক দায়িত্বের দিক থেকে বড় হোক কিংবা ছোট হোক, তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ এবং তা পেশ করতে পারতেন[১৯]। এব্যবস্থার মাধ্যমে উমর (র.) পশ্চিমাদের বহু পূর্বেই সপ্তম শতাব্দীতে প্রকৃত অর্থেই লোক প্রশাসনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন[২০]।

খলিফা উমর (র.)-র রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা মহানবী (স.) -র প্রশাসন ব্যবস্থার চেয়ে

www.pathagar.com

উৎসের দিক থেকে পৃথক ছিল না। উমরের প্রশাসনে রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমিকর, দরিদ্র কর ও স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান, যা মুসলিম জনগণের কাছ থেকে আদায় করা হতো এবং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায়কৃত মাথাপিছু কর। ভূমিকরের (*খারাজ*) ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, উমর ইরাক, সিরিয়া ও মিশর জয়ের পর অধিকৃত ভূমি মুসলিম সৈন্যদের মাঝে বিতরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের সমসাময়িক ঐতিহাসিক নিয়ম অনুসরন করেন নি। Husaini (১৯৬৬:৪৪) এর মতে:

> উমর (র.) নিজেই মাটির সন্তানদের তাদের পৈত্রিক ভূমি থেকে বঞ্চিত করার বিরোধী ছিলেন। ...তিনি জানতেন যে, সভ্যতার ঐ স্তরে সরকারের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে পুরোপুরিভাবে কৃষক শ্রেণীর উন্নয়নের উপর এবং তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হলে, তাদের শুধুমাত্র দু:খ কষ্টই বয়ে আনবে না, বরং এতে সরকারের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতে পারে। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের ও সৈনিকদের বেতন প্রদান এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যয় যেমন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব আয়ের একটি নিয়মিত উৎস চেয়েছিলেন। যদি বিজিত ভূমি সৈন্যদের মধ্যে চলে যায় তবে রাষ্ট্র দেওলিয়া হয়ে পড়তে পারে।

এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান কখনও *শু'রা*-কে পাশ কাটিয়ে যেতো না। তিনি তাঁর নিকটবর্তী সব গণ্যমান্যদের জড়ো করতেন এবং ভূমিকর বিষয়ে কয়েকদিন ধরে তাদের সাথে ব্যাপক সরাসরি আলাপ আলোচনা করতেন এবং পরামর্শ নিতেন। ঐ আলোচনা অনুষ্ঠানগুলো উমরের প্রস্তাবের পক্ষে অধিকাংশ আলোচকের সমর্থনের পর শেষ হতো। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ব্যাপক সব বিষয়কে কোরান ও প্রচলিত ঐতিহ্যের আইন কানুনের সাথে বিচার বিশ্লেষণ করে ঐক্যমতে পৌঁছাই ছিল তাঁর প্রশাসনের সব সময়কার কার্যকর একটি কৌশল।

অধিকন্তু, উমর (র.) সিরিয়ায় রোমানদের সামন্ত প্রথা বিলোপ করেন এবং প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে জমির পুণর্বন্টন করেন, যারা ছিল সিরিয়ার প্রকৃত অধিবাসী (Husaini, ১৯৬৬:৪৭)

বিজিত অঞ্চল গুলোতে একটি ভূমিনীতি প্রবর্তনের পর, উমর (র.) তাঁর ঐ এলাকার প্রশাসনকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক নজির অনুসরণ পূর্বক, তিনি প্রশাসনের খুটিনাটি সব বিষয়, বিশেষত কর সংগ্রহের স্থানীয় জনগণের উপর ছেড়ে দিতেন। একটি একীভূত প্রশাসন প্রবর্তনের পরিবর্তে তিনি পুরোনো পদ্ধতিতে প্রশাসন পরিচালিত করতে বলতেন। ফলত, সিরিয়ায় রোমান ভাষা ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো, মিশরে Coptic এবং ইরাক ও পরাসীয়াতে পারসীয়ান ভাষা ব্যবহৃত হতো। এ পদ্ধতিগুলো উমাইয়া খিলাফতের খলিফা Abdul Malik (৬৫/৬৮৫-৮৬/৭০৬)-র সময়কালে পরিবর্তিত হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত ও বহাল ছিল।

www.pathagar.com

উমর (র.)-ই ছিলেন প্রথম মুসলিম শাসক যিনি সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত সংস্কারগুলোর নতুনভাবে প্রচলন, গ্রহণ বা প্রবর্তন করেন (Shibli-Nu'mani, ১৯৫৭:৩৩৬-৯):

ক. উমর (র.) নৈশ প্রহরা (*আসশাহ্*); পুলিশ বাহিনী (*আল-সূরতাহ্*), তার প্রধান যাকে বলা হল *সাহিব-আল-আহদাত*; *মুহতাসিব* নামক একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে *হিসবাহ্* নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা করেন, যার কাজ ছিল বিপনন কেন্দ্রগুলোতে আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা। *মুহতাসিব* পুলিশ-কর্মকর্তার পাশাপাশি কাজ করতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন (Levy ১৯৬২:৩৩৪)। (এ অধ্যায়ের শেষের দিকে *হিসবাহ্* নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)

খ. তিনি কারাগার স্থাপন করেন।

গ. উমরই (র.) প্রথম শাসক যিনি শাস্তি হিসাবে নির্বাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

ঘ. উমর (র.) খলিফার দপ্তরে আসা অভিযোগ তদন্তের জন্য এক বিশেষ দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খুবই বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল লোকদের এ পদে নিয়োগ দিতেন।

ঙ. তিনি হজ্বের সময় মক্কায় বাৎসরিক সভার আয়োজন করার নিয়ম চালু করেন, যেখানে সব গভর্ণর, কর সংগ্রাহক, বিচারক ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ হজ্বকালীন একত্রিত হতেন। খলিফা সকল সাধারণ জনগণকে ঐ সাধারণ সভায় সরকারী কর্মকর্তাদের গভর্ণর ও বিচারকসহ্ কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা জনসমক্ষে পেশ করতেন।

চ. তিনি কর আদায়ের লক্ষ্যে ভূমি জরিপের প্রচলন করেন এবং *দিওয়ান আল খারাজ* নামক একটি ভূমিকর বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

ছ. তিনি একজন সাধারণ লোকের পরামর্শ অনুযায়ী *বাইতুল মাল* বা সরকারী কোষাগার প্রতিষ্ঠা করেন, যিনি এরকম একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতেন, যা অন্য এক দেশে প্রচলিত ছিল।

জ. তিনি মদীনা ও কুফায় (ইরাকের একটি প্রদেশ) সরকারী মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

ঝ. তিনি ইসলামী পঞ্জিকা চালু করেন, যা মহানবী (স.) এর *হিজরত* (প্রস্থান) এর সময় কাল থেকে শুরু হয়, যা ছিল নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী পঞ্জিকা। এখানে এক বছর হল ৩৫৪ দিনের চান্দ্র বছর। এ সংস্কার তালিকাটি বেশী বড় না হলেও তা ছিল ইসলামী প্রশাসনে উমর (র.) এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রতিনিধিত্বকারী।

মহানবী (স.)-র প্রশাসনের ন্যায় উমর (র.)-র প্রশাসনেও সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের

www.pathagar.com

একই অবস্থান ছিল; তিনি এর বাইরে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করেন *কাতিব* (প্রধান সচিব), যিনি সাধারণত *ওয়ালী*-র সাথে অবস্থান করতেন; *কাতিব আদ্-দিওয়ান* (রাজস্ব ও প্রতিরক্ষা সচিবালয়ের প্রধান সচিব); *সাহিব আল আহদাত* (পুলিশ প্রধান); এবং *সাহিব বাইত আর মাল* (কোষাধ্যক্ষ)।

সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সাথে আচার ব্যবহার ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে উমর (র.) মহানবী (স.) এবং প্রথম খলীফার পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। তিনি গভর্ণর ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের তাদের রাষ্ট্রীয় কাজের দৈনন্দিন হিসেবে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যেখানে সাধারণ কার্যাবলী করতে তাদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করেন এবং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজেই তাদের কার্যাবলী তদারক করতেন। তাঁর এক সমসাময়িক বলেন, 'উমর (র.) এত মহান এবং মহৎ ছিলেন যে তিনি কাউকে ঠকান নি; তিনি এতো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে, কেউ তাঁকে ঠকাতে পারেনি'।

উমরের (র.)নীতিমালা ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের উচ্চহারে বেতন প্রদান করা। উদাহরণ স্বরূপ, Shibli-Numani একজন ভারতীয় পণ্ডিত ও উমরের জীবনীকার এর মতে (১৯৫৭:৪১):

> উমরের (র.) গৃহীত একটি উত্তম পদ্ধতি ছিল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সততা ও ন্যায়পরায়নতা নিশ্চিতকল্পে তাদের উচ্চ হারে বেতন প্রদান। এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইউরোপ এ মূলনীতিটি শিখেছিল, যেখানে এশিয়ার রাজ্যগুলো এর মাহাত্ম বুঝতে পারেনি, যার ফলে ঘুষ ও দুর্নীতি প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। উমরের (র.) শাসনামলে জীবনযাত্রার ব্যয় ছিল অস্বাভাবিকভাবে স্বস্তা এবং অর্থ ছিল দুষ্প্রাপ্য। তাই সব মিলিয়ে তুলনামূলকভাবে বেতন ছিল অধিক।

উমরের প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল 'মুক্ত দরজা'-র নীতি। তিনি সাধারণ জনগণের জন্য দরজা বন্ধ করে রাখেন এমন কোন গভর্ণর বা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে পছন্দ করতেন না। একদিন তিনি তাঁর এক দূতকে প্রেরণ করেন, ইরাকের এক শহরের গভর্ণরের প্রাসাদের দরজায় অগ্নি সংযোগ করার জন্য। কারণ তিনি সাধারণ জনগণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন এবং তার কার্য ও উদ্দেশ্যাবলী প্রকাশ করতেন না। এ ঘটনা ও এর দর্শন উমরের প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ দেয়। আজ চৌদ্দ শতক পরেও, আমরা এসব সমস্যাগুলো দেখতে পাই এবং সভ্য দুনিয়ার আধুনিক আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো যার জন্য আজ বিভিন্ন সমস্যায় নিপতিত। at Tamawi বলেন, আমলাতন্ত্র বলতে আক্ষরিক অর্থে বুঝায়, 'অফিসের কর্তৃত্ব' যা রাষ্ট্রের ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যাবলী সম্পাদন করতে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সময়ের বিবর্তনে এ আমলাতান্ত্রিক সংগঠনগুলো তাদের মধ্যে প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়েছে। জনগণের সেবার একটি কৌশল না হয়ে এগুলো তাদেরকে শাসন ও নিয়ন্ত্রনের একটি অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এটি শাসকদের, গভর্ণরদের ও প্রশাসনিক

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের ভূমিকাকে জনগণের সেবকের স্থান থেকে মিথ্যা প্রভূত্বের দিকে নিয়ে গেছে যা ভয়ভীতি ও লোভ লালসা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সমর্থন ও আনুগত্য আদায় করে নেয় (at-Tamawi, ১৯৬৯:১০৩-৪)।

বিচার প্রশাসনে উমর (র.) সবচেয়ে যোগ্য ও বিজ্ঞ লোকদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতেন, কারণ তিনি জনগণের মান মর্যাদা বুঝার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু বিশ্বস্থ ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদানের পরও, তিনি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে তাঁর এ নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে তাঁর পরামর্শ সভায় উপস্থাপন করতেন।

একজন মুসলিম পণ্ডিতের (kurd Ali, ১৯৩৪:৪১-৫০) বর্ণনা মতে, বিচারক হিসেবে Shuraih-র নির্বাচন উমর (র.)-র বিশ্বস্থতার ও নিরপেক্ষতার চিত্র বহন করে। একদা এক খলিফা একটি ঘোড়া ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন ঘোড়ার মালিককে পরীক্ষামূলকভাবে ঐ ঘোড়ায় চড়ে দেখবেন। চড়ে দেখান পর যখন খলিফা ঘোড়া সমেত ফিরে আসলেন তখন ঘোড়াটির পা ছিল আহত। মালিক ঐ অবস্থায় ঘোড়াটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন এবং খলিফাও সাথে সাথে তা ক্রয় করতে স্বীকৃতি দিলেন। তখন খলিফা ঘোড়ার মালিককে বিষয়টি সমাধা করার জন্য একজন বিচারক পছন্দ করতে বললেন। ঘোড়ার মালিক Shuraih নামক মদীনার এক অধিবাসীকে প্রস্তাব করলেন। তখন খলিফা ও মালিক তাঁর কাছ গেলেন, বিচারক বললেন: 'হে বিশ্বাসীদের নেতা (খলিফার খেতাব) আপনি গ্রহণ করুন যা আপনি ক্রয় করেন বা যা আপনি গ্রহণ করেন তা ফেরত দেন।' অন্য কথায়, তিনি খলিফাকে বললেন, ঘোড়াটি গ্রহণ করতে, তা যে'অবস্থায় আছে এবং মালিককে ধার্য্যকৃত মূল্য পরিশোধ করতে বা ঘোড়াটি প্রথমে যে অবস্থায় গ্রহণ করেছিলেন সে অবস্থায় ফেরত দিতে। যেহেতু Shuriah তাঁর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ছিলেন সৎ ও সঠিক, খলিফা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'এটাই হল ন্যায় বিচার'। তখন খলিফা Shuriah কে ইরাকের একটি প্রদেশ কূফা'তে প্রেরণ করলেন বিচারক হিসেবে, যেখানে ইতিহাস মতে তিনি ষাট বছর পর্যন্ত বিচারক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উমরের (র.) জীবনী লেখকগণ বলেন যে, খলিফা ঐ প্রথম বারের মতই ঐ ঘটনার সময়ে Shuriah-র সাথে পরিচিত হন।

খলিফা উমর (র.) প্রশাসনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য জানা যায়, সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব দর্শন, প্রজ্ঞা ও দক্ষতা থেকে। তাঁর মতে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী তদারকের ক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক নীতি রয়েছে: ক) বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা; খ) কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা; এবং গ) আল্লাহ্‌র আইনের ভিত্তিতে শাসন করা এবং তিনি অর্থ প্রশাসনের তিনটি স্তরের কথা বলেন: ক) ন্যায় সংগত পথে উহা (রাজস্ব) সংগ্রহ, খ) ন্যায় সংগত পথে তা ব্যয় করা, এবং গ) এর অপব্যবহার রোধ করা (al-Aqqad, n.d.:১১৮)। অবশ্য ন্যায় ও অন্যায় এখানে যে দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে, তা সম্পর্কযুক্ত ধারণা বা আপেক্ষিক কোন বিষয় নয়। এ বিষয়গুলো ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরান ও মহানবীর (স.) নির্দেশিত পথ দ্বারা নির্দেশিত।

দিওয়ান-র উন্নয়ন ছিল ইসলামী প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। *দিওয়ান আল-*

www.pathagar.com

জুন্দ (অর্থ সম্পর্কিত কার্যাবলী ও করারোপ সংক্রান্ত বিভাগ), যা উমর (র.) হিজরী ২১/৬৪১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী প্রশাসনের সর্ব প্রথম *দিওয়ান* হিসেবে। করারোপের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়, আয় ব্যয়ের ব্যবস্থাপনা ও সৈনিকদের বেতন প্রদানের দায়িত্ব এর উপর ন্যস্ত ছিল (Gladden, ১৯৭২:২১৭)। এ *দিওয়ান* যাকে বলা হত অর্থ প্রদানের দিওয়ান, তিনজন সাধারন লোকের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি ছিল, যার কাজ ছিল, ক) সব উপজাতি ও তাদের সদস্যদের নিবন্ধিকরণ এবং পূর্বে ইসলামের প্রতি তাদের সেবা ও মহানবী (স.)-র সাথে তাদের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পরিমানে তাদের অর্থ প্রদান; খ) মদিনার জনগণ, সৈন্য বাহিনী ও তাদের পরবর্তী পরিবারবর্গ, এবং সে সব সৈন্যদল যারা প্রদেশের রক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হতো; গ) সদ্য স্তন্য প্রদান সমাপ্তকারীনী (জনপ্রতি ১০০ দিরহাম) এবং স্তন্য প্রদানকারিনী (জনপ্রতি ২০০ দিরহাম)-দের প্রতি অর্থ যোগান দেয়া। এটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা, এবং ঘ) সব অর্থ সংগ্রহকারীদের একটা দাপ্তরিক নিকাশের ব্যবস্থা করা।

উমর (র.) *দিওয়ান আল ইনসা* (মহাধিপাল) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন, যেখানে সব সরকারী দলিলাদি সংরক্ষণ করা হতো (at-Tawawi; ১৯৬৯:৩১১)। এটাই ছিল প্রকৃপক্ষে ইসলামে সর্বপ্রথম দাপ্তরিক বিভাগ। মহানবী (স.)-র সময়ে সব রকম দলিল ও চিঠিপত্র মদীনায় তাঁর নিজস্ব ঘরে সংরক্ষণ করা হতো। অন্যদিকে উমরের (র.) সময়কাল ছিল ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী বিশ্বাস প্রসারের সময়কাল, যখন তিনি অন্যান্য রাজ্য ও সাম্রাজ্যের সাথে বড় বড় চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলেন। তাই দাপ্তরিক দলিলাদির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে এগুলোর সংরক্ষণের জন্য একটি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইসলামী প্রশাসনের পরবর্তী বছরগুলোতে, *দিওয়ান আল ইনসা* একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অংগে পরিণত হয় এ বিষয়গুলো দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, অধিকন্তু, *ওয়াকফ্* বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন (দাতব্য প্রতিষ্ঠান)। এ বিভাগটি *Dar ad-Daqiq*, বা ফুলের ঘর[২১] নিয়ে গঠিত ছিল, গরীব ও অভাবীদের সাহায্য করার জন্য। উমর (র.) এ উদ্দেশ্যে তাঁর কিছু জমি দান করেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করতেন যেন ঐ জমি থেকে অর্জিত সব আয় সরাসরি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের হিসেবে চলে যায়। John Mandaville (১৯৭৩:২) এর মতে:

> ওরকম প্রদান যা *ওয়াকফ্* নামে পরিচিত, তা ইসলামের অন্যতম একটি পুরানো প্রথা। মুসলিম আইনবিদগণ পূর্ববর্তী এসব বিভিন্ন নজিরের জন্য খলিফা উমর (র.) কে ইংগিত করেন...। মহানবী (স.)-র শ্বশুর উমর (র.) তাঁর ভদ্রজনোচিত উৎসাহ ও ব্যবহারের প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম হিসেবে অনেক লোককে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হন বিধায় পাশ্চাত্যে ইসলামের St. Paul নামে পরিচিত। প্রথানুযায়ী মহানবী (স.)-র উপদেশ মতে তিনি তাঁর কিছু জমি

www.pathagar.com

অভাবগ্রস্থদের আয়ের একটা উৎস হিসেবে দান করেন।

Al-Aqqad (১৯৭১) বলেন যে, খলিফা উমর (র.)-র ন্যায়বিচার ও বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী এবং সরকারের ডাক সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন ও কোষাগার স্থাপনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও বোর্ড গঠন করেন। প্রাথমিক যুগে ইসলামী প্রশাসনে *দিওয়ানের* ভূমিকা নিয়ে পুনরায় এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, উমর (র.)-ই হলেন প্রাথমিক ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং এর প্রশাসনিক এককগুলোর সংগঠক ও অগ্রগামী দূত। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর দশক ছিল মুসলিমদের জন্য স্বর্ণযুগ। যে সময় ইসলামী প্রশাসনের মূল ভিত্তি স্পষ্টভাবে গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে যে কেউ তাঁর ঐ প্রশাসনিক অর্জনগুলোকে একটি অতি সাধারণ কাজ মনে করতে পারেন। কিন্তু সময়ের বিবেচনায় যুগের প্রতিবন্ধকতায়, যোগাযোগের দুর্বল অবকাঠামোর সময়ে এবং সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করার যে জটিলতা তার প্রেক্ষিতে কেউই উক্ত মন্তব্য করতে পারেন না বরং তাঁকে এ সবের বিবেচনায় সবাই তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রতিভার জন্য প্রশংসা ও সম্মান করবেন। Al-Aqqad (n.d.: ১৩৭)-র উমর (র.)-র অর্জন সম্পর্কিত বর্ণনাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের সাংগঠনিক দিকসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠে :

> সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা ও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলোর দ্রুত প্রেরণ করার কাজ ঐ সময়ে খুব সহজ ছিল না। সঠিক কাজের জন্য সঠিক নেতা নির্বাচন এত সহজ ছিল না। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিটি কমান্ডারের কাছে নির্দেশনা পাঠানোর কাজও এত সহজ ছিল না। শত্রুপক্ষের নেতা সম্পর্কে এবং তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে তদন্ত করার কাজও অত সহজ ছিল না। শহরে দালান নির্মাণ, সঠিক জায়গায় দালান ও সেতু নির্মাণ, প্রয়োজন মতে বিভিন্ন রকম *দিওয়ান* এর প্রতিষ্ঠা..., সঠিক পন্থায় সংকট ও দুর্যোগের মোকাবেলা করা; তাঁর চারপাশে অবস্থানকারী বহু জ্ঞানী উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করা; উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করা; যখন কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়া যায় না তখন ব্যক্তিগত *ইজতিহাদ* প্রয়োগ; যারা অভিযোগ উপস্থাপন করেছে তাদের নিয়ে ভাবা; জনগণকে তাদের ধর্মীয় কাজে সহায়তা দেয়া এবং এগুলো পার্থিব ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর পাশাপাশি পরিচালনা করা; এবং দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস নতুন নতুন স্পষ্ট এসব সমস্যাবলীর সমাধান করা ইত্যাদি কাজ এত সহজ ছিল না। বরং ঐ সব কাজ ছিল অত্যন্ত জটিল এবং এগুলোর কোন সহজবোধ্যতা ছিল না।

উমর (র.) সফলতার সাথে উপরোক্ত সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতেন। তাঁর গুপ্ত হত্যার পূর্বে তিনি পরিকল্পনা করেন, প্রতিটি অঞ্চলের প্রশাসনিক কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি প্রদেশে দু'মাস করে অবস্থান করবেন। কিন্তু, একজন

www.pathagar.com

অতিথি সেবকের পার্সিয়ান দাস বিষাক্ত তলোয়ার দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে প্রথম গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে খলিফাকে তাঁর উক্ত ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ করে দেয়। এ গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে উমর (র.) ২৩/৬৪৩ সালে তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান বিন আফফান (র.) ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক যখন তিনি উমর (র.) এর স্থলাভিষিক্ত হন। সংক্ষেপে, ওসমান উমরের গৃহীত সব পদক্ষেপই অনুসরণ করেন তাঁর সরকার ও প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে। এবং তিনি অত্যধিক বৃদ্ধ ও দুর্বল হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে সহায়তাকারী গভর্ণর ও কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান করার জন্যে এ অনুসরণ চলতে থাকে। ফলে গভর্ণর ও সরকারী কর্মকর্তারা ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে থাকে এবং ওসমানের শাসন কালের শেষ এক বছরের প্রশাসন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। মোট কথা, খলিফা হিসেবে ওসমান (র.) সৃজনশীল ছিলেন না। অধিকাংশ মুসলিম তাঁকে তাঁর পূর্বসূরীর অনুসারী বলে বিবেচনা করেন। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ ছিল খলিফার দায়িত্বটা তিনি যথাযথভাবে পালন করতে পারেন নি।

মহানবী (স.)-র এক চাচাত ভাই আলী বিন আবি তালিব (র.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলিমদের মধ্যে তখন বিরাজিত গৃহযুদ্ধ তাঁর দৃষ্টিকে সরকার ও প্রশাসন পরিচালনার চেয়ে সেদিকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করে। মিশরের গভর্ণরের প্রতি তাঁর লেখা চিঠি, যা প্রশাসন, রাজনীতি, ন্যায়বিচার, সরকারী কর্ম এবং আরও অনেক বিষয়ে তাঁর দর্শনকেই প্রতিফলিত করে, যা ইসলামী প্রশাসনের তিনটি মৌলিক দলিলাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নে আলোচনা করা হবে।

সঠিক পথে পরিচালিত চার খলিফার পরবর্তী প্রজন্ম (*রাশিদুন*) বিকেন্দ্রীকৃত উমাইয়া বংশ (৪১/৬৬১-১৩৩/৭৫০) এবং কেন্দ্রীকৃত আব্বাসীয় বংশ (১৩৩/৭৫০-২৩৩/৮৪৭) উভয়ই তাদের প্রাথমিক সময়গুলোতে বৈদেশিক বিভিন্ন উপাদানের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে ফেলেন তাদেন প্রশাসনকে এবং মহানবী (স.) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ ও প্রায়োগিক বাস্তবতা থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে থাকেন। সময়ের সীমাবদ্ধতা এবং ইসলামের ইতিহাসের প্রথম চল্লিশ বছর এ গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যে সময় প্রথম আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই লোক প্রশাসনে[২২] উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের অবদান এখানে আলোচনা করা হবে না। তারপরও এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, চল্লিশ বছরের ইতিহাস ছাড়া এখানে প্রচুর সাক্ষ্য প্রমান রয়েছে যে, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলের প্রশাসন ব্যবস্থা বাইজান্টাইন ও সাসানিয়ান মডেলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে এবং অধিকাংশ লোক যারা এদের প্রশাসন পরিচালনা করতো, তারাও এর উত্তরসূরী। ইসলাম হয়তো নতুন চেতনা নিয়ে এতে অনুপ্রাণিত হয়েছে, কিন্তু কিছু বিদেশী উপাদান তখনও যেরকম প্রচলিত ছিল, সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বেও সেগুলো তাতে প্রচলিত রয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাথমিক যুগের ইসলামী প্রশাসনে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে খিলাফত, *উইজারাহ* (মন্ত্রণালয়), *ঔলাত* (প্রদেশের গভর্ণর) এবং *দিওয়ান* যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আরও রয়েছে নিয়ন্ত্রণ দপ্তর বা *হিসবাহ্* নামক প্রতিষ্ঠান (বাজার পরিদর্শক) এবং *মাজালিম* (অভিযোগ তদন্তকারী)। *খিলাফত* -র ধারণাটি আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

এভাগে ইসলামী চিন্তাধারার প্রশাসনিক ভিত্তিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের উদাহরণ হিসেবে *দিওয়ান* ও *হিসবাহ*র উপর দৃষ্টি দেয়া হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও মূল্যবোধসমূহ ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হবে, যার মাধ্যমে প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ লোক প্রশাসনের কলাকৌশল চিহ্নিত ও প্রয়োগ করতেন। এটা বিশ্বাস ও আশা করা হয় যে, ইসলামপন্থীগণ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণপূর্বক বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর চলমান প্রশাসনিক উন্নয়নে তা প্রয়োগ করবেন।

দিওয়ান (সচিবালয়)

দিওয়ান শব্দটির চমৎকার একটি উৎপত্তিগত ইতিহাস রয়েছে। গতানুগতিক উৎসগুলো এর ভাষাগত উৎসগুলো থেকে ভিন্ন। কিন্তু কিছু উৎস থেকে জানা যায় এটি পার্সিয়ান মৌলিক শব্দ *dev* হতে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ হল সচিবদের কার্যাবলীর বর্ণনা করা এবং গণিত ও হিসাব সংক্রান্ত তাদের সব কার্যাবলী প্রতিপাদন করার ক্ষেত্রে ক্ষিপ্ত ও রূঢ় ব্যক্তি। অন্যান্য উৎস মতে *দিওয়ান* শব্দটি একটি আরবী শব্দ যা মূল *dawwana* থেকে এসেছে: যার অর্থ হল সংগ্রহ করা, নথিভুক্ত করা বা কাগজের উপর লিখে রাখা, ফলে এর অর্থ গড়ায় দলিলাদির কাগজে বা পদ্য এবং/বা গদ্য সংগ্রহ করাকে বুঝায়। পরবর্তীতে বলা হচ্ছে যে দপ্তর এবং রেজিস্ট্রারে এসব দলিলগুলো সংরক্ষণ করা হয় তাকেই *দিওয়ান* বা *ad-diwan* বলা হয়।

উৎপত্তিগতভাবে *দিওয়ান* আরবী বা পার্সিয়ান যাই হোক না কেন, অনেক দিন থেকে এটি ইসলামী প্রশাসনে, সরকারী সংগঠনের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক শাখা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এ দপ্তরটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সীমাবদ্ধ ছিল না। যেভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এটা স্থানীয় ও প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায়ও ব্যবহৃত হতো। *দিওয়ান*-র কর্মকর্তাদের কার্যাবলী ছিল সরকারের দলিলাদি, সরকারী কাগজপত্র এবং সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যাদি একটি নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করা।

ইসলামী প্রশাসনে, *দিওয়ান* প্রত্যয়টিকে শুধুমাত্র রেজিস্ট্রার বলার চেয়ে প্রথমত সৈন্যদল ও পেনশনভোগীদের নথিভুক্তকরণের দপ্তর বলা হত এবং পরবর্তী উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজবংশের (৪১/৬৬১-২০৩/৮৪৭) সময় এটি একটি দপ্তর, সচিবালয়, অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয় বা বিভাগ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অটোমান সাম্রাজ্যের সময় *দিওয়ান* বলতে এক ধরণের রাষ্ট্রীয় পরিষদকে বুঝানো হতো, যেখানে সুলতান ছিলেন সভাপতি এবং পরবর্তীতে

www.pathagar.com

প্রধান উজিরকে সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। *Encyclopedia of Islam* (২য় সংস্করণ, ১৯৬০: ৩২৩) এ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সরকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক একটি কৌশল হিসেবে ইসলামে *দিওয়ান* ধারণাটি এসেছে বিদেশীদের কাছ থেকে, যদিও আরবদের মধ্যে এ ধারণাটি অনেকদিন যাবত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অধিকন্তু, সত্যি কথা হল, *দিওয়ান* শব্দটি ইংরেজী 'Divan' এবং '*douane*' ফরাসী শব্দদ্বয় থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলেও বিবেচিত (Watt, ১৯৭৪ : ৫০)। Wickens (১৯৭৬:১২২) উদাহরণস্বরূপ বলেন, ইসলামী শব্দ *দিওয়ান* প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার প্রশস্ত আসন বা দলিলাদির সংগ্রহকে বুঝায়। এর তৃতীয় একটি অর্থই হল খুব সাধারণ:

> সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ লম্বা একটি আসনে বসেন [cf. বিচারকদের ক্ষেত্রে আসন ধারণাটি বেশী ব্যবহৃত], অথবা তাদের কাগজপত্রের ফাইল সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে, *দিওয়ান* শব্দটি সরকারী বিভাগের মতোই একটি অর্থ প্রকাশ করে।

তিনি বলেন যে,

> *দিওয়ানের* তৃতীয় অর্থটি স্পেনিশ থেকে ফরাসী শব্দ '*douane*' পর্যন্ত গড়ায়, বর্তমানে যা কাস্টম হাউজ' এর অনুরূপ বলে ধরা হয়। (স্পেনিশ ভাষায় *divan*=Couch এবং *aduana*=কাস্টম হাউজ)। দ্বিতীয় অর্থটি আপাত দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের দিকে যায় না। কারণ, অনুমান করা হয় যে, পশ্চিমাগণ ইতিমধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ বা কবিতা লেখার জন্য নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করছে। কিন্তু প্রথম যে অর্থ তা বস্তুত '*divan*' হিসেবে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছে, যা এ প্রকার প্রাচ্যের গাড়ীর ন্যায় যাতে কোন রাহু বা পিঠ নেই (পূর্বোক্ত)।

দিওয়ান সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনাটি এখানে করা হয়েছে প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের প্রশাসনিক প্রয়োগকে বিশ্লেষণের নিমিত্তে। তখন সেখানে *দিওয়ান* নিজেই একটি মূল্যবান কাঠামোগত সংগঠন হিসেবে ছিল। পুরো ইসলামের ইতিহাসে সরকারী প্রশাসনের সাধারণ ও বিশেষ কার্যাবলী সম্পাদনে বিভিন্ন ধরণের *দিওয়ান* প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের *দিওয়ানগুলো* আলোচনা করা হল।

দিওয়ান আল খারাজ (অর্থ বিভাগ) এ সরকারী কোষাগারের সব কার্যাবলী সম্পাদন করা হতো, যেমন ভূমি কর ও অন্যান্য কর সংগ্রহ করা, খরচের খাত তৈরী করা এবং সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা। এ *দিওয়ানের* একটি উপ বিভাগ কর ব্যবস্থাপনার প্রধান কর্তৃক তৈরীকৃত আইন ও নীতিমালাসমূহ নথিভুক্ত করতেন ও সংরক্ষণ করতেন। *দিওয়ানের* প্রধান হিসেবে তিনিই নিয়োগ পেতেন যিনি ন্যায় বিচার ও অর্থ বিষয়ক কার্যাবলী দক্ষতার সাথে করতে সক্ষম এবং যোগ্য, শক্তিমান ও তার সব কার্যাদি দক্ষতার সাথে স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

দিওয়ান আল-জুনদ, প্রতিষ্ঠা করেন খলিফা উমর (র.) যা সামরিক কার্যাবলীর সাথেই অধিক যুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, সৈন্যদের তালিকা তৈরীকরণ, তাদের মধ্যে বেতন ভাতাদি প্রদান ও আরও অনেক।

দিওয়ান আল-খাতম (সীলমোহরের দপ্তর) প্রতিষ্ঠা করা হয় যেন, এমন একটা জায়গা থাকে যেখানে সরকারী সকল চিঠি, দলিলাদির মূল কপি চেক করা যায়, সীলমোহর দেয়া হয় এবং প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা যায় এবং প্রতিটির একটি কপি সংরক্ষণ করা যায়। এ *দিওয়ানের* মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশেষত সরকারী দলিলাদি ও চিঠি পত্রের নকল প্রতিরোধ করার জন্য। সীলমোহর বর্তমানে যেমন ব্যবহার করা হয় পূর্বে তা এমন ছিল না, অর্থাৎ চিঠি বা দলিলের উপরে একটি চিহ্ন থাকা। বরং মূল চিঠিটা খুবই সতর্কতার সাথে মোম বা অন্য একটা বস্তু নিয়ে সীলমোহর করা হতো এবং সীলমোহরটা পরে সীলমোহরের কাদা পানিযুক্ত এব প্রকার লাল কাদামাটি দিয়ে চাপ দেয়া হতো। (Gladden, ১৯৭২:২১৮) চিঠিপত্র সীলমোহর শুকিয়ে যাবার পর দ্রুত প্রেরণ করা হতো। এ কার্যটি এ নিশ্চয়তা দিত যে, কোন চিঠি বা দলিল গন্তব্যে পৌছার আগে খোলা যাবে না।

দিওয়ান আল-মুসতাগালাত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল শহরে ও গ্রামে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও তাদের ভাড়া সংক্রান্ত বিষয় দেখার জন্য। যাহোক, সম্ভবত, এ *দিওয়ানটি* ছিল ক্ষুদ্র একটি বিভাগ যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ *দিওয়ান আল খারাজ*-র সাথে যুক্ত থাকত।

দিওয়ান আল বারীদ (ডাক দপ্তর) রাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় সরকারী দাপ্তরিক সব চিঠি ও খবরাখবর প্রেরণ করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এটি যোগাযোগের একটি অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতো, তাছাড়া এটি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর গোয়েন্দাগিরির কাজও সম্পাদন করতো। মূলতঃ ডাক ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই গঠন করা হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীতে শুধুমাত্র এ কাজটি না করে আরও ব্যাপক কাজে তা ব্যবহৃত হতে থাকে।

দিওয়ান আর রাসায়িল (পত্র যোগাযোগ বিভাগ)-র দায়িত্ব ছিল গভর্ণর, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এবং বিদেশী রাজা ও সম্রাটদের নিকট চিঠি লেখা। সংক্ষিপ্তরূপে এ *দিওয়ানের* কার্যাবলী মহানবী (স.) ও তাঁর ধার্মিক চার খলিফার সময়েও ছিল। কিন্তু উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার সময়েই এটি সঠিক ও কার্যকর কাঠামো লাভ করে।

উপরোক্ত *দিওয়ানগুলো* যা উমাইয়াদের যুগেও প্রাধান্য বিস্তার করে তা ছাড়াও আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে নিম্নোক্ত *দিওয়ান* সমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, *The Encyclopedia of Islam* (২য় সংস্করণ) এ বর্ণিত হচ্ছে: *দিওয়ান আল-মুসাদারাহ* শত্রুদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য, *দিওয়ান আল-আজিম্মাহ* অন্যান্য দিওয়ানের হিসাবপত্র নিয়ন্ত্রণ ও চেক করা, তাদের কার্যাবলী তদারক করা এবং অন্যান্য *দিওয়ান* ও *Vizierate* -র দপ্তরের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; *দিওয়ান আল-আহসাম* রাজকীয় সেবায় নিয়োজিত লোকদের দেখাশুনা করার জন্য; *দিওয়ান আল-রিকা* খলিফার নিকট পেশকৃত আবেদন ও অভিযোগ সংগ্রহ করার

www.pathagar.com

জন্য; *দিওয়ান আল-মাজালিম* রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের দেখাশুনা করার জন্য, এ *দিওয়ান* ছিল একজন বিচারকদের অধীন যিনি আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য দায়িত্বশীল থাকতেন; *দিওয়ান আল-সাওয়াদ* ইরাকের সমস্ত কৃষিজ ভূমি থেকে কর ও সকল প্রকার রাজস্ব সংগ্রহের একটি প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য আব্বাসীয় প্রশাসনে এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিওয়ান; *দিওয়ান আল-নাফাকাত* রাষ্ট্রীয় সব ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়াবলী দেখাশুনা করতো যা আদালতের চাহিদা ছিল এবং এ দিওয়ান আদালতের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন, চাকরির শর্তাবলী, রাজকীয় দালান নির্মাণ ও সংস্কার এবং আস্তাবলের দেখাশুনা ইত্যাদি কাজও করতো; *দিওয়ান আদ্দিয়া* ভূসম্পত্তির দেখাশুনা করার জন্য, *দিওয়ান আস-সির্‌* রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষার জন্য, এ *দিওয়ান* সম্ভবত কেন্দ্রীয় সরকারের অধিদপ্তরের কোন ক্ষুদ্র অংশ ছিল এবং *দিওয়ান আল-আর্‌দ* সামরিক যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ *দিওয়ান* সম্ভবত *দিওয়ান আল জুন্‌দ* (সামরিক বিভাগের) এর একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল, যদিও এ *দিওয়ানের* প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন একজন বেসামরিক লোক।

উপরোল্লিখিত তালিকা সরকারী বিভাগগুলোর কোন পরিপূর্ণ তালিকা নয়, যা উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজত্বকালে বিকশিত হয়েছিল; বরং এগুলো ঐ সময়কার সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ *দিওয়ানের* বর্ণনা উপস্থাপন করে।[২৩]

সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের প্রশাসনিক উন্নয়ন, যা পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হবে, কতগুলো মূল্যবোধ ও সাধারণ মূলনীতি সংযুক্ত ও সংরক্ষণ করে, যার উপর *দিওয়ানগুলো* প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তে এ *দিওয়ানগুলোর* কাঠামো এক সময় থেকে অন্য সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই এ আলোচনা সম্পর্কে পাছে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে, এজন্য এটি জোর দেয়া উচিত যে, সরকার ও প্রশাসন সংক্রান্ত ইসলামী ব্যবস্থায় মূল্যবোধ ও মূলনীতিসমূহ সুনির্দিষ্ট, যা দৈনন্দিন কার্যাবলীর উপায়, পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ উন্নয়ন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবর্তনের অধীন। ইসলামী প্রশাসনের ক্ষেত্রে কোরানের দু'টি আয়াতে এ দ্বৈত দিক স্থিরতা ও পরিবর্তন ব্যাখ্যা করছে:

> হে ঈমানদানগণ! আল্লাহ্‌ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতগুলো তাদের মালিকদের কাছে সোপর্দ কর, আর যখন মানুষের মাঝে তাদের ব্যাপারে বিচার ফায়সালা করো, তখন অবশ্যই তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করো। আল্লাহ্‌ তোমাদের যা উপদেশ দেন তা সত্যিই সুন্দর, আল্লাহ্‌ সবকিছু দেখেন ও শুনেন। (কোরান, সূরা ৪:আয়াত ৫৮)।
>
> হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌র অনুগত্য কর, অনুগত্য কর তাঁর রাসূলের এবং সে সব লোকের, যারা তোমাদের মাঝে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতপর তোমাদের মাঝে যদি কোন ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে সে বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ উপর ও শেষ বিচারের দিনের উপর ঈমান

www.pathagar.com

> এনে থাকো। (তবে) এ পদ্ধতিই হবে (বিরোধ মিমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং পরিণতির দিক থেকেও (এটি) হল উত্তম পন্থা। (কোরান, সূরা ৪:আয়াত ৫৯)

এ আয়াত দু'টি মুসলিমদের জন্য আদেশ প্রদান করে প্রকৃত মালিকের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও উত্তম পদ্ধতিতে বিচার করার জন্য। Ibn Taymiyyah-র মতে এ মূলনীতিসমূহ ভাল রাজনীতি ও প্রশাসনের মূল ভিত্তি। যদিও এগুলো সুনির্দিষ্ট, এগুলো মসজিদ, *দিওয়ান* বা অত্যাধুনিক সরকারী মন্ত্রণালয়ে প্রয়োগ করা যায়। রাজনীতি ও প্রশাসনে ইসলামী রীতি ও সিদ্ধান্তের কৌশল এবং উপায়সমূহের সাথে সম্পর্কিত যে কোন বিষয়েও এটি সত্যি, যেমনটি হয়েছে *হিসবাহ* নামক প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে, যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

হিসবাহ্

সাধারণভাবে বলা যায়, *হিসবাহ্* নামক প্রতিষ্ঠানটি হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে *মুহতাসিব* নামক একজন কর্মকর্তা থাকেন *(সাহিব আল সূক* নামেও তিনি পরিচিত, বাজার পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধায়ক)। তাঁর কাজ হলো, 'ভাল কাজকে উৎসাহিত ও মন্দ কাজকে প্রতিহত করা,' যেভাবে ইসলামী নৈতিকতার পরিভাষায় তা চিহ্নিত করা হয়েছে। *মুহতাসিব* হলেন শহরের, বিশেষত বাজারের ক্ষেত্রে জনগণের নৈতিকতা ও মান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তত্ত্বাবধান করার জন্য বিশ্বস্থ ব্যক্তি। তার কাজ হল নৈতিকতাহীন কাজকে খুঁজে বের করা ও শাস্তি প্রদান করা, যারা ওজনে ও পরিমাণে কম দেয়, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয় এবং একই রকম আরও অনেক পাপ কাজ করে এবং সাধারণভাবে ইসলামী নীতির সাথে সম্পর্কিত সত্যতা, ন্যায্যতা এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বাস্তবায়ন করা। এগুলোই হল *হিসবাহ্* র কার্যাবলী (EI[1], EI[2], ibn Taymiyyah, ১৯৭৬)।

কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় হতে *হিসবাহ্*'র বিষয়টি আরও পরিষ্কার হওয়া যায়, যেখানে *মুহতাসিব* ও ইসলামী সমাজের সদস্যদের কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে:

> এবং তোমাদের মধ্য থেকে জাতিকে সৎ কাজের আহ্বান কর, সৎ পথে জীবন যাপন করো, অশ্লীলতা থেকে বিরত থেকো। আর তারাই সফলকাম। (কোরান, সূরা ৩:আয়াত ১০৪)
>
> এবং ঈমানদার পুরুষ ও মহিলা তারা, যারা তাদের বন্ধুদেরকে রক্ষা করে, সঠিক পথে পরিচালনা করে এবং অসৎ পথ থেকে বিরত রাখে। (কোরান, সূরা ৯:আয়াত ৭১)

মুহতাসিবের প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পর্কে Shaukat Ali(১৯৭৫:২৮) লিখেন, 'অনৈসলামিক বিশ্বাস ও কার্যকলাপের সাথে মানুষের জীবন যাতে কুলষিত না হয়, তা পর্যবেক্ষণ করাই হল তাঁর কাজ, কিন্তু সাধারণভাবে তার আরও কিছু অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল, যা সরাসরি ধর্মের সাথে জড়িত ছিল না।'

রাজনীতি ও প্রশাসনে এ সংবাদটি ছিল সুদূরপ্রসারী, কিন্তু খুব কমই বুঝা গিয়েছিল। তাই ঐ সময়ের প্রাথমিক মুসলিমগণের মধ্যে মহানবী (স.) ও তাঁর ধার্মিক চার খলিফাগণই

www.pathagar.com

ইসলামী আইনের তত্ত্ব ও প্রয়োগগুলো ভালভাবে বুঝতেন। যাঁরা এদের পরে এসেছিলেন তাদের আচরণ এমনই ছিল, যা তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রাজনীতির বিপরীত ও ওগুলোর স্পষ্ট লংঘন, এবং দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও আমলাতন্ত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন অনিয়ম ইত্যাদি ছিলো খুবই সাধারণ। এ কাজগুলোর বিস্তার নির্দিষ্ট করা যায় নি, কিন্তু সরকারী নৈতিকতার উপর প্রকাশিত বিভিন্ন বই, যাদের বলা হতো *Mirrors for Princes* বা *Counsels for Kings*, তাতে দেখা যায় যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসনের নৈতিক অবস্থান যথার্থ মানের ছিল না, অবশ্য এ বইগুলো ছিল সাধারণত অনৈসলামিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

এ পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে, প্রশাসকদের পথ প্রদর্শননীতি হিসেবে অনেক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, বিশেষত *হিসবাহ্* সম্পর্কিত বিষয়ে। গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সমন্বিত একটি গ্রন্থ হল Ibn al-Ukhuwwah রচিত *Ma'alim al- Qurbah* । এ বইটির সত্তরটি অধ্যায়ে, সংক্ষেপে ইসলামী *শরীয়াহ্* মানের নীতিমালার ইতিবাচক ও নেতিবাচক আদেশগুলো বর্ণিত হয়েছে, সাথে সাথে সরকারী আদর্শকে বাস্তবায়ন করা, বিশ্বাসের পবিত্রতা নিশ্চিত করা এবং সমাজের সকল সদস্যদের ফাঁকিবাজী, প্রবঞ্চনা, ছলনা ও অবৈধ জুলুম থেকে রক্ষা করা' ইত্যাদি নীতিমালাও আলোচিত হয়েছে। Reuban Levy (১৯৩৭:xiii) যিনি এ বইটি সম্পাদনা করেন তিনি বলেন, এটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মধ্যযুগের মুসলিম শহরের একটি জীবন্ত চিত্র উপস্থাপন করে, যাতে কর্মক্ষেত্র ও বিপনীকেন্দ্র, মসজিদ ও সরকারী পথনির্দেশ, পথপ্রদর্শক ও কর্মকর্তাগণ এবং একই সাথে অন্যান্য উপাদনগুলোরও অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

ইসলামে *হিসবাহ্*-র একটি অনন্য দিক হল অন্য সব পদ্ধতি থেকে এ পৃথক করা, এর অর্থ হল, দৈনন্দিন কার্যাবলীতে নৈতিক ও ধর্মীয় মানের বিচক্ষণতার সাথে প্রবেশ করানো, বিশেষত ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। এ কারণে *হিসবাহ্* শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক আদেশের কোন প্রতিষ্ঠান নয়, বরং পুরো ইসলামী পরিবেশের একটি অখন্ড সংগঠন, যা সুস্পষ্টভাবে পার্থিব বস্তুগত বিষয়গুলোর জন্য সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। *মুহতাসিব*-র এ দ্বৈত ভূমিকা একদিকে সরকারী নৈতিকতার রক্ষক, অন্যদিকে বিপনীকেন্দ্রসমূহের তত্ত্বাবধায়ক, এ প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতিকে করে তুলেছে পুরোপুরি ইসলামী।[২৪]

Al-Mawardi (মৃত্যু ৪৫০/১০৫০) তাঁর *Al-Alkam as-Sultaniyyah* (১৯৭৮:২৪০-৫৯) গ্রন্থে *হিসবাহ্*'র ভূমিকা নিয়ে একটি পুরো অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়টির *হিসবাহ্* সংক্রান্ত আলোচনা ইসলামে সবচেয়ে পুরানো লেখা বলে বিবেচিত। এতে তিনি নয়টি কারণ উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে এ নিয়োগকৃত কর্মকর্তা (*মুহতাসিব*) কে অন্য যে কোন মুসলিম, যিনি *স্বেচ্ছায়* এ কাজ নিতে চান, তা থেকে পৃথক করা যাবে। *মুহতাসিব*-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা হল তিনি একজন মুসলিম, তিনি স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও বুঝার ক্ষমতাসম্পন্ন, স্বাক্ষী হিসেবে কাজ করার দক্ষতা সম্পন্ন (*adl*), এবং তাঁর নিজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। *মুহতাসিব* অবশ্যই নিরপেক্ষ বিচারক হবেন, এবং শক্তিশালী ও ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তিনি অবশ্যই *শরীয়াহ্*-র নিয়মাবলী ভালভাবে

www.pathagar.com

জানবেন, আর আইনের দৃষ্টিতে যা ভাল এবং যা মন্দ তা ভালভাবে বুঝে ভালটা গ্রহণ করবেন (Ibn al- Ukhuwwah, ১৯৭৭:৪; al-Mawardi, ১৯৭৮; Ibn Taymiyyah, ১৯৭৬)। এ শর্তাবলী দরকার ছিল এ জন্যই যে, *হিসবাহ্* খুবই দক্ষ ও যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ প্রকৃতি নিয়ে পরিচালিত হবে।[২৫]

দপ্তর হিসেবে *হিসবাহ্* প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও দাপ্তরিকভাবে একজন *মুহতাসিব* নিয়োগের পূর্বে, প্রাথমিক মুসলিমগণ বিশেষত মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীগণ নিজেরাই ঐ কাজগুলো করতেন। তাঁরা সৎ কাজের আদেশ দিতেন এবং মন্দকাজে নিষেধ করতেন, এবং মুসলিমদের তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় কার্যাবলী প্রতিপালনে নির্দেশনা দিতেন। পরবর্তীতে যখন সরকার ও শাসকগণ *হিসবাহ্*র উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন ও অযোগ্য লোকদের ঐ পদে নিয়োগ করেন, তখন প্রতিষ্ঠানটি ঘুষ ও লভ্যাংশ অনুসন্ধানকারী পদ্ধতির মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে (al- Mawardi, ১৯৭৮:২)।

হিসবাহ্ নামক প্রতিষ্ঠানটি ১৮ শতক থেকে শুরু করে ১০ শত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পরিচালিত ছিল। প্রয়াত সিরিয়ার পণ্ডিত Mohammed Kurd Ali বলেন (উদ্ধৃত করেছেন al- Husayni, ১৯৬৯:৩১):

> *হিসবাহ্*কে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ধর্মনিরপেক্ষ ভাগটি ইসলামী রাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল না, যেখানে সরকার ধর্মের প্রয়োজনের বিষয়টা বিবেচনায় আনেননি। ধর্মনিরপেক্ষ ভাগটি শুধু প্রচলিত ছিল মিশরে এবং তা ঊনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত। দেশীয় পর্ষদের মাধ্যমে কিছু অটোমান দেশে *হিসবাহ্*কে স্থানান্তরিত করা হয়।

Husayni (পূর্বোক্ত)-র মতে মিশরে *হিসবাহ্* প্রচলিত ছিল ১২৫৩/১৮৩৭ পর্যন্ত, al- Arini-র মতে যতদিন 'khedive'-র *দিওয়ান-র মুহতাসিব* একজন সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে রূপ নেয়। বর্তমানে এর নাম ছাড়া কিছুই বাকী নেই। একটি পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে এটি খুব কমই দেখা যায় যদিও মুসলিম সমাজে এর কিছু কিছু অংশ বিকৃত আকারে বিদ্যমান।

হিসবাহ্-র উপর অল্প কিছু পুরাতন ও আধুনিক লেখা ছিল; যার বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে। al-Husayni (১৯৬৯:৩১-২)-র মতে, প্রায় ৩০টি বই প্রকাশিত ও পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।[২৬] বেশ কিছু কারণে ইসলামী সভ্যতার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ওসব পাণ্ডুলিপির এক ব্যাপক অবদান রয়েছে।

প্রথমত ওগুলো তৎকালীন মুসলিমদের ব্যবসা বাণিজ্য ও পেশায় তাদের অর্জনগুলো প্রকাশ করে, যা ঐসময় উন্নতি লাভ করেছিল।

দ্বিতীয়ত, *হিসবাহ* সাহিত্যের বিপুল সমাহার মুসলিমদেরকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য

www.pathagar.com

সংক্রান্ত গবেষণা ও বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, ভাষাগত দিক থেকে তারা শক্তিশালী ছিল, যদিও তা অভিধানে কদাচিৎ পাওয়া যেত। আর শত শত বিদেশী ধারণা ও অভিজ্ঞতাগুলো ধারণ করা আরবী ভাষার দক্ষতাই প্রমান করে (al-Husayni, ১৯৬৭:৩২)।

সবশেষে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল *হিসবাহ্* ভাল উৎসের সাথে সম্পৃক্ত, যা থেকে প্রশাসনের ইসলামী ভিত্তিমূলসমূহ পাওয়া যায়। পরবর্তী কারণটা হল, এসব শিকড়গুলো ন্যায়বিচার, দক্ষতা ও সততার নীতিতে গড়ে উঠেছে, যা সব সময়কার প্রশাসনের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ বলে পরিচিত।

ইসলামী প্রশাসনের তাত্ত্বিক নির্দেশাবলী :
দলিল ও পাণ্ডুলিপি

ইসলামী প্রশাসনের ভিত্তিমূলের অন্যান্য উৎসগুলোর মধ্যে একটি হল প্রাথমিক মুসলিমদের বিভিন্ন দলিল, পাশাপাশি কিছু অক্ষত পাণ্ডুলিপিও রয়েছে যা সারা বিশ্বের বিভিন্ন পাঠাগার ও জাদুঘরকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে।

দলিল

হিজরী ৪র্থ শতকের শুরু থেকে ইসলামী সভ্যতা এক নতুন ধরণের ঐতিহাসিক দলিল তৈরী করেছে, যাকে বলা যেতে পারে 'সাচিবিক ঐতিহাসিকতা'। এ ধরণের দলিলের লেখকগণ নিজেরাই কেউ কেউ আমলা ছিলেন, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতো, এবং এভাবে তারা সহজেই দাপ্তরিক দলিলাদি লেখার সুযোগ পেত এবং আদালত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারতো ও আদালতের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো কিভাবে সম্পাদন করা হয় সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারতো। তাদের লেখায় রাজনীতি বিদ্যা, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন এবং পরোক্ষভাবে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে (Ahsan, ১৯৭৯)। সমসাময়িক আমলাতন্ত্র সম্পর্কে বলতে গেলে উদাহরণস্বরূপ, Jahshiyari-র (মৃত্যু ৩৩১/৯৪২) লিখিত জীবনীমূলক ঘটনাপঞ্জী *Kitab al-wazara wal–Kuttab* [মন্ত্রী ও সচিবদের ঘটনাবলী] -র কথা বলা যায়, যেখানে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের ইতিহাস ২৯৬/৯০৮ সাল পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে; বইটি ঐ সময়কার আমলাতন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্যাবলী সংরক্ষণ করে (EI^2, Ahsan, ১৯৭৯)।

মধ্যযুগে, ইসলামী রাষ্ট্রগুলো জটিল ও কার্যকর আমলাতান্ত্রিক বিভাগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন *uazara* বা তাদের সমতুল্য কোন কর্মকর্তা এবং তখন ব্যাপক সংখ্যক সচিব নিয়োগ দেয়া হতো, যাদের অনেকেই প্রায়ই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় কোন না কোন ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন (Jewis, ১৯৭৪:১৮৪)। তারা আবার আমলাতন্ত্র ও প্রশাসন সম্পর্কে অনেক সাহিত্যও রচনা করেন, যার কয়েকটি চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি এবং বই আকারে রয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী প্রশাসনের তিনটি মৌলিক ঐতিহাসিক দলিল এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা হল; যার প্রতিটি ইসলামের ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন দিককে উপস্থাপন করে। প্রথম দলিলটি হল ইসলামের চতুর্থ ধার্মিক খলিফা আলি ইবন আবি তালিব (৩৫/৬৫৬-৪০/৬৬) লিখিত মিশরের গভর্ণর Malik al-Ashtar-al-Nukhai নিকট এক ঐতিহাসিক চিঠি যা কিছু নির্দেশনাসহ পাঠানো হয়েছিল। দ্বিতীয় দলিলটি হল, অন্য একটি চিঠি, যা শেষ উমাইয়া খলিফার প্রধান সচিব তাঁর সহকর্মী ও অনুসারী সচিবদেরকে সাচিবিক দায়িত্ব পালনে নৈতিক মূল্যবোধের উপর দৃষ্টিপাত করে লিখেছিলেন। তৃতীয় দলিলটি আব্বাসীয় যুগের ১৯৮/১৮৩-২১৮/৮৩৩ সময়ের মধ্যে খলিফা আল-মামুনের সময়ে লিখিত একটি চিঠি; যা লিখেন Tahir-ibn al-Husayn, যিনি আল-মামুনের সেনা প্রধান ছিলেন, তাঁর ছেলে Ar-Raqqan যখন মিশর ও এর আরো পাশের অঞ্চলের গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে যোগদান করেন, তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখেন।

প্রথম দলিলটির বিষয়বস্তু হল একজন নবনিযুক্ত গভর্ণরের প্রতি একজন খলিফার উপদেশ ও নির্দেশনা। চিঠিটিতে ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সরকার ও প্রশাসনের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে হযরত আলি (র.) -র দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। সুতরাং ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশাসন ও ন্যায়বিচারের মূলনীতির একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবেই উক্ত চিঠিটি সংরক্ষিত ও বিবেচিত। প্রশাসনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক একজন মুসলিম গবেষক, Abdel Hadi (১৯৭৩:২০২) এটাকে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশাসনিক নেতৃত্বের জন্য ইসলামের ইতিহাসের অধিক গ্রহণযোগ্য দলিল বলে চিহ্নিত করেন।

খলিফা আলি (র.) -র কাজগুলোর সম্পাদনাকারী Sheikh Hassan Saeed -র মতে, চিঠিটি শাসক ও প্রশাসনের কর্তব্য ও বাধ্যবাদকতা নিয়ে আলোচনা করে: তাদের প্রধান কর্তৃত্ব ও দায়িত্বাবলী; সচিব ও অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে তাদের সম্পর্ক; প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্টন; তাদের একে অন্যের সাথে সমন্বয় সাধন ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা ইত্যাদি। চিঠিটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে উপদেশ দেয়, প্রশাসনিক ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে, কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতাকে উৎসাহিত করে, এবং প্রধান গভর্ণরকে কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যেকার বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলে; যাতে করে মুনাফাখোরী, মজুদদারী, পণ্যের একচেটিয়া কারবার ও কালোবাজারীর গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটি সম্পদ ও সুযোগের সমবন্টন নীতির উপর; এতিমদের লালন-পালন; বিকলাংগ-অক্ষম, কাজ করতে অক্ষম ও পঙ্গুলোকদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শাসক ও শাসিতের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে (Abu Talib, ১৯৭৭:২৪৭)।

সংক্ষেপে, এ চিঠিটি কোরান ও সুন্নাহ্‌র আলোকে প্রশাসনের মূলনীতির একটি সুসমাচার; পাশাপাশি সদয় ও উপকারী প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ম, নীতিমালা, ও ন্যায়বিচারের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে; বদান্যতা-দয়া ও সহানুভূতির উপর দৃষ্টি দেয়। এটি জনহিতকর ও ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের জন্য **নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের**

www.pathagar.com

ভিত্তিতে এক প্রকার আদেশও বটে, 'যেখানে ন্যায়বিচার ও অনুকম্পা মানুষের কাছে শ্রেণী, বর্ণ ও ধর্মমত নিরপেক্ষ, যেখানে দারিদ্রতা শুধু অপবাদই নয় বরং এক প্রকার অযোগ্যতাও বটে, যা ন্যায় বিচার, স্বেচ্ছাচারী, আত্মীয়করণ, প্রাদেশীকরণ বা ধর্মোন্মত্ততার প্রতিনিধিত্ব করে না'। অন্যদিকে এটি একটি অভিসন্দর্ভ যা উচ্চতর স্তরের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কথা বলে (Saced উদ্ধৃত করেন Abu Talib, ১৯৭৭:২৪৭)। বিখ্যাত আরব খ্রীষ্টান, বিচারক, কবি ও দার্শনিক Abdul Maseeh Antaki, যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মারা যান, তিনি লিখেন:

> এটি (খলিফা আলির চিঠি) মুছা ও হাম্মোরাবি প্রদত্ত নীতিমালার চেয়ে অধিকতর উত্তম ও উৎকৃষ্ট বিধান; এটি মানুষের প্রশাসন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করে ও ব্যাখ্যা করে তা কিভাবে পরিচালিত হবে এবং এটি মুসলিমদের দাবীর প্রতিও সোচ্চার যে, ইসলাম একটি খোদায়ী প্রশাসনের কথা বলে যা জনগণের মাধ্যমে, জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারা সৃষ্ট এবং এটি এমন একজন প্রশাসক চায়, যে শুধু নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় বরং সকল শাসিতের সন্তুষ্টি বিধান করতে চায় এবং ইসলামের পূর্বে কোন ধর্মই তা অর্জন করতে চেষ্টা করেনি (পূর্বোক্ত)[২৭]।

মিশরের গভর্ণরের (*Wali*) প্রতি নিম্নোক্ত উপদেশাবলী তাঁর নির্দেশনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে। খলিফা আলি Malik al-Ashtar an-Nukhai কে উপদেশ প্রদান করেন যে:

ক) অনুসারী নাগরিক ও তার কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাছে একটি উত্তম আদর্শ হতে।

খ) তাঁর প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ, সত্যবাদী ও খোদাভীরু লোক বাছাই করতে।

গ) নিরপেক্ষ হতে ও ন্যায়বিচার করতে এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে।

ঘ) গিবতকারী ও অপবাদ প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক হতে।

ঙ) তাঁর সচিব ও সহায়তা প্রদানকারীদের কার্যাবলী তদারক করতে এবং সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার যাতে সর্বদা রক্ষিত হয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে।

চ) কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করতে এবং কর্তৃত্ববাদী নির্দেশ প্রদান না করতে, যা তাঁকে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে তৈরী করবে।

ছ) দুর্নীতি, অন্যায় অবিচার ও জনগণের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের খারাপ আচরণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করতে।

জ) তাঁর কর্মকর্তাদের যে কোন ভুলভ্রান্তির জন্য দায়িত্বশীল হতে যাতে সে এ ব্যাপারে জানে ও সহ্য করে।

ঝ) গভর্ণর ও কমিশনারদের সাথে নিয়মিত ও স্থায়ী যোগাযোগ রক্ষা করতে।

ঞ) আত্ম প্রশংসা ও আত্মোপলব্ধির বৈশিষ্ট্য যাতে জাগ্রত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে।

www.pathagar.com

ট) যে সম্পদ সাধারণ জনগণের বা যাতে প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে (যেমন পানি, শক্তি, বাতাস) তা নিজের জন্য বা তার আত্মীয়দের জন্য সংরক্ষণ করে না রাখতে।

দ্বিতীয় দলিলটি অন্য একটি চিঠি, যা সচিব আবদুল হামিদ বিন ইয়াহিয়া ১২৭/১৪৫ ও ১৩২/৭৫০ সময়ের মধ্যবর্তী কোন সময় তাঁর সহকর্মী সচিবদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, তখন আবদুল হামিদ শেষ উমাইয়া খিলাফতের দ্বিতীয় মারওয়ান-র শাসনকালে সচিব ছিলেন। চিঠিটি ঐ সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী হিসেবে পরিগণিত, যদিও তা ইসলামী প্রশাসনের ইতিহাসে অতিব গুরুত্বপূর্ণ কোন দলিল নয়[২৮]। Ibn Khaldun (১৯৬৭, II, ২৯)-র মতে, এটি পদবী ও নথিপত্রের সহায়তায় একজন শাসক তার সচিবদের নির্বাচন ও নিয়োগদানের শর্তাবলী নির্দেশ করে।

চিঠিটি প্রথমে মানবজাতি, মানবজাতির বিভক্তি এবং মানবজাতির এ পদসোপানে সচিবদের অবস্থান আলোচনা করে। আল্লাহ্ সচিবদের তৈরী করেছেন, 'অধিক বৈশিষ্ট্যসূচক অবস্থান দিয়ে, সংস্কৃতি ও গুণের মানুষ হিসেবে, জ্ঞান ও বিচক্ষণতার বৈশিষ্ট্য দিয়ে'। আবদুল হামিদ বলেন যে, এ অবস্থানটি পার্থক্যসূচক, কারণ, সচিবগণ এমন একটা উপায় তৈরী করেন, যাতে খিলাফতের দপ্তরটি সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত, লেখক বর্ণনা করেন, কেন সচিবদের দপ্তরটি একটি অপরিহার্য উপাদান। তিনি সচিবদের মহানুভবতার সময় মহানুভব হবার, বিচারের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হবার, সাহসিকতার সময় সাহসী হবার, পরিণামদর্শিতার সময় সাবধান হবার, এবং গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদানের, প্রতিকূল অবস্থায় বিশ্বস্ত থাকার, এবং জরুরী মুহূর্তে সম্পদশালী হবার উপদেশ প্রদান করেন।

এ চিঠি সচিবদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক উপদেশ প্রদান করে, এগুলো হল: ধর্মীয় শিক্ষার মূলনীতিগুলো শিখা, আরবী ভাষা, কবিতা, গণিত ইত্যাদি শিখা, পাশাপাশি লোলুপতা, কুৎসা রটনা, অহমিকা, দম্ভ ও অহংকার যা থেকে শত্রুতার সৃষ্টি হতে পারে তা থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে, যদিও সেখানে প্রকৃত কোন শত্রু থাকে না। এটি তাদেরকে তাদের শক্তিশালী কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে উৎসাহী করে, বিশেষত জনগণের সাথে আচার আচরণের ক্ষেত্রে; এবং দুর্বলের প্রতি সদয় হতে ও নির্যাতিতদের প্রতি অনুকূল হতে, 'কারণ সব জনগণই বিধাতার সন্তানতুল্য এবং বিধাতার কাছে তারাই সবচেয়ে বেশী প্রিয় যারা তার সন্তানদের প্রতি দয়াবান থাকে। চিঠিটিতে ন্যায়বিচারের সাথে বিচার করার, বিনয়ের সাথে আচরণ করার এবং অধীনস্থদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করার কথা বলা হয়েছে।

অধিকন্তু, এ চিঠির মতে সচিবদের আচরণের পদ্ধতি হল: জনগণের সেবক এবং অভিভাবক হিসেবে কাজ করা, যিনি কোন রকম অপচয় বা অপব্যয় সহ্য করেন না; সাধুতা ও মিতব্যয়ীতার জন্য সাহায্য কামনা করা; এবং অমিত অপব্যয়ের ফলে বিপদগ্রস্থদের ও বিলাসিতার ফলে খারাপ পরিণামের সৃষ্টি রোধ করা। এটি সচিবদের দক্ষতা, আধুনিকায়ন,

www.pathagar.com

কার্যকারিতা, যোগ্যতা এবং ফলপ্রসূতা ও দক্ষতা নিয়েও আলোচনা করে। পরিশেষে, চিঠিটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে এভাবে, আবদুল হামিদ যেভাবে তুলে ধরেছেন, 'যে সত্যকে ধরে থাকবে, তার কর্ম তাকে ধরে রাখবে' বা Ibn Khaldun (১৯৬৭, II:৩৫)-র মতে, 'যিনি ভাল উপদেশ গ্রহণ করেন তিনিই সফল।'

তৃতীয় দলিলটি আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের সময়ে লেখা, যিনি শাসন করেন ১৯৮/৮১৩–২১৮/৮৩৩ সময়কাল পর্যন্ত, যা সম্ভবত ইসলামী সাহিত্যে প্রশাসন ও রাজনীতির মূলনীতি সম্পর্কে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল মামুনের সেনাপ্রধান Tahir Ibn al-Husayn তাঁর ছেলে Abdullah ibn Tahir কে এ চিঠি লিখেন, যা বর্ণনা করেছেন Ibn Khaldun (পূর্বোক্ত:১৩৯), তিনি বলেন, 'এ চিঠিটি সর্বোৎকৃষ্ট এবং অধিক বোধগম্যভাবে লিখিত একটি দলিল', যাকে তিনি দ্বিতীয় প্রকার 'যৌক্তিক রাজনীতি' বলে অভিহিত করেন।[২৯] Ibn Khaldun-র মতে, এ চিঠিতে Tahir:

> তাঁকে (তাঁর পুত্র) সব রকম ধর্ম ও নৈতিক বিষয়ের উপর উৎসাহিত করেন এবং উপদেশ দেন। (তিনি আলোচনা করেছেন) সব ধরণের (গুরুত্বপূর্ণ) রাজনৈতিক সমস্যাবলী, যা ধর্মীয় আইন পরিচালনা করে থাকে এবং সব ধরণের রাজনৈতিক শক্তির সমস্যাবলী নিয়েও আলোচনা করেন, যা তাঁকে তাঁর প্রশাসন ও সরকারের স্বার্থে অবশ্যই জানতে হবে, তিনি তাঁকে ধার্মিক হতে ও ভাল গুণাবলী অর্জন করতে কঠোর চেষ্টা করতে বলেন এমনভাবে যে, যাতে তিনি দৃষ্টান্ত অর্জন করতে পারেন, যাতে কোন রাজা বা সাধারণ জনগণ তাঁর উপদেশ ছাড়া কিছুই করতে না পারে।

অধিকন্তু, ইবন খালদূন (পূর্বোক্ত,:১৫৬) আরও উল্লেখ করেন যে, ঐতিহাসিকগণ এ সত্য উপস্থাপন করেন যে, লোকেরা এ পত্রখানা প্রথম প্রকাশের সাথে সাথেই পছন্দ করে ফেললো, যার কারণে এর ব্যাপক প্রচারের দাবী অনুভূত হয়। খলিফা আল মামুন নিজেই এ চিঠির উপর সন্তুষ্ট হন এবং পত্রটি পড়ে তিনি বলেন:

> Abu t-Tayyib (Tahir) কোন বিষয়ই উপেক্ষা করেন নি, যা এ বিশ্ব , ধর্ম, প্রশাসন (এর গঠন), রাজনীতি, রাজ্য ও তার সব বিষয়ের উন্নয়ন, সরকারের সংরক্ষণ, খলিফাদের প্রতি আনুগত্য, খিলাফতের সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত। তিনি এসব বিষয়াবলী খুবই ভালভাবেই আলোচনা করেছেন এবং এ সব বিষয়াবলীর (কিভাবে পরিচালনা করতে হবে) নির্দেশনা প্রদান করেন।

খলিফা এরপর পত্রখানা শুধুমাত্র রাজধানী বাগদাদে নয় রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্য ও প্রদেশের সবধরণের কর্মচারীদের মধ্যে বিলি করার নির্দেশ দেন, এবং এ পত্রটিকে কর্মচারীদের মডেল বা নীতিমালা হিসেবে ব্যবহার এবং এর নির্দেশনা অনুসারে কাজ করার জন্য বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেন।

www.pathagar.com

এ দলিলের সাধারণ বিষয়বস্তু হল প্রশাসনিক নেতা বা নির্বাহীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত। প্রশাসনের মূলনীতি ও রাজনীতির চতুষ্পার্শে যে বিষয়গুলো ব্যাপক পরিমাণে বিদ্যমান তা হল জবাবদিহিতা ও শাস্তি, প্রশাসনের পরিমার্জন, মিথ্যাবাদিতা পরিহার করা, বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা, নিয়োগ নীতিমালা ও বেতন, তত্ত্বাবধান ও অন্তর্দৃষ্টি, সময়নিষ্ঠা, দুঃখ ও অভিযোগসমূহ সাধারণভাবে অধীনস্তদের বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের সামাজিকভাবে সেবা করা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটা সময় নির্দেশিকা তৈরী, এবং রাজস্ব ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা।

যদিও এ চিঠিটি পাঁচ'শ লাইনের উপর লিখিত, নিম্নের সংক্ষিপ্ত কোটেশনগুলো প্রশাসক বা প্রধান নির্বাহী বা সময়ে সময়ে উভয়েরই অনেক ভাল কাজ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ করে, যা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন প্রশাসনিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য এখনও দরকার। এ 'উপদেশাবলী' বা বর্তমান কালের প্রশাসনিক আচরণের ক্ষেত্রে ঐ সুপারিশমালা, একজন প্রাথমিক যুগের মুসলিম পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে, যা এ প্রসংগে নতুন বা পুরাতন যে কোন দলিলে বিভিন্নভাবে স্থান পেয়েছে (দেখুন Ibn Khaldun, ১৯৬৭):

ক. তোমরা নিজের মতে ও অমতে, তোমার নিকটবর্তী কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দুরসম্পর্কীয় কোন আত্মীয়স্বজনের পক্ষ হয়ে ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না।

খ. সব বিষয়ে সংযত হও। (পরিমার্জিত বা সংযত) হবার চেয়ে কোন কিছুই সম্পূর্ণ উপকারী, নিরাপদ এবং এ ক্ষেত্রে উত্তম নয়। পরিকল্পিত সংযম সঠিক পথ নির্দেশ দেয়। সঠিক নির্দেশনা সফলতার দিকে নিয়ে যায়। সফলতা সুখ সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

গ. যে তোমার জন্য কাজ করে, যাকে তুমি বিশ্বাস করে ওকাজে নিয়োগ দিয়েছ, তার কাজের ব্যাপারে কোন কিছু আবিস্কৃত না হবার পূর্বে তাকে সন্দেহ করো না। কারণ একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে সন্দেহ করা ও তার বিরুদ্ধে বাজে মন্তব্য করা অন্যায়।

ঘ. যদি তুমি কোন চুক্তিতে উপনীত হও, তবে তা পূরণ কর। যদি তুমি কোন ভাল কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তবে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো।

ঙ. নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো এবং রাগান্বিত হয়ো না। নিজের মর্যাদা ও কোমলতা ধারণ কর। সুক্ষ্মতা, চপলতা ও তুমি যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত, তার প্রতি প্রতারণা করা থেকে সতর্ক থেকো।

চ. কখনও লোভী হয়ো না। যে সঞ্চিত ধন ও সম্পত্তি তুমি জমা করে রেখেছো তা সম্পর্কে কর্তব্যনিষ্ঠ হও, আল্লাহ্কে ভয় করো, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর, তোমার অধীনস্তদের উন্নয়নে নজর দাও, দেশের চাষাবাদের দিকে দৃষ্টি রাখ, তাদের কার্যাবলী তদারক কর, সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা বিধান কর এবং দুর্ভাগাদের সহায়তা কর।

ছ. পাপকে (যে কোন) হালকাভাবে নিও না। কোন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে সহায়তা করো না। পাপীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়োনা। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করো

www.pathagar.com

না। কোন শত্রুকে উপেক্ষা করো না। মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারীকে বিশ্বাস করো না। প্রতারকের উপর নির্ভর করোনা। কোন অনৈতিক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিকে অনুসরণ করোনা। প্রতারকের প্রশংসা করোনা। কারো প্রতি ঘৃণা রেখোনা। কোন গরীব আবেদনকারীকে ফিরিয়ে দিও না...। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করোনা। (অন্যের) অহংকারকে ভয় পেয়োনা। রাগ প্রকাশ করো না। জমকালো হয়ো না। দম্ভ সহকারে চলাফেরা করো না। বোকামি করে বিবেচনা করতে যেও না। অন্য বিশ্ব সম্পর্কে তোমার অনুসন্ধানকে বাদ দিও না। দোষত্রুটি খোঁজাখুজিতে তোমার সময় নষ্ট করো না। দুষ্টলোকের প্রতি তোমার দৃষ্টি বন্ধ করে রেখো না, কারণ তার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হলে তাকে তুমি ভয় করবে। এ জগতে বসে অন্য জগতের পুরষ্কার তালাশ করো না।

জ. বিচারকদের সাথে বারবার পরামর্শ করো। কোমল ও মিতব্যয়ী হতে অভ্যস্ত হও। অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান নাও, যারা বোঝেন ও বোধশক্তিসম্পন্ন।

ঝ. গরীব ও দীনহীনদের কাজকর্ম দেখাশুনায় নিজকে নিয়োজিত করো, যে অন্যায় অবিচার ভোগ করে, সে যেন তোমাকে কোন অভিযোগ করতে ব্যর্থ হয়...।

ঞ. রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অন্ধদের বৃত্তির ব্যবস্থা করো।

ট. অসুস্থ মুসলিমদের আশ্রয়ের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা কর। তাদের দেখাশুনার জন্য এসব ঘরে কর্মচারী (নিয়োগ কর), যারা তাদের দয়ার সাথে পরিচালনা করবে, এবং চিকিৎসকদের নিয়োগ দাও যারা তাদের রোগব্যাধির চিকিৎসা করবে। তাদের ইচ্ছার সাথে ততক্ষণ সম্মত থেকে পুরণ করো যতক্ষণ তা কোষাগারের অপচয়ের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

পাণ্ডুলিপি

এ লেখক কায়রোর দার আল-কুতুবে দশটি পাণ্ডুলিপি এবং ইস্তাম্বুলের সুলাইমানিয়া কমপ্লেক্সে পাঁচটি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, যা রাজনীতি ও প্রশাসনের সাথে সর্ম্পকিত (পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্টে লিখিত তালিকা দেখুন)। এগুলো বিভিন্নভাবে রাজনীতি, রাজাদের আচরণ, শাসকের উপদেশ, প্রশাসন, এবং *খিলাফত* নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করে। এসব পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে নিম্নের সাধারণ পর্যবেক্ষণগুলো ভবিষ্যত যে কোন গবেষণায় এবং ইসলামী প্রশাসনের মৌলিক উৎস হিসেবে সহায়ক হতে পারে।

প্রথমত, অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি রাষ্ট্র ও জনগণের প্রশাসন পরিচালনায় সোলতানদের উপদেশ প্রদানের সাথে সম্পর্কিত। এ ধরনের উপদেশাবলী সোলতানদের কি করা উচিৎ বা কি করা উচিত নয়, তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যা পরিষ্কার ভাবে এবং ব্যাপকভাবে কোরান ও মহানবীর শিক্ষা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফলে তা লেখকদের অবস্থান ও যুক্তিকে যথার্থ প্রমাণ করেছে।

দ্বিতীয়ত, এসব গবেষণা গবেষক ও পাঠক উভয়কেই খুব উচ্চ পরিমাণে নৈতিকতা ও নৈতিক আচরণ ধারণ করতে নির্দেশ দেয়। লেখকগণ অধিকাংশই এসব ক্ষেত্রে ছিলেন

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞ, যারা তাদের বিভিন্ন বিষয়গুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অনেক ঐতিহাসিক শিক্ষার দিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া একটি বিশ্বাস ও রাষ্ট্র হিসাবে ইসলামের প্রতি অবিচল থেকেই (মসজিদ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনরূপ বিভক্তি না করে) প্রধান নির্বাহীর সব কাজকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হতো অর্থাৎ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে কোরান ও সুন্নাহকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে তাদের কার্যাবলী ও আচরণ পরিমাপ করা হতো।

তৃতীয়ত, কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি ব্যাপকভাবে ন্যায়বিচারের পুরানো ধারণা ও শুধুমাত্র ন্যায়বিচারকারী সোলতানদের বৈশিষ্ট্যের উপরই মনযোগ আকর্ষণ করে। এ ধরনের লেখাতে কোরানের প্রাসংগিক আয়াত ও সুন্নাহর নির্দেশনাগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এবং সংকলিত হয়েছে, যাতে করে সোলতানগণ তাঁদের প্রতিটি কাজে এগুলোকে সতর্কবাণী মনে করে এবং খোদাভীতিকে স্মরণ করে। তদুপরি আগেকার শাসক ও দার্শনিক যেমন, মহামতি আলেকজাণ্ডার, প্লেটো, সক্রেটিস ও এরিস্টোটলের প্রজ্ঞার[৩০] কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, Mahmud ibn ash-Shaikh Ismaiil al- Khairbaiti তাঁর পাণ্ডুলিপি 'Ad-Durrah al-Gharra fi Nashihat as-Salatin wal-Qudah wal-Umara'-তে [সোলতানদের, বিচারকদের ও রাজপুত্রদের উপদেশমূলক সন্ধি] যা লিখিত হয়েছে ৮৪৩/১৪৩৯ সালে, কিভাবে ইমামের শাসনকার্য পরিচালনা করা উচিৎ সে সম্পর্কে একটি অধ্যায়েই তেরটি *হাদীসের* তালিকা দিয়েছেন। পুরো পাণ্ডুলিপিতে দশটি অধ্যায় রয়েছে, যেখানে *Imamah* (খিলাফত) থেকে শুরু করে *Wizarah* (মন্ত্রীসভা), *Ajnad* (সৈনিকত্ব) পর্যন্ত সববিষয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ অধ্যায়গুলোর প্রতিটিতেই ইসলামের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী থেকে অনেক বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলোতে[৩১] প্রশাসকদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের (*দিওয়ান*) কার্যকারিতা ও দক্ষতার ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা ঐ সময়ের মান অনুযায়ী পরিচালনা করা হত। সাধারণত লেখক, করণিক ও সচিবগণ যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতেন তার ব্যাপক বিশ্লেষণ করেই লেখা শুরু করেন এবং পরে সোলতানদেরকে ওসব সমস্যার সমাধান দিতেন 'উপদেশাবলীর প্রস্তাবনার' মাধ্যমে। এ 'উপদেশাবলীর প্রস্তাবনা' একজন অধীনস্থ কর্মকর্তা (লেখক, পণ্ডিত ইত্যাদি) তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে (সোলতান, আমীর, শাসক, রাজপুত্র ইত্যাদি)[৩২] কিভাবে নির্দেশনা ও সত্যিকার *শূরা* (পরামর্শ) দিতেন সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। উপদেশ ও পরামর্শ দেয়া হতো প্রচলিত অবস্থার সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে। এ ধারাটি প্রশাসনিক পদ্ধতি বা আমলাতান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টার গোড়ার দিকের অংশ হিসেবে বিবেচিত, পাশাপাশি তা বর্তমানে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত যা প্রশাসনিক উন্নয়ন নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রশাসনিক সাধুতার ধারণাটি বিশেষত *Wuzara* (মন্ত্রী) ও *Kuttab* (সচিব) দের সততা এবং অন্যান্য কিছু বিষয় যেমন পদমর্যাদায় উন্নতি লাভ, স্থিরসংকল্প, স্থিতিশীলতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণগুলো পরিক্ষিত অনেক পাণ্ডুলিপিতেই পুন:ঘটমান বিষয়বস্তু হিসেবে

www.pathagar.com

দেখা দিয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অধিকাংশ মুসলিম দেশের সমসাময়িক প্রশাসনিক পরিবেশে এসব মূল্যবোধের উপস্থিতি দেখা যায় না। ঐতিহ্যবাহী অতীতের এ দৃষ্টিভঙ্গি শুধু ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন বই ও পাণ্ডুলিপিতেই বর্তমানে রক্ষিত রয়েছে[৩৩]।

ইসলামী প্রশাসনের অগ্রদূতগণ

ইসলামের ঐতিহাসিক সাহিত্যে অনেক পণ্ডিত ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সরকার, প্রশাসন ও আমলাতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর বিভিন্ন চ্যানেল নিয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ করেন। তার সবগুলো আলোচনা করতে পারা একটি স্মৃতি ভাস্কর কাজ হতো তবে তা এ গবেষণার আওতার বাইরে। যা হোক, নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তার অগ্রপথিকদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনের নাম ও অবদান তুলে ধরা হলো। তারা শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বেই পরিচিত নন বরং পশ্চিমা বিশ্বেও সমানভাবে পরিচিত। প্রত্যেকেই এ বিষয়টা চিহ্নিত করতে পারেন যে, অনেক ইসলামী পণ্ডিত কোন না কোনভাবে আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক চিন্তাচেতনাকে প্রসিদ্ধ ও প্রভাবিত করেছেন। তাঁদের অনেকের নামই ইতিহাসে উল্লেখ নেই। নিম্নে পর্যায়ক্রমে ইসলামী প্রশাসনের পাঁচজন অগ্রদূতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো: তাঁরা হলেন আবু ইউসুফ, আল-মাওয়ার্দি, আল-গাজ্জালি, ইবন-তাইমিয়া, এবং ইবন খালদূন।

আবু ইউসুফ (c. ১১৩/৭৩১-১৮২/ ৭৯৮)
ইসলামে প্রধান বিচারপতি (*qadi al- qudat*) উপাধিটি লাভ করেন সর্বপ্রথম Yaqub bin Ibrahim al-Ansari al-kufi Abu Yusuf: খলিফা হারুন অর-রশিদ-এ উপাধিটি তাঁর উপর অর্পণ করেন। আবু ইউসুফ ছিলেন খলিফার গোটা প্রশাসনের একজন ঘনিষ্ঠ পরামর্শক, বিশেষত ন্যায়বিচার প্রশাসনের ক্ষেত্রে। তিনি আর্থিক নীতি ও রাজস্ব প্রশাসনেরও একজন পরামর্শক ছিলেন। তাঁর লিখিত অন্যান্য অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থের মধ্যে *Kitab al-kharaj* (ভূমি রাজস্বের বই) বইটিই একমাত্র বই যা এখনও প্রসিদ্ধ। খলিফা হারুন অর-রশিদের[৩৪] অনুরোধে আবু ইউসুফ ইসলামী প্রশাসনের মূল্যবোধের ভিত্তিতে এ বইতে সরকারী অর্থব্যবস্থা, করারোপ, ফৌজদারী ন্যায়বিচার, এবং এ ধরণের সংশ্লিষ্ট আরও অনেক ব্যাপক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

Lewis (১৯৭৪, I:১৫১-৭০) *Kitab al-kharaj* -র পনের পৃষ্ঠা অনুবাদ করেছেন যেখানে হারুন-অর রশিদের প্রতি আবু ইউসুফের কিছু উপদেশাবলী উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হলঃ

ক. আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দিওনা, কারণ তুমি যদি তা কর, তবে তুমি অমিতব্যয়ী হতো পারো এবং মৃত্যু তোমার প্রত্যাশা পূরণ করতে বাধাও হতে পারে।

খ. তুমি যদি অপরাধীর পদাংক অনুসরণ করো তবে কাল স্রষ্টার সান্নিধ্য পাবার আশা করো না, কারণ বিচারের দিনে মানুষের বিচার করা হবে তার কাজের ভিত্তিতে, তার পদবীর ভিত্তিতে নয়। আল্লাহ্ তোমাদের সতর্ক করছেন; তাই সতর্ক হও।

www.pathagar.com

গ. জেনো রাখো, কোন মানুষই আল্লাহ্‌র প্রশ্নের জবাব ছাড়া এক পা'ও এগুতে পারবে না। মহানবী (স.) বলেন, 'বিচারের দিন, কোন সৃষ্টিই যতক্ষণ তাকে তার যে জ্ঞান ছিল তা সে কিভাবে ব্যয় করেছে তার যৌবন, সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে, তার শরীর সে কিভাবে ব্যবহার করেছে এবং তার ধন সম্পদ তা সে কিভাবে অর্জন ও খরচ করেছে, সে সম্পর্কে চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা না হয় ততক্ষণ সে এগুতে পারবে না।' সুতরাং প্রস্তুত হও, হে বিশ্বাসীদের নেতা, প্রতিটি প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিতে হবে, যা তুমি করেছো এবং প্রতিষ্ঠিত করেছো সে সম্পর্কে, কারণ এগুলো কাল তোমার সম্মুখে পঠিত হবে...।

ঘ. আমি আপনার জন্য এটি লিখছি আপনি আদেশ দিয়েছেন বলে এবং আমি তা আপনাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বুঝিয়ে দিয়েছি। এটি পড়ুন, এবং পুনরায় পড়ুন যতক্ষণ না আপনি এটি হৃদয় দিয়ে বুঝতে সক্ষম হন...। আমি আপনার জন্য কিছু চমৎকার প্রথার কথা লিখছি, যাতে রয়েছে আপনাকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে এবং যা আপনি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন সে সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, এবং আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করুন।

আল-মাওয়ার্দি (৩৬৪/৯৭৫–৪৫০/১০৫৮)

Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi ছিলেন ইসলামী সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একজন কর্তৃপক্ষের মতো। তাঁর প্রধান গবেষণাকর্ম হল *Al-Ahkan as-Sultaniyyah* পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে পঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে M. Egner জার্মান ভাষায় বইটি *Constitution Politicae* (Bonn, ১৯৮৩) নামে সম্পাদনা করেন এবং প্রকাশ করেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফরাসী পণ্ডিত E. Fagnan বইটি প্রকাশ করেন *Les status gouvernementaux, ou Regles des droits publiques et administratifs* (Algiers, ১৯১৫) শিরোনামে। এবং ১৯৭৮ সালে Darlene R. May একই বিষয়ের উপর একটি পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ[৩৫] রচনা করেন। মুসলিম পণ্ডিতগণ রাজনীতি ও প্রশাসনের মূলনীতির নির্যাসটা ঐ বই থেকে বের করার কিছু প্রচেষ্টা নিয়ে তাকে আধুনিক সময়ের বাচন ভংগিতে সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা করলেও সরকার ও রাজনীতি বিষয়ক কোন ইসলামী বইতে আল-মাওয়ার্দিকে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয় নি।

আল-মাওয়ার্দির এ বইটি লিখিত হয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, যাতে বিশটি অধ্যায় রয়েছে, এতে বর্ণিত হয়েছে *খিলাফত* বা *ইমামত* থেকে ন্যায় বিচারের প্রশাসন, অর্থ-ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে। এখানে *দিওয়ান* ও দুর্নীতি বিষয়ক নিয়মাবলীর উপর একটি পূর্ণ অধ্যায় রয়েছে এবং *হিসবাহ* প্রতিষ্ঠানের উপর সর্বশেষ অধ্যায়টি রয়েছে, যা আগেই বলা হয়েছে, যে সম্পর্কে সর্বপ্রথম আল-মাওয়ার্দিই লিখেন।

আল-মাওয়ার্দির কাজের মূল্যটা এ সত্য থেকেই উদ্ভূত যে, তিনি ছিলেন *শরীয়াহ্* সম্পর্কে একজন কর্তৃপক্ষের মত। তাই দেখা যায়, তার বইয়ের প্রতিটি পাতায় বর্ণিত নিয়মকানুন বা আইন, কোরান, সুন্নাহ বা মুসলিম পণ্ডিতদের *ইজমা* দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে এক পশ্চিমা পণ্ডিত বইটিকে বর্ণনা করেছেন, 'ইসলামের সাংবিধানিক আইনের মহান তাত্ত্বিক কাঠামো' হিসেবে (Bagley, ১৯৬৪: X)। তবে এ বিষয়ে জোর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও এ বইয়ের তাত্ত্বিক অবদান ব্যাপকভাবে স্বীকৃত, তথাপি অনেকেই এর প্রায়োগিক দিকের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। May (১৯৭৮) এ বইয়ের উপর সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, *Al-Ahkam* মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তা ও আচরণের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিকের আলোচনাকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুনির্দিষ্টভাবে, এর আলোচনাগুলো একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি সাধারণ সংবিধান উপস্থাপন করে: যার প্রথম সাতটি অধ্যায়ে তাত্ত্বিক কাঠামোর বর্ণনা রয়েছে, যার উপর রাষ্ট্র নির্ভর করবে এবং বাকী তেরটি অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে আল-মাওয়ার্দির সময়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হতো।

অন্যান্য আরও অনেক মুসলিম পণ্ডিতদের মতো আল-মাওয়ার্দিও শাসকদের জন্য উপদেশমূলক অনেক বই লিখেন, যা আধুনিক পণ্ডিতদের এখনও সম্পূর্ণভাবে পঠিত হয় নি, কিন্তু এগুলোও অন্যান্য বইগুলোর মতই গুরুত্বপূর্ণ (May, ১৯৭৮)।

আল-গাজ্জালি (৪৫০/১০৫৮–৫০৫ /১১১১)

Abu Hamid Muhammad b. Muhammad at-Tusi al-Ghazali (al- Ghazzali হিসাবেও বানান করা হয়ে থাকে) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধর্মবিশেষজ্ঞ, আইনজ্ঞ, পণ্ডিত, খাঁটি চিন্তাবিদ, আধ্যাত্মিক পুরুষ এবং ধর্মীয় পুনর্গঠক (EI², s.v.)। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও সর্ববৃহৎ কাজ হল বিপুলায়তনের বই *Ihya' Ulum ad-Din* [সাধারণভাবে অনুদিত হয়েছে The Ravival of the Religious Sciences হিসেবে]। সম্প্রতি এটি আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, যার ৩১১০ পৃষ্ঠা ১৬টি ভাগে এবং চারটি খণ্ডে বিভক্ত (Cairo, n. d.)। এ বইটি মানুষের প্রায় সব আচার আকৃতি ও কার্যাবলীসহ ব্যাপক বিষয়াবলী আলোচনা করে, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের দর্শন, রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংগঠন, বৈরাগ্য সাধন (*Zuhd*) এবং ধ্যান। আল-গাজ্জালির মতে, এ বইটি ছিল চারটি খণ্ডে বিভক্ত, যার প্রতিটিতে ছিল দশটি আলাদা বই। এভাবে মূল বইটি হল একত্রে ওরকম চল্লিশটি বইয়ের একত্রিত রূপ[৩৬]।

সরাসরি প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত আল-গাজ্জালির একটি উৎকৃষ্ট বই হল তার লেখা *Nasihat al-Muluk* [রাজার জন্য পরামর্শ], যা F.R.C. Bagley কর্তৃক ১৯৬৪ সালে অনুদিত হয়েছে। এ বইয়ের দু'টি ভাগ রয়েছে: প্রথম ভাগে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস বা মতবাদের মূলনীতিসমূহের ঘোষণা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, যা অন্যান্য এ রকম কোন বইয়ে করা হয় নি, এ বিশ্বাস তিনি রাখেন যে, এ মূলনীতিগুলো একজন মুসলিম শাসক ধারণ করবেন এবং ধর্মীয় মূলনীতিসমূহের আলোকেই তিনি তার কার্যাদি পরিচালনা করবেন। দ্বিতীয় ভাগে যা আলোচনা করা হয়েছে তা '*রাজপুত্রদের জন্য আয়না*' সদৃশ, যা সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত: প্রথম অধ্যায়ে রাজা ও ইমামদের যোগ্যতা[৩৭], দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে মন্ত্রী ও সচিবদের যোগ্যতা, যা মধ্যযুগের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সরকারী আমলাতন্ত্রের স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত

www.pathagar.com

হয়েছে; চতুর্থ অধ্যায়ে রাজার মহানুভবতা; পঞ্চম অধ্যায়ে পণ্ডিত ও গুণীজনদের বাণী; ষষ্ঠ অধ্যায়ে বুদ্ধিমত্তা ও বুদ্ধিমান লোকদের এবং সপ্তম অধ্যায়ে মহিলাদের ভাল ও মন্দ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (Bagley, ১৯৬৪)।

> *Nasihat* এবং এরকম অন্যান্য বইগুলোতে নিরপেক্ষ উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে আরব খলিফা ও সাসানীয় রাজা, সুফী দরবেশ ও পার্সীয়ান গুণীজনদের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে; তারা জোরোয়াস্টারিয়ান বাণীসমূহকে ইসলামীকরণ করেছে যেমন 'ধর্ম ও সাম্রাজ্য হল ভাই'; এবং তারা নির্ভুল বা ত্রুটিসহকারে সাসানিয়ান ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সুদূর পরিচিতি ও অবিচ্ছিন্নতা অনুধাবন করেছে (পূর্বোক্ত,: ix)।

উদাহরণস্বরূপ, আল-গাজ্জালি ন্যায় বিচার সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 'উপদেশ' ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন এবং ভাল হবার যোগ্যতার কথা বলেন, যাতে অন্যরা একে একটি উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি (১৯৬৪:১৯-২০) উল্লেখ করেন যে, Shafiq al-Bulkhi নামক এক সন্নাসী একদা ঐ সময়ের বৃহৎ রাষ্ট্রের শাসক ও আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর রশিদকে বললেন:

> আপনি হচ্ছেন একটি ঝর্ণা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ (যারা আপনাকে শাসন কার্যে সহায়তা করেন) হলেন জল প্রবাহ (যা ঐ ঝর্ণা হতে প্রবাহিত)। যদি ঝর্ণাটি পরিষ্কার হয়, তবে প্রণালীর কোন বালি দ্বারা তা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না; যদি ঝর্ণাটি ঘোলাটে হয়, তবে প্রণালীগুলোর (রক্ষা করার) জন্য কোন আশা থাকবে না।

পরিশেষে, যদিও *Nasihat* ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও খিলাফতের শাসন সম্পর্কে তেমন কিছুই বলে নি, তথাপি এটি একটি ব্যাপক স্বার্থ ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত কাজ, যা থেকে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নয়নের অনেক নীতিগত ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। (আল-গাজ্জালি তাঁর রচিত *Ihya* গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করেন)। *Nasihat,* যা হোক, একটি ভাল প্রক্রিয়ার উদাহরণ, যা ইসলামের জন্য একটি অনন্য উদাহরণ। (Bagley, ১৯৬৪:xvi) সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রাথমিক মুসলিম সভ্যতার এ ধারণ ক্ষমতা ছিল যে, অনেক উৎস হতে বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপাদানসমূহ তা আত্মস্থ করতে পেরেছিল, এবং ওগুলোকে পারসো-ইসলামী কাঠামোতে অঙ্গিভূত এবং বস্তুতপক্ষে মুছে ফেলতে পেরেছিল।

ইবন-তাইমিয়া (৬৬১/১২৬২–৭২৮/১৩২৭)

তাকি আদ-দিন আহমদ ইবনে 'আবদুল হালিম ইবন তাইমিয়াকে সম্প্রতি ইসলামী প্রশাসনের জনক হিসেবে বলা হয় (al-Jalali, ১৯৭৬:৯১–১১৫; ১৯৭৭: ১৮৯–২০৭)। প্রশাসন ও

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনা জগতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল, ব্যাপকভাবে পঠিত গ্রন্থ *As-Siyasah ash-Shariyyah* [ধার্মীক সরকারের মূলনীতি] (Cairo, ১৯৬৯)। এ ছোট্ট বইটি, যা লিখিত হয় Frederick W. Taylor এবং Henri Fayol এর সময়ের ছয় শতাব্দী আগে, যাতে তিনি সর্বপ্রথম ইসলামের কাঠামোর মধ্যে থেকে প্রশাসনের মূলনীতিগুলোকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার করেন। এতে নির্বাহীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, কর্মী নির্বাচনে যোগ্যতার নীতি, সঠিক কাজের জন্য সঠিক মানুষ এবং এরকম আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন পৃষ্ঠপোষকতা, অনুগ্রহ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদিকে কার্যকর প্রশাসনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে এবং ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পদ্ধতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাছাড়া, তিনি ব্যবস্থাপনায় সমতা, অর্থ সংগ্রহে ও বিতরণে ন্যায়বিচার, পরামর্শ গ্রহণ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন (Laoust, ১৯৩৯)।

ইবন তাইমিয়া আরও দু'টি বই লিখেন, *Al-Hisbah* এবং *Minhaj as-Sunnah*, যা প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করে। *Al-Hisbah* নামক গ্রন্থে তিনি *ইমামতের* (খিলাফত) প্রতিষ্ঠান নিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, বিশেষত এর শর্তাবলী, নির্বাচনের পদ্ধতি এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন।

ইবন তাইমিয়ার কাজগুলো অনেক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করা হয়েছে, যেমন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা (Laoust, ১৯৩৯, ১৯৬০); একজন চিন্তাবিদ ও পুনর্গঠক হিসেবে ('Umar ad-Din, ১৯৬০) ; রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর চিন্তা (al-Mubarak, ১৯৭০), আইন (al-Khalib, ১৯৬০), সামাজিক-ধার্মিক পুনর্গঠন ('Asheeri, ১৯৬০); এবং কারণ ও যৌক্তিকতাবাদ (Durkuri, ১৯৬০)। তবুও তাঁর লেখনী হতে প্রশাসনের মূলনীতিগুলো সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা বের করে আনার কোন প্রচেষ্টাই গৃহীত হয়নি, শুধু al-Jalali (১৯৭৬, ১৯৭৭)-র দু'টি প্রবন্ধ ছাড়া।

ঐতিহ্য, কারণ ও মুক্তচিন্তা হল সংক্ষেপে তিনটি উপাদান, যা দ্বারা ইবন তাইমিয়া সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদ সমন্বয় ও সংহত করতে চেয়েছিলেন, যা অনেকের কাছে 'একটি রক্ষণশীল সংস্কার মনে হয়েছে, যদিও এটি ছিল *Credo*'র সংগঠন, *ইজতিহাদের* পুনর্বাসন করা বা রাষ্ট্রের পুনর্গঠন করা'। (*EI*², III, ১৯৬০: ৯৫৩)। শেষ বিষয়টি, যা রাষ্ট্রের পুনর্গঠন সম্পর্কিত তা তাঁর বই *As-Siyasah* তে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেছেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতা (*Shawkah*) ছাড়া ধর্ম সংকটাপন্ন। ঐশী আইনের (*শরীয়াহ্*) শৃঙ্খলা বিধান ছাড়া রাষ্ট্র স্বৈরাচারী সংগঠনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী হল ন্যায়বিচার বিরাজমান কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা (*adl*), ভাল কাজের আদেশ দেয়া (*amar bil ma'ruf*) ও মন্দ কাজের নিষেধ করা (*Nahi'an al munkar*) বাস্তবে এ অবস্থার আনয়ন করা, একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা করা (*tahqiq at-tawhid*), এবং এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যা আল্লাহ্র পথে নিজকে পরিচালিত করবে (*'ibadat Allah*) (পূর্বোক্ত: ৯৫৪)। অধিকন্তু,

www.pathagar.com

ইবন তাইমিয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে (*Ummah*) রাষ্ট্রসমূহের একটি সাধারণ সংঘ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইমামত সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল উল্লেখযোগ্য এবং বর্তমান সময়েও খুবই প্রাসংগিক যেরকম তা তাঁর সময়েও ছিল। তাঁর মতে প্রত্যেক ইমাম হলেন তাঁদের একজন প্রতিনিধি (*wakil*), রক্ষক (*wali*) এবং একজন সহযোগী (*sharik*), যাদের তিনি শাসন করেন। অতএব, তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল পরিস্থিতি অনুযায়ী ঐশী আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকে আদেশ ও নিষেধের একটি পদ্ধতি তৈরী ও তা সম্প্রসারিত করা, যা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকদের জীবনের বিভিন্ন দিককে শাসন করার জন্য পরিচালিত হবে। তাছাড়া সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব ও অধিকার হল, যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁর ভাইদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে উপদেশ (*Nasihah*) দেয়া এবং যাতে করে তারা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে পারে, এমনকি যা বিশ্বাসীদের ভাতৃত্ববোধের প্রতি হুমকি হতে পারে এবং *উম্মাহকে* বিভক্ত করতে পারে এমন সবকিছু পরিত্যাগ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করা।

পরিশেষে, ইবন তাইমিয়া সাদৃশ্য বিষয়ে যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের (*কিয়াস*) উপর অধিক জোর দেন অর্থাৎ, প্রথমে নির্দিষ্ট একটি বিচারের জন্য (*হুকুম*) কারণ (*illah*) খুঁজে বের করা, যা কোরান বা সুন্নাহ্ থেকে উৎসারিত হবে এবং তারপরে একই রকম সব ঘটনার ক্ষেত্রে এভাবে রায় প্রদান করতে হবে। *The Encyclopadia of Islam* (২য় সংস্করণ)-র সম্পাদকদের মতে, ইবন তাইমিয়া সমসাময়িক ইসলামের ক্ষেত্রে একজন অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী পণ্ডিত ও লেখক হিসেবে আল-গাজ্জালী ও ইবন আল-আরাবীর সাথে এখনও বর্তমান।

ইবন খালদূন (৭৩৩/১৩৩২–৮০৯/১৪০৬)

ইবন খালদূন সংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত তাঁর গবেষণাকর্ম *The Muqaddimah* (১৯৫৮, ১৯৬৭)-র জন্য পশ্চিমা পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত। Erncst Dale ইবন খালদূনকে চিহ্নিত করে বলেন, সম্ভবত তিনিই একমাত্র আরব পণ্ডিত যিনি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র হিসেবে চৌদ্দ শতকে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের রাজা, সোলতান ও খলিফাদের সরকারি সংগঠন ও রাজনৈতিক কার্যে পরামর্শ দিতেন। Erncst Dalc লিখছেন (১৯৬০: ১৭-১৮) :

> সংগঠন অধ্যয়নে তুলনামূলক পদ্ধতির এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিগত ব্যাখ্যার ধারণা সর্বপ্রথম আরব ঐতিহাসিক ইবন খালদুনই ধারণ করেন।

ইবন খালদূন বর্ণনা করেন যে, সংগঠনের অগ্রগতির পদ্ধতি 'সংস্কৃতির বিজ্ঞান' দ্বারা অধ্যয়ন করা যায়, যা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিরূপণ এবং ঐতিহাসিক বিবরণীগুলো যাচাই করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সমাজকে পরীক্ষা করে (পূর্বোক্ত: ১৭)। তিনি চমৎকার একটা সমাপ্তি টেনে বলেছেন যে, 'চূড়ান্ত কারণ আনুষ্ঠানিক কারণের চেয়ে ভিন্ন' (অর্থাৎ,

www.pathagar.com

অনানুষ্ঠানিক সংগঠন আনুষ্ঠানিক সংগঠন থেকে, বাস্তবতা তত্ত্ব থেকে এবং কাজ কথা থেকে ভিন্ন)।

সাংগঠনিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ইবন খালদূনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল, তাঁর ধারণা মতে, এটি একটি প্রাকৃতিক জৈবিক সত্ত্বা। একটি জৈবিক সত্ত্বার মতই সংগঠন তার শৈশব থেকে শুরু করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরিপূর্ণতা লাভ করে ও উন্নত হয় এবং শেষে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। অন্য কথায় বলা যায়, এটি একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায় এবং একটি সাধারণ সীমার পর আর বাড়তে পারে না। Mahdi-র (১৯৫৭: ২৬৮) মতে:

> মহানবী (স.) যেহেতু ইন্তেকাল করলেন এবং তাঁর অনুসারীদের যারা সরাসরি তাঁর পরিচিত ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তাঁরাও চলে গেলেন, তাই অলৌকিক ঘটনাবলী ভুলে যাওয়া শুরু হল এবং কৃতিত্বপূর্ণ অনন্য সাধারণ কাজগুলো আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হতে লাগল... একদা আভ্যন্তরীণ প্রেরণা দূরীভূত হল... গতিশীল বাস্তবতা থেমে যেতে লাগল... যে শক্তিশালী হচ্ছে তার কাছে সে শাসন ব্যবস্থা কম প্রেরণার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই আস্তে আস্তে অধ:পতিত হয়ে গেল।

Arnold Toynbee (১৯৭২:৪৮৯-৯০) ইবন খালদূনকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে উদ্ভূত ইতিহাসের সংস্থাপন বিদ্যার সবচেয়ে আলোকিত ব্যাখ্যা প্রদানকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন তিনি ইতিহাসের সংস্থাপন বিদ্যার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একজন উজ্জ্বলতর ব্যক্তিত্ব। Toynbee-র মতে ইবন খালদূনই প্রথম ব্যক্তি যিনি *esprit de corps* (*আসাবিয়াহ*) বা দলীয় সংহতি ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারীগণ, যারা যাযাবর পশুপালক, বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে অলস প্রকৃতির জনগণ বসবাস করে সেখানে রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কারণ তারা দলীয় সংহতি দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। পরিশেষে, Toynbee (পূর্বোক্ত:৪৯২) বলেন:

> ইসলামী যুগে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ইতিহাসের ইহজাগতিক-সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অপর্যাপ্ততার ধারণা ইবন খালদূনকে ও বিধাতাকে ইতিহাসের একটি নাটকের চরিত্রের (*dramatis personae*) দিকেই টেনে এনেছে এবং এতে করে তিনি নিজেই ইতিহাসের একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছেন।

ইতিহাস এবং একইভাবে সমাজতত্ত্বের মত ইবনে খালদূনের কিছু লেখা এখনও আমাদের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের জ্ঞানের সাথে প্রাসংগিক।

যে পাঁচজন পণ্ডিতদের আলোচনা উপরে হয়েছে, তাছাড়াও আরও অনেকে আছেন যাঁদের গবেষণা এখনও খুবই মূল্যবান। উদাহরণস্বরূপ, নিজাম আল-মূলক (৪০৮/১০১০–৪৮৫/১০৯২) তাঁর *সিয়াসতনামাহ* (সরকারের বই বা রাজার জন্য নিয়মাবলী)

www.pathagar.com

(১৯৭৮) নামক বইতে সরকারের কলাকৌশল এবং *ইমাম*, মন্ত্রী ও সচিবদের দায়িত্বাবলী ব্যাখ্যা করেন। *সিয়াসতনামাহ* -তে বলা হয়েছে যে, নিজাম আল-মূলক-র দৃষ্টিতে রাজত্বের উদ্দেশ্য হল ন্যায়বিচার উৎসাহিত করা, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতি বিধান করা। তিনি এসব উদ্দেশ্যাবলীকে পারস্পরিকভাবে সুসংগত বলে চিহ্নিত করেন, কিন্তু তাঁর মনের ভয়কে দমন করতে পারেন নি যে, সেলজুক রাজত্বের উপর সম্ভবত 'দুষ্ট লোকের দৃষ্টি' পড়েছিল (Bagley, ১৯৬৪:XV)।

অধিকন্তু, একটি প্রথা আমাদের স্মরণ করে দেয় যে, প্রজ্ঞাকে (বিচক্ষণতা, দর্শন, প্রবচন, যৌক্তিকতা) বিশ্বাসীদের খুঁজে বের করা উচিৎ এবং এর সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। এমনকি এ প্রজ্ঞা পুনরায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনের উৎসসমূহকে প্রসারিত করে, এছাড়াও উপরে আলোচিত পণ্ডিতদের আলোচনা এবং অন্যান্য উৎসসমূহের উৎপত্তিগত আলোচনাও এতে অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে একমাত্র শর্ত হল যে, ঐ উৎসাবলী *শরীয়াহ্*-র মূলনীতি বা অন্য কোন মৌলিক নীতির সাথে বৈপরীত্ব পোষণ করতে পারবে না, এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, ইসলাম হল ঐশী বাণী এবং একটি পদ্ধতি উভয়ই।

আমাদের নিম্নলিখিত সতর্কবাণী সম্পর্কেও সাবধান থাকতে হবে, যা ইসলামে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে Michael Hudson (১৯৮০:৭) সম্প্রতি বর্ণনা করেনঃ

> বিষয়টা হল যে, রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহ্ কেন্দ্রীক, যেখানে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা মানুষ কেন্দ্রীক। কত উদার বা বস্তুগতভাবে উভয়েই সফল হয়েছে, সেটা কোন বিষয় নয়, উভয়েই একে অন্যের প্রতিও কতটা সহনশীল তাও কোন বিষয় নয়, আদর্শিক পর্যায়ে সর্বজনীন অবস্থায় রাজনৈতিক উন্নয়নের এক রৈখিক কোন ধারা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে কোন কাঠামো এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে।

এ মন্তব্য আমাদের ইসলামী প্রশাসনের উৎসমূল সম্পর্কে একটা সমসাময়িক মূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করে, যা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী প্রশাসনের উৎসসমূহের একটি সমসাময়িক মূল্যায়ন

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনের ঐতিহাসিক উন্নয়নে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কার্যাবলীর মূল্যায়ন বর্তমান গতিধারার প্রশাসনিক উন্নয়নে একটা অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। বর্তমানে প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়নে কিভাবে সরকারী আমলাতন্ত্র কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে? (Daland, n. d.)

প্রশাসনিক উন্নয়ন গুরুত্বের সাথে দু'অভ্যাগমের মাধ্যমে হতে পারেঃ ক) কাঠামোগত-সাংগঠনিক, এবং (খ) আচরণগত (পূর্বোক্ত)। ইসলামী প্রশাসনের ঐতিহাসিক উন্নয়ন

www.pathagar.com

উভয় অভ্যাগমই প্রতিফলিত করে। নতুবা, প্রশাসনিক কার্যাবলী রাজনৈতিক কার্যাবলী থেকে পৃথকভাবে বিবেচিত হতো। প্রকৃতপক্ষে, রাজনীতি ও প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্যটা শুধুমাত্র পরিচিতি লাভ করে উনিশ শতকে এর গ্রহণযোগ্যতা পাবার পর। তখন থেকে সরকার ও রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ অধ্যয়নের মাধ্যমেই পৃথকভাবে আমলাতন্ত্র ও সংগঠনকে অধ্যয়ন করা খুবই সহজ ও বাস্তবিক হয়েছে। বস্তুত, ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে প্রশাসনকে রাজনীতি থেকে পৃথক করাকে মনে করা হতো সমসাময়িক সাহিত্যের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

প্রথমত, কাঠামোগত-সাংগঠনিক অভ্যাগম ভালভাবে বুঝা যায়, যদি কেউ সতর্কতার সাথে সরকারী কর্মকর্তাদের কার্যাবলী সম্পন্ন করার জায়গাটির ক্রমানুযায়ী বিবর্তন করেন। মদিনা এবং কুফাতেও নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রায় সব কার্যাবলীর কেন্দ্রবিন্দু ছিল *মসজিদ*। এটি এমন একটি স্থান যা প্রার্থনা, আদালত, আমলাতন্ত্রের কার্যাবলীর স্থান, একটি দপ্তর, সম্প্রদায়ের একটি সভাস্থল, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হতো এবং আরও অনেক বিষয়ের জন্য তা ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে নামাজ ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রায় সকল কার্যাবলী মসজিদের পরিবর্তে *দিওয়ানে* সম্পন্ন করা হতো। তাছাড়া সমসাময়িক আধুনিক মন্ত্রণালয় ও এজেন্সীগুলো প্রাচীন *দিওয়ান*গুলোর একটি নতুন বিবর্তনমূলক কাঠামো হিসেবে রূপ ধারণ করে। এ বিবর্তনমূলক উন্নয়ন সহজ ও নমনীয়তা প্রদর্শন করে যার মাধ্যমে কাঠামোগত সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

দ্বিতীয়ত, আচরণগত অভ্যাগমও ইসলামী উৎসে প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করে এমন কিছু দলিলের ক্ষেত্রে যা প্রতিযোগিতা, সততা, অধ্যাবসায় এবং আরও অনেক কিছুর উপর গুরুত্বারোপ করে। উদাহরণস্বরূপ, বস্তুতপক্ষে *Mirror for Princes and Advices বা Counsel for Kings* ইত্যাদি বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন অংশে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও আদর্শগত বিভিন্ন সুপারিশমালার প্রয়োগের উপর আলোচনা করা হয়েছে। একাজগুলো রাষ্ট্র প্রধানের কাছে পেশ করা হতো, বর্তমানে যেমন কোন পরামর্শক সংগঠনের সুপারিশমালা কোন দপ্তর প্রধান বা মন্ত্রণালয় প্রধানকে দেয়া হয়। এখানে পার্থক্য হল প্রাচীন সুপারিশমালাসমূহ ছিল ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে প্রণীত, আর অন্যদিকে বর্তমান নতুন সুপারিশমালাসমূহ একটি স্পষ্ট বস্তুগত অবস্থান থেকে অর্থনৈতিক কার্যকারিতার উপর জোর দেয়।

এতদসত্ত্বেও, পূর্বের কাজগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যন্ত্রের লোকদের কার্যাবলী ও আচরণের সংস্কার সাধন করা, ঠিক যেরকম বর্তমান আধুনিক প্রশাসনিক সংস্কারও একই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে সাধিত হয়, যদিও তা একটু ভিন্নতার সাথে, আধুনিক পদ্ধতি ও কলাকৌশলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক উন্নয়নের আধুনিক পণ্ডিতদের মত পূর্বের মুসলিম পণ্ডিতগণও বিশেষ করে উপরে আলোচিত ইসলামী প্রশাসনের অগ্রদূতগণের চিন্তায়ও একটি প্রধান লক্ষ্য ছিলঃ রাষ্ট্রের সরকারী কার্যাবলীর বিদ্যমান দপ্তরগুলোকে শক্তিশালী ও তাদের প্রকৃত উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যটি ছিল স্বাভাবিকভাবে

www.pathagar.com

একজন খলিফার কার্য যার কাছে সকল উপদেশাবলী ও সুপারিশমালা সম্পর্কে জানাতে হতো।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুসলিমদের মধ্যে যে সমস্যা ছিল তা হলো, তাঁরা প্রশাসন সম্পর্কিত কোন নির্দিষ্ট বই প্রকাশ করেননি। এ কারণে Gladden (১৯৭২:২২৫) উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মনে করেন যে, আরব প্রশাসন তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের কোন বৈধ প্রশাসনিক উত্তরাধিকার দিতে পারে নি, যা অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়েছে। এরকম বৈধ প্রশাসনিক উত্তরাধিকারগুলো শত শত ও হাজার হাজার গবেষণামূলক কার্য ও দলিল থেকে খুঁজে বের করা এবং তার মুলোৎপাটন করা ছিল ইসলামপন্থীদের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ এবং ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার পূর্ব নির্ধারিত মিশনের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ।

সারাংশ ও উপসংহার

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী প্রশাসনের শিকড়ের সন্ধান করা এবং ইসলামী সাহিত্যের কিছু প্রকৃত উৎসের সম্পর্কের পাঠকদের জানানো। এরকম শিকড়ের তাত্ত্বিক আলোচনাকে সামনে রেখে লেখক মহানবী (স.) ও রাশিদূন তথা সঠিকভাবে পরিচালিত (ধার্মিক) খলিফাদের (১১/৬৩২-৪১/৬৬১) সময়কালের রাজনীতি ও প্রশাসনে ইসলামী নীতিমালার বাস্তবিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে *দিওয়ান* ও *হিসবাহ্* দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের একটু বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। যেখানে *দিওয়ান* একটি পথ নির্দেশ দেয়, সেখানে *হিসবাহ* আচরণ ও মিথস্ক্রিয়া প্রতিফলিত করে *মুহ্তাসিব* ও তার পরিবেশের মধ্যে। *হিসবাহ*-কে আধুনিককালের মুসলিমদের স্মারক হিসেবে মূল্য দেয়া হয়, যারা তাদের প্রশাসনিক বাস্তবতায় এগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছে।

এ অধ্যায়ে প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক দলিল ও পাণ্ডুলিপিও আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশটি প্রথম দিকের মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ও পরিত্যক্ত উত্তরাধিকারের উপর আলোকপাত করে, যারা একটি বৈধ উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছে শুধু পাণ্ডুলিপি ও দলিলাদির নয়, বরং বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যাপক সাহিত্যিক কার্যাবলীর মাধ্যমেও।

অনেক পণ্ডিত যারা প্রশাসন সম্পর্কিত ইসলামী সাহিত্যে অবদান রেখেছেন, তাঁদের পাঁচ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, যেহেতু তাঁদের কাজগুলো এখনও আধুনিক পরিস্থিতিতে যৌক্তিক। আবু ইউসুফ (অর্থ ও রাজস্ব প্রশাসন), আল-মাওয়ার্দি (সরকার ও তার প্রশাসন), আল গাজ্জালি (*রাজার জন্য উপদেশাবলী* এবং *রাজপুত্রদের জন্য আয়না*), ইবন তাইমিয়া (*শরীয়াহ্*-র কাঠামোতে প্রশাসনের মূলনীতিগুলো চিহ্নিত করে ধার্মিক সরকারের মূলনীতিসমূহ) এবং ইবন খালদূন (সংগঠনের সমাজতত্ত্ব ও সংগঠন অধ্যয়নে তুলনামূলক পদ্ধতি) মাত্র কয়েকটি, যা ইসলামী পণ্ডিতদের বিশাল সংগ্রহ থেকে নেয়া হয়েছে, যা সমৃদ্ধ করেছে মানবজ্ঞানকে।

www.pathagar.com

যাঁরা ইসলামী উত্তরাধিকার ও পরিচিতিকে ধারণ করতে চান, উপরোল্লিখিত জরিপ ও বিশ্লেষণ তাঁদের জন্য সমসাময়িক প্রশাসনের একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দান করে। এটি তাঁদের জন্যও, যাঁরা আধুনিক কালে ধর্ম সম্পর্কে মিশ্র ধারণা পোষণ করেন, বিশেষত ইসলাম সম্পর্কে। তাছাড়া, এ বিশ্লেষণ মানব ইতিহাসের এমন এক সময়ে এসেছে যখন ইসলামের পুনরুত্থান ঘটেছে এবং কিছু কিছু ঘটনাবলীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, যা সাধারণভাবে ইসলামী পুনর্জাগরণ নামে পরিচিত।

এ অধ্যায় ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে কিছু মৌলিক উপকরণের জোগান দিয়েছে। এটি মানব ইতিহাসের একটি পর্যায়ে ঐ রকম একটি পদ্ধতির কার্যকারিতার উপর দৃষ্টিপাত করে, যদিও এটা একটি ক্ষুদ্র পর্যায়। যা হোক, সত্যি কথা হলো এটি জনগণকে (সাহাবীগণ) দেয়া প্রতিশ্রুতি ও একাগ্রতার ভিত্তিতে কাজ করেছিল যাঁরা মহানবীর (স.) চতুস্পার্শে অবস্থান করতো।

পরবর্তী অধ্যায়ে একটি সমসাময়িক আদর্শ ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার গতিশীলতার উপর ব্যাপক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে। এটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ধার করা বিদ্যমান মডেলের স্থলে একটি সহনশীল বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে প্রদর্শিত হবে। মুসলিমগণ যাঁরা এ ধরনের মডেল ব্যবহার করেছেন তাঁরা কোরানে বর্ণিত আল্লাহ্‌র স্বর্গীয় বাণীগুলো ভুলে গেছেন:

> "আল্লাহ্ হলেন আসমান ও জমীনের আলো, তাঁর এ আলোর উদাহরণ হচ্ছে, তা একটি তাকের মতো, তাতে একটি প্রদীপ (রাখা) হয়েছে। প্রদীপটি স্থাপন করা হয়েছে (স্বচ্ছ) একটি কাঁচের আবরণের ভেতর। কাঁচের আবরণটি হচ্ছে একটি উজ্জ্বল তারার মতো, তাকে প্রজ্জলিত করা হয় পবিত্র যয়তুন গাছের (তেল) দ্বারা, যা শুধু পূর্বদিকেরও (সূর্যের আলো থেকে আলোকপ্রাপ্ত নয়) নয়, পশ্চিম দিকেরও নয় (সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত), (বরং এটি) সবসময়ই প্রজ্জ্বলিত থাকে, আবার এর তেল এতো পরিষ্কার থাকে, যা দেখলে মনে হয়, তা বুঝি নিজে নিজেই জ্বলে উঠবে, যদি আগুন তাকে (ততক্ষণ) স্পর্শও না করে থাকে। (আর যদি আগুন স্পর্শ করেই ফেলে তবে) তা হবে আলোর উপর আলো (নূর), আল্লাহ্ তাঁর এ অদৃশ্য আলোর দিকে যাকে চান তাকে হেদায়েত দান করেন। আল্লাহ্ এভাবে মানুষদের বুঝানোর জন্য নানা উপমা পেশ করে থাকেন, আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন (কোরান, সূরা ২৪: আয়াত ৩৫)।

পঞ্চম অধ্যায়ের টীকা

১. প্রশাসনের পণ্ডিত ও ছাত্রগণ এ অভাব সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরবের ক্ষেত্রে, কেউ কেউ জানতে পারেন যে, বিষয়টি শুধুমাত্র প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভাবে নয়, বরং অপর্যাপ্ত লোকবল যারা রাজ্যের উন্নয়নে শ্লথ গতির

www.pathagar.com

জন্য অবদান রাখেন তাদের দ্বারাও। এ নির্দিষ্ট বিষয়টির আরও অধিক আলোচনার জন্য, দেখুন Ibrahim M. al-Awaji লিখিত, 'Bureaucracy and Society in Saudia Arabia' (১৯৭১ সালে University of Virginia তে রচিত Ph.D থিসিস); এবং M. Tawail রচিত, 'Administrative Development and its Applications in Saudia Arabia', অপ্রকাশিত নিবন্ধ, যা ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে রিয়াদ, সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত Pan Arab Administrative Development Conference এ প্রকাশিত হয়েছিল।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনের ভিত্তিমূল ও মূলনীতিমালা সম্পর্কিত ব্যাপক কিন্তু বিচ্ছিন্ন সাহিত্য বিদ্যমান রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে, যেমন এর ইতিহাস, *তাসাওয়াফ*, অভিজ্ঞতা, সাহিত্য, আইনশাস্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের উপর ব্যাপক আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ের টীকা ১-এ উল্লেখিত কাজগুলো ছাড়াও নিম্নলিখিতগুলোও ইসলামী শিক্ষা ও তুলনামূলক প্রশাসনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

প্রথমত, কোরান ও সুন্নাহ্ যে কোন ইসলামী প্রশাসনের জন্য আইনগত ও সাংবিধানিক সীমা নির্ধারণ করে দেয়। সারণী ৫.১ এ দেখানো হয়েছে, কোরানের আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল ও মূলনীতিগুলো।

দ্বিতীয়ত, এখানে রয়েছে জ্ঞানের এক বিশাল জগত যা এখন উৎকৃষ্ট কাজগুলো পুন:উপস্থাপনের জন্য বিবেচিত হয়। এতে রয়েছে বিভিন্ন নিবন্ধ যা অর্থ ও কর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ন্যায় বিচারের প্রশাসন ও *হিসবাহ্* প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এ শ্রেণীতে রয়েছে এমন সব লেখা, যাদের বিবেচনা করা যেতে পারে সনাতন প্রকৃতির প্রকাশিত শিক্ষা উপকরণ হিসেবে, এগুলোর জন্য দেখুন উদাহরণস্বরূপ, Al-Qalqashandi লিখিত, *Subh al-A'sha fi Sina'at al-Insha* (কায়রো, ১৯১৯-২২); An-Nuwiri লিখিত, *Nihayat al-Arab fi Funun al-Adab* (কায়রো, ১৯২৩-৫৫); ibn Mamati লিখিত, *Quwanin ad-Dawawin* (কায়রো, ১৯৪৩); Ad-Suyuti লিখিত, *Tarikh al-Khulafa* (কায়রো, ১৯৬৪)।

তৃতীয়ত, অর্থ ও রাজস্ব প্রশাসন পাশাপাশি কর ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বই রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে Abu Yusuf রচিত, *Al-kharaj*, কায়রো থেকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত; ibn Adam রচিত, *Kitab al-Kharaj* (ভূমি করের বই, ১৯২৮); Ash-Shafi'i রচিত, *Kitab al-Kharaj*, কায়রো, ১৯০৪, Abu 'Ubaid রচিত, *Al-Amwal* (১৯৩৪); ibn Qudamah রচিত, *Al-Kharaj wa Sana't al–Kitabah*, Leiden, ১৮৮৯।

চতুর্থত, কিছু পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন পাঠাগারে বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে। পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্টে এ রকম ১৫টি কপির তালিকা রয়েছে যা

www.pathagar.com

ঘনিষ্টভাবে ইসলামী প্রশাসনের সাথে জড়িত।

পঞ্চমত, আধুনিক লেখকদের আধুনিক লেখনী রয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে ব্যাপক আকারের। দেখুন al-Kettani রচিত, *Al-Tratib al-Idariyyah*, রাবাত, ১৯২৭; Sherwani রচিত, *Studies in Muslim Political Thought and Administration* (১৯৭০); Hanifi রচিত, *A Survey of Muslim Institutions and Culture* (১৯৬৪); Husaini রচিত, *Arab Administration* (১৯৬৬); Wasfy রচিত, *Musannafat an-Nujum al-Islamiyyah*, (১৯৭৭); Mansour রচিত, *System of Government and Administration in Islami Shariah and Man-Made Laws* (১৯৭১, আরবীতে লিখিত); এবং Hamidullah রচিত, *The Muslim Conduct of State* (১৯৬৮)।

অনেক বই রয়েছে, *An-Nuzum al-Islamiyyah* শিরোনামে (ইসলামী ব্যবস্থা), এর জন্য, দেখুন Subhi as-Saleh (Beirut: ১৯৬৫); Hasan and Hasan (Cairo: ১৯৬২); al-'Adawi' (Cairo: ১৯৭২); এবং Wasfy (১৯৭৭a)।

হিসবাহ্ প্রশাসনের জন্য নিম্নের টীকা ২৬ দেখুন।

শেষত, প্রধানত আরবীতে লিখিত কিছু প্রকাশনা নিম্নোক্ত লেখকদের দ্বারা লোক প্রশাসন অধ্যয়নে পর্যাপ্ত অবদান রেখেছে। তার মধ্যে রয়েছে: Al-Tamawi (১৯৬৯), al-Aqqad (n.d), Muhammad (১৯৮০), Fathal Bab (১৯৭৫), Abu Zahrah (১৯৬৪), Asad (১৯৬১), Ar-Raiyyes (১৯৭৯), Khamis (১৯৮০), Musa (১৯৬৪), W. Khan (১৯৭৭), J. al-Banna (১৯৭৯), 'Anbar (১৯৭৯), ash-Sharif (১৯৭৮), Abdel Hadi (১৯৭৩) এবং Maududi (১৯৬০)। সাধারণ তথ্যপঞ্জীতে এদের পরিপূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৩. এ অংশে এরকম আলোচনার ক্ষেত্রে H.A. Abdel Hadi লিখিত, *Public Administration in the Arab States* (১৯৭০) খুবই সহায়ক।

৪. কেউ কেউ যোগ করতে পারেন যে, এটি এরকম ছিল তার প্রক্রিয়ার মধ্যে, কিন্তু তার ফলাফলের ক্ষেত্রে তা এত দরকারী নয়।

৫. এদের কয়েকটি ব্যতিক্রমের মধ্যে রয়েছে ভারত, যেখানে লোক প্রশাসন ও সরকারী চাকরী খুবই উন্নত, সম্ভবত তা হয়েছে অনেক বছরের ব্রিটিশদের দখলের সময়কার উত্তরাধিকারের কারণে।

বিশ্বের সব রাষ্ট্রেরই রয়েছে একটি প্রশাসনিক ঐতিহ্য, যা তার ভৌগলিক অঞ্চল থেকে শুরু করে বাহ্যিক উপাদান পর্যন্ত বিস্তৃত, পাশাপাশি তা প্রশাসনিক ধারণা, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আরোপন বা আমদানীকরণের মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে। 'যে কোন জাতির প্রশাসনিক উত্তরাধিকার জটিল উপাদানগুলোর বাছাইকরণ ও পরিমাপ করার ক্ষেত্রে', Ferrel Heady বলেন, 'অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির চেয়ে

www.pathagar.com

তুলনামূলক বিচারের প্রাধান্য দেয়া উচিত'। দেখুন Ferrel Heady রচিত, *Public Administration: A Comparative Perspective*, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ, New York and Basle, Marcel Dekker, ১৯৭৯, পৃ. ১২৭।

লোক প্রশাসনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য, যা লেখক এক দশক আগে ইসলামী প্রশাসন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বিশ্লেষণ করেন, দেখুন E.N. Gladden রচিত, *A History of Public Administration*, London, Frank Cass, ১৯৭২, প্রথম খণ্ড, *From Earliest Time to the Eleventh Century*, এবং দ্বিতীয় খণ্ড, *From the Eleventh Century to the Present Day*.

তাছাড়া, এখানে রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু আমলাতন্ত্র নিয়ে সমীক্ষা। উদাহরণস্বরূপ: Johanna Menzel সম্পাদিত, *The Chinese Civil Service*, Boston, Heath, ১৯৬৩; Monroe Burger লিখিত, *Bereaucracy and Society in Modern Egypt*, Prenceton, N.J. Prenceton University Press, ১৯৫৭; Ibrahim Al-Awaji, পূর্বোক্ত, ১৯৭১; Robert Tillman লিখিত, *Bureaucratic Transition in Malaya*, Durham, N.C., Duke University Press, ১৯৬৪; William Robson সম্পাদিত, *The Civil Service in Britain and France*, London, Hogarth Press, ১৯৫৬; Roger Kelsall লিখিত, *Higher Civil Servant in Britain From 1872 to the Present Day*, London, Routledge and Kegan Paul, ১৯৫৫। পরিবর্তনসূচক আমলাতন্ত্রের উপর ব্যাপক ভাবে জানার জন্য, দেখুন Ralph Braibanti -র সংগ্রহ, *Asian Bureaucratic System Emergent From the British Imperial Traditon*, Durham, N.C., Duke University Press, ১৯৬৬।

৬. এসব আঞ্চলিক সংগঠন যারা প্রশাসনিক শিক্ষার প্রসারের কাজে নিয়োজিত, তারা প্রশাসনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ; Braibanti-র মতে (১৯৭৮a: ১১০), এগুলো হল Latin American Centre in Administrtion for Development (CLAD), the African Trainning and Research Centre in Adminstration for Development (CAFRAD), the Eastern Regional Organization for Development Administration (EROPA) এবং the Asian and Pacific Development Administration Centre (APDAC)। তাছাড়াও রয়েছে Arab Orginzation for Administrative Science (AOAS)।

৭. দেখুন তাঁরই লিখিত, *Public Administration in a Time of Turbulance*, Scranton, Chandler Publishing, ১৯৭১।

৮. এটা এ সত্য দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে যে, 'নতুন' সত্যিকার অর্থে 'পুরাতন' কে প্রতিস্থাপিত করে না। যে কোন সমাজে, উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল আগ্রহী পরিদর্শকগণ

www.pathagar.com

দেখেন যে, পূর্বের উপাদানগুলো বর্তমানকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট। পার্থক্যটা হল মাত্রার ক্ষেত্রে, ধরণের ক্ষেত্রে নয়। ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা, যেভাবেই সংজ্ঞায়িত হোক না কেন, পারস্পরিক একই শর্তযুক্ত নয় যেরকম অন্যদের বেলায় রয়েছে; তারা পুনঃ পুনঃ সহাবস্থান করে পারস্পরিক শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে। এ বিষয়ে পুনরায় বিস্তৃত জানার জন্য, দেখুন উদাহরণস্বরূপ, Joseph Gusfield লিখিত, 'Tradition and Modernity: Misplaced Polaritis in the Study of Social Change', প্রকাশিত হয়েছে, *American Journal of Sociology* 72 (জানুয়ারী ১৯৬৭), ২৫১-৬২;এবং Wilbert E. Moore লিখিত, *Order and Change: Essays in Com parative Sociology*, New York, John Wiley and Sons থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত।

৯. এমন কি সবচেয়ে সাম্প্রতিক, *Islam and Development* (Esposito, ১৯৮০) বইটিতে, প্রশাসন ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের ইসলামী ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু প্রথম অধ্যায় ছাড়া, যা পরোক্ষভাবে প্রশাসন নিয়ে সম্পর্কিত, এ বইয়ের অন্য কোন অধ্যায়ই এ বিষয়ের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়। অধ্যায়গুলোর নাম হল 'Islam and Political Development'; 'Islam and Modern Economic Change'; 'The Course of Secularization in Modern Egypt'; 'Veiling in Egypt as a Political/Social Phenomenon'; 'Islam in Pahlavi and Post-Pahlavi Iran: A Cultural Revolution?'; 'The Arab-Israeli Wars, Nasserism, and the Affirmation of Islamic Identity'; 'The Role of Islam in Saudi Arabia's Political Development'; 'Pakistan: Quest for Islamic Identity'; 'Islamic Resurgence in Malaysia'; 'Islam and National Integration through Education in Nigeria'; এবং 'Religion and Moderniztion in Senegal: 1960-1975'।

১০. এ বিষয়টি খুব মজার যে, আরবীতে *ইউদাব্বির* শব্দটি লেখা হয় (يدبر) এবং *ইউদিরু* শব্দটি লেখা হয় (يدير), যার অর্থ হল পরিচালনা করা বা প্রশাসন করা। মনে রাখা দরকার যে, পার্থক্যটা যা সহজেই প্রতিভাত তা হল একটি ডট (.)।

১১. ইসলামী সমাজে উৎসর্গীকৃত *উলামাগণই* একমাত্র দল, যারা এসব মূল্যবান শব্দের বিষয়বস্তু খুঁজে বের করতে সক্ষম। ইসলামী ঐতিহ্যে এটি বলা হয়ে থাকে যে, নবীদের পরে উৎসর্গীকৃত *উলামাগণ* ছাড়া আর কেউই উত্তম নন; এবং উৎসর্গীকৃত *উলামাগণের* পরে নামাজে নেতৃত্বদানকারী ইমামদের উপর আর কেউ উত্তম নন, কারণ তাঁরা দণ্ডায়মান হন (নামাজের সময়) আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে এবং তাঁর সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতিতে। প্রথম দলটি তাঁর কাজটি করেন নবুয়তের মাধ্যমে, দ্বিতীয় দলটি তাঁদের কাজটি সম্পন্ন করে *ইলম্*-র (বিজ্ঞান ও জ্ঞান) মাধ্যমে এবং তৃতীয় দলটি তাঁদের কাজটি করেন বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলো উড্ডীন করে রাখার প্রত্যয়েঃ *সালাত*, *ইবাদত*, (দেখুন al-Ghazali লিখিত, *Ihya*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১২।

www.pathagar.com

১২. Abul Ala Maududi তাঁর, *First Principles of the Islamic State* গ্রন্থে, যা Lahore, Pakistan থেকে ১৯৬০ সালে Islamic Publications প্রকাশ করেছে, পৃ. ৩১- ৩, একজন নির্বাহীর নিম্নোক্ত কার্যাবলীকে তালিকাভুক্ত করেন:

একটি ইসলামী রাষ্ট্রে, নির্বাহীর প্রকৃত কাজ হল কোরান ও সুন্নাহ্-র মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত নির্দেশনাগুলো প্রয়োগ করা এবং এমন একটি সমাজ তৈরী করা, যা এসব নির্দেশনাগুলো তার সদস্যদের জীবনে বাস্তবিকভাবে ব্যবহার করার নিমিত্তে গ্রহণ ও মানিয়ে নিবে। মুসলিম রাষ্ট্রের একজন নির্বাহীর এটাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি অন্য একটি অমুসলিম রাষ্ট্রের নির্বাহীর চেয়ে ভিন্ন। *ulul-amr* এবং *umara* শব্দদ্বয়ের ব্যবহার যথাক্রমে কোরান ও সুন্নাহ্তে হয়ে থাকে নির্বাহীর জন্য, যা বাধ্য থাকার আদেশ দেয় এ শর্তে যে, এরা আল্লাহ্ ও তার নবী (স.) কে মান্য করে এবং পাপ ও পঙ্কিলতার পথ পরিহার করে।

এক্ষেত্রে কোরান খুবই স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়, বলা হচ্ছে:

এমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য করোনা, যার অন্তরকে আমরা স্মরণশূণ্য করে দিয়েছি এবং যে নিজের নফ্সের খায়েশের অনুসরণ করে চলার নীতি গ্রহণ করেছে এবং যার কর্মনীতি সীমালংঘনমূলক। (কোরান, সূরা ১৮ : আয়াত ২৮)

এবং আবার বলা হচ্ছে:

সে লাগামহীন লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করো না।

যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনরূপ সংস্কার সংশোধন করে না। (কোরান, সূরা ২৬ : আয়াত ১৫১, ১৫২)

মহানবী (স.) বারবার এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে ও জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি বলেন:

ক) 'এমনকি যদি কোন কুৎসিত কাল দাসও তোমাদের *আমীর* নিযুক্ত হন, তাঁর কথা শোন ও তাকে মান্য কর ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তিনি আল্লাহ্র কালাম অনুযায়ী তোমাদের নেতৃত্ব দেন'।

খ) 'আদেশ মান্য করা সব মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক, তিনি সে আদেশ পছন্দ করেন বা না করেন, যদি না তাকে কোন পাপ করতে নির্দেশ দেয়া হয় এবং যদি তাই হয় তবে তা আপনা আপনিতেই বাতিল হয়ে যাবে'।

গ) 'পাপের কাজে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বাধ্যবাধকতা রয়েছে শুধুই পূণ্যের কাজেরই'।

ঘ) 'আমাদের আদেশের চেতনার পরিপন্থী কোন কিছু যেই আবিষ্কার করুক না কেন, সে চিরস্থায়ী ভাবে অভিশপ্ত'।

ঙ) 'যে ঐ আবিষ্কারককে সম্মান করে এবং ভক্তি করে, সে সাহায্য করল ইসলামকে নত

www.pathagar.com

করতে'।

এসব স্পষ্ট নির্দেশনার পর, ইসলামে নির্বাহীর কার্যগত সীমাবদ্ধতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

১৩. প্রকৃত পক্ষে এটাই সত্য যে, এ বিবৃতি চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে দেয়া হয়েছিল, যে কেউ এ মহান শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারেন, দায়িত্বশীলতার সাথে, যা ইসলামের মহানবী শিক্ষা দিয়েছিলেন। এবং যদিও মহানবী (স.) -র এ শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছিল বহু পূর্বে, যা সব ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল করে তাঁর অধীন সব সদস্যের উপর, যার বর্তমানে প্রচলন অত্যন্ত জরুরী। যদি এসব নির্দেশনা আক্ষরিক অর্থে ও ধর্মীয়ভাবে অনুসরণ করা হতো, আমাদের সমসাময়িক বিশ্বের অনেক সমস্যাই, শুধু প্রশাসনের ক্ষেত্রে নয়, বরং জীবনের অন্যান্য দিক ও ক্ষেত্রেও সমানভাবে এমনভাবে সমাধান হয়ে যেতো যে, অদ্যবধি রাজনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক বা দার্শনিকদের কোন দাবীই বিবেচনা করতে হতো না।

১৪. Fortalices শব্দটি Fortalice-র বহুবচন [পুরানো ফরাসী শব্দ *Fortalice, Fortelesse* < Middle ল্যাটিন *Fortalitia, Fortalitium*, < ল্যাটিন *Fortis*, strong]: একটি ছোট দূর্গ; একটি বহিঃকর্ম, দেখুন *The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language*, প্রথম খণ্ড, New York: The English Language Institute of America, ১৯৭১।

১৫. এটি করা হয়েছে মহানবী (স.) বাণীর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই, যা বর্ণিত হয়েছে *An-Nawawi*-র *চল্লিশ হাদীসে* (১৯৭৭:৪৯):

> যা আমি তোমাদের জন্য নিষেধ করেছি, তা বর্জন কর, যা আমি আদেশ করেছি (করার জন্য), তা কর সম্পূর্ণই যতদূর তোমার পক্ষে সম্ভব। এটি ছিল তাদের শুধু অতিরিক্ত প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করা, যা তোমাদের পূর্বের লোকজনকে ধ্বংস করেছিল। [এটি আল-বুখারী এবং মুসলিম -র সাথে সম্পর্কিত]

১৬. হাদীসের অধিক নির্ভুল ছয়টি গ্রন্থ সংকলিত হয়, al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Ibn-Majah, An-Nisa'iy, এবং Abu Dawud কর্তৃক। Ibn Khaldun, যা হোক, তাঁর *Muqaddimah* (১৯৫৮, দ্বিতীয় খণ্ড:৪৪৭-৫৭) গ্রন্থে ibn Majah কে বাদ দিয়ে অন্য পাঁচজনকে স্বীকৃতি দেন।

১৭. উদাহরণস্বরূপ, Michael H. Hart তাঁর *The 100: A Ranking of the Most Iufluetial Persons in History* গ্রন্থে, যা প্রকাশিত হয়েছে New York, Hart Publishing, থেকে ১৯৭৮ সালে, মহানবী (স.) কে তাঁর বিশ্বব্যাপী ইতিহাসের তালিকায় প্রথম স্থানে এবং উমরকে (র.) ৫১তম স্থানে অভিষিক্ত করেন। Hart -র তালিকায় শুধুই এ দু'জন মুসলিমের নাম পাওয়া যায়। উমরের (র.) নতুন প্রশাসনিক অংশ সৃষ্টি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সংস্কার সম্পর্কিত অগ্রগণ্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে

www.pathagar.com

বিস্তারিত জানার জন্য, দেখুন al-Baladhuri (১৯৫৬); Al-Mawardi (১৯৭৮); Amir Ali (১৯৭৮); Baltaji (১৯৭০); al-Jahshiyari (১৯৩৮); al-Qalqashandi (১৯১৯-১৯২২); an-Nuwairi (১৯২৩-১৯৫৫); এবং ibn Qutaibah (১৮৮২)।

১৮. উদাহরণস্বরূপ, 'উমর (র.) ই ছিলেন এ মূলনীতির জনক'। 'তোমরা কোত্থেকে এটি পেলে?' এ প্রশ্নটি, যে সব গভর্ণর ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ সরকারের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন তাদের হিসাব নেবার জন্য করা হত। তিনি তাঁদেরও একজন যিনি বলতেন, 'যেখানে মায়েরা তাদের সন্তানদের জন্ম দেন মুক্তভাবে, সেখানে তোমরা তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে কিভাবে?' শেষত তিনি বলতেন, 'যিনি আমার মধ্যে কোনরূপ বক্রতা অবলোকন করবেন, তাঁর উচিৎ তা সাথে সাথে আমাকে সহজ ভাষায় সংশোধন করে দেয়া'।

একভাবে উমর (র.) এ নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সব গভর্ণর ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের মক্কায় হজ্বে আসতে বলতেন এবং ইসলামের অন্যান্য পবিত্র স্থানে বার্ষিক ইসলামী তীর্থ ভ্রমণে। তিনি তখন গোটা জমায়েতকে বলতেন, গভর্ণর, বিচারক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ বা অবিচার সম্পর্কে বলার জন্য। উমর (র.) সাথে সাথে ঐ স্থানেই ঐ সব অভিযোগের সমস্যার ফায়সালা করতেন। তার এ পদ্ধতি গভর্ণর ও কর্মকর্তাদের মধ্যে অধিক সচেতনতার সৃষ্টি করেছিল যে, তাদের পক্ষে জনগণের উপর কোন ধরণের অন্যায় আচরণ হলে তা সাথে সাথেই উমর কর্তৃক আবিস্কৃত হত বা তাঁর গোচরীভূত হত, যার ফলে সব মামলা সমাধান হতো দ্রুত এবং ন্যায় বিচার কর্ম দ্রুত গৃহীত হতো।

১৯. উমরের জীবনী লেখকগণ অনেক ঘটনার লিপিবদ্ধ করেন, যেখানে উমর (র.) তাঁর গভর্ণরদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের আনীত অভিযোগ ও অভাবের প্রতিকার করেন। মিশরীয় Copt-র গল্পের কথা আমরা জানি, যেখানে তার মুখে তৎকালীন মিশরের গভর্ণর Amr ibn al-'Aas-র পুত্র চড় মেরেছিলেন বলে জানা যায়। উমরের (র.) সময়ে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। পরে ঐ Copt কে বলা হয়েছিল গভর্ণরের ছেলের মুখে চড় মারতে। সেও মেরেছিল। এ বিচার ব্যবস্থা দেখে ঐ Copt আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেন ঐ স্থানেই।

উমরের (র.) ন্যায়বিচার নীতি প্রতিফলিত করে এমন একটি অধিক শ্রুত কথা হল: 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যিনি তিনি আমার কাছে খুবই দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে অন্যদের অধিকার নিয়ে নেই; এবং তোমাদের মধ্যেকার সবচেয়ে দুর্বলতম আমার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার লংঘিত অধিকার ফিরিয়ে দিই'।

২০. উমরের (র.) গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ জানার জন্য, দেখুন At-Tamawi (১৯৬৯), Baltaji (১৯৭০), Shibli-Nu'mani (১৯৪৩, ১৯৫৭), al-Aqqad (১৯৫২, ১৯৪৩ n.d.)

www.pathagar.com

২১. *Dar ad-Daqiq* বা 'ময়দার ঘর' ছিল অন্য একটি আবিষ্কার যা উমর (র.) কর্তৃক প্রবর্তন করা হয়েছিল। তিনি ঐ ঘরে ময়দা, খেজুর, কিসমিস ও *সায়িক*–এক প্রকার মণ্ড যা গম বা বার্লি দ্বারা তৈরী করা হত (এতে চিনি এবং খেজুরও দেয়া হত) পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য মজুদ করতেন। এ খাদ্য দেয়া হতো গরীব, অভাবী ও আগন্তুকদের। দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, Muhammad ibn Sa'd (d. ২৩০/৮৪৪) লিখিত, *Kitab at-Tabaqat* (Leiden, ১৩২১/১৯০৩- ১৩৫৯/১৯৪০), বিশেষত তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৩।

২২. এ বিশ্লেষণ ইসলামের ইতিহাসের অন্যান্য সময়কেও হিসাবে আনে নাই। জনগণের প্রশাসন সম্পর্কে আরও বিস্তৃভাবে জানার জন্য, যেমন স্পেনে আরবগণ, মোগলগণ ইত্যাদি, দেখুন উদাহরণস্বরূপ, Thomas F. Glick লিখিত, *Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages,* প্রকাশিত হয়েছে, Princeton, N.J., Princeton University Press, থেকে ১৯৭৯ সালে; Anwar G. Chejne লিখিত, *Muslim Spain: Its History and Culture,* Minneapolis Minn., The University of Minnesota Press থেকে ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত, পৃ. ১৩৮-৪৬ ('প্রশাসন')।

মোগল রাজ্য সম্পর্কে বিশেষত, দেখুন I.H. Qureshi লিখিত, *The Administration of the Mughul Empire,* Karachi, Pakistan, The University of Karichi Press থেকে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত; S.A.Q. Husaini লিখিত, *Administration Under the Mughuls,* Dacca থেকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত; Sri Ram Sharma লিখিত, *Mughul Government and Administration,* বোম্বে থেকে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত।

২৩. Reuben Levy তাঁর লিখিত *The Social Structure of Islam* গ্রন্থে, যা Cambridge, The University Press থেকে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত, পৃ. ৩০১-২৭, উপরোল্লিখিত *Diwan* গুলো ছাড়াও আলোচনা করেন নিম্নোক্ত *Dewan* গুলো; Diwan al-Dar (পৃ. ৩২৬); al-Diya al-Khassah (পৃ.: ৩০৫); al-Insha (পৃ. ৩০১); al-Istidrak (পৃ. ৩৭৪); al-Maghrib (পৃ. ৩২৬); al-Mashriq (পৃ. ৩২৬); al-Mawarith al-Hashriyah (পৃ. ৩২২); এবং al-Tawqi (পৃ. ৩২৭)।

২৪. *হিসবাহ্* প্রতিষ্ঠানটি মুসলিমগণ বাইজাইন্টাইনদের কাছ থেকে ধার করেছে, এবং তাই এটি সত্যিকার অর্থে মৌলিকভাবে ইসলামী প্রতিষ্ঠান নয়। এ ধরনের মিথ্যা উক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য কিছু প্রাচ্য বিশারদের আলোচনা জানার জন্য, দেখুন al-Husayni রচিত, 'The Institution of Hisbah in Early Islam' প্রকাশিত হয়েছে, *The Islamic Review and Arab Affairs*, ভলিউম ৫৭, নং ২ (ফেব্রুয়ারি ১৯৬১), পৃ. ৩০-৬। প্রাচ্য বিশারদ যেমন Gustav Von Grunebaum তাঁর লিখিত, *Mediaval Islam* (গ্রন্থে) ইসলামের *হিসবাহ্*কে বাইজান্টাইনদের

www.pathagar.com

Book of the Prefect -র সাথে তুলনা করেছেন, যা কনস্টান্টিনোপলের ব্যবসায়ী ও বণিকদের কার্যাবলী তদারক করতো। Musa al-Husayni (১৯৬৯:৩৬) এসব বই পড়ার পর *হিসবাহ্* এবং *Book of the Prefect* সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য খুঁজে পান, তিনি শেষ করছেন এ বলে যে... 'উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও ব্যাপকতার ক্ষেত্রে এবং ঐ সব দাবী সমর্থন করে না যে, *হিসবাহ্* বাইজান্টাইনদের কাছ থেকে নকল করা হয়েছে। কিন্তু, মুসলিমগণ কি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং মানব সভ্যতা থেকে লাভবান হয় নি? এসব নির্দেশনা হল যে তারা চেয়েছিল এমন বিজ্ঞতা যার ফলাফল হবে অবধারিতভাবে লাভজনক, এবং পাখির চোখের মত ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে তারা মনোনীত করেছিল তাকে যা ছিল লাভজনক এবং বর্জন করেছিল তাকে যা ছিল ক্ষতিকর'। একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণে তিনি পাঁচটি কারণ দর্শিয়েছেন, কেন বাইজান্টাইনদের *Book of the Prefect* মৌলিকভাবে ইসলামের *হিস্বাহ* প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক। শেষত, al- Husayni কিছু দলিল দেখিয়ে বলেন যে, জেরুজালেমে ক্রুসেডারগণ তাদের রাজ্যে '*হিসবাহ্*-র ধারণাটি এবং এর কার্যাবলী সম্পর্কিত তথ্য মুসলিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল এবং এমন কি তারা আরবী শব্দ *Muhtasib* (যা ভুল নামকরণ করা হয়েছে *mathessep*) কেও গ্রহণ করেছিল তাদের লেখনিতে' (পূর্বোক্ত)।

২৫. উদাহরণস্বরূপ, al- Husayni (১৯৬৯:৩৪) বর্ণনা করেন: 'ইসলামী সমাজে লেনদেনের ক্ষেত্রে, তাদের পরিচালনা করার সব নিয়মাবলী *হিসবাহ্* নামক বইতে সন্নিবেশিত রয়েছে। এসব নিয়মাবলীর প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এসব সব নীতিমালা জনগণের ধর্ম, বর্ণ, পদমর্যাদার বিচার না করেই সবার জন্য প্রযোজ্য। বস্তুত, খলিফা, বিচারক, বা এদের সবাই যারা কর্তৃত্বশীল তারাও এখানে কোন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত নয় এবং মু*হতাসিব* তাদের যে কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নেই; উভয়কেই বলা হয় তাদের কর্তব্য প্রতিপালনের জন্য এবং আইনের ভিত্তিতে তাদের অধিকার ও চুক্তিমালা সংরক্ষণ করার জন্য'। দেখুন তাঁর নিবন্ধ 'The Institution of the *Hisbah* in Early Islam', পৃ. ৩০-৬।

২৬. *হিসবাহ্* সংক্রান্ত গ্রন্থের মধ্যে আরও রয়েছে, A.R. ibn Nasr al-Shayzari লিখিত, *Nihayat ar-Rutbah fi Talab al-Hisbah*, কায়রো থেকে ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত; M.M.A. al-Qurashi লিখিত, (ibn al-Ukhuwwah নামে সুপরিচিত) *Ma'alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah*, Cambridge থেকে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত; কায়রো থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত; M. al- Saqati al-Malki al-Andalusi লিখিত, *Adab al-Ihtisab*, প্যারিস থেকে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত; ibn Abdun al-Tujaybi লিখিত নিবন্ধ, 'The Andalusian Al-Hisbah' (*Revue Asiatique-* এ প্রকাশিত, প্যারিস ১৯৩৪); Ahmad ibn Abdul Halim Taqi-I-Din ibn-Taymjyyah লিখিত, *Al-Hisbah fi al-Islam*, কায়রো থেকে

www.pathagar.com

১৩১৮/১৯০০ সালে; ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত; J.Y. ibn Abd al-Hadi লিখিত, (ibn al-Mubarrad ad-Dimshqi নামে পরিচিত) *Al-Hisbah*, বৈরুত থেকে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত; Abu al-Fadl Ja'far ibn Ali ad-Dimashqi লিখিত, *Al-Isharah Ila Mahasin at-Tijarah*, কায়রো থেকে ১৩১৮/১৯০০ সালে প্রকাশিত; Abdur Rahman ibn Abi Bakr ad-Dimashqi (al-Jawhar নামে পরিচিত) লিখিত, *Al-Mukhtar fi Kashf al-Asrar*, বৈরুত থেকে ১৯০৯ সালে প্রকাশিত; Ali al-Hasan al Khuza'i লিখিত, *Ad-Dalalat as-Samiyyah*, তিউনিস থেকে n.d. প্রকাশিত; M. al-Husayni al-Idrisi al-kettani রচিত, *At-Tratib al-Idariyyah*, রাবাত থেকে ১৩৪৬/১৯২৭ সালে প্রকাশিত; ibn Abdun ibn Abd ar-Rauf এবং al-Jarsifi রচিত, *Adab al- Hisbah wal Muhtasib*, কায়রো থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত; এবং Abdur-Razzaq al-Hasan রচিত, *Al-Hisbah*, বাগদাদ থেকে ১৩৬৫/১৯৪৯ সালে প্রকাশিত।

হিসবাহ্ সম্পর্কে ১৭টি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে সাম্প্রতিক ibn al-Abbas Ahmad ibn M. ibn Marwan as-Sarakhsi (d. ২৮৬/৮৯৯) লিখিত, *Al-Hisbah al-Kabir*। তাঁর অন্য বইটি হল *Al-Hisbah as-Saqhir*। আরও অধিক তথ্যের জন্য দেখুন al-Hasayni রচিত, 'The Institution of Hisbah' প্রকাশিত হয়েছে *Early Islam* গ্রন্থে, পৃষ্ঠা ৩০-৬।

আরবী ও ইসলামী পাণ্ডুলিপি যেখানে Hisbah সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় তার জন্য নিম্নোক্তগুলো দেখুন: Diana Grimwood-Jones, Derek Hopwood এবং J. D. Pearson সম্পাদিত, *Arab Islamic Bibliography: The Middle East Library Committee Guide*, Chichester, Britain, Harvester Press থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত; A.J.W. Huisman লিখিত, *Les Manuscrits Arabes Dans Le Monde: Une Bibliographie Des Catalogues Schriftums*, যা ১৯৬৭ সালে Band I. Leiden, Brill থেকে প্রকাশিত; এবং T. J. Martin লিখিত, *North American Collection of Islamic Manuscripts*, যা ১৯৭৭ সালে Boston, Mas., Z.K. Hall and Com., থেকে প্রকাশিত।

২৭. Antaki (Saeed কর্তৃক Abu Talib [১৯৭৭: ২৪৭]-এ উল্লেখিত) উপসংহার টেনে বলেছেন যে: 'আলীকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত এ জন্য যে তিনি এসব মূলনীতি তাঁর সরকার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করেন এবং উন্নয়নের জন্য এসব লিখিত করে রেখে গেছেন'। কিছু মূলনীতির ব্যাপারে Antaki বলেন যে, এসব এখনও সমসাময়িক মুসলিম দেশের কার্যকর প্রশাসনিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় উঁচু মাপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব মূলনীতির কয়েকটি হল, পরিকল্পনা, সংগঠন ও সমন্বয়ের মূলনীতি; আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি ইত্যাদি কার্য তাদের

www.pathagar.com

উচ্চ পদস্থদের দ্বারা সম্পাদন; নাগরিক সম্পর্ক; তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা প্রদান; এবং অর্থায়ন। তাছাড়াও, পরবর্তী কাজটি প্রেষণা ও পুরস্কার প্রদান (বা শাস্তি প্রদান), সমতা ও ন্যায় বিচার, বেতন প্রদানের নীতিমালা এবং তাদের অভিযোগ ও তার ক্ষতিপূরণের বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করে।

২৮. E.N. Gladden (১৯৭২:২১৪-২৫) এ চিঠি থেকে প্রায় ৭০ লাইন উদ্ধৃত করে বলেছেন: 'এ দলিলটির একটি প্যারা যা এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আবদুল হামিদের অনেক উপদেশাবলী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশাজীবি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হতে পারে (পৃ. ২১৮)। তাই, এ লম্বা উদ্ধৃতির পর, Gladden আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলেন 'ভাল প্রশাসনের উপর সার্বজনীনতাকে সমর্থন করার মত উত্তম উদাহরণ আর কি হতে পারে'? (পৃ. ২২০)।

২৯. Ibn Khaldun বলেন: 'যৌক্তিক রাজনীতির প্রথম প্রকার তাকে সংশ্লিষ্ট করে সাধারণ (জনগণের) স্বার্থের সাথে এবং বিশেষত, প্রশাসনের জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসকের স্বার্থের সাথে। এটাই ছিল পারসীয়ানদের রাজনীতি। এটা কিছুটা দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট। খেলাফতের সময়ে দেখা গেছে, আল্লাহ্ এ ধরণের রাজনীতি আমাদের জন্য অবধারিত করেছেন ইসলামে। ধর্মীয় আইনগুলো সাধারণ ও বিশেষ উভয় প্রকার স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েই রচিত হয়েছে। এজন্য দেখা যায় এতে রাজকীয় কর্তৃপক্ষের (দার্শনিকদের) জন্যও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সূত্রাবলী ও আইনকানুন।

Ibn Khaldun-র মতে, দ্বিতীয় প্রকার যৌক্তিক রাজনীতি হল, 'এমন রাজনীতি যা শাসকের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কিভাবে তিনি তার শাসন ব্যবস্থাকে ক্ষমতার জোরপূর্বক ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালনা করে তার সাথে। সাধারণ (জনগণের) স্বার্থ এখানে গৌণ। এটা এমনই রাজনীতি যা সব শাসকগণ চর্চা করেন মুসলিম ধর্মীয় আইনের আলোকে, যতদূর সম্ভব তারা তা করতে সক্ষম। তাই, রাজনৈতিক আদর্শ হল এখানে ধর্মীয় ও নৈতিক আইন এবং আদর্শের একটি সংমিশ্রণ যা সামাজিক সংগঠনগুলোতে খুবই সাধারণ, যার মধ্যে রয়েছে দলীয় শক্তি ও সংহতির নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় সহাবস্থান। এ ধরণের (চর্চার) (রাজনীতির) উদাহরণ হতে পারে, প্রথমত, ধর্মীয় আইন এবং পরবর্তীতে দার্শনিকদের সূত্রাবলী ও শাসকদের (পূর্বতন) জীবন পদ্ধতি। Ibn Khaldun লিখিত, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, দ্বিতীয় সংস্করণ, আরবী থেকে অনুবাদ করেন, Franz Rosenthal, ভলিউম ২, প্রকাশিত হয়েছে, New York, Bollingen Foundation Inc., থেকে ১৯৬৭ সালে, পৃ. ১৩৮৯ দেখুন।

৩০. উদাহরণস্বরূপ, al-Khairbaiti মহামতি Alexander এর প্রতি এ বিজ্ঞতা আরোপ করেন: 'উত্তম রাজা হলেন তিনি, যিনি একটি ভাল ঐতিহ্য সৃষ্টির জন্য খারাপ ঐতিহ্যকে (অভ্যাস) পরিবর্তন করেন এবং অধম রাজা হলেন তিনি, যিনি একটি ভাল ঐতিহ্য নষ্ট করে খারাপ ঐতিহ্য চালু করেন' (প্লেট ১৭)। একই লেখক Plato

www.pathagar.com

কে উদ্ধৃত করে বলেছেন: 'জয়ী শাসকদের চিহ্ন হল তাঁদের শত্রুদের উপর তাঁর নিজস্ব শক্তি, তিনি হবেন তাঁর সব কর্মের ক্ষেত্রে উত্তমধর্মী; তিনি তাঁর কর্তব্যের ক্ষেত্রে হবেন দয়ালু ও ভদ্র; তিনি সে সব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হবেন যে সব ক্ষেত্রে অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করেন; তিনি হবেন তাঁর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অটল। এবং যে শাসকের এসব গুণাবলী রয়েছে, তিনি তাঁর শত্রুদের কাছ থেকেও সম্মান পাবেন এবং কেউই তাঁকে দোষী করবে না' (প্লেট ১৮)। Al-Khairbaiti লিখিত নিবন্ধ, 'Ad-Durrah al-Gharra fi Nasihat as-Sulatin wal-Qudah wal-Umara' [সোলতান, বিচারক ও রাজপুত্রদের জন্য উপদেশাবলীর রচনা] দেখুন, যা প্রকাশিত হয়েছে, কায়রো, Dar al-Kutub থেকে, MS # B-২৩২৯২।

৩১. পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিই এ ধরনের। বিশেষত ১, ৩-১০ পর্যন্ত A অংশে, এবং ৪, ৫ নং B অংশে, যেখানে রাজা, সোলতান ও রাজপুত্রদের জন্য অনেক 'উপদেশাবলী' রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পাণ্ডুলিপি, যা লেখক কায়রোর Dar al-Kutub এ পরিদর্শন করেছেন তার বক্তব্য এরকমই। তম্মধ্যে রয়েছে Muhiyeddin Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman bin Saeed al-Khafiji al-Hanafi (৭৮৮/১৩৮৬-৮৭৯/১৪৭৪) রচিত, 'Saif al-Muluk wal Hukkam', [রাজা ও শাসকদের তরবারী], MS # B-24263; Al-Hakim রচিত, 'Siyasat al-Muluk', [রাজাদের রাজনীতি], MS # Adab-9761; ad-Dimashqi রচিত, 'Sayr as-Salik fi Asna al-Mamalik', MS#Tasawwuf 859; ibn Abi Randaqah (৪৫১/ ১০৫৯ - ৫২০/১১২৬), রচিত, 'Siraj al-Muluk', MS#Tarikh ৪১৪ বা B-৩২৫৬৭; এবং ibn Abi Rabi (২১৮/৮৩৩-২৭২/৮৮৫) রচিত, 'Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik', MS# Hikmah wa Falsafah ৪৭৭।

৩২. এরকম একটি সুদূরপ্রসারী প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন কেউ পাশ্চাত্যের সনাতন প্রশাসনিক তত্ত্বগুলো মূল্যায়ন করেন এবং কিভাবে এর প্রচারক ও পণ্ডিতগণ 'ইয়েসম্যানদের' ঘৃণার সাথে বিবেচনা করেন, যারা কখনও 'না' বলতে পারেন না, যারা এককভাবেই উপদেশ ও পরামর্শ দেন তাদেরকে, যারা কর্তৃত্বে রয়েছেন।

৩৩. এখনও এ দর্শনের বাস্তবতা এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামী পরিচিতির ব্যাপারে অগ্রগামী সচেতনতা রয়েছে, কিন্তু একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে হাজার মাইল ভ্রমণের প্রথম পদক্ষেপ নি:সন্দেহাতীতভাবে দাবী করে মৌলিকত্ব, দেশজমুখীতা, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা। তার ফলাফল সময়মতো হবে না, কিন্তু তার মাধ্যমে বর্তমানের জন্য আসল নীতিমালা ও মৌলিকত্বের চেতনা সৃষ্টি করা যাবে, যা পূর্বে ইসলামের প্রাথমিক সময়ে সোনালী সভ্যতার সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতের জন্য যা অত্যন্ত দরকার; অন্যথায়, ইসলামের মূল ও উৎপত্তিগত ধারণাকে কাটছাট করা বা বিভাজন করা জরুরী হয়ে পড়বে এবং ফলশ্রুতিতে ইসলামী পরিচিতি পরিপূর্ণভাবে

www.pathagar.com

হারিয়ে যাবে।

৩৪. Abu Yusuf তাঁর বইয়ের সূচনাতে বলেন, এটি লেখার কারণগুলো (Lewis, ১৯৭৪, ভলিউম ১, ১৫১-৫২): 'বিশ্বাসীদের কমান্ডার, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে শক্তিশালী করুন, আমাকে তাঁর জন্য একটি ব্যাপক আকারের বই তৈরী করতে বললেন, যা হতে পারে ভূমিকর, ধর্ম প্রচারকদের জন্য প্রদত্ত দশমাংশ কর, গরীবকর, ও ভোটার তালিকা তৈরীর কর সংক্রান্ত, এবং পরিদর্শন ও কার্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াবলীর উপর ভিত্তি করে রচিত। এ ক্ষেত্রে তার একমাত্র ইচ্ছা ছিল তার শাসন থেকে শোষণকে উপড়ে ফেলা এবং জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধি করা।

৩৫. তাঁর থিসিসের শিরোনাম হল, 'Al-Mawardi's al-Ahkam as-Sultaniyyah' (সরকারী বিধিমালা): সূচনা ও ব্যাখ্যামূলক টীকাসহ আংশিক অনুবাদ' (পিএইচডি থিসিস, Indiana University, ১৯৭৮)।

May বলেন যে, এ গবেষণার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পটভূমি নিয়ে মতদ্বৈততা থাকলেও, তার এ বিষয়গত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্দেশ করে যে, *al-Ahkam* মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক এবং এর আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। May যুক্তি দেন যে, এ থিসিসটি আগ্রহী পাঠকদের জন্য ইতিপূর্বে সাধারণভাবে বোধগম্য নয়, কিন্তু যা হোক তা গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে তিনি স্থায়ী ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণা হিসেবে উপস্থাপন করতে ইচ্ছুক।

৩৬. এ স্মরণীয় গবেষণাটির চতুর্থাংশ বা অংশগুলোর প্রতিটিতে রয়েছে দশটি আলাদা আলাদা বই, যা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল:

প্রথম ভাগ। *ইবাদাত* (ইসলামী কায়দায় ভক্তি)

১. জ্ঞান
২. বিশ্বাসের মূলনীতি
৩. পবিত্রকরণ
৪. নামাজ ও এর অর্থ
৫. *যাকাত* ও এর অর্থ
৬. উপবাস ও এর অর্থ
৭. তীর্থ ভ্রমণ ও এর অর্থ
৮. কোরান পাঠ
৯. বিভিন্ন প্রকার প্রার্থনা ও বিনীতিভাবে উপাসনা
১০. প্রার্থনা ও নিদ্রাহীনভাবে জাগার নিয়মাবলী

দ্বিতীয় ভাগ। *Adat* (প্রচলিত রীতি)

www.pathagar.com

১. খাওয়া দাওয়া
২. বিবাহ
৩. ব্যবসা
৪. আইনী ও বেআইনী বিষয়
৫. সামাজিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার
৬. অবসর
৭. ভ্রমণ
৮. গান বাজনা
৯. ভাল কাজের প্রচার ও নিন্দনীয় কাজের বর্জন
১০. ভালভাবে বসবাস: মহানবী (স.)-র জীবন যাত্রার বর্ণনা

তৃতীয় ভাগ। *Muhlikat* (ক্ষতিকর বিষয়াবলী)

১. মানুষের প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ
২. আত্মার গুণাবলী ও পবিত্রকরণ
৩. ক্ষুধা ও কামনা
৪. জিহ্বা: এর ভাল ও মন্দ দিক
৫. ক্রোধ: শত্রুতা ও হিংসা
৬. পৃথিবীর মন্দ দিক
৭. কৃপণতা ও সম্পদের প্রতি লোভের মন্দ দিক
৮. খ্যাতি ও বিশ্বাসঘাতকতার মন্দ দিক
৯. গৌরব ও অহংকার
১০. আত্ম বঞ্চনা

চতুর্থ ভাগ। *Munjiyat* (পরিত্রাণ পাওয়া)

১. অনুতাপ
২. সহিষ্ণুতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন
৩. আশা ও ভয়
৪. গরীব ও সন্ন্যাসী
৫. আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও তাঁর উপর নির্ভরশীলতা
৬. ভালবাসা, উল্লাস ও আহ্লাদিতভাবে তাঁর উপর নিজেকে সমর্পন করা
৭. ইচ্ছা, বাধ্যবাধকতা ও সত্যবাদিতা
৮. ধ্যান
৯. অনুশীলন ও তা গ্রহণ এবং সাবধান করা
১০. মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা।

www.pathagar.com

৩৭. Al-Ghazali খলীফার যোগ্যতার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার ছয়টি দৈহিক এবং বাকী চারটি নৈতিক। দৈহিক গুণাবলীগুলো হল (ক) বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া; (খ) সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন; (গ) স্বাধীনচেতা; (ঘ) পুরুষ হওয়া; (ঙ) কুরাইশ বংশীয় হওয়া; (চ) সঠিক দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তির অধিকারী হওয়া। নৈতিক গুণাবলীগুলো হল (ক) সাহসিকতা (*নাজদাহ*); (খ) প্রশাসনিক দক্ষতা (*কিফায়াহ্*); (গ) খোদাভীরুতা (*Wara* বা *তাকওয়া*); এবং (ঘ) শরীয়তের জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া (*ইলম্*)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৬

ইসলামী মডেলের গতিশীলতা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে প্রশাসনিক উন্নয়নে ইসলামী মডেলের যে আলোচনা হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ অধ্যায়েও আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ বিষয়টা প্রমাণিত যে, কোন মডেলই যুক্তিসংগত ও ফলপ্রসু হতে পারে না, যদি না এটি যেখানে ব্যবহারের জন্য গঠিত হয়েছে তার জনগণের সংস্কৃতি ও আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। পূর্বে এটা দেখা গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই মুসলিম দেশের বুদ্ধিজীবী ও নেতারা উন্নয়নের মূল আদর্শ কিছুটা উপলব্ধি করতে বা বুঝতে পেরেছেন। তথাপি, তাদের কয়েকজন এ যুক্তি দেন যে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের যে নীতিমালা, তার আদর্শিক ভিত্তি হল ইউরোপীয় 'ইজম' বা 'তন্ত্র', বিশেষত সমাজতন্ত্রের সাথে খাপ খাওয়ানো। Binder (১৯৬৬ :১৯৭-৮) আমাদের স্মরণ করে দেন যে, শুধু মুসলিম বিশ্বের নয়, অনেক তৃতীয় বিশ্বের নেতা ও বুদ্ধিজীবিগণ সাধারণত:

> এ বিষয়টা স্বীকার করেন না যে, তারা দেশীয় ঐতিহ্যকে পরিবর্তন বা খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন। সত্যিকার অর্থে, যে কোন মূল্যে কোন বিশ্বজনীন তত্ত্ব বা তন্ত্রকে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেয়াই হল একটি আদর্শের জন্ম।

এ শতকে মুসলিম সমাজের জন্য তার বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতারা যে অবদান রেখেছেন তার পুনরোল্লেখ না করে বলা যায়, এ গবেষণার প্রথম ভাগে উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য একটি স্বচ্ছ ও আদর্শিক ভিত্তির উপর জোর আরোপ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ইসলাম উন্নয়নের জন্য একটি আদর্শ এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানুষ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। মানুষ উন্নয়নের উদ্যোক্তা এবং ফলাফল ভোগকারী হিসেবে তার দর্শন, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, দায়-দায়িত্ব এবং আরো অনেক বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এ গবেষণার দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যে মডেলটি উপস্থাপন হয়েছে তা পদ্ধতি মডেল[১], যা প্রকৃতিগত ভাবে গতিশীল, যা এর পরিবেশের সাথে আন্ত:ক্রিয়া করে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশে ব্যক্তির আচরণের উপর এ মডেলের প্রভাব নিয়েও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। প্রশাসনিক পদ্ধতির সীমা অতিক্রম করে এমন বিনিময় বা লেনদেনের উপর একটা রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দায় রয়েছে। তাছাড়া, এ দু'টি অধ্যায়ে যে আলোচনা হয়েছে, তা একটি সঠিক এবং আদর্শ রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন ও উপলব্ধি এবং তা অর্জনের জন্য কিভাবে অগ্রসর হতে হবে তার উপর দৃষ্টিপাত করে। গবেষণার তৃতীয় ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা এ গবেষণার

www.pathagar.com

একটি অপরিহার্য অংশ। পঞ্চম অধ্যায়ে তত্ত্ব ও বাস্তবতায় প্রশাসনের ইসলামী উৎসগুলো নিয়ে বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ের প্রকৃতি এবং পশ্চিমা পাঠকদের কাছে এটি অপরিচিত হবার কারণে এ ধরণের ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

চলমান এ অধ্যায় একটি আদর্শ মডেল হিসেবে ইসলামী মডেলের গতিশীলতার উপর দৃষ্টিপাত করবে। এ অধ্যায় শুরু করা হবে ইসলামের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করার মাধ্যমে, যেখানে যে কোন মডেলকে রূপান্তরিত করা যায়। ইসলামী মডেলের মূল উপাদানগুলো চিহ্নিত করার পর এগুলোর একের সাথে অন্যের সম্পর্কের বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে। তারপর এ মডেলের সাথে বিদ্যমান অন্যান্য মডেল ও সমসাময়িক মুসলিম দেশগুলোতে চলমান মডেলের তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে। এর ফলে ইসলামী মডেলের অনন্য দিকগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হবে এবং সাথে সাথে এ মডেল কিভাবে, কোন শর্তে কাজ করবে বা কোন পরিবেশে উপযুক্ত হবে তাও আলোচনা করা হবে।

এ বিষয়ে পুনরায় গুরুত্ব দেয়া দরকার যে, প্রশাসনের এ ইসলামী মডেল একক ভাবে বুঝা অসম্ভব, তাই একে সার্বিক ইসলামী পরিবেশ, যা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে, তার দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে। এটি একটি আদর্শিক গঠন কিন্তু অবাস্তব নয়। এর অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে, এ বইয়ের পূর্বের দু'টি ভাগে একটি দীর্ঘ পটভূমিকা দেয়া হয়েছে, যাতে পশ্চিমা পাঠকগণ একে পাশ্চাত্যে বিদ্যমান মডেলের পরিবর্তে ইসলামের আদর্শ ও মৌলিক বিশ্বাসের আলোকে বিচার করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া এটি একটি ইসলামী নির্মাণ এবং তাই এর উচিত ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো এবং এ বিষয়ে সতর্ক থাকা। যদিও ঐ মূল্যবোধগুলো প্রাচ্যের প্রচলিত মূল্যবোধের সাথে অসংগতিপূর্ণ হতে পারে। এ মডেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এটি কোন নিরপেক্ষ বা জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছা প্রকাশ করে না, এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্র বিনির্মাণে সচেষ্ট। যদি এ বিষয়টা মনে রাখা না হয়, তবে পাঠকদের এটি বুঝতে কঠিন সমস্যা হবে। পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে নিচে ইসলামী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। যাতে মডেলটা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়।

ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি

শুরুতে ইসলামী মডেল উপস্থাপন করার পূর্বে কিছু শর্ত আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমত বুঝতে হবে, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামী মডেল পাশ্চাত্যের নিরপেক্ষ যে কোন মডেল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা (অথবা এমনকি অন্যান্য কিছু মুসলিম মুসলিম দেশে বিদ্যমান মডেল থেকেও ভিন্ন)। সহজভাবে বুঝার জন্য, সারণী ৬.১-এ ইসলামের বিশদৃষ্টিভঙ্গি দেখানো হয়েছে যা পূর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে বিশেষত দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র ধর্মীয় কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যা অনেকেই মনে করেন; বরং এটি বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয়েরই সংমিশ্রণ। এর কিছু

www.pathagar.com

উপাদান 'ভাল' খ্রীষ্টান ও 'ভাল' ইহুদীর মতামতের অনুরূপ হয়, কিন্তু সার্বিকভাবে এটি ইসলাম সম্মত। এভাবে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাঠকদের ইসলামী প্রশাসনিক মডেল সম্পর্কে উপলব্ধির ধারণা বাড়িয়ে দেবে।

দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ যে, এ মডেলই একমাত্র বিদ্যমান ইসলামী মডেল নয়। সহজভাবে বলা যায়, এটি একজন ইসলামী গবেষকের সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি, জ্ঞান ও দক্ষতার বিচারে ইসলামী মূল্যবোধগুলোর প্রতিফলন ঘটানোর জন্য সৃষ্ঠ। এখানে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, এটি এখনও খুবই অসমাপ্ত ও গঠনের দিকে থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে। আমাদের দায়িত্ব হবে, যারা এ বিষয়ে কাজ করতে আগ্রহী, ভবিষ্যত গবেষণার স্বার্থে একে উৎকর্ষিত করা এবং অন্যান্য সচেতন জ্ঞানীগুণীদের এ মডেলের উপর সমালোচনামূলক মতামত প্রদান করতে আহ্বান জানানো।

সবশেষে, এ মডেলকে মুসলিম বিশ্বের প্রেক্ষিতে এবং বাস্তবতা, পাশাপাশি মুসলিম দেশসমূহের জনগণের আশা আখাংকার প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। যেহেতু এ মডেল পাশ্চাত্যের জন্য নয়, বরং এটি মুসলিম দেশসমূহের প্রয়োজনে নিজকে উপস্থাপন করে, কিছু পশ্চিমা পণ্ডিত এ মডেলে কিছু মূল্যবান উপাদান ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে পারেন, বিশেষত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মধ্যে, যা এ মডেলে বিদ্যমান এবং এর ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ বস্তুবাদের উপর জোর না দেয়া একটি মূল্যবোধ, যা এ মডেল বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করে।

যা হোক, এ মডেল সম্পূর্ণরূপে বুঝা কখনও সম্ভব হবে না যদি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বাস্তবতা সম্পর্কে একটি শব্দও অনুধাবন করা না হয়। Ferrel Heady (১৯৭৯: ৬৭) বলেন, একটি মডেল বাছাই করতে সমস্যা হল, বাস্তবতাকে বুঝতে বাস্তবতার সাথে মিলে যায় এমন মডেল বাছাই করা। আগের অধ্যায়গুলোতে বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে যা মুসলিমদের মধ্যে একভাবে বা অন্যভাবে দেখা যায়, কিন্তু সারণী ৬.১-এ এই বাস্তবতাকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। সারণীতে যে বক্তব্য আছে, তা যে স্ব-ব্যাখ্যাত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ রকম মডেলের বাস্তবায়ন ও সম্ভাব্যতা আপনা আপনি কিংবা সুন্দরভাবে হয় না, এর সহজ কারণ হল একে বিভিন্ন অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ ও হুমকির মুখে পড়তে হয় যাকে এর মোকাবেলাও করতে হয়। এটি নীচের আলোচনায় আরও পরিস্কার হবে।

ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির চ্যালেঞ্জ ও হুমকিসমূহ

নির্দিষ্টভাবে মুসলিম বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্ব সাধারণত শুধুমাত্র প্রশাসনিক নয় বরং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যাপক রকম চ্যালেঞ্জ, হুমকি, স্নায়ুবিক উত্তেজনা এবং চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। পাশ্চাত্যের প্রশাসনিক মডেলের ব্যর্থতা মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান প্রশাসনিক পদ্ধতিকে ইসলাম নির্ধারিত মাত্রা ও মানের দক্ষতা প্রদর্শন করতে অক্ষম করে তুলছে ।

www.pathagar.com

সারণী ৬.১ ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন	উত্তর	
	বাস্তবতা	*(সামাজিক বাস্তবতা)*
১. আমরা কোথা থেকে এসেছি ?	১. আল্লাহ্	১. একটি বিশেষ জাতি, ভাষাগোষ্ঠী, নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত গোষ্ঠী থেকে।
২. আমরা কে ?	২. আবদুল্লাহ্ (আল্লাহ্র দাস); প্রতিনিধি	২. আমি একজন রাজা, রাষ্ট্রপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলী অথবা কেউ না।
৩. আমরা এখানে কেন এসেছি ?	৩. আল্লাহ্র দাসত্ব ও ইবাদত করতে	৩. এটি একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার, এটি দার্শনিকদের বিষয়।
৪. আমরা কোথায় যাচ্ছি?	৪. বিচার দিবসের দিকে	৪. এখানে পরকাল থাকতেও পারে। যখন আমি সেখানে পৌছব তখন দু:খিত হবো।
৫. এ সৃষ্টি কার প্রতি নত?	৫. আল্লাহ্	৫. জাতির প্রতি; সম্পদশালীদের প্রতি; বৃহৎ করপোরেশন বা মাফিয়াদের প্রতি।
৬. আল্লাহ্ সৃষ্টির মধ্যে কোন সীমারেখাগুলো বাস্তব?	৬. গ্রহরাজি, সাত বেহেস্ত, মহাসাগর, পর্বতরাজি, মহাদেশ ও নদীনালা	৬. মানচিত্রে বিদ্যমান শহর, নগর, রাষ্ট্র ও জাতিগুলোর সীমানা।

উৎস: John E. Sullivan, 'Allah Will Spread Islam is Spite of Muslims', একটি অপ্রকাশিত লেখা যা Muslim Students Association of United States and Canada-র ১৮তম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত হয়েছিল, অক্সফোর্ড ওহিওতে, মে, ১৯৮০ সালে। দেখুন পৃ. ৪।

সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নোক্ত উপাদানগুলোর মাধ্যমে কেন পাশ্চাত্য মডেলের কারণে (অথবা, ঐ জন্য, প্রাচ্যের) মুসলিম দেশের প্রশাসনিক পদ্ধতি দক্ষতা সম্পন্ন হতে পারছেনা তা অংশত ব্যাখ্যা করা হল। প্রথমত, মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান অধিকাংশ প্রশাসনিক পদ্ধতিই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ। এসব মডেলের কিছু কিছু ধর্মের ভূমিকার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, যদিও ওগুলো ধর্মের ভূমিকাকে অবহেলা করে না। উদাহরণস্বরূপ, Victor Thompson (১৯৬১: ১৩) উল্লেখ করেন যে, আধুনিক সংগঠনগুলো তাদের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সংস্পর্শে থাকে বলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার -বুদ্ধিবাদের চেতনার পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন: গতানুগতিক বা ধর্মীয় মানদন্ড

www.pathagar.com

কখনও জ্ঞানের পথ প্রদর্শক হতে পারে না। সত্যের অন্বেষণ এখানে সীমিত এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতাবাদী যাচাইয়ের দ্বারা নির্দেশিত। দ্বিতীয়ত, ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবর্তমানে মুসলিম দেশের আধুনিক সংগঠনগুলো অসংখ্য সমস্যা যেমন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি থেকে আনুষ্ঠানিকতা ও অধিক্রমণ ইত্যাদি ব্যাপক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, যা সঠিকভাবে কর্মসম্পাদনে এসব সংগঠনকে বাধাগ্রস্থ করে। তৃতীয়ত, প্রশাসনের আধুনিক তত্ত্ব ও মডেলগুলো অনুসরণের ফলে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্বিক দিকের চেয়ে মূল্যবোধের ব্যাপকীকরণই মুসলিম দেশসমূহের বিদ্যমান বা বর্ধিত প্রশাসনিক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছে। যৌক্তিকতা, ব্যয়সংকোচন এবং ফলপ্রসূতা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়ে (যে ভাবেই সংজ্ঞায়িত হোক না কেন) এসব মডেলগুলো খাঁটি বাস্তববাদী দিকটাই তুলে ধরে, যা নীতি ও নৈতিকতার মুল্যবোধকে বর্জন করে, যেমন ব্যক্তির মর্যাদা, সামাজিক সাম্য, ব্যক্তিগত অগ্রগতি এবং এরকম আরও অনেক। অরও কিছু কারণ মুসলিম প্রশাসনিক পদ্ধতিকে বাধাগ্রস্থ করে; যাহোক, স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতায় তাদের ব্যাপক আলোচনা এখানে হচ্ছে না।

সারণী ৬.২ সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান কার্যাবলীর বিশেষত প্রশাসনিক উন্নয়নের একটি চিত্র উপস্থাপন করে। এতে দেখা যায় যে, প্রশাসনিক উন্নয়নের একটি খাঁটি ইসলামী মডেল বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিদ্যমান অনৈসলামিক মডেল থেকেই উদ্ভুত হবে, যা একটি পরিবর্তনশীল পর্যায়ে থাকবে, যা অনেক দেশের প্রশাসনিক মডেলের বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে, যা ইসলামী মডেলের দিকে ধাবিত, যা বর্তমানে বিদ্যমান নেই। একই রকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে (যথাক্রমে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে)। এভাবে এ অধ্যায়ে যে মডেল উপস্থাপন করা হয়েছে তা একইভাবে চিন্তা করেই করা হয়েছে।

সারণী ৬.২ -র এক এবং দু' নম্বর কলামে সমসাময়িক মুসলিম দেশগুলোর প্রচলিত প্রকৃত মডেলের দিকগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব তত্ত্ব ও মডেলগুলো এসব দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।[২] এ ব্যর্থতা একটি সম্ভাব্য বিকল্প মডেল বা মডেলগুলো খুজে বের করার জন্য, মুসলিম জনগণকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পূন:নীরিক্ষার আহ্বান জানায়, যা বিদ্যমান প্রশাসনিক মডেলের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং যা মুসলিম সংস্কৃতি বা আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে। সুতরাং এসব দেশের (এবং সম্ভাব্য অন্যান্য দেশের জন্যও) জন্য একটি কার্যকর ইসলামী মডেল উন্নয়ন করা খুবই জরুরী। ইসলামী মডেলের উৎসগুলোও পর্যাপ্ত রয়েছে। যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বিস্তৃত ভাবে (বিশেষ করে পঞ্চম অধ্যায় দেখুন)। এটি এমনভাবে তৈরী করা যেতে পারে, যাতে মুসলিম বিশ্বের সার্বিক উন্নয়ন সঠিক নির্দেশনায় এগিয়ে নেয়া যায়। এ নির্দিষ্ট মডেলটি উদাহরণস্বরূপ নব লোক প্রশাসন মডেলের ন্যায় একটি ইসলামী মডেল, যা হবে একটি গণতান্ত্রিক মডেল।

কেউ বলতে পারেন যে, ইসলামী প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হল, ইসলামী মূল্যবোধের চরম উৎকর্ষ সাধন করা, যেরকম একটি সমাজতান্ত্রিক মডেল সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং একটি গণতান্ত্রিক মডেল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উৎকর্ষিত করতে চায়। প্রশ্ন হল: এটি কিভাবে

www.pathagar.com

করা যেতে পারে ?

এ শতকের শুরুর দিকের Taylor -র বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদের মত, ইসলামী প্রশাসন কাজ করার ক্ষেত্রে 'একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি' এ দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে না। প্রশাসনে ইসলামী মূল্যবোধগুলো অর্জনের একটি অগ্রবর্তী ধাপ হল, এটি পরিষ্কারভাবে ও আত্মপক্ষ সমর্থন করে জোরের সাথে প্ররোচিত করে যে, এটি কোন ধর্মনিরপেক্ষ মডেলও নয়, আবার অন্যদিকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মভিত্তিক মডেলও নয়। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে সময়ের মূল্য এতই বেশী যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্দিষ্ট পাঁচটি সময়ে নির্ধারণ করা হয়েছে, রমজান নির্দিষ্ট একটি মাসে সম্পন্ন হয় এবং এমাসেই উপবাস শুরু এবং শেষ হয়, এবং হজ্ব বা তীর্থ যাত্রা সম্পন্ন হয় বার্ষিক নির্দিষ্ট দিনগুলোতে। তাই দৈনন্দিন প্রশাসনে অবশ্যই এভাবে সময়ের মূল্য ও এর ব্যবহার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে কোন বস্তুবাদী ব্যবহারের স্থান নেই।

সারণী ৬.২ *মুসলিম দেশসমূহের প্রশাসনিক কার্যাবলীর বিবরণী (যে পথে যেতে হবে)*

অনৈসলামিক থেকে	*পরিবর্তনশীল মুসলিম*	*ইসলামের দিকে*
অসংখ্য মুসলিম দেশ অনৈসলামিক মডেল অবলম্বন করে যার মূল্যবোধগুলো ইসলামের জন্য ক্ষতির এবং যা নাস্তিক্যবাদী মূল্যবোধ গুলোকে উদ্ভাসিত করে।	এটি হল ইসলামী মূল্যবোধের সাথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মডেলের সংমিশ্রণ, যা উৎপত্তিগত ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির।	ইসলামী প্রশাসনিক পদ্ধতি ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং নীতিগত মানদন্ডকে সমুন্নত রাখতে চায়।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, আফগানিস্তান ইত্যাদি।	বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশে প্রচলিত মডেল ও তত্ত্বসমূহ।	আদর্শ ইসলামী মডেল।

অন্য একটি ইসলামী মূল্যবোধ হল অর্থ প্রশাসন এবং ব্যাংক ব্যবস্থায় তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনে সুদের কারবার (*রিবা*) নিষিদ্ধ করা। তত্ত্ব ও বাস্তবে ইসলামী প্রশাসন সুদকে নিষিদ্ধ করেছে, কারণ (ক) সুদ বা সুদের কারবার অনৈসলামিক, (খ) সুদ শোষণ ও দমনের একটি মাধ্যম, এবং (গ) সুদ কোন প্রতিষ্ঠানের জন্যই পরিণামে ফলপ্রসু নয়, তা ইসলামী প্রতিষ্ঠান হোক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হোক। যদিও সুদের ধারণাটি চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে, এখানে তা ইসলামী প্রশাসনের প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হল।

যে মূল্যবোধকে এখনও ইসলামী প্রশাসন সমুন্নত রাখতে চায় এবং যা পশ্চিমা মডেলে

www.pathagar.com

বিদ্যমান নেই, তা হল সংগঠনের মধ্যে ব্যক্তি ও বিদ্যমান গোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণ সাধন করা। Harold J. Leavitt (১৯৬৪) ব্যক্তির মনস্তত্ব এবং অন্য ব্যক্তি, ছোট গোষ্ঠী এবং সবশেষে বৃহৎ গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির যৌক্তিক অগ্রগতি বিষয়ক সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণমূলক ব্যাপক এক রচনা লিখেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, *সংগঠনের ব্যবস্থাপকীয় মনস্তত্ব* ব্যবস্থাপক বা প্রশাসক বা উভয়েই তাদের কর্মক্ষেত্রে উচ্চদায়িত্বসম্পন্ন দিকগুলো যে অনাকাংখিত পরিস্থিতি, যেমন তার সহকর্মী বা কর্মীদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় সে সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তুলে ধরে।

ইসলামী মডেল অধিকন্তু এক ধাপ এগিয়ে থাকে। এটি এমন একটি পরিবেশ উপহার দিতে চায় যেখানে ব্যক্তি তার আল্লাহ্‌র সাথে সর্বক্ষণ সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। পাশ্চাত্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক মধ্যাহ্নভোজন বিরতি, উদাহরণস্বরূপ, দেয়া হয়েছে মূলত ভোজন করে শরীরকে কিছুটা বিশ্রাম দেয়ার জন্য, যাতে করে ব্যক্তি যখন তার কর্মে ফিরে আসে তখন যেন সে পুন:শক্তি সঞ্চয় করে আসতে সক্ষম হয়। তদুপরি, ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মধ্যাহ্ন ভোজন বিরতি ছাড়াও রয়েছে নামাজের বিরতি, যা মধ্যাহ্ন ভোজন যেমন ব্যক্তির শরীরকে তরতাজা করে তুলে তেমনি এটি ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিককে জাগ্রত করে তুলে। দক্ষিণের একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের একজন মুসলিম অধ্যাপক নামাজের সময়ে তার সচিবকে বলে রাখতেন, "আমার ফোন কলগুলো ধরো। আমি আল্লাহ্‌র সাথে বৈঠকে লিপ্ত।"

ইসলামী সংগঠনে নামাজ প্রতিষ্ঠা করার পিছনে যে ধারণাগুলো রয়েছে তা হল: দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত প্রার্থনা করা *(নামাজ পড়া)* সকল মুসলিম নর ও নারীর জন্য একটি কর্তব্য, এবং কোন চাকরী বা কাজ নামাজ প্রতিষ্ঠায় বাধা বা কোন অজুহাত সৃষ্টি করতে পারবে না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় মিলিত হবার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কি ভুল করেছে সে সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ মনস্থ করতে পারে, যার ফলে সে তার আভ্যন্তরীণ আত্ম-সচেতন কৌশলের মাধ্যমে তার ঐ ভুলভ্রান্তি সংশোধন করতে পারে।

কাজ হল একটি উপায় এবং তা নিজের মধ্যে কোন ফলাফল নয়। একজন নিষ্ঠাবান মুসলিমের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ইসলামের পথে পরিচালিত হওয়া। আল্লাহ্‌র প্রতি তার দায়িত্ব পালন করলে ব্যক্তি তার আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, যা পুনরায় তাকে তার সংগী সাথী, উর্ধতন কর্মকর্তা, মক্কেল এবং আরও এরকম অনেকের প্রতি তার কর্তব্য পালনে প্রেষিত করে।

কিছু মুসলিম দেশে নামাজের যে সীমিত অভ্যাস রয়েছে, তা একটি আচরণের জন্য দায়বদ্ধ যা পশ্চিমারা *সেনসিটিভিটি* প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সাংগঠনিক উন্নয়ন (ও.ডি.) কর্মসূচির মাধ্যমে খোঁজার চেষ্টা করে। কোরান মানব ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও পূর্ণতার জন্য মানব আচরণকে পরিচালিত করতে অনেক মূলনীতির কথা বলে, যা নামাজের মধ্যেই রয়েছে। Khalid M. Ishaque (১৯৭৮:১৭১-২) বলেন যে, 'এগুলো একই সাথে ইতিহাসেও একটি সময় এবং একটি কাঠামোতে দেয়া হয়েছে যা আত্ম-উন্নয়ন ও আত্ম-

www.pathagar.com

উপলব্ধির প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ নির্দেশ করে। *নামাজ হল* মানুষের আধ্যাত্মিক একত্রিকরণ ও উন্নয়নের মূল ভিত্তি। তথাপি এর সংক্ষিপ্ত গঠন ও আচরণে যাতে এ মৌলিক বাধ্যবাধকতা উন্মুক্ত করা যায় তা মহানবী (স.)-র মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য রেখে দেয়া হয়েছিল, যিনি বিভিন্নভাবে ব্যাপক পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ পরিসরে একে আয়ত্বে রাখার পরামর্শ দেন...'।

তাছাড়া *নামাজ*, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার কাজও করে, যেখানে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে তার অধীনস্থ নিম্নপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে কোন দুরত্ব সৃষ্টি হয় না, যেহেতু তারা এক লাইনে পবিত্র মক্কার দিকে মুখ করে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে দাঁড়ায়। এটাই একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আন্ত:ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে, যেখানে পদ ও জাতির ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন করা হয় এবং যেখানে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রহরী এক জায়গায় (প্রার্থনার জন্য) একত্রে মিলিত হয়। এ অনুশীলন দৈনিক কর্মঘন্টায় অন্তত দু'বার সাধিত হয়-দুপুর এবং বিকালে। পাশ্চাত্যের ব্যবস্থায় কতজন কর্মী বা প্রশাসক বা উভয়েই একে অপরকে একত্রে একদিনে দেখে বা মুখোমুখি সংলাপে বসে বা উভয়ই করে? সপ্তাহে? বা মাসে?

Muhammad Qutb (১৯৭৮:৩১৪ -১৫) সবদিক বিবেচনায় মানুষের সশ্রদ্ধ ভক্তি ছাড়া সরল মোহগুলো পরিত্যাগ করতে বলেন। তিনি বলেন যে, 'প্রাচীনকালে বা বর্তমান বিশ্বে মানুষের জীবনে যেভাবেই হোক না কেন, কোন না কোন ভাবে মানুষ সশ্রদ্ধ ভক্তি করা থেকে বিরত থাকে না।' অধিকন্তু :

> মানুষের সশ্রদ্ধ ভক্তি ও তার জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি মিল রয়েছে। দেবত্ব যা মানুষের নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজে সূচিত হয়, তা অন্যান্য কাজেও সূচিত হয়, যেমন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে, জীবনে আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে, পৃথিবীতে একটা ভাল পরিস্থিতির প্রত্যাশায়, খাওয়ার সময়, কোন কিছু পান করার সময়, বিয়ের সময়, একই ভাবে পরিবারের সাথে, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, অন্যান্য সমাজ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে, শান্তির সময় বা যুদ্ধের সময়েও।[৩]

মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতিতে খাবার গ্রহণ ও নামাজের সময় আত্মার তৃপ্তির মাধ্যমে ইসলামী প্রশাসন মানুষের মধ্যে ভারসাম্য ও সংযমের সৃষ্টি করে,[৪] যার মাধ্যমে সে আল্লাহ্‌র কাজে নিজেকে সমর্পিত করে। ইসলামকে বৈশিষ্ট্যায়িত করতে গিয়ে M. Qutb বলেন (পূর্বোক্ত: ৩২), ইসলাম খুব সাধারণ ও বাস্তববাদী বিষয়কে কার্যকর করতে পারে, যদিও তা অর্জন অনেক দুরের বিষয়, তা হল পুরো জীবনের জন্য কাজে লাগাতে আত্মা ও শরীরের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো [৫]

পরিশেষে, *নামাজ* শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক বিষয়ই নয়, এটা একধরণের গতিবিধি যেখানে শরীরের বিভিন্ন অংশ কাজ করে, যেমন দাঁড়ানো, নতজানু হওয়া, ও সিজদা করা সহ প্রার্থনার সময় একরকম সচেতন মানসিক একাগ্রতার সাথে মুখে কোরানের আয়াতসমূহ

www.pathagar.com

পাঠ করা হয়। এভাবে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের পাশাপাশি নামাজের দৈহিক মূল্যও রয়েছে।

সংক্ষেপে, ইসলামী প্রশাসনের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধগুলো সমুন্নত রাখার অনেক পন্থা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব ও ধারণার সাথে সরকার, রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনের ইসলামী মূলনীতিগুলো ছাত্রদের শিক্ষা দেয়া উচিৎ। মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান লোক প্রশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের (আই.পি.এ.) মধ্যে এরকম খুব কমই রয়েছে বা আদও নেই, যেখানে তারা তাদের শিক্ষা কর্মসূচিতে ইসলামী প্রশাসন বা ইসলামী অর্থনীতি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর স্পষ্ট কারণ হল, অধিকাংশই যদিও সবই নয়, এসব আই.পি.এ. গুলো প্রশাসনিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বিদেশী বিশেষজ্ঞের দ্বারাই প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং পাঠ্যক্রমে যে সূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা স্বাভাবিকভাবেই ঐ বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ বা স্থানীয় ধর্মনিরপেক্ষ, অনৈসলামিক উপাদান ও কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত হয়েছে।

যদি উপরোক্ত পরামর্শের ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় তবে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করা অবশ্যই দরকার। এখানে যে আহ্বান, তা পাশ্চাত্যের কোন কিছু বা সবকিছু বাদ দেবার জন্য নয়। বরং এ আহ্বান হল ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের বিভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলোকে সমালোচনাসহ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করা। আবার ইসলামী প্রশাসন তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ এর দেশজ চরিত্রের কারণেই অধ্যয়ন করা জরুরী শুধু তা নয়, বরং এটি সামাজিক পরিচয় ও ঐতিহ্যের জন্যও খুবই দরকার। এক্ষেত্রে আদান প্রদান ও ধার করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এটি George Rentz (১৯৬৫:৩৬-৮৩) বর্ণিত একটি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশের আমলাতন্ত্র থেকে ভিন্ন:

> প্রভাব বিস্তার করার স্থানে কিছু নতুন উপাদান সংযোজনের ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। সরকার যা গত দু'শতক ধরে খুব সাধারণ একটা কাঠামোর মধ্যে কাজ করছে, তা বিশেষত ইসলামী বিশ্বের সংগঠন ও পদ্ধতিগুলোর চেয়ে পাশ্চাত্যের আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমেই খুব দ্রুততার সাথে বেড়ে উঠেছে। একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী, একটি ক্ষুদ্র বিমান বাহিনী, এবং একটি প্রাথমিক নৌবাহিনী পশ্চিমা পোশাকে সজ্জিত ও পশ্চিমা ঢং-এ কুচকাওয়াজ করে তারা উপজাতি গোষ্ঠীর কাছ থেকে কর ধার্য্যের মাধ্যমে স্থান করে নিয়েছে, যাদের বিশেষ ক্ষমতা হল প্রাচীন আরবদের কল্যাণে প্রাপ্ত হামলার কৌশল অবলম্বন করা। ঘরে এবং বাইরে এবং বিদেশের বিদ্যালয়গুলোতে একটি নতুন প্রজন্ম, যারা বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করে, তারা এমন বিষয় অনুসন্ধানে লিপ্ত, যা ইসলামী পাঠ্যসূচি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।[৬]

সংক্ষেপে প্রশাসনের পশ্চিমা মডেল (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই) গুলো মৌলিক মূল্যবোধ হিসেবে বস্তুবাদকে তুলে ধরে। তারা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণকে অবহেলা করে এবং ব্যক্তিকে প্রেষণা ও উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

'অর্থনৈতিক মানুষ' ধারণার উপর বেশী নির্ভরশীল।[৭] John L. Seitz (১৯৮০: ৪০৭-১৩) তার গবেষণাকর্ম "The Failure of US Technical Assistance in Public Administration: The Iranian Case"– এ উল্লেখ করেন কিভাবে, কেন, আমেরিকান (পাশ্চাত্যের) প্রশাসনিক মডেল ইরানে ব্যর্থ হচ্ছে। লোক প্রশাসনের পরামর্শদাতারা যে প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা হল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য আমেরিকান প্রশাসনের কার্যপ্রণালী ও মূলনীতিগুলো অবলম্বন করবে, না এগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নিবে তা পছন্দ করা। Seitz -র মতে পরামর্শদাতাদের জন্য কষ্টকর বিষয়টা হল, লোক প্রশাসনের অধিকাংশ পরামর্শদাতাদের কোন নির্দিষ্ট দেশের সমস্যার যথাযথ সমাধানের ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। অধিকাংশ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট পরামর্শক প্রায়ই স্থানীয় বাস্তবতাগুলো কেন বিদ্যমান তা বিবেচনা না করেই পরিবর্তন করে ফেলতে চান (Brady, ১৯৭৮:১৫৮)। Seitz সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, 'খাপ খাওয়ানো হবে, অবলম্বন করা হবে না' এ নির্দেশনা প্রায়ই অনুসরণ করা হতো না এবং অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবে অনুসরণ করা হতোই না, সাহায্যগ্রহণকারী দেশগুলোতে সর্ব নিম্ন মাত্রার আমেরিকান জ্ঞান দেয়া হত। Milton J. Esman এবং John D. Montgonery (১৯৬৯: ৫০৯) সমাপ্তি টেনে বলেন যে, 'খাপ খাওয়ানো হবে, অবলম্বন করা হবে না' এটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সীর ক্ষেত্রে পরীক্ষিত বাস্তবতার চেয়ে একটি স্লোগানের চেয়ে বেশীই মনে হয়।

পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা মার্ক্সীয় প্রশাসনিক মডেলের ভিত্তি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পরিবেশে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ এবং নাস্তিক্যবাদী পরিবেশ, এমনকি ইসলামী মূল্যবোধের সাথে বৈরীভাব প্রদর্শন করে গড়ে উঠেছে। এটি একটি সাধারণ ধারণা যে, কোন মডেলকে (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা প্রশাসনিক) উপকারী ও ফলপ্রসু হতে হলে, তা সেবা দিতে প্রস্তুত, এমন মৌলিক সংস্কৃতির প্রতি একাত্ম করে নিজেকে তুলে ধরতে হবে। ঐ মডেলে নিজস্ব সংস্কৃতির ভাষা, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং দেশের সার্বিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করা উচিত। প্রশ্ন হল : ঐ পাশ্চাত্য মডেলগুলো কি এ মূল্যবোধগুলো প্রতিফলিত করে? এ মডেলগুলোর কি সঠিক কৌশলগত গঠন রয়েছে, যা 'আদর্শের পরিসমাপ্তি' প্রতিফলিত করে, যে রকম কোন কোন মডেলে প্রতিফলিত হয় (Rejai, ১৯৭১)? অথবা তারা কি মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সমাজের ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর হল তা, যা প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য কোন মডেল পছন্দনীয় আর কোনটি পছন্দনীয় নয় তার মধ্যে একটা পার্থক্য সূচিত করে।

যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকৃতই ইসলামী প্রশাসনিক মডেলকে বিদ্যমান পাশ্চ্যাত্য মডেলের কাছ থেকে পৃথক করে সেগুলো নিম্নরূপ। আদর্শ ইসলামী প্রশাসনিক মডেল ইসলামী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে, যা বস্তুবাদ এবং সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে। ইসলামী মডেলে প্রেষণা সম্পূর্ণরূপে 'আর্থিক পুরষ্কার ও বস্তুগত পুরস্কারের' উপর নির্ভর করে না, তা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। সাম্য ও ন্যায় বিচারের একটা মাপকাটি রয়েছে, যা স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ প্রদত্ত এবং এটি খেয়ালী যেমন নয় তেমন প্রাণঘাতিও নয়। এখানে নির্দেশনার কাঠি হল ইসলাম, প্রশাসন নিজে কখনও একটি স্বাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। প্রশাসন হল সার্বিক ইসলামী পদ্ধতির একটি অংশ যা তত্ত্ব, বাস্তবতা এবং পরিচিতির ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ নয়; এজন্য প্রশাসনের সার্বিক পদ্ধতির অংশ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ নয় এমন পরিচিতি এবং মূল্যবোধগুলো প্রতিফলিত করা উচিত।

অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো ছাড়াও পশ্চিমা মডেলসমূহে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর অনুপস্থিতি মুসলিম সমাজে তাদের ব্যর্থতা ফুটে তুলে। এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হলো 'বাহ্যিক বিদেশী মডেলগুলোর অবলম্বন নয় বরং তথ্য ও প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ বিনিময় যা দ্বি-মুখী পরিচিতির মাধ্যমে হতে পারে। Seitz (১৯৮০:৪১১) বিনিময়ের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে বিষয়টা এভাবে তুলে ধরেন যে, শিল্পায়িত (পাশ্চাত্য) এবং অশিল্পায়িত (মুসলিম বিশ্ব) দেশের মধ্যে অংশগ্রহণ ;

> একদিকে, জাতি প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করবে (চাকুরীকালীন, পর্যবেক্ষণমূলক অথবা শিক্ষাগত) এমনভাবে, যাতে স্বাভাবিকভাবে তা তার সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরতে পারে এবং এমনকি বৈদেশিক পরামর্শদাতা নেতাদেরও প্রলুব্ধ করতে পারে (একটি সাধারণ বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য)। অন্যদিকে, জাতি বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য অনুরোধ করতে পারে, যাতে তথ্য ও দক্ষতা অর্জন করা যায়, যা তার নিজস্ব উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করবে। কিছু অশিল্পায়িত জাতি চাইবে শিল্পায়িত হবার পদ্ধতি শিখতে এবং তাদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করতে। আর কিছু শিল্পায়িত জাতি চাইবে কিভাবে অশিল্পায়িত জাতিসমূহ তাদের চরম সমস্যাগুলো মোকাবিলা করে, যা শিল্পায়িত সমাজের স্থায়িত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ তা শিখতে যেমন শক্তির ব্যবহার, সম্পদের অবক্ষয়, পরিবেশ ধ্বংস এবং বস্তুবাদী মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

যে কোন মডেলের, তাই উপরুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

ইসলামী আদর্শ প্রশাসনিক মডেলকে অমুসলিম পাঠকদের ভালভাবে বুঝানোর সুবিধার্থে একটি পরিচিত ধারণা কৌশল, উন্মুক্ত ব্যবস্থা অভ্যাগম আলোচনার মাধ্যমে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

উন্মুক্ত ব্যবস্থা অভ্যাগম

ব্যবস্থা ধারণাটি যে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য একটি গতিশীল মডেল উপস্থাপন করে। আদর্শ ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে তার পরিবেশের যে মিথস্ক্রিয়া তা সঠিকভাবে চিত্রায়িত করতে একটি সর্বোৎকৃষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো খুঁজতে গিয়ে এখানে উন্মুক্ত ব্যবস্থা তত্ত্বটি ব্যবহার করা হয়েছে।[৮] ব্যবস্থা তাত্ত্বিকগণ অভিযোগ করেন যে, Taylor এর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ (উনবিংশ শতাব্দির শেষে এবং বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে), ওয়েবারের

www.pathagar.com

আমলাতান্ত্রিক মতবাদ, এবং মানব সম্পর্ক মডেলগুলো সংগঠনকে একটি বদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করে, যাতে মূল্যবোধ, উদ্দেশ্যাবলী, কার্যপ্রণালী ও প্রক্রিয়াসমূহ, এবং অন্যান্য চলকগুলো ছিল পরিচিত। তারা যুক্তি দেখান যে, সংগঠন কখনও বদ্ধ ব্যবস্থা নয় বরং এর উন্মুক্ত অস্তিত্ব বিদ্যমান (Katz and kahn, ১৯৬৬; Churchman, ১৯৬৮; Easton, ১৯৬৫, ১৯৭৯)।

এটি কখনও বলা হয় না যে, সকল পাশ্চাত্য তত্ত্ব ও মডেলগুলো বদ্ধ ব্যবস্থার। অথবা এখানে এটাও বলা হচ্ছে না যে, বিদ্যমান মডেল ও ইসলামী মডেলের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল বিদ্যমান মডেলগুলোর আবদ্ধতা। প্রধান যে পার্থক্য তা হল যে, ইসলামী মডেল মানুষের পরিচালনা ও আচরণের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক উৎসের স্বীকৃতি দেয়, যার স্বীকৃতি বিদ্যমান মডেলে দেয়া হয় না। সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামী মডেল ইসলামী মূল্যবোধের উপর (নীতি, নৈতিকতা এবং এরকম আরও অনেক) প্রাধান্য ও জোর দেয়। এটি পরিচিতির ক্ষেত্রেও ধর্মীয় ও পার্থিব উভয়ই। সবশেষে, এ মডেল উৎপাদনমুখী হবার চেয়ে মানব মুখীই বেশী। উন্মুক্ত ব্যবস্থা অভ্যাগম পছন্দ করা হয়েছে এ অনুভূতি বা বিশ্বাস থেকে যে, এ মডেল ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অন্য যে কোন মডেলের চেয়ে ভালভাবে বর্ণনা করতে পারে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অন্যান্য পণ্ডিত ও গবেষকগণও ভিন্ন একটি অভ্যাগম ব্যবহার করার মাধ্যমে একই রকম ইসলামী মডেল প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

ইসলামী প্রশাসনিক মডেল

কিছু পূর্বশর্ত

ইসলামী প্রশাসনের একটি আদর্শ মডেল সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধানের পূর্বে, এ পর্যায়ে এর পূর্বশর্তের কিছু দিক আলোচনা করা দরকার। এটা অবশ্যম্ভাবী যে, উৎস ও সম্পদের ভিন্নতা, যা থেকে একটি যথার্থ ও আধুনিক দেশজ প্রশাসনিক উন্নয়ন বিকশিত হবে, তা ইসলামী রাষ্ট্রে একটি ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করে। যারা এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত তাদের জন্য এ কাজটা রাজনৈতিক বা আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের বা উভয়ের চেয়ে প্রশাসনিক উন্নয়নে আরও বেশী কঠিন ও জটিল হবে। এর কারণ খুবই সাধারণ যে, একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, পাশাপাশি আপেক্ষিকভাবে সুসজ্জিত জ্ঞানের শাখা এবং সাহিত্য, যা ইসলামী কাঠামোতে বিদ্যমান তা ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিধিতেও বিদ্যমান।[৯] একইভাবে দু:খজনকভাবে প্রশাসন ও প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না। এভাবে একটি আদর্শ ইসলামী মডেলের *রূপরেখা* আলোচনা করার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা দরকার। ইসলামপন্থী বলতে এখানে একজন মডেল নির্মাণের প্রধান অভিনেতা এবং ইসলামী পরিবেশে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারীকে বুঝানো হয়েছে। এবং পরবর্তী ও শেষ অধ্যায়ে একইভাবে দেখানো হবে যে, একজন ইসলামপন্থী ঐ মডেল বাস্তবায়ন কৌশল প্রথমত, একজন ইসলামপন্থীকে ইসলামীকরণ তত্ত্ব ও প্রয়োগের প্রক্রিয়া ভালভাবে বুঝতে হবে, কারণ প্রশাসনের জগতে এর ব্যাপক মূল্য রয়েছে। ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া যা ইসলামী

www.pathagar.com

সাহিত্যে দুস্প্রাপ্য এবং বিক্ষিপ্ত আকারে বর্তমান, এর অর্থ হল সামাজিক পরিবর্তনের ইসলামী তত্তগুলো প্রয়োজনের আলোকে উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও প্রণালীবদ্ধ পর্যবেক্ষণ হয়ে থাকে এবং সমসাময়িক সমাজে এর বৈধতা সময়োত্তীর্ণ (Idris, ১৯৭৭:৫)। এ প্রক্রিয়ার সার্বিক উদ্দেশ্য হল, মানুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি পর্যায়ে, প্রশাসনিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক পুনর্গঠন এবং প্রশাসনিক স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে হারানো ইসলামী মূল্যবোধগুলো পুন: প্রতিষ্ঠা করা। Sadeq al-Mahdi (১৯৮০:৩৮-৪১)-র ভাষায়, যে বিষয়টা প্রয়োজন তা হলো এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেয়া: 'কিভাবে আধুনিক চিন্তাধারার ইসলামীকরণ করা যায়?' অধিকন্তু, ইসলামীকরণের এ প্রক্রিয়া এ বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, ইসলাম একটি বাণী এবং একটি ব্যবস্থা উভয়ই। Idris (১৯৭৭:১৫) বলেন, যে ভাবে বাণী প্রেরণ করা হয়েছিল বা প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা ঐ বাণীর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যতটুকু সম্ভব তাকে অবহেলা করা যেতে পারে না। যদি এটি গৃহীত হয় তবে আমরা সবসময় একটি দিক নির্দেশনা পাই যা মহানবী (স.) তাঁর জীবনে কোন এক সময় গ্রহন করেন।

দ্বিতীয়ত, ইসলামপন্থীকে সরকার ও প্রশাসনের ইসলামী মূলনীতিগুলো ইতিহাসের পিছনে গিয়ে মহানবী (স.) ও তাঁর চার ধার্মিক খলিফার জীবন থেকে বের করে আনতে হবে, তবে তা এমন নয় যে, তাদের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামোর সবকিছু হুবহু নকল করে নিয়ে আসতে হবে। '*দিওয়ান*' ও '*হিসবাহ*'-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিহাসের এক বিশেষ স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার কথা বুঝানো হচ্ছে না, কারণ ইতিহাসের পুরো একটি পরিস্থিতিকে অন্য একটা পর্যায়ে নিয়ে এসে পরবর্তী অন্য কোন একজায়গায় প্রতিস্থাপন করা দুষ্কর। বরং, এগুলো আমাদেরকে অনুসরন করতে বলা হচ্ছে কারণ ওগুলো এমন মনোবল ও নৈতিকতা প্রদান করে যার মাধ্যমে ওগুলো শাসিত হয়েছিল আর তা হল ইসলামী *শরীয়া'হ্*।

তৃতীয়ত, এবং আগের বিষয়গুলোর সাথে সুর মিলিয়ে বলা যায়, ইসলামপন্থীদের প্রশাসনের নীতিমালাগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি ধণাত্মক ও বিস্তৃত পদ্ধতি প্রদান করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। এটি সাধারণ থেকে বিশেষ, অতীত থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং সর্বোচ্চ নীতি থেকে অধিক সীমিত, বিস্তৃত ও নির্দিষ্ট নির্দেশনায় পরিণত হওয়া উচিত যা সমসাময়িক সমস্যাকে নির্দেশ করবে। অন্য কথায়, ইসলামপন্থীগণ একটি বিশেষ পদ্ধতি পছন্দ করবেন, যা তাকে 'নৈতিক উপদেশ' (ধর্মোপদেশ) দেয়ার মাধ্যমে সংস্কারের জন্য সার্বিক কর্মসূচির পরিবর্তনে, এমনকি সমস্যাসমূহের সূত্রবদ্ধকরণ, সংজ্ঞায়িতকরণ এবং এগুলোকে ব্যাপকভাবে সমাধানের জন্য একটি সঠিক প্রক্রিয়া স্থির করতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, কর্মচারি নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাধারণ ইসলামী নীতিমালাই যথেষ্ট নয়, কোরানে বলা হচ্ছে (সূরা ২৮: আয়াত ২৬): 'তাকে নিয়োগ কর। কেননা নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনি (মানুষ)-ই উত্তম, যিনি শারীরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী এবং চরিত্রের দিক দিয়ে বিশ্বস্থ'। যদিও কোন মুসলিমের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আধুনিক সময়ের বর্তমান পরিস্থিতি বিভিন্ন শর্তাবলীর এক ব্যাপক তালিকা দাবী করেছে যেখানে উপরোল্লিখিত দু'টি

www.pathagar.com

শর্ত ছাড়াও অন্যান্য যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা ইত্যাদি। একই কথা বলা যায় পরামর্শের ধারণা (*শূ'রা*), সুদ এবং সুদের কারবার (*রিবা*), দুর্নীতি (*ফাসাদ*) ইত্যাদির বেলায় এবং আরও কত কি। অন্য কথায়, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক উন্নয়নের একটি ব্যাপক কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করা হল একটি সঠিক সংস্কার প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ এবং একটি পূর্বশর্ত। এ ধরণের একটি পরিকল্পনার অভাব ইসলামপন্থীদের উপর এক ভারী বোঝার সৃষ্টি করে এবং গোটা প্রক্রিয়াকে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করে দিতে পারে।

পরিশেষে, এটা আশা করা যায় যে, একজন ইসলামপন্থী প্রশাসনিক ভিত্তিমূলের ইসলামী উৎস থেকে একটি নতুন ইসলামী মডেল প্রতিষ্ঠা করবেন। তাছাড়া, যখনই প্রয়োজন হবে আধুনিক তাত্ত্বিক, পথপ্রদর্শক ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ও উপদেশ নিয়ে আধুনিক কৌশল ও যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব ভিত্তিমূলগুলোকে একটি সুসংবদ্ধ পন্থায় আধুনিক চিন্তার সমন্বয়ে সংশ্লেষ করতে হবে। এ ধরণের বাস্তবিক মডেলের মাধ্যমেই ইসলাম ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনার প্রয়োগের বিশ্বাস যোগ্যতার অভাবজনিত সমস্যাকে অতিক্রম করা যাবে। এ ধরনের ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রাতারাতি অর্জন করা অসম্ভব। কিন্তু একবার যদি একটি সুসংগঠিত অভ্যাগম চালু করা যায় এবং ইসলামের প্রতি যদি আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দেয়া যায় তবে ইসলামীকরণ একটি অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় পরিণত হবে।

এ নতুন মডেলটিতে এর নির্মাতার নিপুণ বৈশিষ্ট্যগুলো পাশাপাশি প্রকৃত ইসলামী বিষয়গুলোর এমনভাবে প্রতিফলন ঘটানো উচিত; যা সময় ও স্থানের পরিবর্তনের কারণে নতুন ভাবে খাপ খাইয়ে সুত্রবদ্ধ হবে। এ মডেলে একজন ইসলামপন্থীর প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটানো উচিত, তার বিশ্বাস, অনুসন্ধানের ইচ্ছা এবং আত্মবিশ্বাসের উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য, যাতে ইসলাম নিজের পরিচিতি ধরে রাখার মাধ্যমে, আধুনিক সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও আধুনিক সময় ও পরিস্থিতির সকল সুবিধা গ্রহণপূর্বক একজন ইসলামপন্থীর হৃদয়ে প্রোথিত করতে সক্ষম হয়। একজন ইসলামপন্থী উল্লেখ করেন, মুসলিম বিশ্বের কমিউনিস্ট ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা আধুনিকায়নের মডেলগুলো বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের নিজস্ব পরিচিতি ধ্বংস করার মাধ্যমে। মৌলবাদী ও কিছু *উলামা* দল উন্নয়ন, অগ্রগতি ও আধুনিকায়ন বাদ দিয়ে হলেও তাদের পরিচিতি ধরে রাখতে চায়। কিন্তু একজন ইসলামপন্থী উভয়ের অনুসন্ধানে সচেষ্ট থাকবেন।[১০] (Al-Mahdi, ১৯৮০:৪০)

মৌলিক উপাদান ও পরিবেশ

সহজভাবেই ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের মৌলিক উপাদানসমূহ চিত্র ৬.১ -এ ছয় পি' -র মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। ছয় পি' -র এই গতিশীল উন্মুক্ত ব্যবস্থা মডেলটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে গঠিত:

www.pathagar.com

চিত্র ৬.১

ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি আদর্শ মডেল (৬ পি ভাষ্য)*

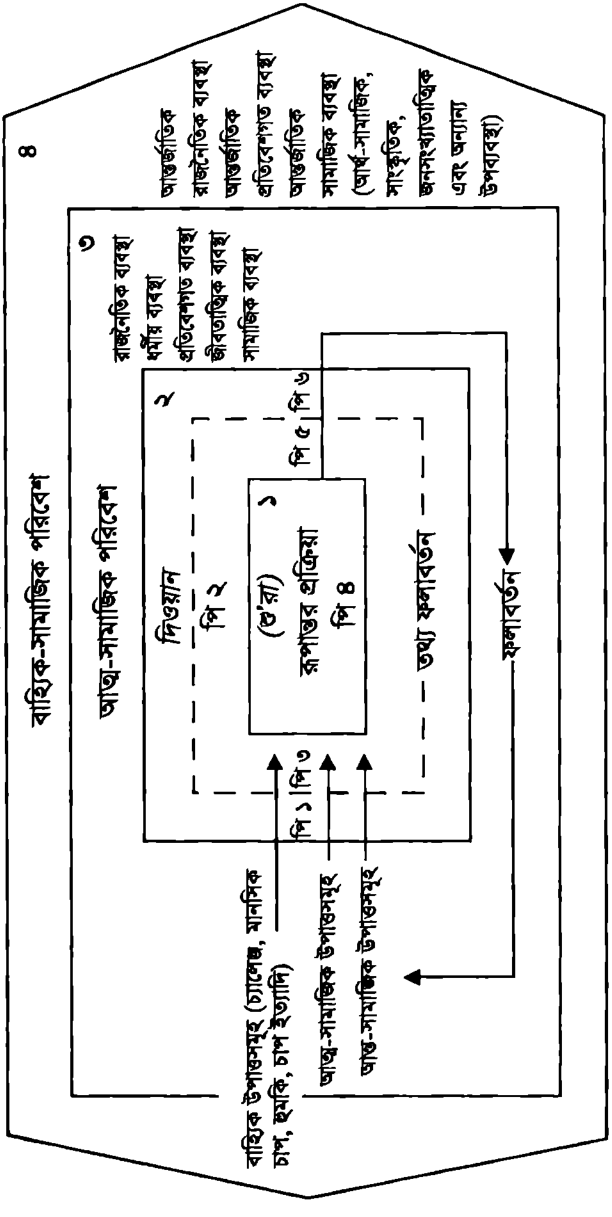

*মূল উপাদানসমূহ ঃ পি ১ = জনগণ (সরকারী কর্মচারী); পি ২ = স্থান (*দিওয়ান* বা সংগঠন); পি ৩ = সমস্যা; পি ৪ = প্রক্রিয়া বা কার্যবিধি; পি ৫ = পরিকল্পনা (কর্মসূচি, নীতিমালা); পি ৬ = কর্মফল (নীতিমালার বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ)

পি ১ = জনগণ (সাধারণ বা সরকারী কর্মচারী, আমলা, সালা মানুষ, কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ

www.pathagar.com

ইত্যাদি)।

পি ২ = স্থান (*দিওয়ান*) বা সংগঠন, বোর্ড, সালা, ব্যুরো, অফিস ইত্যাদি। চিত্রে ২ নং বক্সে তা দেখানো হয়েছে।

পি ৩ = সমস্যা (চাহিদা ও সহযোগিতা যা পি১ দ্বারা পরিচালিত, পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লেষিত হবার পর উপাত্তের প্রধান উপাদান হিসেবে স্বীকৃত)

পি ৪ = প্রক্রিয়া বা কার্যবিধি (রূপান্তর প্রক্রিয়া) যা *শূ'রা* হিসেবে পরিচিত। এটি হচ্ছে প্রধান প্রক্রিয়া যা দ্বারা পি১ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চিত্রে১ নং বক্সে তা দেখানো হয়েছে।

পি ৫ = পরিকল্পনা, নীতি বা কর্মসূচি। এটি সাধারণত মূল ব্যবস্থায় ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত। পি৫ হল পি৪ -র মাধ্যমে উপাত্তের রূপান্তর পরবর্তী ফলাফল, পি১ ইতিমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ও সংগঠিত চাহিদা ও সহযোগিতাকে পি৩, সমস্যা নামে চিহ্নিত করেছে।

পি ৬ = কার্যক্রম সম্পাদন (নীতি বা নীতিমালাগুলোর বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগ করা বুঝায় যা পি৫ নামে পরিচিত, অথবা ফলাফল যা সর্বশেষ অবস্থায় সিদ্ধান্ত ও নীতিমালাগুলোর সমাপ্তি ঘটায়)

তথ্যের ফলাবর্তন =বক্স২ এ ভাঙ্গা লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে ---- যা চাহিদা ও সহযোগিতার প্রত্যাবর্তিত প্রবাহ নির্দেশ করে। পি১ তাদের পূর্বের আচরণের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। এ কৌশল পি১ কে এমন একটা অবস্থানে নিয়ে আসে, যাতে তথ্য ও ফলাবর্তনের সুযোগ পাওয়া যায় এবং যা তাদেরকে পরিচালিত করতে পারে বা তাদের লক্ষ্য অর্জনে আচরণকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

ফলাবর্তন = যা একটানা লাইনে——দেখানো হয়েছে, তা হল ফলাবর্তন, যা আত্ম-সামাজিক পরিবেশের দিকে আসন্ন সাংগঠনিক পরিবেশের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তথ্যের ফলাবর্তনের মতো ফলাবর্তনেরও একই রকম কাজ রয়েছে তবে তা অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে ফলাবর্তনও আত্ম-সামাজিক পরিবেশ থেকে ঘটে যেখানে অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা, প্রতিবেশগত ব্যবস্থা, জীবতাত্ত্বিক ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থা।

আত্ম-সামাজিক পরিবেশ = রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা, প্রতিবেশগত ব্যবস্থা, জীবতাত্ত্বিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তা চিত্রে বক্স ৩ -এ দেখানো হয়েছে।

বাহ্যিক-সামাজিক পরিবেশ = আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক প্রতিবেশগত ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সামাজিক ব্যবস্থা (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, এবং অন্যান্য উপব্যবস্থাসমূহ)। যা চিত্রে বক্স ৪ -এ দেখানো হয়েছে।

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ ও সম্পর্ক

ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের একটি সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে চিত্র ৬.১-এ। মূলত বক্স ২-ই হল কেন্দ্রীয় অংশ, যা সংগঠনকে চিহ্নিত করে। এটি এ মডেলের *দিওয়ান* নামে পরিচিত (দেখুন পঞ্চম অধ্যায়) বা স্থান পি২। *দিওয়ান* ইসলামী মডেলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমরূপ বা Fred Riggs-এর প্রিজমেটিক *সালা*[১১] উপব্যবস্থার মতো, খাঁটি কক্ষ (একীভূত), এবং (বিচ্ছুরিত) অফিস বা ব্যুরো (Riggs, ১৯৬৪, ১৯৭৩)

দিওয়ান পি২ হল একটি স্থান যেখানে প্রশাসনের মূল ভিত্তিটা অবস্থান করে। সাধারণত এটিই *দিওয়ান* যেখানে উল্লেখযোগ্য সকল কাজ করা হয়ে থাকে। যখন অন্যান্যদের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা দেবার প্রয়োজন হয় তখন এখান থেকেই শাসন বিভাগের হাত সেবা প্রদানের জন্য সমাজের লোকদের কাছে পৌঁছে। ইসলামী মডেলে *দিওয়ান* এমনভাবে গঠিত হয়েছে যাতে এর বাহ্যিক গঠন, কাঠামো অবলোকন করা যায়, কিভাবে এখানে কর্তৃত্ব সংগঠিত হয় এবং কিভাবে তা এর মধ্যে থেকে পরিচালিত হয় যাতে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

দিওয়ান একটি ছোট বা বড় প্রতিষ্ঠান হতে পারে; এটি একটি মন্ত্রণালয় বা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বোর্ডও হতে পারে। এটি এমন একটি স্থান পি২ যেখানে প্রশাসক, সরকারী কর্মচারী বা আমলারা পি ১ অবস্থান করে।

পি১ বলতে জনগণ বা সরকারী কর্মচারী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকাকে বুঝায় যারা প্রকৃত পক্ষে আত্ম ও বাহ্যিক-সামাজিক পরিবেশ থেকে চাহিদা ও সহযোগিতা (উপাত্ত হিসাবে) গ্রহণ করে। যদিও যে কোন ব্যবস্থায় জনগণ ও অর্থ নেয়া হয় মঞ্জুরীর মাধ্যমে, ইসলামী মডেল উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উন্নয়ন নীতি ও লক্ষ্যের গ্রহীতা বা সুবিধাভোগী হিসেবে উভয় ক্ষেত্রেই জনগণের ভূমিকাকে জোর দেয়। পি১ এখানে প্রশাসনের সনাতন সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়, যেখানে এটি হল আনুষ্ঠানিক সংগঠিত জনসমষ্টি, যারা সাধারণ লক্ষ্যার্জনে ব্যক্তি স্বার্থের[১২] উর্ধ্বে উঠে একত্রিত হয়ে কর্মসম্পাদন করে। তারা Riggs-র 'সালা মানুষ' বা 'সালা অফিসার'-র সাথে তুলনীয়। তারা এমন সব কাজ করে যা আধুনিক আমলারা করে থাকে (এখানে পি১-র অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং এ মডেলে তাদের প্রকৃত অবস্থান নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো)।

পি১ যখন বাস্তবিক অর্থে এ মডেলের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় তখন তারা পি৪, পি৫ বা পি৬ অঞ্চলেও আবির্ভূত হতে পারে। তথাপি পি১ কে অপরিহার্য কারণে *দিওয়ান*-র প্রবেশ দ্বারে বসানো হয়ে থাকে। প্রথমত, পি১ গোটা ব্যবস্থাকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখতে তাদের প্রশাসক বা সরকারী কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে প্রহরার[১৩] কাজও করে থাকে। তারাই হল Easton-র মতে প্রথম চাহিদা ও সহযোগিতা (উপাত্ত) গ্রহণকারী। এ সকল উপাত্ত (আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক বা উভয়ই) মৌলিক কাঁচামালসমূহ যোগান দেয় যার ভিত্তিতে গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা রূপান্তর প্রক্রিয়া বা কার্যপ্রণালী পি৪-*শূ'রা*-র মাধ্যমে পি৫ নীতিমালা তৈরীর জন্য কাজ করে থাকে। কারণ

www.pathagar.com

এটা হল মূল্যবোধ কেন্দ্রিক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মডেলের চেয়েও কম নয়, যা ইসলামী মূল্যবোধ বা নীতি নৈতিকতা প্রতিবিম্বিত করে, এখানে আশা করা হয় পি১ সকল চাহিদা ঘনিষ্টভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা, যাচাই বাছাই এবং পর্যবেক্ষণ করে দেখবে, যাতে করে কোন উপাত্ত যেন ইসলামী মৌলিক নীতিমালাকে লংঘন না করে বা বৈপরীত্য প্রদর্শন না করে, এভাবে রূপান্তর প্রক্রিয়ার অপ্রয়োজনীয় কাজসমূহ দূরীভূত করে দেয়। যদি পি১ এই কাজগুলো করতে সফল হয়, তখন অন্য ধাপগুলো খুবই সহজেই সম্পাদিত হবে।

পি১ হল 'আল্লাহর' প্রতিনিধি, যারা নির্বাচিতও নয় আবার সামাজিকীকৃতও নয়, যা প্রাথমিক দৃষ্টিতে মনে হয়। ইসলামপন্থী হল তারা যারা গোটা মুসলিম জনসংখ্যাকে উপস্থাপন[১৪] করে, যা বৃটিশদের ক্ষেত্রে শুধু রাষ্ট্রের জনসংখ্যাকে বুঝায় (Kingsley, ১৯৪৪)। জনগণের সেবক হিসেবে তাদের আড়াল করার অতিরিক্ত কাজ তাদের কর্তব্য সম্পাদন প্রয়োজন অনুসারে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রভাবিত করে না।

এটা উল্লেখ করা দরকার যে, Kingsley ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের উপর বিশ্লেষণে যাকে "প্রতিনিধিত্বশীল আমলাতন্ত্র" বলে উল্লেখ করেন, এবং তিনি নিয়মিত রাজনৈতিক সাংবিধানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সামাজিক ও শ্রেণীস্বার্থের উপরই জোর দিয়েছেন। তার প্রধান যুক্তি হলো যে, আমলাতন্ত্র শুধু এ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল যে, তারা ব্যাপক অর্থে প্রতিনিধিত্বশীল। Kingsley -র মৌলিক অনুমানটা হলঃ এ সময়ে (১৯৪০ এর শুরুতে) ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের গঠন তাকে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বশীল বানিয়েছে এবং এটি সম্ভাবনাহীন যে, রাষ্ট্রের শ্রেণী কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে এটি সফলভাবে কাজ করে (Kingsley, ১৯৪৪)। তাঁর উপসংহার হলঃ আমলাতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক হতে হলে, অবশ্যই তাকে দলের প্রতিনিধিত্বশীল হতে হবে, যাদের তারা সেবা প্রদান করে।

যদি Kingsley-র উপসংহার যুক্তিসঙ্গত হয় তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে, আমলাতন্ত্রকে ইসলামী হতে হলে তাদের অবশ্যই দলীয় প্রতিনিধিত্ব করতে হবে, যাদের তারা সেবা প্রদান করে (ইসলামী সরকার, ইসলামী *মজলিস*, সংসদ, এবং ইসলামী জনগণ)। পূর্বের অধ্যায়ে ইসলামী সরকার, কখনই একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্রীয় সরকার যেভাবে হয় সেভাবে হয় না বা হতে পারে না, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এটি ধর্মনিরপেক্ষও নয় কিংবা জাতীয়ও নয়, বরং আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামী। যদি এ বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বুঝা না যায় তবে ইসলামী মডেল সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে।

ইসলামী প্রশাসন ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই দরকার। ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসকগণের যেরকম সাংগঠনিক তত্ত্বের উপর প্রশিক্ষণ, বাজেট তৈরীর কৌশল ও পদ্ধতি, নীতি বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সাংগঠনিক উন্নয়ন (অন্যান্য গুলোর মধ্যে) দরকার হয়, তেমনি পি১-র প্রশিক্ষণেও ইসলামী মূলনীতি ও আদর্শের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে আরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সাংগঠনিক তত্ত্বের উপর প্রশিক্ষণ, বাজেট কৌশল ও পদ্ধতি, নীতি বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সাংগঠনিক উন্নয়ন (অন্যান্যগুলোর

www.pathagar.com

মধ্যে), তবে যেভাবে এগুলো পাশ্চাত্য সমাজে[১৫] বর্তমান সেভাবে অধ্যয়ন করা যাবে না। এগুলো ইসলামের তত্ত্বগত কাঠামোর মধ্যে অধ্যয়ন করা উচিত, অর্থাৎ যা ইসলাম অনুমোদন করে তা গ্রহণ করা এবং যাকে অনুমোদন করে না তা বর্জন করা। ইসলামী '*শরীয়া'হ*' যে সকল আইন ও নিয়মকানুন প্রদান করে তা ন্যায়সংগত, মানবিক ও নৈতিক। ইসলামী মডেলে প্রশিক্ষণের বিশেষ ও স্বতন্ত্র দিক হলো, বস্তুত ইসলামই এখানে একমাত্র মাপকাঠি ও প্রধান মানদন্ড যার মাধ্যমে সবকিছু পরিমাপ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বাজেটের কৌশল ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন মানুষের উদ্ভাবন কৌশলের মাধ্যমে নতুন ধারণার উদ্ভব হয় এবং তা যদি সঠিক হয় ও ইসলামের কোন নির্দেশনা বা আইনের সাথে বিরোধপূর্ণ না হয় এবং যদি এগুলো স্থানীয় পরিস্থিতির ক্ষেত্রে উপকারী ও প্রয়োগযোগ্য হয় তবে ইসলামে এসব ব্যবহারে কোন নিষেধ নেই। এ কথা বলা যেতে পারে, সাংগঠনিক তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সাংগঠনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও। বার্ষিক অর্থ প্রশাসন বা বাজেটের ক্ষেত্রে *রিবা*'-র (সূদ, মুনাফা ইত্যাদি) একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্যে এটাকে যাই বলা হোক না কেন, সুদ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং ইসলামে এটাই শেষকথা। সম্ভবত Michael Hudson (১৯৮০:৭)-র ভাষায় যা ইতিমধ্যে উদ্বৃত হয়েছে, আমরা যেদিকে দৃষ্টি দিতে চাই না, তাই আমাদের স্মরণ করে দেয়:

> এটাই সত্য যে, রাজনৈতিকভাবে গঠিত পাশ্চাত্য সমাজ যেখানে মানবকেন্দ্রিক, সেখানে রাজনৈতিকভাবে গঠিত ইসলামী সমাজ স্রষ্টাকেন্দ্রিক। উভয় সমাজই বেশী নমনীয় বা বস্তুগতভাবে সফল যাই হোক না কেন, বা একটি অন্যটির চেয়ে বেশী সহনশীল বা যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক উন্নয়নের আদর্শিক পর্যায়ে সার্বজনীন পরিস্থিতিতে এক রৈখিক গতিধারা চিত্রায়িত করার কোন ভিত্তি নেই। বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন আদর্শ রয়েছে।

যদি 'প্রশাসনিক উন্নয়ন' ধারণাটিকে 'রাজনৈতিক উন্নয়ন' ধারণাটির স্থলাভিষিক্ত করা হয়, একই শর্ত প্রয়োগ করা যাবে যে, 'বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারণা রয়েছে' এবং সাধারণত সংস্কৃতি ও আদর্শের দ্বারা নির্দেশিত দর্শন নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোকে বিবেচনা বা উপলব্ধি করা হয়।

পি১-র সবাইকে মুসলিম হতে হবে এমন নয়, কিন্তু দলের সার্বিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে হতে হবে ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ। ইসলামী প্রশাসনের ইতিহাসের অনেক ঘটনা প্রতিপাদন করে যে, অনেক অমুসলিম প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন[১৬]।

এ মডেলের একটি বিশেষ স্তরে পি১ -র গুরুত্বের একটা কারণ নিহিত আছে তাদের কার্যকর ও গতিশীল ভূমিকার উপর। এসব লোকজন বা পি১ ব্যবস্থার সদস্যগণ এ ব্যবস্থায় কোন কিছুর (উপাত্ত) নিষ্ক্রিয় প্রেরণকারী নয়, এরা এগুলোকে মন্থর গতিতে আত্মস্থ করে এবং নীতিমালা বরাবর পি৫ এ সরাসরি প্রেরণ করে, যা অন্যান্য সামাজিক পদ্ধতি বা প্রশাসনিক পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। অধিকন্তু, তারা এ প্রক্রিয়ায় জড়িত সকল দিক ও

www.pathagar.com

বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশনা, পরিমার্জন এবং উদ্ভাবন করতে পারে। এভাবে পি১ সহজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং সংগঠিতভাবে যে কোন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে (Easton, ১৯৬৫)।

তাছাড়া সার্বিক ইসলামী ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে একইভাবে বৈশিষ্ট্যায়িত করা যায়, যেভাবে Easton (১৯৬৫:১৩৩) বর্ণনা করেন, একটি 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল একটি লক্ষ্য নির্ধারণ, আত্ম পরিবর্তনমুখী এবং সৃজনশীল সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা'। এর কারণ হল, ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পি১ মানুষ সমন্বয়ে গঠিত, যারা ঐ ব্যবস্থার পরিবেশে সকল বিশৃঙ্খলা রোধ করতে, গঠনমূলকভাবে কাজ করতে, মূল্যায়ন করতে এবং চলতে সক্ষম। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে, তারা যে কোন রকম বিশৃঙ্খলা নিরসন করতে চায়, যা ব্যাপকভাবে চাপ বা হুমকি তৈরীতে সক্ষম। Easton (পূর্বোক্ত)-র মতে, চাহিদা ও যোগানসমূহ উপাত্ত আকারে পি১ বা ঐ পদ্ধতির সদস্যদের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নিরিখে গড়ে তোলা যেতে পারে যা তাদের জ্ঞান, সম্পদ ও আকাংখা অনুমতি প্রদান করে। এটিও যোগ করা যেতে পারে যে, পি১-র এসব উদ্দেশ্য ও আকাংখা অবশ্যই উক্ত ব্যবস্থার সার্বিক আদর্শ তথা ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, বা অন্ততঃ বৈপরীত্যমূলক হবে না।

এ মডেলের পি১ -র অবস্থান ও গুরুত্বের অন্য একটি কারণ হল, মানুষের মর্যাদার জন্য ইসলাম যে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদান করে তার প্রতিফলন। সরকারী কর্মকর্তাদের দল পি১ এ ব্যবস্থায় কোন ধরনের দাবী করা উচিত বা কোনটা উচিত নয়, তা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ইসলাম সম্মতভাবে সর্বোচ্চ নৈতিক আচরণে কাজ করবে। অন্য কথায়, সাম্যকে[১৭] পরিপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে উপলব্ধি করতে হবে, কারণ এ দলটি শুধু তার উর্ধ্বতনদের নিকট জবাবদিহি তা নয়, বরং তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার নিকটও জবাবদিহি। এর কারণ হল যে, পি১-র সদস্যগণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে যা নিজ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ, ঐ সময়টা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ বলে বিবেচিত হয়, ঐ সময়ে সবাই তার কৃত কর্মের পর্যালোচনা করে এবং তাঁর অন্যায় বিচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। স্থায়ীভাবে ধর্মীয় কার্যকলাপ সরকারী কর্মকর্তাদের স্মরণ করে দেয় কর্মীর অসীম শক্তির কথা। যদিও সে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার গোয়েন্দাগিরি ও নিয়ন্ত্রণকে ফাঁকি দিতে পারে। অতএব, সে নিশ্চিত হবে যে, চাহিদাসমূহ ঐ ব্যবস্থায় উপাত্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। এ উপাত্তগুলো ছাড়া যথাযথ কর্মপন্থা চিহ্নিত করা কঠিন হবে,যার মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যা ঘটছে তার উপর সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যাপক চাহিদা ও আচরণের প্রভাব পড়বে। উপাত্তসমূহ সংক্ষিপ্ত চলকসমূহকে সেবা প্রদান করবে, যা প্রশাসনিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সামাজিক পরিবেশের প্রতিটি বিষয়ের উপর মনযোগ আকর্ষন করে এবং একটা প্রতিচ্ছবি প্রদান করে। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবার পূর্বে পি১ এ ধরণের উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার জন্য কাজ করবে।

উপাত্তের এ বাহ্যিক উৎস গোটা ব্যবস্থার বাহ্যিক যে কোন ঘটনা বা কার্যকলাপকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা যে কোন ও প্রতিটি সম্ভাব্য পন্থায় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন,

www.pathagar.com

সংশোধন বা প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, Easton (১৯৬৫, ১৯৭৭) ফোকাস হিসেবে উপাত্ত তৈরীতে, চাহিদা ও যোগানের কথা বলেন এবং ব্যবস্থা বিশ্লেষণে সাহায্যকারী হিসেবে তত্ত্বগত উপকরণের কথা বলেন, যা গোটা ব্যবস্থার উপর সঠিকভাবে প্রধান পরিবেশগত প্রভাবের প্রতিচ্ছবি প্রদান করে। তাছাড়া পি১ এটি ধরে নেয় যে, চাহিদা ও যোগানের উপাত্তের বিচ্যুতির মাধ্যমে পরিবেশগত ব্যবস্থার ফলাফল প্রশাসনিক ব্যবস্থাতে রূপান্তরিত করা হবে।

এ মডেলের পি১ বা সরকারী কর্মকর্তাদের পরবর্তী স্তর হল, এ চাহিদা ও যোগানকে বিন্যস্ত করা যাকে বলা হয় পি৩ –সমস্যা। সমস্যা কার্যকরভাবে না সূচক নয়, কিন্তু বাহ্যিক পরিবেশ তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থার বাহির থেকে এটি উন্নয়নে চাহিদা বা যোগানের প্রতিচ্ছবি প্রদান করবে। এখন, *দিওয়ান* পি২ তে সরকারী আমলা বা জনগণ পি১ -র সমস্যা বা সমস্যাবলী পি৩ রয়েছে, যার জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কার্য প্রক্রিয়া পি ৪ বা রূপান্তর প্রক্রিয়া। এ আচরণ যে গঠন ও কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত তা এক মডেল থেকে অন্য মডেলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা নির্ভর করে কোন নির্দিষ্ট মডেল যে মূল্যবোধগুলো প্রতিফলিত করতে চায় তার উপর।

সংগঠনের[১৮] সনাতন মডেল বা তত্ত্বসমূহ, উদাহরণস্বরূপ, সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রশাসনিক কার্যাবলীর উপর জোর দেয়, যা যৌক্তিক ও পূর্বাভাষকৃত কর্মচারী আচরণের নিশ্চয়তা বিধান করে। Frederick W. Taylor-র বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, Luther Gulick এবং Lyndall Urwick-র ব্যবস্থাপনার মূলনীতি (POSDCORB)[১৯] এবং Max Weber-র আমলাতান্ত্রিক মডেল হল কিছু উদাহরণ, যেখানে পদক্রমিক ব্যবস্থা বা কাঠামো হল সর্বোচ্চ। 'একটি সর্বোত্তম পন্থা', 'POSDCORB', 'শ্রমবিভাজন', 'আদেশের ঐক্য', 'নিয়ন্ত্রণ পরিধি' এবং 'কর্তৃত্বের কাঠামো' হল পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্য যা সংগঠনের এসব মডেলের পদসোপানিক ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। তার মানে এ নয় যে, সকল পশ্চিমা মডেল পদসোপানিক কাঠামোর উপর জোর দেয়, যদিও Frederick C. Thayer (১৯৭৩:৪৪-৮০) বিশ্বাস করেন যে, 'গণতন্ত্র' হল পদসোপান ও বিচ্ছিন্নতা এবং 'পরিপূর্ণ চুক্তি বা বিবাহের মতো', যা "গণতান্ত্রিক তত্ত্বের" জন্মদাতার মত সাংগঠনিক তত্ত্ব, পদসোপান ও প্রতিযোগিতার উপর জোর দেয়। মানবিক সম্পর্ক মডেল ও লোক পছন্দ মডেলের মত মডেল ও তত্ত্বগুলো পদসোপান ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর উপর জোর দেয় না এবং জোর দেয় আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক ও আন্ত:দলীয় সম্পর্কের উপর, যোগাযোগ, কার্যসন্তুষ্টি, ব্যক্তিগত অগ্রগতি ও ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং জনগণের পছন্দ বা ইচ্ছা এবং চাকরীতে প্রবেশের সমান অধিকারের উপর।

যে মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদন্ড একটি মডেল অর্জন করতে চায় তা সাধারণত তার সদস্যদের আচরণ ও আন্ত:ক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয়, যা পি৪ বা রূপান্তর প্রক্রিয়ায় স্থান করে নেয়। ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের ক্ষেত্রে, কোরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও প্রক্রিয়া '*শূ'রা*' হল প্রধান কার্যপ্রণালী যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী যা

www.pathagar.com

ব্যবহার করতে বাধ্য। Pateman (১৯৭০)-র মতে এ *শূ'রা* গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা একটি অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা কার্যপ্রণালীর থেকে ভিন্ন রকমের। তার কারণ হল, এ প্রক্রিয়ার উৎকর্ষতা, যা সর্বোচ্চ ভোটকে অগ্রাধিকার দেয় না (৫১% ব্যক্তি ৪৯% ব্যক্তির উপর প্রাধান্য পাবে বা নির্দেশনা দিবে)[২০], কিন্তু ঐক্যমত্যের উপর জোর দেয়। এখানে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যাতে সর্বোচ্চের স্বার্থ প্রাধান্য পায় না, বা এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর লোকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। যদি এটি বুঝা না যায় তবে *শূ'রা* সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

কোন বিশেষ কাঠামোগত আচরন *শূ'রা* প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রয়োগ বা পরিচালনায় ঐশ্বরিক বলে বিবেচনা করা হয় না। যা হোক, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্ব নামক প্রতিষ্ঠানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে রকম মানব শরীরে মাথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছাড়া অন্যটি অচল যেমন নেতা তার অনুসারী ছাড়া অচল, যে রকম শরীর ছাড়া মাথা অর্থহীন।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে রূপান্তর প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এ বিষয়টাকে পরিশুদ্ধ করবে। অতীত পর্যালোচনায় এটা বলা হয়েছে যে, কাঁচামাল যা গোটা ব্যবস্থাতে উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য চাহিদা ও যোগান আকারে উপাত্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা এক ব্যাপক রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীতিমালা আকারে পি৫ স্থানান্তরিত হয়েছে যা চিত্র ৬.১-এ দেখানো হয়েছে পি৪ হিসেবে এবং বক্স ১-এ প্রদর্শিত হয়েছে পি২ এর মধ্যে বা বক্স ২ এ প্রদর্শিত হয়েছে, তা হল প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি ইউনিট *দিওয়ান* (সালা, ব্যুরো, বোর্ড, মন্ত্রণালয়, অফিস ইত্যাদি)। Easton-র মডেলের মত রূপান্তর প্রক্রিয়া কর্তৃপক্ষের দিকে ধাবিত না হয়ে, কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয় যেখানে বিভিন্ন স্থান ও পদের অফিসারগণ সমস্যা পি৩ গ্রহণ করেন, এগুলোকে আলোচনা করেন, বিশ্লেষণ করেন এবং পরামর্শের মাধ্যমে বা *শূ'রা*-র মাধ্যমে যেখানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উত্তর প্রদান করা হয়, যা মানবিকভাবে সম্ভব।

শূ'রা

এ মডেলের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যের কারণে, রূপান্তর প্রক্রিয়া হিসেবে *শূ'রা* বা পরামর্শ সম্পর্কে এখানে এর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা দরকার। যদিও এর রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এখানে দেখব কিভাবে *শূ'রা* এ মডেলে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং কিভাবে এটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় কাজ করে। তাছাড়া পি১ -র একটি কৌশল হিসেবে *শূ'রা* -র আলোচনা করা হবে, যার মাধ্যমে সংগঠনে দৈনন্দিন রুটিন সিদ্ধান্তসমূহের চেয়ে *উম্মাহর* উপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যে পৌঁছার চেষ্টা করা হয়।

আরবী ভাষায় *শূ'রা* শব্দটি আক্ষরিক অর্থে বুঝায়, এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোষ থেকে মধু সংগ্রহ করা হয় (Ishaque, ১৯৭৮:১৭০)। সমাজের মধ্যে রাজনীতি ও প্রশাসনের প্রেক্ষিতে, এর অর্থ হল যতক্ষণ না ঐক্যমত্য হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি চলমান কথোপকথন। এটি অধিকতর কার্যকর একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু অন্য একটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের চেয়ে এটি অধিক জটিল। Ishaque

www.pathagar.com

(পূর্বোক্ত)-র মতে, 'পাশ্চাত্য ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি'-র অধীনে একবার সংখ্যাগরিষ্ঠরা বা আইন প্রণেতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, তা বৈষম্যমূলক হলেও একে মানদন্ড করা হয় এবং কোন রকম অবলম্বন ছাড়াই তা মানতে বাধ্য করা হয়। ইসলামে রাজনৈতিক তত্ত্বে ছাঁছে ধাতু ঝালাই করে নিক্ষেপ করা হয়। এর ক্ষমতা প্রয়োগের সীমা নির্ধারিত হয় আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের মাধ্যমে এবং *শূ'রা* হল এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক (কোরান, সূরা ৪২:আয়াত ৩৯)। সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক কাজ হল, যতটা সম্ভব সম্প্রদায়ের জীবনের বিভিন্ন দিককে *শূ'রা*-র নীতিমালা প্রয়োগ ও তার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কার্যে একতা প্রতিষ্ঠা করা। (কোরান, সূরা ৪২:আয়াত ৩৮)। এভাবে একজন দায়িত্ব হস্তান্তরের ত্রুটি ও তাদের স্বাধীনতা হারানো থেকে সম্প্রদায়কে রক্ষা করে।

প্রশাসনে *শূ'রা* সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এভাবে এটি প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ মডেলের রূপান্তর প্রক্রিয়ার পি৪ প্রক্রিয়া বা কার্যপ্রণালী যে কোন প্রশাসনিক পদ্ধতির একটি অপরিহার্য অংশ। অন্যান্য মডেলগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা/সংখ্যালঘিষ্ঠতা (সর্বোৎকৃষ্টতা), বা অতিরিক্ত মানবীয় (যেমন, কৌশলগত) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী বা নীতি কাজে লাগানোর প্রবণতা রয়েছে। সংখ্যা লগিষ্ঠতা বা সর্বোৎকৃষ্টতা মৃত অভ্যাগম যা Edward Shils (১৯৬৫)-র কাজে প্রতিফলিত হয়েছে, যাকে তিনি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলিট অভ্যাগম বলে প্রচার করেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন (পৃষ্ঠা ৮৬) যে, 'বর্তমান শতকে কোন নতুন দেশই নিজের আধুনিকায়ন করতে পারবে না কোন এলিটের সাহায্য ছাড়া যা চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে শক্তিশালী'। *শূ'রা* -র ধারণা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় *ঐক্যমত্য* প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়, যা কোনভাবেই শুধুমাত্র এলিটদের জন্য নয়, কিন্তু সর্বোৎকৃষ্টের অভ্যাগমের তা করা হয় না। বিভিন্ন মডেল অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কৌশল হিসেবে নিম্নের তিনটি মডেল কিছুটা ধারণা প্রদান করতে পারে। *শূ'রা* প্রক্রিয়াটি যা ইসলামে একটি উৎকৃষ্ট মডেল, তা বিশ্লেষণের পূর্বে এখানে ঐ মডেলসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া দরকার।

পাশ্চাত্যের শিল্পোত্তর সমাজের কার্য প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞ ও সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা প্রশাসনকে কেন্দ্রীয়ভাবে নীতি প্রণয়নে ভূমিকা পালনের জন্য উদ্ধুদ্ধ করে। Glendon Schubert (১৯৬০) উদাহরণস্বরূপ, এটাকে লোক প্রশাসন ও লোক নীতির ক্ষেত্রে জনস্বার্থ অর্জনের জন্য একটি আদর্শবাদী অভ্যাগম হিসেবে চিহ্নিত করেন।

যখন প্রশাসনকে একটি যন্ত্ররূপে বিবেচনা বা চিত্রায়িত করা হয়, যার প্রয়োজন হয় তার জীবাণু দূর করা', তখন অন্যান্য অভ্যাগমের উন্নয়ন হয়। ভিত্তিগত অনুমান হল যে, প্রশাসনিক যন্ত্র হল পূর্ণতা পাবার জন্য এবং যখন এতে পূর্ণতা বা উৎকর্ষতা সাধিত হয়, তখন আইন প্রণেতা এবং নির্বাহী কর্তৃক যে সকল নীতিমালা নির্ধারিত ও তৈরী করা হয়, তা পরিচালনা করার জন্য প্রশাসন একটি উপায় বা যন্ত্রপাতি হিসেবে কাজ করে। Schubert-র এ প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করেন *যৌক্তিকতাবাদ* অভ্যাগমের মাধ্যমে যা জনস্বার্থ অর্জনে কাজ করে।

www.pathagar.com

জনস্বার্থ অর্জনে তৃতীয় অভ্যাগমটি হল, প্রশাসন হল বাস্তব ঘটনা ও মূল্যবোধের একটি আবর্তন প্রক্রিয়া এবং তাদের জন্য একটি লক্ষ্যবস্তু যারা জননীতিকে প্রভাবিত করতে চায়। Schubert একে জননীতির প্রক্রিয়ায় বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিকোণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। অবশ্য এটা, পশ্চিমে একটি বহুত্ববাদী দৃষ্টিকোণ এবং ইসলামী বা *শূ'রা* প্রক্রিয়ায় যা মুসলিম বিশ্বে *ঐক্যমত্যের* দিকে ধাবিত, তার মতো। উদাহরণস্বরূপ, Schubert যখন, সঠিকভাবে উল্লেখ করেন যে, বহুত্ববাদীতা জনস্বার্থে পৌঁছতে পারে এমন দাবী করে না, বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিশেষ স্বার্থগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা চালায়, যা কিনা বহুত্ববাদী জননীতির সর্বশেষ ফলাফল, এটি ইসলামে একরকম নয়। ইসলামী প্রক্রিয়ার সফলতা বা ব্যর্থতা কতিপয় বিশেষ স্বার্থের সংরক্ষণের দ্বারা বা এলিটদের স্বার্থ সংরক্ষণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না, কিন্তু ব্যাপকভাবে জনস্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এবং এটা *শূ'রা* ছাড়া করা যেতে পারে না।

ইসলামের ইতিহাসের *শূ'রা* তত্ত্ব ও বাস্তবে উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালার একটি হিসেবে, শাসক ও শাসিতের দায়িত্বাবলী এবং একটি সঠিক প্রক্রিয়া ও পাশাপাশি ন্যায়বিচারের একটি ভিত্তি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এ মৌলিক নীতিমালা ও প্রক্রিয়ার ব্যবহার, মুসলিম জনগণের একটি কর্তব্য ছিল এবং এখনও আছে। সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে আমরা আজ যা জানি বা অবগত আছি, সেগুলো এক সময় থেকে অন্য সময়ে বিভিন্ন রকম হয় এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজেও ভিন্ন হয়। এসব মৌলিক নীতিমালা ও প্রক্রিয়াগুলোর সহজলভ্যতা, যা হোক, এখনও আছে। একমাত্র পার্থক্য হলো তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট যুগে বা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য তা উপযোগী হিসেবে তৈরী করা।

শূ'রা হল ইসলামের অনেক মূলনীতি এবং প্রক্রিয়ার একটি, অন্যান্য মূলনীতির মধ্যে আছে ন্যায়বিচার, শাসক ও শাসিতের দায়িত্বাবলী, ইসলামী *শরীয়া'হ্*-র প্রতি রাষ্ট্রের আনুগত্যতা এবং এর থেকে উৎসারিত আইন ও বিধিবিধানের প্রতি আনুগত্যতা, এবং জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা। এগুলো শুধুমাত্র ইসলামেরই মূলনীতি; সবগুলোই শুধুমাত্র মুসলিম, বিশেষত শাসক ও শাসিত, *উলামা* ও সাধারণ জনগণ হিসেবে উভয়ের নির্দিষ্ট কোন অমিশ্রিত সমাধান এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যা নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে *ইজতিহাদের* মাধ্যমে উদ্ভূত।

শূ'রা বা পরামর্শকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে দু'রকম বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রথমত, *শূ'রা* প্রয়োগ যোগ্য হবে না কোন সমস্যা বা বিষয়ের ক্ষেত্রে, যে জন্য পবিত্র কোরানে বা সুন্নাহ-তে একটি স্পষ্ট ও যথাযথ আদেশ (কর্তৃপক্ষীয় লিখিত আদেশ) রয়েছে, যার উভয়ই সরকারী ও বেসরকারী আইনের (*শরীয়া'হ্*) প্রাথমিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত। এরকম বিষয় বা সমস্যা বা কার্যাবলী সংজ্ঞাগতভাবে *শূ'রার* পরিধির বাইরে, যদি কর্তৃপক্ষীয় লিখিত আদেশ এ সম্পর্কে সহজলভ্য হয়; তারা *শূ'রার* অধীন যদি শুধুমাত্র *শূ'রার* বিষয়বস্তু তাদের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন বা কার্যের ক্ষেত্রে আবর্তিত হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত *শূ'রা* হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া ও প্রণালী। যদি কোন সমস্যা বা একটি বিষয় *শূ'রা* তে উত্থাপন করা হয়, তখন ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণকারীদের এমন কোন পরামর্শ করা বা সিদ্ধান্ত দেয়া উচিত হবে না যা কোরান ও সুন্নাহতে বিদ্যমান আইনের প্রয়োগে বিরোধ সৃষ্টি করে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ফলাফলের ভিন্নতা *শূ'রাকে* অকার্যকর ও অর্থহীন করে তুলে ('Audah, ১৯৬৭; 'Uthman, ১৯৬৮; el-Awa, ১৯৮০)। যা হোক, এ দু'রকমের বাধ্যবাদকতার বাইরে (যা একটি সীমাবদ্ধতার দু'টি অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে অর্থাৎ *শূ'রার* নিকট উত্থাপিত বিষয় সংক্রান্ত বক্তব্য মানতে এবং ঐ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্যবাধকতা) যে কোন বিষয়, যার উপর কোন কর্তৃপক্ষের কর্তৃপক্ষীয় আদেশ নেই তা *শূ'রার* বিষয় যদি তা ইসলামী *উম্মাহর* সরকারী কার্যাবলীর আওতার মধ্যে পড়ে (el-Awa, ১৯৮০:৯১)।

বস্তুত, ইসলামী আইনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে এটি অধিক যুক্তিসঙ্গত যে, শুধুমাত্র পরামর্শ করার মূলনীতি ও সাধারণ নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে কোন বিষয় নির্দিষ্ট না করেও অপরিচ্ছন্নভাবে *শূ'রার* নিকট উত্থাপন করা যেতে পারে, এবং উত্থাপিত ব্যাপক সব বিষয় নির্দিষ্ট একটি সময় ও স্থানে ইসলামী আইনে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য মুসলিমদের আলোচনা করতে দেয়া উচিত, যেহেতু ইসলাম নির্দিষ্ট কোন জনগণ কিংবা নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য নয়। el-Awa (পূর্বোক্ত)-র মতে,

> স্পষ্টত আলোচনার বিষয়বস্তু যা *শূ'রা*-য় উত্থাপন করা হয়, তা সবসময় সুক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতির, যা ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এ যাবত দৈনন্দিন প্রশাসনিক বিষয়গুলো যা রাষ্ট্রের শাসন ও প্রশাসনিক শাখাসমূহের সাথে যুক্ত, তা তার প্রকৃতি ও জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কারণে *শূ'রায়* উপস্থাপিত হতে পারে না, তবে, ব্যতিক্রম হল, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সমস্যাবলীর সাথে সব কর্মচারীদের প্রভাবিত করতে পারে এমন সব বিষয় জড়িত থাকে তা *শূ'রায়* উপস্থাপিত হতে পারে।

ইসলাম দু'টি প্রধান দলের উপর *শূ'রা*-র বাস্তব প্রয়োগে বিশ্বাস করে: ক) *ahl al-hal wal-aqd* (*উলামা* যিনি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সীমিত আইনগত কার্যাবলী সম্পাদন করেন), এবং খ) *ahl al-ijtihad* (আইনবিদদের একটি দল যারা স্বাধীন বিচার বিবেচনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামী *শরীয়া'হ্*র মৌলিক উৎসসমূহ থেকে আইন কানুন বের করে আনতে সক্ষম, এটি একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যা এ সব শিক্ষিত লোকদের মাধ্যমে *শরীয়া'হ্*র ভিত্তিতে গৃহীত হয়, যা আইন কিংবা নিয়মকানুন তৈরী করে, যা বিধিবদ্ধ)। Michael Hudson (১৯৮০:৪) লিখেন যে, এ পরামর্শ প্রক্রিয়া *আল-শূ'রা*-র মাধ্যমে, *ijma* নামক একটি সঠিক সাম্প্রদায়িক *ঐক্যমত্য* গঠিত হয়, যা কোন একটি বিশেষ ব্যবহারিক বিষয়ের[২১] উপর ঐশ্বরিক আদেশ প্রয়োগের মাধ্যমে করা হয়।

www.pathagar.com

একজন অষ্ট্রিয়ান মুসলিম Muhammad Asad-র মতে, তাদের (বিশ্বাসীদের) *শূ'রা* সম্পর্কিত কোরানের আয়াতটির অর্থ হল তাদের নিজেদের (পরিচালিত) মধ্যে তাদের সাম্প্রদায়িক সব বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা (*amr*) বা পরামর্শ করা। Asad (১৯৬১:৪৪) উল্লেখ করেন, এই *nass* হল একটি কর্তৃপক্ষীয় আদেশের মতো, যা অবশ্যই মৌলিক হিসেবে পরিগণিত, যা প্রশাসনসহ সব রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তার মূল দর্শন হিসেবে পরিগণিত। এটি এতই বোধগম্য যে, রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা উপনীত হয় এবং এটি এতই অভিব্যক্তিপূর্ণ ও দ্ব্যর্থহীন যে, কোন অযৌক্তিক ব্যাখ্যাই তার অন্তর্নিহিত অর্থ পরিবর্তন করতে পারে না। Asad চিহ্নিত করেন যে, এ কর্তৃপক্ষীয় আদেশে *amr* শব্দটি সম্প্রদায়গত সব সাধারণ কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য আরও অনেক। এটি এদিকটিও নির্দেশ করে যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে কিভাবে সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে: অর্থাৎ, সকল সরকারী কর্তৃপক্ষের অন্তর্গত সকল ঐচ্ছিক মূলনীতিগুলোকে নির্দেশ করে। Asad উপসংহারে বলেন, ওগুলোর বাইরে, '*amruhum shura baynahum* আয়াতাংশটি আক্ষরিক অর্থে, তাদের সম্প্রদায়গত কার্যাবলী *হল* তাদের নিজেদের মধ্যেকার শলা পরার্মশ', যা শুধুমাত্র তাদের সবধরণের রাজনৈতিক কার্যাবলীর আদান প্রদান নয়, বরং পরামর্শের সাথে সমার্থক, যার অর্থ হল রাষ্ট্রের আইনগত ক্ষমতা অবশ্যই একটি প্রতিনিধি সভার নিকট নিযুক্ত থাকা দরকার, যারা তাদের সম্প্রদায় কর্তৃক পছন্দের ভিত্তিতে বিশেষ এ কাজের জন্য নিয়োজিত হয় (পূর্বোক্ত, ৪৪-৫)।

এ বিধানসভা (সংসদ, কাউন্সিল, বা যে নামেই দেয়া হোক না কেন) *মজলিস আস্ শূ'রা*[২২] -র আকার ধারণ করতে পারে, যা একটি স্বাধীন সভা, যা *শরীয়া'হ্* ও ইসলামের উপর কিছু বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত, যেমনটি রয়েছে জ্ঞানের অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের ক্ষেত্রে ও এসব ব্যক্তিগণ অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্যও উপদেষ্টা ও পরামর্শমূলক কার্যাবলী পালন করতে পারেন যেমনটি হতে পারে আমাদের মডেলের পি১-র ক্ষেত্রে। ইসলাম ও *শরীয়া'হ*র উপর এ বিশেষজ্ঞতা ও জ্ঞান তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম করে তুলে যা পরবর্তীতে *fatwa*-র আকার ধারণ করে, এবং এটি একটি আইনগত ইসলামী অভিমত। এটি অবশ্যই গুরুত্ব দেয়া উচিত যে, উপরে যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে, এ বিষয়টা শুধুমাত্র একটি চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতির কারণে গ্রহণ করা হতে পারে।

প্রতিদিনকার মতো রুটিন মাফিক প্রশাসনিক বিষয় যা প্রায়ই পি১-এ অন্তর্ভুক্ত, তা *শূ'রা* সাদামাটাভাবে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে, পি১ *শূ'রা*কে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা-র দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করতে পারে। *ঐক্যমত্য* যা সংজ্ঞাগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, এখানে তা হল একটি সিদ্ধান্তের নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌছানো, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নয়, বরং ইসলামী আইনের মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন সাংগঠনিক, সামাজিক অনুষ্ঠান ও পার্টিতে মদ পরিবেশন করার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত থাকে (শুধু একটি উদাহরণ দেবার জন্য ব্যবহৃত) তবে সে সিদ্ধান্ত হবে ভুল ও অর্থহীন, যেহেতু এটি

www.pathagar.com

ইসলামের মৌলিক একটি সিদ্ধান্ত- মদ জাতীয় পানীয় পান করা নিষিদ্ধ- এর সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে। এ রকম আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।[২৩] কিন্তু, এটি বলা যথেষ্ট যে, *শূ'রা* সম্পৃক্ততা হল, ইসলামী আইনে যেসব মৌলিক নীতি সত্য বলে বিবেচিত তা, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যা পরামর্শ দেয়া হয়েছে তা পালন করা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া বা নতুন কিছু উদ্ভাবন না করা; যখন জীবনের সাধারণ সব কার্যাবলীর কথা আসে, তখন সেক্ষেত্রে যে আদেশ আসে তা পালন করা, যা নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন করা, এবং যেখানে আইন প্রণেতারা নিশ্চুপ সেক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং ঐ নিয়মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (Maududi, ১৯৬৯:৮১-৮)। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের মডেলে এটি সম্প্রসারণ করলে দেখা যায়, পি১ রাজস্ব ও অর্থ প্রশাসনের ক্ষেত্রে সুদের কারবার বা মুনাফাকে আইনানুগ করার কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সাংগঠনিক হাতিয়ার ব্যবহারের জন্য যেমন PPBS,[২৪] নীতি বিশ্লেষণ, উৎপাদনশীলতা মূল্যায়ন, শূন্য-ভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন, পুন:সংগঠন এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে যা সহায়তাপূর্ণ হলে ব্যবহার করতে ইসলামে কোন নিষেধ নেই।

শূ'রা সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনা নিম্নোক্ত উপসংহারে নিয়ে আসে (Tawail, ১৯৮১:৬১):

একটি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া হিসেবে *শূ'রা* ইসলামী নেতাদের জন্য বাধ্যতামূলক, যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এর পরামর্শকে বিবেচনায় আনতে বাধ্য যা জনস্বার্থকে প্রভাবিত করে, আর যে ব্যাপারে মুসলিমদের কোরান, সুন্নাহ বা *ইজমা*তে স্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই (*nass*) সে বিষয়েই *শূ'রা* ব্যবহৃত হয়।

শূ'রা ইসলামী প্রশাসনিক নেতাদের জন্যও বাধ্যতামূলক, কিন্তু এর কোন বিষয়ে পরামর্শ তাকে মানতে বাধ্য করে না, যদি সেখানে ঐ বিষয়ে প্রচলিত কোন নির্দেশনা (*nass*) স্পষ্টভাবে থাকে, যার কারণে মতামতেও ভিন্নতা আসে এবং সেক্ষেত্রে নেতার মতামত সংখ্যাগরিষ্টের মতামতের চেয়েও ভিন্ন হয়।

সকল মুসলিমের জন্যও *শূ'রা* বাধ্যতামূলক এবং তাদের জন্য এটি তাদের জীবনের একটি পদ্ধতি। এটি তাদের সরকারী ও সম্প্রদায়গত সব কার্যাবলীর জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক এবং এটি তাদের ব্যক্তি জীবনেও মেনে চলতে সুপারিশ করা হয় কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।

যেহেতু এটি ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের সাথে সম্পর্কিত, পি৪ *শূ'রার* প্রক্রিয়া বা কার্যবিধি উপরের নির্দেশনা অনুযায়ী চিহ্নিত করা উচিৎ। পুনরায় বলতে গেলে, *শূ'রা* বা পরামর্শ অবশ্যই দরকার যখন কোন সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তসমূহ বৃহৎ সম্প্রদায় কিংবা ইসলামী *উম্মাহ*-র প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়। রুটিন মাফিক প্রশাসনিক অনুশীলন ও দৈনন্দিন আমলাতান্ত্রিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে, *শূ'রা* উপরোল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে সব বিষয়কে জটিল করে তুলতে পারে এবং এভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণে বিলম্ব সৃষ্টি করতে পারে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে ধীর করতে পারে, এবং পাশ্চাত্যের প্রশাসনিক পদ্ধতির ন্যায় কাজে বাধা ও বিলম্ব সৃষ্টি

www.pathagar.com

করতে পারে। ননরুটিন মাফিক কাজের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থা দু'টি প্রধান দলের সাথে পরামর্শ করতে উত্তরোত্তর আগ্রহী, যারা *শূ'রা* অনুশীলন করে- *ahl al-hal wal- aqd* এবং *ahl al-ijtihad* -যা সরকারের আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে অবস্থান করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, *শূ'রা* হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া যাকে প্রশাসক বা পি১ যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ মূলক একটি কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। কৌশলগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দৈনন্দিন কার্যাবলী নির্বাহের ক্ষেত্রে, *শূ'রা* তার অংশগ্রহণমূলক ও সীমিত ধারণা মনোভাব নিয়ে ব্যবহৃত হতে পারে; যেখানে, অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রে গোটা সম্প্রদায় ও সমাজ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবে, সেখানে *শূ'রা* তার বৈধ ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহৃত হবে। আশা করা হয় যে, *শূ'রা* একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্যান্যদের সাথে ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও যোগ্যতা সম্পন্ন *মুজতাহিদিন*দের (জুরি) সমন্বয়ে গঠিত হবে।[২৫] এ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী হবে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয়া এবং উপদেশ প্রদান করা অর্থাৎ এমন একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করা, যার রয়েছে একটি সর্বোচ্চ ও সাধারণ প্রভাব, এক্ষেত্রে এ রকম প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কখনও ফলপ্রসু হবে না, যদি না সে সিদ্ধান্তে কোন *শূ'রা* সদস্য কিংবা অন্তত কোন জুরি অন্তর্ভুক্ত না থাকে (el-'Awa, ১৯৮০:৯২)। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশাসন ও *শূ'রা* প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সংযোগ দরকার, যাকে সাধারণত *মজলিস আস্-শূ'রা* বলা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী প্রশাসনিক মডেলে আইনগত প্রকৃতির প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহকে যুক্তরাষ্ট্রের মতই মনে হয়,[২৬] যেখানে আমেরিকান প্রশাসনিক পদ্ধতি উত্তরোত্তর বিভিন্ন শুনানী, অংশগ্রহণ প্রথা, আদালতে গমন এবং এরকম আরও অনেক বিষয়ের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণের দিকে আগ্রহী। ইসলামী ও আমেরিকান উভয় ক্ষেত্রেই এ কার্যপ্রণালী প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার গতি মন্থর করে দেয় এবং প্রায়ই প্রতিবন্ধকতা ও বিলম্বের সৃষ্টি করে। যা হোক, ইসলামপন্থীদের দায়িত্ব হল, এ ত্রুটিবিচ্যুতিসমূহ যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

আমাদের মৌলিক ইসলামী মডেলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, চাহিদা ও যোগানই হল এ পদ্ধতির প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মৌলিক কার্যাবলী, যা উপাত্ত হিসেবে ফুটে উঠে। রাজনীতি (নীতি)-প্রশাসন দ্বৈতবাদ এখানে অস্তিত্বহীন। এভাবে, সব ব্যবস্থায় তাদের মর্যাদা ও অবস্থানের কারণে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাসহ কর্তৃপক্ষ বা সরকারী কর্মকর্তাগণ পি১ এর রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তা হল ঐ রকম চাহিদাগুলোকে ফলাফল বা নীতি পি৫ এ রূপান্তরের জন্য।

www.pathagar.com

রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদ

রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদের অনুপস্থিতি আমাদের বিদ্যমান প্রশাসনিক মডেলের চেয়ে ভিন্ন কোন অভ্যাগমের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আশা করা হয় যে, নীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এ ধরণের দ্বৈতবাদের অনুপস্থিতি বিভিন্ন বিদ্যমান মডেলে সৃষ্ট ব্যাপক সমস্যা পরিহার করতে সহযোগিতা করে। রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদের অনুপস্থিতি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তখনই বুঝতে পারব, যখন আমরা একে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করব।

প্রশাসনকে রাজনীতি থেকে পৃথক করার শক্তিশালী প্রচেষ্টার কথা অত্যন্ত জোরের সাথে প্রকাশ করেন Woodrow Wilson (১৮৮৭), তাঁর প্রবন্ধ 'The Study of Administration' এ যা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। Wilson[২৭] বর্ণনা করেন যে, প্রশাসনিক সমস্যা সমাধান করতে শুধুমাত্র সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংস্কার নয়, বরং সংগঠন ও পদ্ধতির উন্নয়ন করাও দরকার, যা সংক্ষিপ্তভাবে প্রশাসন ও রাজনীতির মধ্যে প্রয়োজনীয় পার্থক্য চিহ্নিত করতে প্রয়োজন। ১৯২০ সালের দিকে, Henry Fayol ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ কে প্রশাসক ছিলেন, তিনি কি করতেন এবং একজন পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে তিনি কি জানেন, তা পরিষ্কারভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন, পাশাপাশি তারা রাজনীতিবিদদেরও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেন। এর কিছু পার্থক্য প্রশাসকদের চতুষ্পার্শ্বে কেন্দ্রীভূত, যেমন তিনি জানেন সংগঠন সম্পর্কে, যেখানেই হোক না কেন তিনি জানেন সংগঠনকে পরিচালনা করতে, এবং তিনি POSDCORB কার্যাবলী বাস্তবে প্রয়োগ করেন (Schaffer, ১৯৭৩: ৪৬-৭)। এ সব কার্যাবলী ঐ সময়ে প্রতীকস্বরূপ চিহ্নিত করা হয় এবং বর্তমানে একটু কম পরিমাণে হলেও তা রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনিক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে।

এ ধরণের পার্থক্যের অভাব আমাদের ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পঞ্চম অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রশাসনের তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে ভিন্নতা ছিল অস্পষ্ট বা অবাস্তব। মহানবী (স.) মদীনার নতুন ইসলামী সম্প্রদায়ের শুধু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঐ সম্প্রদায়ের প্রধান নির্বাহী, ন্যায় বিচারের প্রশাসক এবং এরকম আরও অনেক কিছুর প্রধান। ঘটনাক্রমে এটি Leonard D. White -র ধারণার সাথে মিলে যায়, যিনি প্রশাসনকে শাসন বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসারণ হিসেবে বিবেচনা করেন, যদিও সকল শাসন বিভাগীয় কার্যাবলী সাংগঠনিক কাঠামোও নিয়ম কানুনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এটি নতুন সাহিত্যের সাথেও যুক্ত যা ১৯৪০ -র দশকের রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদ[২৮] মতবাদের উত্থান পতনের মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে উত্থিত হয়েছে, যাকে সার্বিকভাবে বলা হয় 'লোক প্রশাসন ও লোক নীতি'।

রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদের সমস্যা এতই তীব্র যে, এটি প্রায়ই প্রতিটি সমাজকে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক অথবা অন্যান্য রূপে পরিণত করতে কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

www.pathagar.com

Dwight Waldo (১৯৮০:৬৫-৮০) এ সমস্যার সাম্প্রতিক সমাধানের পথে এগিয়ে গিয়ে বলেন :

> সমস্যাটি একটি ব্যাপক প্রকৃতির, যা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মিশ্রণ গণতন্ত্রের সাথে কার্যকর প্রশাসনের সমন্বয়ের কেন্দ্রে অবস্থিত, যা শুধুমাত্র উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহই নয়, বরং কেন্দ্রীয়ভাবে সাম্যবাদী সরকারী ব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষণের সাথেও সম্পৃক্ত।

ফলশ্রুতিতে, কোন পন্থায়ই রাজনীতি ও প্রশাসনের সম্পর্কযুক্ত কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ তা পদ্ধতিগত ও সাধারণভাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে অথবা নিকট ভবিষ্যতে যতদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট। Waldo (পূর্বোক্ত:৭৭) এ সমস্যাগুলোকে খুবই বৃহৎ সমস্যা হিসেবে এবং মতামতগুলোকে ভিন্ন প্রকৃতির ও বিভ্রান্তিকর হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং বলেন 'এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আওতা ও গ্রহণযোগ্যতার মাত্রায় তাদের সংশ্লেষ করার জন্য কোন প্রতিকৃতি অংকন করা যায় না।'

এ সমস্যা আমাদের আলোচনায়ও দেখা যাবে। আমাদের মডেল অনুসারে, পাঠক মনে করতে পারেন পি১ বা সরকারী আমলাগণ ইসলামী প্রশাসনিক মডেলে শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নকারীই নন বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীও বটে। তারা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিরপেক্ষও সবসময় নন, যে রকম এক সময় ভাবা হয়েছিল। আবার বিষয়টা বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে একটা বই হয়ে যাবে, তবে বলা দরকার যে, ইসলামের মৌলিক সাংবিধানিক উৎস, কোরান সুনির্দিষ্ট করে রাজনীতি ও প্রশাসন[২৯] শব্দগুলো উল্লেখ করেনি, যেরকম যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ কর্তৃক তৈরী সংবিধানের প্রণেতাগণ 'প্রশাসন' ও 'ব্যবস্থাপনা' শব্দদ্বয়কে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেনি। যখন ধর্ম ও রাজনীতি (প্রশাসনসহ) কোনভাবেই পূর্বে পৃথক ছিল না, পরবর্তীতে তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক করা হয়েছে। এখানে শেষ উক্তিটি বিবেচনা পূর্বক, পুনরায় Dwight Waldo (১৯৮০:৭৯) কে উদ্বৃত করে বলতে হয়, যিনি বলেন যে, রাজনীতি ও প্রশাসনের একত্রিকরণের সমস্যা কিছুটা সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই সম্পর্কিত, যা সমসাময়িক সমাজের কর্তৃত্বজনিত সমস্যার পাশাপাশি অবস্থান করে। Waldo-র ভাষায়:

> এখনও ধর্ম কর্তৃত্বের একটি শক্তিশালী উৎস, কিন্তু অবশ্যই ধর্ম ও সরকার সাংবিধান কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হবে। গণতন্ত্র একগুচ্ছ বিশ্বাসের সমষ্টি হিসেবে একটি শক্তিশালী উপাদান, কিন্তু গণতন্ত্রের সাংবিধানিক অবস্থান অস্পষ্ট। সংজ্ঞানুসারে প্রশাসন বা আমলাতন্ত্র হল বৈধ-যৌক্তিক কর্তৃত্বের হাতিয়ার, কিন্তু এর সাংবিধানিক অবস্থান জটিল এবং কলহযুক্ত। অনেকের কাছে বিজ্ঞান হল কর্তৃত্বের শক্তিশালী উপাদান বা কেন্দ্র, কিন্তু অবশ্যই তার সাংবিধানিক মর্যাদা নেই। আরও ব্যাপকভাবে বলা যায়, সমসাময়িক বিশ্বে *জ্ঞান* কর্তৃত্বের একটি সঠিক

www.pathagar.com

> ও প্রয়োজনীয় উৎস এবং উভয়ই হিসেবে সম্প্রতি পরিগণিত হয়েছে, কিন্তু, সংবিধানে জ্ঞানকেও কর্তৃত্বের একটি উৎস হিসেবে আইনগত কোন স্বীকৃতি কখনও দেয়া হয় নি। *এমনকি, সংবিধানে রাজনীতিকে অনেকটা সন্দেহের দৃষ্টিতে প্রশ্নবান করে চিন্তা করা হয়।* সংবিধান তৈরী করা হয়েছিল 'দলাদলি' নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং রাজনৈতিক দলগুলো হল অবশ্যই একটি সংবিধান-পরবর্তী উন্নয়ন।

ধর্মের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা কি রকম হতে পারে যেমন ইসলাম যা রাজনীতি-প্রশাসন পৃথকীকরণকে স্বীকৃতি দেয় না এবং পাঠকদের বুদ্ধিমত্তার উপর ধর্মীয় 'কর্তৃত্বকে' রাখা হয়, যদিও সমসাময়িক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্যমান ব্যবস্থা এটি প্রতিফলিত করে না, রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদের ইসলামী তত্ত্ব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কোন আলাদা ব্যবস্থা হিসেবে নয় বরং সংশ্লিষ্ট অংশ হিসেবেই বিবেচনা করে এবং সম্ভবত সবগুলোকে একত্রে একটি ব্যবস্থা হিসেবেই চিন্তা করে।

ইসলাম, পূর্বে যে সম্পর্কে বিস্তৃত (প্রথম অধ্যায়) ব্যাখ্যা করা হয়েছে, নিজেকে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করার একটি একক ইউনিট হিসেবে উপস্থাপন করে। Bernard Lewis (১৯৭৬:৪০) তুলে ধরেন নিম্নোক্তভাবে,

> সনাতন আরবী ও ইসলামের অন্যান্য সনাতন ভাষাতে সাধারণ ও পুরোহিত, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় এধরণের কোন জোড়া শব্দ নেই, কারণ এ সব জোড়া শব্দাবলী একটি খ্রীষ্টান দ্বৈতবাদ প্রকাশ করে যার কোন সমার্থক ইসলামী বিশ্বে নেই।

এ যুক্তিতর্ককে পুনরায় প্রশাসনের ক্ষেত্রে নিয়ে আসলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীগণ কোন দ্বৈতবাদ বা জোড়া শব্দ খোঁজে পাবে না। লোক প্রশাসন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, সাহিত্যে নব ধারার কোন দৃষ্টিভঙ্গির মতো রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে এবং প্রশাসককে অবশ্যই ঐ পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির সাথে মিথষ্ক্রিয়া করতে হয়, যে রকম অন্যান্য পরিবেশের উপাদান যেমন আর্থ সামাজিক শক্তির সাথেও করতে হয়। উপরের আলোচনা মতে, প্রশাসক হলেন একজন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অংশগ্রহণকারী এবং শুধুমাত্র একজন দর্শক নন। তিনি একজন রাজনীতিবিদও ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তাঁকে অবশ্যই জড়িত হতে হয় দ্বন্দ্ব নিরসনে, নির্দেশনা প্রদান এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে যা প্রতিযোগিতামূলক দাবীকে প্রভাবিত করে। একই ভাবে, লোক প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিকও নয়, যে রকম অনেকেই স্বীকৃতি দেন; এখানে সাংগঠনিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে জনগণ, অর্থ, কৌশল ও অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত অনেক মৌলিক প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলী রয়েছে। তদুপরি, ইসলামী মডেল স্পষ্ট নয়, যেহেতু এরকম একটি সংমিশ্রণের বিস্তৃত ব্যাখ্যা নতুবা এ মডেল উভয় ভূমিকার কথা বলে কিনা তা অস্পষ্ট (Waldo, ১৯৬৮:১-২৬)। W. H. Lambright (১৯৭১:৩৩৩) -র বর্ণনা মতে:

www.pathagar.com

> যারা লোক প্রশাসনের রাজনীতির উপর জোরারোপ করেন তারা একমুখী অগ্রসর হন এবং যারা এর ব্যবস্থাপকীয় দিকের উপর আগ্রহী তারা অন্য দিকে অগ্রসর হন। এ দু'ধরণের মতবাদের মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ রয়েছে, এবং লোক প্রশাসনের জন্য বাস্তবতা ও একটি শৃঙ্খলা হিসেবে তা দুঃখজনক। আমাদের পাণ্ডিত্য ও এসব প্রায়ই দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রয়োগ হয়।

আদর্শ ইসলামী মডেলের পি১ কে হতে হবে একজন ব্যবস্থাপক ও একজন রাজনীতিবিদ উভয়ই; অন্যথায় তিনি জননীতি প্রণেতা হিসেবে ব্যর্থ হবেন। কোন কর্মসূচির রাজনীতিতে তিনি তার সবটুকু সময় ব্যয় করতে পারেন না বা তিনি এটি কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা করা থেকে দূরে থাকতে পারেন না। একইভাবে, তিনি তার সবটুকু সময় ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনেও ব্যয় করতে পারেন না, অন্যথায় তিনি শীঘ্রই দেখবেন তার কাছে বাস্তবায়ন করার জন্য কোন কর্মসূচিই নেই। পি১ অনেক সরকারী কর্মকর্তার ব্যর্থতা ও সমস্যাবলী বর্জন করতে পারেন, যারা নিজেদেরকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অঙ্গনের উপকরণ হিসেবে মনে করেন এবং তাদের ভূমিকা শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলো পরিচালনা করা। W. H. Lambright (পূর্বোক্ত) উল্লেখ করেন :

> একজন নির্বাহীর একত্রে একজন প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ উভয়ই হবার প্রয়োজনীয়তা ও গুণ বুঝার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা লুকায়িত রয়েছে এ সত্যে যে, অনেক জটিল সমস্যার মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র তথা একজন সরকারী কর্মকর্তা তৎক্ষণাৎ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না (বিশ্ববিদ্যালয় একইভাবে সরকার)।

এভাবে, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদের অনুপস্থিতিতে, পি১-র কাছে এ মডেলের মূল্যবোধসমূহ প্রয়োগ করার প্রত্যাশা করা হয়, এবং তাঁকে মনে করা হয় একজন প্রশাসক যিনি আদেশ দেন, কিংবা দলের প্রধান হিসেবে আচরণ করেন, তার চেয়েও একজন অধিক নৈতিক নেতা, যোগাযোগকারী ও সমন্বয় সাধনকারী। আশা করা হয় পি১ নিরপেক্ষ হবেন না, বরং তিনি সুব্যবস্থাপনা ও সুপ্রশাসন উভয়ের প্রতিই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন এবং প্রশাসনসহ অন্যান্য সব ক্ষেত্রে সব ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক মানের উপর প্রাধান্য দিবেন। পরিশেষে এটি আশা করা হয়, পি১ প্রথমত একজন ইসলামপন্থী হিসেবে আচরণ করবেন এবং পরবর্তীতে তিনি সরকারী কার্যে একজন প্রশাসক হিসেবে তার ক্ষমতা এবং ব্যাপকভাবে সমাজে একজন জনগণের সেবক নিজেকে হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন।

পূর্ববর্তী আলোচনা ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক ও আন্ত:ক্রিয়া প্রকাশ করে। এটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পি১-র ভূমিকা, *শূ'রা* প্রক্রিয়া এবং রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদ সম্পর্কিত সব বিষয় ব্যাখ্যা করে। এ সব বিষয় কিছুটা এ মডেলের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ। যদি আমরা মৌলিকভাবে আভ্যন্তরীণ ভাবে গতিশীল কোন

www.pathagar.com

প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি চিত্র (বাহ্যিকভাবে স্থির) ফুটে তুলতে পারি, আমরা হয়তো আর অধিক অগ্রসর হতে ইচ্ছুক হবো না।

বিশ্লেষকগণ ঐসব কার্যাবলীকে অবহেলা করতে পারেন না যা নীতি, আইন, কর্মসূচি, পরিকল্পনা এবং বিধিবিধান সমূহের আকারে পি৫ তার পরিবেশে প্রবাহিত হয়। পি৫ তার পরিবেশে পৌছার পূর্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনেক কার্যাবলী সম্পন্ন হয়।

David Easton (১৯৭৯:২৮) বলেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষকদের জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয় হিসেবে পরিগণিত, যতক্ষণ ক্ষমতা সম্পর্কিত নমুনা ফলাফল পি৫-র প্রকৃতি নির্ণয়ে সহায়তা করবে। এসব ফলাফলের মাধ্যমেই বিশ্লেষকগণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের জন্য আচরণের পরিণাম অনুসন্ধান করতে সক্ষম হবে।

আমাদের মডেলের ফলাফল পি৫-র গুরুত্ব হল, সমাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করতেই এটি শুধু সহায়তা করে না, বরং তার মাধ্যমে তারা উপাত্তের প্রতিটি সাফল্যজনক স্তর নির্ধারণ করতে সহায়তা করে, যাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে সে তার আপন গতিপথ খুঁজে পায়। চিত্র ৬.১ দুটি ফলাবর্তন চক্র প্রদর্শন করে। এর একটি আভ্যন্তরীণ তথ্য ফলাবর্তন চক্র এবং আত্ম-সামাজিক পরিবেশের ফলাবর্তন চক্র। আভ্যন্তরীণ তথ্য ফলাবর্তনের চক্র যা দুই নং বক্সে রয়েছে ৬.১ চিত্রে ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে ---, যা চাহিদা ও সন্নিবেশের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া নির্দেশ করে। এ তথ্য ফলাবর্তন চক্র একটি বৃহত্তর ফলাবর্তন চক্রে উপস্থাপিত হয় যা ৬.১ নং চিত্রে একটি ঘন লাইনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে —— , যা ৩নং বক্সের আত্ম-সামাজিক পরিবেশে কাজ করে, যার চিহ্নিতকরণ বিশ্লেষকদেরকে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করবে, যার মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তাগণ বা পরিবর্তনকারীদল বা কর্মকর্তাগণ পি১ চাপের সাথে মেনে চলতে পারে। এ চক্রের অনেকগুলো ভাগ রয়েছে। এটি গঠিত হয় ফলাফল পি৫ এর কর্মকর্তাগদের দ্বারা উৎপাদন নিয়ে, সমাজের সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, কর্মকর্তাদের প্রতি এ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্যের যোগাযোগ, এবং পরিশেষে পি১ সরকারী কর্মকর্তাদের সম্ভাব্য সকল সফল কার্যাবলী সম্পাদন নিয়ে (Easton, ১৯৭৩)। এভাবে, ফলাফলের পি৫ নতুন একটি চক্র তথ্যের পরিবর্তন প্রক্রিয়া থেকে সূত্রপাত হয় এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া গতি লাভ করে এবং যা চলমান থাকবে ও কখনও এমন একটি প্রবাহের অংশ হয় শেষ হবেনা। আত্ম-সামাজিক পরিবেশের ফলাবর্তন চক্রের ক্ষেত্রেও একই কথাটি বলা যেতে পারে। Easton (পূর্বোক্ত.: ২৯) উল্লেখ করেন, 'ফলাবর্তন চক্রে যা ঘটে তা বিভিন্ন চাপের মোকাবেলায় একটি ব্যবস্থার শক্তির সামর্থ্যের গভীরতম গুরুত্ব বুঝতে সমবেত হয়'। এসব চাপের উৎসসমূহ আসে পরিবেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, প্রতিবেশগত, জীবতাত্ত্বিক, সামাজিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে।

www.pathagar.com

পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মসূচি পি৫-র কৃতিত্ব, বাস্তবায়ন বা নির্বাহ করা পি৬ পরবর্তীতে এবং এ গবেষণার শেষ অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হবে। মডেলের আত্ম-সামাজিক ও বাহ্যিক-সামাজিক পরিবেশগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কিভাবে তাদের সঠিক ইসলামী পথে অগ্রসর হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এ গবেষণার সময় ও স্থান এবং এ বইয়ের পরিধির সীমাবদ্ধতার কারণে বাহ্যিক-সামাজিক পরিবেশ রেখে দেয়া হয়েছে পূনরায় আরেকটি গবেষণার জন্য।

নিম্নে আদর্শ ইসলামী প্রশাসনিক মডেল ও অন্যান্য লোক প্রশাসন মডেলের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হল।

ইসলামী মডেল ও অন্যান্য লোক প্রশাসন মডেলঃ

একটি তুলনামূলক আলোচনা

শুরুতে পাঠকদের এ মৌলিক সত্য সম্পর্কে জেনে নেয়া দরকার, সমসাময়িক ইসলামী পণ্ডিতদের জগতে অনেক ইসলামী পণ্ডিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক বিজ্ঞানের পুনঃলিখনের একটি আহ্বান করেছেন (an–Najjar, ১৯৭৭:১৮-২০)। নিঃসন্দেহে ইসলামী পণ্ডিতগণই তাদের নিজস্ব বিশেষায়ণ ও যোগ্যতার বিচারে এ প্রচেষ্টার প্রধান অংশগ্রহণকারী হবেন। এটি অনুধাবন করা হয় যে, প্রশাসনিক বিজ্ঞানসহ অধিকাংশ বিজ্ঞান যা মুসলিম বিশ্বে পড়ানো হয় তা একটি দিকেই ধাবমান, বা তা অন্যদিকে পরস্পর বিরোধী মতবাদধর্মী। উদার গণতান্ত্রিক পশ্চিমা বিশ্বে বিজ্ঞানী ও গীর্জার মধ্যে যে ঐতিহ্যগত দ্বন্দ্ব খুঁজে পাওয়া যায় তা একটি বৈধতা প্রদান করে, যা সাধারণ মধ্যযুগীয় ইউরোপের গীর্জার কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ধর্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক লেখা তৈরী করে। এ ধারাটা বর্তমানেও চলমান। অন্যদিকে, প্রাচ্যের কমিউনিস্টগণ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 'যৌক্তিক বস্তুবাদ'-র উপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। যা শুরুতেই সমস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ ও সংগঠিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়, বিশেষ করে ইসলামের সাথে। এ রকম একটি নীতি প্রতিকূলতার মধ্যে অনেক বিজ্ঞানীকে প্রভাবিত করতে লাগল, বিশেষত সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যাদের লেখনী নাস্তিক্যবাদী নীতি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সাধারণত মুসলিমগণ, ইবনে খালদূনের 'বিজিতরা জয়ীদের সমস্ত দিক অনুকরণ করে' এ তত্ত্বের সমর্থন পূর্বক এসব বিজ্ঞানের অনেককে তাদের আদর্শিক পক্ষপাতিত্বের সাথে গ্রহণ করে। যার মাধ্যমে তারা উন্নত বা শিল্পায়িত দেশসমূহের ন্যায় হতে পারে। অদ্যাবধি এ সব বিজ্ঞানের সবগুলোই ইসলামপন্থীদের একটি নজরদারী কৌশলের অভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মধ্যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এজন্য, উপরে যেভাবে পি১ কে একজন অভিভাবক হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে, সেভাবে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা হল চলমান তত্ত্বসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে শুধুমাত্র যা ইসলামের সাথে একমত তা গ্রহণ করা এবং বাকী সবগুলো বাদ দেয়া। এ চুলচেরা বিশ্লেষণ কৌশল হল মৌলিক, বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রশাসন এবং সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা তত্ত্বসমূহসহ। এ বিষয়টা যদি বুঝা না যায়, তবে সাধারণ পাঠকদের

www.pathagar.com

কাছে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা স্পষ্ট হবে না এবং ইসলামী মডেল ও অন্যান্য মডেলের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা যা সামনে করা হবে, তা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ংগম করা যাবে না।

দুর্ভাগ্যবশত, ব্যবস্থা অভ্যাগমের একটি সীমাবদ্ধতা হল, এটি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ, যা ঐ মডেল অন্তর্নিহিতভাবে ধারণ করে তা প্রদর্শন করে না। এ বিচ্যুতিগুলোর প্রতিকারে লেখক ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের সাথে লোক প্রশাসনের পাঁচটি মডেলের তুলনা করবে (Fredrickson, ১৯৮০:১৩-৩০), যা ৬.৩ নং সারণীতে দেখানো হয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ (বিশ্লেষণের একক), বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে, যা প্রতিটি মডেলের ক্ষেত্রেই ব্যাপক আলোচনা করা হবে। তুলনামূলক আলোচনার জন্য ৬.৪ নং সারণীতে ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের বর্ণনাও একই ভাবে করা হয়েছে; এখানে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ, বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো থেকে চয়ন করা হয়েছে, বিশেষত পঞ্চম অধ্যায়, যা ইসলামী প্রশাসনের উৎসসমূহের তাত্ত্বিক ও বাস্তবভিত্তিক আলোচনা করে। ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের একটি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তি এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষতাহীন পরিচিতি রয়েছে যা সারণী ৬.৩ এ প্রদর্শিত সকল মডেলে নেই। যাহোক, মানব সম্পর্ক ও লোক পছন্দ মডেলের ন্যায়, ইসলামী মডেল একটি মানবিক পরিচিতির উপর জোর দেয়, যেমন কর্মী সন্তুষ্টি, ব্যক্তিগত প্রবৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মর্যাদা, নাগরিক বাছাই বা পছন্দ এবং চাকরীতে সমান প্রবেশাধিকার। এ পরিচিতি, অবশ্যই সনাতন আমলাতান্ত্রিক মডেলের সাথে একটা বিরোধ সৃষ্টি করে, যা উৎপাদনের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে।[৩০] অধিকন্তু, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী মডেল মূল্যবোধ, নীতি ও নৈতিক মানের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং এটি ঐসব মূল্যবোধগুলোর সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়। প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্তৃত্ববাদীতার চেয়ে পরামর্শ ও *শূ'রা*, আমলাতান্ত্রিক ধরণের চেয়ে আমলাতন্ত্রবিরোধী ধরণ এবং চরম নেতৃত্বের (উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্কের একটি পদ্ধতি যেখানে পূর্ববর্তীটিই পরবর্তীটির উপর প্রভাব খাটানোর একমাত্র আইনগত আধিকারী) চেয়ে আধুনিক নেতৃত্বের কর্তৃত্ব ইত্যাদিই হল মূলত ইসলামী মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে সারণী ৬.৪-র শেষ কলামে প্রদর্শিত ইসলামী মডেল সব ধরণের মূল্যবোধ যেমন, স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার, সামাজিক সমতা ও মানবিক মর্যাদা যেভাবে *শরীয়া'হ্* তে নির্দেশিত হয়েছে, ঠিক সেভাবে ব্যক্তিগত, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতি, মক্কেলদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার প্রতি দায়িত্বশীলতা, কর্মে ও উৎপাদনশীলতায় কঠোর অধ্যাবসায় এবং কর্মচারীর কর্মে যোগ্যতা প্রদর্শন ইত্যাদির ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করে এবং ওগুলোর সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়।

www.pathagar.com

সারণী ৬.৩ লোক প্রশাসনের পাঁচ মডেল

তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক	বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক কেন্দ্রবিন্দু (বিশ্লেষণ একক)	বৈশিষ্ট্যাবলী	মূল্যবোধ যা সর্বোচ্চকরণ করতে চায়
সনাতন আমলাতান্ত্রিক মডেল টেলর উইলসন ওয়েবার গুলিক, আরউইক	সংগঠন উৎপাদন গোষ্ঠী সরকারী এজেন্সী দপ্তর কর্মীদল/কার্যদল	কাঠামো, পদসোপান, নিয়ন্ত্রণ, নীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদ, আদেশের শৃঙ্খলা, আদেশের ঐক্য, নিয়ন্ত্রণ পরিধি, মেধাভিত্তিক নিয়োগ, কেন্দ্রীকরণ।	দক্ষতা, মিথব্যয়িতা, কার্যকারিতা
নব্য সনাতন আমলাতান্ত্রিক মডেল সাইমন, সাইরেট মার্চ, গোর	সিদ্ধান্ত	যৌক্তিক-দৃষ্টবাদ, কার্যগত গবেষণা, পদ্ধতি বিশ্লেষণ, সাইবারনেটিকস, ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান, উৎপাদনশীলতা।	যৌক্তিকতা, দক্ষতা , মিতব্যয়িতা, উৎপাদনশীলতা
প্রাতিষ্ঠানিক মডেল লিন্ডব্লুম জে. থম্পসন ক্রুজিয়ার	সিদ্ধান্ত (যৌক্তিক) সিদ্ধান্ত (বৃদ্ধিজনিত) সাংগঠনিক আচরণ (উন্মুক্ত পদ্ধতি) সাংগঠনিক আচরণ	বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক, দৃষ্টবাদী, আমলাতন্ত্র সংস্কৃতির প্রকাশ হিসেবে ব্যবহৃত, টিকে থাকাকে কেন্দ্র করে আমলাতান্ত্রিক আচরণের নমুনা,	বিজ্ঞান সাংগঠনিক আচরণের জন্য নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, বর্ধনশীলতা, বহুত্ববাদীতা, সমালোচনা।

www.pathagar.com

তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক	বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কেন্দ্রবিন্দু (বিশ্লেষণ একক)	বৈশিষ্ট্যাবলী	মূল্যবোধ যা সর্বোচ্চকরণ করতে চায়
ডাউনস		টিকে থাকার জন্য প্রতিযোগিতার আচরণ, প্রযুক্তি, যৌক্তিকতা, বর্ধনশীলতা, ক্ষমতা	
মোশার এটজিওনি ব্লাউ রিগ্‌স ভি. থম্পসন সেল্‌জনিক	দপ্তর ও পেশা তুলনামূলক সাংগঠনিক আচরণ (ক্ষমতা), সাংগঠনিক আচরণ (বিনিময়), সংগঠন ও সংস্কৃতি সাংগঠনিক আচরণ সাংগঠনিক আচরণ(যান্ত্রিক গঠনবাদী)		
মানব সম্পর্ক মডেল	ব্যক্তি ও কার্যগোষ্ঠী	আত্ম:ব্যক্তিক ও আন্ত:দলীয় সম্পর্ক, যোগাযোগ,মঞ্জুরী, প্রেষণা, পরিবর্তন, প্রশিক্ষণ, অংশীদারী কর্তৃত্ব, প্রণালীবদ্ধ সঠিকত্ব, ঐক্যমত্য।	কর্মীর সন্তুষ্টি, ব্যক্তিগত বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মর্যাদা,

www.pathagar.com

তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক	বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কেন্দ্রবিন্দু (বিশ্লেষণ একক)	বৈশিষ্ট্যাবলী	মূল্যবোধ যা সর্বোচ্চকরণ করতে চায়
লোক পছন্দ মডেল	সংগঠন/মক্কেল সম্পর্ক ও সরকারী মালামাল/স্বার্থের বন্টন,	আমলাতন্ত্র বিরোধী, সরকারী সেদা প্রদানের সমস্যার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক যুক্তি প্রয়োগ, উচ্চ বিশ্লেষণধর্মী, বাজার সদৃশ, চুক্তি, ক্ষুদ্রতা, বিকেন্দ্রীকরণ, দরকষাকষি।	জনগণের মনোনয়ন বা পছন্দ, চাকরীতে প্রবেশের সমতা, প্রতিযোগিতা।
অস্ট্রম	বিকেন্দ্রীকৃত অধিক্রমণ কাঠামো		
বুচানন, টুলুক্ ওলসন	সরকারী দপ্তরগুলো বাজার হিসেবে থাকবে মক্কেল গোষ্ঠীর আকার ও সরকারী সেবা বন্টন		
মিটসেল	বন্টন,		
ফ্রুলিচ, ওপেহেইমার ইয়ং	নেতৃত্ব এবং উত্তম বন্টন		
নিসকানন	কৃতিত্বের চুক্তি/কৃতিত্বমূলক চুক্তি		

উৎস: H. George Frederickson, *New Public Administration*, Alabama, The University of Alabama Press, ১৯৮০, পৃষ্ঠা– ১৮- ১৯

www.pathagar.com

সারণী ৬.৪ *একটি ইসলামী প্রশাসনিক মডেল ঃ বৈশিষ্ট্যাবলী ও মূল্যবোধ*

তত্ত্ব	*প্রায়োগিক কেন্দ্রবিন্দু (বিশ্লেষণ একক)*	*বৈশিষ্ট্যাবলী*	*মূল্যবোধ যা সর্বোচ্চকরণ করতে চায়*
ইসলামী প্রশাসনিক মডেল	ব্যক্তিগত/ সাংগঠনিক আচরণ	ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রেষণা, পুরো পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষ নয়। উৎপাদন কেন্দ্রিক হবার চেয়ে মানব কেন্দ্রিক।	ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা ও সামাজিক সমতা হবে *শরীয়াহ্* মোতাবেক। ব্যক্তিগত, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতি, মানবিক মর্যাদা, চাকরিতে সমান প্রবেশাধিকার
	প্রক্রিয়া (*শূ'রা*)	ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবোধ, নীতি ও নৈতিকতার উপর গুরুত্বারোপ।	মক্কেলদের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি দায়িত্বশীলতা।
	নেতৃত্ব	প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতা, নেতৃত্বমূলক কর্তৃত্ব কিন্তু চরম নয়, *শূ'রা* ও পরামর্শ হবে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। প্রকৃতিগতভাবে আমলাতন্ত্র বিরোধী।	কাজ ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে অধ্যবসায়।

www.pathagar.com

কেউ ইসলামী মডেলের ক্ষেত্রে কিছু মূল্যবোধের অনুপস্থিতি যেমন দক্ষতা, কার্যকারিতা ও মিতব্যয়িতার কথা বলতে পারেন, যার ব্যবহারও সর্বোচ্চ করা দরকার। এসব বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে ইতিমধ্যে বিশেষ অর্থপূর্ণ বিষয় হিসেবে অর্জিত হয়েছে যা তাদেরকে অন্যান্য ইসলামী মূল্যবোধ যেমন মানবতাবোধের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে অগ্রাধিকার প্রদান করে। এভাবে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একটি বর্ধিত ও ব্যাপক সাহিত্য দক্ষতা ও মানবতাবাদের মধ্যে সহজাত বিরোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানবতাবোধ ও মানবিক মর্যাদা দক্ষতা ও কার্যকারিতার উপর স্থান লাভ করে যা শুধুমাত্র বস্তুগত ভিত্তি ও অর্থনীতির মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হয়। তাই আমরা বলতে পারি যে, যেহেতু ইসলামী মডেল প্রাথমিকভাবে একটি মানবতামুখী মডেল এবং তাই এটি মানবিক দিকগুলো সর্ব্বোচ্চকরণ করতে চায়, এটি অন্য সকল মূল্যবোধ যেমন দক্ষতা, কার্যকারিতা ও মিতব্যয়িতার সর্বোচ্চকরণের প্রত্যাশা করে না এবং এটি তা করতে দাবীও করে না । মানবতাবোধে যদি কোন মূল্যবোধ অবস্থান করে তবে ক্ষেত্রে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করা দরকার। তবে সে ত্যাগ কতটুকু হবে তা একটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়, যা পুনরায় নতুন গবেষণার বিষয়।

এ বিষয়টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, সহযোগিতা নিজের ক্ষেত্রে উত্তম এবং তার একটা মূল্যও আছে। কিন্তু সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মত এতটা দক্ষতা সম্পন্ন হয় না (কর্তৃত্বমূলক, যান্ত্রিক ইত্যাদি) এবং সেটা বস্তুত একটি বাস্তব সম্মত প্রশ্ন। একইভাবে প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী হিসেবে *শূ'রা* উত্তম এবং ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অনেক সময় 'ফলপ্রসূ' নাও হতে পারে।

এভাবে, পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামী মডেল মানুষের বস্তগত ও মনস্তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে; ইসলামী মডেলে বস্তুগত মূল্যবোধের উপর যেমন দক্ষতা, মিতব্যয়িতা ও কার্যকারিতার উপর সার্বিক বা শক্তিশালীভাবে জোর আরোপ করার মাধ্যমে মানবতাবাদকে বাধা প্রদান করা সহ্য করা হয় না। অনুরূপভাবে, মানুষের বস্তুগত কল্যাণের উপর জোর দেয়া বাদ দিয়ে শুধুই আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের উপর জোর দিলেও তার কোনটাই গৃহীত হয় না। তাই মুসলিম যারা ইসলামকে একটি ঐশ্বরিক ধর্ম হিসেবে অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্ কর্তৃক বৈশিষ্ট্যায়িত, তাদেরকে পবিত্র কোরানে বলা হচ্ছে মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে, যা গোঁড়া ডানও নয় বা গোঁড়া বামও নয়:

> "এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যমপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের উপর হেদায়তের স্বাক্ষী হয়ে থাকতে পারো এবং (একইভাবে) বার্তাবাহকও [রসুল (স.)] তোমাদের উপর একজন স্বাক্ষী হয়ে থাকতে পারেন"। (কোরান, সূরা ২:আয়াত ১৪৩)

সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার, মক্কেলদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দায়িত্বশীলতা ও মানুষের মর্যাদার মত মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্বারোপ ইসলামী প্রশাসনিক মডেলকে কিছুটা

www.pathagar.com

নব লোক প্রশাসন (NPA) মডেলের সাথে একাত্ম করে ফেলে, যা সারণী ৬.৩ এ দেখানো হয় নি, কিন্তু যা ব্যাপকভাবে সমসাময়িক লোক প্রশাসন সাহিত্যে বিগত পনের বছর বা ততোধিক কাল ধরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে (Marini, ১৯৭১ ; Waldo, ১৯৭১; Frederickson, ১৯৮০, ১৯৭৬)। এ দু'মডেল ঐ দিক থেকে ভিন্ন, যেখানে NPA আধ্যাত্মিকতার চেয়ে জীবনকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, সেখানে ইসলাম জীবন ও আধ্যাত্মিকতা, শরীর ও আত্মা, বস্তুগত ও অবস্তুগত দিককে সমানভাবে গুরুত্ব প্রদান করে। অর্থাৎ বিশেষত উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে মানুষের দৈহিক ও বস্তুগত কল্যাণের পাশাপাশি তার আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণের দিকেও সমান মনযোগ দেওয়া উচিত।

যদিও এ দু'য়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান, ইসলামী প্রশাসনিক মডেল ও NPA অভ্যাগম সনাতন সংগঠন তত্ত্বের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। প্রথমত, তারা উভয়ই তিক্ততার সাথে পদসোপানের চলমান ধারণা, কর্তৃত্ব এবং বৃহৎ ও জটিল আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের মূল্যবোধ নিরপেক্ষতাকে আঘাত করে। বস্তুতপক্ষে, আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কোন মৌলিক দিকই NPA এর পণ্ডিত ও যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রয়োগকারীগণ কিংবা মুসলিম বিশ্বে যারা ইসলামী প্রশাসনিক বিকল্প মডেলের প্রচার করেন তাদের সমালোচনা থেকে রেহাই পায়নি। সংক্ষেপে, তাদের অভিযোগ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে, কর্তৃত্বের অপব্যবহার এবং কর্তৃত্বের কাঠামোর নিজের অকার্যগত প্রভাব; দক্ষতা, কার্যকারিতা ও মিতব্যয়িতার উপর অনুচিত গুরুত্বারোপ; মানুষের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে যৌক্তিকতার উপর গুরুত্বারোপ; বর্তমান সামাজিক অবস্থান বজায় রাখতে সাংগঠনিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা; তাত্ত্বিকভাবে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ পেশাদারিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন; অসুবিধাভোগী গোষ্ঠী বা যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের অভাবে আছে তাদের বিনিময়ে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালীদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য অযথার্থ লক্ষ্য নির্ধারণ, সেবা গ্রহীতাদের (মক্কেল গোষ্ঠী) প্রতি জবাবদিহিতার অভাব; সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও লক্ষ্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় কর্মচারী ও মক্কেলদের মধ্যে পরামর্শ (*শূ'রা*) করা ও তাদের অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি; সরকারী কর্মী প্রশাসনে মেধা ভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্রের উপস্থিতি; সংগঠনের অনৈতিকতা এবং কর্মী, মক্কেল গোষ্ঠী ও অন্যদের উপর আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের মনুষ্যত্বহীন প্রভাব (Marini, ১৯৭১; Waldo, ১৯৭১; Campbell, ১৯৭৩; Wilburn, ১৯৭৩; Frederickson, ১৯৮০)।

ইসলামী প্রশাসনিক মডেল মানুষের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত কল্যাণের পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং এটি NPA মডেলের সাথে মিলে যায় যখন এটি নীতি ও কাঠামোর পরিবর্তনের কথা বলে, যা পদ্ধতিগতভাবে ন্যায়বিচার ও সামাজিক সমতাকে বাধাগ্রস্থ করে। সামাজিক সমতা, নীতি ও নৈতিকতা, মানবতাবাদ ও মর্যাদা, অংশগ্রহণ ও পরামর্শ এবং মানুষের অবস্থার সার্বিক কল্যাণ করা ইত্যাদি উভয় মডেলের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।[৩১]

NPA ও ইসলামী অভ্যাগমের মধ্যে অন্য একটি পার্থক্য হল যে, প্রথমটির ক্ষেত্রে সামাজিক সমতা হল সর্বশেষ লক্ষ্য যেখানে পরবর্তীটিতে সর্বশেষ লক্ষ্যের ক্ষেত্রে একটা

www.pathagar.com

উপায় হল সামাজিক সমতা। ইসলামী প্রশাসনিক মডেল হল সার্বিক ইসলামী ব্যবস্থার একটি উপব্যবস্থা। যার প্রধান একটি লক্ষ্য হল ইসলামী *উম্মাহ*র মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতির প্রতিষ্ঠা করা। এখানে সামাজিক সমতা হল একটি একমাত্র মূল্যবোধ। তাছাড়া, ইসলামী মডেল মানুষের বস্তুগত কল্যাণের অতিরিক্ত তাদের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্বিক কল্যাণের কথা বলে, যেখানে NPA উপরের বর্ণনা মতে, মানুষের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্বিক দিকের বিনিময়ে বস্তুগত কল্যাণের উপর জোর দেয়। NPA, অন্যান্য লোক প্রশাসন মডেলের মত সার্বিক কার্যকারিতা অর্জনের জন্য, জনকল্যাণের জন্য, মানুষের অবস্থার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য, জীবনের প্রাকৃতিক গুণাবলী উন্নয়নের জন্য এবং একটি অধিক মানবিক সভ্যতার উন্নয়নের জন্য তাদের উদ্বেগ প্রদর্শনের মাধ্যমে জনজীবনের মূলধারায় চলে আসে। ইসলামী মডেল একমত হলেও এটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কল্যাণের নিমিত্তে মানুষের সমানভাবে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্বিক কল্যাণের উপর গুরুত্বারোপ করে। সার্বিকভাবে, এটি আমাদের জন্য কি কল্যাণ আনয়ন করে, যদি লোক প্রশাসন, মানুষের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্বিক কল্যাণের দিকটিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে পুরাতন ও নতুন, ইসলামী ও পাশ্চাত্য যাই হোক না কেন, শুধুমাত্র বস্তুগত কল্যাণের উপর দৃষ্টি দেয়? ফলাফল হবে অত্যন্ত বিপর্যয়কারী যেহেতু বহুল পরিমাণ বস্তুগত সম্পদ সমাজের অনেক সদস্যদের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্বিক অসুস্থতা দূরীকরণে পুন:বন্টন করা হবে।

ক্রমানুযায়ী শেষ হলেও একেবারে সর্বশেষ নয় যে, NPA এবং ইসলামী প্রশাসনের মধ্যে যে পার্থক্য তা একটি পার্থিব ব্যাপকতার সাথে সম্পৃক্ত। NPA গতিধারার একজন সমসাময়িক অগ্রদূত H. George Frederickson (১৯৮০:৩) বর্ণনা করেন যে, সংক্ষেপে, NPA অভ্যাগমের উন্নয়ন, তিনটি বিশেষ ঘটনা বা কার্যাবলীর জন্য হতে পারে, (যা) ১৯৬০-র মাঝামাঝি এবং ১৯৭০-র মধ্যে ঘটেছে, যা আবশ্যিকভাবে সমাজ ও সরকারকে, তথা লোক প্রশাসনকে নির্দেশ করে, আর তা হল ভিয়েতনাম যুদ্ধ, নগর বিরোধ ও চলমান জাতিগত বিভেদ এবং ওয়াটারগেট কেলেংকারী। তিনি আরও বলেন যে, 'এ সমস্যা ও ঘটনাবলী লোক প্রশাসন বিষয়ক চিন্তা ও এর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুন সরকার, কর্মসূচি ও পরিবর্তিত পদ্ধতির উন্মোচন করেছে।' এভাবে, NPA-র জন্য অন্যান্য মূল্যবোধের মধ্যে সামাজিক সমতা, যা প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক পরিবেশে সব অসমতার প্রতি প্রতিক্রিয়া স্বরুপ সৃষ্ট, যেখানে ইসলামী গঠনে সামাজিক সাম্য একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, যা পূর্বে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। যদিও এ রকম মূল্যবোধ তাত্বিক উৎসের মধ্যে জড়িত এবং তা ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রয়োগ করা হতো, যা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, সেখানে একটি বা অন্যটির উপর গুরুত্বারোপ নির্ভর করে ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার আত্ম-সামাজিক পরিবেশের জনগণের প্রকৃত আচরণের উপর। এভাবে, উদাহরণস্বরূপ, যখন পুনবন্টনকৃত ন্যায়বিচার (সম্পদের) তেলসমৃদ্ধ ধনী মুসলিম দেশের জন্য একটি চাপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ হয়, তখন অন্যান্য মূল্যবোধমূহ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অংশে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এটি এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ আরও অধিক পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে যদি আমরা ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে নজর দেই।

www.pathagar.com

ইসলামী মডেলের কিছু অনন্য দিক

নিজের মধ্যে ধারণাকৃত পদ্ধতির ব্যবহার একটি গতিশীল মডেলকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যা এর পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত, অর্থাৎ মডেলটি পরিবেশকে এবং পরিবেশ মডেলকে প্রভাবিত করে। আমাদের ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের ক্ষেত্রে এ বিষয়টাই ঘটেছে যা উপরে দেখানো হয়েছে। চিত্রটিকে দায়সারা গোছের ভাবে উপস্থাপনের কারণে (চিত্র ৬.১) এ মডেলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং অনন্য দিক এখনও স্পষ্টত প্রতীয়মান নাও হতে পারে। এগুলোকে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক মানের উপর গুরুত্বারোপ

ইসলামী প্রশাসনিক মডেল হল একটি মূল্যবোধযুক্ত[৩২] মডেল, যা ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক মানের সর্বোচ্চকরণ করতে চায়। সার্বিক ইসলামী ব্যবস্থার একটি উপব্যবস্থা হিসেবে এ মডেলের কেন্দ্রীয় কার্যাবলী বিদ্যমান এবং এটি হল এর প্রারম্ভিক বিষয়াবলী, অর্থাৎ স্থিতিশীল ও নৈতিক ভিত্তির উপর একটি প্রশাসনিক বিন্যাস প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজের বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ কাজের মধ্যে অনন্য নৈতিকতা হল পৃথিবীতে বৈরাগ্য সাধন (চতুর্থ অধ্যায়ে যা দেখানো হয়েছে)। অর্থনৈতিক ও বস্তুগত কল্যাণ এবং মানবের প্রয়োজনে প্রকৃতির ব্যবহার হল ঐ নৈতিকতার এক অপরিহার্য অংশ। এটা দ্বারা আবশ্যিকভাবে যা বুঝায় তা হল প্রযুক্তি মানুষের জন্য, প্রযুক্তির জন্য মানুষ নয়। যন্ত্রপাতি ও বাজারের চেয়ে মানুষের অনেক মহিমান্বিত লক্ষ্য রয়েছে।

ইসলামী প্রশাসনের এ মূল্যবোধগুলোর সর্বোচ্চকরণে অবশ্যই কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা দরকার। ঐ পদ্ধতিগুলো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভিন্নতর পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। যা হোক, কিভাবে একটি ইসলামী মডেল এসব ইসলামী মূল্যবোধসমূহের অর্জনে অগ্রসর হবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোচনা তার সহায়ক হবে।

সুদহীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ইসলামী প্রশাসনে ইসলামী মূল্যবোধগুলো এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত, যাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুদহীন ভিত্তি নিয়ে গঠিত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এবং ইউরোপের কিছু অংশে আরও অধিক হারে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে। যদিও ধারণাটি ইসলামী প্রকৃতির এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে পদক্ষেপটা আসে, এ কষ্টসাধ্য কাজটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রশাসনের উপর।

প্রশাসনিক দুর্নীতির শাস্তি

কিছু সমসাময়িক মুসলিম দেশ প্রশাসনিক দুর্নীতি যেমন, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়করণের শাস্তির ক্ষেত্রে নৈতিক মানদন্ডের বিচারে ইসলামী আইন প্রণয়নের দিকে ফিরে যাচ্ছে। যদি

www.pathagar.com

ইসলামী নীতি ও নৈতিকতার মূল্যবোধসমূহ সর্বোচ্চ করা যায়, তবে এ ধরণের লংঘন দ্রুত ও কঠোরভাবে বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু, প্রাথমিক দিকে, যা হোক, শাস্তির চেয়ে পুনর্বাসন অধিক গ্রহনযোগ্য হতে পারে, যেমন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান শুরুতেই তা গ্রহণ করে। তথাপি বিভিন্ন মুসলিম দেশ যেমন সৌদি আরব, লিবিয়া, পাকিস্তান এবং ইরানে প্রশাসনিক লংঘনের বিরুদ্ধে কিছু আইন কার্যকর রয়েছে।

বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য বিধান

ইসলামী প্রশাসনে ইসলামী মুল্যবোধগুলো সর্বোচ্চকরণের একটা উপায় হল মানুষের বস্তুগত কল্যাণ ও তার আধ্যাত্মিক সুখের মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মসজিদ ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তা ও আধ্যাত্মিক নিরাপত্তার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ এবং এরকম আরও অন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা। অবশ্য ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হবে অর্থহীন, না সূচক এবং 'মন্দ' প্রকৃতির, যেরকম সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত ও পার্থিব উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করলেও একই ফল হবে। ঠিক যে রকম এক ব্যক্তির শরীরে যে বিশেষ মনযোগ দরকার হয়, তা তার অন্তর ও আত্মার জন্যও প্রযোজ্য। এবং উদাহরণ বহুগণ বৃদ্ধি পেতে পারে, যদি তা যদি প্রত্যেকে গ্রহণ করেন এবং সঠিক পন্থায় তা বর্ণনা করেন, যে পন্থায় ইসলামী প্রশাসন ঐ মূল্যবোধগুলোকে সর্বোচ্চকরণ করতে চায়।

ঐশ্বরিক মৌলিকত্ব

সামাজিক সমতা, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার হল কিছু লক্ষ্য যা মানুষ ইসলামী কাঠামোর মধ্যে অর্জন করতে চায়। অন্যান্য সংস্কৃতি ও মডেলে যখন এ মূল্যবোধসমূহ বিদ্যমান অন্যদিকে ইসলামী কাঠামোর অনন্য বৈশিষ্ট্য অবস্থান করে তার ঐশ্বরিক মৌলিকত্বে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক সমতা হল স্রষ্টা কর্তৃক নির্দেশিত একটি স্থায়ী মূল্যবোধ এবং যা কোন সমাজ বিজ্ঞানী, NPA-র প্রচারক, কিংবা অন্য স্বার্থ দল কর্তৃক সূচিত নয়। মানবিক পক্ষপাতিত্ব আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্বিক প্রেষণা প্রদান ছাড়া প্রতিহত করা যাবে না।[৩৩] মানব ইতিহাস জানে একটি আকাংখিত, নৈতিকভাবে গঠিত, সহনীয় সামাজিক বিন্যাস প্রতিষ্ঠা করা বা সৃষ্টি করা কতটা কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী কাজ (Rahman, ১৯৭৯:৩৩০)। মানুষের সংকীর্ণ মনের পরিচয়, অদূরদর্শিতা ও স্বার্থপর সংকীর্ণতা হল মানুষের দুঃখ দুর্দশার মুল এবং বস্তুত সামাজিক অসমতাসহ মানুষের অন্যান্য সমস্যাসমূহ তারাই দূরীভূত করতে পারে। ইসলামী প্রশাসনিক মডেল, সর্বোপরি ইসলামী ব্যবস্থা, এ সমস্যার জন্য একটি বাস্তব প্রতিকার ব্যবস্থা এবং এটি হল একটি নির্দেশিকা যার দ্বারা মানুষ তার গতানুগতিক মনোভাবের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং একটি সুলভ মানব ভাতৃত্ববোধ তৈরী করে। এ কাজটা করা যেতে পারে সামাজিক সমতা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, মানব মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মত মূল্যবোধগুলোর বিস্তারের মাধ্যমে।

অন্যান্য অনেক ব্যবস্থার মধ্যে একটি অনন্য ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামী প্রশাসন উপরোক্ত মূল্যবোধসমূহের সর্বোচ্চকরণে সচেষ্ট, যা এই আকারটি ধারণ করতে পারে। ইসলামে

www.pathagar.com

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয় পবিত্র কোরানে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে শাস্তি প্রদানের একটি সঠিক পন্থা হল, চোখের বদলে চোখ। একইভাবে একটি মানব আত্মার বদলে একটি মানব আত্মাই হবে।[৩৪]

দেশজমূখীতা (Endogeneity)

যদিও আমাদের ইসলামী মডেল একটি পশ্চিমা ধারণাগত পরিকল্পনা ব্যবস্থা ধার করে মুক্ত ব্যবস্থা বিশ্লেষণ, তার নির্যাস ও উপকরণসমূহ সংগ্রহ করা হয় দেশজ উৎস থেকে। দেশজমূখীতা এ মডেলকে একটি অনন্যতা দান করে, যেখানে দেখা যায়, বিদ্যমান প্রায় সব মুসলিম বিশ্বের মডেলসমূহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মডেলের সংমিশ্রণ, যা আমলাতান্ত্রিক থেকে সমাজতান্ত্রিক মডেলের মধ্যে বিস্তৃত, যা চরমভাবে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক পদ্ধতির মতই। ইসলামী প্রশাসনিক মডেল দেশজ মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদন্ড ব্যবহার করতে ইচ্ছুক, যা মুসলিম বিশ্বের আদর্শগত ধারণা ইসলাম থেকে উৎসরিত।

ইসলামী মূল্যবোধগুলোর ঐশ্বরিক মৌলিকত্ব এমডেলকে মুসলিম ও মুসলিম সমাজের জন্য অধিক উত্তম পন্থা হিসেবে গণ্য করে। এগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট এবং মানব কর্মকাণ্ড বা সংযোজন বিয়োজনের ফলাফল নয়। নি:সন্দেহে, সমসাময়িক মুসলিম সমাজে অনেক লংঘন চলছে, কিন্তু এ মডেল বর্তমান চলমান পরিস্থিতি বর্ণনা করে না। বরং একটি আদর্শ প্রদান করে, যার জন্য সব মুসলিম সমাজের সংগ্রাম করা উচিত। মডেলটি কোন আকাশকুসুম কল্পনা নয়, যেহেতু ইসলামী ইতিহাসের ঘটনাবলী এ মডেলের প্রয়োগ ও প্রয়োগযোগ্যতা প্রতিপালন করে (দেখুন পঞ্চম অধ্যায়)।

অন্যায়ের প্রতিরোধ

ইসলামী মডেল কিভাবে প্রশাসনকে প্রশাসনিক লংঘন সংগঠিত হওয়া থেকে রক্ষা করে? নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ (অন্যান্য অনেকগুলোর মধ্যে) ব্যবহারের মাধ্যমে তা খুব সহজে রক্ষা করা যায়:

ক. পুরো সমাজ এবং বিশেষত যারা প্রশাসনে কাজ করে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান। মুসলিম সমাজের অনেক লংঘন সংগঠিত হচ্ছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই।

খ. জনগণ ও সরকারের সকল বিভাগ, বিশেষত বিচার বিভাগের মধ্যে সরাসরি মিথষ্ক্রিয়া থাকতে হবে। আদালতে সহজ প্রবেশাধিকার থাকতে হবে, যাতে করে দ্রুত অতি অল্প প্রচেষ্টায় অন্যায় অবিচার প্রতিরোধ করা যায় এবং সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠি বিলম্বিত বিচার থেকে রেহাই পায়।

গ. জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞানের প্রবাহ তৈরী করা, ইসলামী আইন ব্যবস্থায় জনগণের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য পাশাপাশি রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা। এটি রাষ্ট্র ও জনগণের উভয় পক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহার ও ইসলামী মূল্যবোধগুলোর লংঘন কমিয়ে ফেলবে।

www.pathagar.com

শূ'রা-র ধারণা

ইসলামী মডেলকে *শূ'রা* এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করে। আর তা হল ঐক্যমত্য, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যা লঘিষ্ট প্রভাবের চেয়েও একটি সাধারণীকরণ কৌশল। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার করা যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দলের নেতা এক্ষেত্রে ঐ দলের সকল সদস্যের সাথে পরামর্শ করতে ও তাদের মতামত নিতে বাধ্য। দৈনন্দিন রুটিন মাফিক আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বাইরে প্রতিটি প্রধান প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কোন ইসলামী রীতির সাথেই বৈপরীত্য পোষণ করতে পারবে না, যা আগেই বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবসর ভাতা সংক্রান্ত বিষয়টি *শূ'রার* আলোচনার বিষয়বস্তু। তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দলকে অবশ্যই এমন একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে যাতে করে ঐ বিষয়টি *রিবা* (সুদ) বা মুনাফা সংশ্লিষ্ট না হয়, যেহেতু সুদ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এখন অন্য একটি অনুমানে আসা যাক, ইসলামে হাসপাতাল প্রশাসনের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের বিষয়টি *শূ'রা-*র আলোচনায় আনা হল। যেহেতু কোরান ও সুন্নাহ্-তে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দলের নেতাকে সেক্ষেত্রে এ সমস্যাটি নিয়ে কেন্দ্রীয় *মজলিশ-ই-শূ'রার* সাথে আলোচনায় বসে একটি সিদ্ধান্ত বা *ফতওয়ায়* পৌঁছতে হবে, যা গর্ভপাতের বৈধতা বা অবৈধতা নিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হবে, যা পরবর্তীতে একটি বাধ্যবাধকতা হিসেবে পরিগণিত হবে।

সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ

আমাদের মডেলের অন্য একটি অনন্য দিক হল প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ।[৩৫] একটি মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিযোগিতা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্টি করার জন্য সংরক্ষিত, যেমন দুস্থে দান করা। পার্থিব কাজের ক্ষেত্রে, যা হোক, সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ শুধু প্রশাসনিক আচরণের ক্ষেত্রেই নয়, বরং তা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও দরকার। বৈধ ও সাংবিধানিক অধ্যাদেশ যা মুসলিমদেরকে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করে তা পবিত্র কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতে (আরও অনেক আয়াত রয়েছে) স্পষ্ট হয়ে উঠে:[৩৬]

> তোমরা শুধুই ভাল কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারেই একে অন্যকে সহযোগিতা কর। পাপ ও বাড়াবাড়ির কোন কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না, কিন্তু তোমার সব কাজ আল্লাহ্‌র জন্যই। কেননা আল্লাহ্ (পাপের) দণ্ড দানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। (কোরান, সূরা ৫: আয়াত ২)

সহযোগিতার কার্যকারিতার জন্য, পবিত্র কোরান বা সুন্নাহ্ কোনটিই এজন্য বিস্তৃত আচরণ ও পদ্ধতি ঠিক করে দেয় না। এটি জনগণের দাবী, প্রয়োজন ও অবস্থার মতো পার্থিব ও আধ্যাত্মিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে, ইসলাম জোরের সাথে সুপারিশ করে, ইসলামী প্রশাসকগণ অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে একত্রে কাজ করবে। আরও জোরের সাথে সুপারিশ করা হয় যে, প্রশাসকগণ তাদের মক্কেলদের চাহিদাগুলো

www.pathagar.com

পূরণ এবং কার্যকারিতা ও মিতব্যয়িতার বিনিময়ে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমানোর মাধ্যমে সাহায্য করে। উপরে উল্লেখিত হয়েছে, ইসলামী আইন ব্যবস্থায় অনেক নির্দেশিকা রয়েছে, যেখানে যতদূর সম্ভব সর্বোচ্চ পরিমাণে তার সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য প্রশাসকদের আবেদন জানানো হয়েছে, যাদের তারা সেবা দান করে। প্রশাসকগণ কিভাবে এবং কখন ইসলামী *শরীয়াহ্*-র সার্বিক সীমারেখার মধ্যে স্ববিবেচনার মাধ্যমে কাজ করেন তাঁর একটি ক্ষুদ্র বিবরণ দেয়া হল।

বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে, সহযোগিতা একটি আদর্শ ইসলামী মডেলের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আকার ধারণ করতে পারে। দলের নেতা দলের প্রতিটি সদস্যকে যতদূর সম্ভব প্রশিক্ষণ প্রদান, চাকুরীকালীন শিক্ষা এবং সম্প্রদায়ের প্রতি সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করবেন। কেননা, ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে তার প্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হল সহযোগিতা নিশ্চিত করা, যদিও তা তার পার্থিব জীবনে কোন ফলাফল বয়ে আনে না তথাপি প্রশাসক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সবটুকুই করবেন। একই কথা প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মচারীদের সব সদস্যদের ক্ষেত্রেও বলা যায় তাদের ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বা আত্ম-সম্পর্কের যে কোন একটির ক্ষেত্রে।

জীবনবীমার কথা ব্যতিরেকে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ, কারণ এটি একটি সুযোগের খেলা হিসেবে চিহ্নিত, ইসলাম কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও অন্যান্য সহযোগিতামূলক কার্যাবলী যেমন সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান তৈরী করার মাধ্যমে সহযোগিতার কথা বলে। সুদভিত্তিক লেনদেন না করার মাধ্যমে এবং সুদহীন ব্যাংকিং কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসলামে সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যা চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান মূলত একটি সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান, এখানে সদস্যদের দ্বারাই মূলধনের যোগান হয় যারা সাধারণত ক্ষুদ্রাকারে শেয়ার ক্রয় করে। অংশীদারদেরকে প্রকৃত প্রয়োজন মিটানোর জন্য শূন্য সূদের হারে ঋণ দেয়া হয় এবং শেয়ার গ্রাহকদের একটি সাধারণ হারে (কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ নয়) বার্ষিক ডিভিডেন্ড দেয়া হয়। এর অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়াও সহযোগিতার একটি উপায় হিসেবে সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্বও রয়েছে।

কর্মচারীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক কার্যাবলীর সম্ভাব্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন সীমারেখা নেই বললেই চলে এবং এ রকম নতুন সেবা সক্ষম, চটপট প্রশাসক ও নেতাদের অধীনে বারংবার যুক্ত হতে পারে। সমবায় কর্মসূচি, যা যুক্তরাষ্ট্রে সুপরিচিত নয় বা ব্যবহৃত হয় না, তা সমগ্র ইউরোপ ও প্রাচ্যে বিশেষত লোক প্রশাসন ও কৃষি ক্ষেত্রে বহুল পরিচিত। সমবায়ের মাধ্যমে ক্রয়, আবাসন ও এরকম অন্যান্য কাজ ইসলামী প্রশাসনের একটি বাস্তব ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে, যেভাবে কোরান ভাল ও মহৎ কাজের ক্ষেত্রে সমবায়ের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং খারাপ ও মন্দ কাজের নিষেধ করেছে। যেরকম পশ্চিমা তত্ত্বগুলো দাবী করে যে, এধরনের সহযোগিতামূলক কর্মসূচি শুধুমাত্র লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়, অর্থাৎ কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্যই দরকার, সেক্ষেত্রে ইসলাম সমবায়কে এর একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ যদিও এরকম সহযোগিতা উচ্চ উৎপাদনশীলতার হার

www.pathagar.com

বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেয় না, তবুও যারা এতে জড়িত তাদের কাছে এটি যদি সহায়তাকারী হিসেবে প্রমাণিত হয় তবে এর প্রয়োগ করা উচিত। এটি অবশ্যই উত্তম নেতৃত্ব ছাড়া বাস্ত বায়ন করা যেতে পারে না।

নেতৃত্বের ধারণা

ইসলামী মডেলে নেতৃত্বের ধারণাও একটি অনন্য দিক, বিশেষত যখন আচরণবাদীদের চিন্তাধারা ও মানবিক সম্পর্ক মডেলসহ অন্যান্য মডেলের সাথে তুলনা করা হয় (McGregor, Likert, Bennis, Argiris ইত্যাদি)। যা হোক, এদিকে জোর দেয়া উচিত যে, ইসলামে নেতৃত্ব কখনও চরম বা কর্তৃত্ববাদী[৩৭] নয়, যা নিম্নে নির্দেশিত হল।

নেতৃত্ব বলতে এখানে অন্যকে প্রভাবিত করার এমন সব কার্যাবলীকে বুঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে গোষ্ঠী বা সাংগঠনিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়। Hersey ও Blanchard (১৯৬৯:৬০)-র ভাষায় নেতৃত্বকে দেখা হয় 'আন্ত:ব্যক্তিক প্রভাব হিসেবে, যা বিশেষ লক্ষ্য বা লক্ষ্যাদি অর্জনে একটা পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয় এবং যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়'। প্রশাসনিক নেতা হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যার রয়েছে শক্তিশালী নেতৃত্বের গুণাবলী ও কোন একটি সংগঠন বা এর প্রশাসনিক অংশে একটি নির্বাহী অবস্থান। তদুপরি Paul C. Bartholomew (১৯৫৯:৮৭) উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি অবশ্যই সামর্থ রাখেন, (ক) সার্বিকভাবে সংগঠনকে দেখাশুনা করার, (খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার, (গ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ও কর্তৃত্ব অর্পণ করার এবং (ঘ) আনুগত্য অর্জন করার। তারপর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রশাসনিক নেতা হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে এবং সংগঠনের সদস্যদের পরিচালনা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্বের কার্যাবলী পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখেন।

সংজ্ঞা

ইসলাম ধনাত্মক পন্থায় নেতৃত্বের ধারণাকে বর্ণনা করে, যা একে শুধু আকাংখিত করেই তুলে না, বরং যে কোন সামাজিক অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে। কোরান (সুরা ৪: আয়াত ৫৯, সূরা ১৮: আয়াত ২৮, সূরা ২২: আয়াত ৪১) ইসলামে নেতৃত্বের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ও অর্থ চিহ্নিত করেছে। নেতৃত্ব স্বেচ্ছাচারীও হবে না আবার খেয়ালী কর্তৃত্বও নয়। বরং এটি এমন এক কর্তৃত্ব. যা একজন ব্যক্তি দ্বারা প্রয়োগ করা হয়, যিনি কোরানে বর্ণিত নীতিমালা ও মহানবী (স.)-র প্রথাগুলো খুবই আন্তরিকভাবে মেনে চলেন।

যোগ্যতা

নেতৃত্বের অবস্থানে যারা থাকবেন তারা হবেন মুসলিম, যারা নিজেদেরকে তাদের ব্যতিক্রমধর্মী মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে আলাদারূপে চিহ্নিত করেন, যিনি কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য নির্বাচিত হন। যা হোক, এ পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র উক্ত যোগ্যতা ও গুণের কারণেই হয়ে থাকে। যখন তাদের কার্যাবলী কোরান ও

www.pathagar.com

সুন্নাহ্-র সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে বা তাদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়, তখন তাদেরকে কোন প্রশাসনিক বা নেতৃত্বের পদ ধরে রাখার জন্য কোনভাবেই অনুমতি দেয়া উচিত হবে না। স্বভাবতই, মুসলিমগণ এ ধরণের কোন নেতাকে মানতে ও অনুসরণ করতে বাধ্য নন।

উদ্দেশ্যাবলী

ইসলামে নেতৃত্বের উদ্দেশ্যই হল *শরীয়া'হ্*-র প্রয়োগ এবং এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যা ইসলামী পরিবেশের পূর্বশর্ত সমূহ পরিচালনায় সহায়ক। এ মহিমান্বিত লক্ষ্যই একজন মুসলিম নেতার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যদি তিনি তার গোষ্ঠীর কাছ থেকে সহায়তা, বাধ্যতা ও আনুগত্য গ্রহণ করতে চান।

নেতৃত্বের এ প্রয়োজনীয়তাকে জোরদার করতে মহানবী (স.) উল্লেখ করেন, 'কোন উন্মুক্ত জায়গায় তিনজন মানুষে একত্রে থাকলে তাদের জন্য এটি কখনই অনুমতিযোগ্য নয় যে, তারা নিজেদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচন করা ছাড়া অবস্থান করবে'। এবং অন্য এক জায়গায় বলা হচ্ছে, যখন কোন ভ্রমণে তোমরা তিনজন থাক, তাদের একজনকে নেতা মনোনীত করো (al-Ghazali, n.d. vol vi:১০৯১)। এ দু'টি *বাণী*র কয়েকজন বিশ্লেষক পরামর্শ দেন যে, এ ধরনের বাণী আইনগত গুরুত্ব বহন করে এবং এ ধরণের আইনগত গুরুত্ব তিন জনের অধিক লোকের যে কোন দলকে এ অধিকার দেয় যে, তাদের ঐ লোকদের মধ্য থেকে একজন নেতা থাকতে হবে। এটি অনুমান করা হয় যে, দলে একজন নেতার উপস্থিতি যে কোন রকম সম্ভাব্য অস্থিরতা বা মতানৈক্য কমাতে সহায়ক। তাছাড়া, নেতা দলের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সক্ষম হবেন এবং এটি নিশ্চিত করবেন যে, কোন সদস্যই খেয়াল খুশী মতো দলের আদর্শ ও বিধি বিধান লংঘন করবেন না।

Abdel Hadi (১৯৭৩) বলেন, Imam Shawkani পরামর্শ দেন যে, শুধু ভ্রমণের সময় কোন দলের জন্য এ আইন সঠিক হয় তা নয়, বরং তা গ্রাম, শহর ও নগরে বসবাসকারী জনগণের যে কোন দল বা সংগঠনের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য ও দরকারী। এ ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন দলকে তার মধ্যে শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার এবং সদস্যদের মধ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম করে তুলবে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে, নেতৃত্বকে দলের একটি প্রয়োজনীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়। সুতরাং, ইসলাম এ ধারণা পোষণ করে একটি সংগঠন হিসেবে দলের সঠিক অস্তিত্ব নিরাপদ করার জন্য নেতৃত্বের দরকার, যার একটি নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী রয়েছে। তাছাড়া, দলে নেতৃত্বের অবস্থান শুধু তার সদস্যদের কার্যাবলীকেই শক্তিশালী করে না, বরং সংগঠনের মধ্যে ব্যক্তি ও দলীয় প্রয়োজনকেও প্রদান ও নিরাপদ করে।

ধরণ

উপরে উল্লেখিত হয়েছে, ইসলামে নেতৃত্বে ক্ষেত্রে একটি অনন্য ধরণ রয়েছে, যা *ঐক্যমত* সহ ইসলামী মূলনীতিগুলো দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত অর্থাৎ *শূ'রা*-র মতো বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করা। ইসলামী নেতৃত্বের ধরণ কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্বের মতো নয়, যেখানে সকল কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু হলেন ঐ নেতা এবং তা হালকা *Laissez-faire* ধরনের মতো ও নয়, যেখানে দল কোন নির্দেশনা বা তত্ত্বাবধান ও পথ প্রদর্শন ছাড়াই তার সকল নিজস্ব সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে। বরং এটি হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও দলীয় প্রাধান্যের দু'টি ধরণের মধ্যে একটি মধ্যপন্থী ধরণ। *শূ'রা* ইসলামের ক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়া ও নির্দেশ, যার মাধ্যমে নেতা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে তার সদস্যদের সাথে পরামর্শ[৩৮] করেন এবং তাদের বক্তব্য শুনেন। কোরান মহানবী (স.)কে নিম্নোক্তভাবে অত্যন্ত জোরালোভাবে নির্দেশ করছেঃ

> এটা আল্লাহ্‌র এক অসীম দয়া যে, তুমি তাদের সাথে ছিলে কোমল প্রকৃতির, যদি তুমি [হে মুহাম্মদ (স.)] নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের হতে, তবে এসব লোক তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো। অতএব তুমি এদের ক্ষমা করে দাও, এদের জন্য প্রার্থনা করো এবং তাদের কাজ কর্মের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করো এবং অতপর, যখন (সে পরামর্শের ভিত্তিতে), একবার সংকল্প করে ফেলবে, তখন (তার সফলতার জন্য) আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো। অবশ্যই জেনে রেখো! আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন (কোরান, সূরা ৩ঃ আয়াত ১৫৯)।

পরিচালনা

ইসলাম নেতা তৈরীর ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক, যারা দলের জন্য একটি উত্তম উদাহরণ হয়ে সেবা প্রদান করবেন, এমনকি দলের পরিচালনা ও মুসলিম ব্যক্তিত্ব তৈরীতেও। সব মুসলিমের জন্য ঐ রকম একজন নেতা হলেন মহানবী (স.), যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ মুসলিমদের বলছেনঃ

> তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্‌র বার্তাবাহকের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, তা ঐ সব ব্যক্তির জন্য যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পেতে আগ্রহী, এবং পরকালে (মুক্তির) আশা করে, এবং যে (সর্বোপরি) বেশী পরিমাণে আল্লাহ্‌কে ভয় করে (কোরান, সূরা ৩৩ঃ আয়াত ২১)।

একজন নেতার ভাল আচরণ, সর্বোচ্চ নৈতিক মান ও মূল্যবোধ এবং দলের প্রতি তার আচরণ, নি:সন্দেহে দলের সব সদস্যদের সমর্থন ও সহযোগিতা আদায়ে সক্ষম করে তুলবে। এসব সদস্যগণ তার মধ্যে এমন এক দৃষ্টান্ত খুঁজে পান, যা তাদেরকে ঐ দলের গর্বিত সদস্য হিসেবেই পরিগণিত করবে না, বরং তাদের প্ররোচিত করবে তাদের সকল কার্য ও আচরণে নেতাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে।

যা হোক, নেতা এমন কোন আইন প্রণয়ন করবে না, যা ইসলামের মূলনীতির সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে। পূর্বের উল্লেখ মতে, যে কোন নেতা বা মুসলিম পণ্ডিত আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামী আইনের মৌলিক ও প্রাথমিক উৎসসমূহের কাছে বাধ্যগত। ব্যক্তিগত *ইজতিহাদ* অনুমতিযোগ্য, যদি নেতা এ মূলনীতিগুলো যোগ্যতার সাথে অর্জন করতে

www.pathagar.com

পারেন, যা বিস্তৃতভাবে পূর্বের অধ্যায়সমূহে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু ঐ *ইজতিহাদ* নীতিগুলো শুধুমাত্র নেতা নিজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখবেন; তার কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই এগুলো অন্যান্য সদস্যদের উপর প্রয়োগ করার, যদি না তারা ওগুলো স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।

দায়িত্বাবলী

ইসলামে নেতৃত্ব একটি চ্যালেঞ্জিং ও কষ্টসাধ্য কাজ যা, এর অধিকারীদের অনেক দায়িত্বের গুরুভার প্রদান করে। নেতা অবশ্যই দলকে রক্ষা করবেন, এর কার্যাবলী তদারক করবেন, এবং তা শুধুমাত্র তার নিজস্ব কাজ হিসেবে নয়, বরং দলের সকল সদস্যের কার্য হিসেবে সকল বৈধ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে, তার সর্বশেষ লক্ষ্য হল সার্বিকভাবে দলের কল্যাণ সাধন। তার উদ্দেশ্যাবলী সম্পাদনের জন্য তিনি অবশ্যই সহযোগিতামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করবেন, কর্তৃত্বমূলক নয় অর্থাৎ, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এ মূলনীতি মহানবী (স.) কর্তৃত্ব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন যে, তোমাদের প্রত্যেকেই তোমাদের অধীনস্তদের অভিভাবক এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের জন্য দায়িত্বশীল (দেখুন পঞ্চম অধ্যায়)।

একজন ইসলামী নেতার কর্তব্য হল দলকে উপদেশ প্রদান এবং যখনই দরকার দলকে এর অংশিদারিত্ব মূলক লক্ষ্যার্জনের দিকে পরিচালিত করা। দক্ষ নেতা অবশ্যই ব্যক্তি ও দলকে সমানভাবে প্রশিক্ষিত করবেন, যাতে তারা তাদের নিজেদেরকে ও দলকে সহায়তা করতে পারে এবং পরিনামে যা গোটা সমাজকে উপকৃত করবে। এ কর্তব্যকে শক্তিশালী করতে মহানবী (স.)কে বলতে বলা হচ্ছেঃ 'আল্লাহ্‌র বান্দা যাদের অধীনে অনেক লোক রয়েছে, তাদের দেখাশুনা করার জন্য, তারা যদি তাদের উপদেশ প্রদান না করে, তবে ঐ সব বান্দা বেহেস্তের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না।'

প্রশাসনিক নেতৃত্বের সবচেয়ে সাম্প্রতিক অভিমত ও তত্ত্বসমূহ অন্যদের কার্যাবলীকে প্রভাবিত করার আহ্বান জানায়। এ বিষয়টা ইসলামের প্রাথমিক চিন্তাবিদগণ এড়িয়ে যান নি। তাঁরা দলের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয়ে সর্বোচ্চ পদ্ধতি ব্যবহারের আহ্বান জানান। তাই প্রত্যাশা করা হয় যে, নেতা সন্তুষ্টির সাথে দলের প্রয়োজনে তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করবেন, এবং এটা জবরদস্তিমূলক নয় যে, দলের প্রতিটি সদস্য তাদের দায়িত্বাবলী পালন করবেন। তিনি অবশ্যই চিন্তার ক্ষেত্রে জ্ঞানী হবেন, কথা বার্তায় স্পষ্টবাদী হবেন, আলোচনার ক্ষেত্রে শান্ত হবেন, বুঝানোর ক্ষেত্রে দক্ষ হবেন এবং কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান হবেন। এ পদ্ধতি প্রমাণ করে যে, যে কোন সময়, অন্যান্যদের সাধারণ প্ররোচনার মাধ্যমে প্রভাবিত করা যায়, তথা তাদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যাবলী পূরণকল্পে এটি একটি কার্যকর পরিমাপ।

www.pathagar.com

নিরপেক্ষতা

প্রশাসনিক নেতৃত্বের ইসলামী ধারণার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো নেতার নিরপেক্ষতা। প্রতিটি বিষয়, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মসূত্রে যাই হোক না কেন সমানভাবে ন্যায়বিচারের সাথে বিবেচনা করতে হবে (দেখুন, প্রথম অধ্যায়)। মহানবী (স.)-র সুন্নাহ্র ব্যাখ্যাকারী তথা মুসলিম আইনজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ সবাই নিম্নোক্ত ঘটনাটি তুলে ধরেন, যা বর্তমান আধুনিক সময়ে ধারণা করা খুবই কঠিন (al–'Ajlani, ১৯৬৫:৭৩):

> একদা মহানবী (স.) কে এক মহিলা চোরকে তার পারিবারিক ঐতিহ্য ও সম্মানজনক পূর্বপরিচিতির জন্য ক্ষমা করে দেবার জন্য অনুরোধ করা হলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে অনেক লোক ছিল যাদের উপর ধ্বংস নেমে এসেছিল কারণ তারা দরিদ্র পাপিস্টদের শাস্তি দিত এবং উচ্চ বংশীয় পাপিস্টদের ক্ষমা করতে অভ্যস্থ ছিল। আল্লাহ্র শপথ, যদি মুহাম্মদ (স.)-র কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

দলীয় প্রত্যাশা

এটা মনে রাখা দরকার, ইসলাম নেতার মানবিক কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে এবং বিনিময়ে দল নেতার কাছে কিছু প্রত্যাশা করে। এটা ধারণা করা স্বাভাবিক যে, দলের সদস্যদের প্রতি নেতার কর্তব্য ও দায়িত্বের বিনিময়ে দলের কাছে নেতা কিছু প্রত্যাশা করতে পারেন। তিনি প্রত্যাশা করতে পারেন দলের কাছে তাকে মান্য করার জন্য, তাকে অনুসরণ করার জন্য এবং দলের আদর্শের সাথে সংশ্লিষ্ট যে অধ্যাদেশ তিনি জারী করবেন সেসব সবাই মেনে চলবে, অবশ্য সে সব অধ্যাদেশ যেন ইসলামী নীতিমালাকে লংঘন না করে। এটা বলা হয়েছে যে, যিনি মান্য করেন, তাঁর রয়েছে সংরক্ষিত হবার অধিকার (যত্ন পাবার), কোরান বর্ণনা করছে (সূরা ২৬:আয়াত ২১-২৫): 'এবং ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে নম্রতা ও বিনয়ের সাথে ব্যবহার কর'।

প্রশাসনিক নেতৃত্বের ইসলামী ধারণায় নেতার প্রতি বাধ্যবাদকতা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। ইসলাম কঠোরভাবে তাদের শাস্তি দানের কথা বলে, যারা তাদেরকে নেতার কাছ থেকে আলাদা করে রাখে এবং নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করে। এটি স্বাভাবিক, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, যতক্ষণ দল বা *উম্মাহ* যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে থাকে, ততক্ষণ ইসলাম তার শক্তি ও ভ্রাতৃত্ব সতর্কতার সাথে রক্ষা করে। নিঃসন্দেহে দলের শক্তি, একটি জাতির বা ইসলামী *উম্মাহ*র শক্তি। সুতরাং, ইসলাম একতার ধারণার উপর ব্যাপক জোর দেয়। একমাত্র এ একতার মাধ্যমেই মুসলিমগণ একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে পরিণত হতে পারবে।

বাধ্যবাদকতার ইসলামী ধারণা দলের সদস্যের কাছে কোন অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, যেভাবে এটি বাহ্যিকভাবে প্রতিয়মান বলে মনে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলের

www.pathagar.com

সদস্যদের অংশগ্রহণের পুরোপুরি স্বাধীনতা, নেতাকে সমালোচনা করা, এবং যদি তিনি বিপথে যান, তবে তাকে সাবধান করার অধিকার দানের মাধ্যমে ইসলাম এ সম্ভাবনাটা দূরীভূত করে (মত প্রকাশের স্বাধীনতার উদাহরণের জন্য যা এ বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে, তা জানার জন্য দেখুন, প্রথম অধ্যায়)

সংক্ষেপে, ইসলামী প্রশাসনিক নেতৃত্বকে একটি সমন্বিত পদ্ধতি হিসেবে বৈশিষ্ট্যায়িত করা যেতে পারে, যা একদিকে নেতার কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, অন্যদিকে দলের কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করে। এ ধরণের একটা সামঞ্জস্য এ পদ্ধতিকে কর্তৃত্বের বিস্তৃত পরিসরে লাইনের মধ্যখানে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি দলের বিনিময়ে পুরোপুরিভাবে নেতার প্রতি সহানুভূতিশীল হয় না (কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্ব), বা নেতার বিনিময়ে সম্পূর্ণভাবে দলকে সহানুভূতি দেখায় না (সম্মতিসূচক বা *Laesseiz-faire* নেতৃত্ব)

প্রশাসনিক আইনের ধারণা

ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের আর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এর প্রশাসনিক আইনের ক্ষেত্র। পার্থিব ও ঐশ্বরিক আইনের বিভাজন বা সমন্বয় প্রায় সব পশ্চিমা প্রশাসনিক মডেলের তুলনামূলক বিভাজনের প্রেক্ষিতে অবস্থান করে। *শরীয়াহ্* এমন একটি ছায়া দান করে, যার মাধ্যমে ইসলামে অন্যান্য উপ-পদ্ধতির মতো প্রশাসনিক আইন সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা খুঁজে পায়, যা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত, মানুষ কর্তৃক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকৃত এবং প্রশাসিত।

একটি 'প্রশাসনিক পদ্ধতি'-র অস্তিত্ব খুবই গুরুত্বের সাথে প্রশাসনিক আইনের অস্তিত্বের দিকে নির্দেশনা দেয় না। বস্তুত, পরবর্তী ধারণাটা অর্থহীন, যদি না প্রশাসনিক সম্পর্ক ও অন্যান্য সাধারণ সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়, যা সাধারণ আইন ছাড়াও ব্যক্তিগত আইনের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এটি হল তা যার মাধ্যমে 'দ্বৈত পদ্ধতি'কে বুঝান হয় অর্থাৎ প্রশাসনিক আইন ও সরকারী বা সাধারণ আইন। সাধারণত, পূর্বেরটা প্রশাসন সম্পর্কিত ঘটনা এবং সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে পরবর্তীটা যে কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়, উদাহরণস্বরূপ বেসামরিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং পাশাপাশি অপরাধমূলক কার্যের ক্ষেত্র। আইনের ক্ষেত্রে এ দ্বৈতবাদ বিচার ব্যবস্থায় দ্বৈতবাদের জন্ম দেয়, যেখানে এ ব্যবস্থায় বেসামরিক, বাণিজ্যিক অপরাধ এবং অন্যান্য আদালতের ক্ষেত্রে একটি অতি সাধারণ বা সাধারণ বিচার পদ্ধতি রয়েছে, ঠিক সেরকম পদ্ধতি রয়েছে একটি প্রশাসনিক বিরোধ সম্পর্কিত বিশেষায়িত প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থায়ও (Wasfy, ১৯৭৭:৪২৯-৩০)।

ইসলামী প্রশাসনে সাধারণ আইন কানুন বা *শরীয়াহ্* প্রশাসনের প্রতিটি দিক যেমন নিয়োগ, বাজেট তৈরী, তত্ত্বাবধান, দক্ষতা, মূল্যায়ন ও নীতি বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করে। একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি দিক যেরকম কোন না কোন ভাবে ইসলামী *শরীয়াহ্* দ্বারা প্রভাবিত ঠিক সেভাবে ইসলামী প্রশাসনের প্রতিটি দিকও প্রভাবিত হয় এবং তা কোন বিদেশী বা বাহ্যিক প্রশাসনিক আইন দ্বারা প্রভাবিত হয় না।[৩৯]

www.pathagar.com

বিনয় এবং সরলতা

পরিশেষে, বিনয় ও সরলতা যা ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের অন্য একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা সীমা লংঘনের বিরোধী। কোরান আল্লাহ্‌র বান্দাদের (আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, যদি তুমি ইচ্ছা কর) বর্ণনা করছে:

> দয়াময়ের (আসল) বান্দা তারা, যারা যমীনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে এবং জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে তারা বলে দেয়, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!
>
> এবং যারা তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদারত হয় এবং দণ্ডায়মান থেকে রাতগুলো অতিবাহিত করে,
>
> এবং যারা ব্যয় করলে অপব্যয়ও করে না আবার কার্পণ্য ও করে না; বরং দু' সীমার মধ্যখানে একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থানে মধ্যম নীতির উপর অবস্থান করে (কোরান, সূরা ২৫: আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৭)।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের শুরুতে, আগন্তুকগণ মহানবী (স.) কে খুব একটা চিনতে পারতো না, যখন তিনি তার সাহাবীদের নিয়ে বসতেন। একই বিষয় বলা যায় 'প্রথম উমর (র.) -র ক্ষেত্রেও, যেখানে প্রতিবেশী এবং দূরবর্তী রাজা ও সম্রাটদের দূতগণ তাঁকে চিনতে পারতো না, কারণ সাধারণ জনগণ থেকে তাঁকে পৃথক করার কিছুই তাঁর মধ্যে ছিল না।

এভাবে পরিধেয় বস্ত্র, আচরণ ও এরকম আরও অনেক বিষয়ে নম্রতা ইসলামী মডেলের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা আমরা বর্তমানে হারিয়ে ফেলেছি; এগুলো পুনরুদ্ধার করতে হলে ইতিহাসের পিছনে ফিরে যেতে হবে আমাদের। তথাপি বিনয় ও সরলতা ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের অনন্য বৈশিষ্ট্য ঠিক যেরকম *zuhd* এবং সূদের অনুপস্থিতি ইসলামী অর্থনৈতিক মডেলের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

যেহেতু আমরা জানি যে, মহানবী (স.) ও তাঁর চার ধার্মিক খলিফাদের সময় আর ফিরে আসবে না, সেহেতু ইসলামী প্রশাসনের আদর্শ একটি মডেল ঐশ্বরিক ও পার্থিব বিষয়গুলো এবং এর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা পূর্বক সে সোনালী যুগের সাথে একটি খুবই ঘনিষ্ঠ ও একই রকম একটি ব্যবস্থা নির্দেশ করে।

সংক্ষেপে, ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনন্য দিকসমূহ ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক মান, ঐশ্বরিক মৌলিকত্ব, দেশজমূখীতা (endogeneity), *শূ'রার* ধারণা, সহযোগিতা, নেতৃত্ব, প্রশাসনিক আইন এবং বিনয় ও সরলতার উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করে, যা ঐ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ; এ ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ আচরণ, পাশাপাশি এর বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এ ব্যবস্থাকে প্রশাসনের অন্যান্য সব ব্যবস্থা থেকে স্পষ্টভাবে বৈশিষ্ট্যায়িত করে চিহ্নিত করেছে।

www.pathagar.com

সম্ভাব্যতার শর্তাবলী

ইসলামী প্রশাসনিক পদ্ধতি কার্যকর ও দক্ষতার[৪০] সাথে চলমান থাকার জন্য নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত অবশ্যই থাকতে হবেঃ (ক) গোটা ব্যবস্থার পরিবেশ হবে অবশ্যই ইসলামী, (খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণকে অবশ্যই ইসলামপন্থী হিসেবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, এবং (গ) *শূ'রার* প্রক্রিয়া অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

এ মডেল কোন অনৈসলামিক পরিবেশে কার্যকর হবে না। পরিবেশটা যত বেশী ইসলামী হবে এ মডেলের বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা ততই বেশী হবে এবং যত কম হবে প্রয়োগযোগ্যতাও তত কম হবে। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ একটি ইসলামী পরিবেশ সর্বোচ্চ সামর্থে এ মডেলের সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতার নিশ্চয়তা বিধান করে। এর কারণ হল যে, এ মডেল যে মূল্যবোধগুলো প্রতিস্থাপন করতে চায় তা হল পরিপূর্ণভাবে ইসলামী মুল্যবোধ, যদিও একই রকম কিছু মূল্যবোধ অন্য প্রশাসনিক পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যায়।

এ মডেলের সম্ভাব্যতার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল জনগণ পি১-র অস্তিত্ব ও প্রাপ্যতা, যারা ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঠিক যেরকম পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে সরকারী কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকতে হয় এবং ওগুলোকে সম্মান করতে হয়, ঠিক সেরকম ইসলামপন্থীর কাছে প্রত্যাশা করা হয় তারা ইসলামী মূল্যবোধও নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। যারা এ মডেল বাস্তবায়ন করবেন তাঁরা Fredrickson (১৯৮০:১২)-র এ ধারণাগুলো ধার করতে পারেন, কম 'জাতিভিত্তিক' ও অধিক 'জনগণ' কেন্দ্রীক, কম 'বর্ণনামূলক' ও অধিক 'নির্দেশনামূলক', কম 'প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক' ও বেশী 'মক্কেল- প্রভাব-কেন্দ্রীক', কম 'নিরপেক্ষ' ও অধিক 'আদর্শিক', এবং এটা আশা করা হয় অবশ্যই কম 'বৈজ্ঞানিক' নয়। অতএব, ইসলামী মূল্যবোধগুলোর প্রতি প্রতিজ্ঞা এ মডেলের একটি অপরিহার্য অংশ, যে ধরণের প্রতিজ্ঞা ছাড়া এ মডেল যথাযথভাবে কাজ করবে না।

এ মডেল কার্যকর হবার ক্ষেত্রে তৃতীয় গুরুত্বপূণ শর্ত হল একটি আশাব্যঞ্জক আচরণ যা চিহ্নিত রয়েছে *শূ'রা* প্রক্রিয়ার মধ্যে। *শূ'রা* বা পরামর্শ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে *ঐক্যমত্য* প্রতিষ্ঠা করে। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা কোরান ও/বা সুন্নাহ্-র সাথে একমত না হয়, তবে ৯৯% জনগণও যদি এ পদ্ধতির পক্ষে ভোট দেয় তবুও এটি ব্যবহৃত হতে পারবে না। এটি হল একটি গজকাটি যা দ্বারা সবরকম সিদ্ধান্ত ও কার্যবিধি পরিমাপ করা হয়। ইসলামী *শরীয়া'হ্*-র কোন উৎসের স্পষ্ট কোন লিখিত আদেশের যে কোন ধরনের লংঘন হচ্ছে এ ধরণের কোন কার্যপ্রণালী, প্রক্রিয়া বা সিদ্ধান্ত ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। এভাবে, মূল্যবোধ-মুক্ত বা মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ সরকারী আমলাদের কোন অস্তিত্ব ইসলামী প্রশাসনিক মডেলে নেই, যেরকম এদের অস্তিত্ব রয়েছে সনাতন আমলাতান্ত্রিক মডেলে। প্রশাসকগণ নিরপেক্ষ নন। তাদের অবশ্যই অন্যান্য মূল্যবোধগুলোর সাথে, সুব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সাম্য উভয়ের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

www.pathagar.com

হওয়া উচিত। তাছাড়াও তাদের এ মূল্যবোধগুলোকে প্রশাসনের জন্য এ আদলে একটি যৌক্তিকতা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যা অন্য কোন আদলের চেয়ে উত্তম।

সারাংশ ও উপসংহার

পূর্বের আলোচনা একাধিক আত্মনির্ভরশীল ও আন্ত:সম্পর্কযুক্ত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রক্রিয়া বা মডেল চিত্রায়িত করে, যা কতিপয় সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে। ইসলামী প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, বিদ্যমান ব্যবস্থা অভ্যাগম ধারণার মাধ্যমে যা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন David Easton, যা সমাজ বিজ্ঞান সাহিত্যে দেখা যায়।

মূলত, ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থা তার সংস্কৃতি ও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেখানে এটি চালু থাকে, যা সমাজের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত এবং কিছু সামাজিক অনুঘটক দ্বারা গড়ে উঠে যেমন, শিক্ষা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা ও আইন। একে একটি পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তা এর সম্ভাব্য প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা এর অস্তিত্বকে হুমকির দিকে ঠেলে দেয়, এর উপর চাপ ও মানসিক অস্থিরতা তৈরী করে এবং আরও অনেক চ্যালেঞ্জ তৈরী করে, যা ঐ ব্যবস্থার গুরত্বপূর্ণ চলকগুলোকে তাদের জটিল আওতা ও সামর্থের বাইরে পরিচালিত করে। নিজেকে বিদ্যমান ও চলমান রাখার জন্য, এ ব্যবস্থাকে অবশ্যই এমন সব পরিমাপের সাথে সাড়া প্রদান করতে হবে, যা ঐ রকম হুমকি, মানসিক চাপ ও চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে দূর করতে পারবে। সরকারী আমলাদের যারা এ ব্যবস্থার প্রধান মানব সম্পদ, তাদের অন্তত কি ঘটছে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে অবশ্যই একটি অবস্থানে পৌছতে হবে। যাতে তারা ঐ বিষয়ে তাদের যতদূর সম্ভব ইচ্ছানুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে কিংবা তা করতে বাধ্য হয় (Easton, ১৯৭৯:৩৩)।

এ অধ্যায়ে প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী মডেলের ছয় পি' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে বিস্তৃতভাবে ঐ ব্যাপক উপাদানসমূহ, তাদের একের সাথে অন্যের সম্পর্ক, এর সাথে বিদ্যমান অন্যান্য মডেলের তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ইসলামী মডেলের কতিপয় অনন্য দিক ও বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ মডেলের নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগ এ গবেষণার পরবর্তী ও শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এ মডেলের ফলাফল হিসেবে নীতিমালাগুলো পরিচালনা করার জন্য একটি কৌশল পরীক্ষা করা হবে, বিশেষত সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে বিরাজিত বাধাসমূহের আলোকে যেমন অনৈক্য,জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মবিদ্বেষ ইত্যাদি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের টীকা

১. লেখক System Model ধারণা থেকে খুবই লাভবান হয়েছেন, বিশেষত David Easton এবং অন্যান্যদের লেখনী থেকে। এ অধ্যায়ে David Easton-র দু'টি

www.pathagar.com

প্রধান গবেষণার উপর ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তা হল: *A System Analysis of Political Life*, যা ১৯৭৯ সালে Chicago, The University Press of Chicago থেকে প্রকাশিত, এবং *A Framework for Political Analysis*, যা ১৯৬৫ সালে Englewood Clilfs, N.J. Prentice-Hall থেকে প্রকাশিত।

২. এ ক্ষেত্রে ইরানের প্রয়াত শাহ্-র ব্যর্থতা একটি সাম্প্রতিক ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানার জন্য, দেখুন John L. Seitz রচিত, 'The Failure of US Technical Asistance in Public Administration: The Iranian Case', যা প্রকাশিত হয়েছে, *Public Administration Review* তে, ভলিউম ৪০, নং ৫ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮০); পৃ. ৪০৭-১৩। আরব বিশ্বের ক্ষেত্রে, দেখুন Tareq Y. Ismael রচিত, 'The Rejection of Western Models of Government in the Arab World: the Case of Nasserism', প্রকাশিত হয়েছে, *The Islamic Quarterly*, ভলিউম ১৯, নং ১, ২ (জানুয়ারি-জুন ১৯৭৫); পৃ. ১২৩- ৮; Garth Jones লিখিত, ' Failure of Technical Assistance is Public Administration Abroad', প্রকাশিত হয়েছে, *Journal of Comparative Administration* ২, নং ১ (মে ১৯৭০); পৃ. ৩-৫১; এবং Norma De Candido রচিত, 'Further Abroad', প্রকাশিত হয়েছে, পূর্বোক্ত, (ফেব্রুয়ারি ১৯৭১); পৃ. ৩৭৯-৯৯।

৩. দেখুন উদাহরণস্বরূপ, 'Is Religion Antiquated'? শিরোনামের অধ্যায়টি, তাঁর লিখিত বই, *Islam: The Misunderstood Religion*, ২য় সংস্করণ, লাহোর, পাকিস্তান, Islamic Publications থেকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত, পৃ. ১-৫২।

৪. মানুষের অজ্ঞতার ফলে কৃত অনুমান তার নিজের ভারসাম্য বা পরিমার্জনতাকে বাধাগ্রস্থ করে যা রচিত হয় আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক Alexis Karel রচিত, *L' Homme Cet Inconnu* গ্রন্থে। Qutb উদ্ধৃত করে বলেন (১৯৭৮: ৩২০), Karel নির্দেশ করেন যে, মানুষের প্রকৃতির সম্পর্কে আমাদের চরম অজ্ঞতা, পাশাপাশি তার আধ্যাত্মিক দিক সম্পর্কে আমাদের অবহেলা, এবং অজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো অবস্থান করে জনগণ হিসেবে আমাদের অধ:পতনের মূলে, এমনকি যদিও এ বিষয়টি আমাদের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সাথে মিলে যায়'। শেষের বাক্যটির সাথে সম্পর্কিত মূল্যায়নটি হল Fred W. Riggs-র, যা নিম্নে ৩০ নং টীকায় দেয়া হয়েছে।

৫. এ একতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Muhammad Qutb (১৯৭৮:৩১২) লিখেন: 'আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ধারণা ও জীবনের ঐক্য নিজের বিভাজন এবং বিভাজিত বিশ্বকে উপস্থাপন করে, যা তাদের পরিচিতি ও উদ্দেশ্যাবলী পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনা, যা জীবনের বিচ্ছিন্ন দিকগুলোর পুনরেকত্রীকরণ এবং উপাসনার সঠিক

www.pathagar.com

ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে।

৬. এ উদ্ধৃতিটি একজন পাশ্চাত্য লেখকের সাক্ষ্য প্রকাশ করে, যিনি সতের বছর ধরে সৌদি আরবে বসবাস ও কাজ করেন এবং যিনি সম্ভবত জানেন এ রাজ্যটিতে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কি ঘটতেছে, তিনি তাঁর অনেক প্রকাশিত নিবন্ধ ও প্রতিবেদনে তা দেখিয়েছেন।

৭. একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়, যা একটি প্রেষক হিসেবে অর্থের গুরুত্ব প্রদর্শন করে। Leavitt (১৯৬৪:২২১) বলেন: 'অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে থেকে যায়, কিন্তু আমাদের সমাজে তা একচেটিয়াভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে কোন উদ্দীপক নয়'।

৮. এর অর্থ এ নয় যে শুধুমাত্র উন্মুক্ত ব্যবস্থা অভ্যাগমই একটি কাঠামো হিসেবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক। অন্যান্য মডেলগুলোও পাশাপাশি একই কাজ করতে সক্ষম: উদাহরণস্বরূপ, Esman *et.al* প্রদত্ত 'প্রতিষ্ঠান নির্মাণ মডেল' (IB) খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষত তার প্রধান পাঁচটি চলকসহ। এসব চলকগুলোর মধ্যে রয়েছে (ক) নেতৃত্ব (কিছু লোকের একটি দল যারা প্রতিষ্ঠানটির মতবাদও কর্মসূচি তৈরীর ক্ষেত্রে সরাসরি জড়িত এবং যারা পরিবেশের সাথে এর পরিচালনা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেন); (খ) মতবাদ (মুল্যবোধ, উদ্দেশ্য ও পরিচালনা পদ্ধতি যা সামাজিক কর্মে বিদ্যমান এবং তাঁর নির্দিষ্টকরণ); (গ) কর্মসূচি (কার্যাবলীর ও সেবার কর্মফল যা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল নির্ধারণ করে); (ঘ) সম্পদ (ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক, মানবিক ও প্রকৌশলগত উপাদান); এবং (ঙ) কাঠামো (প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া)। পরিমাপের নির্দেশকগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে এসব চলকের প্রতিটির জন্য। প্রতিষ্ঠানটি অবিরত সমাজের অন্যান্য সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশের সাথে মিথস্ক্রিয়া ও আন্ত:নির্ভরশীলতার সাথে যুক্ত। এটি হল 'সংযুক্তি' এবং এর চারটি প্রকার চিহ্নিত হয়েছে, তা হল: (ক) সামর্থগত, (খ) কার্যগত, (গ) আদর্শগত, এবং (ঘ) ব্যাপিত।

IB বিষয়ে আরও অধিক জানার জন্য, দেখুন Milton J. Esman এবং Hans C. Blaise লিখিত, *Institution Building Research: The Guiding Concept*, ১৯৬৬ সালে Pittsburgh, University of Pittsburgh থেকে প্রকাশিত; M.J. Esman রচিত, *Administration and Development in Malaysia: Institution Building in Plural Society*, ১৯৭২ সালে Ithach, N.Y., Cornell University Press থেকে প্রকাশিত; একই লেখকের, *Institution Building Concepts–An Interim Appraisal,* Pittsburgh, University of Pittsburgh, GSPIA থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত; এবং Hans C. Blaise লিখিত, 'The Process and Strategy of Institution Building in National Development: A Case Study in Combodia', (পি.এইচ.ডি. থিসিস, Uni-

www.pathagar.com

versity of Pittsburgh, GSPIA, ১৯৬৫); Jamil E. Jreisat লিখিত, 'Provincial Administration in Jordan: A Study in Institution Building' (পি.এইচ.ডি. থিসিস, University Pittsburgh, GSPIA, ১৯৬৮); একই লেখকের, 'Synthesis and Relevance in Comparative Public Administration', প্রকাশিত হয়েছে, *Public Administration Reveiw* ৩৫, নং ৬, (১৯৭৫); ৬৬৩-৭১; এবং W. Blaise লিখিত, *Institution Building: A Source Book*, ১৯৭৩ সালে Beverly Hills, Cal., Sage Publications থেকে প্রকাশিত।

৯. উদাহরণস্বরূপ, দেখুন M. Nejatullah Siddiqui লিখিত, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, ১৯৮১ সালে Leicester, The Islamic Foundation থেকে প্রকাশিত। Mr. Siddiqui ইসলামী অর্থনীতির ৭০০ টি গবেষণার তালিকা দিয়েছেন যা আরবী, ইংরেজী ও উর্দূতে লিখিত। (দেখুন পৃ. ৮৩-১২৫)। ইসলামের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে অনেক লেখাই সম্প্রতি প্রকাশিত। তার কয়েকটি হল, Abdul Hamid A. Abu Sulaiman লিখিত, 'The Islamic Theory of International Relations' (পিএইচডি থিসিস, University of Pennsylvania, ১৯৭৩); Binnaz Sayari লিখিত, 'Religion and Political Development in Turkey', ১৯৭৬ সালে City University of New York থেকে প্রকাশিত; Muhammad Kamal Hassan রচিত, 'Contemporary Muslim Religio-Political Thought in Indonesia: The Response to "New Order Modernization",' (পি.এইচ.ডি. থিসিস, Columbia University, ১৯৭৫); Ayatullah Rohullah Khomaini রচিত, *Islamic Government*, কায়রো থেকে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত, এবং M.S. el-Awa লিখিত, *On the Political System of the Islamic State*, ১৯৮০ সালে Indianapolis, American Trust Publication থেকে প্রকাশিত।

১০. ইসলামপন্থীকে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না, যতক্ষণ এসব চূড়ান্ত বিষয়গুলোর কার্য শুরু করতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে তিনি তাঁর ভূমিকা রাখতে পারেন, যেভাবে তিনি রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে ভূমিকা রাখার কথা। এভাবে, নিম্নোক্ত কাঠামোটি (আদর্শ ইসলামী মডেল), ইসলামী আদর্শ প্রশাসনিক মডেল নয়, বরং একটি আদর্শ ইসলামী প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি, এ বিষয়টির উপরই ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা উচিৎ, যেভাবে এ গবেষক পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং অবশ্যই তা ইসলামী মূলনীতি ও আদর্শগুলোর উপর তাঁর জ্ঞান ও সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করেই দেখা হয়েছে।

১১. Fred W. Riggs (১৯৬৪, ১৯৭৩) উন্নয়নশীল জাতিগুলোর প্রশাসনকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে 'Prismatic *Sala* Model' প্রতিষ্ঠা করেন; এটি পূর্বের সনাতন মডেলের চেয়ে ওসব সমাজের আরও অধিক বাস্তবতার সাথে সংযুক্ত। আমিও Ferrel Heady

www.pathagar.com

(১৯৭৯:৬৮)-র সাথে একমত যে, 'কোন সংক্ষিপ্ত উপসংহার এ মডেলের জটিলতা বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়, বা এটি উপস্থাপনের বিশেষ কোন ভাষার মাধ্যমে অনাবিষ্কৃত মডেলটিকে পরিচিত করানো সম্ভব নয়'।

মূলত, Riggs কর্তৃক বাস্তবে উপস্থাপিত 'Prismatic' মডেল দু'টি ভিন্ন সমাজের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী অবস্থাকে উপস্থাপনের জন্য রূপায়ন করা হয়েছে, যে সমাজের প্রতিটি একটি Continum -র শেষ দুই প্রান্তে অবস্থান করে। এখানে 'Fused' সমাজকে এমনভাবে রূপায়িত করা হয়েছে, যেখানে ঐ সমাজের একটি কাঠামো 'কার্যগতভাবে পরিব্যাপ্ত'; অর্থাৎ এটি ব্যাপক সংখ্যক কার্যাবলী সম্পাদন করে। 'একটি পৃথিকীকৃত' সমাজ এমনভাবে চিহ্নিত হয়, যখন ঐ সমাজ 'কার্যগতভাবে নির্দিষ্ট'; অর্থাৎ এটি নিদিষ্ট সংখ্যক কার্যাবলী সম্পাদন করে। এভাবে, Riggs কল্পিত প্রকৃত Prismatic Model উপস্থাপন করে 'Fused' এবং 'পৃথকীকৃত' সমাজের মধ্যবর্তী স্থানের একটি সমাজকে (পরবর্তীটি পরিবর্তন হয়ে হয়েছে ব্যপিত)। এটি স্বীকৃতি দেয়া উচিৎ যে, 'কোন প্রকৃত সমাজই পরিপূর্ণভাবে 'Fused' কিংবা 'ব্যবর্তিত' হতে পারে না, সবই কিছুটা প্রিজমেটিক, যা মধ্যবর্তী অবস্থানকে বুঝায়' (Heady, ১৯৭৯:৬৯)।

পরে Riggs আরও অধিক সুনির্দিষ্টভাবে মনযোগ যেন Prismatic সমাজের লোক প্রশাসনের উপর এবং প্রশাসনিক উপব্যবস্থার ক্ষেত্রে *সালা* মডেল উদ্ভাবন করেন। প্রিজমেটিক মডেলের সাধারণ ধারণা মতে, ঐ রকম একটি সমাজে প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদিত হতে পারে ঐ কার্যাবলীর দিকে পরিচালিত প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট কাঠামো দ্বারা এবং এই প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচিতিহীন অন্য কাঠামো দ্বারাও সম্পাদিত হতে পারে'। (Riggs, ১৯৬৪:৩৩)। '*সালা*' শব্দটি Riggs-র মডেলে ব্যবহৃত তিনটি শব্দের একটি যা আমলাতান্ত্রিক কার্যাবলীর ঐ তিনটি প্রধান মডেলের প্রতিটির *Locus*-কে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। Riggs 'ব্যুরো' শব্দটিকে বাছাই করেন অধিক ব্যাপক উদ্দেশ্যে এবং পরামর্শ দেন ব্যবর্তিত Fused ব্যুরো ও 'অফিসকে' বুঝানোর জন্য 'Chamber' কে ব্যবহার করতে। Prismatic মডেলকে বুঝানোর জন্য *সালা* শব্দটির চয়ন হয়েছে খুবই সহজে, বিশেষত এর কারণ হল স্প্যানিশ ও অন্যান্য ভাষায় (আরবী ও থাইসহ) এর অর্থ হল অনেক রকম কক্ষ, সরকারী অফিস, তাই পরামর্শ দেয়া হয়েছে বিবর্তিত অফিস এবং Fused Chamber এর আন্ত:বন্দকৃত মিশ্রণকে চয়ন করতে, যা Prismatic ব্যুরো হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে'। (পূর্বোক্ত:২৬৮)

আরও অধিক জানার জন্য, দেখুন Riggs, ১৯৬৪, এবং ১৯৭৩। Riggs -র একটি বিস্তৃত সমালোচনা সম্পর্কে জানার জন্য, দেখুন R. K. Arora, *Comparative Public Administation: An Ecological Approach,* New Delhi, Associated Publishing House, ১৯৭২। আরও, দেখুন Michael L. Monroe, 'Prismatic Behaviour in the United States'?, *Journal of*

www.pathagar.com

Comparative Administration, ২, নং ২ (১৯৭০): ২২০-৪২; E.H. Valsan, 'Positive Formalism: A Desideratum for Development', *Philippine Journal of Public Administration*, ১২, নং ১ (১৯৬৮):৩-৬; R.S. Milne, 'Formalism Reconsidered,' *Philippine Journal of Public Adminstration* ১৪, নং ১, (১৯৭০); ২১-৩০।

১২. আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য একটি উপকারী সংজ্ঞা দিয়েছেন Bernstein এবং O' Hara (১৯৭৯:১৫): 'লোক প্রশাসন আমাদের জীবনের পথকেই চিহ্নিত করে, সংগঠনে কাজ করছেন এমন লোকদের মাধ্যমে, যারা কার্য করে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পূর্বের ও বর্তমান সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠিত আইনের অধীন হয়ে'।

১৩. 'পাহারা দেয়া' এখানে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হল দুর্নীতির জন্য সৃষ্ট ব্যবস্থাকে 'বজায় রাখা' এবং 'দৃষ্টি রাখা'। উদাহরণস্বরূপ, পি১ প্রশাসনের ইসলামী ব্যবস্থার রক্ষক হিসেবে হয়তো পাঠকদের মনে এ প্রশ্ন জাগাতে পারে যা পূরানো দার্শনিক ও অধিক উচ্চারিত 'পাহারাদারদেকে কে পাহারা দিবে?' বা Cicero যেভাবে বলেন: *'Quis custodiet ipsos custodes?* যদি একই রকম একটি প্রশ্ন ইউএস কংগ্রেস এবং House of Representatives দের ক্ষেত্রে করা হয়, তবে উত্তর দেয়া হতে পারে এভাবে যে, কিছু অবলোকনকারী প্রতিষ্ঠান বা সাধারণভাবে আমেরিকান জনগণ, একই রকম একটি উত্তর দেয়া হবে ইসলামপন্থীদের ক্ষেত্রেও (দেখুন নিচের টীকা ১৪)।

পূর্বের অধ্যায়ে এ বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করে যে, ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণভাবে অতি উচুঁ মাপের আত্ম-সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং বাহ্যিকভাবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও মান্য করার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট। তাই, ইসলামপন্থীর রয়েছে একটি আত্ম-পরিচালনার শক্তি, যা সাথে সাথে বাহ্যিক আইন ও নীতিমালার নিয়ন্ত্রণাধীন, যদি তার আভ্যন্তরীন কৌশল কোন ক্ষেত্রে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। ইসলামের মহানবী (স.) কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, *ihsan* কি, তিনি বললেন: 'এর অর্থ হল আল্লাহ্‌র উপাসনা করা তাঁকে তোমরা দেখছ এটা ভেবে, কিন্তু তোমরা তাঁকে দেখ না, এবং এটাই সত্যি যে, তিনিই তোমাদের দেখেন' (an-Nawawi, ১৯৭৭:৩০)।

১৪. কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, কে চিহ্নিত করবেন, এসব ইসলামপন্থী সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী কিনা। ইসলামী মতবাদের মধ্যে ক্ষমতার সমস্যা সম্পর্কিত সূত্রাবলীর উল্লেখ না করে এ বিষয়টির সমাধান সম্ভব নয়। A.K.S. Lambton এর মতে, উদাহরণস্বরূপ, তাঁর লিখিত দুই অংশের নিবন্ধ *'Quis custodiet ipsos custodes?'* (যা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৬, ভলিউম ৫ এবং ভলিউম ৬, পৃ. ১২৫-৪৮ ও ১২৫-৪৬ যথাক্রমে) এ লেখিকা বলেন: 'বিভিন্ন মাত্রার ক্ষমতা চিহ্নিত করা হয়েছিল,

www.pathagar.com

কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত। সবচেয়ে সঠিক ও পরিপূর্ণ ক্ষমতা হল আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, যা সৃষ্টির সাথে তাঁর পরিপূর্ণতাসহ সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত, মহানবী মুহাম্মদ (স.)-র ক্ষমতা, যা প্রথম ক্ষমতা থেকে উৎসরিত। তৃতীয়ত, খলীফা ও ইমামদের ক্ষমতা, যা উৎসরিত হয়েছে মুহাম্মদ (স.)-র ক্ষমতা থেকে এবং চতুর্থত, গভর্ণর, *কাজী*, এবং অন্যান্য অফিসারদের ক্ষমতা, যা *খলীফা* ও *ইমামদের* কাছ থেকে উৎসরিত, (পূর্বোক্ত, ভলিউম ৫, পৃ. ১২৫)। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ঐসব *খলীফা* ও *ইমামদের* স্বাভাবিকভাবে জনগণ কর্তৃক বাছাই করা হয়েছিল এবং তাদের উপর তা আরোপ করা হয় নি, যা ঘটেছিল খোলাফায়ে রাশীদূনদের পরবর্তী সময়ে, শুধুমাত্র দ্বিতীয় উমরের (র.) রাজত্বকাল ছাড়া (৯৯/৭১৭–১০১/৭১৯)। এভাবে, মুসলিম জনগণ উৎসর্গিকৃত *উলামা*দের সহায়তায় হতে পারেন সেসব জনগণ, যারা প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি সমাধান করতে পারেন, যেভাবে আমেরিকান জনগণ তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করেন তাদের সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের।

১৫. কারণ, এসব পাশ্চাত্য সমাজ হল ধর্মনিরপেক্ষ; বা ঐ বিষয়টি প্রাচ্যের সমাজগুলোর ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে দেখা যায়, তারা নাস্তিক।

১৬. মুসলিম খলীফাদের লোক প্রশাসনের পদক্রমে যে সব খ্রীষ্টান ও ইহুদী সর্বোচ্চে অবস্থান করেছিল তাদের একটি তালিকা প্রদান করা এ গবেষণার আওতার বাইরে। দামেস্কের John বলতে গেলে একজন, যিনি ছিলেন প্রধান হিসাব রক্ষক, যে পদটি তাঁর দাদাও গ্রহণ করেছিলেন। দেখুন Montgomery Watt লিখিত, *The Majesty that Was Islam: The Islamic World 661-1100,* যা New York: Praeger Publishers থেকে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

প্রকৃতপক্ষে, অনেক ইসলামী পণ্ডিত একমত যে, খলীফাদের পদটির ব্যতিক্রম ছাড়া (যা ছিল একটি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ পদ), অমুসলিমগণ ইসলামী রাষ্ট্রের যে কোন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যভার গ্রহণ করতে পারেন, তা যতই উচ্চ পদক্রমের হোক না কেন। ইসলামের ইতিহাসের একটি উদাহরণ দেয়া যায়ঃ প্রথম উমর (র.) (al-Baladhuri *Ansab*-এ বলেন) লিখেন তাঁর সিরিয়ার গভর্ণরকে: আমাদের জন্য একজন গ্রীক পাঠান, যিনি আমাদের রাজস্বের সঠিক হিসাব রাখতে পারবেন'। তিনি একজন খ্রীষ্টানকে প্রশাসনের প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন মদীনাতে। (দেখুন S.M. Hamidullah লিখিত, *Introduction to Islam*, যা Kuwait, International Islamic Federation of Student Organizations, থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত, পৃ. ১৭৫)। প্রথম উমর (র.) আরও বলেছিলেন, আমি সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন প্রশ্নে অমুসলিমদের সাথে পরামর্শ করতাম। এমনকি মদীনার সামরিক প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও, যার রক্ষা করা ছিল ইহুদীসহ সব জনগণের কর্তব্য, যা *শু'রার* কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল মুসলিম ও অমুসলিম সবার পক্ষ হতে। পরামর্শ প্রক্রিয়ায় অমুসলিমদের অংশগ্রহণ ছিল একটি ঐতিহাসিক সত্য, যা প্রমান

www.pathagar.com

করে যে মুসলিম ও অমুসলিম পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করবে এবং গৃহীত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করবে।

১৭. ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সমতা সংজ্ঞায়িত হয়েছে নিম্নোক্ত অর্থগুলোসহ: বিশৃঙ্খলা, ঐক্য, যথার্থতা, অনুগ্রহ, ভ্রাতৃত্ববোধ, কৃতজ্ঞতা, ভাল সঙ্গ, ভাল বিশ্বাস, আন্তরিকতা, আনুগত্যতা, সমর্পণ করা এবং উৎসর্গ করা। দেখুন W.F. Thompson লিখিত, *Political Philosophy of the Muhammadan People*, যা London, The Oriental Translation Fund থেকে ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত।

১৮. সনাতন মডেলগুলোর একটি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ ও সমালোচনার জন্য, বিশেষত, আমলাতান্ত্রিক মডেলের, দেখুন Jong S. Jun, লিখিত নিবন্ধ, 'Renewing the study of Comparative Administration: Some Reflections ont he Current Possibilities, যা প্রকাশিত হয়েছে, *Public Administration Reveiws*, ৩৬, নং ৬ (১৯৭৬):৬৪১-৭। Jun চিহ্নিত করেছেন কাঠামো-কার্যগত ও আমলাতান্ত্রিক মডেলকে প্রভাবশালী মডেল হিসেবে, যা আংশিকভাবে প্রকৃতিগতভাবে epistemological: 'গবেষকের জন্য একটি সাধারণ প্রবণতা হল তার দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি এমন একটি সংস্কৃতির উপর আরোপন করা, যা তাঁর নিজের নয়'। তিনি বলেন, এ দৃষ্টিভঙ্গিটি 'হল আমাদের পূর্ব অনুমান এবং সাংস্কৃতিক পক্ষপাতদুষ্টতার বাইরে অবস্থান করা একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি এবং তাদের ভাষায় যা ভাল তারও অধিক উত্তম কোন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর উৎকৃষ্ট পদ্ধতি'।

R.K. Arora (১৯৭২:১৬৮) জোর দিয়ে বলেন যে, আন্ত:সাংস্কৃতিক প্রশাসনিক বিশ্লেষণে 'গুরুত্বারোপ করা উচিৎ একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও এর বাহ্যিক পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার উপর, এবং ঐরূপ মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক-সামাজিক পরিবর্তনের গতিশীলতা নিয়েও গবেষণা করা উচিত'। তিনি পুনরায় বলেন যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের আচরণের চেয়ে পরিবেশের উপর আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে অধিক উত্তম ফলাফল অর্জিত হয়েছে। তিনি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ামূলক বিশ্লেষণের আহ্বান জানিয়েছেন (পূর্বোক্ত:১৭৫)।

১৯. POSDCORB (পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী নিয়োগ, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন, প্রতিবেদন তৈরী ও বাজেট তৈরীকরণ) হল একটি স্মৃতি সহায়ক কৌশল, যা Luther Gulick, গঠন করে দেখান 'Notes on the Theory of Organiztion' নিবন্ধে, যা L. Gulick and L. Urwick সম্পাদিত, *Papers on the Science of Administrtion* নামক গ্রন্থে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত, পৃ. ১- ৪, ৫।

২০. 'সংখ্যাগরিষ্ট'তার মধ্যে এবং তা নিজে কোন সত্যের প্রমান নয় বা সঠিক হবার প্রমাণ নয়। কোরানে এ বিষয়ে প্রায় এক'শ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তার কয়েকটি উদাহরণ হল:

www.pathagar.com

বলুন হে নবী! নাপাক ও পাক কোন অবস্থাতেই এক নহে, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য যতই তোমাদের আকৃষ্ট করুক না কেন। (কোরান, সূরা ৫:আয়াত ১০০)

আমরা অধিকাংশকেই এদের মধ্যে ওয়াদা পালনকারী রূপে পাইনি। বরং অধিকাংশকেই ফাসেক হিসেবে পেয়েছি। (কোরান, সূরা ৭: আয়াত ১০২)

আমরা তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্যকে নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অনেকের পক্ষেই সত্য ছিল বড়ই দু:সহ। (কোরান, সূরা ৪৩: আয়াত ৭৮)

২১. চৌদ্দ শতক পূর্বে খলীফা উমর প্রথম হজ্বকে একটি অধিক উপকারী প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন (যেখানে গোটা বিশ্বের মুসলিমগণ একত্রিত হন তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করতে): 'এজন্য এটি ছিল এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে একটি আপীল আদালতের অনুষ্ঠান করা যেতো গভর্ণর ও কমান্ডারদের বিরুদ্ধে, পাশাপাশি সরাসরি উপস্থিত জনগণের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শও করা যেতো। পুনরায় স্মরণ করা যাক যে, ইসলামে পবিত্র ও অপবিত্র, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত দিক সহাবস্থান করে এবং এমনকি তা থাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার মধ্যে' (Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam*, পৃ. ৭৭)। আরও *শূ'রা* সম্পর্কিত বিষয়ে জন্য দেখুন জনপরামর্শ বিষয়টি।

২২. *মজলিশ আস-শূ'রা* (পরামর্শ সভা)-র প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা জানার জন্য এবং এর গঠন ও সদস্যপদ সম্পর্কে জানার জন্য, দেখুন Abul A'la Maududi রচিত, *Islamic Law and Constitution,* যা Lahore and Dacca, থেকে Islamic Publication ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত, পৃ. ২২৬।

২৩. এ বিষয়ে জানার জন্য, দেখুন F.J. Rosanthal লিখিত, *Islam in the Modern National State,* যা Cambridge University Press, Cambridge থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত; Abul A'la Maududi রচিত, *Islamic Law and Constitutions*, পৃ. ৮১ ff. ; এবং Muhammad Asad রচিত, *The Principles of State and Government in Islam,* যা Berkley and Los Angels, University of California Press, থেকে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৩০-৫০।

২৪. PPBS (পরিকল্পনা, কর্মসূচি, বাজেট পদ্ধতি) ছিল ক্ষমতার গভীরতম রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে এবং সমাজে সম্পদের ও মূল্যবোধের বিতরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে একটি ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়া সমাধান। উদাহরণস্বরূপ, Nixon প্রশাসনের অধীনে, আমেরিকায় আন্ত:সরকারের আর্থিক সম্পর্ক বিষয়ে বৃদ্ধি পাওয়া রাজনৈতিক সমস্যাগুলো, বিশেষত শহরের সরকারগুলোর শক্তিশালীকরণসহ অন্তর্ভুক্ত, যা মূলত

www.pathagar.com

কাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনাগত তথা প্রতিকার-রাজস্ব ভাগাভাগির মতই বিবেচিত (Richardson and Baldwin, ১৯৭৬:২২)।

২৫. *মজলিশ আস-শূ'রা*-র প্রয়োগ ও বাস্তবিক ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য, দেখুন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাম্প্রতিক সংবিধান, বিশেষত ষষ্ঠ অধ্যায়ের (আইনগত ক্ষমতা) প্রথম অংশ। *The Majlis* (বা পরামর্শগত জাতীয় পরিষদ), আর্টিকেল ৬২-৭০, এবং দ্বিতীয় অংশ, Authority and Jurisdiction of the Majlis, আর্টিকেল ৭১-৯৯; এবং সপ্তম অধ্যায় ('পরিষদ'), আর্টিকেল ১০০-৬। এসব আর্টিক্যালে *মজলিশের* গঠন কাঠামো সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, *মজলিশের* জন্য কে যোগ্য হবেন, তিনি কিভাবে সদস্য হবেন, তাঁর চাকরির মেয়াদের নীতিমালা ইত্যাদি। একটা খুব মজার বিষয় হল প্রত্যেক প্রতিনিধিকে *মজলিশে* নিম্নোক্তভাবে শপথ নিতে হয়:

> 'আল্লাহ্‌র নামে শুরু, যিনি দয়াবান ও ক্ষমতাশীল, মহাগ্রন্থ কোরানের স্পর্শ পূর্বক আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নামে শপথ করছি এবং আমার সম্মানের সাথে ইসলামের পবিত্রতার রক্ষক হিসেবে প্রতিজ্ঞা করছি, ইসলামী বিপ্লব যা ইরানী জনগণের উপর অর্পণ করেছে এবং যা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি; একজন ন্যায়বান ট্রাস্টি হিসেবে প্রতিজ্ঞা করছি, জনগণের যে বিশ্বাস তা রক্ষা করার, তাদের দেখাশুনা করার, এবং একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমার দায়িত্ব হবে সত্যের প্রতিস্থাপন ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধণে সচেষ্ট থাকা; আরও প্রতিজ্ঞা করছি সবসময় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও বিশালতা রক্ষার ক্ষেত্রে অনুগত থাকার; জনগণের অধিকার সমুন্নত রাখা ও তাদের সেবা করার; সাংবিধানিক আইনকে রক্ষা করার; এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে ও জনগণের স্বাধীনতার ব্যাপারে সবসময় সচেতন থাকার এবং জনস্বার্থের নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার'।
>
> ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিদের শপথ গৃহীত হয় তাদের ধর্মীয় মহাগ্রন্থের উপর হাত রেখে। (আর্টিকেল ৬৮)

২৬. Muhammad Asad তাঁর *Principles of State and Government in Islam* গ্রন্থে বলেছেন যে, বর্তমান বিশ্বের সব বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আমেরিকান রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালাগুলোর সবচেয়ে কাছাকাছি। দেখুন চতুর্থ অধ্যায়ে, 'নির্বাহী ও আইনসভার মধ্যে সম্পর্ক'।

২৭. Woodrow Wilson এবং Frank J. Goodnow স্পষ্টভাবেই বর্তমানে রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত মতবাদটির প্রবক্তা। Wilson তাঁর রচিত, 'The Study of Administration, যা *Political Science Quarterly* ২ (জুন ১৮৮৭) তে প্রকাশিত: পৃ. ১৯৭-২২২, যুক্তি দিয়ে বলেন, সাধারণভাবে, সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করা, বর্ণনা করা ও বাস্তবায়ন করা, রাজনৈতিক ও

www.pathagar.com

প্রশাসনিক, এবং ইচ্ছা ও ভাল কাজের উত্তর দেয়া'র মধ্যে বিভাজিত থাকে। Goodnow তাঁর *Politics and Administration*, New York, ১৯০০, গ্রন্থে Wilson-র মতো বিচার বিশ্লেষণ করে বলেন, সব সরকারই হল যুক্তির ভিত্তিতে বা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দু'টি অংশের উপর গঠিত, যা নির্দেশ করে *সিদ্ধান্ত গ্রহণ* ও তার *বাস্তবায়ন*কে। সব সরকার ব্যবস্থাতেই দু'টি প্রাথমিক বা চূড়ান্ত কার্য থাকে... একটি হল রাষ্ট্রের ইচ্ছা ব্যক্ত করা এবং অন্যটি হল সে ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা...। এসব কার্যাবলী হল যথাক্রমে, 'রাজনীতি ও প্রশাসন' (পূর্বোক্ত, পৃ. ২)

২৮. রাজনীতি-প্রশাসন দ্বৈতবাদের ভাঙ্গন দেখা যায়, ১৯৩০ এবং ১৯৪০ -র দশকের রাজনীতি বিজ্ঞান ও লোক প্রশাসনের আমেরিকান পণ্ডিতদের এক আন্দোলনের মাধ্যমে, যারা রাজনীতি ও প্রশাসনের দু'টি মেরুর ভাঙ্গনের কথা বলেন এবং প্রস্তাব করেন এ দু'টি মেরুর পুনরেকত্রীকরণের। দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, E. Pendleton Herring লিখিত, *Public Administration and the Public Interest,* যা New York, Mcgrew-Hill থেকে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত; Marshal E. Dimock লিখিত, 'The Meaning and Scope of Public Administration', প্রকাশিত হয়েছে John M. Gaus *et al* সম্পাদিত, *The Frotires of Public Administration* গ্রন্থে, যা প্রকাশিত হয়েছে, Chicago, University of Chicago Press থেকে ১৯৩৬ সালে, পৃ. ৩-৪; Paul H. Appleby রচিত, *Big Democracy,* যা New York, Alfred A. Knopf, থেকে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত; *Policy and Administration*, Alabama, University of Alabama Press, ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত; এবং V.O. Key, Jr. লিখিত, *Politics, Parties and Pressure Groups*, ৩য় সংস্করণ, New York, Thomas Y. Crowell, থেকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত, পৃ. ৭২০-৪১।

২৯. দেখুন পঞ্চম অধ্যায় এবং টীকা ১০ একই অধ্যায়ে।

৩০. Fred W. Riggs, তাঁর *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society,* যা Boston, Houghton Miffling থেকে, ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত, পৃ. ২৫৭, গ্রন্থে বলেন যে: 'নগদ মূল্যের নিকট মানবের অবমূল্যায়ন করা হল আমাদের সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য, যা পুরানো সংস্কৃতির লোকদের বাতিল করে দেয়, কিন্তু এটি আমাদের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উঁচু স্তরে পৌঁছার ক্ষেত্রে একটি ধনাত্মক সম্পর্ক হিসেবে উপস্থাপিত'।

৩১. যা হোক, তাদের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য এ সত্য দ্বারা প্রতিহত হয় যে, সামাজিক সমতা যখন NPA প্রস্তাবকদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয় যাঁরা যে সমাজে বসবাস করেন আবশ্যিকভাবে তার সার্বিক প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারেন, সেখানে ইসলামী মডেলে সামাজিক সমতার ক্ষেত্রে রয়েছে একটি ঐশী উৎস। সামাজিক সমতা আল্লাহ্ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাদা ও কালো, ধনী ও গরীব, রাজা ও সাধারণ

www.pathagar.com

জনগণ, ক্ষমতাশীল ও ক্ষমতাহীন, স্বাস্থ্যবান ও রুগ্ন এবং ইত্যাদি আরও অনেক। তাই, এ ধরনের সামাজিক সমতার ক্ষেত্রে অবিচার কাম্য নয় বা এক্ষেত্রে কোন মানব পক্ষপাত যুক্ত থাকে না। এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি এবং কোরানের মানদণ্ড, আল্লাহ্‌র বাণীগুলো, যা বছরের পর বছর কোন সময়ই নীতিভ্রষ্ট হতে পারে না। একই বিষয়টি বলা যেতে পারে অন্যান্য মূল্যবোধগুলোর ক্ষেত্রেও যেমন, নৈতিকতা, নীতি, মানবতা, অংশগ্রহণ এবং এরকম আরও অনেক।

এ ঐশী ভিত্তি ইসলামী মডেলকে অন্যান্য মডেল থেকে একটি অনন্য ও ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যায়িত করেছে, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি প্রায় একই রকম বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করতে ইচ্ছুক বা একই রকম মূল্যবোধ, যা NPA কর্তৃক গুরুত্বারোপকৃত, তার উপর জোরারোপ করে। ঐশী মৌলিকত্ব প্রদান করে একটি ব্যাপকও ন্যায়ভিত্তিক কাঠামো, যার মধ্যে মানবতার সামাজিক সমতা ঘটতে পারে। পার্থক্যটা হল বাস্তবায়নের উপায় ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে, তা ফলাফলের ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহ্ সামাজিক সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারেন না, বা তাঁর সৃষ্টি যে কোন সৃষ্টির বিপরীতে একই রেখায় হতে পারে না। সব জনগণই আল্লাহ্‌র দাস, যেভাবে তা ইসলামী ঐতিহ্যে চলে আসছে। এভাবে সমাজের বিশ্ব উপ-ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি আল্লাহ্‌র চোখে সমান, প্রাধান্য হবে কেবলমাত্র ধর্মানুরাগ ও ভাল কাজের ভিত্তিতে। কিন্তু পার্থিব ন্যায় বিচার ব্যবস্থায় যতদূর সম্ভব এখানে সাদা ও কাল, একজন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক, একজন ধনী ও একজন গরীব লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই ইসলামে কোন ফেডারেল আইন, রাষ্ট্রীয় আইন, জেলা আইন বা শহর আইন ইত্যাদি নেই। এখানে একমাত্র আইন, *শরীয়া'হ্* যাতে সব মর্যাদার ও সব স্থানের সব জনগণ অন্তর্ভুক্ত। এ *শরীয়া'হ্* মতে:

> এবং তওরাতে আমরা ইহুদীদের প্রতি এ হুকুম দেই যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব রকম যখমের জন্য সমান বদলা নির্দিষ্ট। অবশ্য কেউ কেসাস (*সাদাকাহ* করে দিলে) করলে, তা তার জন্য কাফ্‌ফারা হবে। আর যারা খোদার নাযিল করা আইন মতে ফায়সালা করে না তারাই যালেম। (কোরান, সূরা ৫:আয়াত ৪৫)

এভাবে, শিকার যদি প্রেসিডেন্ট, খলীফা, রাজা, বা যদি সে একজন কৃষক, ভিখারী, বা একজন ভবঘুরে লোকও হয়, একটি অপরাধের শাস্তি একই রকম হবে। ঠিক একইভাবে, যদি দোষী ব্যক্তি একজন সম্মানিত ব্যক্তি কিংবা একজন সাধারণ লোকও হয়, বিচার হবে একই রকম।

৩২. Khurshid Ahmed (১৯৭৯:৮) ইসলামী মূল্যবোধের পরিচিতির ব্যাপারে বলেন, 'ইসলামের প্রধান অবদান নিহিত রয়েছে মানবিক জীবন তৈরীর ক্ষেত্রে এবং যা

www.pathagar.com

একটি উদ্দেশ্যমূলক ও মূল্যবোধযুক্ত প্রচেষ্টা। মানব আচরণে এবং সমাজ বিজ্ঞানের *pari passu*-র ক্ষেত্রে যে রূপান্তর ইসলাম আনতে ইচ্ছুক, তা হল মিথ্যা-মূল্যবোধ-নিরপেক্ষতার অবস্থান থেকে তাদেরকে একটি উন্মুক্ত ও সুস্পষ্ট মূল্যবোধ তথা অঙ্গীকার ও মূল্যবোধ-পরিপূর্ণ করণের অবস্থানের দিকে ধাবিত করা'। এভাবে, মুসলিম বিশ্বের ইসলামপন্থী ও বুদ্ধিজীবিগণ ইচ্ছুক হন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত করতে, যা কোরান ও সুন্নাহ্‌তে বিদ্যমান মূল্যবোধের ধরণের উপর ভিত্তি করে তৈরী, তাঁরা একই কাজটি করেন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও।

মূল্যবোধের পরিচিতির বিষয়টি শুধুমাত্র মুসলিমগণ প্রচার করেন তাই নয়, বরং তা অন্যান্য পণ্ডিতগণও পাশাপাশি করেছেন সমানভাবে। তার একটি উদাহরণ হল Gunnar Myrdal, যিনি তাঁর *Asian Drama* গ্রন্থে লিখেছেন, (১৯৬৮:৩১-২): 'গবেষণার বস্তুনিষ্টতার বিষয়টি শুধুমাত্র মূল্যায়ন দূরীকরণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়... যা হোক, সামাজিক সমস্যার যে কোন গবেষণাই, পরিধির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হলেও মূল্যায়ন দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত। একটি 'অনুৎসাহী' সমাজ বিজ্ঞান কখনও স্থিতিশীল হয় না এবং কখনও স্থিতিশীল হবে না। অন্যান্য যুক্তিনির্ভর কার্যাবলীর মত গবেষণারও অবশ্যই একটি নির্দেশনা থাকা উচিত। কোন বিষয়ে একজনের স্বার্থেই এ দৃষ্টিকোণ ও নির্দেশনা স্থির করা হয়। মূল্যায়ন অভ্যাগম পছন্দ করা, সমস্যার নির্বাচন, প্রত্যয়গুলোর সংজ্ঞা, এবং উপাত্ত সংগ্রহের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাত্ত্বিক সংগ্রহ হতে প্রাপ্ত বাস্তব রাজনৈতিক অনুমানের উপর সহজেই নির্ভর করে...। সামাজিক গবেষণার ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মূল্যায়নের বিষয়টি গোপন রাখা, গবেষকের বাস্তব সব বিষয়ের সম্মুখীন হওয়াকে বর্জন করার ইচ্ছাকে লুকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করে'। আরও দেখুন G. Myrdal লিখিত, *Value in Social Theory,* যা London, থেকে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত।

৩৩. দেখুন উপরের ৭ নং টীকা।

৩৪. ইসলামী প্রশাসন প্রধানত কার্যকর করার বিষয়; বিদ্যমান অন্যান্য ব্যবস্থার মত প্রণয়ন করার বিষয় নয়। সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ, ১৯৮১ সালের ১২ এপ্রিলে (প্রেসিডেন্ট রীগানের গুপ্তহত্যা প্রচেষ্টার দু'সপ্তাহেরও কম সময় পর) এসোসিয়েটেড প্রেস এক প্রতিবেদনে রীগান প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান দুষ্কর্মের হারের উদাহরণ টেনে, নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যগত অপরাধ, গুপ্তচরবৃত্তি ও একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের গুপ্তহত্যার মত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে মত দেন। অন্যদিকে, জর্জিয়ার আটলান্টাতে কাল মানুষদের চিহ্নিত করে হত্যা করার মত সংশ্লিষ্ট ঘটনাতে কোন মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয় নি, যেখানে এপ্রিল ১৯৮১-র পর্যন্ত পূর্বের দু'বছরে প্রায় ২৫ জন কাল যুবকের প্রাণ হরণ করা হয়। আমি এখানে যা বলতে চাই তা হল, সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত কোন ঐশী আইনের অনুপস্থিতিতে যাঁরা সাধারণত আইন তৈরী করেন তাদের তৈরী আইন হল

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত চিত্তের, উচ্চতম ন্যায়বিচার থেকে অনেক দূরে পতিত এবং ব্যাপকভাবে সমাজের নির্দিষ্ট একটি অংশের উন্নয়ন ও রক্ষায় নিয়োজিত। অন্যদিকে, ইসলামী প্রশাসন, আইন মতে মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে যিনি নিহত হন তাঁর পক্ষে, তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট হোন কিংবা আটলান্টা উপশহরের প্রতিবেশীর কোন ছেলে হোন। উপরে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, কোরান বিশেষত এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছেঃ

> এবং তাওরাত আমরা ইহুদীদের প্রতি এ হুকুম দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, এবং সব রকম যখমের জন্য সমান বদলা নির্দিষ্ট। অবশ্য কেউ কেসাস (*সাদাকাহ্* করে দিলে) করলে তার জন্য কাফ্ফারা হবে। আর যারা খোদার নাযিল করা আইন মতে ফায়সালা না করে তারাই যালেম। (কোরান, সূরা ৫:আয়াত ৪৫)
>
> এ কারণেই বণী ইসরাইলের প্রতি এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ খুনের পরিবর্তে যমীনের ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব জনগণকে হত্যা করল এবং আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে তবে সে যেন সব জনগণকে জীবন দান করল। কিন্তু এদের অবস্থান হল, আমাদের রসুল উপর্যুপরি সব হেদায়েত নিয়েই তাদের নিকট আগমন করা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক যমীনে খুবই বাড়াবাড়ি করতে থাকে। (কোরান, সূরা ৫:আয়াত ৩২)

কিভাবে ইসলামী প্রশাসন একটি অনন্য ব্যবস্থা যা সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা, মানব মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতির মত সমরূপ আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত করতে সক্ষম, তার বিভিন্ন রকম উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

৩৫. দেখুন Monzer Kahf লিখিত, *The Islamic Economy*, যা Plainfield, Ind. MSA of USA and Canada থেকে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত, বিশেষত পৃ. ৪৬-৬৮।

৩৬. ইসলামী *শরীয়া'হ্*-র দ্বিতীয় প্রধান উৎস সুন্নাহ্তে রয়েছে অনেক *হাদীস* -র বর্ণনা যেখানেও সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। যেমনঃ

> যে ব্যক্তি কোন বিশ্বাসীকে কোন পার্থিব বিপদ থেকে রক্ষা করে তাকে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন ঐ রকম কোন একটি বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবী ব্যক্তির [অনেক অভাবের] অভাব দূরীকরণ করবেন আল্লাহ্ তার অভাবের [অনেক অভাবের] এ পৃথিবীতে ও পরকালে দূরীকরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে রক্ষা করে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করবেন পৃথিবীতে ও পরকালে। আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ সহযোগিতা করেন যতক্ষণ সে তার ভাইকে সহযোগিতা করে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথ খুঁজে, আল্লাহ্ সহজেই তাকে বেহেস্তে পাবার পথের সন্ধান দেন। কোন লোক যখন

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র কোরান পড়া ও তাদের মধ্যে কোরান নিয়ে গবেষণা করে তখন তাদের উপর বর্ষিত হয় প্রশান্তি, তাদের জন্য প্রদান করা হয় মার্জনা, ফেরেস্তাগণ তাদের চতুষ্পার্শে অবস্থান করেন এবং আল্লাহ্‌ নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করেন তাদের যারা তাঁর সাথে রয়েছেন।

তোমরা কেউ একে অন্যের প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ো না; কেউ দ্রব্যের মূল্য বর্ধিত করো না; এবং কেউ কাউকে ঘৃণা করো না; কেউ অন্যের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিওনা, এবং বাণিজ্যে তোমরা কেউ কাউকে কম দিও না, কিন্তু তোমরা তা কর, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, ভাইগন। একজন মুসলিম অন্য একজন মুসলিমের ভাই; সে তাকে শোষণও করতে পারে না, কিংবা প্রত্যাখ্যানও করতে পারে ন, সে তার সাথে মিথ্যাও বলতে পারে না, কিংবা তাকে ঘৃণাও করতে পারে না। ধার্মিকতাই এখানে সঠিক, তিনি তিনবার এ বিষয়ে তাঁর বুকের দিকে নির্দেশ করে বলেছেন। একজন মুসলিম অন্য একজন মুসলিমকে ঘৃণার চোখে দেখা খুবই অন্যায়। একজন মুসলিমের সবকিছু অন্য মুসলিমের জন্য অলংঘনীয়ঃ তার রক্ত, সম্পত্তি এবং তার সম্মান।

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি বন্ধনির প্রতিদিন সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্তের মধ্যে অন্তত একটি জনহিতকর কাজ করা বাধ্যতামূলকঃ দু'ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় ভাবে কাজ করা বদান্যতা; কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনমত সাহায্য করা, ঐ ব্যক্তিকে এরূপ সাহায্য পেতে সহযোগিতা করা বদান্যতা; একটি ভাল কথা বদান্যতা; নামাজের উদ্দেশ্যে যাবার প্রতিটি পদক্ষেপ বদান্যতা; এবং রাস্তার উপর থেকে কোন ক্ষতিকর বস্তু তুলে ফেলাও একটি বদান্য কাজ।

(*an-Nawawi*, ১৯৭৭:১১৪, ১১২,৮৮)

৩৭. বরং এটি উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নেতা দলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক নেতৃত্ব দেন। তাঁর অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ে তাঁর সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা উচিৎ এবং এ ধরনের বিষয়ে কাজ শুরু করার পূর্বে অবশ্যই দলের সব সদস্যের সম্মতি নেয়া দরকার।

ইসলামে প্রশাসনিক নেতৃত্বের ব্যাপারে বিস্তৃত জানার জন্য, দেখুন Hasan Fathal Bab লিখিত, *Muqawwimat al-Qiyada al-Idariyyah fil Islam* (ইসলামে প্রশাসনিক নেতৃত্বের মৌলিক শর্তাবলী), কায়রো, Higher Council of Islamic Affairs থেকে, ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

৩৮. এমনকি ইসলামের মহানবী (স.) কে তাঁর সাহাবীগণসহ কাউকেই *শূ'রা* থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় নি; কোরানে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ বিষয়ে সূরা ৩: আয়াত ১৫৯-এ।

৩৯. *মাজালিম* আদালতেও এ কেইসটি প্রযোজ্য। অপকর্মগুলোর তদন্ত করা হতো একটি অনুসন্ধানী আদালতের মাধ্যমে, যা সর্বপ্রথম খলীফা নিজেই করতেন এবং পরে এসব দুষ্কর্ম বা ন্যায় বিচারের বিচ্যুতি সংক্রান্ত অভিযোগ, কোন এজেন্ট ও সরকারী কর্মকর্তা, কোন শক্তিশালী ব্যক্তি, বা বিচারকদের নিজেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। যদিও এটি তার নিজস্ব নিয়মনীতি ও কর্মপ্রক্রিয়াসহ একটি নিয়মিত বিচার প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, তথাপি এটা ছিল *শরীয়াহ্*-র বৃহৎ আওতার অধীন। দেখুন, Schacht J. Schacht লিখিত, *An Introduction to Islamic Law,* Oxford, Clarendom থেকে, ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত, পৃ. ৫১।

৪০. কার্যকারিতা ও কর্মদক্ষতার অর্থ বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকম হতে পারে, যা উপরে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু, এমনকি, যদি কেউ ধারণাটির পাশ্চাত্য সংজ্ঞাও গ্রহণ করেন, তারপরেও যে অর্থটি বর্তমান থাকে, তা হল কার্যকর প্রশাসন কোন জাতির একক কোন বিষয় নয়। উদাহরণস্বরূপ, জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে Lockwood-র ব্যাপক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কার্যকর প্রশাসন ও কর্মদক্ষ প্রশাসন পাশ্চাত্যের কোন একক বিষয় নয়। জাপান তার নিজের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বর্জন না করেই অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের উঁচু স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে (প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ছাড়াও)। দেখুন William W. Lockwood লিখিত, *The Economic Development of Japan*, Princeton, N.J., Princeton University Press, থেকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৭

কৌশল, বাস্তবায়ন ও বিজড়িতকরণ

সর্বশেষ এ অধ্যায়টিতে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের প্রশাসনিক উন্নয়নের ইসলামী মডেলের কৌশল, বাস্তবায়ন, বিজড়িতকরণ এবং তার সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিভাবে পরিকল্পনা ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে; বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলো কেমন হবে? উপলক্ষগুলো কি? তার জন্য কি কি অবশ্যই পরিবর্তিত হতে হবে? পরিবর্তন প্রতিনিধি কারা? এবং সংশ্লিষ্ট সমাজে এসব পরিবর্তনের ফলে কি প্রভাব পড়তে পারে ? এসব এবং অন্যান্য আরও অনেক বিষয় পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে যত্নসহকারে পরীক্ষা করা হবে।

এ অধ্যায়টি শুরু করা হয়েছে একটি কৌশল উদ্ভাবনের উপাদানগুলোর আলোচনা দিয়ে, যার দ্বারা পি১ বা জনগণ (সরকারী বা বেসরকারী কর্মকর্তাগণ) পি৫ এর আদলে–পরিকল্পনা, নীতি বা কোন কর্মসূচির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। এটাই হল কৌশল যা পি৬ বা বাস্তবায়নের সময় অবলম্বন করা হয়, আর তা হল *ঐক্যমতের* ভিত্তিতে গৃহীত নীতিমালার বাস্তবায়ন, যা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। নীতি (পরিকল্পনা বা কর্মসূচি) অর্থহীন যদি তা বাস্তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন কর্ম প্রচেষ্টাই না থাকে। অনুরূপভাবে, 'বাস্তবায়ন ছাড়া সিদ্ধান্ত অর্থহীন' (Waldo, ১৯৮০:৭৩) (চিত্র ৭.১)।

পরে যা আলোচনা করা হয়েছে তা হল এসব সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন পি৬ যা গোটা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যা কোন স্বাধীন স্বায়ত্বশাসিত স্তর নয় বলে অনেকে দাবী করে থাকেন (Pressman এবং Wildvsky, ১৯৭৩)। এখানে, পুরানো পরিভাষাগত শব্দ হিসেবে বাস্তবায়নকে একটি আইনগত আদেশ তৈরীর জন্য; কোন রকম 'নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত' 'প্রশাসনের' জন্য; এবং সিদ্ধান্তগুলো 'নির্বাহ করা' বা 'বাস্তবায়নের' জন্য প্রশাসন হিসেবে বিবেচনা করা হবে (Waldo, ১৯৮০:৭৩-৫)। Jeffrey Pressman এবং Aaron Wildvsky (১৯৭৩) অন্যদিকে বাস্তবায়নকে দেখেন, একটি স্বাধীন গতিবিধি হিসেবে যা নীতি-বিশ্লেষণ কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত, এবং তা আবশ্যিকভাবে এরই একটি প্রসারণ, 'হয়তো এখনও অন্য একটি বুদ্ধিভিত্তিক জগত খোলার অনুসন্ধান থেকে উদ্ভূত, বা হয়তো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ছাড়া বিফল, এমন একটি অনুমান থেকে উদ্ভূত, বা হয়তো এমন একটি ধারণা থেকে উদ্ভূত যে, নীতি বিশ্লেষকগণ খুব সহসা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে যাবেন, এবং বিপণনের জন্য নতুন কোন কিছু উদ্ভাবন করা হবে' (Waldo, ১৯৮০:৭৩)। তাছাড়া, Pressman এবং Wildavsky 'সমাজ বিজ্ঞানের ব্যস্ত কেন্দ্র এবং সরকারী কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অক্ষত অঞ্চল খুঁজে পাবার দাবী করেন। তারা খুঁজে পান যে নীতি অতিরিক্ত নয়; এটি অবশ্যই *বাস্তবায়িত* হওয়া দরকার এবং বিস্ময়করভাবে এটি অনুমিত হয়নি, এবং তাই অবশ্যই এখন এদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার' (পূর্বোক্ত, ৭৪)[১]।

www.pathagar.com

সার্বিকভাবে সংগঠনের সুবিধার্থেই এখানে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা একটি ক্ষেত্র হিসেবে বাস্তবায়ন স্বাধীনতার কিংবা বাস্তবায়নের নিজের গুরুত্বের কারণে নয়। অন্যদিকে তুলনা করলে দেখা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন একটি অপরিহার্য স্তর, দেখুন চিত্র ৭.১।

প্রশাসনের ইসলামী মডেলের বাস্তবায়নের উপলক্ষ বা বিজড়িতকরণ কিছুটা ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করা হবে। এ আলোচনা শেষ করা হবে প্রশাসনিক উন্নয়নের দেশজ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে, যেভাবে ইসলামী মডেলে উদাহরণস্বরূপ, ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান তত্ত্ব ও মডেলগুলোর উপর নির্ভর না করে তার উপর নির্ভর করার জন্য, যা ব্যাপকভাবে বাহ্যিক এবং বিদেশী, যদিও সেগুলো খুবই সাধারণভাবে তাদের পরিবেশের প্রকৃতির জন্য বিভিন্ন কারণে[২] বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে।

কৌশল

আমাদের মডেলের ইসলামপন্থী -পি১ বা সরকারী কর্মকর্তা অবশ্যই এমন কৌশল ঠিক করবেন, যা দ্বারা এ মডেলের ফলাফল পি৫ নেয়া হবে বাস্তব ব্যবহারের জন্য বা কার্যকর করার জন্য। আবশ্যিকভাবে, তিনি বাস্তবায়নের দু'টি পদ্ধতির একটি ব্যবহারের নিমিত্তেই তাঁর কৌশল নির্ধারিত করবেন। প্রথমত, *অনানুষ্ঠানিক* বা *ব্যক্তিগত পদ্ধতি* যা পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত পি৫ কে এমন একটি পরিবেশে নিয়ে আসে, যা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী প্রকৃতির নয়, অর্থাৎ যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র পরিপূর্ণভাবে চালু নেই এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় *খিলাফত* অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, *আনুষ্ঠানিক* বা *প্রাতিষ্ঠানিক* পদ্ধতি, যা পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত পি৫ কে পরিপূর্ণ ইসলামী পরিবেশে অর্জন করে, যা ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার গোটা মডেলকে বাস্তবে অনুধাবন ও তার নিজের পৃষ্ঠপোষকতা, উপদেশ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে কাজ করার জন্য অনুমতি প্রদান করে। একজন ইসলামপন্থীর কাছে এ কৌশল পূর্বেরটির মত এত কঠিন ও জটিল নয়, কারণ এখানে বাস্তবায়নের কষ্টসাধ্য কাজগুলো সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভাগগুলো অনুমান করতে পারে এবং শুধুমাত্র এ প্রসংগে ব্যক্তিগত ও একক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় ।

আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত, যে কৌশলই গ্রহণ করা হোক না কেন, এখানে মূল উপাদান হল এখনও ইসলামপন্থীগণ বা বাস্তবায়নকারীগণ, যাকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে 'পরিবর্তনকারী-প্রতিনিধি' হিসেবে। যখন আমাদের মডেলে পি১-র মূল্য ও গুরুত্বের কারণে একটি তাত্ত্বিক পরিবর্তনকারী-প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন জনগণ যারা প্রকৃতপক্ষেই বাস্তবায়নের কাজটি অনুমান করতে পারে, তাদেরকেই বলা হয় বাস্তব ও প্রকৃত পরিবর্তন-প্রতিনিধি। তাই বাস্তবায়নের মৌলিক দু'টি পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্লেষণের পূর্বে পরিবর্তন-প্রতিনিধি হিসেবে একজন ইসলামপন্থীর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এ মুহূর্তে দরকার।

www.pathagar.com

চিত্র ৭.১

ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি আদর্শ মডেল (৬ পি ভাষ্য)*

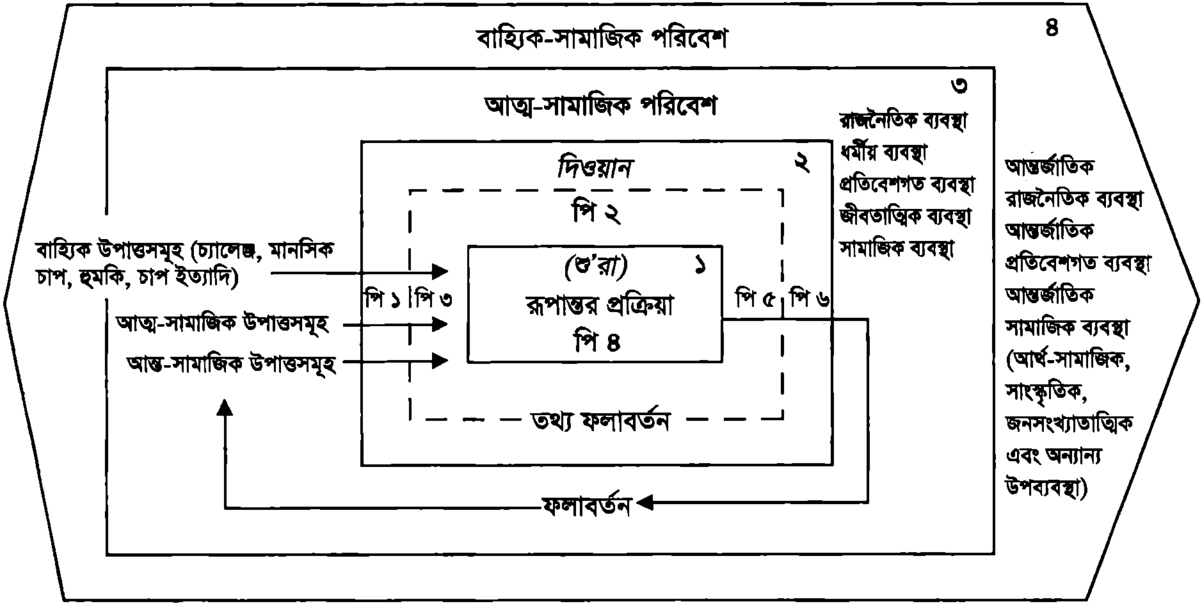

*মূল উপাদানসমূহ ঃ পি ১ = জনগণ (সরকারী কর্মচারী); পি ২ = স্থান (*দিওয়ান* বা সংগঠন); পি ৩ = সমস্যা; পি ৪ = প্রক্রিয়া বা কার্যবিধি; পি ৫ = পরিকল্পনা (কর্মসূচি, নীতিমালা); পি ৬ = কর্মফল (নীতিমালার বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ)

www.pathagar.com

একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামপন্থী

কোরান খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে, যা ভুল বুঝার বা ভুল ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই, এ দু'টি আয়াত রূপান্তরের একটি পূর্বশত হিসেবে গতিশীল পরিবর্তনের আহ্বান করে:

> এটি আল্লাহ্-র নিয়ম মতেই হয়েছে যে, আল্লাহ্ কোন নিয়ামতকে -যা তিনি কোন লোককে দান করেন, তা ততক্ষন পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে লোক নিজের কর্মনীতিকে পরিবর্তন করে। নি:সন্দেহে আল্লাহ্ সব কিছু জানেন ও শুনেন। (কোরান, সূরা ৮: আয়াত ৫৩)

> জেনে রাখ! আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না ততক্ষন পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতির লোকেরা নিজেদের গুণাবলীর পরিবর্তন না করে; আর আল্লাহ্ যখন কোন জাতির অকল্যাণ করার কোন সিদ্ধান্ত নেন, তখন কারও প্রতিবাদে তা রুদ্ধ হয়ে যায় না, কিংবা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এ ধরণের জাতির কেউ সহায়ক বা সাহায্যকারীও হতে পারে না। (কোরান, সূরা ১৩:আয়াত ১১)

সহজ কথায়, ইসলামী প্রশাসনিক মডেলে পরিবর্তন-প্রতিনিধি হলেন ইসলামপন্থী, যিনি সম্পূর্ণভাবে ও অনমনীয়ভাবে উক্ত আয়াত দু'টিকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে বিশ্বাস করেন।

যা হোক, তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে পরিবর্তন-প্রতিনিধি সম্পর্কিত সমসাময়িক সাহিত্য ভিন্নরকম দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। Warren Bennis (১৯৬৬:১৩৭, ১৩৭n) উদাহরণস্বরূপ, 'পরিবর্তন-প্রতিনিধিকে' সংজ্ঞায়িত করেন, 'একজন ব্যক্তি বা দলকে, বাস্তব ব্যবহারকারী বা সমাজ বিজ্ঞানীকে যাঁরা তত্ত্ব ব্যবহার করেন... সংগঠনের কার্যকারিতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য'। তিনি চিহ্নিত করেন যে, তাঁরা আসতে পারেন ভিন্নরকম পটভূমি ও শিক্ষাগত ঐতিহ্য থেকে, যা হতে পারে মনোসমীক্ষণমূলক ও মনস্তাত্বিক শিক্ষা, মনোবীক্ষনিক পদ্ধতির ভিত্তিতে, এবং প্রায়োগিক বিষয়গুলো যেমন গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব, সমাজকর্ম এবং শিক্ষার ভিত্তিতে। তাদের পার্থক্য ও পটভূমি যা হোক, 'তাদের দেখে মনে হয় সমাজ উন্নয়নের অভিলাষ থেকেই তাদের চালিকাশক্তি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গৃহীত হয়, যেরকম সাধারণ কৌতুহল থাকে তাদের কার্যক্রম নিয়ে' (পূর্বোক্ত,:১৩৭n)। Bennis (পূর্বোক্ত) পরিবর্তন-প্রতিনিধিদের নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন:

> তাদের দেখে মনে হয় পরিবর্তনের সাথে তারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যে রকম তারা একে পরীক্ষাও করে। তারা সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল সম্পর্কে পাশাপাশি এর লক্ষ্য সম্পর্কে একটি আত্মসচেতনতা তৈরী করেছে। তারা পরিচালিত হয় রক্ষণশীল নৈতিকতার চেয়ে মৌলিক নৈতিকতার ভিত্তিতে, সাধারণভাবে এর অর্থ হল তাদের সামাজিক পরিবর্তনের আচরণ নির্ধারিত হয় তাদের প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে, যেখানে তাদের

www.pathagar.com

> সম্পর্কে কিছু করা যেতে পারে, তাদের মানবিক প্রকৃতির চেয়েও বেশী, কিংবা যেখানে তাদের সম্পর্কে খুব কমই করা যেতে পারে। সংক্ষেপে, পরিবর্তন-প্রতিনিধিগণ শুধুমাত্র বিভিন্নভাবে পৃথিবীকে রূপায়ন করছে তা নয়; বরং তা পরিবর্তনেও সচেষ্ট।

পরিবর্তন-প্রতিনিধির এ বর্ণনা তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক একটি চিত্র উপস্থাপন করে, যিনি পরিবর্তন পরিকল্পনা ও পদ্ধতির সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেন, এবং যিনি প্রকৃতভাবেই ওগুলোকে বাস্তবে নিয়ে আসেন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিবর্তন-প্রতিনিধি আরাম কেদারার মানুষ কিংবা মাঠকর্মী যাই হোন না কেন, তিনি শুধু পরিবর্তনের নিমিত্তে পরিবর্তন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা নয়, বরং যতদূর সম্ভব কোরান কর্তৃক নির্দেশিত সমাজের কাছাকাছি পরিবর্তন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি খুব ভাল করেই জানেন কোনটি পরিবর্তনযোগ্য আর কোনটি পরিবর্তনযোগ্য নয়, যা এ গবেষণার সূচনাতে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিবর্তন-প্রতিনিধি শক্তি ও ইচ্ছাসহ শুধুই একজন ইসলামপন্থী হবেন তাও নয়, তিনি অবশ্যই হবেন একজন শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, গবেষক, গভীর চিন্তার মানুষ বা দার্শনিক। Bennis (১৯৬৬:১১৪)-র মতে, পরিবর্তন-প্রতিনিধি হলেন একজন পেশাদার যিনি আবশ্যিকভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন। যা হোক, Bennis-র পরিবর্তন-প্রতিনিধির মতো না হলেও, ইসলামী পরিবর্তন-প্রতিনিধির ক্ষেত্রে 'আচরণ বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী' থাকতে হবে এমন কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। কিংবা তাকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদে আসীন একজন পূর্ণকালীন বিশেষজ্ঞ হতে হবে তাও নয়, বা তার পেশার জন্য ঐরকম প্রশিক্ষণের মূল্য না থাকা সত্ত্বেও তার থাকতে হবে আচরণ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি পেশাদারী আনুগত্য।

সমাজ পরিবর্তনের ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের জন্য পরিবর্তন-প্রতিনিধি ইসলামপন্থী বা অন্য যেই হোন না কেন, তাকে হতে হবে পরিবর্তন গতিশীলতা, এর কলাকৌশল ও প্রকারভেদের সাথে পরিচিত। পরিবর্তন-প্রতিনিধি বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন, সিরিজের মাধ্যমে কাজ করার কারণে, যা দেখেন ও করেন সে সম্পর্কে চেতনা তৈরী করতে সক্ষম। Bennis (১৯৬৬:৮৩-৪) উদাহরণস্বরূপ, আট প্রকার পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেন, যার কয়েকটি এখানে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক:

ক. *পরিকল্পিত পরিবর্তন*, পারস্পরিক লক্ষ্য নির্ধারণের সাথে জড়িত, উভয়ক্ষেত্রেই তা সমক্ষমতা অনুপাতে সৃষ্টি হয় (পরিণামে) এবং সুচিন্তিত।

খ. *অনুশাসন*, যা পারস্পরিক লক্ষ্য নির্ধারণের সাথে জড়িত এবং যা সুচিন্তিত, কিন্তু... একটি অসম ক্ষমতা অনুপাতে সৃষ্টি হয়।

গ. *দমনমূলক পরিবর্তন*, যা 'অ-পারস্পরিক লক্ষ্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত, একটি অসম ক্ষমতা অনুপাতে সৃষ্টি হয় এবং এক-পক্ষীয় পরামর্শ দ্বারা সৃষ্ট' ('মগজ ধোলাই' ও চিন্তার নিয়ন্ত্রণ হল দমনমূলক পরিবর্তনের প্রকারভেদ)।

ঘ. *প্রয়োগবিদ্যাকুশলী পরিবর্তন*, যা 'প্রাথমিকভাবে একটি "প্রকৌশলগত" মডেল অনুসরণ করে: মক্কেল তার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন অপর্যাপ্ত জ্ঞানের মধ্যে থেকে এবং

www.pathagar.com

ধারণা করেন যে, জ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা হল দুর্ঘটনামূলক বা অবহেলা করার বিষয় এবং তা এমন কিছু নয়, যা ঐ ব্যবস্থার নিজের মধ্যে কার্যকর। প্রয়োগবিদ্যাকুশলীগণ এ ধারণার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং নিছক তার প্রাপ্ত ফলাফল তৈরী ও পেশ করেন'।

ঙ. *মিথষ্ক্রিয়ামূলক পরিবর্তন*, যা 'পারস্পরিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও একটি সুষ্ঠু সমক্ষমতা বন্টনের সাথে জড়িত, কিন্তু উভয়পক্ষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই কোন পরামর্শ থাকে না'।

চ. *সামাজিকীকরণমূলক পরিবর্তন*, যেখানে 'রয়েছে সরাসরি জ্ঞাতি সম্পর্কের একটি পদসোপানিক নিয়ন্ত্রণ। পিতা-সন্তান সম্পর্ক হতে পারে একটি চূড়ান্ত উদাহরণ, যদিও উপদেষ্টা-অবকাশকারী এবং শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কও এ ধরণের দৃষ্টান্ত হতে পারে'।

ছ. *সমকক্ষমূলক পরিবর্তন*, যা 'আনুষ্ঠানিক সংগঠনের অধিক ক্ষেত্রে ঘটে থাকে যেখানে রয়েছে একটি সুস্পষ্ট উর্ধ্বতন-অধ:স্তন সম্পর্ক। এখানে পরিবর্তন আনা হয় অধ:স্তনদের দ্বারা "ক্ষমতাযুক্তদের" চিহ্নিতকরণ ও সমকক্ষ হবার বাসনার মাধ্যমে' (এ শ্রেণী সম্পর্কে পুনরায় বলতে গেলে, এটি প্রতিফলিত করে প্রভাবশালী-প্রভাবিত বা আন্তর্জাতিকমণ্ডলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শহর-উপশহর সম্পর্কও)।

জ. *স্বাভাবিক পরিবর্তন*, 'পরিবর্তনের সে প্রকারকে নির্দেশ করে যা কোন স্পষ্টত প্রতীয়মান পরামর্শ এবং এতে যুক্ত কোন পক্ষেরই লক্ষ্য নির্ধারণ ছাড়া আনীত হয়। প্রাথমিকভাবে এটি হল একটি অতিরিক্ত শ্রেণী, যা বেষ্টন করে সকল দুর্ঘটনা, "মুদ্রাদোষ", অপ্রত্যাশিত পরিণতি, স্বত:স্ফুর্ত উদ্ভাবন, ইত্যাদি'। এ আটটি শ্রেণীর বর্ণনা শেষ করতে গিয়ে Bennis (পূর্বোক্ত,:৮৪) নিম্নোক্ত *সাবধানবাণী -র* কথা বলেন: 'এ শ্রেণীকরণ হল ক্রটিপূর্ণ: প্রকৃতিতে স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ উক্ত ধরণের পরিবর্তন খুব কমই দেখা যায়। তাছাড়া, যে পার্থক্য এতে করা হয়েছে, তা কিছুটা স্বেচ্ছাচারী এবং স্পষ্টত সর্ব-ব্যাপী নয়'।

সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে Bennis-র পরিবর্তন সংক্রান্ত উক্ত শ্রেণীকরণের বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, Jamal Abdul Nasser, যিনি ১৯৫৩ এবং ১৯৭০-র মধ্যবর্তী সময়ে মিশর শাসন করেন, সমাজতন্ত্রের আরবীয় রূপ প্রচলন করতে 'অনুশাসন' ও 'দমনমূলক পরিবর্তনকে' সমন্বয় করে ব্যবহার করেছিলেন। মগজ ধোলাই ও চিন্তার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও অ-পারস্পরিক লক্ষ্য নির্ধারণ, অসম ক্ষমতা অনুপাত এবং শুধু একপক্ষীয় বিবেচনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলো দমনমূলক পরিবর্তনের বিস্তৃত ব্যাখ্যাকৃত বৈশিষ্ট্য, যা সাধারণ সামরিক একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রচলিত, যা Nasser-র মিশরে প্রচলিত ছিল। যা হোক, অন্যান্য দেশে পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিগত ও শিল্পের উন্নয়নের সমকক্ষমূলক পরিবর্তনকে তাদের মোহের কারণে প্রশ্রয় দেয়া হয়। এ শ্রেণীর মুসলিম ও আরব দেশগুলো এক ধরণের হীনমন্যতায় ভোগে, কারণ তারা নিজেদেরকে চিহ্নিত করে উর্ধ্বতন-অধ:স্তন, শহর-উপশহর, উন্নত-অনুন্নত এবং প্রভাবশালী-প্রভাবিত ইত্যাদি

www.pathagar.com

সম্পর্কের ভিত্তিতে। এ দলের দেশগুলোর পরিবর্তন সাধিত হয় তাদের ক্ষমতার উপকেন্দ্রগুলোর কেন্দ্রের ক্ষমতাকে চিহ্নিতকরণ এবং তার সমকক্ষ হবার বাসনার মধ্য দিয়ে। ইরানের শাহ্ এবং তুর্কীর আতাতুর্ক এ শ্রেণীটি উপস্থাপন করেন, যদিও তারা সমকক্ষমূলক পরিবর্তন ছাড়াও পরিবর্তনের অন্যান্য শ্রেণীগুলোও ব্যবহার করেন (দমনমূলক ও অনুশাসন)।

মুসলিম জনগণের পুনর্জাগরণ এবং খাঁটি ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান, পরিবর্তনের অন্যান্য শ্রেণীগুলোর পুন:নীরিক্ষা ও পুন:গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে, যা ইসলামী পরিচয়ের মধ্যে প্রতিফলিত এবং সাথে সাথে ইসলামী মূলনীতি ও মতবাদগুলোর ভিত্তিতে মুসলিম জনগণকে তাদের পরিবর্তন পরিকল্পনাগুলোকে সাজাবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। যদিও ইসলামপন্থীর (পরিবর্তন-প্রতিনিধি) সার্বিক লক্ষ্য হল একটি পরিকল্পিত পরিবর্তন কৌশল তৈরী করা, যাতে পারস্পরিক লক্ষ্য নির্ধারণ পন্থা রয়েছে পরিবর্তন-প্রতিনিধি ও মক্কেলদের মধ্যে, পাশাপাশি রয়েছে পরামর্শ করার উপস্থিতি এবং পরিণামে সম ক্ষমতা অনুপাতের উপস্থিতির সৃষ্টি হয়, ইসলামপন্থীগণ এ ক্ষেত্রে এগুলোকে এ লক্ষ্যের খুবই কাছে নিয়ে আসার জন্য পরিবর্তনের অন্য শ্রেণী ব্যবহার করতে পারেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কিছু কৌশল নিম্নে পরীক্ষা করা হল, যা সারণী ৭.১ এ নির্দেশিত হয়েছে।

মুসলিম রাষ্ট্রে প্রশাসনিক উন্নয়নের উপাদানসমূহ

সারণী ৭.১ এ মুসলিম দেশের প্রশাসনিক উন্নয়নে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: উন্নয়নের আলোচ্য বিষয়, উৎস, প্রক্রিয়া, ফলাফল, বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কাংখিত ফলাফল।

আলোচ্য বিষয়

মুসলিম বিশ্ব যে সব সমস্যার সম্মুখীন তার একটি ইসলামী সমাধান খুঁজে বের করার জন্য ইসলামপন্থীদের অবশ্যই উন্নয়নের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, প্রশাসনিক উন্নয়নের আলোচ্য বিষয় (পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়) ছাড়াও মানুষ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা (দ্বিতীয় অধ্যায়), রাজনৈতিক উন্নয়নের আলোচ্য বিষয় (তৃতীয় অধ্যায়), এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আলোচ্য বিষয় (চতুর্থ অধ্যায়)। যেহেতু প্রশাসনিক উন্নয়নের সমস্যাগুলো মুসলিম দেশের এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে ভিন্ন প্রকৃতির, তাই ইসলামপন্থীদের খুবই সতর্কতার সাথে প্রাধান্যসমূহ চিহ্নিত করার নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিবেশ অধ্যয়ন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরবে জনশক্তি সমস্যা খুবই প্রকট অন্যদিকে সেখানে আর্থিক সমস্যা নেই। এর বিপরীত চিত্র রয়েছে মিশর, পাকিস্তান এবং অন্যান্য জনসংখ্যাবহুল মুসলিম দেশে। অন্যান্য আলোচ্য বিষয়াদি বা সমস্যাগুলো হল সহজলভ্য সম্পদের অপর্যাপ্ত ব্যবহার, একটি প্রশাসনিক পদক্রমের উন্নয়ন, এবং প্রশাসনিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ বলতে গেলে আরও কয়েকটি উদাহরণ।

www.pathagar.com

সারণী ৭.১ মুসলিম দেশগুলোতে প্রশাসনিক উন্নয়নের উপাদানসমূহ

উন্নয়নের আলোচ্য বিষয়	*উৎসাবলী*	*প্রক্রিয়া*	*ফলাফল*	*রূপান্তর পদ্ধতি*	*সর্বশেষ ফসল*
প্রশাসনিক	ইসলামী *শরীয়াহ্* ▫ কোরান ▫ সুন্নাহ ▫ *ইজমা* মহানবী (সঃ)-র কর্ম ধার্মিক খলিফাদের কর্ম তাত্ত্বিক নির্দেশাবলী ▫ নথিপত্র ▫ পাণ্ডুলিপি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ▫ *দিওয়ান* ▫ *হিসবাহ* ইসলামী প্রশাসনের অগ্রদূতগণ ▫ ইসলামী প্রশাসনের আধুনিক চিন্তাধারা	সূক্ষ্ম পর্যালোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা এবং সংশ্লেষণ অনুসরণকারীদের মধ্যে উক্ত ধাপ গুলোর রূপান্তরের একটি মানসিক প্রক্রিয়া	প্রশাসনিক মডেল যা প্রতিফলিত করে ইসলামী মূলনীতি ও আদর্শাবলী, এবং যা সব মুসলিম দেশের জন্য আধুনিক সব প্রশ্নের জবাব দেয়। ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের (ষষ্ঠ অধ্যায়) ছয় পি' ভাষ্য।	প্রবেশ ▫ আমলাতন্ত্র ▫ প্রতিষ্ঠানসমূহ সমন্বিতকরণ সহযোগিতা বিরোধিতা ▫ অপ্রকাশ্য ▫ প্রকাশ্য ▫ প্রত্যাহার	প্রশাসনিক পদ্ধতি যা হল: ▫ ইসলামী ▫ দেশজ ▫ প্রকৃত

www.pathagar.com

উৎসাবলী

পঞ্চম অধ্যায়ে জোর দেয়া হয়েছে ইসলামী তত্ত্ব ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মূলনীতিগুলোর উৎসাবলীর উপর। যেহেতু টিকে থাকতে সমর্থ এবং ইসলামী বৈশিষ্ট্যাবলী প্রতিফলিত করে এমন সার্বিক একটি ব্যবহারিক প্রশাসনিক মডেলের অস্তিত্ব নেই, তাই এসব উৎসসমূহের খুঁটিনাটি ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। বিশ্বাসীদের মনে ও অন্তরে ইসলাম খুবই শক্তভাবে প্রোথিত, কিন্তু এর প্রায়োগিক বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে তাদের মনে। যেহেতু এ পর্যন্ত ইসলামী মূলনীতিমালাগুলোর উপর ভিত্তি করে গঠিত কোন রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, এবং প্রশাসনিক কর্মসূচি বা আইনের সংকলন স্পষ্টভাবে তৈরী হয় নি, যা আধুনিক সমাজের সব সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম। এভাবে এসব প্রাথমিক ও গৌণ মৌলিক উৎসগুলো ইসলামপন্থীদের এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের পথ নির্দেশ দিতে পারে, যারা এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সব কর্মসূচি ও মডেলের পরিকল্পিত পরিবর্তনে আগ্রহী। তাছাড়া এসব উৎসসমূহের বিভিন্নতা ফলাফল ও সর্বশেষ ফসলকে সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে নমনীয় ও গ্রহণযোগ্য করতে সক্ষম করে তুলবে।

প্রক্রিয়া

গোটা উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটি মডেল বা মডেলগুলোকে সুক্ষ্ম পর্যালোচনা, খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করা এবং সংশ্লেষ করার জন্য ইসলামপন্থীদের সামর্থ্য ও স্পষ্ট দূরদৃষ্টির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে, যা ইসলামের মূলনীতি ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গঠিত, বা অন্তত: এরকম ভিত্তি তার রয়েছে, যা ওগুলোকে খণ্ডন বা ওগুলোর সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে না। এক্ষেত্রে যা সবচেয়ে বেশী দরকার তা হল একটি মডেল, যা সংরক্ষণ করে বিদেশী আদর্শ ও তার ব্যবহার ভিত্তিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আগ্রাসন মোকাবিলার ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য।

ফলাফল

ইসলামপন্থীদের সুক্ষ্ম পর্যালোচনা, খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা এবং সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ফলাফল হল এ মডেল বা কর্মসূচি বা পরিকল্পনাটি যা উপরে আলোচিত হয়েছে। যে কোন মডেলকে ইসলামী হতে হলে একে ইসলামী আইন (*শরীয়া'হ্*)-র অনুরূপ ন্যূনতম নির্দেশাবলী অবশ্যই অর্জন করতে হবে। কোন মডেলকে *ইসলামী* বলা যাবে না, যতক্ষণ এটি আবশ্যিকভাবে ইসলামী মূলনীতি ও আদর্শ যেমন ন্যায়বিচার, পরামর্শ এবং সাধুতা প্রতিফলিত না করে। যদি ইসলামের এসব নীতিমালা একচ্ছত্র না হয় এবং অন্যান্য সমাজে এসব অবস্থান করলেও এবং কার্যকর থাকলেও, ইসলামী *শরীয়া'হ্* -ই হল সর্বশেষ মানদন্ড। এসব মডেল ও পরিকল্পনাসমূহ অন্যান্য অ-ইসলামী সমাজের সাধারণ নীতিমালা ও মডেলের আদর্শের সাথে মিলে গেলেও পুংখানুপুংখভাবে বর্ণনার ক্ষেত্রে এগুলো পৃথক হতে পারে, যেমন কাঠামো ও পদ্ধতিবিদ্যার ক্ষেত্রে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে ব্যাপকভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য এ বিভিন্নতা খুবই জরুরী। উপরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের ছয় পি' ভাষ্যে ব্যাপকভাবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কাংখিত ফলাফল

ইসলামী প্রশাসনিক উন্নয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও সর্বশেষ কাংখিত ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হল।

বাস্তবায়ন

সংক্ষেপে, সিদ্ধান্ত পি৫ এবং বাস্তবায়ন ক্রিয়ার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি স্তর হিসেবে বাস্তবায়নকে বর্ণনা করা যেতে পারে। আমাদের মডেলে বাস্তবায়নকে চিহ্নিত করা হয়েছে কর্মফল, নীতি বাস্তবায়ন এবং/অথবা সিদ্ধান্ত তথা-পি৬ হিসেবে; একে বাস্তবে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা একটি কঠিন স্তর অর্থাৎ একে কার্যকর করা, আর এ সিদ্ধান্ত পি৫-এ নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বারবার সাবধান করে বলা হয় অর্থাৎ নীতি প্রক্রিয়ার এ স্তরে গুরুত্বসহকারে মনযোগ দেয়ার জন্য, কারণ এখানে ভুল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। (William, ১৯৮০:১)।

বাস্তবায়ন হল একটি চরমভাবে ব্যাপক ও জটিল ধারণা। সমাজ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সাহিত্য[৪] নির্দেশমূলক বাস্তবায়নের অধীন একটি আন্দোলন প্রতিফলিত করে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন Jeffrey Pressman ও Aaron Wildavsky (১৯৭৩:১৯৭৯)। তারা দেখান যে, 'সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাস্তবায়ন বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হয়েছে, তবে এ বিষয়ে খুব কমই গবেষণা হয়েছে [এবং] শুধুমাত্র একটি উৎকৃষ্ট বই যা Martha Derthick লিখেন, তাছাড়া আমরা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপকভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী অন্য কোন গবেষণাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় নি' (Pressman ও Wildavsky ১৯৭৩:xiii)।

সহজভাবে বলতে গেলে, বাস্তবায়ন হল কর্মসূচির উত্তম ব্যবস্থাপনা। এটি হল সামাজিক বিজ্ঞানের একটি বিমূর্ত ধারণা। একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সংগঠনের মধ্যকার ব্যক্তি ও দলের অবশ্যই কার্যক্রম শুরু করা দরকার। 'সিদ্ধান্ত নেয়া' আবশ্যিকভাবে 'করতে হবে' বুঝায় না। একজন ব্যক্তি বা দলের জন্য একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকার, কিংবা দক্ষতা, অথবা উভয়ই দরকার হয়। যখন সিদ্ধান্তগ্রহণকারী বাস্তবায়নকারী থেকে ভিন্নমত প্রকাশ করেন, তখন তৃতীয় চাহিদা সৃষ্টি হয়, আর তা হল যোগাযোগের চাহিদা। এক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর বাস্তবায়নকারী সম্পর্কিত সব তথ্যের দরকার হয়। Williams (১৯৮০:৩)-র মতে, 'একটি সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন বিষয়টি সহজ ও সর্বোতভাবে যোগাযোগ, অঙ্গীকার, এবং দক্ষতাকে কিভাবে একত্রিত করা যায় তা নিয়ে জড়িত'। উক্ত বক্তব্য থেকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় বের হয়ে আসে। প্রথমত, 'এটি হল একটি সিদ্ধান্তে এক প্রান্ত থেকে কিছু গ্রহণ পূর্বক তা অন্য প্রান্তে কার্যকর করার নিমিত্তে নীতি প্রণয়ন পর্যন্ত নিয়ে যাবার একটি প্রক্রিয়া, যাতে করে সংগঠনের জনগণ ভিন্নতর পদ্ধতিতে কার্যগুলো সমাধা করতে পারে'। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, 'প্রথমটির চেয়ে অধিকতর সাধারণ একটি দিক, এটা হল দক্ষতার সমস্যা। একটি সময়ের মধ্যে যে কোন বৃহৎ সংগঠন নতুন নতুন অনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা সাংগঠনিক আচরণে পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হবে। তবে অনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক প্রশ্ন হল, সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এসব বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেতে পারে,' (পূর্বোক্ত)।

www.pathagar.com

আমাদের মডেলে, পি৬ বাস্তবায়ন স্তরকে চিহ্নিত করে যেখানে বাস্তবায়নকারীগণ পি১ থেকে সঠিক ও স্পষ্ট যোগাযোগ পাবার পর সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং আন্ত:সামাজিক পরিবেশে সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করেন, যাতে রয়েছে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, প্রতিবেশগত, জৈবিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ। বস্তুত, পূর্বে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বাস্তবায়ন স্তর সম্পাদন করার ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি রয়েছে: প্রথমটি হল অনানুষ্ঠানিক/ব্যক্তিগত পদ্ধতি, যা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয়টি হল আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি, যা ব্যবহৃত হয় ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে, যেখানে ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থা সার্বিক ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি উপব্যবস্থা হিসেবে বর্তমান।

অনানুষ্ঠানিক/ব্যক্তিগত পদ্ধতি

এটি ইতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, মডেলের উন্নয়ন হল একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন যার রয়েছে প্রয়োগযোগ্যতার ক্ষুদ্র সম্ভাবনা বা কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই, নিম্নে বিভিন্ন রকম অনানুষ্ঠানিক/ব্যক্তিগত পদ্ধতি আলোচনা করা হল, যা ইসলামপন্থীগণ প্রশাসনিক উন্নয়নের মডেলকে দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে ব্যবহার করতে পারেন।

প্রবেশ

এ পদ্ধতিটি আবশ্যিকভাবে ইসলামী ব্যবস্থা না হলেও একটি মুসলিম ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রবেশের মত না হলেও, এ কৌশল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি সামর্থবান কৌশল এবং এ ক্ষেত্রে নিম্নের কৌশলসমূহের যে কোন একটি বা তারও অধিক কোন কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমলাতন্ত্রে প্রবেশ

ইসলাপন্থীগণ আমলাতন্ত্রে এবং অন্যান্য সরকারী চাকরীতে প্রবেশের মাধ্যমে তাঁদের মডেল বাস্তবায়ন করতে পারেন। ইসলামে সব লোক, যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা তাঁদের জীবন ও সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে চুক্তিবদ্ধ। একজন ইসলামপন্থীর কাছে আশা করা হয়, তিনি তাঁর ক্ষমতার মধ্যে অন্যান্যদর সাথে নিরপেক্ষ আচরণের ক্ষেত্রে যতদুর সম্ভব পারেন তার সবকিছুই করবেন (কোরান, সূরা ৫:আয়াত ১০৫), কারণ আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর আনুগত্য তাঁর অধিকারের উপর অগ্রাধিকার দেয়। তাই, ইসলামপন্থীদের মডেলের আদলে সংস্কারের নিমিত্তে বিদ্যমান আমলাতন্ত্রে প্রবেশ করা একটি দক্ষ বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বিশেষ করে যদি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলো খুবই শক্তিশালী না হয়।

প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশ

ইসলামপন্থীগণ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকেও প্রভাবিত করতে পারেন যেমন মুসলিম দেশের লোক প্রশাসন প্রতিষ্ঠান (আই.পি.এ.), বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসনিক কলেজসমূহ, এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। মুসলিম দেশের লোক প্রশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর পরিচালিত একটি আধেয় বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, ওদের প্রায়

www.pathagar.com

সবগুলোই ইসলামী প্রশাসনকে উপেক্ষা করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তার উপর একটি বা দু'টি কোর্সের উপর পাঠ দান করে, কিন্তু তাও শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার সাথে বর্তমানের কোন সংযোগ নেই। এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা হল, তাদেরকে অনেকগুলো এ সম্পর্কিত কোর্স ও বই -র তালিকা প্রদান করা, যা এ ধরণের সংযোগ রক্ষা করে। তাছাড়া, ইসলামপন্থীগণ আরও প্রস্তাব করতে পারেন প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য বিভিন্ন প্রকার উচ্চ কমিশন গঠনের এবং তাদের ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এটি বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যা নিম্নে আলোচিত হল।

প্রবেশের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে গণমাধ্যম, যেখানে ইসলামপন্থীদের মতামত প্রচার এবং প্রতিক্রিয়া প্রস্তাব করা হয়। যতদিন পরিবেশ ব্যাপকভাবে মুসলিম থাকবে, প্রবেশের এ পদ্ধতি জনগণকে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে স্মরণ করে দেবার মাধ্যমে জনমতকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। Alghofaily (১৯৮০:১২৩), উদাহরণস্বরূপ, পরামর্শ দেন যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আরও অধিক সৌদি জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য কর্মের ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে হাতের কাজ ও বৃত্তিমূলক পেশার মর্যাদাকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সৌদি আরবের সরকারী গণমাধ্যমগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে ব্যবহৃত হতে পারে।

সবশেষে, উক্ত প্রক্রিয়ায় ইসলামের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহার যেমন *মসজিদ*, পাশাপাশি ইমামবৃন্দ, ধর্মোপদেশ প্রদানকারীগণ এবং ধর্মপ্রচারকগণের ব্যবহার সহায়ক হতে পারে। তা প্রমাণিত হয়েছে মিশরের সাম্প্রতিক উন্নয়নে শেখ আবদুল হামিদ কিশ্‌ক -র কর্মের তড়িত ফলাফলে, যিনি কায়রোর স্থানীয় এক মসজিদের বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ইমাম। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে তাঁর একটি ধর্মোপদেশের পর, আনোয়ার সাদাতের রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাদুর্ভাব আকারে বিশাল এবং স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছিল। উক্ত ধর্মোপদেশটিতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ইরাকের আগ্রাসনের পূর্ব ইতিহাস, বিদেশী বনাম আরবদের জাতীয়তাবাদ যা যৌথভাবে বিরোধীতা করা হয়েছিল এবং ইসলামের প্রতি ইরানী মুসলিমদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযুক্ত মেকী বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এ ঘটনার পরে শেখকে কারারুদ্ধ করা হয়। এটার বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, শেখকে কারাবন্দী করা হয়েছিল এ কারণে যে, তিনি সমসাময়িক মুসলিম সমাজ, তথা মিশরে স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার দাবী করেছিলেন এবং তা অনুশীলন করেন।

সমন্বিতকরণ

এ পদ্ধতি অধিক কার্যকর হবে, যদি ইসলামপন্থীগণ তাঁর ইসলামী মডেল বা কর্মসূচিকে সমর্থন করতে একটি একীভূত রাজনৈতিক শক্তি খোঁজে পান। এ অবস্থান বিরাজ করছে পাহলেভী পরবর্তী ইরানে। শাহ্ ইসলামের মূলোৎপাটন করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর দেশের জনগণের পরিচয় ও মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করে বিদেশী ধারণা ও মূল্যবোধ প্রোথিত করতে চেষ্টা করেন। শাহ্ প্রবর্তিত নীতিমালার কারণে প্রতিকূলভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর

www.pathagar.com

মধ্যে আমলাতন্ত্র ও সরকারী চাকরী ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইসলাম বিপ্লবী ইরানে, সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে ইরানের ইসলামী পরিচয়কে রক্ষা করেছে, যা তুর্কীরা আতাতুর্কের সময়ে ভোগ করেছিল। এটি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দিয়েছিল চরম নীতিপরায়নতা ও সরলতা, যা প্রাথমিক মুসলিমদের সময়ে ইসলাম লাভ করেছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ও পরিবেশে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর মডেল ও পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য ইসলামপন্থীগণ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

সহযোগিতা

ইসলামপন্থীগণ প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর মডেল বা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করতে বিদ্যমান রাজনৈতিক শাসনকে সহযোগিতাও করতে পারেন। এরকম সহযোগিতা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন, সুদানে ১৯৭৭ সালে জাতীয় মীমাংসা ছিল এটি সঠিক পদক্ষেপ, যা প্রেসিডেন্ট জাফর নিমাইরী ও আনসারদের নেতার (মাহদিস্টদের) মধ্যেকার সামরিক সংঘাত সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। ফলত, একটি ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করার নিমিত্তে ইসলামীকরণের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। al-Mahdi (১৯৮০:৪০)-র মতে, যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামী হতে হলে দু'টি মানদন্ড মানতে হবে। প্রথমত, গোটা ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, এবং সামাজিক দিককে অবশ্যই নির্দিষ্ট কিছু সাধারণ ইসলামী মূলনীতি অবহিত হতে হবে; এবং দ্বিতীয়ত, আইনের নীতিমালাগুলো হতে হবে হয়তো ইসলামের ভিত্তিতে গঠিত, নতুবা এমন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা ইসলামের মূল স্রোতধারার সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে না।

এরকম ও অন্যান্য আরও কমিটির মাধ্যমে ইসলামপন্থীগণ প্রভাবিত করতে পারেন বিভিন্ন মুসলিম দেশের লোক প্রশাসনকে। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরবে, ইসলামপন্থীগণ প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কিত উচ্চ কমিশনের কাছে সম্পর্কে তাঁদের কৌশল উপস্থাপন করতে পারেন। এ কমিশনের ভূমিকা হল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে তাঁদের পরামর্শ পেশ করা।

বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতার অন্য একটি উপায় হল আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও সভা সংগঠন করার ক্ষেত্রে উকালতি করা, যেখানে প্রশাসনিক সংস্কারের ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতে এবং প্রয়োগযোগ্য পরামর্শ উপস্থাপন করতে একত্রিত হতে পারেন ।

বিরোধিতা

প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বিরোধিতা এবং প্রত্যাহার হল এ পদ্ধতির ভিন্ন দু'টি প্রকার। যা হোক, বিরোধিতা হল সীমিত মূল্যবোধের, বিশেষত প্রশাসনের ক্ষেত্রে; পূর্বে যেরকম নির্দেশিত হয়েছে, এটি স্বভাবতই রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বলয়েও ঘটে থাকে।

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবে, ইসলামপন্থীগণ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক সংস্কার শুরু করার প্রচেষ্টায় এ কৌশল ব্যবহার করবেন না, যদি না তাঁদের কাছে অন্য কোন টিকে থাকতে সমর্থ বিকল্প থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম যাঁর বিবেক কোন প্রশাসনিক আচরণ বা কার্য অনুমোদন করে না, তাঁর বিভাগে তিনি যদি ঐ আচরণ বা কার্য পরিবর্তন করতে না পারেন বা যদি তিনি তা রোধ করতে না পারেন তবে তিনি ঐ বিভাগে থেকে তাঁকে বদলী করে দেবার অনুরোধ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বিরোধিতা ও প্রত্যাহার দুর্নীতিযুক্ত কার্য চরিতার্থ করা থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু এটি গোটা ব্যবস্থায় বিদ্যমান দুর্নীতিযুক্ত কার্যকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি

বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে পূর্বে থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকতে হয়। এ পদ্ধতি আত্ম-ব্যাখ্যামূলক যে, এটি যে কোন ব্যবস্থা মডেলে স্বাভাবিক কার্য প্রণালী অনুসরণ করে ।

সংক্ষেপে, আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি পি৫ কে–পরিকল্পনা, কর্মসূচি বা নীতি, কার্যকর করতে সাহায্য করার জন্য আত্ম-সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। তথাপি, ব্যক্তি এবং দল এ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা তাদের পূর্ণ দক্ষতায় কর্মরত এবং তাদের ভূমিকা হল এসব সংগঠনের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধির মত।

আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি অধিক উত্তম রূপে বুঝা যেতে পারে নিম্নের উদাহরণ দ্বারা। ধরা যাক যে, ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থা মডেল (ছয় পি' ভাষ্য) কোন ইসলামী রাষ্ট্রে বিদ্যমান। এটি কাজ করবে শুধু রাজনৈতিক, ধর্মীয়, প্রতিবেশগত, জৈবিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাসহ পুরো ব্যবস্থার একটি অংশ হিসেবে। যতক্ষন না এসব ব্যবস্থায় একটি বিষয় একই থাকবে অর্থাৎ তাদের সব কিছুই প্রকৃতিগত ভাবে ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার পি৬ তথা কর্মফল বা বাস্তবায়ন এবং পরিকল্পনা বা নীতির বাস্তবায়নের মত হবে তা ততক্ষন অন্য কোন ব্যবস্থার মধ্যে বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করবে না, বরং তা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে বৈপরীত্যের চেয়ে সমরূপ হবে। এভাবে, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি অনানুষ্ঠানিক/ব্যক্তিগত পদ্ধতির চেয়ে সফলতার ক্ষেত্রে অধিকতর সহজপ্রবণ[৫]।

অনেকে বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি পছন্দ করেন এ জন্য যে, এটি অনানুষ্ঠানিক/ব্যক্তিগত পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর মাত্রায় কর্মফল পরিমাপ করতে সক্ষম। যা হোক, এটা কোন বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, কর্মফল পরিমাপের ফলাফল উভয় পদ্ধতির ক্ষেত্রেই সমান। উদাহরণস্বরূপ, পি৬ কে পরিমাপ করার প্রচেষ্টা বা 'প্রশাসনিক কর্মফল', বা 'বাস্তবায়ন' বা 'সম্পাদন' যা পি৫-র 'নীতি', যা সাহিত্যে বিভিন্নভাবে 'প্রশাসনিক দক্ষতা' বা 'প্রশাসনিক উৎপাদনশীলতা'বা 'কর্মফল' হিসেবে চিহ্নিত তা নির্ণায়কগুলোর (বা ফ্যাক্টর) এককভাবে বৈধ (গ্রহণযোগ্য) কর্মফল পরিমাপ করার আনুষঙ্গিক পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে

www.pathagar.com

অপ্রামাণিক ফলাফল তৈরী করে (Iglesias, ১৯৭৬:xxviii)।

যদিওবা কর্মফলের পরিমাপ করা না হয় এবং আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত যে পদ্ধতিই ব্যবহৃত হোক না কেন, কোন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে বিদ্যমান সব সম্পদের কাছ থেকে স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন দরকার। এটি অন্তর্ভূক্ত করে, পি১ জনগণ বা কর্মচারী, প্রযুক্তি, সংগঠন, অর্থ এবং নেতৃত্ব সব কিছু। উদাহরণস্বরূপ, বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও মনোবলের একটি উচু স্তর তৈরীর চেষ্টা ব্যর্থ হলে, উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনানুষ্ঠানিক/ব্যক্তিগত বা আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক যে পদ্ধতিতেই পরিচালিত হোক না কেন তা প্রদত্ত পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

সংক্ষেপে, এটা সত্যিকার অর্থে ভাল যে, বাস্তবায়নে কোন্ পদ্ধতি ব্যবহৃত তা বিবেচনা না করে, নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তের আগে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত (চিহ্নিত) হওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়ন শুরু না করা (Van Meter এবং Van Horn, ১৯৭৫:৪৪৮)। আরও বলতে গেলে, বাস্তবায়নের গোটা প্রক্রিয়াকে দেখা হয়, 'সাধারণ থেকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রগতি, মতামত বা চিন্তার ক্ষেত্রের সংকীর্ণকরণ, পছন্দ ও স্ববিচেনার সীমাবদ্ধকরণ হিসেবে। এটা বিমূর্ত ও অধিবিদ্যামূলক অবস্থান থেকে বাস্তব ও প্রাকৃতিক অবস্থানের দিকে অগ্রগতিকেও বুঝায়, যার প্রতিটি স্তর পূর্ববর্তী স্তর থেকে অধিক প্রয়োগবাদী, যা বাস্তবিক বিশ্বের কঠিন সত্যগুলোর অধিক কাছাকাছি। বিচক্ষণতা একদিকে অবস্থান করতে পারে, কিন্তু জ্ঞান অন্যদিক থেকে আসে; কার্যকারিতা ছাড়া নীতি অন্ধ' (Dunsire, ১৯৭৮:৮৩)।

এটাও বলা করা দরকার যে, বাস্তবায়নের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হোক না কেন, তা বিবেচনা না করে কোন পরিকল্পনা যা তার মনে মনে অংকিত, তার আচরণ নিশ্চিত করতে পারে না, ফলে তাকে বিবেচনা করা হয় কাল্পনিকভাবে। অন্য দিকে, একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা যা কার্যকর হতে পারে, তা নির্ভর করে জনগণের বাস্তব বিবেচনার উপর এবং জনগণ যা প্রবর্তিত করে ও করতে আগ্রহী হয় তার উপর। সংগঠনের ঠিক পরবর্তী কার্যাবলী শুরু করার মাধ্যমে কিভাবে আমরা একটি আচরণ চেইন তৈরী করতে পারি যা নিয়ে আসবে সে পরিবর্তন যা চাওয়া হয়েছিল?

Herbert Simon et.al (১৯৫০:৪৪০)-র মতে, একজন সফল পরিকল্পকের অবশ্যই পরিবর্তনের শ্রেণী সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিৎ যা বাধাগ্রস্থ হয়, যাতে করে তিনি সেসব বাধাকে এড়িয়ে যেতে পারেন বা সেসব বাধাকে অতিক্রম করার জন্য পরিকল্পনা করতে পারেন। প্রধান প্রধান বাধা'র শ্রেণীগুলো হলঃ (ক) জড়তা; (খ) গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত লোকাচার ও বিশ্বাস; (গ) ব্যক্তির আত্ম-স্বার্থ; (ঘ) যৌক্তিক হবার চেষ্টা; এবং (ঙ) অধীনতার বশবর্তী হতে অপছন্দ। যদি এসব খুবই কার্যকরভাবে বিবেচিত হয় তবে পরিবর্তন সাধিত হবে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে। যদি আমরা সমসাময়িক মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী প্রশাসনিক মডেল বাস্তবায়নের বিজড়িতকরণের দিকে ফিরে যাই তবে এসব বাধা অতিক্রম করার ব্যবস্থা আরও অধিক স্পষ্ট হতে পারে।

www.pathagar.com

বিজড়িতকরণ

এ মাত্রার একটি মডেলের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট সমাজের ব্যক্তি ও দলের উপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখবে। সংক্ষেপে, ইসলামী প্রশাসনিক উন্নয়ন মডেল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখানে হ্যাঁ সূচক ও না সূচক উভয় প্রভাবই বিবেচনা করা হয়।

যখন একটি ইসলামী মডেল বাস্তবে নিয়ে আসা হবে তখন সমাজের কিছু অংশ হুমকির মধ্যে থাকবে। জনগণ পরিবর্তনকে বাধা দেবার চেষ্টায় থাকবে। তাদের বিদ্যমান আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি একটি অবহিত হুমকির কারণে তা বাস্তবিক কিংবা কাল্পনিক যাই হোক। এর কারণ হল বিরাজমান 'ব্যাপক কার্যাবলীর' গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যা বিশেষত মানব সংগঠনের ক্ষমতার বিভিন্ন দিকের, সমিতির, পদমর্যাদার, দক্ষতার, মূল্যবোধের এবং অগ্রাধিকারের একটি পুন:সজ্জিতকরণকে সংযুক্ত করে (Bennis, ১৯৬৬:১০৫)। এভাবে, জনগণের কিছু অংশ, যারা বিশেষত পাশ্চাত্য পরিস্থিতির সাথে পরিচিত, তারা ইসলামী আদর্শের প্রতি একটি পূর্বাভাসকৃত পরিবর্তন প্রদর্শন করতে পারে, যেহেতু তাদের মর্যাদা ও অবস্থান 'হুমকির' মধ্যে থাকে এবং তাই তারা এটি বর্জন করে। অন্যদিকে অনেকে, বিশেষত যারা ইসলামী আদর্শের সাথে পরিচিত, তারা এটিকে 'বর্ধিত' করার চেষ্টা করে এবং গ্রহণ করে নেয়। যে কোন ক্ষেত্রেই, পরিবর্তনের সাথে শ্রেণীভেদে ঝুঁকি ও ভয় যুক্ত থাকে। প্রকৃত রূপান্তরের সময় পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামপন্থীদের বিশ্বাস ও চলমান সমর্থন, যা ব্যাপক চাপ ও সংঘাত দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত, তা মক্কেলদের পরিবর্তনের জন্য 'তৈরী' হতে সাহায্য করতে পারে এবং এটাকে মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব নির্ঝঞ্ঝাট হিসেবে তৈরী করে[৬]।

উন্নয়নশীল দেশের অনেক লোক এবং শিল্পায়িত জাতির ক্ষেত্রে কিছু কম, তারা যে জীবন-যাত্রা ও আচরণে অভ্যস্ত তাকে অবিকৃত রাখতে চায়। সাধারণত, যারা তাদের পুরোনো পদ্ধতিতে স্থির থাকতে চায়, তাদের রয়েছে ঐসবের মধ্যে একটি স্বার্থ; তারা নতুন পদ্ধতির অনিশ্চয়তাকে ভয় পায়, তারা পরিবর্তনের একটি বিস্ময়কর অর্থ প্রকাশ করে এবং তাদের প্রথা, ঐতিহ্য, প্রতীক ও লোকাচার অন্য লোকদের দ্বারা বিঘ্নি হোক তারা তা অপছন্দ করে। জনগণ কদাচিৎ অনমনীয়ভাবে পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে। কিছু পণ্ডিত এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন, নিম্নোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে, জনগণ পরিবর্তনকে প্রতিহত করে কারণ এটি তাদের অর্থনৈতিকভাবে, মানসিকভাবে বা সামাজিকভাবে আঘাত করে (Sayles এবং Strauss ১৯৬৭)। এ লেখক বিশ্বাস করেন যে, জনগণ পরিবর্তন প্রতিহত করে কারণ তারা এর প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ এবং নতুন নীতির সাথে মানিয়ে চলার ক্ষেত্রে তাদের অসামর্থের ভয় থেকে বা পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে; অথবা তারা তাদের এবং অন্যদের উপর এর সামাজিক এবং নৈতিক প্রভাব সম্পর্কে ভীত বলে (Buraey, ১৯৭২-৩:১৬)।

পরিবর্তনে বিদ্যমান ঝুঁকি ছাড়াও (অবহিত ও বাস্তবিক) মুসলিম দেশের পরিবেশে পরিবর্তন প্রশাসিত করার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার সাথে আরও অন্যান্য কিছু ফ্যাক্টর যুক্ত হয় এবং স্বাভাবিকভাবে তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি শক্ত বাধা সৃষ্টি করে। অনেক প্রথা ও

www.pathagar.com

ঐতিহ্য তাদের সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, পরিবর্তন সাধন এবং প্রশাসনিক পদ্ধতির উন্নয়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বিদ্যমান সরকারের শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে কিছু সরকারও পরিবর্তন-প্রতিরোধী মানসিকতা দেখিয়ে নতুন প্রশাসনিক পদ্ধতি বা কৌশল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ বা তা বর্জন করার মাধ্যমে অবদান রাখে (দেখুন, তৃতীয় অধ্যায়)।

সমস্যা ও সম্ভাবনা

কেউ দাবী করতে পারবেন না যে, প্রশাসনিক উন্নয়নের একটি ইসলামী আদর্শ মডেলের আলোচনা ও বিশ্লেষণ এবং ইসলামের বলয়ের বাইরের জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিতদের নিকট তা উপস্থাপন করা একটি সহজ কাজ। এমনকি পরিবেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পূর্ব পরিচিতি ও ব্যাখ্যা, যা এ গবেষণায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তার উপর কিছু ভুল বুঝাবুঝিও সৃষ্টি হতে পারে। আশা করা হয় যে, ইসলামী মডেল সম্পর্কে নিম্নের আলোচনা বিষয়টি আরও স্পষ্ট এবং অধিক আলোকপাত করবে।

প্রথমত, ইসলামী মডেলের মূল্যবোধের বিষয়ে, এটি পুনরায় গুরুত্ব দেয়া উচিৎ যে, মূল্যবোধ যা ইসলামী আইন (অর্থাৎ *শরীয়া'হ্*) কর্তৃক নির্দেশিত ও মঞ্জুরিকৃত তার অগ্রাধিকার রয়েছে অন্যান্য মূল্যবোধের উপর, যা উদ্ভূত হতে পারে দেশজ প্রথা, *সামাজিক রীতিনীতি* এবং সাংস্কৃতিক আচরণ থেকে অথবা বাহ্যিক, বিদেশী ও সংকর উৎস থেকে। পাশ্চাত্য মডেলে, উদাহরণস্বরূপ, পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীগণ কখনও গণতন্ত্রের সাথে উপযুক্ত দক্ষতা কিভাবে অর্জন করতে হয় সে প্রহেলিকার সমাধান করতে সক্ষম হবেন না। তাঁরা উভয় দিকেই বিশ্বাস করেন, এবং সহজভাবে উভয়ই চায় সমস্যার সমাধান না করতে।

অন্যদিকে, ইসলামী মডেলে, ঐশ্বরিক ভাবে একটি মানদণ্ড, একটি পরিমাপক বা মাপযন্ত্র রয়েছে। যদি দু'টি ধারণাই সংঘাত সৃষ্টি করে, তবে তাদের মধ্য থেকে একটি নির্বাচন করার একমাত্র উপায় হল, সেটিই নির্বাচন করা, যা ইসলামী *শরীয়াহ্*'র খুবই কাছাকাছি অবস্থান করে অর্থাৎ সে ধারণাটিই নির্বাচন করা, যার ওজন ইসলামের মাপকাঠিতে অধিক বেশী এবং কম ওজন সম্পন্নটি পরিত্যাগ করা, যদিও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে বুঝানো হয় যে, তা দক্ষতার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। কর্মদক্ষতা ও কার্যকারিতাকে ইসলামী মডেলে ভিন্ন অর্থে বুঝানো হয়। যদি কোন প্রক্রিয়া বা কার্যপদ্ধতি ইসলামী *শরীয়া'হ্*র অর্জন ও বাস্তবে তা প্রতিফলিত করার দিকে পরিচালিত হয়, তখন তা হবে কর্মক্ষম, মিতব্যয়ী এবং কার্যকর। যদি তা না হয়, তবে তা হবে অকার্যকর, অমিতব্যয়ী ও অক্ষম। এটি তার মতই এত সহজ। ডলার ও সেন্ট কর্মদক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং কার্যকারিতার একমাত্র বিষয় নয়। যদি একটি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ জনগণকে সম্পদশালী ও ধনী করতে সফল হয়, কিন্তু তাদের ভাল মুসলিম বানাতে বিফল হয়, তবে ইসলামের মাপকাঠিতে তার কর্মক্ষমতা ও কার্যকারিতার ফলাফল হবে শূণ্য যদিও তা কোন সূচক নয়।

দ্বিতীয়ত, এটি এখানে পরামর্শিত হয় না যে, ইসলামী সমাজে কোন রকম দ্বন্দ্ব থাকবে না। প্রকৃত কথা হল, জনগণের পৃথিবীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে। কি পরিমাণ জনগণ অন্যদের রক্ষা করতে নিয়োজিত হওয়া উচিৎ? সবার কি

www.pathagar.com

বস্তুগত সম্পদের ক্ষেত্রে একই মানের অধিকারী হওয়া দরকার? এবং যদি না হয়, সরকার কি পরিমাণে তার সমতা বিধান করবে? কিভাবে তা স্থির করা হবে? আমলাতন্ত্রকে কার্যকরী করার জন্য জনগণের উপর কি পরিমাণ বোঝা চাপানো হবে ? যারা ইসলামের নীতিমালা মেনে চলে না তাদের থকে কি পরিমাণ স্বাধীনতা নিয়ে নেয়া হবে? এবং এ মডেলের অধীনে স্থির করা কাজগুলো সম্পাদন করার কর্মসূচিগুলো কিভাবে গৃহীত হবে এবং কিভাবে তা বাস্তবায়িত করা হবে?

শেষ প্রশ্নের ক্ষেত্রে, এটি আশা করা হয় যে, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর লিখিত এ অধ্যায় হয়তো একটি উত্তর দানে সক্ষম। অন্যান্য প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে এটা বলা পর্যাপ্ত যে, এ গবেষণায় মানুষকে তার নিজের উপর ভিত্তি করে গোটা মডেলের সম্ভাব্যতা উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের উৎকর্ষতা সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনা এবং ইসলামী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃত পাপ প্রবণতার অনুপস্থিতি হল দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ, যা উক্ত সম্ভাব্যতাকে নিশ্চিত করে। যদি এ বিষয়টি (পূর্বে আলোচিত অন্য বিষয়গুলো ছাড়াও) বুঝা না যায়, উপরে তালিকাভুক্ত প্রশ্ন এবং অন্যান্য প্রশ্নগুলো পুনরায় উত্থাপিত হতে থাকবে।

তৃতীয়ত, ইসলামী মডেলের প্রতি সমাজের কিছু অংশের প্রতিরোধ হল একটি সাধারণ বিষয়। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ এবং কার্যাবলীর এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে রূপান্তর প্রত্যাশিত এবং এগুলো বিচক্ষণতা, সহিষ্ণুতা, অনুগ্রহ, ইত্যাদির সাথে বিবেচনা করা উচিৎ। জীবনের ইসলামী পদ্ধতির প্রতি প্রতিরোধ স্বাভাবিকভাবে আরব/মুসলিম সমাজের নিম্নোক্ত অংশ[৭] থেকে আসে।

ক. সাম্যবাদী –একটি ধর্ম ও জীবনের একটি উপায় হিসেবে ইসলাম সাম্যবাদ নামক মতবাদের প্রতি ব্যাপক হুমকির সৃষ্টি করে, যা নাস্তিক্যবাদী ভিত্তিমূল সহ অন্যান্য বিষয়গুলোর উপর অবস্থান করে।

খ. আরব এবং 'অন্যান্য' জাতীয়তাবাদী –যারা বিশ্বাস করে যে, ইসলাম থেকে আরব সভ্যতার নির্যাস স্বতন্ত্র। আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান (অথবা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ, ইন্দোনেশিয়ান জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ইত্যাদি) অগ্রবর্তী হয়েছে মুসলিম আরবদের তাদের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি হিসেবে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত করতে, এবং যতদিন পর্যন্ত জনগণ হিসেবে তাদের পরিচিতি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না হয়, ততদিন পর্যন্ত ক্রমশ: নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং বর্ধিতভাবে তাদেরকে ক্ষুদ্র, কৃত্রিম ভৌগোলিক আনুগত্যের মধ্যে বিভাজিত করার জন্য। (Jameelah, ১৯৭৭:১৯৭-৮)। ইসলাম এবং ইসলামী মডেলের ভূমিকা ইসলামী মতবাদকে সমৃদ্ধ করবে এবং আরবীয় মতবাদকে হ্রাস করবে বা বন্ধ করে দেবে। তাই, আরব জাতীয়তাবাদীগণ প্রবলভাবে ইসলামের দিকে যে কোন রূপান্তরকে প্রতিরোধ করে, সেটি গোটা সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যে ক্ষেত্রই হোক বা উপব্যবস্থাই হোক না কেন।

গ. ধর্মনিরপেক্ষ ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত মুসলিম –ইসলাম এবং অবশ্য পাশাপাশি অন্যান্য

www.pathagar.com

ধর্মগুলোও পাশাপাশি, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ভয় করে। যারা তাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী থেকে ধর্মকে বাদ দিতে চায় এবং এটাকে এমন একটি দিকে ঠেলে দিতে চায় যে, এটি পালিত হবে সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ বিশ্রাম দিবসের দিন (ইহুদীদের জন্য শনিবার, খ্রীষ্টানদের জন্য রোববার, মুসলিমদের জন্য শুক্রবার)। ধর্ম অবশ্যই পুরোহিততন্ত্র থেকে পৃথক হওয়া উচিত, যা মুসলিম বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ পালন করেন (Khalid, ১৯৫৩)। ধর্ম মানবিক এবং পরার্থসম্মত, যেখানে পুরোহিততন্ত্র হল সমগ্রতাবাদী; ধর্ম হল অগ্রবর্তী যেখানে পুরোহিততন্ত্র হল প্রতিক্রিয়াশীল (পূর্বোক্ত)। পাশ্চাত্য প্রভাবিত মুসলিমগণ হলেন তাঁরা, যাঁরা পাশ্চাত্য ধারায় জীবন যাপনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং তাই, ইসলামকে এবং ইসলামী পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে তা পালন করতে ইচ্ছা পোষণ করেন। তারা দাবী করেন যে, ইসলাম অগ্রসরতা এবং উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, Fred W. Riggs (১৯৬৪:৪২৭-৮) কে এখানে সংকলিত করা খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ:

> যারা জোরের সাথে প্রচার করেন উন্নয়নমুখী সুপ্ত সম্ভাবনার সাংস্কৃতিক বাস্তবতার কথা, তাঁরা মাঝে মধ্যে পরামর্শ দেন যে, ধর্ম বা ভাষা তাত্ত্বিক শ্রেণী বা পরিবার কাঠামো উন্নয়নের পথে অবস্থান করে; সময় বা অদৃষ্ট বা লজ্জার ধারণাকে বলা হতে পারে নির্দিষ্ট সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করার ক্ষেত্রে দুর্বৃত্ত হিসেবে চিহ্নিত। আমি জোরের সাথে প্রচার করছি ঐ দলটির প্রকৃতি সম্পর্কে ভাল করে জানার জন্য। যদি বৌদ্ধ মতবাদ কোন দেশে অগ্রগতির জন্য বাধা হয়, তবে দেখা যায় তা জাপানের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় নি। যদি খ্রীষ্টান ধর্ম অগ্রগতি নিশ্চিত করে, তবে আমরা ল্যাটিন আমেরিকার কতক খ্রীষ্টান দেশের উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি যারা খুব বেশী উন্নত হতে পারে নি...। যদি অদৃষ্টকে বিবেচনা করা হয় নিশ্চেষ্টতাকে সত্যতা যাচাই করার যৌক্তিকতা হিসেবে, তবে এটি ব্যবহৃত হতে পারে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে ব্যাখ্যার জন্য।

সারাংশ ও উপসংহার

মডেলের যে কোন স্তরের ক্ষেত্রেই একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৌশল উন্নয়ন এবং তার বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্য তা সমালোচনামূলকও হতে পারে। এখনও অনেক কর্মসূচি প্রণয়নকারী ও মূল্যায়নকারী প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়নের সীমারেখার পরিমাপের বিষয়টি পরিহার করার মাধ্যমে নীতিমালা ও ফলাফলের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। নীতিমালা এবং সিদ্ধান্তসমূহ যদি বাস্তবায়িত না হয়, তবে তাকে মনে হয় দোষী বা আদালত কর্তৃক বেকসুর খালাস দেবার মতো, যা বিচার প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হবে না। এ অধ্যায়ের সবখানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে নীতি ও সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন কৌশলের মাধ্যমে বাস্তবে নিয়ে আসার জন্য। মাঝে মধ্যে সবক্ষেত্রেই একবার যদি নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

গুলোর উপর একমত হওয়া যায়, তবে পরিবর্তন বাস্তবায়নের বাস্তব সমস্যাসমূহ কার্যত উপেক্ষা করা যেতে পারে।

এ অধ্যায়ে বাস্তবায়ন কৌশল ও পদ্ধতিগুলোকে সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে, আর তা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বাস্তবায়নের যথাযথ পদ্ধতি পছন্দ করা, ব্যক্তি ও দল যারা প্রভাবিত হয় তাদের উপর প্রভাব সম্পর্কে জানা, পরিবর্তনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিক্রিয়া জানা। বাস্তবায়নের মৌলিক দু'টি পদ্ধতি যা বিশ্লেষিত হয়েছে তা হল (ক) অনানুষ্ঠানিক/ব্যক্তিগত এবং (খ) আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক। ইসলামপন্থীগণ ঐ দু'টি কৌশলের যে কোন একটি বা উভয়ের মাধ্যমে পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসনিক পরিবর্তনের সাথে যুক্ত।

ইসলামপন্থীদের ভূমিকা বাস্তবায়ন ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অনেক বাইরে পর্যন্ত প্রসারিত। যোগাযোগ উক্ত প্রক্রিয়ায় একটি বড় ভূমিকা পালন করে, বিশেষত যদি ইসলামপন্থীগণ যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা যদি যাঁরা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন তাঁদের মত না হন। এটা দেখানো হয়েছে যে, ইসলামী প্রশাসনিক মডেলে ভাল ফলাফল পাবার জন্য দরকার বিভিন্ন প্রকার বিকল্পসহ একটি সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল। এমনকি ঐসব কৌশলের অস্তিত্ব ও সহজলভ্যতা অতিরিক্তও নয়, যতক্ষন না উক্ত কৌশলকে বাস্তবে আনা না হয় অর্থাৎ বাস্তবায়িত করা না হয়। ফলত চ্যালেঞ্জসমূহ অধিক সমস্যাযুক্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু ইসলামপন্থীগণ যাঁরা টিকে থাকতে সমর্থ এমন কৌশল নিয়ে সজ্জিত, তাঁদের কাফেলায় আত্মবিশ্বাস থাকতে পারে। এভাবে, তিনি তাঁর মডেলকে রাজনৈতিক ক্ষমতার আশীর্বাদ ও সহযোগিতার মাধ্যমে (একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে) এবং মাঝে মধ্যে প্রবেশের মত সুক্ষ্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োগ করেন। সর্বশেষ বিশ্লেষণে, ইসলামপন্থীগণ বা পরিবর্তন- প্রতিনিধিগণ নিশ্চিত করেন যে, তাঁরা যে কৌশলই ব্যবহার করুন না কেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল মডেলটিকে বাস্তবে নিয়ে আসা অর্থাৎ অনেক সমস্যা জর্জরিত অবস্থায়ও তা বাস্তবায়িত করা।

বিজড়িতকরণ বা সংশ্লিষ্টকরণ, পাশাপাশি ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের সমস্যা এবং সম্ভাবনাও এ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যে, যে কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক এবং ইসলামী মডেলের বাস্ত বায়নের ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি হতে পারে এবং তা কোন ব্যতিক্রম নয়। যাঁরা এসব বাধা সৃষ্টি করেন এবং কিভাবে এসব বাধাকে মোকাবেলা করতে হবে সে সম্পর্কেও এখানে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, যাতে করে বড় সমস্যাসমূহের উৎসগুলো নিশ্চিত করা সাপেক্ষে একটি ইসলামী ভাবধারার মাধ্যমে তা মোকাবেলা করা যায়।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়ের টীকা

১. বাস্তবায়ন আন্দোলনের একজন সমালোচক Dwight Waldo (১৯৮০:৭৪) বলেন, এর প্রবক্তাগণ যা ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে তা আবিষ্কার করার দাবী করেন, এবং তারা কিছু নতুন বিষয়ের অবতারণা করেন, যা ইতিমধ্যে পুরানো হয়ে গেছে: 'আমাকে স্মরণ করে দেয়া হচ্ছে এমন কিছু বিষয়ে, যা অনেক আগে আমি পড়েছি এবং যা আমার মনে পড়ে এভাবে: 'এটা এরকমই যে, একটি বালককে Hyde Park কে হাটতে নিয়ে গিয়ে গোল পুকুর আবিস্কারের দাবী করার মতো'।

এ আন্দোলনের দিকে হ্যাঁ-সূচক দৃষ্টি দিয়ে Waldo বলেন:

> লোকজন এখন বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে সক্ষম... আমি পরিমাপ করেছি যে তারা একটি অবদান রেখেছে, এমন কি যদি তাদের কোন কিছুই এ আন্দোলনের কাজে না আসে। তারা এমন কিছু বিষয়ের সাথে যুক্ত হচ্ছে যাকে লোক প্রশাসনে সংযুক্ত করা *বাধ্যতামূলক*, কিন্তু তা করা হয় না, বা হলেও তা পর্যাপ্তভাবে করা হয় না। আমি আশা করি, লোক প্রশাসন শক্তিশালী ও উদ্দীপিত হবে এ ধরণের সাহিত্য দ্বারা, যা নীতি গবেষণার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে চলমান রয়েছে। বিপরীত দিক দিয়ে আমি অন্তত আশা করতে পারি যে, ঐ বিষয়গুলো যা বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত তা আবিষ্কার করতে পারে যে, লোক প্রশাসনের ব্যাখ্যার অধীন সাহিত্য এখানে রয়েছে, যার অন্তত লোক নীতি পরিচালনায় মোটামুটি গুরুত্ব রয়েছে। আমি এখনই তাদের বলতে প্রস্তুত যে, তারা তা কোথায় খুঁজে পেতে পারে। (পূর্বোক্ত)

২. উদাহরণস্বরূপ, F.W. Riggs বিশ্বাস করেন যে, বিদেশী মডেলগুলোর দেশজ পরিবেশে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে দু'টি প্রধান কারণ বিবেচিত।

> প্রথমত, নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদগণ যদিও প্রকৃতপক্ষে বিদেশে তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে না, তবে এমন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে, যা বিদেশী মডেলের কাঠামোতে গঠিত। এ বুদ্ধিজীবি মহলের বিদেশী পরিচিতির ফলশ্রুতিতে, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনিক এলিটগণ শ্রেণীভেদে 'পরিবর্তনশীল' সমাজ থেকে যা গ্রহণ করেন, তা পর্যায়ক্রমে তাদের সরকারী নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিদেশী মডেলের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তোলে।
>
> Riggs-র মতে, দ্বিতীয় প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল: বিদেশী মডেলগুলো গভীরভাবে এবং মাঝে মধ্যে এমনকি অতি উৎসাহের সাথে বিদেশী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় নীতি নির্ধারকদের আক্রমণ করে। জাতিসংঘ এবং এর বিশেষায়িত সংস্থাগুলো, পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বো পরিকল্পনা, ও অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহ এ ধরণের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই এজন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও সম্পদের সহায়তা

www.pathagar.com

দেয় (Riggs, ১৯৬৪:৩৩৮)

তৃতীয় ও খুবই গুরুত্বই বিবেচ্য বিষয়টি হতে পারে এমনটি, যা বিশ্লেষকদের এড়িয়ে যায়। যখন কোন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ স্থানীয় মহল কর্তৃক নকলহীন থেকে যায়, বিদেশী ও বাহ্যিক মহল তখন খুবই কম বা কোন বাধা বা বিরোধিতা পান না। এজন্যই আমরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী, স্থানীয়, দেশজ পদ্ধতিবিদ্যার সমর্থন করি, যা শুধুমাত্র একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানের আহ্বান করে না (Braibanti, ১৯৭৮a:১৩৩), বরং একটি বাস্তবিক কর্ম ও প্রয়োগের কর্মসূচির কথা বলে। তাই এটি পরামর্শ দেয়া হয় যে, আদর্শ ইসলামী মডেলই এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে করতে সক্ষম।

৩. ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ মডেলটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. সাম্প্রতিক সমাজ বিজ্ঞান সাহিত্যে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা নিম্নলিখিত গবেষণায় দেখা যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান দেখা যায়, Jeffrey L. Pressman এবং Aaron B. Wildavsky লিখিত, *Inplemantation: How great Expectations in Washington Are Dashad in Oakland, etc.,* দ্বিতীয় সংস্করণ, Barkeley and Los Angels, The University California Press থেকে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত; বইটি সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। বাস্তবায়ন সাহিত্য সম্পর্কে প্রারম্ভিকভাবে জানার জন্য, দেখুন Eugene Bardach লিখিত, *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becoms a Law,* Cambridge, Mass., থেকে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত। সামাজিক সেবা প্রদান কর্মসূচি সংক্রান্ত বাস্তবায়ন সাহিত্য বিশ্লেষণের জন্য, দেখুন Walter Williams লিখিত, *The Implementation Perspective: A Guide for Managing Social Science Delivery Programmes*, Barkeley, The University of California Press থেকে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত।

বাস্তবায়ন সাহিত্যের উপর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে: Andrew Dunsire লিখিত, *Impelmentation in a Bureucracy*, New York, St. Martion Press, থেকে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত; N. Gross, J. V. Giacquintia and M. Bernstein লিখিত, *Implementing Organizational Innovations*, New York, Basic Books থেকে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত; Douglas T. Yates এবং Richard R. Nelson সম্পাদিত, *Innovation and Implementation in Public Organizations*, Farnborough, Lexington Books থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত; এবং Cateheryn Secker-Hudson লিখিত, *Organization and Management: Theory and Practice,* Washington D. C., American University Press থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত। Yet Pressman এবং Wildavsky (১৯৭৯: xix) শুধুমাত্র Martha Derthick লিখিত, *New Towns In-Town,* Washington D.C., Urban Institute থেকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত বইকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত করেন... একটি অতি উত্তম গবেষণার জন্য গ্রহণ করেন Martha Derthick কে, যার মতো বাস্তবায়ন সম্পর্কে

www.pathagar.com

এত বিস্তৃত বিশ্লেষণ অন্য কোন গবেষণায় চিহ্নিত করা যায় নি।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, বাস্তবায়ন সাহিত্য এতটা উৎকর্ষিত নয়। যদিও এ সম্পর্কে গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, '১৯৫০ সাল থেকে বছরের পর বছর দূর্বল বাস্তবায়ন পরিকল্পনার কারণে অনেক পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে' (Iglesias, ১৯৭৬:xvi)। উদাহরণস্বরূপ, M. Martin কে Iglesias উল্লেখ করে বলেন, 'বিগত পঁচিশ বছরে তৈরী প্রায় ১৫০০ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অনেকগুলোই গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়িত হয় নি...' (পূর্বোক্ত)। দেখুন Gabriel U. Iglesias সম্পাদিত, *Implementation: The Problem of Acheiving Results: A Case Book on Asian Experiences*, Manila, Philippine, Eastern Regional Organization for Public Administration, থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত, বিশেষত Iglesias-র নিবন্ধ, 'Implementation and the Planning of Development', পৃ. xv–xi। শেষত, পাঠকগণ ইচ্ছা করলে জাতিসংঘের, *Some Problems of Plan Implementation in the Seconnd Development Decade,* Bangkok, Thailand থেকে Economic Commision for Asia and the Far East, ১৯৭১ সালে প্রকাশিত রিপোর্টটি পর্যালোচনা করতে পারেন।

৫. এর কারণ হল, এখানে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভাগসমূহের এরকম দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষমতা ও আইনগত কর্তৃত্বের ফলে। ব্যক্তি তার ক্ষমতার চর্চা করে এসব সরকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক বিভাগসমূহের একটি অংশ হিসেবে।

৬. 'Resistance to Change' সম্পর্কে জানার জন্য, দেখুন F.C. Mann and F.W. Neff লিখিত, *Managing Major Change in Organizations,* Ann Arbor, Mich., Foundation for Research on Human Behaviour থেকে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত; এবং A. Zander লিখিত নিবন্ধ, 'Resistance to Change: Its Analysis and Prevention', প্রকাশিত হয়েছে, Bennis *et al.,* সম্পাদিত, *The Planning of Change*, New York, Holt, Rinehart and Winston, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত, পৃ. ৫৪৩-৮।

৭. এ সব অংশের বিস্তৃত ও সমালোচনামূলক আলোচনার জন্য, দেখুন Maryam Jameelah লিখিত, *Islam and Modernism,* Lahore, Muhammad Yusuf Khan, ১৯৭৭ সালে প্রকাশ করেন। এ গবেষণায় তিনি মুসলিম বিশ্বের আধুনিকতাবাদীদের আলোচনাসমূহের সমালোচনা করেন; তাঁর বিশ্লেষণে আরও রয়েছে জাতীয়তাবাদী, আরব সমাজতন্ত্রী এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সম্পর্কিত আলোচনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সমাপনী বক্তব্য

সারাংশ

এ গবেষণা উন্নয়নের একটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে, যা প্রচলিত বিভিন্ন পাশ্চাত্য প্রশাসনিক উন্নয়ন মডেল থেকে একটু ভিন্ন, যে সম্পর্কে সচরাচর আমরা জানি। এ গবেষণার সফলতা বা ব্যর্থতা বিচার করতে হবে কতদূর উক্ত উদ্দেশ্য সাফল্যের সাথে অর্জিত হয়েছে বা কতটুকু অর্জিত হয়নি তার ভিত্তিতে।

পূর্বের আলোচনায় প্রশাসনিক উন্নয়নের ইসলামী মডেল উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মুসলিম জনগণের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের অনুসন্ধানে একটি নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এটি পুনরায় গুরুত্ব দিয়ে বলা উচিৎ যে, সমসাময়িক মুসলিমগণের যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন, তারা কম বা বেশী জীবনের ক্ষেত্রে একই সংস্কৃতিক ও বাহ্যিক আবরণ ব্যবহার করে। মুসলিম পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীদের অবশ্যই উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে মোকাবেলা করতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে একটি ইসলামী পরিবেশের (এবং কোন মুসলিম নয়) উপায় অন্বেষণ করা উচিত। এ লেখক সহ কেউ কেউ নির্দিষ্টভাবে সব মুসলিম দেশের জন্য একই পথ বা একটি একক উন্নয়ন মডেল দেবার দাবী করার সাহস করতে পারেন না (Zarabogo, ১৯৮০:১৯)। এ গবেষণায় যার উপর জোর দেয়া হয়েছে তা হল উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষত প্রশাসনিক উন্নয়ন, যা হবে উন্নয়নের সব অনৈসলামিক মডেলের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। তা পাশ্চাত্য, প্রাচ্যের বা অন্য যে প্রকারেরই হোক না কেন। তাছাড়া, বর্তমান কাজটি মূল্যায়িত হওয়া উচিত শুধুমাত্র উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপকারীতার ভিত্তিতে।

এ গবেষণার বিভিন্ন জায়গায় জ্ঞানের পাশ্চাত্য জগতে ইসলামী উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে মূল্যায়িত করার শূণ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরকম শূণ্যতার ব্যাপক কারণ রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে উক্ত বিষয়ে অনাগ্রহ ও জ্ঞানের অভাব। ইসলামপন্থীদের দায়িত্ব হল, বিশেষত সমাজ বিজ্ঞানীদের, ইসলামের সার্বিক কাঠামোর সাথে সংগতি রেখে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রশাসনিক উন্নয়নের নির্দেশনা তৈরী করে দেয়া, যা প্রাথমিকভাবে ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে উৎসরিত অর্থাৎ কোরান ও সুন্নাহ্।

> আশা করা যায়, এ লক্ষ্যে যে কাজ, তা অধিক সহজবোধ্য হবে, যেভাবে ইসলামপন্থীগণ শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জনের চেষ্টা করছে এবং প্রতিস্থাপন করতে চায় পাশ্চাত্য মানসিকতার (বা নিয়ন্ত্রিত) বা সমাজতান্ত্রিক এলিটদেরকে যারা তাদের শাসন করছে এবং যারা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে নির্দেশিত করছে (পূর্বোক্ত:২৫)।

www.pathagar.com

এ কাজটি কেবল পাশ্চাত্য প্রদত্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় বা কোন কৈফিয়তমূলক অবস্থায় করা উচিত নয়; এতে প্রতিফলিত হওয়া উচিত ইসলামপন্থীদের উদ্ভাবনকুশলতা, যা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মতবাদ ও মূল্যবোধের সমষ্টি থেকে উৎসরিত সেসব 'উন্নয়ন গাঁটরি' থেকে, যা তাদের দেশজ পরিস্থিতি ও পরিবেশে অধিক যথাযথ, যা তাদের দেশের বাইরে থেকে সঞ্চালিত। ইসলামপন্থীদের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নকে বিবেচনা করা উচিৎ 'এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে যার নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টি ও কর্মসূচিগুলো সচেতনতার সাথে সঞ্চালিত হবে' (Berger, *et al.*, ১৯৭৩:১১৯-৩৮)। এ নির্দিষ্ট গুচ্ছগুলোকে তার নির্দিষ্ট সংস্কৃতির দেশজ দিকটিকে প্রতিফলিত করতে প্রশ্নের সম্মুখীন করা উচিৎ, কারণ ইসলামপন্থীদের জন্য উন্নয়নের সত্যিকার নির্দেশনার উৎস অমুসলিমদের তত্ত্ব ও মডেলগুলোতে বিদ্যমান নয়, বরং তা বিদ্যমান কোরান ও সুন্নাহ্-তে এবং ঐসব তত্ত্বগুলোতে যা কোরান ও সুন্নাহ্ থেকে গৃহীত। Tomas S. Kuhn (১৯৭০:১৯৩-৪)-র মতে:

> মৌলিক কৌশলগুলোর একটি হল তা, যা দ্বারা কোন দলের সদস্য, সম্পূর্ণ সংস্কৃতি হোক বা এর মধ্যেকার একটি বিশেষজ্ঞ উপগোষ্ঠীরই হোক না কেন, কোন প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ দেখানোর মাধ্যমে একই জিনিষ দেখতে শিখে, যখন একই রকম উত্তেজনার মুখোমুখী হয়ে তা গ্রহণ করা, যা দলের মধ্যে তাদের পূর্বসুরীগণ ইতিমধ্যে যেভাবে একে অন্যকে দেখে এবং অন্যান্য রকম পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন কিছু অবলোকন করে দেখতে শিখেছে ।

দুর্ভাগ্যবশত, সমসাময়িক মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন কৌশলগুলো প্রতিফলিত করে যে, তাদের অবস্থান হল 'সরীসৃপের গর্তে' (দেখুন, চতুর্থ অধ্যায়)। ইসলামপন্থীদের দায়িত্ব এটাই যে, উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী বিকল্পগুলো ব্যবহারে মাধ্যমে এ 'সরীসৃপে'র গর্ত থেকে বের হয়ে আসার উপায় খুঁজে বের করা। বর্তমান কাজটি এ দিক থেকে একটি প্রচেষ্টা, কিন্তু তা প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ। ইসলামী বিকল্পগুলো উপস্থাপন করা, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, কৃষি, প্রযুক্তি ও সামরিক ক্ষেত্রের উন্নয়নের মতো অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নে এ প্রচেষ্টাকে আরও উন্নত ও সংস্কার করার নিমিত্তে পুনরায় এরকম গবেষণা ও কাজ করা দরকার।

এ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল, এটি দোষী সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর কিছু সমাধান প্রস্তাব করে এই বলে যে, পুনরুত্থান যে কোন সমাজের মধ্য থেকে হতে হবে এবং তা ছাড়া হতে পারে না। সাম্প্রতিক ইতিহাসে দেখা যায়, উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন জাতি বা জাতির সমষ্টির চেয়ে আরও অধিক উন্নত জাতি বা জাতির পদাংক অনুসরণের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এভাবে, Schumacher (১৯৭৮:১৩৯)-র মতে:

www.pathagar.com

> বেশীরভাগ লোক উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, '*আধুনিক সব গবেষণা ব্যর্থ*। এটি তার প্রাথমিক চালিকাশক্তি গ্রহণ করেছিল তা থেকে, যাকে আমি বলেছি Cartasian বিপ্লব, যা অসমর্থ যুক্তির মাধ্যমে মানুষকে পৃথক করে ফেলে ঐসব উঁচু স্তর থেকে, যা এককভাবে তার মানবতাকে সামলাতে পারে। মানুষ নিজেই স্বর্গের দরজা বন্ধ করেছিল এবং চেষ্টা করেছিল অত্যন্ত বিশাল শক্তি ও উদ্ভাবন কুশলতার মাধ্যমে নিজেকে পৃথিবীতে আবদ্ধ করে রাখতে। সে এখন আবিস্কার করেছে যে, পৃথিবী একটি স্বল্পকাল স্থায়ী রাষ্ট্র, এজন্যই যে, স্বর্গে যাওয়া প্রত্যাখ্যান করা অর্থ হল অজ্ঞাতসারে নরকে অবতরণ করা।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আর চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না। অধিকন্তু, Schumacher (পূর্বোক্ত)-র মতেঃ '*ধর্ম ছাড়া বাঁচার আধুনিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে* এবং একবার যদি তা আমরা বুঝি, আমরা জানব আমাদের "আধুনিকতা-পরবর্তী" কার্যগুলো বাস্তবে কি রকম হবে'। এ উক্তিগুলো যা প্রতিফলিত করে তা হল গতানুগতিক জ্ঞান ইসলামপন্থীদের নিকট থেকে আসে নি, বরং এসেছে একজন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞ পণ্ডিতের কলম থেকে। যদি বর্তমান কোর্সটি অনিয়ন্ত্রিভাবে চলমান থাকে তবে তার ভবিষ্যত পরিবেশ কি হতে পারে সে সম্পর্কে তার কাছে স্পষ্টত প্রতীয়মান একটি পরিষ্কার দর্শন ছিল। গতানুগতিক সভ্যতার মুল্যবোধ ও নৈতিকতার আত্মরক্ষার জন্য Schumacher-র বিশ্লেষণ যতটুকু অবদান রেখেছে, ততটুকু অবদান রাখেন C.S. Lewis তাঁর শেষ বংশধরদের জন্য তাঁর *The Abolition of Man* (১৯৪৭) গবেষণাটির মাধ্যমে এবং এটি অধিক স্পষ্ট দর্শন শাস্ত্রীয় ভিত্তির জন্যও ব্যাপক অবদান রেখেছে।

এ গবেষণার প্রতি Schumacher-র বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট হবে তখনই যখন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হবে (Schumacher, ১৯৭৮:১৩৭-৪০)।

প্রথমত, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মত Schumacher আধুনিক জীবনে বৈজ্ঞানিক মতবাদের হ্রাস এবং ধর্মের মূল্যের উপর জোর দেন। তিনি বলেনঃ

> আধুনিক বিশ্বের সর্বত্রই নতুন জীবন প্রণালী ও ঐচ্ছিক সরলতার ব্যাপারে গবেষণা হচ্ছে; বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক মতবাদের ঔদ্ধত্য হ্রাস পাচ্ছে এবং এটি মাঝে মধ্যে এমনকি সভ্য সমাজেও সহ্য করা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তাকে উল্লেখ করার জন্য। সর্বজন স্বীকৃতভাবে, প্রাথমিকভাবে এ মানসিক পরিবর্তন আধ্যাত্মিকভাবে হচ্ছে না বরং তা হচ্ছে বস্তুবাদী ভয় থেকে, যা তৈরী হচ্ছে পরিবেশগত সংকট, তৈল সংকট, খাদ্য সংকটের হুমকি এবং ভবিষ্যত স্বাস্থ্য সংকটের নির্দেশনা থেকে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, যা মানুষকে মনে করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধি,

> তার বিশ্বাস রয়েছে আধুনিক মানুষের অসীম শক্তি হল খুবই হালকা।

www.pathagar.com

> এমনকি যদি সব 'নতুন' সমস্যাবলী প্রযুক্তিগত জ্ঞান দিয়ে সমাধান করাও হয়, অন্তস্বার শূন্যতা, বিশৃঙ্খলা, এবং দুর্নীতি চলমান থাকবে। এটি বিদ্যমান ছিল বর্তমান সংকটগুলো প্রকট হবার পূর্বেও এবং এটি কখনও নিজে থেকে চলে যাবে না।

সবশেষে, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিককে অবহেলা করে না, ঠিক একইভাবে Schumacher শেষ করেন এভাবে যে:

> এখানে কোন অর্থনৈতিক সমস্যা নেই এবং বলতে গেলে, এক দৃষ্টিতে কখনও হবে না। কিন্তু এখানে রয়েছে নৈতিক সমস্যা, এবং এসব নৈতিক সমস্যাসমূহ সমধর্মী নয় যে এগুলো সমাধান করা যাবে, যাতে করে ভবিষ্যত বংশধরগণ সমাধানের কোন প্রচেষ্টা ছাড়া বসবাস করতে পারবে। না, এগুলো বিচ্যুত সমস্যা, যাকে অতি উৎকৃষ্টভাবে বুঝতে হবে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ এবং Schumacher-র শেষ বক্তব্যটির মধ্যে পার্থক্য, যা হোক, এ সত্যে নিহিত রয়েছে যে আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টিকর্তা, মানুষের নৈতিক সমস্যাগুলোর 'সমাধান' বাতলে দেন এবং প্রধান সমস্যা হল এসব সমাধানের ক্ষেত্রে মানুষের বোধগম্যতা ও এগুলোর প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে। যখন মানুষ নিজে আল্লাহ্র ভূমিকা পালন করে, তখন তার সমস্যাগুলো নৈতিক ও অন্যান্য রকম হয় এবং তা বহুগুণ বেড়ে যায়।

সার সংক্ষেপ করতে গেলে (ক্রমানুযায়ী সময়ানুক্রমিকভাবে, সূচনা এবং এ গবেষণার সাতটি অধ্যায়ের ভিত্তিতে):

একটি ইসলামী কাঠামোর মধ্যে উন্নয়ন একটি অনৈসলামিক কাঠামো থেকে পৃথক। ইসলামে বলা হয়, উন্নয়ন সাধিত হবে যখন বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যথাযথভাবে অথবা মোটামুটিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের কাছাকাছি স্তরে পৌছবে।

একটি আদর্শ মতবাদ হিসেবে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে ইসলামের রয়েছে সব আভ্যন্তরীণ শক্তি। সমস্যা রয়েছে শুধু প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তা ইসলামে নয়, ইসলামের রয়েছে তার নিজস্ব অগ্রগতি এবং তার অনুসারী সবার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব মৌলিক নীতিমালা। 'আলস্যতা' এবং 'নিরুদ্যম' ইসলামী মূলনীতি নয়: এগুলো হল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলাফল, যা William Hocking (১৯৩২:৪৬১) অর্ধ্ব শতাব্দী আগে বলে গেছেন।

ইসলামে মানুষ হল আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, সে একটি দ্বৈত প্রকৃতি দ্বারা সজ্জিত, মানুষের আরও দরকার একটি ধর্ম, যা তাকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, যাতে করে সে চরম বৈরাগ্যপন্থী না হয় বা চরম বস্তুবাদীও না হয়, বরং সে হবে ভারসাম্যপূর্ণ। তার দরকার একটি দ্বৈতবাদী ধর্ম, তার শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস এবং দায়িত্বশীলতা যা সে স্বীকার করে নিয়েছে তার পরিপূর্ণতার জন্য এবং তা হল ইসলাম।

ইসলামে রাজনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন একটি মুসলিম

www.pathagar.com

রাষ্ট্র একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শগুলোর কাছাকাছি অবস্থান করবে। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সারাংশ যে কোন প্রকার কৃত্রিম পৃথকীকরণের শূন্যতার উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে রয়েছে রাজনীতি ও নীতি (নৈতিকতা), ধর্ম ও ধর্মহীনতা এবং রাষ্ট্র ও মসজিদ। তাই, প্রকৃত ইসলামী রাজনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব, যে রকম গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র গণতন্ত্রের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে হবে ভিতর থেকে এবং তা বাইরে থেকে নয়। উন্নয়নের ইসলামী ধারণা ও আধুনিক অ-নৈসলামিক ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এ সত্যে যে, ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি শুধুমাত্র মানুষের অন্তিম অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো থেকে উৎসরিত হয় না, বরং তা পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ্-র আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যাবলী থেকেও উৎসরিত হয়।

ইসলামে প্রশাসনিক উন্নয়ন নির্ভর করে মৌলিক ইসলামী উৎসাবলী যেমন কোরান, সুন্নাহ্, এবং *শরীয়াহ্*-র অন্যান্য উৎসাবলী থেকে উদ্ধৃত বিভিন্ন মূলনীতি ও আদর্শগুলোর উপর। তাত্ত্বিক দলিল এবং পাণ্ডুলিপি, পাশাপাশি পূর্বে ও বর্তমানের বিভিন্ন ইসলামী পণ্ডিতদের লেখনী ইসলামী প্রশাসনের তত্ত্ব ও বাস্তবে তার প্রয়োগের জন্য এক ব্যাপক তথ্য ভাণ্ডার উপহার দেয়। ওগুলো ইসলামে প্রশাসনিক উন্নয়ন কিভাবে বাস্তবে রূপ নেবে সে সম্পর্কে একটি সার্বিক কাঠামো উপস্থাপন করে।

প্রশাসনিক উন্নয়নের একটি ইসলামী মডেল আবশ্যিকভাবে অন্যান্য বিদ্যমান মডেল থেকে পৃথক, যা একই সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলে এবং পাশাপাশি বস্তুগত প্রয়োজনের কথাও বলে। যা হোক, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক মান; বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা; ঐশ্বরিক মৌলিকত্ব; *শূরা*'র ধারণা; প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ; নেতৃত্বের ধারণা; প্রশাসনিক আইনের ধারণা; বিনয় ও সরলতা; এবং সর্বোপরি দেশজমুখীতার উপর গুরুত্বারোপের উপর।

একটি কৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, বরং বস্তুতপক্ষে, আরও গুরুত্বপূর্ণ হল ইসলামী প্রশাসনিক মডেলকে চালিয়ে নেবার ক্ষেত্রে সমালোচনাপূর্ণ কঠিন স্তরগুলো অতিক্রম। বাস্তবায়ন কৌশল এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন কর্মসূচিই সফল হবে না, যদি এর প্রক্রিয়াটি ত্রুটিযুক্ত হয়। আংশিক ভাবে, বর্তমানে ইরানে যা ঘটছে, তা হয়তো অন্যান্য বিষয়গুলোর চেয়ে বাস্তবায়ন সমস্যার দিকেই ধাবিত হবে। ইসলামী প্রশাসনিক মডেলে ইসলামপন্থীগণ হলেন পরিবর্তন- প্রতিনিধি এবং তাই মডেলটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য তাঁরা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন কৌশলের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন।

www.pathagar.com

ভবিষ্যত গবেষণা

এটি পুনরায় বর্ণিত হতে পারে যে, বর্তমান গবেষণাটি মুসলিম বিশ্বে উন্নয়নের পাশ্চাত্য মডেলগুলোর স্থলে ইসলামী বিকল্প সৃষ্টির দিকে শুধুমাত্র একটি প্রথম পদক্ষেপ। এখানে যে মডেলটি উপস্থাপিত হয়েছে তা এখনও এর প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে আরও অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা নীরিক্ষা দরকার রয়েছে। ইসলাম ও প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ে সাধারণ গবেষণা পরিচালনা ছাড়াও নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট গবেষণা প্রশ্নগুলো ভবিষ্যত গবেষণার জন্য সহায়ক হতে পারে:

ক. ইসলামী কর্মচারী প্রশাসনের মৌলিক নীতিমালাগুলো কি?

খ. রাজস্ব প্রশাসনে ইসলাম বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে কোন কোন পদ্ধতির কথা বলে?

গ. এ গবেষণায় উপস্থাপিত ইসলামী প্রশাসনিক মডেলের উপর বাহ্যিক সামাজিক পরিবেশের কি প্রভাব রয়েছে?

ঘ. কর্মচারীদের নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইসলামী যোগ্যতাগুলো কি?

ঙ. ইসলামী প্রশাসনে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে প্রেষণা ও পদোন্নতির কৌশলগুলো কি?

চ. সুদ ও ঋণের প্রশ্নগুলো ইসলাম কিভাবে মোকাবিলা করবে?

ছ. ইসলামী মেধা পদ্ধতি অন্যান্য মেধা পদ্ধতি থেকে কিভাবে ভিন্ন এবং কেন?

জ. ইসলামে নির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কিভাবে পরিচালিত হবে?

ঝ. সাংগঠনিক উন্নয়নের ইসলামী সমরূপ কি?

ঞ. মানুষের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত চাহিদাগুলোর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে ইসলাম কিভাবে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে? এ ধরণের একটি ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা অর্জনের স্তরগুলো কি? এবং কিভাবে এগুলো পরিমাপ করা যায়?

ট. ইসলামী কাঠামোতে 'মূল্য-লাভ' বিশ্লেষণ কি?

ঠ. সরকারী ক্ষেত্রে ইসলাম কি যৌথ দর কষাকষি অনুমোদন করে? যদি হ্যাঁ হয়, তবে তা কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায়?

ড. পরিকল্পনার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি?

ঢ. প্রশাসনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সংগঠনে পরিবর্তন ও পরিবর্তনের বাধাগুলো কিভাবে মোকাবেলা করে?

ণ. মানব ও বস্তুগত সম্পদগুলোর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি? মানব সম্পদ উন্নয়নকে ইসলাম কিভাবে মোকাবেলা করে?

প. ইসলাম কিভাবে অন্যান্য বিষয়গুলোর সাথে যেমন মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি বিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা, অর্থনীতি, গণিত ও পরিসংখ্যান এবং শরীর বিদ্যা, প্রশাসনিক তত্ত্বের সম্পর্ক নিরূপন করবে?

www.pathagar.com

ফ. ইসলাম কিভাবে প্রশাসনিক পরিদর্শন ও পরিদর্শকদের দেখবে?

ব. প্রশাসনে কর্তৃত্ব সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি? কর্তৃত্বের ইসলামী উৎসগুলো কি? কিভাবে কর্তৃত্বকে ক্ষমতার সাথে তুলনা করা হয়?

ভ. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে কি পরিমাণ লোকের অন্য লোকদের রক্ষা করার কাজে পরিচালিত হওয়া উচিৎ? তাদের কি একই স্তরের বস্তুগত লাভ দরকার? এবং যদি না হয়, তবে সরকার কি পরিমাণে তার সমতা বিধান করবে? কিভাবে এর নিষ্পত্তি করা হবে?

ম. ইসলামী মডেলে আমলাতন্ত্রকে কর্মদক্ষ রাখার জন্য জনগণের উপর কি পরিমাণ দায়িত্ব দেয়া হবে? ইসলামের মূলনীতিমালাগুলো মেনে চলবে না এমন জনগণ থেকে কি পরিমাণ স্বাধীনতা তুলে নেয়া হবে?

এসব প্রশ্নগুলো হল অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে মাত্র কয়েকটি, যা নিয়ে গবেষণা করা এবং তাদের উত্তর বের করা অবশ্যই দরকার। সহজলভ্য সত্ত্বেও ইসলাম ও উন্নয়ন, ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সরকার সম্পর্কিত সাহিত্য অপ্রতুল। তাই রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্ধিত গবেষণা ও বিশ্লেষণের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ গবেষণাটি এ প্রসঙ্গে একটি বিনীত প্রচেষ্টা, কিন্তু তা প্রাথমিক অবদান। যদি এ গবেষণা বর্তমান আলোচনার প্রতি কোন অবদান রাখে যা সাধারণভাবে তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব এবং নির্দিষ্টভাবে বিশেষত মুসলিম বিশ্বের 'পরিচিতি সংকট' ও 'দেশজমুখীতা'-র ক্ষেত্রে যে সব সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার সাথে জড়িত, এবং যা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নাদি ও নির্দেশনাকে সুক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করতে পারে, যা পুনরায় তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য ফলপ্রসু হবে, তখন এর উদ্দেশ্যাবলী পরিপূর্ণভাবে অর্জনের চেয়েও অধিক লাভ হবে।

অবশেষে, এ গবেষণাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি 'টি' হিসেবে উপস্থাপন করা উচিৎ হবে না, যেহেতু এখানে উন্নয়ন ধারণাটি সম্পৃক্ত, তবে যথাযথভাবে এটি একটি ইসলামী কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রশাসনিক উন্নয়নের ব্যক্তিগত অবদানকে উপস্থাপন করে। একে ইসলামী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র মতামত হিসেবে বিবেচনা করাও উচিৎ হবে না। আল্লাহ্ সবই ভাল জানেন!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্টাবলী

তৃতীয় অধ্যায় উন্নয়ন : একটি ইসলামী ধরণ, কিছু উপাদান এবং একটি মাপকাঠি

চতুর্থ অধ্যায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.আই.সি)-র সদস্য রাষ্ট্রগুলোর খনিজ সম্পদের বিবরণ এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) তাদের অবদানের শতকরা হার

পঞ্চম অধ্যায় ইসলামী পাণ্ডুলিপি

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

উন্নয়ন: একটি ইসলামী ধরণ

কিছু উপাদান এবং একটি মাপকাঠি

ইসলামে উন্নয়ন তখনই শুধু অর্জিত হবে যখন ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবে থাকবে। চিত্র ৩A. ১ দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্র উন্নয়নের মাপকাঠিতে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে যদি তা ইসলাম সম্মত হয়। বিদ্যমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর রীতিনীতি ইসলামী রাষ্ট্রের যত কাছাকাছি হবে, তারা ততবেশী উন্নত হবে এবং ফলত উন্নয়নের মাপকাঠিতে তারা উচুঁ স্থানে অবস্থান করবে এবং অন্যথায় বিপরীত ঘটনাটি ঘটবে, যা চিত্রে দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অ-নৈসলামিক রাষ্ট্রকে স্থান দেয়া হয়েছে মাপকাটির সর্বনিম্নে।

চিত্রে *কলাম* ১-এ বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়গুলো বা উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো। এ শ্রেণীতে রয়েছে একটি বিদ্যমান মুসলিম রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনার অধীন উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। আদর্শ, মানুষ ও উন্নয়ন, এবং রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ও প্রশাসনিক উন্নয়নকে এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যা এ গবেষণায় আলোচিত হয়েছে, তবে বিশেষত প্রশাসনিক উন্নয়নের উপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই, রাজনৈতিক উন্নয়ন, যা এ অধ্যায়ের মূল বিষয় তা বিবেচিত হয়েছে একটি প্রধান বিষয় বা সমস্যার ক্ষেত্র হিসেবে, যার মধ্যে থাকতে পারে ব্যাপক উপ-বিষয় ও সমস্যাবলী যা রাজনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল মুসলিম বিশ্বের অঞ্চলগুলোর সাথে সম্পর্কিত। এ কলামের তালিকাটি হতে পারে অসীম, যা হোক, উন্নয়নের সেসব বিষয়গুলো এ গবেষণায় পরীক্ষা করা হয়েছে যা খুবই প্রাসঙ্গিক।

www.pathagar.com

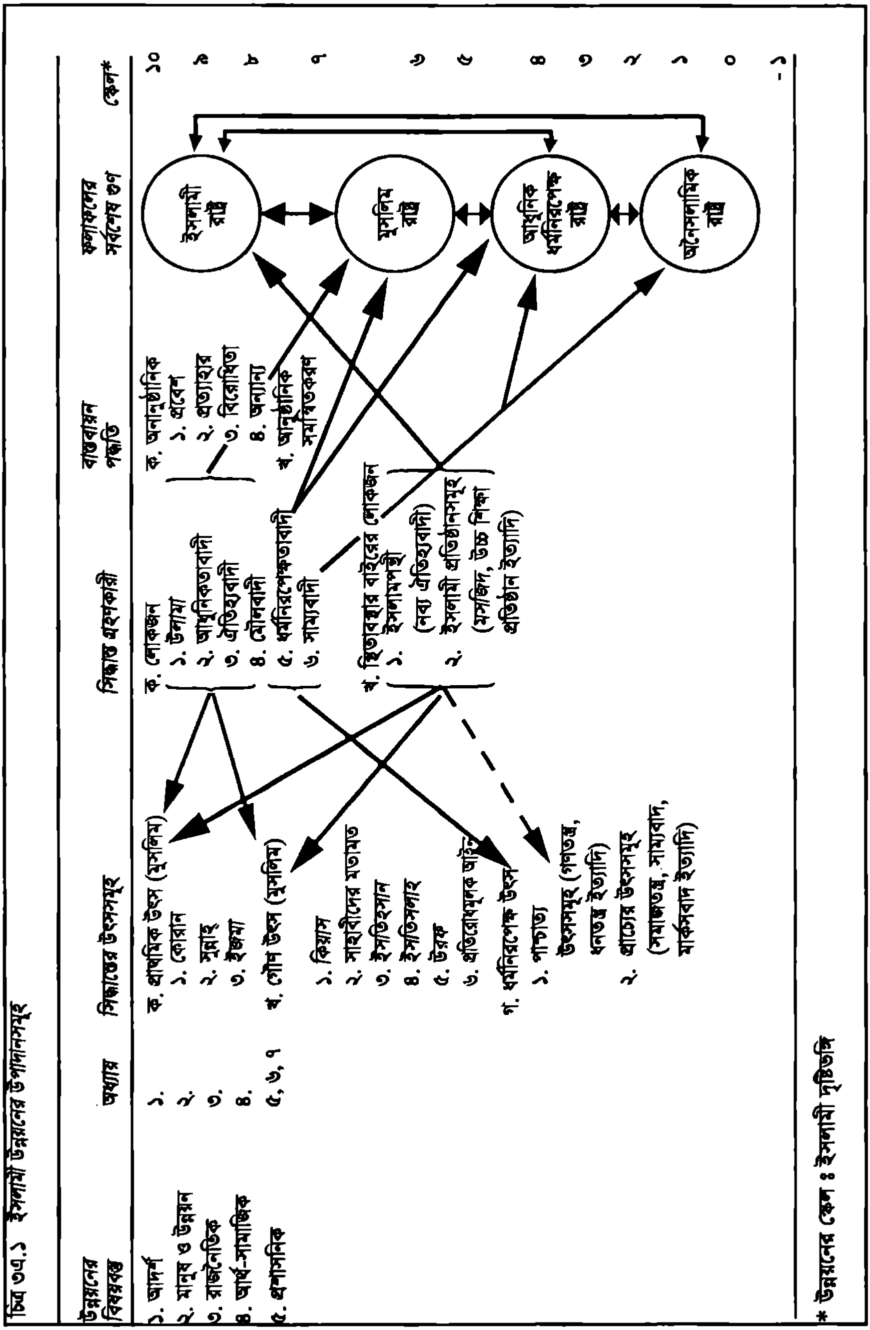

চিত্র ৩৩.১ ইসলামী উন্নয়নের উপাদানসমূহ

কলাম ২ নির্দেশ করে এসব প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে এ গবেষণার অনুরূপ অন্যান্য অধ্যায়গুলোকে ।

কলাম ৩ তালিকাভুক্ত করেছে বিভিন্ন উৎসগুলোকে যার বিরুদ্ধে সব উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহকে পরিমাপ করা হবে। এটি ইসলামী উৎসগুলোর ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে, যা *শরীয়া'হ্*ভুক্ত, যেহেতু সমগ্র গবেষণাটি ইসলামী প্রশাসনের উপর এবং উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখিত। এ শ্রেণীতে রয়েছে সম্ভাব্য সব উৎসাবলী, যা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণ তাঁদের সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করবেন। আবশ্যিকভাবে এটি একটি মাপকাঠি যা দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পরিমাপ করা হয়। সিদ্ধান্তের উৎসগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) প্রাথমিক ইসলামী উৎস, (খ) গৌণ ইসলামী উৎস, এবং (গ) ধর্ম নিরপেক্ষ উৎস, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই। তাত্ত্বিক ভাবে বলতে গেলে, রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পদস্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের অবশ্যই থাকতে হবে উক্ত যে কোন একটি পরিচিতি, তা প্রধান বা অপ্রধান যাই হোক না কেন। অন্য কথায়, একটি রাজনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন অবশ্যই উক্ত তিন শ্রেণীর যে কোন একটি দ্বারা পরিমাপিত হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত, যা ঐ জাতির জন্য বাস্তবায়ন করতে হবে, তা যদি ব্যাপকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ লোক দ্বারা গঠিত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়, তবে উক্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখিত উৎসাবলীর প্রথম দু'টি শ্রেণীর কোন একটি দ্বারাও পরিমাপিত হবে না। অন্য দিকে, একটি সমরূপ বা এমন কি একই বিষয়, যা পুন:পরীক্ষা করা হয়েছে *উলামা* দ্বারা, তা প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে প্রথম দু'টি শ্রেণীর উপর।

তৃতীয় কলামে রয়েছে, *শরীয়া'হ্*-র প্রাথমিক ও গৌণ উৎস, কোরান ও সুন্নাহ্ যা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। নিম্নে অন্যান্য উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেয়া হল।

ইজমা: এক নির্দিষ্ট সময়ে মুসলিম আইনবিদদের ঐক্যমত। কোরান ও সুন্নাহ্-র পর এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস।

কিয়াস: আলাদাভাবে আংশিক বিয়োজন। এটি সাহাবীদের মতামত ও *শরীয়া'হ্*-র একটি উৎস, তবে তা এমন যা কোন সঠিক *হাদীস* -র সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে না।

ইসতিহসান: আইনগত মতামতে স্ব-বিবেচনার প্রয়োগ, যেখানে দু'টি সম্ভাবনার মধ্যে যা অধিক বিবেচ্য তার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়।

ইসতিসলাহ বা *আল-মাসালেহ আল-মুরাসালাহ* : এমন একটি সিদ্ধান্ত নেয়া, যা জনকল্যাণ সাধিত করবে, যদিও সে সিদ্ধান্ত কোরান বা সুন্নাহ্ কোথাও উল্লেখিত নেই।

উরফ : সামাজিক রীতিনীতি যা ইসলামী মূলনীতির সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে না, তা

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত, সরকারী, স্থানীয় বা অন্য যে কোন রকমই হোক না কেন।

প্রতিরোধমূলক আইন (আরবীতে যাকে বলা হয় *সা'দ আল-ধারাই'*): *শরীয়া'হ্* কর্তৃক অনুমোদিত কার্য, যা যে কোন সম্ভাব্য অর্থনৈতিক বা নৈতিক দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবহৃত হতে পারে ।

কলাম ৪ -এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিবেশের এক্টরগুলোর তালিকা রয়েছে: তাঁরা হলেন পদস্থ লোকজন (ক), বা তাঁরা *পদের* বাইরের লোকজন (খ)। প্রথম শ্রেণীটি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচনা করার ক্ষেত্রে প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দলটিকে একটি চলক হিসেবে (তবে একমাত্র নয়) বিবেচনা করে। এটি রাজনৈতিক উন্নয়নে এলিট শ্রেণীর ভূমিকার সাথে এবং তাঁরা কিভাবে পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যান তার সাথেও জড়িত। মুসলিম জাতির বর্তমান বাহ্যিক অবস্থা এ ভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের শ্রেণী ভাগ করেছে: *উলামা*, আধুনিকতাবাদী, ঐতিহ্যবাদী, মৌলবাদী, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, সাম্যবাদী এবং/ অথবা সমাজতন্ত্রী, জাতীয়তাবাদী, ইত্যাদি। কিছু কিছু *উলামা*, যাঁরা ইতিমধ্যে বিদ্যমান কোন শাসনব্যবস্থার সাথে জড়িত, তাঁরা এমনকি তাঁদের প্রকৃত ইসলামী মতবাদগুলোর বিনিময়ে হলেও ঐ শাসনব্যবস্থাকে খুশী করতে ইচ্ছুক। পদস্থ *উলামা*গণ মাঝে মধ্যে অনেক সরকার দ্বারা ব্যবহৃত হন ক্রিড়ানক হিসেবে, এমনকি মুসলিম বিশ্বেও তাঁদের সচেতনতার মাধ্যমে কোরান ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে প্রকৃত ইসলামী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও তা ঐ সরকারী প্রশাসন ও আমলাতন্ত্র বাস্তবায়ন করছে না। এ রকম উদাহরণ দ্বারা ইতিহাস ভর্তি।

বুদ্ধিজীবিদের অন্য দলটি (বা দলগুলো) যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেন, তাঁরা হলেন *পদের* বাইরের লোকজন। নব্য-ঐতিহ্যবাদীগণ (ইসলামপন্থীগণ যখন শুধুমাত্র মুসলিম দেশ নিয়ে চিন্তা করেন) প্রাথমিকভাবে কোরান ও সুন্নাহ্‌র উপর নির্ভর করবেন, তাঁদের সিদ্ধান্তের জন্য। পূর্বে যেভাবে নির্দেশিত হয়েছে, তাঁরা হলেন কতগুলো ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত দল, যাঁরা (ক) একটি সচেতন প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত, যা ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে চিন্তাধারার সমষ্টিগুলো পুনরুদ্ধার করতে চায়; (খ) একটি শক্তিশালী প্রতিরোধকারী আক্রমণ চালু করেন সব অনাহুত প্রবেশকারীর বাহ্যিক মূল্যবোধ, মতবাদ, বিশ্বাস এবং প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে; (গ) তাদের ঐতিহ্যবাহী সব মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সম্মান করেন ও ধরে রাখেন এবং সেগুলো সম্পর্কে কোনরূপ আপোষকামী নন; (ঘ) তাঁদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁরা ঐক্যমত পোষণ করেন; এবং (ঙ) এগুলোর বাস্তব ব্যবহারের জন্য তাঁদের বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন হন না।

কলাম ৫-এ রয়েছে ওসব পদ্ধতিগুলো, দ্বারা দ্বিতীয় দলটি তাঁদের তত্ত্বগুলো বাস্তব ব্যবহারে নিয়ে আসতে পারেন। পদ্ধতি পছন্দ করা নির্ভর করে প্রতিটি মুসলিম জাতির পরিপার্শ্বিক অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিবেশের উপর। অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির অধীনে (ক) প্রথম দলটি ১. বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রবেশ করে এবং এর মধ্যেই কাজ করে; ২. সব স্তরেই বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে যে কোন ধরণের মোকাবেলায় নিজেদের প্রত্যাহার ও বিরত রাখা

www.pathagar.com

(ইরানে শাহ্-র অধীনে খোমেনী; মিশরে সাদাতের অধীনে *al-Takfir wal- Hijrah* [অনুতাপ ও ধর্ম যুদ্ধ]; ইত্যাদি); ৩. প্রকাশ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিরোধিতা করা (নাসেরের অধীনে মিশরে Muslim Brotherhood; বর্তমানে আসাদের অধীনে সিরিয়াতে Muslim Brotherhood); এবং ৪. অন্যান্য পদ্ধতি।

বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির অধীনে দ্বিতীয় দলটি (খ) একত্রীকরণকেই বেছে নেয়। এ পদ্ধতিটি বৈধ প্রমাণিত হয়েছে, কমপক্ষে ইতিহাসের একটি দৃষ্টান্ত থেকে, যখন একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে শক্তিশালী আরেকটি রাজনৈতিক বিপ্লব সংযুক্ত হয়েছিল। Muhammad Ibn Saud (যিনি শাসন করেন ১৭৪৫ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত)-কে বিবেচনা করা হয় সউদ পরিবারের প্রথম শাসক হিসেবে। তিনি যোগ দেন তাঁর (রাজনৈতিক) শক্তিসহ একজন নামকরা ধর্মীয় নেতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব-র শক্তির (ধর্মীয়) সাথে, যাকে বলা হয় আধুনিক সৌদি আরব রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ধর্মীয় ক্ষমতার মধ্যে প্রথম জোট। *ওয়াহ্হাবী* মতবাদের (ইসলামের গোঁড়া মতবাদ) প্রতিষ্ঠাতার ধর্মীয় ক্ষমতার সাথে ইবনে সউদের রাজনৈতিক ক্ষমতার একত্রীকরণ এরকম সংস্কারকে বাস্তবে রূপ দেবার ক্ষেত্রে সম্ভব করে তুলেছিল। এভাবে, ঐ সময় হতে এবং ঐ উপদ্বীপের কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে মুহাম্মদ ইবনে সউদ এবং তাঁর বংশধরগণ তাঁদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে শুরু করেছিলেন এবং *ওয়াহ্হাবী* মতবাদ উপদ্বীপের অন্য প্রান্তেও প্রভাব বিস্তার শুরু করে। বর্তমানে সৌদি আরব বিশ্বে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত, যা ইসলামের *ওয়াহ্হাবী* মতবাদকে বাস্তবে ব্যবহার করে থাকে।

কলাম ৬-*এ* ফলাফলের সর্বশেষ ফসল এবং *কলাম* ৭-*এ* উন্নয়নের একটি ইসলামী মাপকাটি দেখানো হয়েছে। এটি চিরন্তন যে, ইসলামী উৎসের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত একটি ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হবে যদি, (ক) সব সিদ্ধান্ত এবং কার্যাবলী সঠিকভাবে ইসলামী উৎসগুলোর ভিত্তিতে গৃহীত ও পরিচালিত হয়, এবং (খ) ওসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি সফলকাম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। চিত্র ৩A. ১ দেখানো হয়েছে যে, এমনকি *উলামা*, মৌলবাদী, আধুনিকতাবাদী এবং অন্যান্যরা ইসলামী উৎসের উপর নির্ভর করে করেন। তাঁদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গোটা ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ শুধুমাত্র খুবই ধীর একটি প্রক্রিয়া তা নয়, বরং এটি ভয়াবহও বটে। অনেক অনুগত লোক যাঁরা মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রবেশ করেন, তাঁরা হয়তো তাঁদের আদর্শিক চেতনা ভুলে গিয়ে নতুবা ওগুলো বর্জন করতে বাধ্য হয়ে অথবা, শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী ও চলমান রাজনৈতিক ধারায় যোগ দিয়ে বিদ্যমান ব্যবস্থার ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করেছেন এবং অনেকে হারিয়ে গেছেন।

প্রত্যাহারের সুবিধা অসুবিধা দু'টিই আছে, যেমন সামরিক ও একনায়কমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রতি সরাসরি বিরোধিতা, সব সময় বিশৃংখলা ও রক্তক্ষয় মূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাই লেখক এখানে নির্দিষ্টভাবে কোন একটি পদ্ধতিকে উপস্থাপন করছেন না, বরং

www.pathagar.com

পছন্দের বিষয়টি তাঁদের সমাজের সার্বিক পরিপার্শ্বিক অবস্থার নিরিখে নব্য-ঐতিহ্যবাদীদের (ইসলামপন্থীদের) উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। তাছাড়া, এখানে আরও অন্যান্য পদ্ধতিও থাকতে পারে, যা এখানে পরীক্ষা করে দেখা হয় নি।

যেহেতু ইসলামে উন্নয়ন বলতে, সংজ্ঞাগত ভাবে পাশ্চাত্যবাদ থেকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের আন্দোলনকে বুঝায় (মুসলিম সমাজগুলোর ক্ষেত্রে একটি অনৈসলামিক রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে), চিত্র ৩A. ১ -এ চিত্রিত মাপকাঠি এ আন্দোলনকেই নির্দেশ করে। এ মাপকাঠিতে শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত স্তরের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের সর্বোচ্চ স্তর হল দশ, যা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বুঝায়। তাই মাপকাঠির নীচে অবস্থান ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক বিপরীত অবস্থার উন্নয়নকে নির্দেশ করে।

সর্বশেষ বিশ্লেষণে বলা যায়, বিদ্যমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ঐ মাপকাঠির সর্বোচ্চ স্তরে যত বেশী সংখ্যায় পৌছতে পারবে, তারা তত বেশী ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হবে, তারা তত বেশী উন্নত হবে এবং তাদের পরিচিতির ক্ষেত্রে ও পাশাপাশি সর্বোপরি উন্নয়ন চিন্তায় তারা তত বেশী দেশজমুখী হবে। চিত্র ৩A.১ উপস্থাপন করেছে এ গবেষণার পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর পটভূমিকা; যা হোক, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন-প্রতিনিধি হিসেবে শুধুমাত্র ইসলামপন্থীদের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের ইসলামী বাস্তবতা উপলব্ধির দিকে পরিচালিত, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, এবং প্রশাসনিক। অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে তা কি ভাবে এবং কেন পরিচালিত হবে। এটি স্মরণ রাখা দরকার যে, বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে 'মুসলিম রাষ্ট্র, কিছু অ-নৈসলামিক রাষ্ট্র এবং কিছু আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নিত। গণপ্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক দক্ষিণ ইয়েমেন প্রথমটির একটি উদাহরণ এবং তুর্কী পরবর্তিটির একটি উদাহরণ।

শেষত, চিত্র ৩A.১ এ তীর চিহ্নগুলোর নির্দেশনায় রয়েছে নিম্নলিখিত অর্থগুলো: ⟵ নির্দেশ করে কলাম ৪ -র সদস্য ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে, যা কলাম ৩ -এ তালিকাভুক্ত উৎসগুলোর উপর নির্ভর করে। ⟶ নির্দেশ করে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো শেষ বিশ্লেষণে বিবেচিত হবে কলাম ৬-এ তালিকাভূক্ত যে কোন একটি 'দেশের' ক্ষেত্রে (কাংখিত ফলাফল হিসেবে)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও আই সি) ভূক্ত মুসলিম সদস্য রাষ্ট্রসমূহের খনিজ সম্পদের বিবরণ এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) তার অবদানের শতকরা হার।

www.pathagar.com

নং	*দেশ*	*খনিজ সম্পদ ও মন্তব্য*	*জিডিপিতে অবদান*
১	আফগানিস্তান	কয়লা (৮৫ মিলিয়ন মে: টন মজুদ আছে), লৌহ, ক্রোমিয়াম, সিলভার, স্বর্ণ, ফ্লুরাইট, ট্যালক, মাইকা, কপার, সালফার এবং নীলকান্তমণি।	১
২	আলজেরিয়া*	তৈল ছাড়াও, লৌহ, ফসফেট রক, কয়লা, জিংক, সীসা, আয়রন পাইরাইট, মারকারি, ম্যাঙ্গানিজ, ওলফ্রাম এবং কপার	১৯
৩	বাহরাইন	তৈল	৪২.৪
৪	বাংলাদেশ	প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কিছু অন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। পৃথিবীর ৪৯টি সর্বনিম্ন আয়কারী দেশগুলোর একটি এবং ২৯টি কম উন্নত দেশগুলোর একটি, এবং জাতিসংঘ কর্তৃক বিবেচিত পৃথিবীর ৪৫ টি এমএসএ (সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা অধিক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ) -র একটি। এদেশের অর্থনীতিকে বিবেচনা করা হয় 'আন্তর্জাতিক থলে' হিসাবে।	প্রযোজ্য নয়
৫	ক্যামেরুন	বক্সাইট, এক বিলিয়ন টনের অধিক মজুদ রয়েছে।	প্রযোজ্য নয়
৬	চাদ	ন্যাট্রন (যার ৪১০৪ টন ১৯৭৩ সালে রপ্তানী হয়েছে)।	
৭	কুমুরোজ	নাই	
৮	জিবুতী	নাই	
৯	মিশর	তৈল, ফসফেট, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ এবং কিছু পরিমাণ স্বর্ণ, ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম, নিকেল, কোবাল্ট এবং কপার রয়েছে।	২১

www.pathagar.com

নং	দেশ	খনিজ সম্পদ ও মন্তব্য	জিডিপিতে অবদান
১০	গ্যাবন*	ইউরেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ -বিশ্বে এক্ষেত্রে ধনীদের মধ্যে অন্যতম। স্বর্ণ মজুদ খুব বেশী নেই। সীসা, জিংক ও ফসফেট রয়েছে এবং ভবিষ্যত ভাল।	৪৯
১১	গাম্বিয়া	নেই (ইলমেনাইট পাওয়া গেছে ১৯৫৬ সালে কিন্তু শেষ হয়ে গেছে)	১
১২	গিনি	বক্সাইট এবং লৌহ প্রধান দুটি সম্পদ। হীরক পাওয়া গেছে এবং উত্তোলন করা হচ্ছে। খনিজ বিষয়ক কাজই দেশের অর্থনীতির বৃহৎ একটি ক্ষেত্র।	৭৫
১৩	গিনি-বিসাউ	২০০ মে: টন বক্সাইট মজুদ রয়েছে। কোন খনিজ উৎপাদন হয়নি।	
১৪	ইন্দোনেশিয়া*	খনিজ সম্পদে পৃথিবীর ধনী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ব্যাপকভাবে শুধুমাত্র মোট ভূমির ৫% ভূতাত্ত্বিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে; ২০% সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত করা যায় নি। তৈল ছাড়াও রয়েছে কপার, বক্সাইট, নিকেল এবং টিন যার মধ্যে ১৯৭৫ সালে সর্বশেষ তিনটি উৎপাদন হয়েছে যথাক্রমে ৯৯২৫৫৬ ৭৮১০১২ এবং ২৪৩৯১ মেট্রিক টন।	২১
১৫	ইরান*	তৈল ছাড়াও কয়লা (১.৭ জি. টন), লৌহ (১৫০-২০০ মে. টন), বক্সাইট, সীসা (৫ মে. টন), কপার (৪০ মে. টন), ক্রোমাইট, ফসফেট, এবং টারকুইজ। ইরান পৃথিবীতে জিংকের	৭৭

www.pathagar.com

নং	দেশ	খনিজ সম্পদ ও মন্তব্য	জিডিপিতে অবদান
		সবচেয়ে বড় উৎপাদনকারী দেশ। ১৯৭৫ সালে খনিজ উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে ৬১০০০০ মে. টন লৌহ, ৮৪০০০ মে. টন ক্রোমিয়াম, এবং ৩০০০০ মে. টন সীসা। বিশ্বে বৃহৎ তৈল উৎপাদন ও রপ্তানীকারক দেশগুলোর ইরান অন্যতম, যার ৯.০৮৪ বিলিয়ন টন মজুদ রয়েছে।	
১৬	ইরাক*	তৈল ছাড়া অন্যান্য খনিজ সম্পদ সীমিত। সালফার উৎপাদন বছরে ১ মে. টনে পৌঁছবে আশা করা হচ্ছে। ১৯৭৫ সালে উৎপাদন ছিল ৬৫০০০০ টন।	৩৭
১৭	জর্ডান	ফসফেট একমাত্র খনিজ সম্পদ। যার মজুদ মনে করা হয় ৩ জি. টন। ১৯৭৫ সালে উৎপাদন ছিল ১৩৫২৫০০ টন। জর্ডান বিশ্বের কম সুবিধা প্রদানকারী দেশের একটি এবং ৩৯ টি নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়কারী দেশের একটি।	৪
১৮	কুয়েত*	তৈল ছাড়া কিছু নেই। উৎপাদনের ৯৭% রপ্তানী করা হয়। মজুদ মনে করা হয় ৭৫ বিলিয়ন ব্যারল বা পৃথিবীর জানা মজুদের ৭৮ ভাগ।	৭০
১৯	লেবানন	কোন খনিজ দ্রব্য নেই।	
২০	লিবিয়া*	তৈল ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি সম্পদ রয়েছে। লৌহ মজুদ মনে করা হয় ৭০০ মেগা টন, যা ১৯৭৪ সালে আবিস্কৃত হয়েছে।	৫২
২১	মালয়েশিয়া	তৈল এবং টিন, বক্সাইট, কপার, স্বর্ণ, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে; বিশ্বে টিনের	৫

www.pathagar.com

নং	দেশ	খনিজ সম্পদ ও মন্তব্য	জিডিপিতে অবদান
		বৃহৎ রপ্তানীকারক। ১৯৭৫ সালে টিনের মোট উৎপাদন ছিল কঠিন অবস্থায় ৬৩৩৪৬ মে. টন; ইলমেনাইট কঠিন অবস্থায় ১১০৪৭৫ মে. টন; লৌহ ৩৪২৭০২ মে. টন এবং বক্সাইট ৬৯২৪৫৩ মে. টন। ১৯৭৫ সালে তৈল মজুদ ছিল ১৯৫ মেগা মে. টন। দেশজ উৎপাদনের ৮০ ভাগ রপ্তানী হয়।	
২২	মালদ্বীপ	কোন খনিজ নেই।	
২৩	মালী	কোন খনিজ নেই। কিন্তু ১৯৭৬ সালে সেনেগালের সাথে লৌহ উত্তোলনের একটি যৌথ চুক্তি হয়েছিল।	
২৪	মৌরিতানিয়া	লৌহ মজুদ আছে। ১৯৭৪ সালে উৎপাদন ছিল ৮২৮০০০০ মে. টন। তাছাড়া কপার, সালফার দুস্প্রাপ্য মাটি এবং ফসফেট।	৩৩
২৫	মরক্কো	প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ, কিন্তু ১৯৭৫ সালে নিম্নোক্ত গুলো উৎপাদন হয়েছিল (১০০০ মে. টন): ফসফেট ১৪১১৯; লৌহ ৫৫৪; কয়লা ৬৫২; সীসা ১০৪; ম্যাঙ্গানিজ ১৩১; জিংক ৩৬; এবং কোবাল্ট ১৪ মে. টন।	১১
২৬	নাইজার	ইউরেনিয়াম ধাতু মজুদ ছিল যার পরিমাণ ছিল ৭০০০০ টন। ১৯৭৫ সালে উৎপাদন পৌঁছেছিল ১২০০ টনে। অতিরিক্ত ৩০০০০ টন মজুদ আবিস্কৃত হয় নতুন স্থানে। অন্যান্য খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে লৌহ, টিন, ট্যাংস্টেন, কয়লা এবং ফসফেট। ১৯৭৫ সালে টিন উৎপাদন ছিল ৮৪০০০ টন (প্রধানত কৃষি প্রধান)।	২

www.pathagar.com

নং	দেশ	খনিজ সম্পদ ও মন্তব্য	জিডিপিতে অবদান
২৭	নাইজেরিয়া*	পশ্চিমে স্বর্ণ, উত্তরে টিন, পূর্বে কয়লা এবং সীসা ও জিংক মধ্য পশ্চিমে পাওয়া যায়। এদেশ বিশ্বের মোট কলম্বাইট সরবরাহের ৯০% উৎপাদন করে। লৌহ ধাতু মজুদ প্রায় ৮৬-১০৫ মে. টন। বিশ্বে ষষ্ঠ বৃহৎ টিন উৎপাদনকারী দেশ। তাছাড়াও রয়েছে তৈল। ১৯৭৫ সালে যার উৎপাদন ছিল বিশ্বে ৮ম বৃহত্তম।	২৩
২৮	ওমান	তৈল ছাড়া কোন খনিজ সম্পদ নেই। মাসকাটের উত্তর পশ্চিমে কপার আবিস্কৃত হয়েছে, তাছাড়া অল্প পরিমাপ ম্যাঙ্গানিজ ও ক্রোমাইট রয়েছে।	৬৯
২৯	পাকিস্তান	খনিজ সম্পদে খুবই দরিদ্র। জানা যায় কমপক্ষে ১৬টি খনিজ সম্পদের মজুদ আছে। কিন্তু শুধু ক্রোমাইট রপ্তানী করে থাকে। এর লৌহ ধাতুর মজুদের পরিমাণ ৬৫০ মে. টন পরিমাপ করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ছিল ৫৫৩৪ ব্যারেল, দৈনিক।	১
৩০	গণপ্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক ইয়েমেন	১৯৭৫ সালে ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হয়। খনিজ সম্পদের মজুদ রয়েছে এবং তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন সম্ভব, তার মধ্যে রয়েছে সিলভার, স্বর্ণ, টিটেনাম, জারকন। কিন্তু কোন উৎপাদন তথ্য জানা যায় নি।	প্রযোজ্য নয়
৩১	কাতার*	তৈল ছাড়া অন্য কোন খনিজ সম্পদ নেই।	প্রযোজ্য নয়
৩২	সৌদি আরব*	পৃথিবীর ধনী দেশগুলোর একটি এবং জাতিসংঘের অফিসিলিয়াল তালিকায়	৮৩

www.pathagar.com

নং	দেশ	খনিজ সম্পদ ও মন্তব্য	জিডিপিতে অবদান
		অধিক আয়কারী দেশের মধ্যে তার অবস্থান ৩৭। একমাত্র হাইড্রো কার্বন ছাড়া অন্যান্য খনিজ যা পাওয়া গেছে তা হল লাইমস্টোন, জিপসাম, মার্বেল, কাদামাটি ও লবন। লৌহ, কপার, স্বর্ণ, সিলভার এবং সীসার ব্যাপক মজুদ পাওয়া গেছে। পেট্রোলিয়ামের প্রামাণ্য মজুদ হল ১৭৩ বিলিয়ন ব্যারেল বা বিশ্বের মোট মজুদের ১/৪ ভাগ। বর্তমান উৎপাদন দৈনিক ২-২.৫ মিলিয়ন ব্যারেল।	
৩৩	সেনেগাল	ফসফেট হল প্রধান খনিজ, ১৯৭৪ সালে যার উৎপাদন ছিল ১.৬ মে. টন।	প্রযোজ্য নয়
৩৪	সিয়েরা লিওন	হিরক, লৌহ, রুটাইল এবং বক্সাইট। ১৯৭৩ সালে মোট রপ্তানীর ৮০% ছিল খনিজ দ্রব্যাদি।	১৩
৩৫	সোমালিয়া	ইউরোনিয়াম, টিন, লৌহ, কোয়ার্টজ ও কলম্বাইট। বর্তমানে শুধু টিন রপ্তানী হচ্ছে।	
৩৬	সুদান	বিশ্বাস করা হয় ব্যাপক রকমের খনিজ দ্রব্য মজুদ আছে, কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে কিছুই উত্তোলিত হয় নি। খুব কম পরিমাণ মাইনিং কপার, লৌহ, স্বর্ণ, মাইকা এবং ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হচ্ছে। লৌহ মজুদ রয়েছে ২৫০ মে. মেট্রিক টন, এবং কপার মজুদ রয়েছে ১০ মেট্রিক টন। ব্যাপকভাবে এটি কৃষি প্রধান এবং মধ্যপ্রাচ্যের রুটির থলে হিসেবে পরিচিত।	০.৪
৩৭	সিরিয়া	প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপের খনিজের মধ্যে রয়েছে শুধু ফসফেট। ১৯৭৩ সালে যার উৎপাদন ছিল ২৭০০০০ টন।	১১

www.pathagar.com

নং	দেশ	খনিজ সম্পদ ও মন্তব্য	জিডিপিতে অবদান
৩৮	টোগো	ফসফেট প্রধান খনিজ দ্রব্য। প্রতি বছর ৮০% রপ্তানী আয় হয় ফসফেট দিয়ে। ১৯৭৫ সালে মোট উৎপাদন ছিল ১১০০০০০ টন। কৃষিজ পণ্যও ভাল উৎপাদন হয়।	৭
৩৯	তিউনিসিয়া	ফসফেট ও লৌহ প্রধান, যার যথাক্রমে ১৯৭৪ সালে উৎপাদন ছিল ৩৮২৭০০০ এবং ৮১৮০০০ মেট্রিক টন। সার্বিকভাবে তিউনিসিয়া খনিজ সম্পদে খুবই পিছিয়ে।	১
৪০	তুর্কী	খনিজে খুবই ধনী। যার মধ্যে রয়েছে বক্সাইট, লৌহ (১২৬২০০০ টন); ক্রোম (৩৬৩৫০০); কপার (৪৩৫০০); সালফার (১৯০০০) এবং ম্যাঙ্গানিজ (১৩৫০০ মে. টন ১৯৭৫ সালে উৎপাদন হয়।)	১.৩
৪১	উগান্ডা	কপারই প্রধান। ১৯৭৫ সালে উৎপাদন ১১১০০ টন ছিল যা ১৯৬৪ সালে ছিল ১৮০০০ টন। ফসফেট মজুদ রয়েছে, যার পরিমাণ ১৮০ মেট্রিক টনের অধিক ধারণা করা হয়।	প্রযোজ্য নয়
৪২	সংযুক্ত আরব আমিরাত*	তৈল ছাড়া অন্য কোন খনিজ পাওয়া যায় নি। প্রামাণ্য মজুদ ৪.৩৭ জি. টন। যার মধ্যে একা আবুধাবীতে রয়েছে ৪.০ জি. টন।	প্রযোজ্য নয়
৪৩	আপার ভোল্টা	ব্যাপক খনিজ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কোন উৎপাদন নেই। প্রামাণ্য মজুদ রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, লৌহ, জিংক, সীসা এবং নিকেল।	২
৪৪	ইয়েমেন	লবন একমাত্র খনিজ যা বর্তমান উত্তোলিত হয় ব্যাপক পরিমাণে।	

www.pathagar.com

নং	*দেশ*	*খনিজ সম্পদ ও মন্তব্য*	*জিডিপিতে অবদান*
		অন্যান্য খনিজের মধ্যে রয়েছে, কয়লা, কপার, সীসা, জিংক, সিলভার, স্বর্ণ, লৌহ, সালফার এবং ইউরেনিয়াম।	

উৎস: লেখক কর্তৃক সংকলিত, George T. Kurian কর্তৃক লিখিত, *Encyclopedia of the Third World,* New York, Facts on File, Inc. ১৯৭৮ থেকে।

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্টের নোট

* ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) -র সদস্য, যার প্রধান কার্যালয় অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে। ভেনেজুয়েলা ছাড়া অন্য চারটি মুসলিম দেশ (ইরান, ইরাক, কুয়েত ও সৌদি আরব) ছিল এর চার্টার সদস্য। অন্যান্য দেশগুলো ১৯৬০ সালের পরে OPEC -এ যোগ দেয়।

ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডর ছাড়া বাকী সব OPEC সদস্য মুসলিম রাষ্ট্র এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) -র সদস্য।

উপরোল্লিখিত ১১টি মুসলিম দেশের ৭টি দেশ OPEC -র পূর্ণ সদস্য এগুলো হল ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব, আলজেরিয়া, লিবিয়া, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। তাছাড়া বাহরাইন, সিরিয়া এবং মিশর সহ তারা প্রতিষ্ঠা করেছে Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC), যার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৮ সালে এবং এর প্রধান সদর দপ্তর কুয়েতে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

ইসলামী পাণ্ডুলিপি

১৯৮০ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে লেখক রাজনীতি ও প্রশাসন বিষয়ে ইসলামী পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বিস্তৃত জানার জন্য মক্কা, মদীনা, কায়রো এবং ইস্তাম্বুলের কিছু নির্দিষ্ট পাঠাগার পরিদর্শন করেন। লেখক সব মিলিয়ে ৭৫টি পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করেন, যা একদিকে রাজনীতি, রাজকীয় আচরণ, শাসকদের উপদেশ এবং অন্য দিকে *খলীফা*দের প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

নিম্নের সারণীতে ১৫টি পাণ্ডুলিপির তালিকা রয়েছে, যা লেখক ব্যাপকভাবে পরীক্ষা নীরিক্ষা করেন, তার দশটি মিশরের কায়রোতে এবং ৫টি তুর্কীর ইস্তাম্বুলে। সারণীতে ঐ পাণ্ডুলিপিগুলোর লেখকের নাম, নাম্বার এবং পাণ্ডুলিপির অবস্থান, এবং এটি কখন লেখা হয়েছিল বা কোথায় লেখক বসবাস করতেন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দেয়া হয়েছে। উক্ত পাণ্ডুলিপির সবই আরবীতে লিখিত এবং এখানে পাণ্ডুলিপিগুলোর শিরোনাম অনুবাদের কোন প্রচেষ্টাই নেয়া হয় নি।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট (চলমান)

A. *পাণ্ডুলিপিসমূহ যা লেখক কর্তৃক মিশরের কায়রো-র Dar al- Kutub এ পরীক্ষিত*

লেখক	*শিরোনাম*	*MS #*	*প্লেট/পৃষ্ঠা*	*মন্তব্য*
১. মাহমুদ ইবনে আস-শেখ ইসমাইল আল-খাইরবাইতি	আদ- দুর্‌রাহ আল-গাররাহ ফি নসিহত আস-সালাতিন ওয়াল কুদাহ ওয়াল-উমরা	B ২৩২৯২	৬২ প্লেট	লিখিত ৮৪৩/১৪৩৯
২. এম.এম.এ.আল-কুরাইশী ইবনে আল-উখুওয়াহ্	মা'আলিম আল-কুরবাহ ফি আহকাম আল-হিসবাহ	Y ৬৭৯০	১৫০ প্লেট	লিখিত ৭৭১/১৩৬৯
৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল–কাফিজি আল-হানাফি	সাইফ আল-মুলুক ওয়াল হুক্কাম	B ২৪২৬৩	৫১ প্লেট	লিখিত ৮৭০/১৪৬৫
৪. এম.ডি. ইবনে মুস্তফা ইবনে হাবিব আল-আরদারুসী, দাদ্দাহ আফান্দী নামে পরিচিত	আস্-সিয়াসাহ আস-শরীয়াহ্	তাইমূর ২৯	২৭ পৃষ্ঠা	d. ১১৪৬/১৭৩৩
৫. আল–হাকিম	সিয়াসাত আল-মুলুক	আদাব ৯৭৬১	৪৪ প্লেট	লিখিত ১২২৫/১৮১০
৬. Anonymous	সিয়াসাত আল-মুলুক	তাসাওয়াফ তালাত ১৩৮৬	৮৭ পৃষ্ঠা	

www.pathagar.com

৭.	লেখক	শিরোনাম	MS #	প্লেট/পৃষ্ঠা	মন্তব্য
	আবু বকর বিন এম.বি. আবদুল মু'মীন ইবনে হুরাইজ আদ-দিমাশকী	সায়ের আস-সালিক ফি আসনা আল-মামালিক	তাসাওয়াফ ৮৫৯	১৭৬ প্লেট	লিখিত ৭৫২/১৩৫১ – ৮২৯/১৪২৯
৮.	'আলী বি. উমর বি. আলী বি. হুসাম আদ–দীন আল-আবু সিরি, ইবনে আল বানুনু নামে পরিচিত।	আস-সির্ আস-সাফি ফি মানাকিব আস-সুলতান আল-হানাফি	তারিখ্ ১৫৪	১৭৫ প্লেট	৫ এর অধিক কপি লিখিত ১০৭৪/১৬৬৪
৯.	এম. বি. আল-ওয়ালিদ বি. এম. বি. খালাফ আল-কুরাইশী আল-ফিহ্‌রী আল-আন্দালুসী, ইবনে আবি রান্দাকাহ্ নামে পরিচিত।	সিরাজ আল-মূলুক	তারিখ্ ৪১৪ বা B -৩২৫৬৭	২২৫ প্লেট	৪ এর অধিক কপি লিখিত ৪৫১/১০৫৯ – ৫২০/১১২৬
১০.	আহমদ বি. মুহাম্মদ বি. আবি আর–রাবী'	সুলুক আল-মালিক ফি তাদবীর আল মামালিক	হিকমাহ্/ ফালসাফাহ ৪৭৭	২২ প্লেট	২১৮/৮৩৩ –১৭২/৮৮৫

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট (চলমান)

B. *লেখক কর্তৃক তুর্কীর ইস্তাম্বুলের Sulaimaniyyah Complex এ পরীক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহ*

লেখক	*শিরোনাম*	*MS #*	*প্লেট/পৃষ্ঠা*	*মন্তব্য*
১. ইবনে আন-নাজিম আল-মিসরী	মাজমুয়াত রাসাইল ইবনে আন-নাজিম আল-মিসরী # ১২	সাহিদ'আলী পাশা	৩৩ প্লেট	
২. আবুল হাসান 'আলি বিন সউদ	তাখ্‌রিজ আদ-দালালত আস-সামিয়াহ্ আলা মাকানা ফি'হিদ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম মিন আল-হিরাফ ওয়াল-সানাই ওয়াল মুয়ামালাত আস্-শরীয়াহ্	সাহিদ'আলী পাশা # ১৮৫৩	২৩১ প্লেট	লিখিত ৭২৬/১৩২৫
৩. আবু 'আমর বি. বাহর, আল-জাহিজ নামে পরিচিত	কিতাব আখলাক আল-মূলুক ফি উমুর আর-রিয়াসাহ্	আয়া সুফিয়া # ২৮২৭	৭৮ প্লেট	d. ২৫৫/৮৬৮
৪. আহমদ বি. মাহমুদ আল-হুবাইলী আল--ইসফাহবান্দী	কিতাব মিনহাজ আল-ওয়াজারা ফি আন-নসিহাহ্	আয়া সুফিয়া # ২৯০৭		লিখিত ৭২৭/১৩২৬
৫. শেখ আল আশরাফী, তুগহান নামে পরিচিত	মিনহাজ আস-সূলুক ফি সিরাত আল-মূলুক	আয়া সুফিয়া # ২৯০৫		লিখিত ৮৭৫/১৪৭০

www.pathagar.com

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে লেখক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত ব্যাপক সংখ্যক রেফারেন্স গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিশেষ ধরণের প্রকাশনার সংখ্যা হল ৮, পরিপূর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা ৫১৯, গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা ১৮১, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা হল ৫০ টি। রেফারেন্স সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানার জন্য মূল বইটি দেখুন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com